সপার্ষদ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী।

অর্থাৎ

বিস্তৃত উপক্রমণিকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

জীবন ও লীলাবিষয়ক প্রায়

পঞ্চদশশত মহাজনী

পদাবলী।

মহাজন-পদাবলী প্রভৃতি প্রণেতা অবসরপ্রাপ্ত জিলা-স্কুলের

ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক

দীন শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত।)

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

এ, এন্, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গ-কুলীনবর, গুহবংশধর,
টাকীরায় চৌধুরী যতীন্দ্র নাথ।
অগাধ পণ্ডিত, 'গুণগণ-মণ্ডিত,
বিদ্যোৎসাহী গৌর-ভকত-বিখ্যাত।
সোঁপল অকিঞ্চনে, তছু গীমশোহনে,
হার-"গৌরপদ তরঙ্গিণী।"
সুঘর শেখর, শ্যাম নটবর,
গীমে বনমালা শোহে জনি।
যদপি অপটু মালী, কু-মালা এ গাঁথলি,
তবু যুক্ত নহ পরিহার।
অমূল অতুল ইথে, আছয়ে শতে শতে,
গৌর-পদ-মণি উজিয়ার।
পহুঁ শচীসুত মঝু, চরণ-রাজীবে তছু,
করু এ মিনতি জোড়হাত।
নিতাই গদাই সহ, আশিষহুঁ অহরহ,
সুখে রহু যতীন্দ্র নাথ।

ভূমিকা।

আজ আট বৎসর গত হইল, উত্তর-বঙ্গের একজন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী বিদ্যোৎসাহী ও পরমবৈষ্ণব এবং পরমধার্ম্মিক ভূম্যধিকারীর উৎসাহে আমরা এই মহাগ্রন্থের সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। উক্ত জমিদার মহাশয়ের সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু এবং আমার বিশ্বাসী সুহৃদের প্রমুখাৎ জানিয়াছিলাম এবং জমিদার মহাশয়ের দুইখানি পত্র হইতেও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন ; তাই আমরা প্রাণপণে আগ্রহ-সহকারে এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। তিনি প্রথম পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনার সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়াছে, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু পদগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে মহাজনী পদ হয়। গ্রন্থমধ্যে একটীও আধুনিক পদ থাকিলে গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে না।"

তিনি দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন ;—

"আপনার সংগৃহীত গ্রন্থপ্রকাশে এই ভগবৎ-সংসার হইতে কত ব্যয় পড়িবে, তাহার নির্ণয় জন্য গ্রন্থখানি সত্বর প্রেরণ করিবেন, ইত্যাদি।"

এই আদেশ অনুসারে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ গ্রন্থখানি উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার পর, তিনি গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সমগ্র মুদ্রণ-ব্যয়স্থলে মাত্র শত মুদ্রা সাহায্যার্থ প্রদান করিবেন, এইরূপ জানাইলেন। আমরা এই অনুগ্রহে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলাম। কারণ, আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশে পাঁচশত মুদ্রার প্রয়োজন। আমরা নিজে নির্ধন, সুতরাং মাত্র শত মুদ্রা গ্রহণ নিষ্ফল জানিয়া, উহা আমরা গ্রহণ করি নাই। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় হতাশ্বাস হইয়া আমরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় মুদ্রণ-ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটী প্রস্তাবের উত্থাপন করি ; তাহা পাঠ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জনৈক সহৃদয় বদান্য রাজা ঐ পত্রিকায় লিখেন যে, যদি আমাদিগের গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনুমোদন করেন, তবে তাঁহার রাজ-সরকার হইতে সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন। অক্ষয় বাবুর অনুকুল-সমালোচনা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া, পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের বন্দোবস্ত করিতে প্রার্থনা করিলাম, আর উত্তরও নাই, সাহায্য প্রদানও নাই। ক্রমে তিনখানি পত্র লিখিয়া, উত্তর না পাইয়া, তাঁহার দত্ত সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করিতে

বাধ্য হই। সে আজ কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরের কথা। তৎপর রাজা, মহারাজ, জমিদার, তালুকদার, সভা-সমিতি, পুস্তকপ্রকাশক, কত জনের কাছে, কত রকম সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কিছুতেই দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হইল না। এই সকল মহাত্মারা সকলেই বিখ্যাত দয়াবান, প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মশালী, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, কুবের তুল্য ধনবান্. কিন্তু, "তৃষিত দেখিলে সাগর শুকায়" যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা আমাদিগের দগ্ধ-অদৃষ্টে অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। এই অপার দুঃখের সময় বঙ্গের সুদূরপূর্ব্বপ্রান্ত হইতে একটী মহামনা সুহৃদ্ মধ্যে মধ্যে পত্র দ্বারা আমাদের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এবং আমাদিগের হতাশদগ্ধ-হৃদয়ে ধর্ম্মভাবপূর্ণ সোৎসাহ-বারি সেচন দ্বারা, মরুভূমে আশার বীজ অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আমাদিগের সংগৃহীত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন ও আলোচনা করিয়াছেন। অথচ এই মহাত্মার সহিত আমাদিগের অদ্যাপি সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই। ইনি শ্রীহট্ট-জিলাবাসী স্বনামধন্য গৌরগতপ্রাণ সুলেখক শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস।

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি তাঁহার মহাপাপী দীন-ভক্তের আশাও অপূর্ণ রাখেন না। তাই আজ তিন মাস হইল, একজন মহামনা ব্যক্তির আমাদিগের সহিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অকৃত্রিম সহানুভূতি জন্মে। তিনি স্বয়ং ধনী নহেন, কিন্তু পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়া আমাদিগের সাহায্যার্থ একটী দাতা জুটাইয়া দিয়াছেন। সেই দাতার কথা বলিবার পূর্ব্বে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদপূর্ব্বক এই মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি। ইনি ফরিদপুরের সর্ব্বপ্রধান উকিল, ভারতের সুসন্তান, স্বদেশসেবী, প্রকৃত জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার।

টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একজন ক্ষমতাবান্ সভ্য, সাহিত্যপরিষৎ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক, পরমবিদ্বান্, প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, প্রভূত সৎকর্ম্মশালী, অশেষগুণালঙ্কৃত, মহাভাগবত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ই আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশের একমাত্র সাহায্যকারী। এই মহাত্মার কৃপাতেই আট বৎসরের পর এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল ; এই মহাত্মার প্রসাদেই বৈষ্ণব-জগত শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাবলীর বিমল-রসাস্বাদনে সক্ষম হইলেন। ইনি গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত অর্থ বিনা সুদে আমাদিগীকে ধার দিয়াছেন। গ্রন্থবিক্রয়ের মূল্য হইতে এই ঋণ পরিশোধ

করিতে হইবে। ইনি বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিতরণ জন্য মাত্র ১০।১৫ খানি গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, এই মাত্র কথা। সুতরাং ইনি কপর্দ্দকলাভেরও প্রত্যাশী নহেন। আমরা যখন ইঁহার হস্তে হস্তলিখিত কাপি প্রদান করি, তখন ইনি নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিয়াছিলেন "এই গ্রন্থের কুত্রাপি যেন আমার নামের উল্লেখ না থাকে।" প্রকৃত গৌরাঙ্গভক্তগণ এই রূপই বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও ঢক্কানাদ-বিদ্বেষী। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞতাভয়ে, দাতার নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভরসা করি, আমাদিগের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীহট্টবাসী অপর একজন ধর্ম্মবন্ধুর নিকটও আমরা বিশেষ ঋণী। ইনি বঙ্গ-বিশ্রুতনামা পরমপণ্ডিত তত্ত্বদর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়। ইঁহার সহিতও আমাদিগের চাক্ষুষ পরিচয় নাই। কিন্তু ইনি এমনই সহৃদয় উন্নত-চেতা, বিনয়ী ও পরমার্থপরায়ণ যে, আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থের উপক্রমণিকা সম্বন্ধে ইঁহার নিকট যখন যে সাহায্য চাহিয়াছি, তাহা সহর্ষে ও অবিলম্বে প্রদান করিয়া আমাদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার প্রদত্ত তত্ত্ব ও বহুমূল্য উপদেশ না পাইলে আমরা ৮৮ জন পদকর্ত্তার মধ্যে ৮০ জনের অল্পবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইতাম না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইঁহাকে দীর্ঘজীবী ও নিরাময় করিয়া স্বীয় দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

আমরা রাজকার্য্য-সম্পাদনোপলক্ষে পাবনানগরীতে অবস্থানকালে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি। তখন সৌভাগ্যক্রমে পরমবিজ্ঞ পরমদর্শী পরম-গৌরভক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমাদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মে। পদাবলীর স্থানে স্থানে আমরা যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যত্ন করিয়াছি, তদ্বিষয়ে এই সুহৃদ্ আমাদিগের পরম সহায় ছিলেন। ইঁহাকে অনেকেই বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া জানেন, কিন্তু ইনি যে বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন উন্নত সাধক, তাহা অল্প লোকেই অবগত আছেন। ফলতঃ ইনি দেহরোগ ও ভবরোগ নিরাকরণে তুল্য পারদর্শী। ইঁহার ন্যায় মধুর-চরিত্রবিশিষ্ট লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি।

অপর পদাবলী গ্রন্থে যে সকল পদের রাগ-রাগিণী লেখা নাই, আমাদিগের সংগ্রহে পাঠকগণ তৎসমস্তের এক একটী রাগিণী নির্দ্দেশ দেখিতে পাইবেন। ইহা আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত নহে। আমাদিগের চিকিৎসক বন্ধুর নিকট প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজীউই ঐ সকল সঙ্গীতের রাগিণী নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এই বন্ধুটী একটী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, গৌরগতপ্রাণ, বিশুদ্ধচরিত্র ও সংকীর্ত্তন-সঙ্গীতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশালী।

অসাধারণ প্রতিভাশালী পরমপণ্ডিত বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও "বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইতিহাস" প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই মহাত্মদ্বয়ের গ্রন্থ হইতে পদকর্ত্তৃদিগের জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতেও আমরা কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই তিন মহাত্মাই আমাদিগের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা আরও বহু মহাত্মার নিকট অল্পবিস্তর ঋণী; তাঁহারা সকলেই আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র এবং আমরা অবনত-মস্তকে সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আমাদিগের ভূমিকা প্রায় চরমসীমায় উপনীত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদের সংগ্রহখানি সম্বন্ধে একটী কথাও বলি নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে দুইচারি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা ভূমিকাটীর উপসংহার করিতেছি। বর্ত্তমান গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট মহাজনী পদাবলী ও পদকর্ত্তৃদিগের বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের বহু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করিয়া অনেক গ্রন্থ আমাদিগকে ধার দিয়াছেন। অনেক গ্রন্থ আবার মূল্য দিয়া ক্রয়ও করিয়াছি। বাঁকুরা, বীরভূম, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেই আমরা অধিকাংশ হস্তলিখিত পদ-গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। বিষয়কার্য্য করিবার অবকাশ সময়ে এই সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আমাদিগকে কোন কোন স্থানে এবং কোন কোন লোকের নিকট যাইতে হইয়াছে। কোথায় সফলমনোরথ এবং কোথাও বা হতাশ হইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার মূল্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাত্মক প্রায় কিঞ্চিদূন পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ, মহাপ্রভুর পরিকর ও পার্ষদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্ত্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে এমন সকল প্রাচীন পদ আছে, যাহা হয় ত অনেক পাঠক এ পর্য্যন্ত দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। যাহা হউক, দয়াল নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের চরণপ্রসাদে আমরা আমাদিগের গৃহীত মহাব্রতের উদ্যাপন করিলাম। বৈষ্ণব-জগত আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন অচিরে ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি। ইতি

ফরিদপুর।
১২ই জুন ১৯০২। } শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ।

(১)

বুঝলু রে মন ভেলত বোখার।
দারুণ তাপ দেহে, দগধ অঙ্গার॥
কাপত থরহরি অসহন শীতে।
রহি রহি চমকত ভয় ভরু চিতে॥
ঘন ঘন বহত তপন নিশোয়াসা।
দূর সঞে না ভাগত দারুণ পিয়াসা॥
ক্ষীণ বহত নাড়ী বিখম বিকার।
হরলহুঁ গেয়ান, প্রলাপ সার॥
রে মন ভোগবি ভব-রোগে কাহে।
পায়বি সোয়াথ শুন কহু যাহে॥
হরি-নাম-ঔখদ ভকতি অনুপানে।
পান করহুঁ আনি কয়ব পয়ানে॥
কিন্তু জগবন্ধুক বিখয়-রোগে।
হরিনাম ঔখদ না মিলই ভাগে॥

(২)

পামর মন তুহুঁ কাহে করু হাহুতাশ।
কাহেক ছোড়ত দীঘল নিশোয়াস॥
আঁখিলোরে ভাসত কাহে দিন রাতি।
কাহে হিয়া দগদাগ কাহে ফাটে ছাতি॥
সমুঝল তছুক মরম অব মন মে।
বিখয়-ভুজঙ্গম দংশল মরমে॥
বিখম বিখে তনু ভৈগেল বিথার।
তঁহি লাগি করু তুহুঁ ইহ হাহাকার॥
কাহে নাহি ডাক উ ওঝা মূঢমন।
নদীয়ামে বৈঠত ওঝা শচীনন্দন॥
হরিনাম-মন্তরে যব সোই ঝাড়ে।
ভাগ-ভুজগ-বিখ, তব যাউ দূরে॥
বিখ-বৈদ্য পহুঁ করুণাকসিন্ধু।
কব তাহে চিহ্নব দীন জগবন্ধু॥

প্রথম সূচী।

—*—

বিষয় বা রস।

দ্বিতীয় সূচী।

পদকর্ত্তৃগণ

তৃতীয় সূচী।

গানের মোহরা।

বিষয়			পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা
আজু শুভক্ষণে নিতাইচাঁদের অধিবাসে	...	...	৪৩৫
আজু সীতাপতি অদ্বৈত নাচয়ে	...	...	৪৪৫
আজুক সুখ কছু বরণ ন যাত	...	...	৪৫৪
আরে রে নিন্দুক ভাই তোর কি রে বোধ নাই		...	১৪
আপনার গুণ শুনি আপনি পাশরে	...	...	৪৫ ও ২৮৯
আহা মরি মরি গৌরাঙ্গচাঁদের চরিতে কে না ঝুরে		...	৬৮
আহা মরি মরি সুরনারীগণ	...	...	১০৩
আহা মরি কি মধুর রীতি	...	...	১০১
আহা মরি মরি দেখ আঁখি ভরি	...	...	১৩৫
আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি	...	...	১৬১
আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোণা	...	...	৩৮৫
আহা মরি কি নিতাইর শোভা	...	...	৪৩৪
আজি আঙ্গিনা পর নদীয়া বালক সঞে	..	...	৭৭
আজানুলম্বিত বাহুযুগল		...	১১৬
আজিকার স্বপনের কথা শুন লো মালিনি	...	...	৩৮৬
আগে জনমিলা নিতাইচাঁদ	...	...	৪১৭
আসিবে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়া	...	...	৪১২
আলিরে হোত মনহুঁ উলাস সুলছন	...	...	৪১১
আকুল দেখিয়া তারে কহে অতি ধীরে ধীরে	...	...	৪০৬
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল	...	...	৩২২
আপন জানি বনায়লু বেশ	...	...	৩০৫
আজি কেন গোরাচাঁদের বিরস বদন	...	...	৩০৮
আচার্য্যমন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য	...	...	৩৮১
আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলকা		...	৩৮৫
আর এক দিন গৌরাঙ্গ সুন্দর নাহিতে দেখিনু ঘাটে		...	১৬০
আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা		...	১৭৯
আলো সই নাগরে দেখিয়া বাসর ঘরে	...	...	৮২
আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমভরে	...	...	১৮৬
আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব	...	...	২৩৯

গীত

গীত | পৃষ্ঠা

গীত   পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত | | | পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা
দেখ সখি গৌর নওল কিশোর	...	...	৩৫১
দেখ অপরূপ চৈতন্য হাট	...	...	৪২১
দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী	...	...	৪২১
দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী	...	...	৪২৫
দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ	...	...	৪২৬
দেখ মোর অদ্বৈত গুণনিধি	...	...	৪৪১
দেখ অদ্বৈত গুণের মণি	...	...	৪৪৪
দেব রমণীবৃন্দ বিরচি বেশ	...	...	১০৪
দেখ রমণী উল্লাসে। বিবাহপ্রসঙ্গ সবে কহে		...	১০৫
দোসর ফাগুন গুণসঞ্চে নিমগন	...	...	৩৯৫
দ্রাং দৃমিকি দৃমি মাদল বাজত	...	...	৩৩৫
ধনি ধনি ধনি নদীয়ানগরে	...	...	৮১
ধনি ধনি আজি রজনী ধনি লেখি	...	...	৩৬৩
ধনি ধনি গোবর্দ্ধন দাস		...	৪৬৭
ধনি ধনি অবনী-ভাগ কিয়ে	...	...	৪৭৩
ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস	...	...	৪৭০
ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর	...	...	৩৮০
নটবর রসিকা রমণী-মনোমোহন	...	...	১৯
নরহরি নাম অন্তরে আছু ভাবহ	..	...	২২
নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরী	...	...	৩৪
নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিনরাতি	...	...	৩৯
নদীয়া-আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গশশী	...	...	৫১
নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি	...	..	৫৫
নদীয়ার নারী পুরুষ সুকৃতি মানি	...	...	৬৫
নদীয়ার অতি পুণ্যবতী পতিব্রতাগণের	...	...	৭১
নদীয়ার যত বৃদ্ধানারীগণে	...	..	৮৫
নদীয়ার নববধূ সব বিরলেতে কহে	...	...	৮৩
নদীয়ানগরে হৈল ধ্বনি করিব বিবাহ পুনঃ	...	...	৯৩
নব নদীয়ানাগরী গোরী ভোরি রয় থোরি	...	...	৯৫

গীত			পৃষ্ঠা

গীত | পৃষ্ঠা

গীত			পৃষ্ঠা
বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া আকাশে	...	...	৩৯০
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই	...	...	৮
ব্রজভূমি করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ	...	...	১২
ব্রহ্মআত্মা ভগবান যাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গান	..	...	২২
ব্রজপুরে রসবিলাস বিশেষ	...	...	২৩৩
ব্রজ অভিসারিনী ভাবে বিভাবিত	..	..	৩০১
ভক্তগণ শ্রীচরণে মোর এই নিবেদনে	...	...	৪৯৪
ভকতি রতনে খনি উঘাড়িয়া প্রেমমণি	...	...	৪২০
ভাগ্যবান শচী-জগন্নাথ	..	...	৫৮
ভাল ভাল ওগো এসব কথাতে	...	...	২৩০
ভাল ভাল ইহা শিখাতে হবে না	..	...	২৩৪
ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি	...	...	২৪৪
ভাবে ভরল হেমতনু অনুপাম রে	...	...	২৫৭
ভাল ভাল রে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া	..	...	২৬৯
ভাবভরে গর গর চিত	...	...	২৭১
ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া	...	...	২৮২
ভাবহি গদ গদ কহত শচীসুত	...	...	২৮৬
ভাবাবেশে গৌরকিশোর	...	...	২৯০
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর	...	...	২৯৮
ভাবে গদ গদ বুক গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ	...	...	৩৮৩
ভাবে গর গর নিতাই সুন্দর	...	...	৪২২
ভাইক ভাবে মত্ত গতি বিরহিত	...	..	৪৩৮
ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহুঁ	...	...	৪৫০
ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণধাম	...	...	৩৮৮
ভুবন মনোচোরা গোকুলপতি গোরা	...	...	৬১
ভুবনমোহন গোরা রূপ নেহারিয়া	...	...	১৭৩
ভুবনমোহন গোরাচাঁদ	...	...	২৩৮
ভুবনমোহন গোরা গুণমণি	...	...	৩৫৬
ভুবনমোহন গৌর নটবর	...	...	৩৬০

গীত | | | পৃষ্ঠা

মূলগ্রন্থের ৩য় সূচী সম্পূর্ণ।

উপক্রমণিকা।

বর্ত্তমান সংগ্রহ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শচীনন্দন গৌরাঙ্গদেবের ও তদীয় পরিকর ও ভক্তগণের অলৌকিক, অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব লীলাত্মক কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশশত প্রাচীন মহাজনী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি, গীতরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয়, পদচিন্তামণিমালা, রসমঞ্জরী, লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গৌরচরিত-চিন্তামণি, প্রভৃতি মুদ্রিত পদগ্রন্থ ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যে সকল পদ নাই, তেমন অনেক পদ পাঠক এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। আমরা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, বহু বিজ্ঞ-বৈষ্ণব-বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া, এবং বহু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়ার তোষামদ করিয়া, এই সকল অমূল্যরত্ন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অনেকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আমাদিগকে দেখিতে ও ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। যাহা হউক, এবিষয়ে আর যাহা বক্তব্য তাহা আমরা ভূমিকায় বলিব।

এই উপক্রমণিকায় আমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে একটী কথাও বলিব না। কেননা, সে অতুল, অমূল্য চরিত ভুবনে সুপরিচিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীল লোচনানন্দ ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল জয়ানন্দ দাসের চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীল প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা, শ্রীল ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে মহা-প্রভুর জীবনচরিত ও লীলা বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথানুসারে পরলোকগত জগদীশচন্দ্র গুপ্তের শ্রীচৈতন্যলীলামৃত, শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ বিরচিত অমিয়-মাখা অমিয়-নিমাই-চরিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত যুগাবতার, ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রভৃতি কএকখানি উপাদেয় গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আছে। পরিশেষে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত [illegible] সেন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর [illegible] চরিতাখ্যান ও চরিত্র ও লীলার সমালোচনা আছে। অনুসন্ধিৎসু [illegible]

উপক্রমণিকা

পাঠক ইচ্ছা করিলে প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ, পরি ও প্রামাণিক জীবনী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদি কিছু নূতন বলিবার নাই ; কিন্তু এস্থলে একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা ক আমাদিগের ইচ্ছা। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে কি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিব মনে করিয়া।

বংশী শিক্ষার প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রেমদাস কহিয়াছেন :—

"কলি পাপতাপাচ্ছন্ন দেখি ভক্তগণে।
উদয় হইয়া প্রভু শচীর ভবনে॥
দুই ভাবে দুই কার্য্য করিলা সাধন।
অন্যে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ॥"

উক্ত গ্রন্থকার সেই দুইটী কার্য্যের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) "বহিরঙ্গ ভাবে হরে কৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিলা জগ মাঝে গৌর গুণধাম॥"

(২) "অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিলা অর্পণে॥"

অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দ্বিবিধ লোকের পক্ষে সাধ্য বিবেচনা করিয়া দ্বিবিধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমতঃ যাহারা বহিরঙ্গ বা সাধারণ লোক অথবা দুর্ব্বলাধিকারী, তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার বিধি করিলেন নাম গ্রহণ, নাম জপ বা নাম সঙ্কীর্ত্তন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা অন্তরঙ্গ বা পরিকর, অথবা সবলাধিকারী বা যাঁহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম এবং সেই মর্ম্ম মতে ধর্ম্ম সাধনে পারগ, তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থা হইল, "রসরাজ উপাসনা।" আমরা ক্রমে এই দ্বিবিধ উপায়ের যথাশক্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। বিষয়টী অতি গুরুতর, প্রগাঢ় জ্ঞান সাপেক্ষ, বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ ব্যুৎপত্তি সাপেক্ষ, এবং সাধন ভজন সাপেক্ষ। আমাদের তাহা কিছুই নাই। তবে বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে, পঙ্গু যেমন উন্নত শৈল উল্লংঘন করিতে, এবং কাষ্ঠমার্জ্জার যেমন লবণা- [illegible]তু বন্ধন করিতে ইচ্ছুক, আমাদিগের ইচ্ছাও তদ্রূপ। আমাদিগের ব্যাখ্যা [illegible]লোচনায় বহু ত্রুটি ও বহু ভ্রম থাকিবে ; কিন্তু বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ আমা- [illegible]ত অপরাধ মার্জ্জন করিবেন, এ ভরসা আছে। তবে তাঁহারা যে সমা- [illegible] করিবেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে শিরোধার্য্য করিব এবং শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible]তীয় সংস্করণ হইলে, আপনাদের ভ্রম প্রমাদাদি সংশোধন করিয়া লইব।

প্রথমতঃ। নাম গ্রহণ, নাম জপ বা নামসংকীর্ত্তন। বৈষ্ণব জগতে "শিক্ষাষ্টক" নামে আটটী শ্লোক প্রচলিত আছে। উহা মহাপ্রভুর স্বরচিত বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে উপরক্ত শিক্ষাষ্টকই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ২০ বিংশতি পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টকের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল॥
প্রভু শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ-প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥"

সজ্জনতোষিণী পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, এই অষ্ট শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্য লইয়া অতি সংক্ষেপে এই অংশের আলোচনা করিব।

পুরাণে কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই জীবের মুখ্য ধর্ম্মসাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা:—

"সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥" বিষ্ণুপুরাণ।

উভয় বচনের অর্থই এক। অর্থাৎ সত্যে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নামকীর্ত্তনই যে কলিকালের ধর্ম্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও একাধিক বার দৃষ্ট হয়। যথা:—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

অন্বয়ার্থ। কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিবৎ জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহ যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন।

উপক্রমণিকা।

পুনশ্চঃ— "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোহপি লভ্যতে ॥"

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কলিযুগে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা, সর্ব্বার্থ লাভ হয় জানিয়া গুণবেত্তা সারগ্রাহী সাধুরা ঐ যুগের প্রশংসা করেন।

আবার নারদীয় পুরাণ দৃঢ়তার সহিত বারংবার বলিয়াছেন ঃ—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-প্রণেতা এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—"অতএব কলিতে কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, এতদ্ব্যতীত জীব নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই। অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। 'কেবল' শব্দ তিনবার উচ্চারণের দ্বারা, হরিনাম ভিন্ন যে জ্ঞানযোগ, যজ্ঞ এবং তপস্যাদি জীবের আর কিছুই করণীয় নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর হরিনামই মুক্তির একমাত্র উপায়, তাহারই দৃঢ়তা স্থাপন জন্য তিনবার হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে।"

দিব্যোন্মাদ সময়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়কে কলিতে নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া, উহার উপকারিতা এইরূপে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ॥"

যদ্দ্বারা মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়; ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; জীবের শ্রেয়োরূপ শুভ্রোৎপলের ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়; যাহা ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ হয়; যাহা বিমলানন্দ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে; যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করে; এবং যাহা মন প্রাণ আত্মাকে পরমানন্দ-রসে অবগাহন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে; সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

এই নাম সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইবার জন্য নামে অনুরাগ হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্ব জীব সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু দ্বিতীয় শ্লোকে নামের শক্তি বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্, তোমার আমার প্রতি এমন করুণা যে, তুমি অধিকারী ভেদে বহুবিধ মুখ্য ও গৌণ নাম প্রচার করিয়া, সেই সকল নামে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। এবং আমরা দুর্ব্বল, সুতরাং দৃঢ় নিয়ম পালনে অসমর্থ হইব বিবেচনা করিয়া, তোমার নাম গ্রহণের কোনও কালাকাল নিয়মিত কর নাই। তোমার এতাদৃশী করুণা সত্ত্বেও আমি এমনই দৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত, যে তোমার সুধাসদৃশ নাম গ্রহণে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

উপরে যে দুর্দ্দৈবের উল্লেখ আছে, তাহা দশবিধ নামাপরাধ* ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যথা,—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

নামাপরাধ-পরিশূন্য হইলেই জীবের নামে রুচি, নিষ্ঠা ও রতি জন্মে। অতঃপর নাম গ্রহণের অধিকারী হইবার জন্য সাধককে প্রস্তুত হইতে হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকে সেই অধিকারীর লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অস্যার্থ। যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইলেও আপনাকে তৃণাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করেন; তরু যেমন ছেদনকারীর অত্যাচার সহ্য করে, শুষ্ক হইয়াও কাহার নিকট সলিল প্রার্থনা করে না; বরং সকলকে সিক্ত ও রক্ষা করে; সেইরূপ যিনি সর্ব্ববিধ শোক তাপ অত্যাচার অপমান নিজে সহ্য করিয়া, অন্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনিই হরিনাম কীর্ত্তনে অধিকারী এবং তাঁহারই নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়।

নাম কীর্ত্তনের অধিকারী হইবার পর, জীবকে বিষয়াভিলাষশূন্য ও কর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া, ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে :—

---

* সাধুনিন্দা, শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি স্বরূপ অন্য দেবতাতে ভেদ বুদ্ধি, গুরুর প্রতি তাচ্ছিল্য, বেদনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ। নামব্যপদেশে অসৎপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা। অপর মাঙ্গলিক কার্য্যের সহিত হরিনাম গুণ সমজ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ এবং নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে বীতস্পৃহতা।

উপক্রমণিকা।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী-কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

অন্বয়ার্থ। হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য্যরূপ ধন, পুত্রকলত্রাদিরূপ জন, ও মনোহারিণী কবিত্বশক্তি, এ তিনের কিছুই চাই না। কিন্তু হে নন্দনন্দন! জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমার প্রতি এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

বিষয়-লালসার প্রলোভন বড়ই প্রবল, অথচ জীব যারপরনাই দুর্ব্বল। ক্রমে ক্রমে জীব বিষম বিষয়-জালে জড়িত হইয়া অপার ও অগাধ ভবজলধি মাঝে নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন তাহার আর স্ববলে উদ্ধারের আশা থাকে না। কাজেই তাহাকে ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে বলিতে হয়, "হে অনাথনাথ! দীনশরণ! আমাকে কেশে ধরিয়া ভবাব্ধি হইতে উদ্ধার কর।" মহাপ্রভু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সাধকের এই অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

অন্বয়ার্থ। হে নন্দকুমার! তোমার চিরদাস তোমাকে বিস্মৃত হইয়া বিষয়-জালে জড়াইয়া ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সে যতই উঠিতে চেষ্টা করে, ততই তোমার পদপল্লব হইতে দূরে—অতি দূরে নীত হয়। তুমি কৃপা করিয়া তাহাকে তোমার চরণের রেণুকণা করিয়া রাখ। তবেই আমার দাস্যধর্ম্ম সুসাধ্য হইবে; এবং তবেই তোমাকে ভুলিয়া আর বিষয়ের সেবা করিব না।

একান্ত মনে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের নামে রুচি, নামে অনুরাগ ও নামে শ্রদ্ধা হইবে। নামগ্রহণ মাত্র নয়নে অবিরল ধারা বহিবে,—স্তম্ভপ্রলয় প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেহে অভিব্যক্ত হইবে। এইজন্য মহাপ্রভু জীবশিক্ষার্থ বলিতেছেন,—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥"

অন্বয়ার্থ। হে দীনবন্ধো! কবে তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে আমার নয়ন যুগলে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইবে? কবে ভাবের তরঙ্গে আমার বদনে গদ্গদ ভাষা ও স্বরভঙ্গরূপ বিকার উপস্থিত হইবে? এবং কবে আমার সমস্ত শরীর পুলকাবলীতে কণ্টকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিবে?

মহাপ্রভু এই শ্লোকদ্বারা সঙ্কেতে ইহাও বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, নামগ্রাহী

সাধক যখন যথার্থ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইবেন, তখন তাঁহাতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই পাইবে। তখন সাধক প্রাণবল্লভকে মুহূর্ত্তমাত্র না দেখিলে "যুগশত" মনে করিবেন, সমস্ত সংসার শূন্য দেখিবেন। সপ্তম শ্লোকে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

অস্যার্থ। অহো! গোবিন্দ-বিরহে আমার নিকট নিমেষ যুগবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; বর্ষাধারার ন্যায় চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতেছে; এবং সমগ্র জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে!

সামান্য নায়কের বিরহেই যখন সামান্যা নায়িকা "বাউরী পারা" হয়েন; তখন প্রেমময় প্রেমের আধার নন্দসুতকে যে সাধকরূপ নায়িকা একবার পাইয়াছে, সে কেমন করিয়া তাঁহার বিরহে ব্যাকুল না হইবে? সাধক তখন ভগবৎ-প্রেমে এতই মজিয়াছেন যে, তিনি প্রাণনাথকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, তাঁহারই দ্বারে ভিখারী হইয়া, তাঁহারই প্রেমে নির্ভর করিয়া কহিতেছেন:—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

অস্যার্থ। হে প্রাণবল্লভ! আমি তোমা বৈ আর কিছু জানি না। ইচ্ছা হয় কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর; অথবা পাদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হও; কিংবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত কর। হে প্রেমলম্পট! আমার যেরূপ বিধান করিলে তুমি সুখী হও, তাহাই আমার স্বীকার্য্য। কারণ, আমি জানি তুমি আমারই প্রাণনাথ, অপর কেহ নহ।

এইরূপে নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধকের প্রেমদশা উপস্থিত হয় এবং সেই দশায় ভগবানের প্রতি রতি জন্মে। রতির পরিপাকে ভাব, ভাবের পরিপাকে মহাভাবের উদয় হয়। স্বয়ং শ্রীরাধা সেই মহাভাবরূপা, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ। সাধক আপনাকে রাধারূপা ভাবিয়া, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি জ্ঞান করতঃ ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অতএব দেখা যাইতেছে নাম-সংকীর্ত্তনের চরম ফলও যাহা, পঞ্চ রসের সাধনের চরম ফলও তাহাই। প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রথমটী দ্বিতীয়টী অপেক্ষা সুগম ও সহজ-সাধ্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া যে রসরাজ উপাসনা করিতেন, আমরা সম্প্রতি সেই সাধনপ্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু,

উপক্রমণিকা।

পাঠক মহোদয়গণ, প্রারম্ভেই স্মরণ রাখিবেন যে, "রসরাজ উপাসনা" রসের ভজনের শেষ—প্রথম নহে। মাধুর্য্যরস লইয়া রসরাজ উপাসনা করিতে হয়, সেই মাধুর্য্য আর চারিটী রসের পরিপাক। সুতরাং রসরাজ উপাসনার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible]রের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমাদিগের কার্য্য সহজ করিবার জন্য [illegible]তামৃত হইতে, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের মধ্যে যে তত্ত্ব বিষয়ে [illegible]য়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"প্রভু কহে কহ [illegible]র নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচ[illegible] সাধ্য হয়॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য [illegible] কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মা[illegible] সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেম সাধ্য সার॥

এই কয়েক পংক্তিতে ভজনের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, সে সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিলে, অর্থাৎ সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম করিলে ভগবানকে

লাভ করিতে পারে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের উপর সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া নিজে কর্ম্মশূন্য হইবে। তখন যেমন কর্ম্ম থাকিবে না, তেমন ধর্ম্মও থাকিবে না। কেবল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ হইবে; পরে শুদ্ধভক্তির উদয় হইবে। ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয়ই ধর্ম্মের প্রধান সোপান, ইহাকে শান্তভক্তের সাধন কহে, এই সাধন ব্রজভাবের অতীত। ভক্তি যখন প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তখনই ব্রজ-ভাবে সাধনের আরম্ভ। এই আরম্ভেই দাস্য, দাস্যের পর সখ্য, সখ্যের পর বাৎসল্য, পরিশেষে কান্ত বা মধুর ভাবে ভজন। ইহার উপর আর কিছু নাই। কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখে কান্তভাবের শ্রেষ্ঠতার নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা :—

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের ভাব পরে পরে হয়।
এক দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে সর্ব্ব-রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই এক গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥"

এই পঞ্চবিধ সাধন যে পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহা পাশ্চাত্য মতের পক্ষপাতী পাঠকগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি ষড়দর্শনেই পঞ্চভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত কএক পংক্তিতে এই পঞ্চতন্মাত্রের যে ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্য-মতানুযায়ী। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত দার্শনিক মতই সাংখ্য-দর্শন হইতে গৃহীত। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি সাধনপ্রণালী বুঝাইবার জন্য রায় রামানন্দ বলিতেছেন যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ যেমন পর পর ভূতে বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীতে শেষ হইয়াছে, তদ্রূপ শান্ত, দাস্যাদি রস পর পর রসকে পুষ্ট করিয়া চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র নিত্য পদার্থ। কিন্তু তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে, পর পর কল্পনা করিয়া বুঝিতে হইবে। আকাশের গুণ শব্দ। বায়ুর নিজের গুণ স্পর্শ ও আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ। সুতরাং বায়ুর গুণ দুটী, শব্দ ও স্পর্শ। অগ্নি বা তেজের গুণ রূপ, তদ্ব্যতীত আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্দ ও বায়ু হইতে গৃহীত গুণ স্পর্শ; সুতরাং অগ্নির গুণ তিনটী—রূপ, শব্দ ও স্পর্শ।

অপ বা জলের গুণ রস, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; সুতরাং জলের চারিটী গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। ক্ষিতি বা পৃথিবীর স্বীয় গুণ গন্ধ ; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত হইতে গৃহীত গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাওয়া গেল :—

(১) আকাশ বা ব্যোম—শব্দতন্মাত্রক।

(২) বায়ু বা মরুত—শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রক।

(৩) অগ্নি বা তেজ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্রক।

(৪) অপ বা জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসতন্মাত্রক।

(৫) ক্ষিতি বা পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রক।

উপরে যেমন আকাশাদি তন্মাত্রের গুণ পর পর তন্মাত্রে সমাহৃত হইয়া, পৃথিবীতে গুণপঞ্চকের একত্র সমাবেশ বা পর্য্যবসান হইয়াছে ; বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর শান্ত দাস্যাদির গুণ তদ্রূপ দুই তিন করিয়া চরমে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

উপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি, বংশীশিক্ষায়ও সেই মতের অবতারণা দেখিতে পাই। ইহাতে ভগবানের সহিত জীবের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রজের সম্বন্ধ চতুর্ব্বিধ। যথা :—

"তেইসে সম্বন্ধ ব্রজে চতুর্ব্বিধ হয়।
প্রভু, সখা, পুত্র, কান্ত, মহাজনে কয়॥
তন্মধ্যে উত্তম কান্ত সম্বন্ধ বাখানি।
যার অন্তর্ভূত সদা ত্রি সম্বন্ধ জানি॥
এই লাগি ভাগ্যবান্ জীব সমুদয়।
রসরাজ কৃষ্ণে কান্তভাবেতে ভজয়॥"

বংশীশিক্ষার অপর এক স্থলে এই রস বা সম্বন্ধপঞ্চকের প্রভেদ সুন্দর উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

"শান্ত তামা, দাস্য কাঁসা, সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোণা, শৃঙ্গার রত্ন-চিন্তামণি॥"

এই পঞ্চ রসরূপ ধাতু ভিন্ন ভিন্ন আকরে পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায়ে আকর হইতে সেই পঞ্চধাতু উত্তোলন করিতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীবংশীবদনকে কি বলিয়াছেন, শুনুন :—

"খনিতে সকল ধাতু বিরাজ করয়।
ভাগ্য অনুসারে কিন্তু লাভালাভ হয়॥
মাত্র করমের ফলে তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ সুনিশ্চয়॥
কর্ম্মমিশ্রাভক্তি ফলে রূপা লাভ জানি।
জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ফলে সোণা লাভ মানি॥
সুবিশুদ্ধা ভক্তি প্রেম পিরীতের বলে।
রত্ন-চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চতন্মাত্রের সহিত পঞ্চরসের সৌসাদৃশ্য দেখাইতেছি :—

"কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, শান্তের দুই গুণ।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবাণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রমে গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্য রসের এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রম হীন।
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান॥
বাৎসল্যে শান্তের নিষ্ঠা দাস্যের সেবন।
সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন॥

সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব পার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করান সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ॥"

যদিও উপরে শান্তের কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তৃষ্ণা ত্যাগ এই দুইটী গুণের উল্লেখ আছে, তথাপি শান্তের প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা, তৃষ্ণা ত্যাগাদি আনুসঙ্গিক। তদ্রূপ দাস্যের প্রকৃত ধর্ম্মসেবা; সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রভৃতি আনুসঙ্গিক। তদ্ব্যতীত শান্ত হইতে গৃহীত গুণনিষ্ঠা। সখ্যের প্রধান ধর্ম্ম আত্মবৎ জ্ঞান বা পূর্ণ বিশ্বাস গৃহীত গুণ নিষ্ঠা ও সেবা। বাৎসল্যের প্রধান ধর্ম্ম পালন; গৃহীত ধর্ম্মনিষ্ঠা সেবা ও আত্মবৎ জ্ঞান। মাধুর্য্যের প্রধান ধর্ম্ম সম্ভোগ বা আত্মসমর্পণ গৃহীত ধর্ম্মনিষ্ঠা, সেবা আত্মবৎ জ্ঞান ও পালন। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাইলাম:—

(১) শান্ত—নিষ্ঠাময়।
(২) দাস্য—সেবা ও নিষ্ঠাময়।
(৩) সখ্য—বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবাময়।
(৪) বাৎসল্য—মমতা (পালন) নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাসময়।
(৫) মাধুর্য্য—আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠা, সেবা, বিশ্বাস ও মমতাময়।

সুতরাং পঞ্চতন্মাত্রেও যাহা দেখিয়াছি, এখানেও তাহাই দেখিলাম। কবিরাজগোস্বামী চরিতামৃতের স্থানান্তরেও এই পঞ্চরসের উল্লেখ ও প্রত্যেক রসের ভক্তদিগের উদাহরণও দিয়াছেন। যথা:—

"ভক্ত ভেদে রস ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি, এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি, রস-পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

শান্তভক্ত নব যোগীন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥
মধুর রসের ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥"

একথা বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত পঞ্চরস অধিকার ভেদে উপাসনা পদ্ধতি মাত্র। সংপ্রতি আমরা এই পঞ্চবিধ সাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই।

ভাগবতাদি পুরাণে শম, দম, ইন্দ্রিয়সংযম, তিতিক্ষা, দুঃখত্যাগ, অমর্ষত্যাগ, জিহ্বাশাসন, জয়, ধৃতি, এই দশটী শান্তভক্তের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থমতে শান্তভক্তের অপর নাম প্রবর্ত্তসাধক। চরিতকার প্রবর্ত্ত সাধকের এই সকল লক্ষণ দিয়াছেন:—দয়া, অকৃতদ্রোহতা, সত্যবাদীত্ব, সারবত্তা, শম, দোষরাহিত্য, বদান্যতা, মৃদুতা, শুচিতা, অকিঞ্চণতা, পরোপকার, শান্তভাব, ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব, নিষ্কামতা, নিরীহতা, স্থৈর্য্য, ষড়্‌রিপুজয়, মিতভোজন, অপ্রমত্ততা, মানহীনকে সম্মান, গাম্ভীর্য্য, কারুণ্য, মৈত্রী, কার্য্যদক্ষতা, মৌনাবলম্বন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ। কবিরাজ গোস্বামী পরিশেষে শান্তভক্ত কে নহে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি স্ত্রীসঙ্গে রত—কামের দাস, তিনি একজন; এবং শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্ত্তন মননে যাহার অভক্তি বা অরুচি, তিনি আর একজন।*

উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা গেল, তাহা আয়ত্ত করা যে কত কষ্টকর, কত কৃচ্ছ্রসাধ্য, কত যোগ ও তপস্যালভ্য, তাহা বাস্তবিকই প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়। যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথম অধিকারী মাত্র। সাধক রামপ্রসাদ সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে:—

---

* কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য সার শম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কাব্যদক্ষ, মৌনী॥
অসৎসঙ্গত্যাগী এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ।

"এত ছেলের হাতের মোওয়া নয় মন,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবি।"

সত্য বটে, শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ লাভে মন উন্মত্ত হইলে, সাধক বাধা বিঘ্ন কিছুই মানেন না, শ্রমকষ্ট আয়াস কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় বশীভূত করতঃ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু মনে করিলেই কেহ শান্তভক্ত সাধু হইতে পারে না। নব যোগীন্দ্রগণের তপস্যা, আরাধনা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির সুন্দর কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ কর, দেখিবে, সে কি মহিয়ান অলৌকিক ব্যাপার। আবার স্মরণ রাখিও আজন্ম যোগী, সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমী, নিত্যসিদ্ধ শুক সনকাদি এই শান্তরসেরই রসিক। এত কৃচ্ছসাধ্য যোগ করিয়া, এত ত্যাগস্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদপঙ্কজ ভিন্ন সর্ব্বার্থ তুচ্ছ করিয়া শান্তভক্ত ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু সে ভগবান ঐশ্বর্য্যময়। দেখিলে প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় নাচে, মন মাতে বটে, কিন্তু তাঁহার সামীপ্যলাভে সাহস হয় না। সে রূপরাশি দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সাধক দূরে—সুদূরে—বহুদূরে থাকিয়া সেরূপ দেখেন, আর বলেন ;—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥" **

অথবা অনুতাপ করিয়া বলেন ;—

"যতনে যতেক ধন, পাপে বাটায়লু,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, হেরি, কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥" **

পরিশেষে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া বলেন :—

"তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়াপদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥" **

সাধক ভগবানকে পাইতে এপর্য্যন্ত যে অধিকার টুকু পাইয়াছেন, তাহা অতি সংকীর্ণ। কেননা, সাধক ভগবানকে তিন মূর্ত্তিতে দেখিতেছেন,—পাতা,

শাস্তা ও ত্রাতা। কিন্তু নিজের পালক রূপে ভাবিতে পারেন, এতটুকু অধিকারও হয় নাই। সেইজন্য বলিতেছেন ;—

"তুহ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহ মুঞি ছার।" **

অর্থাৎ "তুমি জগন্নাথ, জগতপালক, আমি সেই জগতের একজন, তাই তোমার পাল্য।" দ্বিতীয়তঃ সাধক সমস্ত জীবন পাপ করিয়া হাজতের আসামীর ন্যায় কম্পিত কলেবরে ভগবানের নিকট মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তৃতীয়তঃ সাধক মুমুক্ষু হইয়া ভবসিন্ধু তরিবার জন্য ভগবানের নিকট তদীয় বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদপল্লব যাচ্ঞা করিতেছেন। এই তিন স্থলেই দেখা গেল, সাধ্যের উপর সাধকের দাবি অত্যল্প। কিন্তু ক্রমে এই দাবি গুরুতর হইবে—সংকীর্ণ অধিকার বিস্তীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাধক যদি কায়মনোবাক্যে ভগবানের দ্বারে পড়িয়া থাকেন, তবে ভক্তবৎসলের দয়া অবশ্যই লাভ করিতে পারেন। তিনি সাধককে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বলেন "বৎস বর গ্রহণ কর।" তখন সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে কহেন "দয়াময়, যদি অধিনকে বরই দান করিবে, তবে এ দাস ধন জন কিছুই চাহে না। চাহি কেবল ঐ চরণে সেবার অধিকার।"

"আর কিছু ধন চাইনা আমি
(কেবল) ঐ চরণ সেবার ভিখারী।" প্রাচীনপদ।

কল্পতরুর দ্বারে ভিখারী বৈমুখ হইল না ; ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল ; ভক্ত সেবার অধিকার লাভ করিলেন। আজ অবধি শান্তভক্ত দাস্যভক্ত হইলেন। সেব্য ও সেবক দূরে দূরে ছিলেন এখন নিকট হইলেন। উভয়ের মধ্যে সমবন্ধ হইল—প্রভু ও ভৃত্য। বিগ্রহ সেবা, শ্রীমন্দির মার্জ্জন, তুলসীতরুতে জলসেচন, সাধু বৈষ্ণব সেবা, তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি দাস্যভক্তের কার্য্য। বিবিধ সেবাদ্বারা যখন প্রভু দাসের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মে, সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ট হয়, তখন ভগবান্ ভক্তকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন। ভক্ত তখন সখ্যোচিত ভাবে বিভোর হইয়া বলেন ;—

"মায়ের সোহাগে, ভুলিয়া রহিলি,
মায়ের কোলেতে ভাই।

** বিদ্যাপতি।

মোরা কেন তোর, দুয়ারে ঠারিব ?
নাই কি মোদের মাই ?
হারেরে কানাই, সকলেই মোরা,
আহিরি-গোপ ছাবাল।
তুইত নহিস্, ঠাকুরের পুত,
তবে কাহে ঠাকুরাল ?
কত মারি ধরি, কাঁধে তোর চড়ি,
ঝুট ফল দিই মুখে।
তাই কিরে কানু, যাবিনা গোঠেতে
রহিবি মায়ের বুকে ?”

তখন কটিতটে পীতধড়া, মস্তকে মোহনচূড়া, গলে গুঞ্জহার ও হস্তে পাঁচনি খানি লইয়া সখা রাখালগণের আগে আগে গোষ্ঠে না যাইয়া কি রাখালরাজের আর সাধ্য আছে ? এখানে ঐশ্বর্য্য নাই, বিভূতি নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই, এখানে সব সমান। এখানে অভিমানের কথা “তুই মায়ের কোলে বসিয়া থাকিবি, আমাদের কি মা নাই ?” এখানে দেমাগের কথা “আমরা সব গোয়ালার ছেলে, আর তুই বুঝি ঠাকুর পুত্র ?” এখানে আদর—ভালবাসা, “মারা, ধরা, কাঁধে চড়া” আর অর্দ্ধভুক্ত মিষ্টফল শ্রীভগবানের শ্রীমুখে অর্পণ। গোপকুমারগণ শ্রীগোপালকে মুখে আদরমাখা গালি দেয় বটে ; কিন্তু অন্তরে “ভাই কানাইয়ের” প্রতি কত যে মমতা, তাহা কবি ভিন্ন কে জানিবে ? তাই রাখালের মুখে শ্রীগোবিন্দ দাস কহিয়াছেন :—

“যদিবা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান
এক তিল না দেখিলে মরি ॥”

আহা ! সখ্য প্রেমের কি মধুর ভাব ! কি অতুল ভক্তিযোগ ! কি অপ্রতিম প্রেম !! ব্রজগোপালের প্রতি ননীরগোপালের এই একরূপ সখ্যভাব ; পক্ষান্তরে অর্জ্জুনাদির প্রতি যদুনন্দনের কি অন্যরূপ প্রগাঢ় সখ্যভাব ! বিপদে, সম্পদে, আহবে, শান্তিতে, বনে, রাজপ্রাসাদে, শ্রীহরি সর্ব্বত্র পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডবের সুহৃৎ, পাণ্ডবের মন্ত্রী, পাণ্ডবের বুদ্ধিবল। পাণ্ডবজায়া যাজ্ঞসেনী বাঁধিয়াছিলে ভগবানকে সখ্যপ্রেমে—যে প্রেমের তুলনা নাই, যে ভক্তি অদ্বিতীয়া, বৈ

অচলা! দুর্ম্মতি দুঃশাসন রাজ সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত, দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে—কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন :—

"হা কৃষ্ণ! দ্বারকানাথ! কেশীঘ্ন! যদুনন্দন!
মথুরেশ! হৃষিকেশ! ত্রাতা ভব জনার্দ্দন!"

আর ভক্তবৎসল বস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণার লজ্জা নিবারণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষির ভীষণ কোপানলে পাণ্ডবগণ পতঙ্গবৎ দহনে উদ্যত; ডাকিলেন পাঞ্চালি কাতর প্রাণে, আর অমনি প্রাণসখা উপস্থিত হইয়া সখাগণকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিলেন। সখ্যপ্রেমের যে কত প্রভাব তা আর কত কহিব?

এই সখ্যপ্রেমের পরিপাকে বাৎসল্য প্রেমের উৎপত্তি। সখ্যের মূলসূত্র বিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান, এই দুইটী গাঢ় হইয়া বাৎসল্য আকার ধারণ করে। ভগবান সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থায় ভক্তাধীন বটেন, কিন্তু বিশেষরূপে অধীন বাৎসল্য প্রেমিকের। এখানে :—

"একি আশ্চর্য্য কথা, শিষ্যের পায় গুরুর মাথা,
গাছের গোড়ায় ধরে ফুল।
পিতা পুত্রেরে ভজে, শিষ্য গুরুকে মজে,
আউলচাঁদ ভাবিয়া আকুল॥

এই যে গানটী ইহা প্রহেলিকা নহে—ইহা একটী আউল বা বাউলের তর্জ্জা। বাৎসল্যরসে বাস্তবিকই জগৎ-পিতা পুত্র, আর জগদ্‌গুরু শিষ্য; আর সামান্য রক্তমাংস বিশিষ্ট মানব পিতা ও গুরু। বিশ্বপালক এখানে পাল্য, আহিরী ও আহিরিণী পালক। যাঁহার রচিত কর্ম্মসূত্রে ব্রহ্মাদি দেবগণও ত্রিভুবন নিয়ত নাচেন, সেই বিশ্বনিয়ন্তা নন্দের প্রাঙ্গণে ঘুরঘা ঘুরিয়া নাচেন, আর নন্দরাণী হাততালি দিয়া বলেন :—

"ফিরে ঘুরে তেমনি করে নাচরে যাদুধন।
হেলে দুলে বাঁকা হৈয়া নাচরে যাদুধন।
পায়ের উপর পাটী থুয়ে নাচরে যাদুধন।
উদর ভরে খেতে দিব নবনী মাখন।"

যিনি দামোদর—"ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে"—তিনি কিনা ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে সামান্য ক্ষীরসরের নিমিত্ত নৃত্য করেন! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর কি ভক্তবাৎসল্য! গোয়ালার মেয়ের কি পুণ্যপ্রভাব! কি অপূর্ব্ব অপার্থিব ভক্তির জোর!!

বালগোপালের একটানে পুতনা সংহার—কোমল অঙ্গের এক আঘাতে শক-

লার্জ্জুন ধরাশায়ী—এক কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের স্থিতি—এক পদাঘাতে কালিয়নাগের দমন! বাৎসল্যের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মাতা যশোমতি এমন যে বস্তু তাঁহাকে বালক জ্ঞান করেন। পাছে বা গোপাল বনে ক্ষুধায় কাতর হয়েন এই জন্য :—

"গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি,
পীঠে দিল পাট কি ডোর।
ধড়ার আঁচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী,
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥"

আরও, ভগবান যেন আমার গোপালকে রক্ষা করেন, এই বলিয়া মাতা বালকের শিরে রক্ষাবন্ধন করেন, তাঁহার মস্তকে—যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত-পাবনী গঙ্গার উৎপত্তি—যাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শে পাষাণমানবী—তাঁহার মস্তকে স্বীয় বাম পদধূলি অর্পণ করেন। কি ভীষণ—ভয়ানক—বিশাল অধিকার!! আবার অপরদিকে দেখ, নন্দরাজের সাধন বলইবা কত! যাঁহার বিপদভঞ্জন নামে স্তুপীকৃত বিঘ্ন বাধা বিদূরিত হয়, সেই ভগবানের দ্বারা আপনার চরণের কাষ্ঠের বাধা বহাইয়া ছিলেন! সখ্যপ্রেমে ভগবান অর্জ্জুনের রথের সারথী—কিন্তু বাৎসল্যে তিনি পদানত ভৃত্য! এই বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠাই কান্ত বা মধুর ভাব।

এই মধুর ভাবের উপাসক একদিকে দ্বারকাবাসিনী রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, অপরদিকে ব্রজবাসিনী গোপবধূগণ! ভগবানে রতি স্বকীয়া ও পরকিয়া ভেদে দ্বিবিধ। মহিষীগণের রতি স্বকীয়া ও ব্রজগোপীগণের রতি পরকিয়া। গোস্বামী-গণ স্বকিয়া অপেক্ষা পরকিয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেননা, পরকিয়া প্রেমে গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা অধিকতর। গোপী প্রেমের শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ, উহা নিষ্কাম, কিন্তু মহিষীদিগের প্রেম সকাম। অর্থাৎ মহিষীগণ আত্ম সুখেচ্ছা প্রণোদিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ—সম্ভোগে অভিলাষিণী ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রজবধূগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ-মানসে বনে বনে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেন। গোপীগণ যে অঙ্গরাগ প্রভৃতি করিতেন, তাহাও ভগবানের সন্তোষবিধান নিমিত্ত, নিজের সুখের জন্য নহে। এই জন্যই পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ গোপিকার প্রেমকে কামান্ধহীন বলিয়া বারংবার বর্ণন করিয়াছেন।

আমরা যে উপরে "কাম" ও "প্রেম" দুইটী কথার উল্লেখ করিয়াছি, সে দুটীতে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। কেননা, "কাম অন্ধতম," "প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

কবিরাজ-গোস্বামী নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে এতদুভয়ের সুন্দর তুলনা করিয়াছেন ঃ—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ, আত্ম সুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
শুভ্র ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥"

মাধুর্য্যরসের ধর্ম্ম পতি পত্নীর ভাব—এই ভাব আধ্যাত্মিক, শারীরিক নহে। সাধক আপনাকে পত্নী জ্ঞান ও ভগবানকে পতিজ্ঞান করিয়া ভাগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবেন। এই মধুর প্রেম গুহ্যাদি গুহ্য, ইহা দুই চারি কথায় বুঝিবার বা বুঝাইবার সাধ্য কাহারও নাই। যাঁহারা কঠোর সাধনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এ ধর্ম্ম বুঝিবার ও যাজন করিবার অধিকারী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া এই ধর্ম্মেরই যাজন ও উপদেশ করিয়াছেন। এ ধর্ম্মে স্ত্রীপুরুষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালকবৃদ্ধ সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার। যে গুরূপদেশ লইয়া অন্বেষণ করিবে, সেই এই সাধনমার্গে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিবে। যাঁহারা মধুর ভজনের প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে কায়োমনোবাক্যে প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইতে হইবে; পুরুষদেহ ত্যাগ না করিলে, অর্থাৎ আমি পুরুষ এই জ্ঞান বাক্যে, মনে, কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, প্রকৃতি ভাবাপন্না না হইলে, এ সাধনের কেহই অধিকারী হইতে পারেন না। আর একটী কথা। মধুর ভজনের অপর নাম, গোপীভাবে ভজন, অর্থাৎ এক-মাত্র ব্রজগোপীগণই এ ভজনের অধিকারিণী; সুতরাং মধুর ভজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ প্রাপ্তির ঐকান্তিকী ইচ্ছা যে জীবের মনে হইবে, তাঁহাকে কোন ব্রজসখীর অনুগা হইয়া সাধন করিতে হইবে। শ্রীমৎশ্যামানন্দ শ্রীললিতা-সখীর

চরণ প্রসাদে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ললিতা বিশাখাদি প্রধানা সখীগণের আশ্রয় প্রাপ্তি সামান্য সৌভাগ্যের কার্য্য নহে। সাধারণ সাধকদিগকে শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী প্রভৃতি কোন মঞ্জরীর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের কৃপালাভ করিতে পারিলে, পরে ললিতাদি প্রধানা কোন সখীর কৃপালাভ করা যায় এবং তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ লাভ হইতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবনীতে অবতীর্ণ না হইলে, কোন জীবই মধুর রসের আস্বাদ পাইত না। শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গসহ নবদ্বীপধামে প্রকট হইয়া ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। অধুনা সাধু বৈষ্ণবগণ সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া জীবের মহোদ্পকার করিতেছেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের বিজয় পতাকা আজ দেশ বিদেশে এমন কি সুদূর মার্কীণ দেশে পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইতেছে।

এই সংগ্রহে শ্রীগৌরাঙ্গের যে সকল পরিকর ও ভক্তের উল্লেখ আছে; নিম্নে তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

অচ্যুতানন্দ।—ইনি শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ও মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। অতি শৈশবে অচ্যুতানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ইনি বহুদিন নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অচ্যুতের ধর্ম্মমত বৈষ্ণব-জগতে যারপর নাই আদরণীয়; এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন;—"অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার।"

অজামিল।—এই ব্যক্তি এতই মহাপাপী ছিল, যে তাহার রসনায় ভগবানের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইত না। ইহার পুত্রের নাম ছিল "নারায়ণ"। এই পুত্রকে বারংবার ডাকিতে ডাকিতে এই মহাপাপীর উদ্ধার হয়। অনেক ভজন সঙ্গীতে অজামিলের নাম প্রবাদবাক্য স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য্য।—আনুমানিক ১৩৫৫ শকাব্দে * শ্রীহট্ট লাউড়ে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কুবের পণ্ডিত ইহার পিতা এবং নাভাদেবী ইহার মাতা ছিলেন। ইনি প্রথমে কমলাক্ষ নামে একজন ঘোর বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। পদ্মপুরাণ মতে ইনি মহাদেব ও মহাবিষ্ণুর অবতার। কথিত আছে ইহার অর্চ্চনা ও হুঙ্কারে

---

* আচার্য্য আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া লাগি ধরাধামে এদাস আইল॥"

১৪০৭ হইতে ৫২ বাদ দিলে অদ্বৈতের জন্মাব্দ হইল ১৩৫৫ শক।

শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন। কোন কোন পদে ইঁহাকে "শান্তি-পুরের বুড়ামালা" বলা হইয়াছে। লাউড়ের জনৈক রাজার নাম দিব্যসিংহ ছিল। যাঁহার বৈষ্ণবী নাম লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। কুবের পণ্ডিত এই নৃপতির মন্ত্রী ছিলেন। আচার্য্যের বংশ প্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সম্রাট রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন। এই নাড়িয়াল বংশে জন্ম হেতু মহা-প্রভু আচার্য্যকে "নাড়াবুড়া" বা শুধু "নাড়া" বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন ইনি তপস্যা বলে ভগবানকে বৈকুণ্ঠ হইতে নাড়িয়া ছিলেন বলিয়া ইঁহার "নাড়া" নাম। আবার কেহ কেহ বলেন অদ্বৈতের মাথা টাক পড়া ছিল, এইজন্য "নাড়া" নাম। অদ্বৈতের উপাধি ছিল "বেদ পঞ্চানন"। অদ্বৈ-তের দুই স্ত্রী, সীতা ও শ্রী ; ছয় পুত্র, অচ্যুত, বলরাম, কৃষ্ণমিশ্র ইত্যাদি। অদ্বৈত-মঙ্গল গ্রন্থ মতে অদ্বৈতের ছয়জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, নাম লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীহরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীর্ত্তিচন্দ্র।

অদ্বৈতের জন্মমাস মাঘ, তিথি সপ্তমী। ঈশান নাগর বলেন :—

"সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥"

তাহা হইলে ১৪৮০ শকে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর অপ্রকটের ২৫ বৎসর পর, শান্তিপুরে আচার্য্য তিরোহিত হয়েন। লাউড় হইতে আচার্য্য শ্রীহট্ট নবগ্রামে পরিশেষে শান্তিপুরে আসিয়া বসতি করেন। মহাপ্রভু কতকদিন আচার্য্যের নিকট পড়িয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। লোকনাথ গোস্বামী সীতা-দেবীর জীবনী লিখেন ; উক্ত গ্রন্থের নাম "সীতা চরিত্র"। নরহরি দাস অদ্বৈ-তের যে চরিত্র লিখেন, তাহার নাম "অদ্বৈতবিলাস"।

অনুপ।—ইনি শ্রীরূপসনাতনের সহোদর, কুমারদেবের পুত্র এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। ইঁহার অপর নাম অনুপম।

অনন্তদাস—(১) অদ্বৈত শাখা বিশেষ। নীলাচল যাইবার সময় মহাপ্রভুর সহিত গঙ্গাতীরস্থ আঠিসারা গ্রামে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি দর্শন মাত্র মহা-প্রভুর চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করেন। (২) অনন্ত আচার্য্য ও অদ্বৈত শাখা।

অভিরাম গোপাল।—ইনি শ্রীমতী রাধার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বাপরের সেই শ্রীদাম সখা। ইনি পূর্ব্বদেহে গৌরাঙ্গ অবতারে বর্ত্তমান ছিলেন। ৺জগদীশ্বর গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহা নহে। 'অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অভিরাম গোপালকে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং না আসিয়া শক্তি সঞ্চার দ্বারা রামদাসের প্রকাশ করেন। রামদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধামে আগমনপূর্ব্বক নৃত্যকীর্ত্তনে জগতমোহিত ও পাষণ্ড দলন করেন। অভিরামের স্বরূপ রামদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত কিন্তু স্বয়ং অভিরাম শ্রীচৈতন্যের শাখা। যথা:—

"অভিরাম মুখ্যশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলশাঙ্গের কাষ্ঠতুলি যে করিল বাঁশী॥" চৈ-চ।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অভিরামের মুরলীবাদন সম্বন্ধে লেখা আছে:—

"এক দিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্ত্তন সে ভঙ্গিমা অনুপম॥
সখ্য রসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে নিজবংশী নাহি পায়॥
শতাবধি লোকে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে॥"

খানাকুল কৃষ্ণনগরের বন্দোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আদিপুরুষ "স্মৃতি সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় কাশীধামে যে শ্লোক দ্বারা আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতেছি যে, যে কাষ্ঠে অভিরাম মুরলী করেন, তাহা অতিব গুরুভার ছিল। যথা:—

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যত্রাভিরামো মহান্,
গোস্বামী শতবাহ্য দারু মুরলীং কৃত্বা সমাবাদয়ন্।
যং ক্রয়ুব্রজবাসি বৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্তবৃন্দাবনম্,
তস্মিন শ্রীমতী চারু কৃষ্ণনগরে বাসো মদীয়োঽধুনা॥"

অ, লী, ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

অভিরাম লীলামৃতে আরো দেখা যায় যে, ঐ কাষ্ঠ পূর্ব্বাবতারে সকল গোপবালকগণের মুরলী সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে। অভিরাম পত্নী শ্রীমতী মালিনী ঠাকুরাণী ঐ কাষ্ঠ এক অঙ্গুলীদ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের মধ্যে কাজীপুর নামে এক গ্রাম ছিল; অভিরাম গোস্বামীর আগমনের পর ঐ কাজীপুর শ্রীপাঠ খানাকুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। অভিরাম লীলামৃত ও অভিরাম পটল নামক গ্রন্থদ্বয়ে অভিরাম গোপাল ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী মালিনী ঠাকুরাণীর নানা অদ্ভুতকাহিনী বর্ণিত আছে।

আত্মারাম দাস—পদকর্ত্তা, শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। শ্রীখণ্ডগ্রামে অম্বষ্ঠকুলে ইহার জন্ম। ইহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী দাসী ছিল।

ঈশ্বরপুরী—ইনি একজন পরম প্রেমিক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্র শিষ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু। ইহার জন্মস্থান কুমারহট্টে ছিল।

ঈশান—(১) মহাপ্রভুর গৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিলে, ঈশান শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে যখন নবদ্বীপ গমন করেন, তাহার অব্যবহিত পরই ইহার অপ্রকট হয়। (২) ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রভুর পালক পুত্র ও শিষ্য। ইনি "অদ্বৈতপ্রকাশ" রচয়িতা। ঈশান সীতা দেবীর আদেশক্রমে ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বারপরিগ্রহ করিয়া পদ্মানদীর তীরস্থ তেওতা সান্নিধ্য ঝাঁকপাল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তেওতার রাজ পরিবার ও তত্রত্য বাগছি মহাশয়েরা নাগরবংশীয়দিগের শিষ্য। ঈশান নাগরের পুরুষোত্তম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ নামে তিন পুত্র জন্মে। ঈশান নাগর বহু বর্ষ লাউড়ে থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম প্রচার করেন। এবং স্বীয় গুরু অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশে অদ্বৈত প্রকাশ প্রণয়ন করেন। ১৪৯০ শকে অদ্বৈত প্রকাশ সমাপ্ত হয়। অদ্বৈত প্রকাশে যথা :—

"চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥"

১৪১৪ শকে অচ্যুত ও ঈশান নাগর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ইহার মাতা আচার্য্যের আশ্রয় লন।

উদ্ধারণ দত্ত—"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ" নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ শাখার অন্যতম। ইনি কৃষ্ণলীলার সুবাহু গোপাল ছিলেন। ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রাম ইহার জন্মস্থান। কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে নবহট্ট বা নৈহাটী নগর ছিল। ইহার রাজার নাম ছিল নৈরাজা, ইনি ঝামটপুরের সন্নিহিত রসডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ধারণ দত্ত এই নৈরাজার দেওয়ান ছিলেন, এবং যে গ্রামে তিনি সেই সময়ে বাস করিতেন, তাহার নাম উদ্ধরণপুর, উহা নৈহাটীর উত্তরে অবস্থিত। উদ্ধরণপুর বৈষ্ণবদিগের একটী প্রসিদ্ধ পাট। এই স্থানে উদ্ধারণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে দত্ত মহাশয়ের সমাধি এবং পূর্ব্বদিকে একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। প্রবাদ আছে যে যখন মহাপ্রভু এই গ্রামে আগমন করিয়া দত্ত মহা-

শয়কে কৃতার্থ করেন, তখন তিনি ঐ নিম্ববৃক্ষমূলে বসিয়াছিলেন। উদ্ধারণ পুরের অব্যবহিত দক্ষিণে "বেণেপাড়া" নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে, এখানে দত্ত মহাশয়ের স্বজাতি অর্থাৎ সুবর্ণবণিকগণ বাস করিতেন। বদনগঞ্জ নিবাসী ৺ হারাধন দত্ত "ভক্তিনিধি" মহাশয় উদ্ধারণ দত্তের বংশধর ছিলেন।

কাশীমিশ্র—জগন্নাথদেবের প্রধান সেবক ও রাজা প্রতাপরুদ্রের ইষ্টদেবতা ছিলেন। পুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্য ইঁহারই গৃহে বাসা করিয়াছিলেন।

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী—ইনিও কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর-পুরীর প্রিয় কিঙ্কর ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর, তাঁহারই পূর্ব্বাদেশ ক্রমে উভয়ে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবক নিযুক্ত হয়েন। গুরুর ভৃত্য বলিয়া শ্রীচৈতন্য উভয়কে অত্যন্ত সমাদার করিতেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর অঙ্গসেবা করিতেন; আর মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, তখন বলশালী কাশীশ্বর দুই হস্তে লোক সরাইয়া প্রভুর পথ করিয়া দিতেন। যথা :—

"ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা। নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে। তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর। জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোসাঞী মনুষ্য গহনে। লোক ঠেলি পথ করে কাশীবলবানে॥"

চৈ, চ, আদি।

কালিয়া কৃষ্ণদাস—পাতাই হাটের উত্তরে আকাই হাট গ্রামে ইঁহার পাট। এখানে তাঁহার সমাধি আছে; ঐ সমাধির পশ্চিমে নূপুরকুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ইনি কায়স্থ ছিলেন।

কুবের পণ্ডিত—অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা।

কৃষ্ণদাস—এই নামে অনেক মহাত্মার নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে পদকর্ত্তা-দিগের পরিচয়ে (১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ (২) দুঃখী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ (৩) দীন কৃষ্ণদাসের বিবরণ দ্রষ্টব্য। তদ্ব্যতীত যে কয়েকজন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহার এই স্থলে উল্লেখ হইল। প্রথমে মহাপ্রভুর শাখা গণনায় (১) "অকিঞ্চন প্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস নাম।" (২) কৃষ্ণদাস বৈদ্য (৩) "কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।" দ্বিতীয়তঃ নিত্যানন্দ শাখা গণনায়ঃ—(১) সূর্য্যদাস সরখেলের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস (২) দ্বিজবর কৃষ্ণদাস, রাঢ় দেশবাসী (৩) বৈষ্ণব প্রধান কালাকৃষ্ণদাস (৪) নারায়ণ, দেবানন্দ, ও মনোহরের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস (৫)

বিহারী কৃষ্ণদাস, ইনি নিত্যানন্দ-গত-প্রাণ ছিলেন ; নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কাহা-কেও মানিতেন বা জানিতেন না। তৃতীয়তঃ অদ্বৈত শাখা গণনায়ঃ—আচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র, ইনি কৃষ্ণমিশ্র নামে খ্যাত। চতুর্থতঃ গদাধর পণ্ডিত শাখায় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। এই সকল ব্যতীত "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস"। ইনি দিব্যসিংহ নামে লাউড়ের রাজা ছিলেন। ইহাঁর রচিত গ্রন্থ অদ্বৈতাচার্য্যের "বাল্যলীলা"। ইনি ৪৫০ বৎসরের লোক।

কংসারী সেন—প্রভু নিত্যানন্দের পরিকর, জাতিতে বৈদ্য।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। নবদ্বীপ মধ্যবর্ত্তী বিদ্যানগরে ইহাঁর এক চতুষ্পাঠী ছিল, সেই টোলে নিমাই, গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত বহু দিন অধ্যয়ন করেন।

•গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—গামিলা-নিবাসী ও ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য।

গরুড় পণ্ডিত—কথিত আছে ইনি নামবলে সর্পবিষে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যথাঃ—

"গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল।
নাম বলে বিষ যারে না করিল বল॥" চৈ, চ।

গজপতি প্রতাপরুদ্র—মহা যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজা। খৃষ্টাব্দ ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইহার প্রতাপে পাঠানেরা সর্ব্বদা ভীত ছিল। ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন ; পরে কাশীমিশ্রের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত—ইনি পূর্ব্বাবতারে শ্রীমতী রাধিকা ছিলেন। ১৪০৮ শকে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের এক বৎসর দুই মাস পরে, চট্টগ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্না-বতীর গর্ভে গদাধরের জন্ম। রত্নাবতীর নামান্তর নবকুমারী ও দুঃখিনী। গদা-ধরের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বেলেটী গ্রামে বাস করেন। ত্রয়োদশ বর্ষে মাতুলালয় নবদ্বীপে আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর সমকালে কান্দিভরতপুর গ্রামে সুররাজনামে একজন ধনবান্ ব্যক্তি গদাধরকে বেলেটী হইতে আনয়নপূর্ব্বক ভরতপুর গ্রামে স্থাপন করেন। পরে ভরতপুর হইতে গদাধর নবদ্বীপ যাইয়া বাস করেন। চট্টগ্রাম হইতে ঢাকার বেলেটী গ্রামে, এবং বেলেটী হইতে মুরশিদাবাদ, কান্দিভরতপুরে এবং ভরতপুর হইতে নবদ্বীপে শিশু গদাধরের আগমন কি সূত্রে হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আর

এই সকল কথা জনশ্রুতিমূলক না বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সম্মত, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। গদাধর অকৃতদার ও আকুমার বৈরাগী। ইনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্ত্র-শিষ্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সতীর্থ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচল গমন করিলে, গদাধর তাহার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ১৪৫৫ শকে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১১ মাস পর জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমে পণ্ডিতের তিরোভাব হয়। গদাধরের ভ্রাতা বাণীনাথ বিবাহ করেন। বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ, তাঁহার পুত্র শ্রীবল্লভ; শ্রীবল্লভতনয় রামনাথ; রামনাথের পুত্র রাধাবিনোদ; রাধাবিনোদাত্মজ কুমার কমলচন্দ্র।

গদাধর দাস—চৈতন্যচরিতামৃতের দশম পরিচ্ছেদে ইহার এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

"শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি। কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥"

ইহার নিবাস এঁড়িয়াদহ গ্রামে ছিল। স্বগ্রামস্থ কাজীগণকে ইনি হরিভক্ত করিয়া তুলেন। প্রভু নিত্যানন্দের শাখা গণনায় আর এক গদাধর দাসের উল্লেখ আছে। যথাঃ—

"গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যার ঘরে দানলীলা কৈলা নিত্যানন্দ॥"

গোকুলানন্দ—(১) দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য (২) পদ-কল্পতরু-গ্রন্থের সংগ্রাহক বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেন। (৩) ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য যাজীগ্রামবাসী গোকুল সেন একজন প্রধান কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ইঁহার কথা নরোত্তমবিলাসে এইরূপ আছেঃ—"শ্রীগোকুল গায় বর্ণ বিন্যাস মধুর। হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥" (৪) শ্রীবীর হাম্বির ভূপতির সমকালে বনবিষ্ণুপুরে এক গোকুল দাস মহান্ত ছিলেন। (৫) ভক্তিরত্নাকরে এক গোকুল দাসের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছেঃ—"পঞ্চকূটে সেরগড় বাসী শ্রীগোকুল। পূর্ব্ববাস রাঢ়ই কবীন্দ্র ভক্তাতুল॥"

গোপাল দাস—আমরা ১১ জন গোপাল দাসের নাম পাইয়াছি। তন্মধ্যে বোধ হয়, শেষজন পদকর্ত্তা। (১) চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর উপশাখায় এক গোপাল দাসের উল্লেখ আছে যথাঃ—"রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।" (২) ঐ গ্রন্থের ঐ পরিচ্ছেদে (১০ম) গোপাল আচার্য্যের উল্লেখ আছে। (৩) কাঞ্চন পড়িয়া নিবাসী গোপাল দাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য (৪) গোপাল নামে অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্র ছিলেন। নরোত্তম বিলাসের দুইস্থানে ইঁহার উল্লেখ আছে। যথাঃ—"অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপাল প্রেমময়।" পুনশ্চ "অচ্যুতানন্দের অনুজ

শ্রীগোপাল।" (৫) বিশ্বকোষকার বলেন,—"গোপাল দাস ভক্তিরত্নাকর নামক বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত হয়। (এই ভক্তিরত্নাকর) ঘনশ্যাম বিরচিত গ্রন্থ হইতে অবশ্য ভিন্ন। (৬) কর্ণানন্দে এক গোপাল দাসের কথা এইরূপ আছে। যথাঃ—"বনমালী দাসের পিতা শ্রীগোপাল দাস। প্রভুর সেবক হয় অতিশুদ্ধভাষ॥" (৭) রাজা বীর হাম্বিরের পুত্র ধীর হাম্বিরের বৈষ্ণবনাম গোপাল দাস। (৮) নরোত্তমবিলাসে এক গোপাল দাস এই:—"নর্ত্তক গোপাল জিতামিত্র বিপ্রবর্য্য।" (৯) নরোত্তম বিলাসের অন্যত্র আর এক গোপালের কথা এই:—"শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার।" (১০) নরোত্তম বিলাসের শেষভাগে আর এক গোপালের এইরূপ বর্ণনা আছে:—"কোমর পুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। সকল লোকেতে যার গায় গুণকীর্ত্তি॥" (১১) কর্ণানন্দ গ্রন্থে কবি গোপাল দাসের কথা এইরূপ আছে:—"শ্রীগোপাল দাস প্রভুর এক শাখা। প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা॥ বুধই পাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়া। যাঁহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া॥"

গোপাল ঠাকুর—নামান্তর চাপাল গোপাল। এ ব্যক্তি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কুলিয়া গ্রামবাসী হিরণ্যদাসের গৃহে আরিন্দা ছিল। যবন হরিদাসকে অবজ্ঞা করাতে ইহার কুষ্ঠরোগ হয়। মহাপ্রভু যখন কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার কৃপায় এই কুষ্ঠরোগী উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

গোপীকান্ত—(১) রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরামাচার্য্যের পুত্র। ইনি পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং পিতার ন্যায়ই কবি ও পদকর্ত্তা ছিলেন। (২) মহাপ্রভুর উপশাখায় আর এক গোপীকান্তের নাম দৃষ্ট হয়।

গোপাল ভট্ট—ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। ১৪২৫ শকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভট্টমারি গ্রামে বেঙ্কট ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। যখন গোপালের বয়ঃক্রম ত্রিশবৎসর, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমন করেন; এবং তদুপলক্ষে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। মহাপ্রভু গোপাল ভট্টের আবাসে চারি মাস অবস্থিতি করিয়া চাতুর্ম্মাস্য করেন। এবং তাঁহারই আদেশে এবং শক্তি-সঞ্চার-প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাইয়া ৪৫ বৎসর বাস করেন। ইনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ও রাধারমণ বিগ্রহ সেবা প্রকাশক। ১৫০০ শকে ইহার তিরোভাব হয়, শ্রীবৃন্দাবনধামে ইনি রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এই হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের নামান্তর ভক্তিবিলাস গ্রন্থ।

গোপীনাথ—এই নামে তিনজনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (১) গোপীনাথ সিংহ চৈতন্যের জনৈক দাস। মহাপ্রভু ইঁহাকে "অক্রুর" বলিয়া পরিহাস করিতেন। (২) গোপীনাথাচার্য্য শ্রেষ্ঠ কুলীন, পরম পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি (৩) গোপীনাথ পট্টনায়ক রায় রামানন্দের ভ্রাতা।

গোবর্দ্ধন দাস—এই নামে আমরা চারিজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। (১) কবি রাধাবল্লভ দাস একটী পদে গোবর্দ্ধন দাসকে রঘুনাথ দাসের পিতা ও চাঁদপুর গ্রামবাসী বলিয়াছেন। ইহঁার গৃহে যবন হরিদাস বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। (২) জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্ত্তনীয়া ও পদকর্ত্তা। ইনি ১৭০০ শকের লোক বলিয়া বিখ্যাত। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য কবি গোবর্দ্ধন দাস। ইহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন "গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্ব্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় প্রীত।" আবার নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ বলেন "জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্। যেঁহ সব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥" (৪) রসিকমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক গোবর্দ্ধন দাস শ্রীমৎশ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

গোবিন্দদাস—গোবিন্দ নামে আমরা অনেকের নাম পাইয়াছি। (১) ঈশ্বর পুরীর পূর্ব্বভৃত্য মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক মহাভাগবত গোবিন্দানন্দ, জাতিতে শূদ্র ছিলেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া; তাঁহার সন্তোষ প্রদান করিতেন। ইহার ন্যায় ভাগ্যবান্ শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত মধ্যে অতি অল্প লোক ছিলেন। চৈতন্য ভাগবৎ ও চৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বত্র এই গোবিন্দের কাহিনী রহিয়াছে। (২) মহাপ্রভুর প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্ত, ইনি একটী পদে আপনাকে "গরীশ্বর" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (৩) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ইহার নিবাস ঝামটপুর গ্রামে ছিল। (৪) বোরাকুলী নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ইনি একজন পদকর্ত্তা। ইহঁার বিষয় স্বতন্ত্র প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। (৫) বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ, ইনিও একজন কবি ও সুগায়ক, ইহঁার বিষয়ও স্বতন্ত্র প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য। (৬) বুধরী গ্রামবাসী রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পদকর্ত্তা। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত জীবনী দৃষ্টব্য। (৭) গতিগোবিন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র ও পদকর্ত্তা, স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইহার বিষয় দ্রষ্টব্য। (৮) নিত্যানন্দ শাখায় এক গোবিন্দ কবিরাজের নাম আছে। (৯) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী (১০) মৈথিলী গোবিন্দ দাস (১১) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর

শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ (১১) গোবিন্দ আচার্য্য (১২) ৺হারাধন দত্ত ভক্তি-নিধির মতে বাঘনাপাড়াবাসী পদকর্ত্তা এক গোবিন্দানন্দ ছিলেন। (১৩) কাঞ্চন-নগর-নিবাসী কড়চা-লেখক কর্ম্মকার-কুলোদ্ভব গোবিন্দ দাস। ইনি স্ত্রী দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাপন্ন হয়েন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে দুই বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া গোবিন্দ দাস যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাই কড়চায় লিপিবদ্ধ করেন।

গৌরসুন্দর—জনৈক পদকর্ত্তা, ইহার বিষয় কিছুই জানা যায় নাই।

গৌরীদাস—এই নামে দুইজন পদকর্ত্তা আছেন। (১) পণ্ডিত গৌরী দাস, ইহার নিবাস ছিল অম্বিকা কালনায়। ইনি মুখটী বংশজাত বরুণ বাচস্পতির বংশধর। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, পূর্ব্বাবতারে ইহার নাম ছিল সুবল। ইহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র, মাতার নাম কমলাদেবী। ইহারা ছয় ভ্রাতা ছিলেন :—(১) দামোদর পণ্ডিত (২) জগন্নাথ (৩) সূর্য্যদাস (৪) গৌরীদাস (৫) কৃষ্ণদাস (৬) নৃসিংহ চৈতন্য। ইহাদের পূর্ব্বনিবাস শালিগ্রামে ছিল। মহাপ্রভু ইহাকে প্রসাদস্বরূপ এক বৈঠা প্রদান করেন। ইহার অপ্রকটের পর ইহার শিষ্য ও পৌত্রীপতি হৃদয়চৈতন্য ঐ বৈঠা প্রাপ্ত হয়েন। হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দপুরী সমগ্র উড়িষ্যা দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। গৌরীদাসের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর ও নিত্যানন্দের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর ছিল। ইনি অম্বিকাস্থিত গৌরাঙ্গনিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণববন্দনায় ইহার বিষয় এইরূপ লেখা আছে, যথা—

"গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞীরে নিল উৎকল নগরী॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে গৌরীদাসের প্রভাব এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা :—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম দিতে নিতে ধরে সেই শক্তি॥"

এতদ্ব্যতীত ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মহিমা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত আছে। গৌরীদাসের পত্নী বিমলা দেবীর গর্ভে বড়ু বলরাম ও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। রঘুনাথের মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে দুই পুত্র। গৌরীদাসের বংশধরেরা অদ্যাবধি অম্বিকায় আছেন। এই গৌরীদাস নিত্যা-নন্দের ভক্ত। (২) গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া ইনিও নিত্যানন্দের ভক্ত। বৈষ্ণববন্দনায় ইহার সম্বন্ধে এই লেখা আছে :—"গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।

নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥" ইনিও একজন পদকর্ত্তা। অচ্যুত বাবু অনুমান করেন, পদকল্পতরুর চতুর্থশাখায় নিত্যানন্দ মহিমাসূচক যে একটী পদ আছে, উহা এই দ্বিতীয় গৌরীদাস-বিরচিত।

গৌরাঙ্গপ্রিয়া—শ্রীনিবাসাচার্য্যের পত্নী।

চন্দ্রশেখর দাস—মহাপ্রভুর উপশাখা বিশেষ। ইনি জাতিতে বৈদ্য। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ এই চন্দ্রশেখরের কাশীধামস্থ গৃহে বাসা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য—শ্রীচৈতন্যের এক শ্রেষ্ঠ শাখা। ইনি মহাপ্রভুর মাসীপতি। ইঁহার গৃহে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ নাটকাভিনয় করেন। তাহাতে স্বয়ং লক্ষ্মীও রুক্মিণী সাজিয়া নৃত্য করিয়া ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—"আচার্য্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥" কাহার কাহার মতে ইনি একজন পদকর্ত্তা।

চিরঞ্জীব সেন—বৈদ্যবংশজাত, দাসগুপ্ত উপাধিধারী ও শ্রীখণ্ডবাসী। গোবিন্দ কবিরাজের জীবনীতে ইঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়—বংশীবদন দাসের পিতা। নিবাস নবদ্বীপস্থ কুলিয়া পাহাড় গ্রামে।

জগন্নাথ দাস—এই নামে চারিজন মহাজনের নাম পাইয়াছি। (১) পুরুষোত্তম গ্রামীয় জগন্নাথ দাস (চৈ চ) ইনি মহাপ্রভুর উপশাখা। (২) "জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁই কৈল গঙ্গাবাস॥" চৈ, চ। (৩) "অতিবড়" জগন্নাথ দাস। (৪) কীর্ত্তনীয়া জগন্নাথ দাস। শেষ দুইজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

জগাই মাধাই—ইঁহারা দুই সহোদর নবদ্বীপের কোতয়াল ছিলেন। উভয়েই মদ্যপায়ী, দুরাচার, কুকর্ম্মান্বিত ও অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন। ইঁহারাই মহাপ্রভুর "পতিতপাবন" নামের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

জনার্দ্দন—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের সেবক। ইঁহার উপাধি "মিশ্র" ছিল।

জগদীশ পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা গণনায় একজন ও নিত্যানন্দ শাখা গণনায় অপর একজন জগদীশের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—(১) বাল্যকালে একদিন একাদশী তিথিতে এই জগদীশ ও হিরণ্যের ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ আব্দার করিয়া বিষ্ণুর জন্য প্রস্তুত নৈবিদ্য ভোজন করিয়াছিলেন। (২) "জগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত বর্ষে যথা বর্ষা ঘন॥"

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পিতা, ইঁহার উপাধি ছিল "মিশ্রপুরন্দর"।

জগদানন্দ পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয় পরিকর। ইনি সত্যভামার স্বরূপ বলিয়া জগতে খ্যাত। অতি প্রীতিভরে প্রভুকে বিলাসের সামগ্রী দিয়া লালন করিতে চাহিতেন; লোকভয়ে প্রভু তাহা করিতে দিতেন না; এই উপলক্ষে সর্ব্বদা উভয়ের রস-কোন্দল হইত। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে ইনি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে দেখিবার জন্য নীলাচল হইতে নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন। ইনি সাধারণতঃ নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে:—"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥ প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন। বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন॥ দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল।"

জাহ্নবী—নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী।

দময়ন্তী—শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। রাঘব পণ্ডিত প্রতিবৎসর উৎকলে যাইবার সময় ঝোলায় করিয়া ইঁহারই প্রস্তুত লড্ডুকাদি নানা মিষ্টান্ন মহাপ্রভুর জন্য লইয়া যাইতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তাহা ভোজন করিতেন। রাঘব পণ্ডিত দেখ।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—নিত্যানন্দের প্রিয় ভৃত্য। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা:— "নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময়॥" আবার চৈতন্য ভাগবতে আছে:—"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥"

নন্দন মাহিতী—জগন্নাথের সেবক।

নন্দন আচার্য্য—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নবদ্বীপবাসী জনৈক বিপ্র। তীর্থ পর্য্যটনের পর বৃন্দাবন হইতে আসিয়া প্রভু নিত্যানন্দ প্রথমতঃ ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হয়। বিশ্বম্ভরে ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিয়াও ইঁহারই গৃহে লুক্কায়িত ছিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে "নাড়া" "নাড়া" বলিয়া ডাকিয়া বাহির করেন। তাহাতে অদ্বৈত প্রভুর ভ্রম দূর হয়। ইনি খঞ্জ ছিলেন; গোবিন্দদাসের কড়চায় যথা:— "নন্দন আচার্য্য আসে পড়ে অনুরাগে। খোঁড়া বটে, তবু আইসে সকলের আগে॥"

নন্দরাম দাস—কাশীরাম দাসের পুত্র ও দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদক। ইনি কি পদকর্ত্তাও?

নন্দাই—ইনিও রামাই গোবিন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। চরিতামৃতে যথা :—"রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ বাইশঝাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥" নিত্যানন্দ শাখা গণনায় অপর এক নন্দাইর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নাভাদেবী—অদ্বৈত প্রভুর মাতা।

নারায়ণ গুপ্ত—চৈতন্যচরিতামৃত মতে নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ এই চারি ভ্রাতা নিত্যানন্দ প্রভুর কিঙ্কর।

নারায়ণী—শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বৃন্দাবনদাসের মাতা।

নিত্যানন্দ—১৩৯৫ শকে একচক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে ও পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে প্রভু নিত্যানন্দের জন্ম। ইহার পত্নীদ্বয়ের নাম বসুধা ও জাহ্নবা দেবী। বসুধা দেবীর গর্ভে বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের জন্ম। জাহ্নবা দেবী অপুত্রা। ইনি বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামীকে দত্তকগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু গৌরলীলার কেন্দ্রস্থান, স্বয়ং সঙ্কর্ষণ বলরাম। মাধাই ভগ্ন কলসীর কাণা ফেলিয়া নিতাইর ললাটদেশে আঘাত করিয়াছে; কপাল ফাটিয়া অজস্র রক্তপাত হইয়া নিতাইর "পদ্মমালা ভেসে" গিয়াছে। সমস্ত শরীর রুধির প্লাবিত; কিন্তু দয়াল নিতাইচাঁদ বলিতেছেন "ও ভাই মাধাইরে, মারিলি মারিলি ভাল। তবু একবার চাঁদবদনে হরি বোল॥" প্রভু নিত্যানন্দের রুধির প্লাবন দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুর্য্য-বিস্মৃত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় লইয়াছেন; প্রভুর আহ্বানে সুদর্শন চক্র মাধাইকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। তখন মহাপ্রভুকে অনুযোগ করিয়া নিত্যানন্দ বলিতেছেন "দীনের অধীন হ'য়ে, নামে প্রেমে জগত ভাসাইতে আসিয়া, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কেন? সুদর্শন সম্বরণ করুন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। এ অবতারের অমোঘ অস্ত্র হরিনাম, তাহাই প্রয়োগ করুন।" জাহ্নবামাতা স্বয়ং রেবতী। ইহার প্রভাব সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অনেক আখ্যায়িকা আছে। আমরা এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদা জাহ্নবামাতা অর্দ্ধোলঙ্গবেশে কূপজল উত্তোলনপূর্ব্বক স্নান করিতেছেন; এমন সময় অকস্মাৎ বীরভদ্র তথা উপস্থিত হইলেন। দেবীর হস্তদ্বয় জলপাত্রে আবদ্ধ ছিল; অপর দুই হস্ত বহির্গত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। কথিত আছে, বীরভদ্র এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া দেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীদেবীর জনক, শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন।

নৃসিংহদাস—নিত্যানন্দের পরিকর। উপাধি কবিরাজ ছিল।

নৃসিংহানন্দ—উড়িষ্যাবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র। ইনি নৃসিংহ উপাসক ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ইঁহার নাম নৃসিংহানন্দকারী রাখেন। আদির দশমে যথা :— শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তার নাম কৈল নৃসিংহানন্দকারী॥” চৈ, চ। নৃসিংহানন্দ শুনিলেন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবেন ; তখন মানসে কুলিয়া গ্রাম হইতে রাজমহলের সন্নিকট কানাইর নাটশালা নামে গ্রাম পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর গমন জন্য এক পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে এই মানসিক পথের এইরূপ বর্ণনা আছে। “বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ। পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥ কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল। নিবৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল। পথের দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুইপার্শ্বে দিব্য পুষ্করিণী॥ রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল। নানাপক্ষী কোলাহল সুধাসম জল॥ শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা। কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বাঁধিয়া॥”

পদ্মাবতী—কবি জয়দেব পত্নী।

পরমানন্দপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর একজন প্রধান শিষ্য। ইঁহার আদিবাস স্থান ত্রিহুতে ছিল। শ্রীচৈতন্যের অন্তলীলায় নীলাচলে তাঁহার নিকট থাকিতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত—নিত্যানন্দের প্রিয়ভক্ত ও অত্যন্ত প্রেমিক।

পুরন্দর আচার্য্য—“চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। পিতা করি যাহে কহে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥” চৈ, চ।

পুরীদাস—পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুরের নামান্তর।

পুরুষোত্তম দত্ত—নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণের ছাত্র প্রধানতঃ দুই জন। তন্মধ্যে ইনি একজন এবং সঞ্জয় অপর জন॥

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—মহাপ্রভুর খুল্লতাত পুত্র ও “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য উদয়াবলী” প্রণেতা।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—ইঁহার জন্মস্থান সেটেরী। নবদ্বীপ হইতে নীলাচল যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সমীপে অবস্থিতি করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে :—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য। এক ভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যার নৃত্যকালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥"

বনমালী মিশ্র—লক্ষ্মীদেবীর বিবাহের ঘটক।

বনমালী আচার্য্য বা পণ্ডিত—শ্রীবাস গৃহে যখন মহাপ্রভুর বলরাম আবেশ হয়; তখন ইনি তাঁহার হস্তে সুবর্ণ হল ও মুষল দর্শন করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে যথাঃ—"বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে। সুবর্ণ মুষল হল যে দেখিল হাতে।

বলরাম ও জগদীশ—অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র।

বলরামাচার্য্য—গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত।

বল্লভ মিশ—শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর পিতা ও মহাপ্রভুর প্রথম শ্বশুর ছিলেন। ইনি জনক রাজার ন্যায় সৎস্বভাব ও সুব্রাহ্মণ ছিলেন।

বসুধা—সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা ও নিত্যানন্দের পত্নী।

বাণীনাথ—(১) বিপ্র বাণীনাথ মহাপ্রভুর উপশাখা (২) বাণীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা (৩) পণ্ডিত বাণীনাথ গদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ।

বাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রামবাসী ও মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইঁহার মিলনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন। "যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে। তাহা হইতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥" চৈ-চ। মহাপ্রকাশ সময়ে ইনি গৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, জগতের সমস্ত জীবের পাপ লইয়া আমি যেন নরক ভোগ করিতে পারি।

বিজয়দাস—ইনি মহাপ্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিতুষ্ট হইয়া, মহাপ্রভু ইহাঁর নাম "রত্নবাহু" রাখিয়াছিলেন। ইনি কি পদকর্ত্তা?

বিদ্যানিধি—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ইনি চট্টগ্রামবাসী, ধনাঢ্য ও পরম ভক্ত। মিলনের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাঁর জন্য সর্ব্বদা রোদন করিতেন এবং ইহাঁকে "বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি গদাধর পণ্ডিতের দীক্ষা গুরু। পাদস্পর্শ হইবে বলিয়া ইনি কখনও গঙ্গা স্নান করিতেন না। চৈতন্য চরিতামৃতে যথা ঃ—"পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি। যার নাম লইয়া প্রভু কান্দিলা আপনি।"

বিদ্যা বাচস্পতি—শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। ইনি নবদ্বীপ হইতে

কুমারহট্ট আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভদ্র নগর হইতে আসিয়া ইঁহার গৃহে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। পরে অসংখ্য লোক সমাগমে বিরক্ত হইয়া রাত্রিকালে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের গৃহে গমন করেন।

বিষ্ণুদাস—(১) নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস আচার্য্যের ভ্রাতা বিষ্ণুদাসাচার্য্য চৈতন্য শাখা। (২) অদ্বৈত শাখায়ও অপর একজন বিষ্ণুদাস আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া—ইনি শ্রীসনাতন মিশ্রের দুহিতা ও মহাপ্রভুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র—নিত্যানন্দের পুত্র।

বুদ্ধিমন্তখান—নবদ্বীপস্থ একজন ধনবান্ লোক ও নিমাই পণ্ডিতের পরম হিতৈষী। ইনি গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ স্বব্যয়ে মহা সমারোহে সম্পন্ন করেন। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের মতে ইনি চৈতন্যের অতি প্রিয়, আজন্ম আজ্ঞাকারী ও সেবকপ্রধান ছিলেন।

ভগবানাচার্য্য—শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয়াংশ স্বরূপ এই মহাত্মা নবদ্বীপ ধামে শ্রীকরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর, ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া ন্যায়াচার্য্য নামে বিখ্যাত হয়েন। [illegible] যোগ্যদর্শন করিয়া ইহাঁর পিতা মহা ধনী শতানন্দখান, [illegible] কন্যাকে ইহার সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু ভগবান্ কিছুতেই সংসারে আবদ্ধ না হইয়া, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের দর্শন করেন। পরে মহাপ্রভুর আদেশ ও অনুরোধ ক্রমে কিছুদিন সংসারাশ্রমে লিপ্ত হয়েন। এই সময়ে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে তাঁহার রঘুনাথ ও রমানাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। কিছুদিন পর স্বীয় পত্নী ও শিশু পুত্রদ্বয়কে স্বীয় শিষ্য ও শ্যালকের নিকট রাখিয়া পুনরায় নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট গমন করেন। ইহাঁর বিষয় চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে যথা;—"পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবানাচার্য্য। পরম পণ্ডিত তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য॥ সখ্যভাব আক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার। স্বরূপ গোসাঞী সহ সখ্য ব্যবহার॥ একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহ করে নিমন্ত্রণ॥"

ভবানন্দ রায়—রায় রামানন্দের পিতা।

ভট্ট রঘুনাথ—ইনি বারাণসীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র। ১৪২৭ শকে ইহাঁর জন্ম, ও ১৫০১ শকে অপ্রকট হয়। ইনি অষ্টাবিংশতি বর্ষ মাত্র গৃহাশ্রমে ছিলেন। মহাপ্রভু যখন তপনমিশ্রের গৃহে মাসদ্বয় অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তখনই

রঘুনাথ ভজন সাধন শিক্ষাতে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বৎসর যাইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট বাস করেন। পরে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ৪৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়া শ্রীধামেই অপ্রকট হয়েন। ইনি ষট্ গোস্বামী পাদের অন্যতম। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে:—"প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন। * * * তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস। রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন॥ বড় হৈলে নীলাচলে গেল প্রভুর স্থানে। অষ্ট মাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥ প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা। আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞীর নিকটে রহিলা॥ তাঁর ঠাঞি রূপ গোসাঞী শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তেঁহ হৈলা প্রেমে মত্ত॥"

ভারতী—কেশব ভারতী। শ্রীগৌরাঙ্গ কণ্টক নগরে ইহাঁর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গিরি, পুরী ইত্যাদি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় মধ্যে ভারতী-সম্প্রদায় নিকৃষ্ট এবং বোধ হয় নিকৃষ্ট দেখিয়াই মহাপ্রভু এই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন। কেননা নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট, অশুচিকে শুচি, যবনকে ব্রাহ্মণ করাই পতিতপাবনের কার্য্য।

ভূগর্ভ—ইনি ও লোকনাথ গোস্বামী বৃন্দাবনের জঙ্গল কাটিয়া বাসোপযুক্ত করিবার জন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হয়েন।

ভুবন দাস—শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও রাধামোহন ঠাকুরের সহোদর।

মণ্ডল ঠাকুর—পরিচয় অপ্রাপ্য।

মধু পণ্ডিত—বৈষ্ণব বন্দনায় ইহাঁর নাম মাত্র পাওয়া যায়, "শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দ অনন্ত আচার্য্য।"

মধুশিল—কণ্টক নগরে এই ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের শিখা মুণ্ডন করেন।

মহেশ পণ্ডিত—(১) এক মহেশ পণ্ডিত মহাপ্রভুর উপশাখা (২) দ্বিতীয় মহেশ পণ্ডিত নিত্যানন্দের শাখা ও অত্যন্ত প্রেমিক ছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে আছে:—"মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। ঢক্কা-বাদ্যে নৃত্য করে যৈছে মাতোয়াল॥"

মাধবেন্দ্র পুরী—অতি প্রভাবশালী সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ঈশ্বরপুরীর গুরু।

মাধো—একজন নীলাচলবাসী কবি, শ্যামানন্দের প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য।

মাধব দাস—এই নামে তিন মহাত্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিন জনই কবি এবং অন্ততঃ দুইজন পদ কর্ত্তা। (১) কুলিয়া গ্রামবাসী মাধব দাস।

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া মহাপ্রভু কিছুদিন ইঁহার গৃহে বাস করেন। গুণরাজখানের "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" ইনি পরে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নাম দিয়া প্রকাশ করেন (?)। (২) মাধব ঘোষ, ইনি ভণিতায় "দীনমাধব" নামে পরিচিত। ইঁহার পদগুলিও সুন্দর। ইনি বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা। (৩) মাধবাচার্য্য ইনি কালিদাস মিশ্রের পুত্র এবং মহাপ্রভুর শ্যালক। মাধব ঘোষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাসুদেব ঘোষ প্রবন্ধে, এবং মাধবাচার্য্য বা "দ্বিজ মাধবের" বিবরণ এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মাধব মিশ্র—গদাধর পণ্ডিতের পিতা।

মালিনী—(১) শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী। (২) অভিরাম গোপালের পত্নী।

মালতী—(১) কাহার কাহার মতে ইনি ও অভিরামপত্নী এক ও অভিন্ন। (২) রসিকানন্দের পত্নী।

মুকুন্দ সঞ্জয়—ইঁহাদিগের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের টোল ছিল। ইঁহারা প্রভুর অতি আজ্ঞাকারী ভৃত্য ছিলেন।

মুকুন্দ দাস—খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের ভ্রাতা, এবং রঘুনন্দন গোস্বামীর পিতা। ইনি গৌড় বাদসাহের ভিষক্ ছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—বৈদ্যবংশাবতংস ও নবদ্বীপবাসী বাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। ইঁহার পিতামাতার পূর্ব্ব বাস ছিল চট্টগ্রামে, অন্যমতে শ্রীহট্টে। মুকুন্দ মহাপ্রভুর বাল্যসুহৃদ্ ও সতীর্থ। ইনি পরম পণ্ডিত ও বিচারময় ছিলেন। যতদিন গৃহে ছিলেন, ততদিন বিচার-বিতণ্ডাতে ইঁহার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। যখন নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাভিমানে মত্ত, তখন মুকুন্দ অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত হরিসাধনে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। চরিতামৃতে ইঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে:—"শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য গোসাঞী।" চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে ইঁহার সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আছে:—"সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥ যেই মাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণ গীত। হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ভিত॥ কেহ কাঁদে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥ হুঙ্কার করয়ে কেহ মাল সাট মারে। কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায় ধরে॥"

রঘুনাথ দাস—প্রসিদ্ধ ষট্ গোস্বামী পাদের অন্যতম। সপ্তগ্রামবাসী "বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর" হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস কায়স্থ ছিলেন। রঘুনাথ দাস

গোবর্দ্ধনের পুত্র। ১৪২৮ শকে ইঁহার জন্ম ও ১৫০৪ শকে অপ্রকট হয়েন। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে ১৪২০ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার সংসারবৈরাগ্য দর্শনে ইঁহার অভিভাবকগণ ইঁহাকে এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু প্রভূত বিত্তৈশ্বর্য্য ও যুবতী ভার্য্যা ইঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণে নীলাচল গমন করিলে, রঘুনাথ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে উন্মত্তবৎ অধীর হয়েন এবং অল্পকাল মধ্যে পলাইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হয়েন। ধনী সন্তান রঘুনাথ পদব্রজে দ্বাদশ দিবসে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। এই দ্বাদশ দিবস মধ্যে তিন দিন মাত্র আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম অতুলনীয়। রঘুনাথ স্বরূপ গোস্বামীর সহিত সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া, অপরাহ্নে সিংহদ্বারে যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিক প্রদত্ত মহাপ্রসাদে অঞ্জলি পূর্ণ হইলেই গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, উহা দ্বারা কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ভূপতিত দলিত মহাপ্রসাদ সংগ্রহপূর্ব্বক ধৌত করিয়া তাহাই আহার করিতেন। এইরূপে ১৬ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতির পর স্বরূপ গোস্বামী ও মহাপ্রভুর অপ্রকটে ভগ্ন-হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তথা রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদের আদেশ ক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাস করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইঁহারই আশ্রয়ে বাস করেন। দাস গোস্বামী শেষকালে অন্ন জল পরি-ত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন তিন পলা মাঠামাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। ইঁহার কঠোর সাধন সাধক মধ্যে প্রায় অতুলনীয়। সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ নাম গ্রহণ, সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ, দিবারাত্র মানসে যুগলমূর্ত্তির ভজন, প্রহরেক কাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রালোচনা, ত্রিসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির সাধন, কোন কোন দিন দুই তিন দণ্ড মাত্র নিদ্রা এই সকল তাঁহার বৃন্দাবনের নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইনি গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর, নীলাচলে ১৬ বৎসর ও অবশিষ্ট ৪১ বৎসর বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। দাস গোস্বামী সংস্কৃতে "স্তবাবলী" "দান চরিত" ও "মুক্তা চরিত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, "মনোশিক্ষা" নামে ইঁহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ আছে। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "ব্রজরসপুর" একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করিয়াছি; ইহাও দাস গোস্বামিকৃত সন্দেহ নাই; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ নাই। এই রঘুনাথ দাস একজন বাঙ্গলা পদাবলীরচয়িতা; ইঁহার তিনটী পদ পদকল্পতরুগ্রন্থে আছে

রঘুনন্দন—রঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দদাসের পুত্র, নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অভিরাম গোপালের মন্ত্রশিষ্য। ইনি শৈশবে গোপীনাথ বিগ্রহকে লড্ডুক ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। রঘুনন্দনের মহিমাপ্রচার জন্য, মহাপ্রভু মুকুন্দদাসকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং ভক্তপ্রবর মুকুন্দদাস তাহার যে সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে সেই পঁক্তি কয়েকটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন। তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়। আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥"

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কবিরাজ মহাশয়ের মতে ১৪৩২ শকে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। রঘুনন্দন বৃন্দাবনে মহারাস লীলায় কন্দর্পমঞ্জরী এবং ইনিই দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণপুত্র কন্দর্প। মাঘী বসন্তপঞ্চমীতে ঠাকুর রঘুনন্দনের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীখণ্ডগ্রামে প্রতিবর্ষে এক মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি মহাপ্রভুর বরপুত্র বলিয়া কথিত হয়েন এবং ইঁহার প্রণাম মন্ত্রেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা :—

"মুকুন্দ তনয়ে নিত্যং ব্রজ কন্দর্পরূপিণে।
কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়ৈব গৌরপুত্রায় তে নমঃ॥"

রঘুনন্দন কখন অপ্রকট হয়েন, তাহা জানা যায় না; তবে প্রবাদ এই যে মহাপ্রভুর অপ্রকট দিবসেই রঘুনন্দনও অপ্রকট হয়েন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ১৪৫৫ শকাব্দে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

পাতাইহাটের উত্তরে আকাইহাট গ্রাম, এস্থলে কালাকৃষ্ণদাসের সমাধির পশ্চিমাংশে নূপুরকুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ এই যে যখন বড় ডাঙ্গিতে অভিরাম গোপাল ও ঠাকুর রঘুনন্দন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন রঘুনন্দনের নূপুর আকাই হাটে আসিয়া পড়ে, ইহা হইতেই প্রাগুক্ত পুষ্করিণীর নাম নূপুরকুণ্ড। আকাই হাটের ক্রোশত্রয় দক্ষিণে স্থিত কড়ুইগ্রামের মহান্ত বাড়ীতে সেই নূপুর অদ্যাপি বর্তমান আছে।

রত্নাবতী—গদাধর পণ্ডিতের জননী।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্যের পৌত্র, রঘুনাথ আচার্য্যের পুত্র, নিবাস মালীপাড়া। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য।

রামচন্দ্র কবিরাজ—ইনি স্বয়ং একজন পদকর্ত্তা এবং বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর সময়ে ইহাঁর তুল্য সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে পণ্ডিত দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না সন্দেহ। ইনি পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতি ও রূপে কন্দর্প ছিলেন। ইহার রূপ ও বিদ্যায় মোহিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুর নরোত্তমের হৃদয়বন্ধু ছিলেন; এমন কি ইহাকে ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি "স্মরণ-দর্পণ" নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে:—"সদা সঙ্গ নরোত্তম, নাহিক তাঁহার সম, ত্রিভুবনে নাহি তার সীমা।

দুহে রাত্রি দিনে বসি, অমিয় সাগরে ভাসি, অপরূপ যুগল মহিমা॥"

বৃন্দাবনধামে রামচন্দ্রের দেহ ত্যাগ হয়। অনেক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ এই বৈদ্য কবিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন। রামচন্দ্রের পত্নীর নাম রত্নমালা। কর্ণানন্দ গ্রন্থে রামচন্দ্র সম্বন্ধে লেখা আছে:—

"রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত। বাচস্পতি সম কিবা সরস্বতী খ্যাত॥
সদ্বৈদ্যকুলোদ্ভব যশস্বী প্রধান। মহা চিকিৎসক ইহো দিগ্বিজয়ী নাম॥"

রামাই পণ্ডিত—শ্রীবাসের ভ্রাতা। পদ্ধতি নামক গ্রন্থকার। ঐ গ্রন্থ রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে রচিত।

রাঘব পণ্ডিত—পানীহাটীনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক চৈতন্যদেব ইহাঁর গৃহে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই স্থলেই গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও রাঘবের গৃহে তিন মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাঘব প্রতিবৎসর স্বীয় ভগিনী দময়ন্তী দেবীর প্রস্তুত মিষ্টান্ন এক ঝালিতে করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর জন্য লইয়া যাইতেন, মহাপ্রভু তাহার কিছু কিছু বার মাস গ্রহণ করিতেন। এই বিষয় চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা:—

"রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। তার মুখ্য শাখা এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী। প্রভুর ভোগ সামগ্রী যে করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যায় গোপন করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভু করে অঙ্গীকার। রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥"

রূপ ঘটক—ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা। কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে;—

"শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য। রাধাকৃষ্ণ নাম বিনা যার নাহি কৃত্য॥"

রূপ গোস্বামী—কুমার দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সনাতন ও অনুপমের ভ্রাতা। রামকেলিগ্রামে ইহাদিগের নিবাস ছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত। ইনি বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও গৌড় বাদসাহ হুসেন সাহার উজীর ছিলেন। ইহাঁর উপাধি ছিল সাকর মল্লিক। ইনি যবনের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয়েন নাই। ইনি স্বীয় বাসভবনের নিকট শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামে দুইটী জলাশয়শোভিত একটী কদম্বকানন প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তন্মধ্যে স্বীয় অগ্রজের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির ভজনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হইবার জন্য শ্রীরূপ ব্যাকুল হয়েন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃন্দাবন গমন সময়ে রামকেলি গ্রামে রূপসনাতনকে দর্শন দিয়া যান। অনতিবিলম্বে রূপ রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দীন বেশে নীলাচল যাইয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত হয়েন। পরে তদীয় আদেশে বৃন্দাবন যাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ নিচয় প্রণয়ন করেন। ইহাঁর রচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই:—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবদূত বা সন্দেশ, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, স্তবমালা, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, বৃহৎ গণোদ্দেশদীপিকা, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, উজ্জ্বল-নীলমণি, ছন্দোঽষ্টাদশ, উৎকলিকাবল্লী, শ্রীরূপচিন্তামণি, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর-বিন্দু, প্রযুক্তাখ্যচন্দ্রিকা, মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, রাগময়ীকণা, তুলস্যষ্টক, বৃন্দাদেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, মুকুন্দমুক্তাবলী স্তব, বৃন্দাবনধ্যান, চাটুপুষ্পাঞ্জলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর ও প্রেমেন্দুকারিকা। ১৪১১ শকে ইহাঁর জন্ম, ১৪৮০ শকে অন্তর্দ্ধান। ইনি গৃহাশ্রমে ২৭ বৎসর ছিলেন ও বৃন্দাবনে বৈরাগ্যাবস্থায় ৪৩ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার কৃত "কারিকা" নামক একখানি বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ আছে।

লক্ষ্মী—(১) মিশ্র বল্লভাচার্য্যের কন্যা ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী। ইহাঁর শরীরে সর্ব্বদা স্বর্গীয় জ্যোতি ও পদ্মগন্ধ বিরাজ করিত। কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, তখন সর্প দংশনে লক্ষ্মী প্রাণ ত্যাগ করেন। কবিরাজ গোস্বামীর মত অন্যরূপ, যথা:—"প্রভুর বিরহ-সর্প

লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥” (২) শ্রীনিবাসাচার্য্যের মাতা।

লোকনাথ গোস্বামী—নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগুরু। ইনি বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করেন। পূর্ব্ব বাস যশোর জেলার অন্তর্গত তালখড়িয়া গ্রামে ছিল।

শিখী মাহিতী—মাধবী দাসী ও মুরারী মাহিতীর ভ্রাতা, এবং জগন্নাথ দেবের লিখনাধিকারী ছিলেন।

শিবাই—পদকর্ত্তা ও নিত্যানন্দ শাখা। কেহ কেহ বলেন শিবরাম বা শিবানন্দের নামান্তর শিবাই।

শুভানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের উপশাখা বিশেষ।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী জনৈক ভিক্ষুক, পরম পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর এই শুক্লাম্বর গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মমত কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট প্রকাশ করেন। এক দিন ঈশ্বরাবেশ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাঁর ঝুলী হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া ভক্ষণ করেন। আর এক দিন ব্রহ্মচারীর [illegible] মাগিয়া মহাপ্রভু ভোজন করেন। তণ্ডুলভক্ষণ ব্যাপারটী শ্রীচৈতন্যভাগবতে [illegible] আছে যথা :—

“এত বলি হস্ত দিল ঝুলীর ভিতর। মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর॥
শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ। ও তণ্ডুলে খুদ কণ বহুত প্রকাশ॥
প্রভু বলে তোর খুদ কণ মুঞি খাঙ। অভক্তের অমৃত উলটী নাহি চাঙ॥”

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে অন্নভক্ষণের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা :—

“শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্। যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান॥”

এই অন্নভিক্ষা বিষয়টী লইয়া বৈষ্ণবদাসানুদাস এ অধম একটী গীত রচনা করিয়াছিল, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

“পহুঁ মেরে আজবতুয়া কারখানা।
হৈয়া চৌদ্দভুবনের অধিকারী, মেগে খাওয়া রোগ গেলনা॥ ধ্রু॥
বামন ভই বটুকরূপে, ছল কিয়া বলী ভূপে,
ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা মাগি, করিলা তাঁর লাঞ্ছনা।
আবার যজ্ঞপত্নীদের অন্ন, মাগিলা রাখালের জন্য,
সুবহক অন্নদাতা, তছু অন্ন মিলেনা॥

"শুক্লাম্বর পথের ভিকারী, শেষকালে খাও অন্ন তারি,
কি অদ্ভুত লীলা তোহারি, জগদাস তা বুঝল না ॥"

শ্রীজীব গোস্বামী—ইনি অনূপ বা অনুপমের পুত্র, কুমারদেবের পৌত্র। এবং সনাতন ও রূপগোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি আশৈশব শ্রীভগবানের একজন প্রধান ও প্রগাঢ় ভক্ত। ইঁহার বাল্যজীবনটী অতি সুন্দর ও মনোহর। শ্রীরূপ সনাতন যখন বৈরাগ্যাবলম্বনে সংসার পরিত্যাগ করেন, তখন সঞ্চিত ধনরত্ন উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিতরণের পরও এত ধন সম্পত্তি ছিল যে, শ্রীজীব ও তাঁহার জনক নৃপতির ন্যায় পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু পিতা পুত্র একজনেরও বিষয় সম্পত্তির প্রতি মন ছিল না। শ্রীজীবের বয়ঃক্রম তখন অতি অল্প হইলেও সেই সময়েই তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। পিতৃব্যদ্বয়ের সংসার পরিত্যাগ হইতেই শিশুর মনের ভাব যেন কেমন কেমন হইল; তিনি নানা "রত্নাভরণ," "পরিধেয় সূক্ষ্মবাস" "অপূর্ব্ব শয়ন শয্যা" সুখাদ্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলেন; বিষয়বিভবের তত্ত্বাবধান করা তো দূরের কথা, উহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে কষ্ট হইত। বালক শ্রীজীবের ভাব অপূর্ব্ব এবং তাঁহার ক্রীড়াও অপূর্ব্ব। যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

"শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন খেলা নাহি জানে ॥
কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া। করিতেন পূজা পুষ্পচন্দনাদি দিয়া ॥
বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া। ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লৈয়া ॥
কৃষ্ণবলরাম বিনে কিছুই না ভায়। একাকী ও দোঁহে লৈয়া নির্জ্জনে খেলায় ॥
শয়ন সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে। মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥"

অতি শৈশবেই শ্রীজীব কণ্ঠে তুলসীমালা, গাত্রে নামাবলী, ললাটে তিলক ধারণ করিতেন। কখন কখন নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে উন্মত্তের ন্যায় উদ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেন; কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িতেন। বালক শ্রীজীব দিবানিশি ভাবিতেন, কতদিনে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে, কতদিনে সংসার পাশ ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে দেহ মন সমর্পণ করিব। পিতৃব্যদ্বয় সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; মাতা পরলোকে গমন করিয়াছেন; একমাত্র জনকই শ্রীজীবের বৈরাগী পথের কণ্টক ছিলেন। ভগবান অবিলম্বে তাঁহাকে স্বীয়পদে স্থান দিলেন। তখন শ্রীজীব সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে স্বপ্নযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে দর্শনপূর্ব্বক, তাঁহাদের পদে আত্মসমর্পণ করিলেন।

অচিরকাল মধ্যে নবদ্বীপে গমন করিলেন। প্রভুদ্বয়কে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন; এবং প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ও বহুল ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনুমান ১৪৫৫ শকে ইঁহার আবির্ভাব এবং ১৫৪০ শকে তিরোভাব হয়। তাঁহার জীবিতকাল ৮৫ বৎসর তন্মধ্যে গৃহে ২০ বৎসর ও ব্রজে ৬৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইনি বৈষ্ণবজগতে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুমোদন ভিন্ন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ তৎকালে প্রচারিত হইতে পারিত না। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইঁহার প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই :—কৃপাম্বুধিস্তব, হরিনামামৃতব্যাকরণ, সূত্রমালা, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, সাধনমহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, ভাবার্থসূচকচম্পূ, গোপালতাপিনীর টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণোক্ত গায়ত্রীভাষ্য, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, শ্রীরাধিকার করপদচিহ্ন, গোপালচম্পূ পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগ, তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমার্থসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ এবং ক্রমসন্দর্ভ।

শ্রীবাস—ইঁহার নামান্তর শ্রীনিবাস। ইঁহারা চারি সহোদর, অপর তিন জনের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে চারি ভ্রাতাই ভক্তিপথাবলম্বী ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর উৎকলযাত্রার পর ইনি নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্ট বা হালিসহর যাইয়া বাস করেন। শচীদেবীর অন্তরঙ্গা মালিনী দেবী এই শ্রীবাসের ভার্য্যা।

শ্রীদাস—দ্বিজহরিদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র।

শ্রীধর—নবদ্বীপের একজন দরিদ্র ভক্ত বৈষ্ণব। তরি তরকারী বিক্রয় ইঁহার ব্যবসায় ছিল। এই জন্য লোকে ইহাকে "খোলা বেচা শ্রীধর" বলিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যতদিন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, সর্ব্বদা শ্রীধরের সঙ্গে কৌতুক পরিহাস করিতেন। শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রকাশ সময়ে মহাপ্রভু শ্রীধরকে নানা প্রকার কৃপা করেন। একদা মহাপ্রভু শ্রীধরের ভগ্ন লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা :—'খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস। যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥" "প্রভু যার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল। যার ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পীল জল॥"

শ্রীমান পণ্ডিত—"শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য। দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥" চৈ, চ,

শ্রীমান সেন—"শ্রীমান সেন প্রভুর ভকতপ্রধান। চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন॥" চৈ. চ,

শ্রীনিবাসাচার্য্য – বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চাখণ্ডীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যদাসের ঔরসে এবং জাজিগ্রামের বলরামাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর গর্ব্ভে অনুমান ১৪৩৮ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে ইনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; অতি অল্প বয়সেই ইনি এরূপ বিদ্বান্ হইয়া উঠেন, যেঃ—

"চাখণ্ডীতে বৈসে যত বিদ্যাবন্ত জন। শ্রীনিবাসে দেখি সবে সঙ্কুচিত হন॥"

ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর জাজিগ্রামের পথে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তিনি বালক শ্রীনিবাসকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাস সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, সুতরাং মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট সেই বালককে দেখিয়া সরকার ঠাকুরের এত আনন্দ। অপরদিগে মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত নরহরি সরকারকে স্বচক্ষে দর্শন ও তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বালক শ্রীনিবাস কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইলেন। এই স্থানেই শ্রীনিবাসের অধ্যয়ন শেষ হইল, তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে তথা ধাবিত হইলেন। কিন্তু পথে শুনিলেন, প্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, সুতরাং নীলাচল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ও তদীয় রক্ষক শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরের চরণ দর্শন করেন। তৎপর শান্তিপুর, একচক্রা, খানাকুল, রামচন্দ্রপুর, অগ্রদ্বীপ, দাঞীহাট, আকাইহাট, উদ্ধারণপুর, ঝামটপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সমস্ত শ্রীপাট দর্শন করেন। তৎপর বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ করিলেন; কিন্তু পিতৃবিয়োগ হওয়াতে কিছুদিন তাঁহাকে বাটীতে থাকিতে হয়। পরে যখন বৃন্দাবন গমন করেন, তখন শ্রীরূপসনাতন অপ্রকট হইয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে লেখা ছিল "বঙ্গদেশ হইতে শ্রীনিবাস নামে একটী ব্রাহ্মণকুমার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন। তাঁহাকে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইবে। আমার অপ্রকটকালে ইঁহার দ্বারাই সংসারে ভক্তি পথ প্রবল থাকিবে।" কিন্তু শ্রীনিবাসের বিলম্বে বৃন্দাবন গমন করাতে রূপসনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহা উপরেই বলা গিয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুঞ্জে রাখিয়া "গোস্বামী গ্রন্থ" শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

শ্রীজীবের অনুগ্রহেই দাস গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হইল এবং গোপালভট্টের নিকট শ্রীনিবাস দীক্ষিত হইলেন। শ্রীনিবাস অল্পদিন মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া শ্রীজীবের নিকট "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। পরে গোস্বামী গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচার জন্য এক সম্পুটে সেই সকল ভক্তিগ্রন্থ লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন; তাঁহার সমভিব্যাহারে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পুরীও গৌড়ে চলিলেন। বিষ্ণুপুরের আরণ্য প্রদেশে গোপালপুর নামক স্থানে বীরহাম্বিরের আশ্রিত কতিপয় দস্যু কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ সম্পুট অপহৃত হইলে, শ্রীনিবাস অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন এবং সঙ্গীদ্বয়কে দেশে বিদায় করিয়া স্বয়ং গ্রন্থানুসন্ধানে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর বলেন :—

"কারে নাহি জানে তিহোঁ, তারে নাহি জানে।
বাউলের প্রায় কেহ করে অনুমানে॥
কভু ভিক্ষা মাগি খায় কভু জল পান।
কোথা রহেন, কোথা জান নাহি স্থানাস্থান॥"

এইরূপে গ্রন্থান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীনিবাস রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। "তখন রাজসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। পাঠক স্থানে স্থানে অর্থ সঙ্গতি করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া শ্রীনিবাস তাহা বলেন, তখন রাজা তাঁহাকেই পাঠ করিতে বলিলেন। কিছুকাল পর শ্রীনিবাস পাঠে বসিলেন, এবং দুই চারি শ্লোক পড়িতে না পড়িতেই কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাজা ও সভাসদ্গণ তাঁহার এইরূপ প্রেম ও পাণ্ডিত্য ও পাঠপ্রণালী দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন।"* তৎপর শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া তদীয় গ্রন্থরাশি প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং সগোষ্ঠী তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইনি "রেণেটী" সুরের কীর্ত্তন 'গানের' প্রবর্ত্তক। ইহার অসংখ্য শিষ্য মধ্যে ১২ জনই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীমতী জাহ্নবা দেবীর অনুরোধে শ্রীনিবাস ক্রমে দুই বিবাহ করেন। তাঁহার

---

* শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ৩৬৩ পৃঃ।

প্রথমা পত্নী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবী, দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়া। শ্রীনিবাসের ছয়টী সন্তান জন্মে, তিন পুত্র, তিন কন্যা। পুত্রদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর, মধ্যম রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ ঠাকুর। কন্যাদিগের নাম কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলতা, ও ফুলঝি ঠাকুরাণী। গতিগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ, তৎপুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের দুই স্ত্রী, তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে যাদবেন্দ্র ঠাকুর, দ্বিতীয় পক্ষে রাধামোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন, শ্যামমোহন ও মদনমোহন। ভুবনমোহন ঠাকুরের (পদকর্ত্তা ভুবনদাসের) বংশধরগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ মাণিক্যহার গ্রামে বাস করিতেছেন।

ষষ্ঠীবর—জনৈক কীর্ত্তনীয়া। ইহাঁর অপর নাম যষ্ঠীবর। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের শাখাভুক্ত।

সত্যরাজখান্—কুলীন গ্রামবাসী। কুলীন গ্রাম বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মেমারি ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী। ইহাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি গোস্বামীর ব্যবসায় করেন। ইনি চৈতন্যের শাখাভুক্ত।

সদাশিব—(১) সদাশিব কবিরাজ, নিত্যানন্দের শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা:—"সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥ আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। নিরন্তর বাল্যলীলা করে তাঁর সনে॥"
(২) সদাশিব পণ্ডিত, চৈতন্যের শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা:—
"সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ। প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥"

সনাতন মিশ্র—বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মতে ইনি নদীয়ার রাজপণ্ডিত ছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ইহাঁর চরিত্র এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা:—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান। দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
বৈষ্ণব পরম উদার বিষ্ণুভক্ত। অতিথিসেবন উপকারে অনুরক্ত॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহা বংশজাত। পদবী রাজ-পণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন। অনায়াসে অনেকের করেন পালন॥"

সনাতন গোস্বামী—শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর অগ্রজ। ইনিও আশৈশব কৃষ্ণভক্ত। বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রুত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইহাঁর বিষয়বুদ্ধিও প্রগাঢ় ছিল। এই জন্য গৌড়াধিপতি হুসেন সাহ ইহাঁকে সচিবপদে বরণ করেন। ইহাঁর উপাধি ছিল "দবির খাস।" বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ গোস্বামী ইহাঁর নিকট একটী সংস্কৃত শ্লোকাত্মক পত্র লিখিয়া

প্রেরণ করেন *। উহা প্রাপ্তিমাত্র মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে, সনাতন সম্মানিত পদ, বিপুল বিত্তৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশান ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথে নানা কষ্ট ও বিপদপাত সহ্য করিয়া অবশেষে হাজিপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়া, শ্রীকান্তপ্রদত্ত একখানি ভোট কম্বল গায় দিয়া দরবেশ বেশে কতক দিনে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সনাতনের মিলন হইল। সনাতন প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভোটকম্বল পরিত্যাগ ও কন্থা ডোর কৌপীন ধারণপূর্ব্বক কাঙ্গাল বেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। এই স্থলে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে রূপগোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদ্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনুমান ১৪১০ শকে ইহাঁর আবির্ভাব ও ১৪৮৬ শকে তিরোভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্ব সাকল্যে ৪৩ বৎসর বাস করেন। ইহাঁর প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই:—হরিভক্তি-বিলাস, ভাগবতামৃত, দশম টিপ্পনি, দশমচরিত, গীতাবলী, রসময়কলিকা, বৈষ্ণব-তোষিণী ও দিক্‌প্রদর্শনী টীকা।

সার্ব্বভৌম—বাসুদেবাচার্য্য, নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি নবদ্বীপে স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার সমাপ্ত করিয়া, বারাণসীধামে বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে মিথিলায় যাইয়া পক্ষধর মিশ্রের ন্যায়চতুষ্পাঠীতে পাঠ সমাপ্ত করেন। তদানিন্তনকালে মিথিলা ভিন্ন ন্যায়ের চতুষ্পাঠী অন্য কুত্রাপি ছিল না। কারণ মৈথিলিক পণ্ডিতেরা কোন ছাত্রকেই ন্যায়ের গ্রন্থ স্থানান্তর করিতে দিতেন না। বাসু-দেবের ইচ্ছা হইল, তিনি ন্যায়ের গ্রন্থসমূহ লিপি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন এবং নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল খুলিবেন। যেন ন্যায় পড়িবার জন্য অন্ততঃ বঙ্গদেশের ছাত্রগণকে আর মিথিলায় যাইতে না হয়। মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তিনি যাহাতে ন্যায় গ্রন্থ স্থানান্তর করিতে না পারেন তাহার উপায় অবলম্বন করিলেন। বাসুদেব তদ্বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ন্যায়

---

* যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদীত্যবধারয়॥

প্রখরা স্মৃতিশক্তি তদানীন্তন কালে আর কাহারও ছিল না। ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির অধিকাংশ, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মিথিলা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া প্রথম নৈয়ায়িক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাঁর স্থাপিত ন্যায়-বিদ্যালয়ে স্মৃতি, দর্শন, ন্যায়, বেদান্ত, শ্রুতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র অধীত হইত। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ছাত্র আসিয়া ইহাঁর নিকট অধ্যয়ন করিত। রঘুনাথ শিরোমণি ইহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম "সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি"। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি শেষকালে সপরিবার নীলাচলে যাইয়া বাস করেন এবং মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। উৎকলে যখন যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান হইত, সার্ব্বভৌমই তাহার নেতা, মীমাংসক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে বেদান্তের ভক্তিসূচক ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাঁর মন বৈষ্ণব ধর্ম্মে আসক্ত হয়; পরে মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর পরমভক্ত ও পরম ভাগবত হয়েন। সার্ব্বভৌমকৃত মহাপ্রভুর স্তবাবলী অতি সুন্দর, অতি প্রাঞ্জল, অথচ অতি গভীরার্থবিশিষ্ট। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে কিরূপে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা তদ্রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

"বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকপুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্ত মহং প্রপদ্যে॥"

[অস্যার্থ। সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা অনাদি পুরুষ ভগবান্ বৈরাগ্য বিদ্যা ও নিজভক্তি যোগ শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে শরীর ধারণ করিয়াছেন। সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমি শরণাগত হইলাম।]

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

[অস্যার্থ। যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত, এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ-কমলে আমার চিত্ত-ভ্রমর প্রগাঢ়-রূপে বিলীন হউক।]

সার্ব্বভৌমের একমাত্র পুত্র ও মুগ্ধবোধ ও কবিকল্পদ্রুমের টীকাপ্রণেতার নাম দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ।

সীতা—অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—"প্রেমরস স্বরূপ সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥" চৈ, চ।

পুনশ্চ তত্রৈব "সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ম্ম॥"

"সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটিল কদম্ব ফুল জাম্বিরের গাছে॥" বৈষ্ণববন্দনা।

সুধানিধি—ভবানন্দ রায়ের চতুর্থ পুত্র।

সুবুদ্ধি মিশ্র—মহাপ্রভুর শাখা। ইনি চৈতন্য-মঙ্গলপ্রণেতা জয়ানন্দের পিতা।

স্বরূপ দামোদর—ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, নিবাস নবদ্বীপ। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং দণ্ডীদিগের স্থানে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহা পণ্ডিত হয়েন। ইনি একদিকে প্রগাঢ় বৈদান্তিক, অপরদিকে মায়াবাদী দণ্ডী। কিন্তু মহাপ্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে নীলাচলে আকৃষ্ট হইয়া, কি বলিয়া তদীয় শ্রীচরণে আত্ম-বিক্রয় করেন, তাহা তদ্রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকেই প্রকাশ পাইবে :—

"হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
শাম্যচ্ছস্ত্রে বিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মাদয়া।
শাশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! ভবদয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

[অন্বয়ার্থ। হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! যে অনায়াসেই সমস্ত দুঃখ সংহার করে, যে অতি নির্ম্মল রসপ্রদ ও সমস্ত শাস্ত্রের বাদানুবাদ নিবর্ত্তিত করিয়া যে পরমানন্দ প্রদান করে এবং চিত্তে প্রেমোন্মাদ ও সর্ব্বজীবে অভিন্নভাব সমর্পণ করতঃ নিরন্তর ভক্তিসুখে নিমগ্ন করে, সেই বিশুদ্ধ মাধুর্য্য সহকারে তোমার পরিপূর্ণ করুণা আমার প্রতি বর্ষিত হউক।]

ইনি অত্যন্ত নির্ম্মল চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এমন কি প্রয়োজন হইলে প্রভুকে শাসনও করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা :—"দামোদর পণ্ডিত শাখা গাঢ় প্রেম চণ্ড। প্রভুর উপরে যেহোঁ করে বাক্যদণ্ড॥" নীলাচলে প্রভুর মর্ম্মভক্ত দুইজন ছিলেন। পুনশ্চ চরিতামৃতে যথা :—"সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন। পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥" স্বরূপ দামোদর ও

তদীয় ভ্রাতা শঙ্কর পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর কিরূপ স্নেহ ছিল, তাহা চরিতামৃতের এই শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে :—"সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে। শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে ॥"

হলায়ুধ—ইনি চতুঃষষ্টি মহান্তের অন্যতম। বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—"হলায়ুধ ঠাকুর বন্দ করিয়া আদর।"

হেমলতা—শ্রীনিবাসাচার্য্যের দুহিতা।

এই সংগ্রহে যে সকল পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে; তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে দিয়াছি। অবশিষ্ট কয়েক জনের বিস্তীর্ণ বা সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

আত্মারাম দাস।

ইনি নিত্যানন্দ ভক্ত। জাতিতে বৈদ্য, নিবাস শ্রীখণ্ডগ্রামে। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইঁহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী দাসী ছিল।

উদ্ধবদাস।

এক উদ্ধবদাস শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলীরচয়িতা উদ্ধবদাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত ও টেঞা বৈদ্যপুরনিবাসী। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইনি শকাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার এবং ইনি পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলিতা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন।

কবিকর্ণপুর বা পরমানন্দ সেন।

কুলীনগ্রাম নিবাসী শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র :—

"চৈতন্য দাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥" চৈ, চ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের সাত কি আট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামে কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া সম্ভবতঃ কবি কর্ণপুরের মাতুলালয়। পরমানন্দ সেনের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, তখন সস্ত্রীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং মহাপ্রভুকে পুত্রটি দেখান। শিশু শ্রীচৈতন্যের পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া আছে, খেলিতে খেলিতে মহাপ্রভুর সুন্দর পদাঙ্গুষ্ঠ স্বীয় আননে অর্পণ করিয়া লেহন করিতে

লাগিল। সেই চরণ-সরোজের মকরন্দের এমনই গুণ যে, সেই নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক বহির্গত হইল :—

"শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মাহেন্দ্রমণিদাম,
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি॥"

অন্বয়ার্থ। যিনি কর্ণের কুবলয়, চক্ষুর অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্রমণি, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিল ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই প্রবাদের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে। যথা :—

"আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তেহো করিল প্রকাশ॥
সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকৃত হন॥"

অথবা এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগেই বা প্রয়োজন কি? যে পদে পতিত-পাবনী সুরধনীর জন্ম, যে চরণস্পর্শে পাষাণী মানবী, যে পদস্থাপনে কাষ্ঠতরণী স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদাঙ্গুষ্ঠ লেহনে নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে সংস্কৃত শ্লোকস্ফুরণ আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি? বলিতে কি মহাপ্রভুর কৃপায় পরমানন্দ সেন আজন্ম কবি। "কবিকর্ণপুর" উপাধিটী মহাপ্রভুরই প্রদত্ত এবং মহাপ্রভুই তাঁহাকে "পুরীদাস" নামে অভিহিত করেন ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, চৈতন্যচরিতকাব্য, শ্রীচৈতন্য-শতক, স্তবাবলী, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, বৃহৎ বা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও অলঙ্কারকৌস্তুভ। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ও চৈতন্যচরিত-কাব্য ১৪৯৪ শকে রচিত। গণোদ্দেশদীপিকা ১৪৮৮ শকাব্দায় লিখিত অনেকে অনুমান করেন, এই গণোদ্দেশদীপিকাই কবিকর্ণপুরের শেষ রচিত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হয়; এই গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের বিবিধ গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, কবিকর্ণপুর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন।

বৈষ্ণবাচারদর্পণ গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপুর। কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখা শূর॥
বৃদ্ধ পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যার মুখে দিলা। পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা॥"

কবিকর্ণপুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

"একবার রথযাত্রার সময় শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তোমার একটী আশ্চর্য্য পুত্র জন্মিবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দ পুরী গোসাঞী রাখিবে। ইহার ছয় বৎসর পর শিবানন্দ সেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন চৈতন্য প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভুও ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র পিতৃমুখশ্রুত প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌরাঙ্গ প্রভু কে? আমাকে দেখাইয়া দিন্।' তাহাতে শিবানন্দ সেন যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহু।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥"

অস্যার্থ। বিদ্যুদ্দামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্র গতি, স্বর্ণ পরিঘ সম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ কিরণ কান্তিবাসা, ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন। তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

বিশ্বকোষকার আরো বলেন, "কিছুদিন পর মহাপ্রভু যখন শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়া দুই তিনটী ভক্তসহ যাইতেছেন, তখন শিবানন্দ সস্ত্রীক মহাপ্রভুকে বহু যত্নে বাসায় লইয়া গেলেন; তথা শিবানন্দ পুত্রকে প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। পরমানন্দদাসকে দেখিয়া প্রভু প্রীত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ অর্পণ করিতেছিলেন; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছানুসারে হউক, বা বালস্বভাব বশতঃই হউক, বালক মুখব্যাদান করিয়া প্রভুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্যে ধারণ করিলেন। এই বিষয়টী আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূর নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বৎস্যাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাণস্য সৎকাব্যতাম্।
দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুধৈর্হ্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া।"

অস্তার্থ। বৎস, তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সংস্কৃত কবিত্ব প্রাপ্ত হইলে। এই দেবদুর্লভ কবিত্ব ভক্তজন মধ্যে প্রচার করিও।” এই সময়েই প্রভু বলেন, “পরমানন্দ তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবি কর্ণপুর হইল।”

সংস্কৃত কাব্যে কর্ণপুরের অতি উচ্চ স্থান। বাঙ্গলা রচনায়ও অনেক পদকর্ত্তা অপেক্ষা তাঁহার আসন উচ্চতর।

কানুদাস বা কানুরাম দাস।

এই নামে বৈষ্ণব গ্রন্থে তিন মহাত্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শেষজনই পদকর্ত্তা ছিলেন।

(১) প্রভু নিত্যানন্দের একশাখা সদাশিব কবিরাজ; সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমদাস; এবং পুরুষোত্তমদাসের পুত্র কানুঠাকুর বা কানুদাস।

(২) কানুদাস বা কানু পণ্ডিত শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর আত্মজ। শ্রীমান গদাধর পণ্ডিতের অপ্রকটের একবৎসরান্তে তদীয় শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস যে এক বৃহৎ মহোৎসব দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য মোহান্তদিগের মধ্যে শ্রীকানুপণ্ডিত পদার্পণ করেন। যখন শ্রীপাট খেতুরীতে মহামেলা হয়, তখন কানুপণ্ডিত শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে নবদ্বীপ আসিয়া শ্রীমতী জাহ্নবাঠাকুরাণীর সহিত খেতুরীতে গমন করেন।

(৩) রসিকমঙ্গল গ্রন্থ মতে কানুদাস শ্যামানন্দ পুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। ইনি একজন নীলাচলবাসী কবি ছিলেন। দীনেশবাবু বলেন, “ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত।”

কৃষ্ণদাস।

এই নামে তিনজন পদকর্ত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ দীন কৃষ্ণদাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) দীন কৃষ্ণদাস—অম্বিকানগরে শ্রীকংসারি মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সুবলমঙ্গল গ্রন্থানুসারে তাঁহার ছয় পুত্র ছিল; যথাঃ—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য। এই সূর্য্যদাসই নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর এবং বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর পিতা ছিলেন। কৃষ্ণদাস

পদরচনা সময়ে "দীনকৃষ্ণদাস" বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। ইঁহার রচিত পদ সকল জ্যেষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমাসূচক। বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে এই পদ-কর্ত্তার নামের উল্লেখ আছে, যথা :—"গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।"

(২) দুঃখী কৃষ্ণদাস—ইঁহার নামান্তর শ্যামদাস বা শ্যামানন্দপুরী। উৎকল দেশে দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুরে সদ্গোপকুল শ্রেষ্ঠ, সুচরিত্র, কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম দুরিকা। রসিকমঙ্গল গ্রন্থ মতে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের বাস পূর্ব্বে গৌড়ে ছিল, পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডেশ্বর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতির চরিত্র সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "গোপবংশে জন্ম হইলেও ব্রাহ্মণযোগ্য সদাচার ও পবিত্রতা তাঁহাদিগের দেহের ভূষণস্বরূপ ছিল। তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা, অমায়িকতা ও তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্য প্রতিবাসিবর্গের শিক্ষার জন্য এক উচ্চ আদর্শ ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভদ্র অভদ্র, ধনী দরিদ্র, সকলের নিকট সমভাবে আদরণীয় ছিলেন।" শ্যামানন্দের পূর্ব্বে এই নিরীহ দম্পতির অনেকগুলি সন্তান সন্ততি নষ্ট হয়। পরে ১৪৫৬ শকাব্দের চৈত্র-পূর্ণিমা তিথিতে শ্যামানন্দের জন্ম হয়। স্ত্রী সমাজে বিশ্বাস যে পিতামাতার "মরঞ্চা দোষ" হয়, তাঁহাদের পুত্র কন্যার নাম তাচ্ছল্যসূচক রাখিতে হয়, যথা "দুঃখী", "আপুর্ব্বী", "ফেলানী বা ফেলু" ইত্যাদি। শ্যামানন্দ মাতাপিতার মৃতাবশিষ্ট পুত্র বলিয়া, তাহার নাম "দুঃখী" রাখা হইল। ভক্তিরত্নাকরে যথা :—"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার। এখন "দুখীয়া" নাম রহুক ইহার॥ মাতাপিতা দুঃখ সহ পালন করিল। এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হইল॥" কোন কোন পদের ভণিতায় ইনি আপনাকে "দুঃখিনী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্যামানন্দ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। কিন্তু এই সময়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ জন্য তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রথমেই অম্বিকানগরে আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের স্থাপিত গৌর নিতাই মূর্ত্তিদর্শনে প্রেমে বিগলিত হইলেন; এবং বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। নবদ্বীপাদি প্রভুর লীলাস্থান গুলি দর্শন করিবার পর ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগের তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। আমরা রসিকমঙ্গল গ্রন্থ হইতে শ্যামানন্দের তীর্থ পর্য্যটন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"বক্রেশ্বর বৈদ্যনাথ প্রথমে চলিলা। গয়া কাশী শিবস্থান সহরেতে গেলা॥"

মহাপ্রয়াগ গঙ্গা দক্ষিণে বাহিনী। ত্বরিতে মথুরা গিয়া উত্তরে আপনি॥
হস্তিনা পাণ্ডবপুরী দেখি হরষিতে। দ্বারকা মিলিয়া প্রভু বড়ই ত্বরিতে॥

* * * * * *

তবে সিন্ধুপুরে কপিলের স্থানে গেলা। মৎস্য তীর্থে শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী আইলা
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক বিন্দুসরোবর। প্রভাস দর্শনে প্রভু চলেন সত্বর॥
ত্রিতকুপায়ন তীর্থ বিশালা আইলা। ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা গেলা॥
প্রাচী সরস্বতী নৈমিষারণ্য দেখিয়া। অযোধ্যানগরে প্রভু উত্তরে আসিয়া॥
গুহক চণ্ডাল রাজ্য সরযূ কৌশিকী। পৌলস্ত্য আশ্রমে গেলা গোমতী গণ্ডকী॥
ষোড়শ তীর্থেতে স্নান মহেন্দ্র পর্ব্বতে। গঙ্গাজন্ম হরিদ্বারে আইলা ত্বরিতে॥
বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ। আনন্দে দেখেন প্রভু ব্যাসের আশ্রম॥
তথা হৈতে কতদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে। পদ্মা ভাগীরথী প্রভু আইলা ত্বরিতে॥
পরেতে আইলা প্রভু সপ্ত গোদাবরী। ধেনু তীর্থে, শ্রীপর্ব্বতে, দ্রাবিড় নগরী॥
বেঙ্কটাদি নামে গেলা কামকোষ্ঠীপুরী। কাঞ্চি হরিদ্বারায় দক্ষিণে মধুপুরী॥
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরিলা। মলয় পর্ব্বত অগস্ত্যের যজ্ঞশালা॥
বৈদ্যের ভবনে গেলা কলিঙ্গানগরে। দক্ষিণ সাগরে গেলা শ্রীঅনন্তপুরে॥
ভ্রমি ভ্রমি পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে। মনের আনন্দে প্রভু করেন বিহারে॥
গোকর্ণাখ্য, কুলালক, ত্রিগর্ত্তক নাম। দুর্ব্বেশনঃ আর্য্যা, নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণীধাম॥
রেবা, মাহিষ্মতীপুরী, মল্লতীর্থ গেলা। সূর্পারক, প্রতিচিরি, সেতুবন্ধ গেলা॥

* * * * * *

অবন্তি জীয়ড় নরসিংহ গোদাবরী। দেবীপুর ত্রিমল্ল কূর্ম্মনাথের পুরী॥
মনের আনন্দে প্রভু গেলা নীলাচলে। উত্তরিলা গিয়া পুরুষোত্তম নগরে॥
কতদিন রহি গঙ্গাসাগরেতে গেলা। তথা হৈতে আসি জন্ম স্থান পরশিলা॥
তবে প্রভু গেলা পুনর্ব্বার মথুরায়। রহিলা অনেক দিন আপন লীলায়॥"

তৎপর দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যাইয়া বিশ্রাম ঘাট, ধীর সমীর, বংশীবট, চিরঘাট, আমলীতলা, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি সমস্ত লীলাস্থল দর্শন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম সমভিব্যাহারে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মহা পণ্ডিত হইলেন। এদিকে সাধনারাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সিদ্ধ হইলেন। শ্যামানন্দপ্রকাশ ও অভিরাম-লীলামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, দুঃখী কৃষ্ণদাস একদিন শ্রীরাসমণ্ডল পরিষ্কার করিবার সময়ে শ্রীরাধিকার একগাছি নূপুর প্রাপ্ত হয়েন; শ্রীরাধা স-

ললিতা দ্বারা ঐ নূপুর গাছি পুনঃ গ্রহণ করেন ; ললিতা নূপুরগাছি লইয়া যাইবার সময় উহা কৃষ্ণদাসের ললাট স্পর্শ করান ; ঐ নূপুর-চিহ্ন তিলকরূপে চিরকাল কৃষ্ণদাসের ললাটে বিরাজ করে। শ্রীজীব গোস্বামী সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক কৃষ্ণদাসের মহিমায় চমৎকৃত হইলেন এবং তদবধি তাঁহার নাম শ্যামানন্দ রাখিলেন। যথা প্রেমবিলাসে ঃ—

"সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ। আজ হৈতে তোমার নাম হৈল শ্যামানন্দ॥"

শ্যামানন্দপ্রকাশ বলেন ঃ—

"শ্রীজীব ললিতা কৃপা গুপতে করিলা। গুরুকৃপা শ্যামানন্দ নাম প্রকাশিলা॥"

শ্যামানন্দপ্রকাশমতে তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্যামানন্দ নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—"শ্রীরাধার একটী নাম শ্যামা। নূপুরপ্রদানে শ্যামার আনন্দ বিধান করিয়াছেন; অথবা শ্যামাই যাঁহার আনন্দেহেতু।"

শ্রীজীব গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে শ্যামানন্দ গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। শেষ জীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থিতি করিয়া তৎপ্রদেশস্থ লোকদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নরোত্তমবিলাসে যথাঃ—

"উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা সবার করিলা নিস্তার॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহু শিষ্য কৈলা।
তা সবার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা॥"

শ্যামানন্দের অসংখ্য শিষ্য মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। শ্যামানন্দ শ্রীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম অদ্বৈততত্ত্ব, উপাসনাসারসংগ্রহ ও বৃন্দাবনপরিক্রম।

(৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—ভক্তদিগ্‌দর্শনীর তালিকা অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ এবং ১৫০৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে লীলা সম্বরণ করেন। ইনি অম্বষ্ঠ-কুলজাত, পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। নিবাস নৈহাটীর সন্নিকট ঝামটপুর গ্রামে ছিল। ইনি শ্রীমৎ নিত্যানন্দপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং রঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণ ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্যামদাস নামে ইঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভগীরথ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কবিরাজি করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যখন কৃষ্ণদাসের বয়ঃক্রম ৬ বৎসর ও শ্যামদাসের ৪ বৎসর, তখন ভগীরথের মৃত্যু

হয়। ইহার অনতিবিলম্বে সুনন্দাও পরলোক গমন করেন। ঝামটপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ভগীরথের এক অপুত্রা বিধবা সহোদরা ছিলেন; তাঁহার মৃত পতির কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে অনায়াসে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই মহিলা মাতৃ-পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে নিকটে লইয়া গিয়া পালন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসের ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তদীয় পিতৃষসার মৃত্যু হইলে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিলেন। পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেই সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বন করিবেন মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির হইল। বাল্যে কৃষ্ণদাস গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ কেতাবতি বাঙ্গলা মাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃষসার মৃত্যুর পর ভ্রাতার প্রতি সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া প্রায় বিংশতি বৎসর সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। ইহার প্রণীত "চৈতন্যচরিতামৃত" "গোবিন্দলীলামৃত" "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা" "স্বরূপবর্ণন" "বৃন্দাবনধ্যান" ও ছয় গোস্বামীর সংস্কৃত "সূচক" পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদিতে ইহার কিরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। কাহার কাহার মতে কৃষ্ণদাসের রচিত আরো পাঁচখানি গ্রন্থ ছিল; যথা, চৌষট্টি দণ্ডনির্ণয়, প্রেমরত্নাবলী, বৈষ্ণবাষ্টক, রাগমালা, ও রাগময় করণ*। শেষখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণদাসের নামে অনেক ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার একখানিও ইহার রচিত নহে, কেননা সহজিয়াদের ধর্ম্মের নামে কুকর্ম্ম কৃষ্ণদাসের ন্যায় ধার্ম্মিকের দ্বারা কীর্ত্তিত হইতে পারে না। **

প্রবাদ আছে, নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণদাসের মনোগত ভাব জানিতে পাইয়া, স্বয়ং ঝামটপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদাসকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় ভৃত্য মীনকেতন রামদাসকে দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। এই প্রবাদটী তত্ত্বনিধি মহাশয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কৃষ্ণদাস নিঃসম্বলে কেবল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নানাদেশ পর্য্যটন ও নানাতীর্থ দর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীমৎ রূপগোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গোস্বামীদিগের উৎসাহে কৃষ্ণদাস প্রথমে "গোবিন্দলীলামৃত" তৎপর "কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা" লিখেন। উভয়া

---

* দীনেশ বাবুর পুস্তকে কি ইহাকেই "রাগময়ী-কণা" বলিয়াছেন ?

** ইহার রচিত আরো কয়েকখানি গ্রন্থ—পাষণ্ডদলন, বৃন্দাবনপরিক্রম, রাগরত্নাবলী, শ্যামানন্দপ্রকাশ, সারসংগ্রহ।

গ্রন্থপাঠে স্বামিপাদগণ পরম পরিতোষ লাভ করেন। পরে গোস্বামীদিগের অনুমতিক্রমে তিনি "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হয়। এই সময়ে কৃষ্ণদাসের শারীরিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকর্ত্তাই লিখিয়াছেন। যথাঃ—

"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি॥"

যাহা হউক ১৫০৪ শকে বৃদ্ধ কবিরাজ জরা ও ব্যাধির করকবল হইতে পরিত্রাণ পান। ঐ শকে ভক্তিগ্রন্থ সকল (তন্মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল) লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌড়ে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক গ্রন্থনিচয় অপহৃত হওয়াতে, শ্রীজীবের নিকট আচার্য্যরত্ন সংবাদ প্রেরণ করেন। এই তত্ত্বশ্রবণে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণ পরম দুঃখিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস এতই শোকাকুলিত হয়েন, যে শোকাবেগে রাধাকুণ্ডনীরে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

অনেকে পুত্রশোকেও প্রাণ পরিত্যাগ করে না; কিন্তু গৌড়মণ্ডল বৈষ্ণবগ্রন্থ-রসাস্বাদে বঞ্চিত হইল, এই খেদে কৃষ্ণদাস তনুত্যাগ করিলেন। একি সামান্য সদেশহিতৈষিতা! সামান্য লোকপ্রিয়তা। সামান্য পরহিতেচ্ছা!! কবিরাজ গোস্বামী অতি বৃদ্ধবয়সে মরিয়াছিলেন; কিন্তু যদি অপেক্ষাকৃত যৌবন সময়েও প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহাতেও আক্ষেপের কারণ ছিল না। কেননা, কবিরাজ গোস্বামী মরিয়াও এই মর জগতে অমর। যে পর্য্যন্ত জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম থাকিবে; যে পর্য্যন্ত জগতে মহাগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত জগতে ভক্ত ও পণ্ডিতের আদর থাকিবে; ততদিন কৃষ্ণদাস অমর। "সরকার ঠাকুর" বলিতে যেমন শ্রীখণ্ডের নরহরিকে বুঝায়; "আচার্য্যরত্ন" বলিতে যেমন শ্রীনিবাসাচার্য্যকে বুঝায়; "ঠাকুর মহাশয়" বলিলে যেমন নরোত্তম দাসকে বুঝায়; "কবিরাজ গোস্বামী" বলিলে তদ্রূপ একমাত্র কৃষ্ণদাসকেই বুঝায়। ইনি বৈষ্ণব-কবি-কুলের "রাজা"ই বটেন! আবার "কবিরাজ" অর্থে যদি চিকিৎসক বল, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, ইনি একজন অসাধারণ কবিরাজ (বৈদ্য)। কারণ, ভবরোগে চৈতন্যচরিতামৃতের মত বীর্য্যবান্ ঔষধ আর কি আছে? চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থে একটী সুন্দর প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এই, যখন শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত ভক্তিগ্রন্থনিচয় প্রেরণ

করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামী গ্রন্থের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি সকল গ্রন্থের উপর রহিয়াছে, যদিও শ্রীজীব ইহা অনেক গ্রন্থের নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীজীব যেন ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের অনেক ভাটিতে যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থ ডুবিল না, ভাসিতে ভাসিতে উজান বাহিয়া মদন-গোপালের ঘাটে আসিয়া লাগিল। ইহাতে শ্রীজীব বৈষ্ণব-জগতে দেখাইলেন উক্ত গ্রন্থ মদনগোপালের প্রিয় সামগ্রী ও অমর। এই প্রবাদ সত্য হউক আর না হউক, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় যে সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশ্বকোষ-সম্পাদক বলেন "কৃষ্ণদাসের স্বহস্তলিখিত চরিতামৃত অদ্যাবধি রাধা দামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া আসিতেছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝামটপুরগ্রাম কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান। অদ্যাপি এখানে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিসেবা, কবিরাজ গোস্বামীর খড়ম এবং ভজন স্থান আছে। ১৮২০ শকাব্দে বিপিন দাস মহান্ত ঝামটপুরের সেবাধিকারী ছিলেন। এই মহান্ত মহাশয়ের মুখে শুনা গিয়াছে, কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত একখানি চরিতামৃত ঝামটপুরে আছে।*

---

* চৈতন্যচরিতামৃত একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ বটে, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ইহাতে কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইহাতে উদ্ধৃত গ্রন্থতালিকা দৃষ্টে পাঠক বুঝিবেন। তালিকাটী ১৩০৩ সালের অনুসন্ধানে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম।

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা (২) অমরকোষ (৩) আদিপুরাণ (৪) উত্তর চরিত (৫) উজ্জ্বলনীলমণি (৬) একাদশীতত্ত্ব (৭) কাব্যপ্রকাশ (৮) কৃষ্ণকর্ণামৃত (৯) কৃষ্ণসন্দর্ভ (১০) কূর্ম্মপুরাণ (১১) ক্রমসন্দর্ভ (১২) গরুড়পুরাণ (১৩) গীতগোবিন্দ (১৪) গোবিন্দলীলামৃত (১৫) গৌতমীয় তন্ত্র (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক (১৮) দানকেলিকৌমুদী (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২০) নাটকচন্দ্রিকা (২১) নৃসিংহ পুরাণ (২২) পদ্যাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্মপুরাণ (২৫) পাণিনিসূত্র (২৬) বরাহপুরাণ (২৭) বিষ্ণুপুরাণ (২৮) বিদগ্ধমাধব (২৯) বিশ্বপ্রকাশ (৩০) বীরচরিত (৩১) বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র (৩২) বৃহন্নারদীয় পুরাণ (৩৩) ব্রহ্মসংহিতা (৩৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (৩৫) বৈষ্ণবতোষিণী (৩৬) বেদান্ত দর্শন (৩৭) ভগবদ্গীতা (৩৮) ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ (৪০) ভক্তিলহরী (৪১) ভাবার্থদীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবত পুরাণ (৪৪) ভাগবতসন্দর্ভ (৪৫) মলমাসতত্ত্ব (৪৬) মহাভারত (৪৭) মনুসংহিতা (৪৮) যামুনাচার্য্যকৃতালকমন্দার স্তোত্র (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুবংশ (৫১) রূপ গোস্বামীর কড়চা (৫২) লঘু ভাগবতামৃত (৫৩) ললিতমাধব (৫৪) স্তবমালা ৫৫) শাস্বততন্ত্র (৫৬) স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা (৫৭) সাহিত্যদর্পণ (৫৮) সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (৫৯) হরিভক্তি বিলাস (৬০) হরিভক্তিসুধোদয়।

দৈন্য ভগবদ্ভক্তের প্রধান লক্ষণ, এই জন্য গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই আপনাকে "দাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে যে ১৩ জন গোবিন্দের নামোল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে পাঁচ-জনকে পদকর্ত্তা বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু "গোবিন্দ দাস" ভণিতাযুক্ত কোন্ পদটী যে কাহার, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, আমরা এস্থলে গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ কবিরাজ ও গোবিন্দ ঘোষের পরিচয় সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, পাঠকদিগের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলাম।

(১) গতিগোবিন্দ—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বিরচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থে গতি-গোবিন্দের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। যথা :—

"আচার্য্যের তিন পুত্র কন্যা তিনজন।
জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন, মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ সর্ব্বগুণে বর্য্য॥"

এই গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ কবিরাজের সমকালবর্ত্তী, কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। একটী পদের ভণিতায় আপনাকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা :—"মনের আনন্দে শ্রীনিবাস সুত, গতিগোবিন্দ ভোর রে॥" গতিগোবিন্দের পুত্রের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ আচার্য্য; ইঁহারা পৈত্রিক নিবাস যাজীগ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণপ্রসাদের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর টেঞার এক ক্রোশ পশ্চিমস্থিত মালিহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম "বীররত্নাবলী"।

(২) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি বোরাকুলী গ্রামবাসী। পূর্ব্ববাস মহুলাগ্রামে ছিল। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও ভক্ত। ভক্তিরত্নাকরে যথা :—

"আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী। গীতবাদ্যবিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমূর্ত্তি॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত চর্চ্চার ভাব ও প্রাবল্য দর্শনে, সকলে তাঁহাকে ভাবক চক্রবর্ত্তী নামে ডাকিতেন।" ইঁহার কৃত পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, বাছিয়া বাহির করিবার যো নাই। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা ৯ম পল্লবে "শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ" বর্ণনের একটী সুদীর্ঘ পদ আছে। বৈষ্ণবদাস তৎসম্বন্ধে বলেন "অথ চাতুর্ম্মাস্য বিদ্যাপতিঠকুরস্য বর্ণনং ততো অষ্টমাস গোবিন্দ কবিরাজ ঠকুরস্য,

ধ্যে প্রথম চারিটী বিদ্যাপতিকৃত, তৎপরবর্ত্তী দুইটী পদ গোবিন্দ কবিরাজ বিরচিত এবং শেষ ছয়টী পদের রচয়িতা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, "এই বারমাস্যার পদগুলি বিদ্যাপতির ছিল; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর তাহা পূর্ণ করেন এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়াতে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কর্ত্তৃক ছয়টী পদরচিত হয়।"

(৩) গোবিন্দ কবিরাজ—ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, সারাবলী, কর্ণানন্দরস, মুক্তাচরিত, অনুরাগবল্লী, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত গ্রন্থে ইঁহার কোন না কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমরা দুই তিন খানির বিশেষ সাহায্য লইব। ভক্তমাল মতে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ, রামচন্দ্র কবিরাজ কনিষ্ঠ এবং ইঁহারা বুধরী গ্রামবাসী। উক্ত গ্রন্থ মতে ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই প্রথমে শাক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের বিবাহান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথে শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত দেখা হয়। রামচন্দ্র অতি রূপবান্ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছিলেন, "এমন সুন্দর পুরুষ যদি কৃষ্ণভজন করেন, তবে রূপ সফল হয়।" পরদিন রামচন্দ্র আচার্য্যের নিকট গমন করেন এবং আচার্য্য কর্ত্তৃক দীক্ষিত হয়েন। গোবিন্দের বয়ঃক্রম যখন ৪০ বৎসর, তখন ভয়ানক গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। কোনও চিকিৎসাতে কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না; গোবিন্দ জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। সংসারে গোবিন্দের একমাত্র পরম সুহৃদ রামচন্দ্র কবিরাজ। তিনি তখন গুরুপাট যাজীগ্রামে ছিলেন। একদা গোবিন্দ মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়া, স্বীয় পরমারাধ্যা দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিলেন; তখন দেবী তাঁহাকে আকাশবাণীতে কহিলেন, "বিপত্তে শ্রীমধুসূদন নামই সার। অতএব সেই বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীগোবিন্দের নাম স্মরণ কর, তিনি তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।" এই প্রবাদটীর তিনখানি গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। যথা :—

"হেনকালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥"

ভক্তিরত্নাকর।

"গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥"

প্রেমবিলাস।

"আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার। গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার॥"

ভক্তমাল।

আকাশবাণী শ্রবণ মাত্র, গোবিন্দ পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিলেন, "আপনি অনুনয় বিনয় করিয়া আচার্য্যপ্রভুকে বুধরী গ্রামে লইয়া আসিবেন। আমি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত। আচার্য্যপ্রভুর দ্বারা আমাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া উদ্ধার করাইবেন।" পত্র পাইয়া রামচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইলেন। বিষাদ ভ্রাতার পীড়ার জন্য; হর্ষ তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে মতি হইবার জন্য। রামচন্দ্র আচার্য্যপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন :—

"প্রভু তুমি আমাদের কুলের দেবতা। তোমা বিনা কেহ নাই মোসবার ত্রাতা॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল। কাতর হইয়া মোরে পত্র পাঠাইল॥"

ভক্তমাল।

দয়ার্দ্রহৃদয় আচার্য্যরত্ন সশিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত যাজীগ্রাম হইতে বুধরী গমনপূর্ব্বক গোবিন্দকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহামন্ত্র গ্রহণের পরেই গোবিন্দ রোগমুক্ত হইলেন।

উপরি উদ্ধৃত ভক্তমালের পয়ার হইতে জানা গেল, গোবিন্দ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে গোবিন্দকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। প্রেমবিলাসে যথা :—

"রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম। কেবল লালসা প্রভুর চরণ দর্শন॥
তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয় শ্রীগোবিন্দ। একোদরে দুই ভাই পরম স্বচ্ছন্দ॥"

নাভাজীকৃত মূল ভক্তমালে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে কি না আমরা বলিতে পারি না। বাঙ্গলা ভক্তমাল কৃষ্ণদাস বাবাজীকৃত; তিনি অনেক পরের লোক; সুতরাং তাঁহারই ভ্রম হইবার অধিক সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে প্রেমবিলাসরচয়িতা গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসাময়িক লোক; সুতরাং তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিলেও তিনি প্রেমবিলাসের সকল কথা প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না। কারণ তিনি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক কবি। তিনিও যখন গোবিন্দকে কনিষ্ঠ বলেন, তখন গোবিন্দের বয়োকনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ নাই। প্রেমবিলাসের [illegible] আর একটী কথা পাইতেছি। অর্থাৎ "রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তিলিয়া

বুধরী-নিবাসী চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং উক্ত বুধরী গ্রামে দুই সহোদরের জন্ম হয়।”

চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীখণ্ডবাসী এক চিরঞ্জীব সেনের উল্লেখ আছে ; যথা :—

মুকুন্দদাস, নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥”

এই চিরঞ্জীব সেন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত। ভক্তিরত্নাকর-মতে প্রেমবিলাসোল্লেখিত চিরঞ্জীব সেনের ন্যায় ইনিও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং কণ্টক-নগরের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীতীরস্থিত কুমার-নগর ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সহিত নীলাচলে গমনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেন। ইঁহারও রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ নামে দুই পুত্র ছিল। ভক্তি-রত্নাকরপ্রণেতা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী আরো বলেন, রামচন্দ্রের মন্ত্রগ্রহণের কিছুকাল পরে, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গদাধর দাস প্রভৃতির অপ্রকট বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বিবাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রস্থান করেন। ইহার এক মাস পর খণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী আচার্য্যরত্নকে গৌড়ে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। বৃন্দাবন যাইবার সময় রামচন্দ্র গোবিন্দকে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক “গঙ্গাপদ্মাবতী মধ্যস্থান পুণ্যক্ষেত্র তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ করেন।” তদনুসারে গোবিন্দ অনতিকাল বিলম্বে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বুধরীগ্রামে যাইয়া বাস করেন।

প্রেমবিলাসরচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ দাস স্বয়ং শ্রীখণ্ডবাসী এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় যে, ইনি অনেক সময়ে শ্রীনরহরি সরকারের দক্ষিণ পার্শ্বে চিরঞ্জীব সেনকে ও বামভাগে সুলোচন দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে এই চিরঞ্জীবের পুত্র, তাহা গ্রন্থের কুত্রাপিও উল্লেখ করেন নাই, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও বুধরীবাসী চিরঞ্জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহারা আরো অনুমান করেন যে, পরম বৈষ্ণব চিরঞ্জীব সেনের পুত্রদ্বয় মহাশাক্ত ছিলেন, এ কথা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল যুক্তি যে খুব সারবান, তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস হয় যে, দুই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। তাহা না হইলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জীবনবৃত্তান্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক [illegible] ঐক্য থাকিতে পারে না। গোল বড় বিষম, কিন্তু আমরা অনুমিতি [illegible] উপর নির্ভর করিয়া গোল মিটাইবার [illegible] চেষ্টা করিলাম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলি, যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে মূল বৃত্তান্তের যখন সম্যক্ মিল, তখন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনই ইঁহাদিগের পিতা এবং প্রেমবিলাসোক্ত চিরঞ্জীব আর ইনি অভিন্ন ব্যক্তি। আমরা আরো অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমারনগর মাতামহালয়েই হইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ যে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বলিয়াছিলেন, "তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়" বোধ হয় তাহার অর্থ এই যে, "আমি বুধরী গ্রামবাসী"। হয়ত শ্বশুর দামোদর সেনের সহিত কোন বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াতে চিরঞ্জীব সেন শ্বশুরালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শিশুপুত্রদ্বয় লইয়া কিছুদিন বুধরী গ্রামে-বাস করিয়া থাকিবেন এবং বুধরী থাকিতে থাকিতেই রামচন্দ্র ও গোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন; তখন হয়ত চিরঞ্জীব সেন ইহলোকে নাই। হয়ত মাতামহের পরলোকগমনের পর সহোদরদ্বয় মাতামহ বিত্ত পাইয়া পুনরায় কুমারনগরে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার কুমারনগর বসবাস করিবার অল্পকাল পরেই হয়ত রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। তখন কুমারনগরে "বাসের সঙ্গতি ভাল নয়", এবং তাহা "উৎপাতপূর্ণ", সুতরাং "সদা মনে অতিশয় আশঙ্কা" উপস্থিত হওয়াতে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-বাস বুধরীতে যাইয়া বাস করিবার জন্য রামচন্দ্র গোবিন্দকে উপদেশ প্রদান করিয়া যান। আমাদিগের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাঁড়াইল।—

(১) চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্ববাস শ্রীখণ্ডগ্রামে; শ্বশুরালয় কুমারনগরে।

(২) চিরঞ্জীব কুমারনগরবাসী দামোদর সেনের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই কিছুদিন বাস করেন। এইস্থলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে চিরঞ্জীব দুই পুত্র লইয়া তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই বুধরীগ্রামে চিরঞ্জীবের মৃত্যু হয়।

(৪) ভ্রাতৃদ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর, বুধরী হইতে পুনর্ব্বার কুমারনগরে যাইয়া বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় পূর্ব্ববাস বুধরীতে যাইয়া বাস করেন এবং সেইস্থলেই গোবিন্দের জীবনাবসান হয়।

আমরা বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপরে যে সকল অনুমিতি বা যুক্তির আশ্রয় লইয়াছি, তাহা যে সত্য, নির্দ্দোষ ও অভ্রান্ত, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করি না। এবং আশা করি অতঃপর কোন তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তত্ত্বের নির্ভুল মীমাংসা করিবেন।

রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে প্রথম ভ্রাতা বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ও দ্বিতীয় ভ্রাতা চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, একথা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিনা। শ্রীনিবাসাচার্য্যের একটী কথায় রামচন্দ্রের মন এমন ফিরিয়া গেল যে, তিনি সেইজন্য শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইলেন; আমাদের এরূপ বিশ্বাস হয় না। বরং আমাদের বিশ্বাস যে তিনি বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না, শাস্ত্রপাঠে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এমন সময়ে আচার্য্যরত্নের কথায় ও তাঁহার মহিমা জানিতে পারিয়া তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোবিন্দের ধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা অযৌক্তিক নহে! তিনি বলেন, "গোবিন্দ বাল্যাবধি শক্তি-উপাসক ছিলেন। পিতা চিরঞ্জীব গৌরভক্ত হইলেও, গোবিন্দ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বীয় মাতামহ দামোদর পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন। এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন।" আমাদিগের তথাপি বিশ্বাস, যে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রারম্ভ হইতেই পিতৃধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তবে গোবিন্দের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের যে আখ্যায়িকা দুই তিনখানি গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত প্রকটন করিতেছি, তখন শাক্ত বৈষ্ণবে ঘোর দ্বন্দ্ব। উভয়ে উভয়কে জব্দ করিবার জন্য স্বমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেন। গোবিন্দের জীবনীতে যেরূপ বিবরণ দেখিতেছি, প্রায় তৎসদৃশ বিবরণ চণ্ডীদাসের জীবনেও দৃষ্ট হয়। এই সকল আখ্যায়িকার সহিত সত্যের সংস্রব কতটুক আছে, আমরা তাহা স্থির করিতে অশক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা যে কেবল বিশ্বাস করি এরূপ নহে, উহা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাই বলিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বঘটিত কোনপ্রকার গোঁড়ামিতে আমরা যোগ দিতে পারি না।

গোবিন্দের মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেনকে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী মহাকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

"দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥"

গোবিন্দদাস স্বপ্রণীত সঙ্গীতমাধব নাটকেও মাতামহের কবিত্ব শক্তির বিশেষ [illegible] করিয়াছেন। যথা :—

"পাতালে বাসুকী বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা, খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই যে আচার্য্যপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্র, গোবিন্দদাসের বদন-সরোরুহ হইতে নিম্নলিখিত অমৃতধারা নিঃস্যন্দিত হইয়াছিল:—

"ভজহুঁরে মন, নন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে"। ইত্যাদি।

এই কবিতা শ্রবণমাত্র আচার্য্যপ্রভু গোবিন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনের সঙ্গে তাঁহাতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক কহিলেন ঃ—

"গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।
নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুণ চয়॥
স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে রচিলা॥"

শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে গোবিন্দদাস নির্য্যাসতন্ত্রমতে সাধন করিতে ও রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্য্যাসতন্ত্র একখানি কুলার্ণব গ্রন্থ; ইহাতে গোপী ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বিধি আছে। এই ভজনের বলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দ সর্ব্বদা স্ব স্ব হৃদয়ে নিকুঞ্জলীলা সন্দর্শনপূর্ব্বক, তাহা কবিতায় বর্ণন করিতেন। কিছুদিন পর আচার্য্য প্রভু গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবিন্দকে বিদ্যাপতির একটী অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দদাস সে পদ এমন সুন্দর করিয়া পূরণ করেন, যে আচার্য্যপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দ সংস্কৃতে "সঙ্গীতমাধব নাটক", রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অষ্টকালীয় একান্নপদ ও গৌরলীলাত্মক বহু বাঙ্গলাপদ রচনা করেন। সংস্কৃত পদও কয়েকটী দৃষ্ট হয়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত (রাজোপাধিধারী) গোবিন্দদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহারই অনুরোধে "সঙ্গীতমাধব নাটক" রচনা করেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। "পদকল্পতরু ও পদকর্ত্তৃ-মহাজনগণ" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশক্রমে তিনি বিদ্যাপতির কোন কোন অসম্পূর্ণ পদ পূর্ণাঙ্গ করেন। বিদ্যাপতির 'প্রেম কি অঙ্কুর' পদ এইরূপেই

হয়। এইরূপ পদের টীকাস্থলে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে লিখিয়াছেন, যথা :—'বিদ্যাপতিকৃত ত্রিচরণগীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণকৃতং।' 'বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ এই যুক্ত নামের ভণিতাসমন্বিত পদগুলি গোবিন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত বা পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত গোবিন্দদাসের অপর অনেক পদেও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা :—"গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥" এই রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইহার বন্ধু ছিলেন বলিয়া পদের শেষে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোবিন্দের কোন পদে এইরূপ আছে যথা :—

'রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ, গোবিন্দদাস পরমান।'

এস্থলে তিনি পক্কপল্লীর কবি-নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন মাত্র।"

ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাসের "কবিরাজ" উপাধি প্রদানের দুইটী স্বতন্ত্র উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের উপাখ্যান হইতে তাহার প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

প্রথম উপাখ্যান। শ্রীনিবাসাচার্য্য কিছুদিন গোবিন্দের গৃহে অবস্থিতি করিয়া তদীয় কবিত্বশক্তির নব নব উন্মেষাবলোকনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহাকে মহাপ্রভুর লীলাময় পদ রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতন্য-লীলা-গীতামৃত বিতরণে স্বীয় ইষ্টদেবকে পরিতুষ্ট করিতেন। তাহাতে আচার্য্যরত্ন প্রীত হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান। গোবিন্দদাস জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন; তথায় পরমেশ্বরী দাস গোবিন্দকে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। গোস্বামী পাদগণ গোবিন্দদাসবিরচিত "সঙ্গীতমাধব" নাটক শ্রবণ ও তদীয় অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। গোস্বামী প্রভুগণ মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

গোবিন্দ কবিরাজের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর এতই স্নেহ হইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ব্রজধামবাসী মহান্তগণের সংবাদসম্বলিত পত্র গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিতেন। উহার কোন কোন পত্রে গোবিন্দকে তাঁহার [illegible]

পদ প্রেরণ করিতে লিখিতেন। গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে যে, খেতুরীর মহোৎসবে একদা প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোকুলদাস কীর্ত্তনিয়ার মুখে গোবিন্দের একটী কীর্ত্তন শ্রবণান্তর এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ;—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥"

কথিত আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদাস মিথিলা দেশের অন্তর্গত বিসপী (বিসফী) গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি মন্দির সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এবং তথা কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী গোবিন্দের অনুরোধে কিছুদিন তদীয় আলয়ে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন। রামচন্দ্রও গোবিন্দ দেবীর সঙ্গে সঙ্গে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস মধ্যে মধ্যে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের ও যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে গমন করিতেন এবং প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পদকর্ত্তা বসন্তরায় গোবিন্দদাসের পরম বন্ধু ছিলেন। মধ্যে মধ্যে রসঘটিত তরজার লড়াই উভয়ের মধ্যে হইত। একজন কবিতায় প্রশ্ন করিতেন, অপরজন কবিতায় উত্তর করিতেন। এই সকল মধুর পদ পদসমুদ্রে আছে। শেষ বয়সে কবি তাঁহার পদগুলি একত্র সংগ্রহ করেন। ভক্তিরত্নাকরে যথা :—

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদ রত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে ॥"

গোবিন্দ কবিরাজ মধ্যে মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে যাইয়া স্বীয় বন্ধু বসন্তরায়ের সঙ্গে কবিতায় তরজার লড়াই করিতেন, এই সকল বিবরণ ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু ইতিহাসের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভক্তিনিধি মহাশয়ের এই কথা কল্পনা-বিজৃম্ভিত। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় ছিলেন ; এবং গোবিন্দদাসের কোন্ কোন্ পদে বসন্তরায়ের উল্লেখ আছে, এই দেখিয়া ভক্তিনিধি মহাশয় কল্পনার আশ্রয় লইয়া এক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পাঠকগণ জানেন, এই দুই বসন্তরায় ভিন্ন ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় কায়স্থ ও শাক্ত ছিলেন ; গোবিন্দদাসের বন্ধু বসন্তরায় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভক্তিনিধি মহাশয় "দ্বিজরাজ" উপাধিটীর প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই প্রাগুক্ত ভ্রমে [illegible] হইতেন না। ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন, "নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, নিত্যা-

নন্দ তনয় বীরচন্দ্র প্রভৃতি পূজ্যতম মহাপুরুষগণ গোবিন্দ কবিরাজের মুখে তৎকৃত গীত শ্রবণে পুলকিত হইতেন।”

গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে মন্ত্র গ্রহণ করেন। এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন, এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, “রোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপ ‘ভজন’ ও ‘বর্ণন’ করিয়া ‘ছত্রিশ বৎসর’ কাল কীর্ত্তন গান করেন।” উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন; তৎসঙ্গে ৩৬ বৎসর কীর্ত্তন-ব্যবসায় কালযোগ করিলেও মৃত্যু সময়ে তাহার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হয়। গোবিন্দের বয়স যখন ২৫ কি ২৬ বৎসর, তখন তদীয় পত্নী মহামায়ার গর্ভে তাঁহার দিব্যসিংহনামে এক পুত্র জন্মে। গোবিন্দের লোকান্তর গমনের পর দিব্যসিংহ জীবিত ছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই মাত্র জানা যায় যে তিনি পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন।* দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। দীনেশ বাবুর মতে পদকল্পতরুর “কবিনৃপবংশজ ভুবন-বিদিত যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।” এই ব্যক্তি। গোবিন্দের “কর্ণামৃত” নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও আছে।

(৪) গোবিন্দঘোষ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা দশম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় একবার ইহার নাম আছে; যথা:—

“গোবিন্দমাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাসবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী॥”

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র লেখা আছে যে, প্রভু নিত্যানন্দ যখন গৌড়মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে আইসেন, তখন বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ তাঁহার সঙ্গে আইসেন, কিন্তু “প্রভু সঙ্গে (নীলাচলে) গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ।” চরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৩ পরিচ্ছেদে আবার গোবিন্দ ঘোষের নাম পাওয়া যায়। যথা:—

“গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস মাধব যাঁহা গায়॥”

---

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম। ক্ষীরোদ

[illegible] সম্পূর্ণ নাম চৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড ৮ম অধ্যায় অনুসারে "গোবিন্দানন্দ"। কেহ যদি বলেন "গোবিন্দানন্দ" অন্য কাহারও নাম, গোবিন্দঘোষের নাম নহে। তাহার প্রতিবাদ আমরা করিব না। কিন্তু আমাদের অনুমান যে সম্ভবপর তাহার যুক্তি দেখাইতেছি। বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ তিন সহোদর। তন্মধ্যে নিমাঞীসন্ন্যাসের একটী পদে বাসুঘোষ আপনাকে "বাসুদেবানন্দ" বলিয়াছেন আর নিজের নাম কেহ ভুল বলে না। চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে মাধবঘোষকে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্পষ্টাক্ষরে "গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং অবশিষ্ট ভ্রাতার নামের শেষে "আনন্দ" থাকিবারই সম্ভাবনা।

বৈষ্ণবাচরদর্পণে লিখিত আছে ঃ—

"শ্রীগোবিন্দঘোষ বলি যাঁহার খেয়াতি ॥
গৌরাঙ্গের শাখা অগ্রদ্বীপেতে নিবাস।
শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ ॥"

প্রচলিত প্রবাদানুসারেও অগ্রদ্বীপ গোবিন্দানন্দ ঘোষের পাট ও তত্রত্য গোপীনাথ বিগ্রহ ঐ গোবিন্দঘোষের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অজ্ঞাতনামা জনৈক বিজ্ঞ লেখক ভূতপূর্ব্ব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "শ্রীপাট বিবরণে" এ বিষয়ে বড় গোল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "অগ্রদ্বীপে শ্রীমাধবঘোষের পাট এবং অত্রস্থ শ্রীগোপীনাথ ঐ মাধবঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা যে একটী অতি প্রাচীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিলে এই সেবা বাসুদেব ঘোষের বলিয়া প্রতীতি হয়।" আমরা এই বিজ্ঞ লেখকের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার বাক্যের প্রথমাংশ ভিত্তিশূন্য ও প্রমাণশূন্য। দ্বিতীয় অংশও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তাহার কারণ "বাসুদেব ঘোষ" ও "মাধবঘোষ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। "প্রাচীন-পদ"টী গোপীনাথদেবের বন্দনা*। উহা ১২৩৯ সালে রচিত, উহার রচয়িতার নাম

---

* "প্রণাম করিএ এবে করি জোড় হাত। অগ্রদ্বীপের মাঝে বন্দো গঙ্গা গোপীনাথ ॥
ধন্য ধন্য অগ্রদ্বীপ অবনী ভিতর। যাহার নিকটে বহে গঙ্গা নিরন্তর ॥
সেইস্থানে বাসুঘোষ করিলেন বাস। জীব তরাবার লাগি সেবার প্রকাশ ॥
ভকতবৎসল হরি ফেরেন ভক্ত সাথ। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভু গোপীনাথ ॥
একত জাহ্নবী আছেন পতিতপাবনী। আর তাহে অবতীর্ণ হৈলেন চক্রপাণি ॥
* * * *

ভট্টবাঞ্ছারাম। প্রবন্ধটী ১৩০৫ সালে লিখিত, সুতরাং উক্ত পদের বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর। এরূপ স্থানে পদটীকে "অতি প্রাচীন" বলা উচিত হয় নাই; কেননা অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় ৬৬ বৎসর "প্রাচীন"ও নহে। আবার ভট্টবাঞ্ছারাম একজন নগণ্য লেখক, তাঁহার লেখার উপর নির্ভর করিয়া অতি প্রামাণিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ অগ্রাহ্য করা, যারপর নাই অন্যায়।

গোবিন্দঘোষেরা কায়স্থ ছিলেন, সদ্গোপ ছিলেন না। গোবিন্দঘোষকে, লোকে সাধারণতঃ "ঘোষ ঠাকুর" বলে। ঠাকুর (ঠক্কুর) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের উপাধি, নবশাকের নহে। তিন ভ্রাতা প্রথমে গৃহত্যাগী উদাসীন ছিলেন, নবদ্বীপেই বাস ছিল। পরে বাসুঘোষ তমলুকে, মাধব ঘোষ দাঁইহাট, এবং গোবিন্দঘোষ অগ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। মাধব ও বাসু বিবাহ করেন নাই, গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যের আদেশে অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া গৃহী হয়েন এবং তাঁহার একটী পুত্রও জন্মিয়াছিল। বিশ্বকোষকার বলেন "কেহ কেহ বলেন অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কাহারও মতে বৈষ্ণবতলায় তাঁহার জন্ম স্থান। এখনও তথায় ঘোষ উপাধিধারী যে কয়েক ঘর কায়স্থের বাস আছে, ঘোষ ঠাকুর সেই কুলে জন্ম গ্রহণ

বাসুঘোষ বড় ভক্ত শুন সর্ব্বজন। যার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে করয়ে ঘোষণ ॥
যাহাকে বলিলেন পিতা প্রভু নারায়ণ। মধুকৃষ্ণা একাদশী অপ্রকট হন ॥
গোপীনাথ কুশ ধরি মচ্ছোব করান। দেশ বিদেশের লোক করেন আহ্বান ॥
ভক্তবৎসল প্রভু ভক্ত আজ্ঞাকারী। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন পীতাম্বর ছাড়ি ॥
কিবা সে মাধুর্য্যরূপ তাহে কারিগরি। সভাতে বসিয়া প্রভু হাতে কুশ ধরি ॥
কুশ ধরি সেই হরি করেন তর্পণ। এই লীলা করেন প্রভু নন্দের নন্দন ॥
মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি দেন গঙ্গাজল। অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল ॥
ভকতের প্রাণ তিনি ভকত তাহার। ভক্ত লাগি অগ্রদ্বীপে কৈলা অবতার ॥

*　　*　　*　　*

মচ্ছব সম্পূর্ণ দেখি রাজবেশ ধরি। কিবা সে মাধুর্য্য হয় বামেতে কিশোরী ॥
কিশোরাকিশোরী সভে কর দরশন। দেখিয়া দোঁহার রূপ জুড়ায় নয়ন ॥
কাতর হইয়া ভট্ট বাঞ্ছারাম বলে। আমার পিতাকে প্রভু রেখ পদতলে ॥
আমি অতি হীনমতি না জানি ভজন। যেন সকুটুম্ব পরিবারে পায় শ্রীচরণ ॥"

ইতি শ্রীগোপীনাথের বন্দনা সমাপ্ত। সন ১২৩৯ সাল, ২২এ কার্ত্তিক।

করেন। আবার কেহ বলেন, ঘোষ ঠাকুর উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায়, তিনি জীবনে উদাস হইয়া গঙ্গাতীরে অগ্রদ্বীপ আসিয়া বাস করেন।”

আমরা উপরে বলিয়াছি, গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট ছিলেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন অন্যান্য বহু ভক্তের সহিত গোবিন্দও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিয়াছিলেন। কোন গ্রামে ভিক্ষাগ্রহণের পর গৌরাঙ্গ মুখশুদ্ধি চাহিলেন, গোবিন্দ ঘোষ গ্রাম হইতে একটী হরীতকী আনিয়া, তাহার অর্দ্ধখণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রদান করিলেন, অপরার্দ্ধ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপ যাইয়া আহারান্তে গৌরাঙ্গ পূর্ব্বদিনের ন্যায় মুখশুদ্ধি চাহিলেন, গোবিন্দ পূর্ব্বসঞ্চিত হরীতকীর অর্দ্ধাংশ শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রদান করিলেন। তিনি হরীতকীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক গোবিন্দ ঘোষের পরিত্যাগকাহিনী অল্পবিস্তর প্রভেদের সহিত চারিজন লেখক বর্ণন করিয়াছেন। আমরা টীকায় তৎসমস্ত উদ্ধার করিয়া দিলাম। *

---

* (১) “একদা গৌরাঙ্গদেব আহারান্তে মুখশুদ্ধি চাহিলেন, গোবিন্দ ঘোষ তাঁহাকে একটী হরীতকী প্রদান করিলেন। তখন চৈতন্যদেব হাসিয়া বলিলেন, গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু তুমি আজ হইতে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।”

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ।

(২) “একদিন ভোজনের পর গৌরাঙ্গ মুখশুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া একটী হরীতকীর একখণ্ড তাঁহাকে দিলেন। পরদিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন, এবং মুখশুদ্ধি চাহিলেন; গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ হরীতকী বাহির করিয়া দিলেন। তখন চৈতন্য কহিলেন, “তোমার এখনও সংসারবাসনায় তৃপ্তি হয় নাই। অতএব আমার সহিত তোমার যাওয়া হইবে না।”—

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—নবদ্বীপমহিমা।

(৩) “একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা করিয়া মুখশুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন, তখন নিকটে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন। তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন এবং একটী হরীতকী আনয়ন করিয়া প্রভুকে তাহার অর্দ্ধখণ্ড দিলেন, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধ খণ্ড বহির্ব্বাসে রাখিয়া দিলেন। পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে গমন করিলেন। আহারান্তে আবার সেইরূপ হস্ত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ তাহার বহির্ব্বাসে

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে গোবিন্দ অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ গোবিন্দকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি বিষাদ করিও না, তোমার দ্বারা আমি ভগবানের মহিমা প্রচার করাইব বলিয়া তোমাকে দৃশ্যতঃ পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু অচিরে তোমার সহিত মিলিত হইব, সে মিলন তোমার জীবনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে।" বিশ্বকোষ-কারও বলেন, "অনেক কহিয়া বলিয়া চৈতন্যদেব ঘোষ ঠাকুরকে গৃহে প্রতি-প্রেরণ করিবার কালে বলিয়া দিলেন—" যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেই দিন আমার দেখা পাইবে। যদি কোন অলৌকিক জিনিস পাও, অতিযত্নে রাখিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পর একদিন ঘোষ ঠাকুর গঙ্গাস্নান করি-তেছেন, এমন সময় একটী জিনিস আসিয়া তিনবার তাঁহার পৃষ্ঠে ঠেকিল। গোবিন্দ দেখিলেন, ওখানি একখানি শবদাহের ক্ষুদ্র কাষ্ঠ, কিন্তু খুব ভারী। কাষ্ঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখাই-লেন, "গোবিন্দ! ভুলিও না, সেই কাঠখানি আনিয়া যত্নে তুলিয়া রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।" গোবিন্দ সেই রাত্রে কাঠখানি গৃহে আনিয়া দেখিলেন, উহা কৃষ্ণশিলা। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন, দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহার কুটীরদ্বারে বহু ভক্ত সহ উপস্থিত। গোবিন্দ

যে অর্দ্ধখণ্ড হরীতকী বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। * * তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, গোবিন্দ! এখনও তোমার সঞ্চয় বাসনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, অতএব তুমি আমার সঙ্গে গমন করিতে পারিবে না।"— চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা।

(৪) "একদিন আহারান্তে হরীতকীর জন্য হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ ঘোষ দৌড়িয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে হরীতকী আনিয়া প্রভুকে দেন। পরদিনও প্রভু হাত বাড়াইলেন, গোবিন্দ পূর্ব্বদিবস-আনীত হরিতকীর কয়েকটী রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই একটী প্রভুকে দিলেন। হরীতকী তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া প্রভু গোবি-ন্দের প্রতি চাহিলেন এবং যখন জানিলেন যে, গোবিন্দ হরীতকী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন বলিলেন, তোমার সঞ্চয়বুদ্ধি যায় নাই, তুমি এই স্থানেই থাক এবং গোপীনাথের সেবা প্রকাশ কর, গোবিন্দ সেই আদেশেই অগ্রদ্বীপ থাকিয়া যান।"— শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি—শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

ভিখারী, তিনি লোকসংঘট্ট দেখিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য চিন্তিত হইলেন। কিন্তু যাঁহার অনুগ্রহে একগাছি শাককণা দ্বারা বহুশিষ্য-সমভিব্যাহারী দুর্ব্বাসার পারণ নিষ্পন্ন হইয়া ধ্বংসোন্মুখ পাণ্ডববংশ রক্ষা পাইয়াছিল, তিনি স্বয়ং যখন গোবিন্দের দ্বারে উপস্থিত, তখন গৌরভক্তগণের আহার জন্য ভক্তপ্রবর গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের চিন্তার কারণ থাকিতে পারে না। গৌরাঙ্গের আগমনবার্ত্তা পাইয়া গ্রামস্থ লোকেরা প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু আনিয়া উপস্থিত করিল। গৌরাঙ্গের ভোজন হইল, ভক্তগণ সহ গোবিন্দ ঘোষ প্রসাদ পাইলেন। গোবিন্দের সংরক্ষিত শিলা দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান তোমার মঙ্গলের জন্য ঐ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলা হইতে এক বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে, আমি তাহার প্রতিষ্ঠা করিব, তুমি তাহার সেবাইত হইবে।" এইরূপে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গোবিন্দ ঘোষকে কহিলেন, "তুমি এইখানে থাক, এই ঠাকুরের সেবা কর এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হও। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান্ তোমা দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল।" এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দ বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক গোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্র সন্তানও জন্মিল। কিছুদিন পর গোবিন্দের পত্নী পরলোক গমন করিলেন। তখন গোপীনাথের সেবা ও পুত্রের পালন উভয়েই গোবিন্দের স্কন্ধে পতিত হইল। গোবিন্দ কষ্টে সৃষ্টে কিছুদিন উভয় ভারই কুলাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্যক্ মন এখন আর গোপীনাথের প্রতি নাই। একদিকে গোপীনাথের প্রতি ভক্তির আকর্ষণ, অপরদিকে শিশুপুত্রের প্রতি অপত্যস্নেহের আকর্ষণ। দুই আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গোবিন্দ কেমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ভক্তবর চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর সুন্দর প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "তাঁহার মন এখন দুইজনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে মনের মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন—এই গোপীনাথ, আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন, এই তাঁহার পুত্র; কখনও গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন; কখনও পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে

দেন। কখনও গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রকে সেবা করেন ; কখনও পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন।" এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান্ পুত্রটীকে হরণ করিয়া, পিতার আত্মার উদ্ধার সাধন করিলেন। কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দের শিশু পুত্র শিশু রঘুনন্দনের ন্যায় গোপীনাথ বিগ্রহকে মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেবাগ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই কথা লোকসমাজে প্রচার করিবামাত্র মুখে রক্ত উঠিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, পুত্রশোকে অধীর হইয়া গোবিন্দ গোপীনাথের সেবা বন্ধ করিলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে বা আকাশবাণীতে গোবিন্দকে কহিলেন, "যার এক পুত্র মরে, সে কি অনাহারে অপর পুত্রকেও মারে ?" গোবিন্দ কহিলেন, "আমার পুত্রের দ্বারা আমার ও আমার পিতৃপুরুষগণের জলপিণ্ডের আশা ছিল ; তোমার সেবা করিয়া আমার কি লাভ হইবে ?" ভগবান্ ভক্তের ভক্ত—ভক্তের দ্বারে সদা বাঁধা। গোবিন্দকে কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—"আমি চিরদিন তোমার মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করিব। আমার ক্ষুধায় উদর জ্বলিয়া যাইতেছে, শীঘ্র খাইতে দাও"। তখন ঘোষঠাকুর ভক্তি-গদ্গদচিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় গোপীনাথের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

গোপীনাথ বিগ্রহ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে হউক, বা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অনুরোধেই হউক, বর্ষে বর্ষে ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের মুখে শুনিয়াছি, শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িবার সময় গোপীনাথের গলায় কাছা ও হস্তে কুশ থাকে। মন্ত্র শেষ হইবামাত্র, স্বতঃই শ্রীহস্তের অঙ্গুলি হইতে কুশ নিপতিত হয়। বিংশশতাব্দীর সভ্যতালোকে আলোকিত মহাত্মারা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন ও এ অধীনকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মনে করা উচিত, যে তাঁহারা যে স্থলে প্রাকৃত চক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দর্শন করেন, সেস্থানে ভক্তগণের দিব্যচক্ষু "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজমুরলীধরম্" অথবা "নবজলধররুচিং শ্যামলং শ্যামকান্তিং" অবলোকন করিয়া বিমলানন্দে পরিপ্লাবিত হয়েন।

ঘোষ ঠাকুরের জীবনে আর একটী প্রবাদ সংযুক্ত আছে। ঘোষ ঠাকুর মৃত্যুর একদণ্ড পূর্ব্বে শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর (গোপীনাথের) সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা, আমার প্রাণ বাহির হইলে,

যথাসময়ে গোপীনাথ দেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, দেবপ্রাঙ্গণের একপার্শ্বে সমাধি দিও।” এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দ গোবিন্দচরণে লীন হইলেন। গোবিন্দ সহোদরদ্বয়ের ন্যায় সঙ্গীতরসজ্ঞ ও পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার পদগুলিও করুণ-রসাত্মক। ইনি মহাপ্রভুর একজন প্রধান কীর্ত্তনিয়া ছিলেন।

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বা দ্বিতীয় নরহরি দাস।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মাব্দ ১৫৮৬, মৃত্যুর শাক ১৬২৬ কি ১৬২৭। ঘনশ্যামের পিতা ও ঘনশ্যাম এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য; সুতরাং ঘনশ্যামের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কেহ কেহ বলেন, ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; কারণ গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে, শ্রীনিবাসের প্রাদুর্ভাবকাল তাহারও পূর্ব্বে; কিন্তু গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের বন্দনা যখন ঘনশ্যাম করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদের সুতরাং শ্রীনিবাসেরও পরবর্ত্তী লোক। ইনি গৌড়দেশে “সুরনদী” (গঙ্গা) তটে, “নদীয়াপুর মাঝে” জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস কাঁটোয়ার নিকট ছিল, সম্ভবতঃ ইঁহার বংশীয় লোক অদ্যাপি তদ্‌গ্রামে বাস করিতেছেন। সুতরাং ঘনশ্যামের জন্ম “নদীয়াপুর মাঝে” কেমন করিয়া হয়, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত এই “নদীয়া” নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান; অথবা ঘনশ্যামের নদীয়াতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়া কাঁটোয়াতে যাইয়া বাস করেন। আবার যখন ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ঘনশ্যামের পিতা বিপ্র জগন্নাথ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের কোন অনুমানই ঠিক হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বলেন; “ঘনশ্যাম বড় অধিক দিনের লোক নহেন।” আমরা একবাক্যের অর্থ বড় একটা বুঝিলাম না; কারণ আমাদের হিসাবে ঘনশ্যাম দুই শত বৎসরের অধিক দিনের লোক। এই গেল সময় ও বাসস্থান লইয়া গোল।

ইহার উপর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় নাম সম্বন্ধে আর এক গোল বাধাইয়াছেন।

ঘনশ্যাম নিজ রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্রে বিখ্যাত। তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরিদাস, আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপে বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন॥"

উপরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দুইটী কথা বিবেচ্য;—প্রথমতঃ কবির নামের কথা, দ্বিতীয়তঃ কবির চরিত্রের কথা। প্রথম কথা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহার স্বরচিত গ্রন্থ ও পদাবলীতে দুই নামই সমান প্রচলিত; কিন্তু কবি নিজে জানেন না, তাঁহার দুই নাম হইল কেন? অথচ, ক্ষীরোদ বাবু বলিতেছেন, ইহাঁর "প্রচলিত নাম" ঘনশ্যাম, এবং বৈষ্ণবদত্ত" বা "গুরুদত্ত" নাম নরহরি। এই বৃত্তান্ত তিনি কোথা পাইলেন? বা এরূপ কথার যুক্তি বা প্রমাণ কি? দ্বিতীয়তঃ কবির চরিত্রের কথা। কবি নিজে বলিতেছেন "আমার আপন পরিচয় দিতে, আপনারই লজ্জা হয়", আবার বলিতেছেন, "আমি গৃহাশ্রমে উদাসীন, এবং মহাপাপে দিবারাত্র মগ্ন।" ইহাতে আপাততঃ বুঝা যায় যে, কবি দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক কখনই সংসারী হয়েন নাই, কেবল মদ ও বেশ্যাদি লইয়া সর্ব্বদা নানাবিধ পাপে মগ্ন ছিলেন; এবং ইত্যাদি কারণবশতঃই স্বীয় পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু ঘনশ্যামের গ্রন্থাদি পাঠে আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের মনের ধারণা এই যে, তিনি পরম পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান্ ও ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনে গিয়া কিছুকাল গোবিন্দজীর সূপকার হয়েন। সূপকারের পদ ঘৃণিত, তাই কি কবি কহিতেছেন, "নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।"? সূপকার যদি বেতনগ্রাহী হয়, তবে এ পদ ঘৃণিত ও লজ্জাকর বটে; কিন্তু ঘনশ্যাম স্বেচ্ছায় বিনা বেতনে গোবিন্দজীর সেবা করিবার জন্য এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ত লজ্জার কারণ হইতে পারে না, বরং খুব গৌরবেরই কারণ। অনেক ধার্ম্মিক ও সাধুচরিত্র লোকই দারপরিগ্রহ না করিয়া চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করেন; ঘনশ্যামও নিশ্চয় তাহাই

করিয়াছিলেন। তবে ঘনশ্যাম লর্ড বাইরণের ন্যায় বিনা কারণে আপনাকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন কেন? তিনিও কি বাইরণের ন্যায় ঐরূপ করা বাহাদুরি মনে করিতেন? না—তাহা কখনই নহে। তাঁহার ঐরূপ বর্ণনা কেবল বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি মাত্র। ঘনশ্যাম একজন প্রসিদ্ধ পদাবলীরচয়িতা। তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ আছে; যথা—পদ্ধতিপ্রদীপ, গৌরচরিতচিন্তামণি, ছন্দসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীনিবাসচরিত, নরোত্তমবিলাস, ও ভক্তিরত্নাকর। 'ছন্দসমুদ্র' পাঠ করিলে ইহাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরও প্রভূত বিদ্যাবত্তার ও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচায়ক। পদাবলীতে ইহাঁর সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতার প্রমাণ আছে। ঘনশ্যামের প্রধান দোষ এই যে, ইহাঁর পদগুলি সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে; অনেক স্থানে বড় খট মট লাগে। একজন সংবাদপত্রের সমালোচক পুস্তক-সমালোচনার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি কোন পুস্তকের দোষগুণ বাহির করিয়া সমালোচনা করিতেন না; বস্তুতঃ তাহা করিবার হয়ত তাহার অভ্যাস বা ক্ষমতাই ছিল না। তিনি হয় লিখিতেন, এই গ্রন্থ (ক) শ্রেণীর, ঐটি (খ) শ্রেণীর ইত্যাদি। নতুবা লিখিতেন, এই গ্রন্থকার প্রথম আসন, ঐ গ্রন্থকার দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ইত্যাদি। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় একজন প্রচুর বিদ্বান্, ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর লেখক ও সমালোচক বলিয়াও সাধারণ্যে পরিচিত। কিন্তু ঘনশ্যামের গ্রন্থসমালোচনাকালে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রাগুক্ত সংবাদপত্রের সমালোচকের পন্থাবলম্বনপূর্ব্বক হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তিনি বলেন, "নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাঁহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।"

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন; তবে গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি? তাঁহারা যদি প্রথম

শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে ঘনশ্যামের লেখা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা "ন্যূন নহে" অর্থাৎ "তুল্য" বা "শ্রেষ্ঠ" তখন জ্যামিতির সূত্র অনুসারে, ঘনশ্যামও প্রথম শ্রেণীর, বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন। আর তাঁহারা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট। ক্ষীরোদ বাবুর শেষ বাক্য অধিকতর অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট। ক্ষীরোদ বাবু বলেন, "তাঁর রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।" এই বাক্যটী সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে ইহার ২টী অর্থ হইতে পারে।

(১) নরচরিত্রে যেরূপ স্বাভাবিকতা, তাঁহার রচনায়ও তদ্রূপ স্বাভাবিকতা আছে। "রচনায় স্বাভাবিকতা" এই বাক্যাংশের অর্থ আমরা এই বুঝি যে, যেখানে বা যখন যেরূপ স্বাভাবিক রচনা হইতে পারে, ঘনশ্যামের রচনায় সেই রূপ স্বাভাবিকতা আছে, বা ঘনশ্যামের বচনা সেইরূপ স্বাভাবিক। কিন্তু "নরচরিত্রে স্বাভাবিকতার" অর্থ কি? উহার অর্থ কি যে নরচরিত্র যেরূপ স্বাভাবিক হইতে পারে সেইরূপ? কিন্তু নরচরিত্র কখন বা দেবচরিত্র কখন বা দানবচরিত্র তুল্য, ইহার মধ্যে স্বাভাবিক কোন্‌টী? এবং "রচনার" "সহিত" "নরচরিত্রের" সাদৃশ্যইবা কি?

(২) যে নরের চরিত্র স্বভাবতঃ যেরূপ, তাঁহার রচনায় ঠিক সেই রূপ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইহাই যদি প্রকৃত অর্থ হয়, তবে মনে আর একটা খট্‌কা বাধে। তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। ঘনশ্যাম যেমন শ্রীনিবাসচরিত্র, নরোত্তমচরিত্র প্রভৃতি নরচরিত্র বর্ণন করিয়াছেন; তেমনই গৌর-নিতাই-চরিত্র, রাধা-কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি দেবচরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। যদি তাঁহার রচনায় একটীর স্বাভাবিকতা রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে কি অপরটীর স্বাভাবিকতা রক্ষা পায় নাই? তবে তিনি বা তাঁহার পক্ষে কেহ যদি বলেন, "সমালোচক যখন ব্রাহ্ম, তখন তাঁহার কাছে শ্রীনিবাস, নরোত্তমের ন্যায়, গৌর-নিতাই ও রাধা-কৃষ্ণও নর।" তবে আমরা নিরুত্তর।

• ক্ষীরোদ বাবুর সমালোচিত সমালোচনাটী কিরূপ হইলে নির্দ্দোষ হইত, তাহা বলিতে গিয়া আমরা আমাদের ধৃষ্টতা দেখাইব না। তবে

আমাদের মত এই যে ঘনশ্যাম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাহার পদের নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায়শেখর, লোচনদাস, বাসুদেবঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে ঘনশ্যামের কৃতীত্ব এইখানে যে, তিনি দেশকাল-পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। ঘনশ্যামের রচনার দোষ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাঁর রচিত আর একখানি গ্রন্থের নাম গোবিন্দরতিমঞ্জরী।

চণ্ডীদাস।

সপ্তম বর্ষের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকার কোন অজ্ঞাতনামা লেখক একটী পদাংশ প্রচার করেন, তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কালনিরূপণ এবং রচিত পদের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। যথা -

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ। নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেতে অঙ্কে নিয়া। আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিয়া॥"

অর্থাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদায় পদের সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র। ইহাই যদি চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ও পদ-রচনার সময় যথার্থ হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হয়েন। চণ্ডীদাস দ্বিজ-কুলোদ্ভব; এবং স্বীয় পদে আপনাকে "বড়ু" (বটু) বা "দ্বিজ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর গ্রামে ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি শাঁকুলিপুর থানার অধীন। সিউড়ী হইতে পূর্ব্বাংশে প্রায় ১২ ক্রোশ; গঙ্গাটীকুরীর ৭ ক্রোশ পশ্চিম ও কীর্ণহারের দুই বা আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ। বাল্য কালে শাক্ত ছিলেন, এবং গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করিতেন; পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পদাবলী রচনা করেন। পদাবলী ভিন্ন চণ্ডীদাসের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না

জানা যায় না। তবে সাহিত্যপরিষৎ কার্য্যালয় হইতে যে "শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ" কাব্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা চণ্ডীদাস কৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। উক্ত সাহিত্যপত্রিকায় এপর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের অনেক পদ প্রকাশিত হইয়াছে, অন্মধ্যে 'রাসলীলা' ও চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে পদগুলি খুব মূল্যবান্। রামিণী নামে এক রজককন্যা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দিতেন, এই উপলক্ষে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর মধ্যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র প্রণয় জন্মে, সে প্রেম চণ্ডীদাসের আপন কথায় "কামগন্ধ" ছিলনা। চণ্ডীদাস কেবল পদকর্ত্তা ছিলেন না, একজন বিখ্যাত কীর্ত্তিনিয়া ছিলেন; প্রবাদ এই যে নিকটস্থ মতিপুর গ্রামে একদা কীর্ত্তন করিতে যান, সেই স্থানে নাটমন্দিরপতনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এ প্রবাদ সত্য নহে, চণ্ডীদাস বৃদ্ধাবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া বাস করেন, তথায় এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার একজন আদি কবি এবং মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। কোন কোন পদে দেখা যায়, গঙ্গার তীরে একদা উভয়ের দেখা ও রসবিচার হইয়াছিল। ১২৮০ সালে সোমপ্রকাশে একজন লিখেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩০৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।" একথা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না।

চৈতন্যদাস।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময়ে চৈতন্যদাস নামে অনেক ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বনিধি মহাশয় যথার্থই বলেন, "চৈতন্যদাস ভনিতাযুক্ত পদগুলি আমার বোধে একব্যক্তির রচিত নহে, পূর্ব্বাপর একাধিক কবির পদ মিশিয়া গিয়াছে।" আমরা এস্থলে ছয় জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(১) শ্রীনিবাস শাখায় এক চৈতন্য দাসের নাম পাওয়া যায়। যথাঃ—

"তবে প্রভু কৃপা কৈলা শ্রীচৈতন্যদাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে॥"

অচ্যুত বাবুর মতে ইনি একজন পদকর্ত্তা।

(২) কুলীনগ্রাম-বাসী শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্য দাসও একজন কবি ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৩) নরোত্তমবিলাসে আর এক চৈতন্য দাসের পরিচয় দেখিতে পাই যথাঃ—

"শ্রীবংশীবদন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস।"

ভক্তিরত্নাকরেও ইহাঁর উল্লেখ আছে, যথাঃ—

"সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্ব মতে যোগ্য যেহোঁ।
গৌরপ্রিয় বংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥"

প্রেমদাস কবির মতে ইনি পরম উদার, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত।

(৪) আউল মনোহর দাসের পরের নাম চৈতন্যদাস ছিল।

(৫) শ্রীনিবাসাচার্য্যের পিতা চাকন্দীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যদাস সম্বন্ধে, নরোত্তম বিলাস বলেন :—

"শ্রীনিবাস প্রকট হইবে যার ঘরে।
তাহা মহাপ্রভু ব্যক্ত করিলা সংসারে।"
"শ্রীচৈতন্যদাস পিতা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া।
প্রভুকে দেখিলা দোঁহে নীলাচলে গিয়া॥"

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কণ্টকনগরের ৩ কি ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে চাকন্দী গ্রাম। এই গ্রামে অতীব নিরীহ ও পরম কৃষ্ণভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে ঘটনা উপলক্ষে গঙ্গাধরের নাম চৈতন্যদাস হয়, তাহা অতি অদ্ভুত। গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কণ্টকনগরে মধুশীলের দ্বারা মস্তকমুণ্ডন করাইয়া ডোরকৌপীন ধারণপূর্ব্বক শ্রীল কেশব ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ছিল এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ সময়ে গঙ্গাধর কোন কার্য্যানুরোধে কণ্টকনগরে উপস্থিত ছিলেন। গৌর নিমাইচাঁদকে নবীন বয়সে ভিখারী হইতে দেখিয়া গঙ্গাধর শোকে একান্ত অধীর হইয়াছিলেন এবং দিবানিশি কেবল "হা চৈতন্য" বলিয়া রোদন করিতেন। গঙ্গাধর নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন বলিয়া,

গ্রামস্থ সমস্ত লোক তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। অকস্মাৎ গঙ্গাধরের প্রেম-বিকারদর্শনে সকলে নানাপ্রকার যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। এই সময় হইতে সকলে তাঁহাকে চৈতন্যদাস বলিয়া ডাকিত। গঙ্গাধর যাজীগ্রামনিবাসী শ্রীবলরাম শর্ম্মার দুহিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। অধিক বয়সে বিবাহ করাতে প্রথমে গঙ্গাধরের সন্তানাদি জন্মে নাই। প্রতিবৎসর গঙ্গাধর ধর্ম্মপত্নী সহ নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতেন। কতিপয় বর্ষান্তর মহাপ্রভুর বরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে মহাপ্রভুর প্রেমাবতার স্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম হয়।

বনবিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর ১৪৪৪ কি ১৪৪৫ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় দস্যুদল রাখিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। কেবল যে বনবিষ্ণুপুরের রাজাই দস্যুতাদোষে দোষী ছিলেন, এরূপ নহে। তদানীন্তন জমিদারদিগের অন্যূন বার আনা দস্যুদলপতি ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গলার প্রাচীন ভূম্যধি-কারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে চৌদ্দ আনা দস্যু ও দুই আনা উৎকোচ-গ্রাহী ছিল।" বাঙ্গালার ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের দশাও ঐরূপ ছিল। সে যাহা হউক, ১৫০৫ শকে বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুদল কর্ত্তৃক বৈষ্ণবগ্রন্থ সমস্ত বহুমূল্য রত্নভ্রমে অপহৃত হয়। কথিত আছে, সেই গ্রন্থরত্ন দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা রাজার মন বিশুদ্ধ হয়। তিনি স্বীয় দ্বারপণ্ডিত শ্রীব্যাসাচার্য্যের হস্তে গ্রন্থরত্ন সমর্পণপূর্ব্বক, তাহাদিগের রীতিমত অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিলেন। বাবা আউল মনোহর দাস সেই গ্রন্থরত্নভাণ্ডারের ভাণ্ডারী নিযুক্ত হইলেন। গ্রন্থরত্ন অন্বেষণ করিতে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিরুপম রূপলাবণ্য ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অভূতপূর্ব্বব্যাখ্যা ও পাঠশ্রবণে দস্যুরাজ বীর হাম্বীরের কঠিনহৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমে বিগলিত হইল। তিনি যার পর নাই দীনভাবে ও আর্ত্তিসহকারে আচার্য্যরত্নের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন—পরশপাথর স্পর্শে লৌহ সোণা হইল। তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইল চৈতন্যদাস। ইনি উভয় নামেই অনেক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"শ্রীচৈতন্যদাস নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল॥"

ভক্তি-রত্নাকরপ্রণেতা ইহাই বলিয়া বীর হাম্বীরের আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছেন।

জগন্নাথদাস।

আমরা এই নামে চারি মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি; ১ম, মহাপ্রভুর উপশাখা-গণনায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এক জগন্নাথদাসের এইরূপ উল্লেখ আছে:—"পুরুষোত্তম, শ্রীগালিম জগন্নাথদাস।" ইনি ব্রাহ্মণ ও "আচার্য্য" উপাধিধারী ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে ইনি গঙ্গাতীরে বাস করেন। ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানি না। ২য়, পুরীজেলার অন্তর্গত কপিলেশ্বরপুরে ভগবান্ পুরাণ পাণ্ডা ও পদ্মাবতী দেবী নামে দ্বিজদম্পতী বাস করিতেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে জগন্নাথ ঐ দম্পতী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পকাল মধ্যেই এই বালক কলাপাদি ব্যাকরণ ও যজুঃ এবং সামবেদ অধ্যয়ন করেন। জগন্নাথ অতি রূপবান্ ও সুকণ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি এমন সুন্দর ভাগবত পাঠ করিতেন যে, তদীয় পাঠশ্রবণে মহাপ্রভু পরম প্রীত হইতেন। কিন্তু অহঙ্কারবশতঃ জগন্নাথ ভক্ত-কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এইজন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-ভক্তগণনায় ইহাঁর নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে, আমরা এস্থলে একটীর বিবরণ লিখিলাম। জগন্নাথদাস শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করেন; তাহাতে তত্ত্ববিরুদ্ধ কোন কোন স্বমতও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু দুঃখিত হইয়া অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথ তুমি যে ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছ, তাহা বড় লোকের উচিত, অতএব তুমি 'অতি বড় লোক'। এই হইতে জগন্নাথ "অতি বড়" নামে পরিচিত হইলেন। ইহাঁর শিষ্যগণ "অতিবড়ী" সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। জগন্নাথ "ব্রহ্মাণ্ডভূগোল," "প্রেমসাধন," "দৃতি-বোধ" আদি ভক্তগ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ইনি ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। ৩য়, বৈষ্ণববন্দনাগ্রন্থে আরো এক জগন্নাথদাসের উল্লেখ আছে; ইনিও উড়িষ্যাবাসী। যথা,—

"বন্দো উড়িয়া জগন্নাথদাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়;
জগন্নাথদাস বন্দো সঙ্গীতে পণ্ডিত। যার গীত শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয়, ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের কীর্ত্তনিয়া ছিলেন, এবং সঙ্গীতসাধনায় এরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ ও বলরামদেব তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। দেবকীনন্দন বলেন, ইহাঁর চরিত্র বড়ই মধুর ছিল ; যথা—"জগন্নাথ দাস বন্দো মধুরচরিত।" তত্ত্বনিধি মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় জগন্নাথকে এক ও অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শেষোক্ত জগন্নাথদাসই যে পদকর্ত্তা ছিলেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয়। ইহাঁর "রসোজ্জ্বল" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

৪র্থ, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিক্রমপুর-রাজধানীর সন্নিকট কাঠকাটা (যাহার বর্ত্তমান নাম কাঠাদিয়া) নামক স্থানে প্রধান রাজমন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্যের বংশে বহুপুরুষ পরে রত্নাকরমিশ্রের জন্ম হয়। সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে রত্নাকরের দুই পুত্র জন্মে। সর্ব্বানন্দের পুত্রই 'কাষ্ঠ-কাঠা' জগন্নাথদাস। এই জগন্নাথ দাস চৈতন্যচরিতামৃত মতে গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য ও শাখাভুক্ত। জগন্নাথের শিশুকালে সর্ব্বানন্দের মৃত্যু হয়। পিতৃহীন শিশু পিতৃব্য প্রকাশানন্দের দ্বারা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়েন। জগন্নাথ পিতৃব্যের আদরের ধন ছিলেন ; কাজেই লেখা পড়া করিতেন না। প্রকাশানন্দের অতিশয় যত্ন ও চেষ্টায় জগন্নাথ বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ অতি সত্বরই পাঠ বন্ধ করিলেন। জগন্নাথ নানা জনের মুখে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হইলেন। তিনি অধ্যয়ন ব্যতীত মহাপণ্ডিত ও বিখ্যাত বক্তা হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় বলেন, "এপ্রকার গম্ভীরভাবে (জগন্নাথ) বক্তৃতা করিতেন যে, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমোহিত হইতেন। তাৎকালিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও জগন্নাথের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয় বাদবিতণ্ডা করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। কোন্ শক্তি-প্রভাবে তর্কসময়ে জগন্নাথের জিহ্বায় শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গতবাদি-নিরস্তকারিণী বাণী বহির্গতা হয়, তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন না। * * জগন্নাথ একজন অতি বড় বিদ্বান্ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সুখ্যাতি দেশ ছড়াইয়া পড়িল। প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে বিচারে পরাভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি জনসমাজে পণ্ডিত জগন্নাথদাস আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন।" এরূপ সম্মানিত পদ লাভ

করিয়াও জগন্নাথের ধর্ম্মপিপাসা বলবতীই রহিল। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথকে স্বপ্নযোগে কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আছি, তুমি আসিয়া আমার দর্শন কর। জগন্নাথ তখন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় দিবারাত্র পর্য্যটনের পর শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর পদে শরণ লইলেন, এবং তাঁহারই আদেশক্রমে গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য হইলেন। জগন্নাথের গৃহত্যাগের পর, তাঁহার পিতৃব্য তল্লাস করিতে করিতে শান্তিপুর আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাইলেন এবং মহাপ্রভুর অনুমতিক্রমে জগন্নাথকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে জগন্নাথ নবাব সরকারে এক বড় চাকুরি পাইলেন এবং দারপরিগ্রহ করিলেন। পরে নবাব সরকার হইতে জায়গীর স্বরূপ আড়িয়ালগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সস্ত্রীক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কাঠদিয়ায় এখনও জগন্নাথের পাট বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথের বংশধরগণ সম্প্রতি কাঠদিয়া, আড়িয়াল, পাইকপাড়া, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। আড়িয়ালনিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামী, এই জগন্নাথদাসের জনৈক বংশধর। এই লক্ষ্মীকান্ত দাস গোস্বামীর মতে জগন্নাথ দাস শ্রীচম্পকলতা সখীর যূথের তিলকিনী সখী। কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

জগদানন্দ দাস।

এই নামে দুই মহাত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১ম জগদানন্দ পণ্ডিত ও ২য় জগদানন্দ ঠাকুর।

(১) চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ও অন্ত্যলীলায় জগদানন্দ পণ্ডিতের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে যথা :—

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিনি সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কথন॥
দুইজনে খট মট লাগয়ে কোন্দল॥"

অন্ত্যের দ্বাদশে যথা :—

উপক্রমণিকা।

"জগদানন্দ মিলিতে যায় যে যে ভক্তঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সে মানে পাইল চৈতন্য॥"

জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী ও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর নীলাচলে গমন করেন, তখন যে চারি ভক্ত তাঁহার সমভিব্যাবহারে যান, তন্মধ্যে পণ্ডিত জগদানন্দ একজন।

চরিতামৃতের মধ্যের তৃতীয়ে যথা :—

"নিত্যানন্দ গোসাঞী, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ॥"

জগদানন্দ প্রভুর নিকটে থাকিয়া নানা প্রকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে নবদ্বীপ আসিয়া শচী মাতা ও ভক্তগণকে প্রভুর কুশল সংবাদ জানাইতেন। একদা পণ্ডিত একহাঁড়ী চন্দনাদি তৈল সযত্নে নবদ্বীপ হইতে বহিয়া প্রভুর জন্য লইয়া যান; কোন ক্রমে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ না করাতে জগদানন্দ দুঃখিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন, "এই তৈল জগন্নাথদেবের মন্দিরে দাও, তথায় জ্বালাইলে, জগন্নাথদেব পরিতুষ্ট হইবেন।" সে কথা শুনিয়া পণ্ডিত নিঃশব্দে গৃহাভ্যন্তর হইতে তৈলভাণ্ড আনিয়া প্রাঙ্গণে আছাড় মারিয়া ভাণ্ড ভঞ্জন করিয়া স্বীয় বাসায় যাইয়া অনাহারে তিন দিবস উপবাস করিয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের মান বাড়াইতে সদা ব্যগ্র, স্বয়ং জগদানন্দের গৃহে যাচিয়া ভিক্ষা লইয়া জগদানন্দের মনোদুঃখ দূর করিলেন। ইনি পদকর্তা বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ নাই। পদকল্পতরুগ্রন্থে জগদানন্দ ভণিতাযুক্ত যে পাঁচটী পদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "এই পঞ্চপদ সেই মহাজন শ্রেষ্ঠের (পণ্ডিত জগদানন্দের) কৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনিই এই পদগুলি রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, কি উহা পরবর্ত্তী অন্য কোন ভক্তের কৃত, নিশ্চিতরূপে তাহা বলিতে পারি না।"

(২) জগদানন্দ ঠাকুর এই বিখ্যাত পদকর্ত্তার জীবনী নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বারা রচিত হইল।

(ক) জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত উখরা পোষ্টাফিসের অধীন আগর-

ডিহি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামী এ অধীনের নিকট যে পত্র লিখেন তাহা (খ) রাণীগঞ্জনিবাসী শ্রীগৌরদাস কবিরত্ন ষষ্ঠ বর্ষের নবম সংখ্যক বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা ও (গ) জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের প্রণীত জগদানন্দ চরিত।

জগদানন্দ ঠাকুর জাতিতে বৈদ্য, শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামীর বংশধর। জগদানন্দের পিতামহের নাম শ্রীপরমানন্দ ঠাকুর। পিতার নাম নিত্যানন্দ মহান্ত ঠাকুর। নিত্যানন্দের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ সর্ব্বানন্দ, কনিষ্ঠ জগদানন্দ। কিশোরীমোহন গোস্বামীর মতে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকাব্দার মধ্যে জগদানন্দের জন্ম; এবং ১৭০৪ শকের ৫ই আশ্বিন বামনদ্বাদশীতে তাঁহার সিদ্ধি হয়। তদুপলক্ষে প্রতিবর্ষে জোফ্‌লাই গ্রামে দিবসত্রয়-ব্যাপী এক বৃহৎ মেলা হয়। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের "সর্ব্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, এবং ইনি ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাপ্রণয়ন ও সংকীর্ত্তনের বহু মনোহর পদ রচনা করিয়াছিলেন।" গোস্বামী মহাশয়ের মতে "দুই ভ্রাতার বাসস্থানই বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌকী রাণীগঞ্জের পূর্ব্বাংশ দক্ষিণখণ্ড নামক গ্রামে ছিল।" কিন্তু গৌরদাস কবিরত্ন মহাশয়ের মতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরবর্ত্তী ভবরাজপুরের সন্নিকট জোফলাই জগদানন্দের বাস ছিল। কবির আদি পুরুষ রঘুনন্দন ঠাকুরের বাস যে শ্রীখণ্ড গ্রামে ছিল, তাহা আর এস্থলে বলিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের মতে জগদানন্দেরা চারি সহোদর ছিলেন। যথা—সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও জগদানন্দ। কথিত আছে, জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দ মহান্ত ঠাকুর আদিবাস শ্রীখণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক, আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে যাইয়া বাস করেন। এবং জগদানন্দ ভ্রাতাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জোফ্‌লাই গ্রামে যাইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। জগদানন্দ একদিন স্বপ্নে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আজীবন শ্রীগৌরাঙ্গপদে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং জোফ্‌লাই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার সেবা প্রকাশ করেন। ঐ মূর্ত্তি অদ্যাপি উক্ত গ্রামে বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, স্বপ্নে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিবার পর জগদানন্দ

'দামিনীদাম" ও "গৌরকলেবর" এই দুইটী পদ রচনা করেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামী বলেন, "শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এবং গম্ভীরার্থক, নানা ভাবপ্রকাশক, শ্রবণ-মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন।" উক্ত গোস্বামী মহাশয় জগদানন্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটীও আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন ; যথাঃ—।

"শ্রীলশ্রীজগদানন্দো জগদানন্দদায়কঃ।
গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥"

আমাদের মনে হয়, এই শ্লোকের ভাব শ্রীকালিদাস বাবুর নিম্নলিখিত বাক্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। "জগদানন্দ সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করিয়া জগতের আনন্দ বিধানপূর্ব্বক জগদানন্দ নাম সার্থক করিয়াছিলেন।"

জগদানন্দ-পদাবলীর ভূমিকায় কালিদাস বাবু লিখিয়াছেন "যেমন প্রস্ফুটিত ও সৌরভময় গোলাপকে নাড়াচাড়া করিতে ভয় হয়, পাছে তাহার সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের হানি হয়, জগদানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাদৃশ ভয় হইতেছে, এজন্য এই স্থলে নীরব হইলাম।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক বলেন "আমাদের ভয় আরো বেশী। সুতরাং এ গ্রন্থের সমালোচনা করা হইবে না। আমাদের সমালোচনার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার আরো একটা হেতু আছে। ইতঃপূর্ব্বে আমরা জগদানন্দের দুই একটী পদ দেখিয়াছি,—তাহা গায়কদিগকে গাইতেও শুনিয়াছি ; শুনিয়া বেণুনিনাদবিশ্রুত-মৃগের ন্যায় একবারেই বিমুগ্ধ হইয়াছি। বিমুগ্ধের আবার বিচার-বুদ্ধি কি ? সমালোচনা বিচারের কার্য্য। আমরা জগদানন্দের মধুর-কান্ত কোমল-পদাবলী পাঠে আত্মহারা হইয়াছি। সুতরাং জগদানন্দের পদাবলীর সমালোচনা করা গেল না। যাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, যে প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া ভালমন্দ, পাপপুণ্য, হিতাহিত, সুখদুঃখ, মরণজীবন সমস্তই এক করিয়া দেয়, যে প্রবাহের প্রবলবলনে বিচারবুদ্ধি ফেনরাশির ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যায়, সেই প্রবাহের উদ্দীপক কারণের আবার সমালোচনা কোন্ কালে কে করিতে পারে ?" কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও

কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্যব্যপদেশে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাই এবিষয়ের অতি সুন্দর সমালোচনা। শ্রীপত্রিকাসম্পাদক উক্ত মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিয়া যথার্থই কহিয়াছেন, "ইহাই যদি জগদানন্দের পদাবলীর সমালোচনা হয়, তবে আমরাও বলি তথাস্তু। আমাদেরও মনে হয়, জগদানন্দের পদাবলী প্রকৃতই কাব্য। ত্রিতাপদগ্ধ সংসারমরুতে যে কাব্য এক অলৌকিক অমৃত, যে কাব্যের মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তিতেও অখিল-সংপ্লাবিকা-সুধাধারায় মৃত জগৎ অনুপ্রাণিত ও আপ্যায়িত হয়, জগদানন্দের পদাবলী সেই শ্রেণীর কাব্য।"

কালিদাস বাবুর মন্তব্যটী এতই সুন্দর যে, একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা পাঠকের সন্তোষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কালিদাসবাবু বলেন, "সঞ্চরমাণ ভূবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্ব শক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্যচিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুরক্ত, ও সাধারণ এই চারি শ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলদুর্লভ অত্যদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক বিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্য-সমালোচক পণ্ডিতমাত্রেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্র পদাবলীগ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় প্রচুর শক্তিপ্রদর্শনে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বাহ্যচিত্র পদাবলী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্যান্য অন্তশ্চিত্র কবিতার চিত্রবর্ণাবলীর দ্বারা দুই একটী শব্দ অধিকতর কবির নামই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মক তারকব্রহ্মনাম জগদানন্দের চিত্র-গাথা ভিন্ন অন্যের চিত্র কবিতায় কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনাচাতুর্য্য, কি শব্দবিন্যাস, কি চিত্র, বোধ হয়, ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎ কালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর।" পদাবলী ভিন্ন জগদানন্দের "ভাষাশব্দার্ণব" নামে একখানি অসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ

আছে। জগদানন্দ যে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তাহার প্রমাণস্বরূপ দুইটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১। জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল। একদিন পশ্চিম-দেশীয় কয়েকটী সাধু আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন। ইহাঁরা কূপোদক ভিন্ন অন্য জল পান করিতেন না। জোফ্‌লাই গ্রামের কুত্রাপিও কূপ ছিল না। জগদানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর নাম স্মরণ করিয়া ভূমিতে একটী লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিলেন, আর তদ্দণ্ডে একটী কূপ হইল। এই কূপ কালে পুষ্করিণীরূপে পরিণত হইয়া অদ্যাপি জোফ্‌লাই গ্রামে বর্ত্তমান আছে, ইহাকে লোকে গৌরাঙ্গ-সাগর বলে।

২। শ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মপ্রচারার্থ জগদানন্দ এক সময়ে পঞ্চকোট, রাজ্যের অধীন আমলালা গ্রামে উপস্থিত হয়েন। ঐ গ্রামে একটী অগাধ-জলবিশিষ্ট বৃহৎ সরোবর ছিল; সরোবরের ঠিক মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় একটী সুন্দর নিভৃত স্থান ছিল। জগদানন্দ প্রতিদিন কাষ্ঠপাদুকা পায় দিয়া সেই সরোবর পার হইয়া ঐ দ্বীপে যাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভজন সাধন করি-তেন। পঞ্চকোটাধিপ পাত্রমিত্র সহ আমলালা গ্রামে আগমন ও জগদানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনপূর্ব্বক, ভক্তির সহিত জগদানন্দকে আমলালা গ্রাম অর্পণ করেন। ঐ গ্রামে জগদানন্দ-স্থাপিত এক গৌরাঙ্গমূর্ত্তি আছেন, তাঁহার সেবাইতগণ অদ্যাপি সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। প্রাগুক্ত পুষ্করিণীটী "ঠাকুরবান্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। জগদানন্দের অমানুষিক প্রভাব দর্শনে অনেক ব্রাহ্মণকুমারও তাঁহার নিকট দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করেন।

জয়দেব।

জয়দেব বঙ্গ-কবি-কুলচূড়ামণি বটেন; কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য কালিদাসের কাব্যের ন্যায় সমস্ত সাহিত্য-জগতে সম্মানিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের তাহা কণ্ঠভূষণস্বরূপ। জয়দেব বীরভূম জেলার কেঁন্দুলী বা কেন্দুবিল্বগ্রামে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। ইনি লক্ষ্মণসেনের সভার

"পঞ্চরত্নের" অন্যতম। জয়দেব কিছু কাল নবদ্বীপে বাস করেন, সেই সময় তাঁহার "দশাবতারস্তোত্র" রচিত হয়; ঐ স্তোত্র পাঠ করিয়া লক্ষ্মণসেন এত মোহিত হয়েন যে, তাঁহাকে আপনার সভাসৎ-পদে বরণ করেন।

নবদ্বীপ বাসকালে একদা জয়দেব চম্পাপুষ্পের দ্বারা ভগবানের পূজা করিতে করিতে এক বিস্ময়কর রূপ দর্শন করেন, তদ্দর্শনে তাঁহার মনে ভাবী গৌরাবতারের বিষয়ই উদিত হয়। সেই অদ্ভুত রূপটী কি, তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। যথাঃ—

"একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া॥
শ্যামল সুন্দর রূপ দিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে॥
গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্পপুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান॥"

জয়দেব যেস্থলে এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তথা বহু চম্পকবৃক্ষ ছিল এবং সেই সময় হইতে গ্রামের এই অংশের নাম চম্পাহট্ট হয়।

জয়দেব শৈশব হইতে সংসারবিরাগী ও প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কেন্দুবিল্বগ্রাম হইতে গঙ্গা আঠার ক্রোশ দূরে ছিল। কথিত আছে, জয়দেব প্রত্যহ আঠার ক্রোশ গমনপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাদেবী ভক্তের এই দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেন্দুলীতেই আসিয়া ছিলেন, জয়দেব নিজগ্রামেই গঙ্গাস্নান করিতেন।

নবদ্বীপ হইতে জয়দেব নীলাচলে গমন করেন। এখানে তিনি এক বৃক্ষতলে বাস করিতেন এবং দিবানিশি হরিভজন করিতেন। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল —এক ছিন্নকন্থা ও করোয়া। প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করিতেন, আর মহাপ্রসাদ সেবা করিতেন। "জয়দেব পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং পণ্ডিতসমাজে তাঁহার খুব আদর ছিল। আবার এদিকে পরম বিরক্ত, উদার, জিতেন্দ্রিয় ও দম্ভহীন বলিয়া ভক্তেরাও প্রীতি করিতেন। তাঁহার মনের বাসনা ছিল, চির-কুমারাবস্থায় জীবনাতিপাত করিবেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, তাহাই পূর্ণ হইল। একদা জয়দেব বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পদ্মাবতী নাম্নী

যুবতী কন্যাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া কহিলেন, "জগন্নাথ দেবের আদেশ, আপনি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।" জয়দেব মহা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছি, অতএব জগন্নাথ দেবের আদেশ সত্ত্বেও আমি দারপরিগ্রহ করিব না।" ব্রাহ্মণ জয়দেবের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা নিরর্থক জানিয়া, কন্যাটী রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন জয়দেব নিরুপায় হইয়া এবং পদ্মাবতীর বিনয়বাক্যে পরাস্ত হইয়া, কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই নববিবাহিতা পত্নী জয়দেবের ধর্ম্মের সহায় হইলেন; উভয়ে একত্র হইয়া ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এখন জয়দেব সংসারী, কাজেই বৃক্ষতল পরিত্যাগপূর্ব্বক একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন।

জয়দেব রাধামাধবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতেন। যেকুটীরে নিজেরা থাকিতেন, এবং রাঁধিতেন, সেই কুটীরেই বিগ্রহটী স্থাপন করিলেন। কালে কুটীরখানির বেড়া সংস্কার করা প্রয়োজন হইল। জয়দেব একবার বেড়ার বাহিরে আসিয়া বাঁধন বাড়ান, আবার ঘরের ভিতর যাইয়া বাঁধ দেন। ইহাতে জয়দেবের অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল, অথচ বেড়া বাঁধায়ও খুব বিলম্ব হইতে লাগিল। জয়দেব কুটীর মধ্য হইতে শুনিতে পাই-লেন,—পদ্মাবতী যেন বাহিরে থাকিয়া কহিলেন, "আপনি বাহিরে আসিয়া বাঁধ বাড়াইয়া দিন, আমি পিতৃগৃহে বেড়া বাঁধিতে শিখিয়াছি, ঘরে থাকিয়া আমি বেড়া বাঁধি।" জয়দেব তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যে বেড়া বাঁধা শেষ হইল। এমন সময় জয়দেব দেখিলেন, স্থানান্তর হইতে পদ্মাবতী গৃহে আসিতেছেন। জয়দেব অবাক্ হইলেন। কুটীরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, রাধামাধব বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে কালির ঝুল ও হস্তে বেড়া বাঁধা রজ্জু। তখন জয়দেব ও পদ্মাবতী প্রেমে গদ্গদ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গীতগোবিন্দের মহিমাপ্রকাশক অনেক উপাখ্যান আছে। আমরা দুইটী মাত্র উপাখ্যান এখানে বর্ণন করিব। তৎপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে দুই একটী বৃত্তান্তের উল্লেখ করিতেছি। শ্রীজগন্নাথ দেব গীতগোবিন্দ এত ভালবাসেন যে, তাঁহার সম্মুখে অদ্যাপি প্রত্যহ গীতগোবিন্দ পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া গীত ...যা থাকে। আবার গীতগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গেরও অতি প্রিয়বস্তু ছিল। ...রিতামৃতে যথা :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

১। বৈষ্ণবসমাজে এই প্রবাদ আছে যে, জয়দেব গীতগোবিন্দে :—

"স্মর গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া, ভগবান্ শ্রীমতীর চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন, ইহা লিখিতে তাঁহার মন সরিল না, কাজেই শ্লোকটী অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় গৃহে আগমনপুরঃসর "দেহি পদপল্লবমুদারং" স্বহস্তে লিখিয়া গেলেন। জয়দেব তাহা দেখিতে পাইয়া প্রেমে গদগদ হইয়া গ্রন্থখানি শিরে ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন, এবং পদ্মাবতীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

২। শ্রীক্ষেত্রের কোন রাজা "গোবিন্দমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিয়া গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "অদ্যাবধি জগন্নাথদেব গীতগোবিন্দ না শুনিয়া আমার এই গ্রন্থের প্রতি আদর করিবেন"। পাণ্ডারা জগন্নাথের মন জানিবার জন্য উভয় গ্রন্থ তাঁহার নিকট সন্ধ্যাকালে রাখিয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের কপাট খুলিলে দেখা গেল, জগন্নাথদেব "গীতগোবিন্দ" বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং "গোবিন্দমঙ্গল" পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

জয়দেব বৃদ্ধকালে শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়া, তথায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। জয়দেবের পত্নীর পূর্ব্বেই পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। জয়দেবের লোকান্তরগমনের পর তদীয় রাধামাধববিগ্রহ জয়পুরে নীত হন, অদ্যাপি জয়পুরে সে বিগ্রহ আছেন।

জ্ঞানদাস।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী গ্রামের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগর অবস্থিত। ঐ একচক্রা গ্রামের দুইক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া ও মার্দড়া নামে দুইটী পল্লী আছে। তন্মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার পরিপূর্ণ কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ঠাকুরের বাস ছিল। তিনি অনুমান ১৪৫৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তিরত্নাকরে জ্ঞানদাসের বাসভূমির উল্লেখ আছে; যথাঃ—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥"

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস এক সময়ের লোক ও ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে উভয়ের জন্ম। কিন্তু হারাধনদত্ত মহাশয়ের মতে গোবিন্দদাসের জন্ম ১৪৫৯ শকে এবং জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ক্ষীরোদ বাবুর অনুমান (১৫২৫ খৃঃ অঃ বা ১৪৪৭ শকে) ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না; এবং আমাদিগের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ আছে, এবং প্রতিবৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় জ্ঞান-দাসের নামে তথায় তিন দিবসব্যাপী একমেলা ও মহোৎসব হয়। জ্ঞানদাস চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা বলিয়া পরিগণিত; যথা:—

"পীতাম্বরাচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর॥"

ভক্তিরত্নাকরে "মঙ্গল জ্ঞানদাস" ও চরিতামৃতে "জ্ঞানদাস মনোহর" দেখিয়া, কেহ কেহ অনুমান করেন, জ্ঞানদাসের "মঙ্গল" ও "মনোহর" দুইটী উপাধি ছিল। বাস্তবিক উহা স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম, কি জ্ঞানদাসের নামান্তর তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "জ্ঞানদাসের অপর এক নাম ছিল মদনমঙ্গল" এবং অন্যত্র উক্ত মহাত্মা লিখিয়াছেন, "মনোহর, জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন।"

ইনি বাল্যকালেই নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন, এবং কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ইনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইনি মঙ্গলবংশীয় রাঢ়ীশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। হুগলি ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই বংশজাত অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন। হুগলি বদনগঞ্জ হইতে প্রায়

চারিক্রোশ ব্যবধানে বাঁকুড়া-জেলার অন্তর্গত কোতলপুর গ্রামে যে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা এই জ্ঞানদাস বা মঙ্গলঠাকুরের জ্ঞাতি। পদসমুদ্র ও নির্য্যাসতত্ত্বের সংগ্রহকর্ত্তা, বাবা আউল মনোহর দাস জ্ঞানদাসের চিরসহচর ও সতীর্থ ছিলেন। কোন স্থানে যাইতে হইলে, উভয়ে একত্র যাইতেন। নরোত্তমবিলাসে দৃষ্ট হয়, বিখ্যাত খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাস, অন্যান্য নিত্যানন্দ-শিষ্য-গণের সহিত গিয়াছিলেন, যথা :—

"শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়, মহীধর।
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর॥"

বিশ্বকোষকার বলেন, "এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া ভুবন-মঙ্গল হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ মদন-মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাস পরমসুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীই তাঁহার পরিচায়ক। জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে "গোস্বামী" শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।"

দৈবকীনন্দন দাস।

দৈবকীনন্দনের স্বপ্রণীত বৈষ্ণব-বন্দনাগ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু প্রভু নিত্যানন্দের পার্ষদভক্ত ছিলেন। ইঁহার নাম পুরুষো-ত্তমদাস, ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র। বলা বাহুল্য যে, দৈবকীনন্দন স্বয়ং নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—

"ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥"

ইনি যে পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন, তাহা মনোহরদাস-কৃত "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।
দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।
তেঁহো যে করিল বড় বৈষ্ণববন্দনা॥"

দৈবকীনন্দন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা বৈষ্ণববন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিসহর ছিল। তত্ত্বনিধি মহাশয় ও শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষ "বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থ রচনার একটী ইতিহাস দিয়াছেন। তাহা এই ;—কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট এক গুরুতর অপরাধ করিয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। পরে মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারই উপদেশে অপরাধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি-লেন ; পণ্ডিত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং তাঁহাকে দুইটী আদেশ করিলেন, যথা :—

(১) "পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে"। অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যা-গমনপূর্ব্বক পুরুষোত্তম কবিরাজের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর।

(২) "বৈষ্ণবনিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণববন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥"

অর্থাৎ তুমি বৈষ্ণবাপরাধগ্রস্ত ; অতএব যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে বৈষ্ণববন্দনা কর। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "সেই বৈষ্ণবাপরাধী বিপ্রই এই মহাজন" অর্থাৎ দৈবকীনন্দন দাস। শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষও তাহাই বলেন।

উপরের ঘটনাগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দৈবকীনন্দন মহা-প্রভুর সমসাময়িক। এ বিষয়ে "বৈষ্ণববন্দনা" গ্রন্থেই আর এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। মৃণালকান্তি যে একখানি হস্তলিখিত বৈষ্ণববন্দনা পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌর-প্রিয়া-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কয়েকটী পংক্তি আছে। যথা :—

"প্রভুপাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উলসিত হিয়া॥

বৈষ্ণব গোসাঞীর নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্রতীর্থ মুঞি করিল ভ্রমণ ॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিলুঁ শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিলুঁ নয়নে ॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিলুঁ শুনিলুঁ।
সর্ব্ব প্রভুর নাম মালাগ্রন্থন করিলুঁ ॥"

এই কয়েক পংক্তি হইতে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপ্রভুর সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও তদীয় সমসাময়িক বৈষ্ণবদিগের নামই "বৈষ্ণববন্দনায়" স্থান পাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্টি হয়, "চাপাল গোপাল" বা গোপাল ঠাকুর নামক একব্যক্তি সংকীর্ত্তন সময়ে শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার না পাইয়া, ভবানীপূজার সামগ্রী সকল লইয়া শ্রীবাসের গৃহদ্বারে তাহা বিদ্রূপ করিবার জন্য রাখিয়া আইসে, সেই অপরাধে তাহার নিদারুণ কুষ্ঠব্যাধি হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, যথা :—

"একদিন বিপ্রনাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥
মদ্যভাণ্ডপাশে ধরি নিজঘর গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাতে দেখিল ॥"

এই হইল "বৈষ্ণবাপরাধ"। ইহার ভগবদ্দত্ত দণ্ড এই হইয়াছিল :—

"তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলায়ে অন্তর ॥"

এই গোপাল ঠাকুরই ঈদৃশ বৈষ্ণবাপরাধী, তাঁহারই কুষ্ঠব্যাধি হয়, এবং তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের ক্ষমাগুণে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং

অন্য লেখকেরা নীরব থাকিলেও আমরা যদি অনুমান করি যে, দৈবকী-নন্দনের পূর্ব্বনামই "চাগাল গোপাল" ছিল, তবে বোধ হয় অসঙ্গত না হইতে পারে। শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ায় "অপরাধভঞ্জন" প্রবন্ধলেখকও এইরূপ অনুমান প্রকারান্তরে করিয়াছেন।

ধনঞ্জয় দাস।

বৈষ্ণববন্দনায় দৈবকীনন্দন দাস ইহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি "পণ্ডিত" আখ্যাধারী ছিলেন; এবং প্রথমে বিলাসী গৃহস্থ ছিলেন। পরে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে, সর্ব্বস্ব গুরুদেবকে অর্পণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। বর্দ্ধমান-জেলার ছাঁচড়া পাচড়া গ্রামে ইহাঁর বাস ছিল। বৈষ্ণববন্দনায় ইহাঁর পরিচয়, যথাঃ—

"বিলাস বৈরাগ্য বন্দ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥"

নরহরি দাস। (সরকার ঠাকুর)

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে নরহরি সরকারের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে সরকার ঠাকুরের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্তঘটিত কোন কথা পাওয়া যায় না। বৃন্দাবন দাস কি অপর মহাজনদিগের সম্বন্ধে যেরূপ অনেক স্থানীয় প্রবাদ আছে, ইহার সম্বন্ধে তাহারও অসদ্ভাব। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীমন্নারায়ণ দেব সরকার নামে একজন ধার্ম্মিক বৈদ্য বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, কনিষ্ঠ নরহরি। অনুমান ১৪০০ শকে ঠাকুর নরহরি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর, তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃতে পরম পণ্ডিত ছিলেন; এবং "ভক্তিচন্দ্রিকাপটল" ও

"ভক্তামৃত-অষ্টক" নামে গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। শ্রীখণ্ডে স্থাপিত ছয়টী বিগ্রহ মধ্যে মহাপ্রভুর ও প্রভু নিত্যানন্দের মূর্ত্তি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত। নরহরির জ্যেষ্ঠ সহোদর মুকুন্দ দাস গৌড়বাদসাহের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। মুকুন্দতনয় ঠাকুর রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নরহরির অপ্রকটের পর রঘুনন্দনই ছয়টী প্রতিমূর্ত্তির সেবার্চ্চনাদি করিতেন। নরহরি পূর্ব্বলীলায় মধুমতী সখী ছিলেন, গৌরাঙ্গ-লীলায় মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন; এবং মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজন করিতেন। নরহরি সরকার বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কপালে চন্দনলেপন করিতেন।

প্রবাদ আছে, একদা সরকার ঠাকুর কোন বৈষ্ণবের দ্বারা স্বীয় কাষ্ঠপাদুকা বহন করাইয়াছিলেন। এই তত্ত্বশ্রবণে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার প্রতি এতই বিরক্ত হয়েন,—স্বরচিত চৈতন্যভাগবতে সরকার ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। তবে মহাপ্রভুর পরিকরবর্ণনে প্রধান ভক্ত নরহরির উল্লেখ না থাকিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হইবে, এই ভয়ে প্রকারান্তরে সরকার ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—

"কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবার পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ চামর ঢুলায়॥"

আরো একটী প্রবাদ আছে যে, সরকার ঠাকুর বৃন্দাবন দাস-কৃত চৈতন্যভাগবত দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে স্বীয় গ্রন্থ দেখিতে দেন নাই। সেই জন্য নরহরি সরকার স্বীয় শিষ্য লোচনদাসকে চৈতন্যলীলাবিষয়ক এক গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করেন। লোচনদাস-কৃত "চৈতন্যমঙ্গল"ই সেই আদেশের ফল। এই সুললিত সঙ্গীতময় গ্রন্থ ১৪৫৯ শকে রচিত। এই প্রবাদ-দ্বয়কে কেহ কেহ আমূল মিথ্যা জ্ঞান করেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই উভয় স্থলেই প্রকৃত ঘটনা রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমবৈষ্ণব সরকার ঠাকুর কখন অন্য বৈষ্ণব দ্বারা স্বীয় কাষ্ঠপাদুকা বহন করান নাই। বোধ করি, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন জন্য কোন বৈষ্ণব স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস সরকার ঠাকুরের বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু যতই বিরক্ত হউন না কেন, তিনি কখনও এত অশিষ্ট হইতে

পারেন না যে, সরকার ঠাকুর তদীয় গ্রন্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সে গ্রন্থ দেখিতে দেন নাই। ভক্তনামধারী কোন ভক্ত ও ব্যাল্লীক যে এ সকল গল্পের স্রষ্টা, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সরকার ঠাকুরই প্রথমে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করেন; কেহ বলেন পদাবলীতে, কেহ বলেন স্বীয় "করচা" গ্রন্থে। আমাদিগের অনুমান হয়, নরহরি সরকারের "করচার" কথা মিথ্যা, অন্ততঃ কেহ কখন এই "করচা" খানি দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। পদ দ্বারা সরকার ঠাকুর গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তদ্রচিত এই পদাংশেই বর্ত্তমান। যথাঃ—

"কিছু কিছু পদ লেখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয় প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"

যে পদটীর শেষ দুই পংক্তি উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হয়। আমরা যে সময়ের ইতিহাস লিখিতেছি, তাহার প্রায় বিংশতি বর্ষ পরে বৃন্দাবনদাসের জন্ম; এবং প্রায় ৪০ বৎসর পরে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু সরকার ঠাকুর ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া, কি বলিয়াছেন; শুনুনঃ—

"গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পঁহু॥"*

১৪৬৩ শকাব্দে সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হয়। খণ্ডবাসী গোস্বামী প্রভুগণ এই সরকারবংশজাত। নরোত্তম দাস ঠাকুর "হাটপত্তন" নামক প্রবন্ধে অল্পাক্ষরে সরকার ঠাকুরের অতি সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, যথাঃ—

---

*এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া জনৈক বৈষ্ণবলেখক কোন সময়ে বলেন, "অমিয়-নিমাইচরিতই এইগ্রন্থ, এবং শিশির বাবুই এই গ্রন্থকার"। আবার স্বয়ং শিশির বাবু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় লেখেন, যে এই পদাংশ-নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকার ভবিষ্যতে জন্মিবেন। কিন্তু আমাদের অনুমানই সঙ্গত বলিয়া বোধ করি। কেন না, নরহরি সরকার প্রকারান্তরে মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত করচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন "ভাষায় রচনা হৈলে" ভাষা বলিতে বঙ্গভাষা বুঝিতে হইবে এবং বঙ্গভাষায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতই আদি গ্রন্থ।

"প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সরকার ঠাকুর ব্রজদেবীগণের ন্যায় প্রেম-মাতোয়ারা ছিলেন, এবং গৌরপ্রেমমদিরাপানে আপনি মাতাল হইয়া, গৌরাঙ্গ-প্রেমে জগৎকে মত্ত করিতেন।

অদ্বৈতবিলাস-গ্রন্থকার নরহরিদাসও একটী পদে সরকার ঠাকুরের বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—

"জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী যার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরগুণরাশি॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, সরকার ঠাকুর ভজনামৃত নামে একখানি সংস্কৃত সিদ্ধান্তগ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থের নাম নামামৃত-সমুদ্র।

নয়নানন্দ দাস।

নয়নানন্দ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রবীণ ও প্রিয়শিষ্য। গদাধরের কনিষ্ঠ বাণীনাথ মিশ্র, নয়নানন্দ সেই বাণীনাথের পুত্র। ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট-ভরতপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। ভরতপুর গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। পণ্ডিত যখন নীলাচলে যান, তখন নয়নানন্দকে এই বিগ্রহসেবায় নিযুক্ত করিয়া যান।

নয়নানন্দের আদি নাম ছিল ধ্রুবানন্দ; এবং চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি "মিশ্রনয়ন" নামে উল্লিখিত। নবদ্বীপবাসী রসিকলাল বাবাজীর নিকট যে প্রাচীন হস্তলিখিত প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়:—— "পণ্ডিত গোসাঞীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ।
পুষ্পগোপাল, গোপালদাস, আর ধ্রুবানন্দ॥"

ধ্রুবানন্দের ন্যায় "পুষ্পগোপাল" ও "গোপালদাস" ও কি নয়নানন্দের নামান্তর? নয়নানন্দের রচিত একটী পদে আমাদিগের ন্যায় অনেক পাঠকের মনেই বিশেষ গোল বাঁধিবার সম্ভব। ঐ পদের শেষ দুই চরণ এই:—

"কহে নয়নানন্দ, নদীয়া আনন্দ, আনন্দে ভুবনভোরা
দুঃখিত জীবন, মাধবনন্দন, চরণে স্মরণ মোরা॥"

গদাধর ও বাণীনাথই "মাধবনন্দন"। নয়নানন্দের পদের ভণিতায় তাঁহাদের কথা কেন? এবং এখানে "মোরা" শব্দই বা কেন ব্যবহৃত হইল?

নয়নানন্দ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপধামে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৌরাঙ্গ ও গদাধর ভাবভরে যখন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন; তখন ধ্রুবানন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ পদ রচনা করিতেন। এইরূপে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের যে লীলা দর্শন করিতেন, কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া ধ্রুবানন্দ তখনই তাহা পদে বর্ণন করিতেন। এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত উভয়েই ধ্রুবানন্দকে ভাল বাসিতেন। এবং গদাধর পণ্ডিতই ধ্রুবানন্দের নাম "নয়নানন্দ" রাখেন।

প্রাগুক্ত প্রবাদের অনুকূলে পদসমুদ্র-গ্রন্থে একটী পদ আছে, যথাঃ—
"পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ানমিশ্র। বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য॥"
"পণ্ডিতের পাছে নয়ন থাকে সর্ব্বক্ষণ। প্রভু লীলা দেখি পদ করয়ে বর্ণন॥"
"ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা! নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা॥"
নীলাচল যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা। শ্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা॥" *

খেতুরীর মহোৎসবে নয়নানন্দও উপস্থিত ছিলেন।

নরোত্তম দাস।

রাজসাহী জেলায় গোপালপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব দত্তবংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। গোপালপুর মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী হইতে উত্তরপূর্ব্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে খেতুরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে

* দ্বিতীয়, ৩য়, ও ৭ম, চরণে "প্রভু" অর্থে গদাধর পণ্ডিতকে, এবং চতুর্থ পদের "প্রভু" শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিতে হইবে

ও নারায়ণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। পুরুষোত্তম দত্ত নামে কৃষ্ণানন্দের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার সন্তোষদত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত, ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য্যপর্য্যালোচনার ও বিষয়রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সুতরাং সন্তোষ দত্তই গোপালপুরের রাজা হইলেন। কেহ কেহ সন্তোষ দত্তের নাম বসন্ত দত্ত কহেন, এবং বলেন যে, তিনি শিয়ালা নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। তাহার বর্ত্তমান নাম শিয়ালা বসন্তপুর। এই গ্রাম খেতুরী হইতে অধিক দূর নহে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর নরোত্তম বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতিক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দ পুরির সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পূর্ব্বোক্ত খেতরী গ্রামের অনুমান একক্রোশ দূরে নরোত্তম ঠাকুরের "ভজন-খুলি" বা ভজনালয় ছিল; এই স্থান এইক্ষণ "ভজনটুলি" নামে প্রসিদ্ধ। এইস্থলে নরোত্তমের জন্য এক "ভজনবেদিকা" ও "ভজনাসন" প্রস্তুত হয়। উহাতে বসিয়া তিনি প্রত্যহ ভজন সাধন করিতেন। স্বদেশ-প্রত্যাগমনের কিছুদিন পর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ, ও রাধাকান্ত নামে ছয়টী বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্তদিবসব্যাপী এক সুবৃহৎ মহোৎসব হয়; যাহা বৈষ্ণব-জগতে "খেতরীর মহোৎসব" নামে খ্যাত। এই মহোৎসবে দেনুড় হইতে বৃন্দাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ; ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোকুলদাস, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস, ও নরহরি সরকার, ও একচক্রা হইতে পরমেশ্বরীদাস প্রভৃতি মহান্ত, ভক্ত মনোহরদাস, পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়ার সমাগম হয়। এইজন্য বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "এই উৎসব, অতীত-ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটী পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। * * এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।" এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত,

অলৌকিক, অসাধারণ ব্যাপার, তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ-কৃত নরোত্তমচরিত পাঠ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপরোক্ত ছয় বিগ্রহের মধ্যে রাধারমণবিগ্রহকে নরোত্তম স্বীয় প্রধান শিষ্য সয়দাবাদনিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে দান করেন। জেলা মুরশিদাবাদ বালুচরে শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামীর গৃহে অধুনা এই বিগ্রহের সেবা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রায় সমকালে, ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে খেতুরীতে এক মহামেলা হয়; তাহাতে বহুলোক আগমন করেন। নরোত্তমের জীবনে অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখা যায়; আমরা তত্তাবতের উল্লেখ করিলাম না। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকেরা প্রেমবিলাস, শ্রীনিবাস-চরিত্র, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধ-ভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, সদ্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ ও উপাসনাপটল। কিন্তু "প্রার্থনা" নামক গ্রন্থের জন্যই নরোত্তম সাহিত্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফলতঃ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ন্যায়, প্রাণস্পর্শী, হৃদয়দ্রবকারী চিত্ত-উন্নতকারী প্রার্থনা জগতের কোনভাষায় ও কোন ধর্ম্মে আছে কি না, সন্দেহ। আবার নরোত্তমের "হাটপত্তন" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই বা কি সুন্দর, কি ভাবশুদ্ধ, কি মনোহারী! যেন সমস্ত বৈষ্ণব,-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাসিত করিয়া ঐ "হাটপত্তনের" পত্তন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হাটপত্তনের বহু অনুকরণ হইয়াছে, আমরা মূলগ্রন্থের টীকায় কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সাধু বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, ঐ হাটপত্তন পাঠ করিলে সমগ্র চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠের ফললাভ করা যায়। নরোত্তমদাস এক অসাধারণ ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তি বঙ্গভূমে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এইজন্য ইহাঁকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের হৃদয়বন্ধু ছিলেন। তত্বনিধি মহাশয় বলেন, "উভয়ে এত প্রীতি

ছিল যে, স্ত্রী-স্বামী বা কোন যুবক-যুবতীর মধ্যেও তাদৃশ প্রণয় পরিদৃষ্ট হয় না।”

পরমেশ্বর দাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা-গণনায়, ইঁহার নাম, যথাঃ—

“পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ।”

আবার চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে ইঁহার চারিবার উল্লেখ আছে; যথাঃ—

(১) “পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥”

(২) “কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস॥”

(৩) “কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুইজন।
গোপালভাবে হৈহৈ করে অনুক্ষণ॥”

(৪) “নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥”

বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীপরমেশ্বর দাস* “কেত” বা কাউগ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। কাহার কাহার মতে ইনি শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য। খেতুরীর মহামেলাতে ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সঙ্গে গিয়াছিলেন। ঠাকুরাণী খেতুরীতে যাইতেছেন, তখন :—

“ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস॥” নরোত্তমবিলাস।

খেতুরী পরিত্যাগ সময়ে সন্তোষ রায় জাহ্নবা ঠাকুরাণীকে উপঢৌকন স্বরূপ যে যে সামগ্রী দিয়াছিলেন; তাহা পরমেশ্বর দাসের হস্তেই অর্পণ করেন। নরোত্তম বিলাসে যথা :—

---

* চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত ও নরোত্তম-বিলাসে এই নাম দেখি। কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইঁহার প্রকৃত নাম পরমেশ্বরী দাস।

"শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাস সমর্পিল তাহা॥"

আবার শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন রামচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, তখন বীরচন্দ্রের আদেশক্রমে পরমেশ্বর দাস তাঁহাদিগের প্রধান রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন। যেই মাত্র ঠাকুরাণীর শিবিকা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল; বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণ ঠাকুরাণীকে গ্রহণ জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। তখন পরমেশ্বর দাসই জাহ্নবা দেবীর নিকট গোস্বামীগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন:—

"ঈশ্বরীর আগে শ্রীপরমেশ্বর দাস।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ॥
শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতাদি এক সাথ॥
এ সকলে আইলেন আগুসরি লৈতে।
এত কহি সবারে দেখান দূর হৈতে॥" নরোত্তমবিলাস।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া শ্রীপাট খড়দহ লইয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্যরত্ন, শ্রীরঘুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর, ও রামচন্দ্র কবিরাজ, পরমেশ্বর দাসের প্রতি যার পর নাই ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। প্রবাদ—আছে যে, এই সকল মহাত্মারা একদা পরমেশ্বর দাসের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন; এবং সেই অবধি তাঁহাকে অপ্রাকৃত মনুষ্য বা নর-নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইনি কিছুদিন গরলগাছা গ্রামে বাস করিয়া ছিলেন। পরে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশ ক্রমে "তড়া আটপুর" গ্রামে গমনপূর্ব্বক "শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ" বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম "শ্যামসুন্দর" হইয়াছে। অধুনা শুনিয়াছি, চাঁচড়া রাজাদিগের সরকার হইতে শ্যামসুন্দরের সেবা সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বর দাসের প্রভাব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। আমরা দুইটী বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। একদা আটপুরে পরমেশ্বর দাস ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন; এমন সময়ে গ্রামের কোন দুষ্ট লোক একটী মৃত শৃগাল কীর্ত্তন

দলমধ্যে নিক্ষেপ করে। পরমেশ্বরদাস সেই শৃগালকে জীবিত করিয়া কীর্ত্তনে নাচাইয়াছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায়, যথা:—

"পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালেরে নাম দিল সংকীর্ত্তনস্থানে॥"

২। পরমেশ্বরদাস একদিন ঐ আটপুর গ্রামে দুইখানি দন্তধাবন-কাষ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তাহা অতি সত্বর দুইটী প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পুরুষোত্তম দাস।

চৈতন্য-চরিতামৃতের শাখাগণনায় চারিজন পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় জন অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য; তৃতীয় ও চতুর্থ জন প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য। যথা—

(১) পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আরো কৃষ্ণদাস।
(২) পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
(৩) নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যার মহোন্মাদ হয়॥
(৪) শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥

বৈষ্ণববন্দনা পুস্তকেও এই চারিজনের উল্লেখ দেখিতে পাই। চতুর্থ জনের পরিচয় প্রবন্ধান্তরে দিয়াছি। অপর তিন জনের যথা —

(১) বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী॥
(২) পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজন।
প্রভু যারে দিল আচার্য্য গোসাঞীর স্থান॥
(৩) রত্নাকরসুত বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম।
নদীয়ায় বসতি যার দিব্য তেজোধাম॥

প্রথম দুইজন সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ মিল আছে। "নবদ্বীপের

পুরুষোত্তম পণ্ডিত” আর “রত্নাকরসুত পুরুষোত্তম ‘যার নদীয়ায় বসতি’ যে এক ও অভিন্ন, তাহারও কোন সন্দেহ নাই।

সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসই পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য হইলেও ইহাঁর অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে গঙ্গাগতি মাধবাচার্য্য একজন ও দৈবকীনন্দন অপর জন। চৈতন্য-ভাগবতেও সদাশিব-পুত্র পুরুষোত্তমের উল্লেখ আছে, যথা :—

“সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। যার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দ-চন্দ্র যার হৃদয়ে বিহারে॥”

ইহাঁর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহর। উপরের চারিজন পুরু-ষোত্তম ব্যতীত, আমরা আর একজনের সংবাদ পাইয়াছি। যশোর জিলার অন্তর্গত বোধখানাগ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। ইহাঁর বংশধর গোস্বামিগণ অদ্যাপি অতি প্রসিদ্ধ। এই পুরুষোত্তমের উপাধি “স্তোককৃষ্ণ” ছিল।

প্রসাদ দাস।

তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকাতে লিখিয়াছেন, “পরবর্ত্তী ভক্তগণ মধ্যে প্রসাদ দাস নামে অনেকেই ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এক প্রসাদদাস বৈরাগীর নাম নরোত্তমবিলাসে পাওয়া যায়। রসিক-মঙ্গলে শ্যামানন্দ-পরিবার-গণনায়ও এক প্রসাদদাসের নাম দৃষ্ট হয় এবং কর্ণানন্দে আচার্য্য প্রভুর শাখাগণনায় একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে।” বিগত বর্ষে তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট যে এক পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, “করণকুলোদ্ভব করুণাময়দাসের বাড়ী বিষ্ণুপুর। ইহাঁর দুই পুত্র, উভয়েই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বাটীতে থাকিয়া, তদীয় সমস্ত লিপিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই জন্য ইহাঁ-দিগকে ‘বিশ্বাস’ বলিত। তৎপূর্ব্বে ইহাঁদের কুলাগত ‘মজুমদার’ উপাধি ছিল। এই বিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের কনিষ্ঠের নামই প্রসাদদাস। আচার্য্য প্রভুর কৃপায় এই প্রসাদদাসই ‘কবিপতি’ হইয়া উঠেন।

প্রেমদাস।

প্রসিদ্ধ কবি প্রেমদাসের আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, পদবী সিদ্ধান্ত-বাগীশ। নবদ্বীপের গোকুলনগর বা কুলিয়াগ্রামে কশ্যপমুনির বংশে কাশ্যপগোত্রে বিপ্রকুলে গঙ্গাদাস মিশ্রের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাঁর জন্ম, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইনি ষোলবর্ষ বয়ঃক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম প্রাপ্ত হয়েন। মথুরাদি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিবার পর বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দজীউর সূপকারপদে নিযুক্ত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, তিনি গোবিন্দজীউর পূজারি ছিলেন। প্রবাদ এই যে, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন প্রভু প্রেমদাসকে কবিত্ব বর প্রদান করেন। ইনি ১৬৩৪ শকে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের স্বাধীন পদ্যানুবাদ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ইহাতে অনেক নূতন কথা অতিরিক্ত সংযোজিত হওয়াতে কাব্যখানি অত্যন্ত মনোহর হইয়াছে। ১৬৩৮ শকে ইহাঁর মৌলিক কাব্য বংশীশিক্ষা রচিত হয়। প্রমাণ যথা :—

"ষোলশত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে,
প্রেমদাস করিল লিখন।" (চৈঃ চঃ নাঃ)

পুনশ্চঃ—"শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে॥
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষাগ্রন্থ করিল বর্ণন॥" (বং শিঃ)

প্রাগুক্ত স্বপ্নদর্শনের পরই তিনি গৌরলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন।

এই দুই গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহার সুমধুর পদাবলী আছে এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে "পদাবলী সাহিত্যেই তাঁহার অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।" ফলতঃ প্রেমদাস কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না, একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়বিষয়ক পদটী পরম্পরিত রূপকের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল; এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনার পদটী প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার আদর্শ বলিলে হয়। প্রেমদাসের অনেক পদ

পড়িতে পড়িতে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়। প্রেমদাস ও প্রেমানন্দদাস যদি একব্যক্তি হয়েন, তবে ইঁহার "মনঃশিক্ষা" নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য আছে। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; এবং মনঃশিক্ষাপাঠে দেখা যায়, তিনি একজন ঘোর সংসারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। প্রেমদাসের অধিকাংশ পদাবলী পড়িলে হৃদয় শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারসে দ্রবীভূত হয়; এবং মনঃশিক্ষা পড়িলে মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া সংসারাসক্তি বিদূরিত হয়।

ভাষাচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে প্রেমদাস লিখিয়াছেন যে, "যবে ষোল বর্ষ বয়ঃ, তবে হৈল ভাগ্যোদয়, গিয়াছিনু মথুরামণ্ডলে।" বিশ্বকোষকার বলেন "যখন তাঁহার ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী তখন শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী। গোস্বামী প্রেমদাসকে বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন, তাঁহাকে গোবিন্দের পাককার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেখানে তিনি কএক বৎসর ছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনয়ন করেন। বাড়ী আসিয়া প্রেমদাস শান্তিপুরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি নবদ্বীপে যান। নবদ্বীপে গিয়া তিনি রাত্রিকালে মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করেন। তখনই তাঁহার চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে ইচ্ছা হয়; তাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের উৎপত্তি। প্রেমদাস ইচ্ছা করিয়াই "সূপকার" বা "পূজারির" হীনপদ গ্রহণ করেন। তাঁহার যে কৃষ্ণদাস্যে অভিলাষ ছিল, তাহা এইরূপে পূর্ণ হয়। নতুবা তাঁহার ন্যায় নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও অভিজ্ঞ, পরন্তু "সিদ্ধান্তবাগীশ" উপাধিধারী পণ্ডিত, অন্ততঃ একটা টোল স্থাপন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। প্রেমদাস বংশীশিক্ষায় যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

"———গোরা যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধপ্রপিতামহ, শ্রীগোকুলনগরে সেহ,
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা।*

---

* প্রেমদাস আপন বাসগ্রামের নাম এইরূপ লিখিয়াছেন :—"কুলনগর গ্রামে গৃহাশ্রম কৈলা" কোন জিলায় "কুল" গ্রাম ছিল দেখেন নাই।"—বিশ্বকোষ।

কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল-অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মনিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞাবলী,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রেমদাসের প্রপিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতামহের নাম মুকুন্দানন্দ মিশ্র এবং পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। প্রেমদাসের অপর পাঁচ সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে ৩ জন শৈশবেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবশিষ্ট দুই জনের মধ্যে শ্রীগোবিন্দরাম জ্যেষ্ঠ ও রাধাচরণ মধ্যম. ইহাঁর "আনন্দভৈরব" ও "চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী" নামে আরো দুইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে।

বলরাম দাস।

বলরামদাস লইয়া সাহিত্য-জগতে বিষম গোল। আমরা নিম্নে ১৯ জন বলরামের তালিকা দিতেছি। ইহার মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয়ের বিস্তারিত জীবনী লিখিব, কারণ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই দুইজনই কবি ও পদকর্ত্তা।

(১) প্রেমবিলাসরচয়িতা নিত্যানন্দদাসের নামান্তর বলরামদাস। ইনি পূর্ব্বলীলায় "বড়াইবুড়ী" ছিলেন। ইহার বিষয় চৈতন্যভাগবতে যথা :—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে যথা :—

"বলরাম দাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

আবার বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—

সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস॥"

(২) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছীগ্রামবাসী, নিত্যানন্দশিষ্য বলরাম দাস। ইনি পূর্ব্বলীলার সুমন্দিরা সখী। কবিরাজ গোস্বামিকৃত "স্বরূপ-বর্ণন" নামক গ্রন্থে যথা :—

"মন্দির মার্জ্জন করেন সুমন্দিরা সখী।
এবে তাঁর বলরামদাস খ্যাতি লিখি॥"

"ভাবামৃত-মঙ্গল"গ্রন্থেও ইহাঁর দুইবার উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা :—

"জয় প্রভু প্রিয় শ্রীবলরাম দাস।
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস॥"

পুনশ্চ :—"জয় দ্বিজ বলরাম দোগাছিয়াবাসী।
গৌরগুণগানে যেই মত্ত দিবানিশি॥"

(৩) মহাপ্রভু যখন দক্ষিণাপথ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন এক বলরাম দাস রামশিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। গোবিন্দের কড়চায় যথা :—

"রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হৈয়া পুলকিত॥"

(৪) বৈষ্ণববন্দনায় আর এক বলরাম যথা :—

"কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্বের প্রচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥"

(৫) বৈষ্ণববন্দনায় দ্বিতীয় এক বলরাম যথা :—

"বন্দ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম বশ যার হয়॥"

(৬) নরোত্তমবিলাসে "পূজারি বলরাম" ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক শিষ্য।

(৭) উক্তগ্রন্থে "বলরাম কবিরাজ নামে একজন।

(৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায় "কবিনৃপবংশজ, ভুবনবিদিতযশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম॥"

(৯) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য "কবিপতি" বলরাম।

(১০) উক্ত গ্রন্থে শ্রীনিবাসশাখায় আর একজন বলরামের নাম আছে।

(১১) অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্রের নাম বলরাম।

(১২) বলরাম দাস নামে জনৈক হিন্দু রাজা অযোধ্যাপ্রদেশের গোণ্ডা-জেলার অন্তর্গত বলরামপুররাজ্যস্থাপন করেন।

(১৩) নদীয়া গোয়াড়ীনিবাসী বলরামদাস নামে জনৈক চৌকিদার, বলরামভজাদলের প্রবর্ত্তক। ইনি জাতিতে হাড়ি ছিলেন। বলরামভজা-সম্প্রদায় এখন নদীয়া, বর্দ্ধমান ও পাবনা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে।

(১৪) বৈষ্ণববন্দনায় "বলরাম মাহাতির" নাম পাওয়া যায়।

(১৫) "দেব" আখ্যাধারী বলরাম। ইনি দাক্ষিণাত্যের জয়পুর-রাজবংশীয় জনৈক রাজা। নন্দীপুরে ইহাঁর রাজধানী ছিল।

(১৬) "বর্ম্মা" আখ্যাধারী বলরাম। দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের জনৈক রাজা।

(১৭) "কবিকঙ্কণ" উপাধিবিশিষ্ট বলরাম। ইনি মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থ অনুবাদ করেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

(১৮) "পঞ্চানন" উপাধিধারী বলরাম। ইনি ধাতুপ্রকাশ ও তৎটীকা এবং প্রবোধপ্রকাশ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

(১৯) শ্রীল বাবু শিশির কুমার ঘোষের নামান্তর বলরাম দাস।

প্রেম-বিলাসরচয়িতা নিত্যানন্দদাসের পূর্ব্ব নাম বলরাম দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য, নিবাস শ্রীখণ্ডগ্রামে। ইহাঁর পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। ১৪৫৯ শকাব্দায় ইহাঁর জন্ম। ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য ; এবং খেতুরীর মহোৎসবে যথন জাহ্নবা গমন করেন, তথন অন্যান্য নিত্যানন্দ-ভক্তগণ সহ বলরাম দাসও গিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও "বিজ্ঞবর।" যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

"মুরারি, চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর।
পরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর॥"

বলরামকে অনেকে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বলেন। কিন্তু তিনি যে

জাহ্নবা ঠাকুরাণীর শিষ্য, তাহা স্বয়ং প্রেমবিলাস স্বীকার পাইয়াছেন। যথা :—

"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "পদকর্ত্তা আত্মারাম দাসই কবি বলরামের পিতা।" প্রেমবিলাসে বলরাম যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
আমি এক পুত্র, মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরামদাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা॥"

এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া জানা গেল যে, বলরাম দাসের মাতা পিতা ভিন্ন সংসারে আপন বলিবার অন্য কেহ ছিল না। তাই শৈশবে মাতৃপিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি বাস্তবিক "অনাথ" হইয়াছিলেন। তাঁহার যে কেহ ছিল না, শুধু তাহাই নহে; আমরা অনুমান করি, তাঁহার কিছুও ছিল না, বস্তুতঃ তিনি অনাথ ও দরিদ্র বালক ছিলেন। আমাদিগের এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। কবির পিতা আত্মারাম দাস একজন নগণ্য কবি ছিলেন; প্রায় সকল দেশের কবিরাই নিঃস্ব, বাঙ্গালার কবি চিরকাল দীন দরিদ্র, ইহার প্রমাণ বা উদাহরণ দিবার প্রয়োজন দেখি না। আত্মারাম দাস কেবল পদরচনা বা কীর্ত্তন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহা তাঁহার পত্নী, শিশুপুত্রের ও আপনার ভরণ-পোষণেই ব্যয় হইত। সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, দিনপাত হওয়াই দুষ্কর ছিল। সুতরাং মৃত্যু-সময়ে যে তিনি বলরামের জন্য কিছু রাখিয়া

গাইতে পারেন নাই, সে কথা স্থির নিশ্চয়। অতএব বলরামের পক্ষে "অনাথ হইয়া" "অনিবার" ভাবিবারই সম্ভাবনা। ইতিপূর্ব্বে প্রেমবিলাস হইতে যে দুই চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাহ্নবা ঠাকুরাণী বলরামের দীক্ষা-গুরু। আমরা উহার দ্বিতীয় চরণ হইতে আরো কিছু বৃত্তান্ত অনুমান করিতে চাই। বলরাম দাস ঈশ্বরীর দয়া সম্বন্ধে কহিতেছেন যে, "ঠাকুরাণী আমার প্রতি এতই দয়া করিয়াছিলেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না॥" ঈশ্বরী যে বলরাম দাসকে কেবল "কৃপার ভাজন" অর্থাৎ শিষ্য করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। আমরা অনুমান করি, তিনি বলরামের অশন, বসন, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস একখানি উচ্চদরের কাব্যেতিহাস, উহার বিষয় যোজনা, শৃঙ্খলাকরণ, এবং বর্ণন সর্ব্ববিষয়েই গ্রন্থকারের প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থরচনা সামান্য লেখা পড়া জানা লোকের কর্ম্ম নহে। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, জাহ্নবা ঠাকুরাণী বলরামকে তৎকাল-প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রেমবিলাস ছাড়া, "গৌরাঙ্গাষ্টক" ও বাঙ্গালা "বীরচন্দ্রচরিত" নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে।* বলরাম দাস বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, এবং তাঁহার সন্তানাদি জন্মিয়াছিল কি না, জানা যায় না, কিন্তু তদ্রচিত একটী পদাংশ এই :—

"তৃতীয় সময়কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,
পুত্রকলত্র গৃহবাস॥
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে,
হরিপদে না করিনু আশ॥"

এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া সুচতুর ও সুবিজ্ঞ বিশ্বকোষ রচয়িতা বলেন "এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না লইয়া তাঁহার আত্মপক্ষে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাও হইয়াছিল।" ইহার উপর আমরা এইটুকু যোগ করিতে চাই যে, এই বিবাহ জাহ্নবা ঠাকুরাণীর অনুমতি ও সাহায্যে হইয়াছিল।

* ইহাঁর রচিত আর তিনখানি গ্রন্থের নাম "রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত ও হাটবন্দনা।"

ভাবামৃত-মঙ্গল-গ্রন্থোক্ত বলরাম দাস সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "ইনি স্পষ্টতঃ গৌরভক্ত ও ব্রাহ্মণ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কবি বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন না॥" কিন্তু দোগাছী-নিবাসী বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় যখন বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ও আমার নিকট এক স্বতন্ত্র পত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দোগাছীনিবাসী নিত্যানন্দশিষ্য বলরাম দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, তখন ইনিও যে বিখ্যাত কবি ও পদকর্ত্তা, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমরা গুরুদাস বাবুর সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বনপূর্ব্বক এই পদকর্ত্তা বলরাম দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের মতে, বলরাম দাস ঠাকুর পাশ্চাত্য বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়; আদিনিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর বলরাম দাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরমধ্যবর্ত্তী দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বলরামদাস ঠাকুর যে শ্রীগোপালমূর্ত্তির সেবা করিতেন, ঐ মূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির অদ্যাপি দোগাছিয়া গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু একদা সশিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় প্রিয়শিষ্যের প্রগাঢ়ভক্তি ও গোপালসেবার সুপদ্ধতিদর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বলরামদাসকে স্বীয় শিরোভূষণ (পাগড়ি) প্রদান করিয়া যান। ঐ পাগড়ী অদ্যাপি বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধরগণ পরমযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিবসে বলরামদাস ঠাকুরের তিরোধান উপলক্ষে দোগাছিয়াগ্রামে প্রতিবর্ষে এক মেলা হয়। ঐ মেলার সময় অনেক দূর হইতে বৈষ্ণবগণ আসিয়া ঐ পাগড়ি দর্শন-পূর্ব্বক জীবন সার্থক করেন।

বলরাম দাস কর্ত্তৃক শ্রীগোপালমূর্ত্তি প্রাপ্তি ও স্থাপনসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী মহাশয়ের উক্তি আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"নিত্যানন্দ প্রভু যখন বলরাম ঠাকুরকে দীক্ষাপ্রদান করেন, তখন তিনি তাঁহাকে গোপালমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলেন এবং গোপালের রূপ তাঁহার নিকট বর্ণন করেন। বলরামের হৃদয়ে সেইরূপ অঙ্কিত

হইয়াছিল। তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন, আর শ্রীমৎনিত্যানন্দ প্রভুর বর্ণিত মনোহর গোপালমূর্ত্তির রূপমাধুরী আস্বাদন করিতেন। কিন্তু কোথাও সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া আকুলহৃদয়ে কালযাপন করিতেন। দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ স্বীয় শিষ্যের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া বলরামকে বলেন, জগন্নাথ ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পার্শ্বে যে গোপালমূর্ত্তি আছেন, সেই তোমার মনোহর মূর্ত্তি। তাঁহাকে আনয়ন করিয়া পূজা করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

গুরুর আদেশক্রমে বলরাম দাস শ্রীক্ষেত্র হইতে গোপালমূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক দোগাছিয়াগ্রামে স্থাপন করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ গোপালের সেবার্চ্চনা করিয়া দেহপাত করেন। বলরামদাস গুরুর আদেশ ক্রমেই দারপরিগ্রহ করিয়া গোপালমূর্ত্তির সেবা করিতেন। বলরামদাস ঠাকুরের বংশপত্রিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।
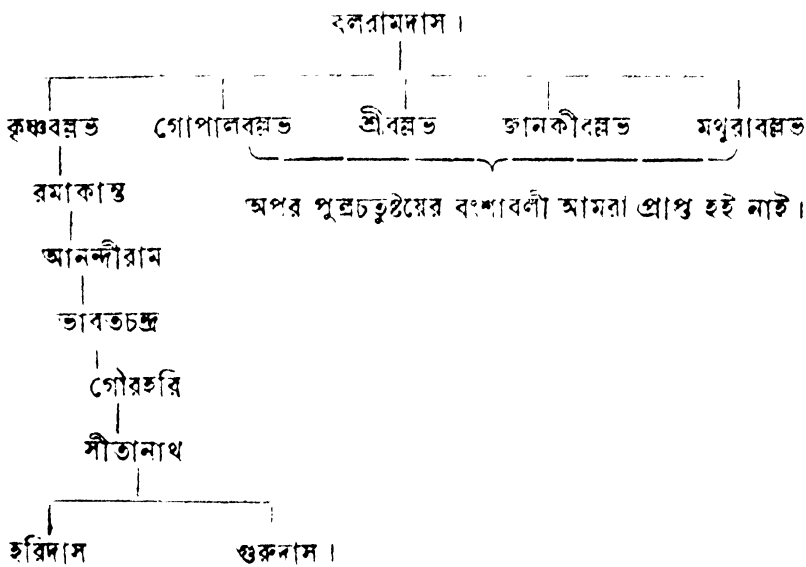
বল্লভদাস।

আমরা এই নামে দুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। ভক্তিরত্নাকর মতে :—

(১) বল্লভদাস বা বল্লভীকান্তদাস "ভক্তিমূর্ত্তি" ও "ভক্তি-অধিকারী।" ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবি-

রাজ উপাধিধারী। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বলেন যে, বল্লভদাসের এতই ভক্তি-বল ছিল যে, ইহাঁকে দেখিলে পাষণ্ডগণ ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর হইত। ইনি কুলীনগ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে :—

"বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥"

(২) বংশীবদন দাসের পুত্র চৈতন্যদাসের দুই পুত্র:—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র, যথা বংশীশিক্ষাগ্রন্থে —

"শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
তিন প্রভু, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥"

এই বল্লভদাস "বংশীলীলা" গ্রন্থে স্বীয় প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "বল্লভদাস ঠাকুর মহাশয়ের সম-সাময়িক এবং তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। একটী পদে লিখিয়াছেন,—

'নরোত্তমদাস, চরণে বহু আশ, শ্রীবল্লভ মনভোর।'

অন্য একটী পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাধাবল্লভই "বল্লভ-ভণিতায় এই পদগুলি রচনা করেন।" ইহাঁর "রসকদম্ব" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

বংশীবদন দাস।

প্রেমদাস-বিরচিত নিম্নলিখিত পদে বংশীবদনদাসের জন্মাদি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়:—

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্টো নাম,
মহাতেজা কুলীনসন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তার, রমণী-কুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান।

তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥
দশমাস দশদিনে, রাকাচন্দ্র লগ্নমীনে,
চৈত্রমাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয়॥" ইত্যাদি

উপরি উদ্ধৃত পদের বা বংশীদাসের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতেছে। বর্ত্তমান পদে দেখা যায়, মহাপ্রভুর সম্বোধনে (ডাকে) বা আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশী বংশীদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্ম সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ আছে। আবার বৈষ্ণব-গ্রন্থনিচয়ের মতে স্বয়ং মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে বা আকর্ষণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবৈষ্ণব নাস্তিকদিগের মতে এ সকল কথা অর্থশূন্য বা কল্পনা-বিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। বাস্তবিক উহাদের গূঢ় অর্থ আছে। কারণ এগুলি যোগের কথা—সাধনরাজ্যের কথা। অমিয়-নিমাইচরিতে যে "শক্তি-সঞ্চার" ও "আকর্ষণ" শব্দের বিচার আছে, পাঠক যদি মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তবে এই সকল কথার মর্ম্ম অনেকাংশে বুঝিতে পারিবেন। জড়ের ন্যায় আত্মারও আকর্ষণশক্তি আছে, এবং জড় পদার্থ যেমন স্বীয় শক্তি অপর জড়পদার্থে প্রয়োগ করিতে পারে, আত্মাও তদ্রূপ অপর আত্মার উপর স্বশক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ। আত্মার এই গুণদ্বয় যোগমার্গাবলম্বিগণ, প্রেততত্ত্বজ্ঞগণ ও থিওসফিষ্টগণ কোন না কোন আকারে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিলে এই দুইটী গুণের কার্য্য সচরাচরই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাচীন নবদ্বীপ নব বা সপ্ত দ্বীপবিশিষ্ট ছিল। ইহার ঠিক মধ্যস্থানের দ্বীপের নাম ছিল মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা এবং উহার খুব নিকটবর্ত্তী দ্বীপের নাম কোলদ্বীপ বা কোলিয়া (কুলিয়া) পাহাড়। ইহাই বংশীবদন দাসের জন্মস্থান। এইস্থানে মহাতেজস্বী ও মহাকুলীন ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার ঔরসে বংশীবদনদাস জন্মগ্রহণ করেন। চৈত্রমাসে সায়ংকালে রাকাচন্দ্র মীনলগ্নে প্রবেশ করিবার সময়ে বংশীবদন

ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহাঁর শুভজন্মের প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে অদ্বৈত আচার্য্য সহ উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্ব্বাবতারের অতিপ্রিয় মোহনমুরলী বংশীবদনরূপে আবির্ভূত হওয়াতে প্রভুর মনে এতই আনন্দের উদয় হইয়াছিল যে, স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রিয়সমাগমে কাহার না আনন্দ হয়? মেঘ ও ময়ূরে নাকি বড় প্রীতি; তাই গগনে কাল-কাদম্বিনীর উদয় হইলে শিখী চন্দ্রককলাপ উর্দ্ধ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে। জলদে ও উদ্ভিদেও নাকি বিশেষ বন্ধুতা; তাই বিন্দু বিন্দু বারিপাতেও তৃণসম্প ও বৃক্ষপত্র প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। নির্জ্জীব পদার্থ ও ইতর প্রাণীতে যখন পরস্পর এইরূপ প্রীতিজনিত আনন্দ, তখন জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ মানব কেন আনন্দের ঢেউ না খেলিবে। প্রভু আমাদের মানবরূপী, সুতরাং মানবের ন্যায় তিনিও প্রিয়সমাগমে যে আনন্দিত হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? বিশেষতঃ বংশীবদনের আবির্ভাবে জগৎ যে একজন প্রকৃত কবি লাভ করিয়াছিল, এরূপ নহে; বংশীবদন না জন্মিলে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিত। রায় রামানন্দ ও রূপসনাতন প্রভৃতি সঙ্গী ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া জীবদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু "রসরাজউপাসনা" সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বংশীবদন দাসকে সে সকল নিগূঢ় উপদেশ দিয়াছিলেন, বংশীবদন না জন্মিলে কলির জীব সে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিত না। সুতরাং এমন ভক্তের—যে ভক্তকে উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু জীবকে মধুর-নিগূঢ়-রসের শিক্ষা দিয়াছেন—জন্মহেতু প্রভুর অতুল আনন্দ না হইবার কথা কি?

বংশীবদনের জন্মসম্বন্ধে বংশীশিক্ষা গ্রন্থেও লিখিত আছে :—

"শ্রীছকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবন॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলীয়ায়।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায়॥
তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজন।

* * * *

চৌদ্দশতে ষোলশকে মধুপূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায়, ১৪১৬ শকে বংশীবদনের জন্ম। কিন্তু "বংশী-বিলাস" গ্রন্থে বংশীবদনের যে জন্মাব্দ আছে, তাহার সহিত "বংশীশিক্ষার" এই অব্দের মিল নাই। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রথমে পাটুলিগ্রামে বাস করিতেন; পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে ও অনুরোধে কুলিয়া-পাহাড়-গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বাসস্থান-পরিবর্ত্তন অন্ততঃ ১৪১৫ শকে ঘটিয়া থাকিবে, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম সাত কি আট বৎসর মাত্র। ইহাতে ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারেন যে, ৭ কি ৮ বৎসরের শিশুর অনুরোধে পরমবিজ্ঞ ও তেজস্বী ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় বাস-ভূমির পরিবর্ত্তন করিবেন, এ কথা ইতিহাসের চক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। সুতরাং বংশীদাসের জন্ম ১৪১৬ শকে না হইয়া ১৬২৭ কি ১৬২৮ শকে হইয়া থাকিবে। কিন্তু বংশীশিক্ষার অব্দ ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ নিতান্ত শিশু ছিলেন, তথাপি তিনি নররূপে শ্রীভগবান্। এই শিশুরূপী ভগবানের ইচ্ছায় এবং অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বাস-গ্রাম পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহাতে অলৌকিক বা অসম্ভব কিছু আছে কি? নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের সমস্ত গোপ এবং গোপ-রমণীদিগকে বলিয়াছিলেন, "অদ্যাবধি তোমরা আর ইন্দ্রের পূজা করিও না, এই গোবর্দ্ধনের পূজা কর"। ব্রজের সমস্ত লোক অবিচারিতচিত্তে সেই শিশুর আদেশানুসারে যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। এই গৌরাঙ্গ যখন মাতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করেন, তখন একদিন কোন ব্যাধির ছল করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শচীদেবী কোন-ক্রমে তাহাকে শান্ত করিতে পারেন না, শেষে শিশু কহিলেন, "জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত অদ্য একাদশী উপলক্ষে বিষ্ণুর জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছে, সেই নৈবেদ্য আমাকে খাইতে দিলে আমি শান্ত হইব।" পরম বিষ্ণুভক্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্বান্ জগদীশ ও হিরণ্য, বালকের রোদন ও আব্দার শুনিয়া, সেই প্রস্তুত (নিবেদিত নহে) নৈবেদ্য শিশু নিমাঞীকে খাইতে দিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দশম ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে; যথা—

"জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥"

দশম পরিচ্ছেদে।

"ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশী দিনে॥"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে।

ইহার পর ঐতিহাসিক মহাশয় আর কি বলিতে চান?

কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বংশীবদনের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। তথায় বংশী নিজেও প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উত্তরকালে বংশীবদনদাস বিল্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন, ঐ বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার জ্ঞাতি। বংশীবদন বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার সন্ততিও জন্মিয়াছিল। তদীয় বংশধরগণের একটী বংশ-স্তম্ভ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাঁর "দীপকোজ্জ্বল" নামে এক খানি গ্রন্থ আছে।
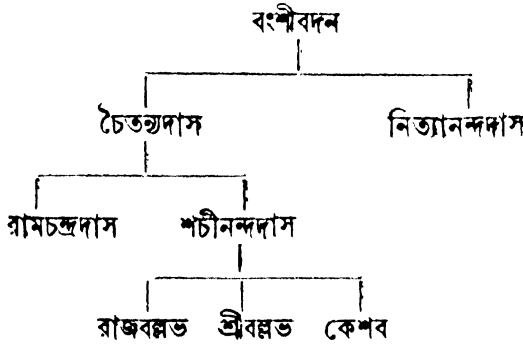
বংশীবিলাসগ্রন্থে বংশীবদনদাসের পাঁচটী নাম দৃষ্ট হয়; যথা—

"শ্রীবংশীবদন, বংশী, আর বংশীদাস।
শ্রীবদন, বদনানন্দ, পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চটী নাম গায় কবিগণ।
মুখ্যনাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভুর গৃহে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে নবদ্বীপে বাস করেন। তথা, শ্রীমতীর অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর এক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার সেবার্চ্চনা করিতেন। এই মূর্ত্তি অধুনা যাদবমিশ্রের বংশধরগণের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছে।

বংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, সুন্দর অথচ প্রগাঢ়। ইনি "দীপান্বিতা" প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যেরও রচয়িতা। বৈষ্ণববন্দনায় বংশীবদনের বন্দনা যথা:—

"শ্রীবংশীবদন বন্দ যুড়ি দুই কর। যাঁর বংশে অবতার কৈলা গদাধর।
গৌরাঙ্গের প্রাণ সম শ্রীবংশীবদন। যাহার শরণে মিলে চৈতন্যচরণ॥"

বাসুদেব ঘোষ।

একটী পদের ভণিতায় বাসুদেব ঘোষ আপনাকে "বাসুদেবানন্দ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বাসু ঘোষের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামে ছিল, ঐ স্থানেই বাসুদেবের জন্ম হয়। ইহাঁর অপর দুই সহোদরের নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। কোন কারণে বাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন; পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁরা তিনজনই শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক, তিন জনেই গৌরাঙ্গ-ভক্ত এবং গৌরাঙ্গ-গঠিত তিন সংকীর্ত্তনদলের মূলগায়ক ছিলেন। ইহাঁ-দিগের নবদ্বীপবাসের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। তিন ভ্রাতাই পদকর্ত্তা, এবং তিন ভ্রাতাই সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের নানা স্থানে তিন ভ্রাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গের গণ; কিন্তু গোবিন্দ ভিন্ন অপর দুই ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবার মধ্যেও গণ্য।

চৈতন্যচরিতামৃতে, যথা :—

"নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ।"

চৈতন্য-ভাগবতে, প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গীতবর্ণনে যথা :—

"গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময়॥"

বাসুদেব গৌরাঙ্গ-লীলার অতি প্রধান পদকর্ত্তা। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "অনেক সময়ে তিনি প্রভুর অনুসঙ্গে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার

রচিত পদের ঐতিহাসিক গৌরবও সামান্য নহে।" বাসুর পদাবলী এমনই সুন্দর ও মনোমদ যে কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন :—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥"

ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর কৃত পদের অনুকরণে পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। পদসমুদ্রে যথা :—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃতপানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা॥
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাঞীহাটায় ও বাসুঘোষ তম্‌লুকে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচারদর্পণে বাসু ঘোষ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"গুণতুঙ্গা সখী এবে বাসু ঘোষ খ্যাতি।
গৌরাঙ্গের শাখা তমলুকেতে বসতি॥"

দেবকীনন্দন দাস বাসুদেব ঘোষের বন্দন উপলক্ষে কহিয়াছেন :—

"শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥"

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, সামান্যরূপ লেখা-পড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদ এত গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ অসম্ভব। আমরা একটী পদের দুইটী মাত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের বাক্যের সমর্থন করিতেছি। যথা :—

"দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর॥"

এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ জিতে, কেহ হারে। কেহ জিতে দুই চারি ইত্যাদি সমদানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষমদানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার জন্য গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, "আমি 'হরি' বা 'কৃষ্ণ' দ্বি-অক্ষরাত্মক নাম; বা 'হরেকৃষ্ণ' কি 'রাধাকৃষ্ণ' এই চতুরাক্ষরাত্মক নাম

জপ করিলেই ভবের পাশায় জিনিব। অথবা 'দুই' আর 'চারিতে' 'ছয়' হয়; সুতরাং ষড়রিপু জয় করিলেই সিদ্ধিলাভ করিব।" কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, "'পিরীতি' এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া, ভজন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। যে খেলাতে তত পটু নহে, অর্থাৎ যে 'পিরীতি' বা 'শৃঙ্গার' রসের মর্ম্ম জানিতে অধিকারী হয় নাই; তাহাকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই 'পঞ্চদান' লইয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে। অথবা 'তিন' আর 'পাঁচে' আট হয়। সুতরাং অষ্ট-সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনে সাধন করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে।" কিংবা মহাপ্রভু, ৩+৫=৮এর দ্বারা ইহাও সঙ্কেত করিতে পারেন যে, 'যদি কেহ সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে 'অষ্ট-সখীর' অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার প্রধানা অষ্ট-সখীর অন্যতমের অনুগা হইতে হইবে।" কেন না সখীর অনুগা হইয়া ভজন না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।

বৃন্দাবনদাস।

বৈষ্ণববন্দনাগ্রন্থে লিখিত আছে :—

"নারায়ণীসুত বন্দ বৃন্দাবনদাস। যাহার কবিত্বগীত জগতে প্রকাশ॥"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

"বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥"

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-সুতা নারায়ণী ঠাকুরাণী "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র" এবং বৈষ্ণবমাত্রেরই নমস্য। ইঁহার যখন মাত্র চারিবৎসর বয়ঃক্রম, তখন ইনি কৃষ্ণপ্রেমে এত অভিভূতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চৈতন্য ছিল না এবং সেই অচৈতন্য অবস্থায়ই—

"অশ্রু বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥"

বৃন্দাবন দাস এ হেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২৭ শকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনিবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-কন্যা নারায়ণী তখন বিধবা, তাঁহার বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে, তিনি বাল-বিধবা নারায়ণীকে "পুত্রবতী হও" বলিয়া অন্যমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ শুনিয়া নারায়ণী নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া কহিলেন, "প্রভো! একি সর্ব্বনেশে, আশীর্ব্বাদ?" অবধূত কহিলেন, "বৎসে! ভয় নাই। তুমি অসতী হইবে না, কেহ তোমার কুৎসাও করিতে পারিবে না, আমার আশীর্ব্বাদে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ-ভক্ষণে তোমার গর্ভসঞ্চার হইবে, এবং সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাসতুল্য এক পুত্ররত্ন জন্মিবে।" ইহার কিছুদিন পর মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হয়েন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশীতে বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হয়েন।

নারায়ণীর গর্ভ যখন সাত আট মাসের, তখন নবদ্বীপস্থ তদানীন্তন কাজী এই অদ্ভুত গর্ভসঞ্চারের সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে কাছারীতে লইয়া যান। প্রভু নিত্যানন্দ কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, "অবোধ! তুমি স্বেচ্ছায় কেন জ্বলন্ত পাবকে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছ? মাতা নারায়ণীর গর্ভে স্বয়ং বেদব্যাস উদিত, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?" নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ হইতে এই বাক্য বহির্গত হইতে না হইতে গর্ভস্থ শিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কাজী একান্ত ভীত হইয়া শিবিকাযোগে নারায়ণীকে শ্রীবাসগৃহে প্রতিপ্রেরণ করিলেন। কিছু দিনান্তর নারায়ণী মাতুলালয় শ্রীহট্টে যাইয়া বাস করিলেন, এইস্থলেই করিব জন্ম।

বৃন্দাবন দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জারজ সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহার মাতাকে নানা নিন্দা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। লোকনিন্দা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি, তথা ভক্তিরসে মন নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশে দেড় বৎসরের শিশুসন্তান লইয়া শ্রীহট্ট মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণী ঠাকুরাণী ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে আসিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে বাস করিতে লাগিলেন। তথা হইতে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন ও হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন এবং এই সময়

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নারায়ণীর সখীত্ব স্থাপিত হয়। যে রাত্রিতে মহাপ্রভু গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ জন্য কণ্টকনগরে গমন করেন, সেই দিন প্রিয়াজীর অনুরোধে নারায়ণী প্রভুর গৃহে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। শচীমাতার ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কালনিদ্রা হইয়াছিল, কিন্তু ভক্ত নারায়ণী প্রভুর মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া সমস্ত রজনী রোদন করিয়া কাটাইয়া ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমেই নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছির বাসুদেবদত্তের গৃহে পুত্র সহ বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে "নারায়ণীর পাট" বর্ত্তমান।

১৪৩১ শকাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ পরিত্যাগ করেন। তখন বৃন্দাবনের বয়ঃক্রম দুই বৎসর। তবে চৈতন্য-ভাগবতের আদিলীলার ১০ম অধ্যায়ে ও মধ্যলীলার ১ম অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস এই খেদোক্তি—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখন।
হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (সুখ) দরশনে॥"

করেন কেন? পুনশ্চ মধ্যের অষ্টমে দুঃখ করিয়া—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হৈল।
হেন মহা মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥"

এরূপ বলেন কেন?

তাঁহার মাতা মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর স্বগৃহে ও শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া প্রভুর মুখদর্শন ও তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। তখন তিনি কি শিশু পুত্র ক্রোড়ে করিয়া যাইতেন না? তবে এইরূপ হইতে পারে যে, বৃন্দাবন নিতান্ত শিশু বলিয়া মহাপ্রভুকে চিনিতেন না এবং তাঁহার নৃত্যকীর্ত্তনের মর্ম্মও বুঝিতে পারিতেন না, সেই জন্য উপরোক্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় বৃন্দাবনের বয়স ২৩ বৎসর। তিনি মহাপ্রভুর পরম ভক্তচরিতরচয়িতা, এরূপ অবস্থায় কেন যে নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে একবারও দেখেন নাই, একথা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। এই নির্দ্দেশ যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের প্রাগুক্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

বৃন্দাবনদাস প্রভু নিত্যানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। এ কথা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। যথাঃ—

"ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥" চৈ, ভা, ।

বৃন্দাবন তদীয় সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ ১৪৫৭ শকে* নিত্যানন্দের আদেশে রচনা করেন। যথা :—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥" চৈ, ভা, ।

কেবল যে নিত্যানন্দের আদেশে লিখিয়াছেন, তাহা নহে; কোন কোন কথা অবধূতের মুখে শুনিয়াও লিখিয়াছেন, যথা :—

"নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥" চৈ, ভা, ।

চৈতন্য-ভাগবত রচনার দুই বৎসর পর, অর্থাৎ ১৪৫৯ শকে † বৃন্দাবন-দাস "নিত্যানন্দবংশবিস্তার ‡ " গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্ট বলিলে অসঙ্গত হয় না।

চৈতন্যভাগবতের নাম ১৫০৩ শক পর্য্যন্ত চৈতন্যমঙ্গল ছিল। পরে মাতার অনুরোধে বৃন্দাবনদাস উহার নাম পরিবর্ত্তন করেন। চৈতন্য-ভাগবতের নাম যে পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত ও প্রেমবিলাস পাঠে স্পষ্ট দেখা যায়। লোচনদাসের পুস্তকের নাম "চৈতন্যমঙ্গল" হওয়াতে পাছে বা ইহা লইয়া বৃন্দাবন ও লোচন বিবাদ করেন, এই জন্য নারায়ণী ঠাকুরাণী পুত্রকৃত গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের "ভাগবত" নামেরই উল্লেখ আছে। যথা :—

---

* ৺রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস" চৈতন্যভাগবত ১৪৭০ শকে (১৫৪৮খৃ: অ:) রচিত। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর "বঙ্গরত্নে" ঐ গ্রন্থ ১৪৭৯ শকে (১৫৭৫খৃ: অ:) রচিত।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃ: অ:) নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার রচিত হয়।

‡ দীনেশবাবু এই গ্রন্থের নাম "নিত্যানন্দবংশমালা" লিখিয়াছেন। আবার আমাদিগের জনৈক পত্রপ্রেরক ইহার নাম "নিত্যানন্দ-বংশাবলী" লিখিয়াছেন।

উহা "বৈষ্ণবপ্রতিভার" ২য় সংখ্যায় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

"বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবতের বারংবার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, চৈতন্যভাগবতে যাহা।লিখিত নাই, বা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীয় গ্রন্থে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব চরিতামৃতকে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিলেও বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাস-কৃত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম "বৈষ্ণববন্দনা", কাহার কাহার মতে "ভজননির্ণয়" ও "তত্ত্ব-বিকাশ" গ্রন্থদ্বয়ও বৃন্দাবনদাস-বিরচিত। আমরা প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি যে, খেতুরীর মহামেলায় বৃন্দাবনদাস গিয়াছিলেন। ১৫১১ শকে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে বৃন্দাবনদাসের অন্তর্দ্ধান হয়। রায় রঘুপতি ও বল্লভ বৃন্দাবন দাসের বন্ধু ছিলেন। বৃন্দাবন স্বীয় একটী পদে বন্ধুদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

"রায়রঘুপতি, বল্লভসঙ্গতি, বৃন্দাবনদাস ভাষই।" পদকল্পতরু।

১৪৪৩ কি ১৪৪৪ শকে প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সমভি-ব্যাহারে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচল গমন করেন। অন্যান্য বহুভক্তের মধ্যে এই কয়েক জনের উল্লেখ আছে :—অদ্বৈতাচার্য্য, সীতাদেবী, শ্রীবাস, তাঁহার তিন ভ্রাতা, মালিনী দেবী, সপত্নীক শিবানন্দ সেন ও তাঁহার পুত্রত্রয়। এতদ্ব্যতীত কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ডবাসী সমস্ত ভক্ত। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনদাসের অত্যন্ত আর্ত্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যান। বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার দুইক্রোশ ও নবদ্বীপ হইতে ছয় সাত ক্রোশ পশ্চিমে দেন্নুড় বা দেনুড় গ্রাম। ঐ গ্রামে আসিয়া যাত্রিগণ স্নানভোজনাদি সমাপন করেন। আহারান্তে প্রভু নিত্যানন্দ স্বীয় প্রিয়ভৃত্য বৃন্দাবনের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলেন, বৃন্দাবন তাঁহাকে একটী হরীতকী প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "গতকল্যকার সঞ্চিত এই একটীমাত্র হরীতকীই ছিল।" নিত্যানন্দ কহিলেন, "বৃন্দাবন, তুমি এখনও সঞ্চয়ী, অদ্যাপি তোমার সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে নাই। সুতরাং অচিরাৎ তোমাকে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হয় ত এই দেন্নুড় গ্রামে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ ও তদীয় লীলাবর্ণন কর।" লোকশিক্ষাই যে

এই ভক্তবর্জ্জনের অভিপ্রায়, তাহা গৌরভক্তগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। অনন্তর নিত্যানন্দ সেই হরীতকীটি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন; এবং তাহা হইতে কালে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষও জন্মিয়াছিল। বাঙ্গালা ১২২৬ সালে কোন এক নরাধম ঐ বৃক্ষটীকে ছেদন করিয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি ঐ স্থানকে "হরীতকীতলার ডাঙ্গা" বলে। প্রভুর কঠিন আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনদাস তদীয় চরণে ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। তাহাতে বৃন্দাবন ক্ষুণ্ণ হইলেন না; কেন না গুরুপদে তাঁহার সুদৃঢ় ভক্তি ছিল, তিনি জানিতেন, গুরুদেব তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভুর কার্য্য করাইবার জন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং দেনুড়ে থাকিয়া সেই কার্য্য সম্পাদনই তাঁহার কর্ত্তব্য। নীলাচলে না যাইতে পারিয়াও বৃন্দাবন মর্ম্মাহত হইলেন না, কারণ তিনি জানিতেন, ভক্তের হৃদয়ই নীলাচল, বৃন্দাবন ও মথুরা। তিনি দেনুড় গ্রামে একটী বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে জগন্নাথ, রাধা-গোবিন্দ, ও দ্বাদশ গোপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং বিগ্রহ-সেবা, নামসংকীর্ত্তন, ও ভজনসাধন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় সেই দেনুড় গ্রামেই অতিবাহিত করিলেন। বিশ্রাম-সময়ে মহাপ্রভুর চরিত-বর্ণন করিতেন—উহাই চৈতন্যভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, ইনি বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনের পদাবলী নিভাজ খাঁটি জিনিস; উহাতে কোন জাল কবির পদ মিশে নাই। তিনি চৈতন্য-ভাগবতেও কোন কোন পদে অবৈষ্ণব পাষণ্ডগণের প্রতি তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সমালোচকদের মতে ইহা তাঁহার গুরুতর দোষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবন যে সময়ের লোক, তৎকাল-প্রচলিত রীতি বিবেচনা করিলে এবং বৈষ্ণবসমাজের প্রতি, ও কবির মাতার প্রতি বিদ্বেষিগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা মনে করিলে, বৃন্দাবনের ক্রোধ যে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, ইহা আমরা মনে করি না। বৃন্দাবনের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম,—তত্ত্ববিলাস, দধিখণ্ড, বৈষ্ণববন্দনা ও ভক্তিচিন্তামণি।

বিদ্যাপতি

১২৯৬ শকে (১৩৭৪খৃঃ অঃ) মিথিলার অন্তর্গত বিসকী (বিসখী বা বিসপী) গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম। মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে সভাসদরূপে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাকে বিসকী গ্রামখানি দান করেন। এইগ্রাম সীতামারী মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা-নদী-তীরে অবস্থিত। বিদ্যাপতির বর্ত্তমান বংশধরেরা সৌরাট নামক অপর একটী গ্রামে সম্প্রতি বাস করিতেছেন। বিদ্যাপতি দ্বিজকুল-সম্ভূত; ইঁহার গাঞী ছিল বিষয়ী বারবিস্কী"। বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-গ্রন্থ" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তিনি বলেন "বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন।

মহারাজ গণেশ্বরের পরমসুহৃৎ গণপতি ঠাকুর তৎপ্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীর" ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণপতি ঠাকুর বিদ্যাপতির পিতা *। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এজন্য তিনি "যোগীশ্বর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর-প্রণীত প্রসিদ্ধগ্রন্থ 'বীরেশ্বর-পদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের "দশকর্ম্ম" করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্ত্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল 'মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহিক'।" বিদ্যাপতির "কবিরঞ্জন" ও "কবিকণ্ঠহার" দুইটী উপাধি ছিল বলিয়া অনুমান হয়। পদাবলী-সাহিত্যই ইঁহার

---

* "জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, মৈথিলী দেশে কর বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপা, কৃপা করি লেউ নিজপাশ।
বিসকী গ্রাম, দান করল মুঝে, রহতহি রাজসন্নিধান।
লছিমাচরণ-ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে, বিদ্যাপতি ইহ ভণ" পদসমুদ্র।

প্রমাণস্থল †। সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির প্রভু " রূপনারায়ণ-পদাঙ্কিত-মহারাজ শিবসিংহ"—যাঁহাকে কবি "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিয়াছেন—এই উপাধিভূষণে রাজকবিকে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের আদেশে "পুরুষপরীক্ষা"; রাজ্ঞী বিশ্বাস-দেবীর আদেশে "শৈবসর্ব্বস্বহার ও "গঙ্গাবাক্যাবলী"; মহারাজ কীর্ত্তি-সিংহের আদেশে "কীর্ত্তিলতা"; এবং যুবরাজ রামভবের আদেশে "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় রচনা করেন। ইহাও জানা গিয়াছে,—তিনি "দানবাক্যাবলী" ও বিভাগসার" নামে সংস্কৃতে দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট বিদ্যাপতি পদাবলীর জন্যই বিশেষ বিখ্যাত। এই সকল পদাবলী মৈথিলী ভাষায়* রচিত হইলেও, বাঙ্গালী উহাদিগকে "জবরদখল" করিয়া বাঙ্গালা পদা-বলী বলিয়া রটাইয়া দিয়াছেন। কায়েমী স্বত্বানুসারে দেওয়ানি আদালতে ঐ পদাবলীগুলি মৈথিলী হইলেও দখলিস্বত্বানুসারে ফৌজদারী-বিচারে উহা বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা-পদই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মন্তব্যটী এত সুন্দর যে, আমরা উহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তিনি বলেন, "বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিস্কীতেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহু দিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া, মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন; আমরা আসলের পার্শ্বে একটী নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটী আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি

---

† "চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলন" ইত্যাদি। পুনশ্চ "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনত রূপনারায়ণ" ইত্যাদি। উভয় কবির মিলন কবিতা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

* "ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটিহুঁ নঘটয় দিবস অভিসার।" গ্রীয়ারসন সাহেবের মৈথিলী গান।

না। এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।”

দীনেশ বাবু বিদ্যাপতির কবিত্ব সম্বন্ধে কহিয়াছেন “বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরদত্ত। তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন; সৌন্দর্য্য-উপভোগের জন্য স্বভাবদত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন—একটী সুন্দর চিত্র দেখিলে, পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্টভাবে মনে উদয় হইত—তাই তাঁহার উপমাগুলি এত সুন্দর” স্থলান্তরে বলেন “উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয়, বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না।” পরিশেষে দীনেশ বাবু বিদ্যাপতির কবিজনোচিত নানা গুণের উল্লেখ সংক্ষেপে করিয়া চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে চণ্ডীদাসকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন “ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ-বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস-রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেক-গুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা-দৃষ্টে প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন। কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ, খাঁটি প্রেমিক, আড়ম্বরহীন একটী কবির প্রসঙ্গ ইতি পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বঙ্গদেশের গীতি-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্ব; তাঁহার কতিপয় অশ্রুসিক্তপদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই; তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষমিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে—কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস প্রভু * * এক প্রেমের অবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে।” আমরা আমাদের প্রকাশিত “মহাজন-পদাবলী”র ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার যে তুলনার সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ও রামলক্ষ্মণের মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি অধিক সুন্দর' ইহা নির্ণয় করা সমান কষ্টকর। রামে যে সকল সৌন্দর্য্য আছে, লক্ষ্মণে তাহা নাই। আবার লক্ষ্মণের অনেকগুলি সৌন্দর্য্য রাম-মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয় না। অথচ উভয় মূর্ত্তিই সুন্দরের একশেষ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পক্ষেও তাহাই দেখা যায়। উভয়েই কৃষ্ণলীলা বর্ণন ও এক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা ভূমিকায় কাব্যের যে সকল লক্ষণ দিয়াছি, তন্মধ্যে বিদ্যাপতি সেক্সপিয়রের লক্ষণানুযায়ী কবি* ও চণ্ডীদাস মিল্টনের লক্ষণানুমোদিত কবি†। বিচিত্রভাব, অলঙ্কার, শব্দচাতুর্য্য, প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতিতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। ইঁহার কল্পনা মধ্যে মধ্যে এমন গরিয়সী যে, বোধ হয় তিনি যেন প্রকৃতির সমগ্র স্থল দর্শন করিয়াছেন। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, নিরবচ্ছিন্ন অবিচলচিত্ত ও গম্ভীর। শব্দবিন্যাস প্রায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ও মধুময়। কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিলে বোধ হয়, তিনি পড়িয়া শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এবং কোন কোন স্থলে ভাবপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া একটী অলঙ্কার ব্যবহার করিতে অধিকতর প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং অনেক কষ্টে তত্তৎস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়।

"চণ্ডীদাসের কবিতা-দেবী নানা ভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব, ও ভঙ্গী তত নাই, রূপে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিতা। সেই শোভা কেবল নয়ন মোহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং তথায় থাকিয়া অন্তরাত্মাকে আনন্দ-রসে প্লাবিত করে। তদীয় চরণ-বিক্ষেপ নর্ত্তকীর চরণ-চালনার ন্যায় তাল-বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু চঞ্চলা বালিকার ন্যায় দ্রুত, লঘু, অনায়াসসাধ্য ও স্বাভাবিক। তদীয় বাক্য সুশিক্ষিতা মহিলার বাক্যের ন্যায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু বালিকার আধ-আধ ভাষার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও মধুময়। তদীয় কণ্ঠস্বর শিক্ষা-সিদ্ধ নহে, কিন্তু বনচারী পীবরকণ্ঠ কোকিলার ন্যায় স্বাভাবিক ও শ্রুতি-সুখাবহ। চণ্ডীদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি

* "কাব্য প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ।" (সেক্সপিয়র)

† "যে সকল ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র শ্রুতি-মধুর শব্দাবলী স্বতঃই মুখ হইতে বহির্গত হয়, তাহার নাম কাব্য।" (মিল্টন)

যখন যে বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ মগ্ন হইয়াছেন যে, চণ্ডী-দাসকে বর্ণিত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করা দুষ্কর। তাঁহার রসানুভাবকতা এত বলবতী যে, ঠিক যেন তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন। এই গুণ থাকাতেই তিনি পাঠককে উন্মত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদীয় বর্ণিত বিষয় বা ব্যক্তি হইতে অভিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিদ্যাপতির অভিপ্রায় ছিল, চণ্ডীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতা সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত অমূল্যরত্ন, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ি-সরোজিনী-সদৃশা।"

আমরা অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে দেখিতে পাই, অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অদ্বৈতের জন্ম ১৩৫৫ শকে, সুতরাং এই মিলন সম্ভবতঃ ১৩৮০ শকে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বোধ হয়, ইহার অব্যাহিত পরেই বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছিল। ঈশান নাগরের মতে বিদ্যাপতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এবং রাগরাগিণী প্রভৃতি সঙ্গীতবিদ্যা-নিপুণ সুকণ্ঠ-গায়ক কবি ছিলেন।

বৈষ্ণবদাস।

বৈষ্ণবদাসের প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেঁয়া(এ্যা) বৈদ্যপুর। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটী পণ্ডিতের স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে অর্থাৎ ১৬৪০ শকে এক বিচার হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার স্বজাতি-বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সাহসসহকারে বলা যাইতে পারে, ইঁহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥

* * *

গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার।
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥”

পদকল্পতরু কোন্ শাকে সংগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন “এই লেখা অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, রাধামোহন ঠাকুর জীবিত থাকিতেই পদকল্পতরু সংগ্রহ হইয়াছে।”* কিন্তু বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় ইহা কি প্রকারে জানিলেন, আমাদের তাহা বোধগম্য হয় না। বৈষ্ণবদাস রাধামোহনের শিষ্য; তাঁহার সমস্ত পদ লইয়া, তাহার সহিত অন্যান্য ও নিজের রচিত পদ যোগ করিয়া, পদকল্পতরু সংগ্রহ করিলেন। সুতরাং প্রকারান্তরে গুরুর পদামৃত-সমুদ্রের লোপ হইল। সুতরাং বৈষ্ণবদাসের এই “গুরু-মারা বিদ্যা” গুরুর জীবিত কালে না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। উক্ত সম্পাদক প্রাগুক্ত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একবার বলিয়াছেন “পদকল্পতরু” সংগ্রহের কালনির্ণয় করাও নিতান্ত সহজ নহে, যেহেতু এই গ্রন্থে সংগ্রহের কোন সন তারিখ দেওয়া নাই। তবে একটী প্রমাণ এই যে, শ্রীরাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত পদামৃত, সমুদ্রগ্রন্থ-সংগ্রহের অব্যবহিত পরেই পদকল্পতরু সংগৃহীত হইয়াছিল।” সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা বলিতে বাধ্য যে, পদকল্পতরু পদামৃত-সমুদ্রের পরে সংগৃহীত বটে, কিন্তু “অব্যবহিত” পরে, না “সুব্যবহিত” পরে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। গ্রন্থানুবাদ-সমেত বৈষ্ণব দাসের রচিত পদের সংখ্যা মোট ২৬টী। ইহাঁর রচিত কোন কোন পদ এতই সুন্দর যে, উহা পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যেন ঠাকুর নরোত্তম দাসের রচনা পাঠ করিতেছি। ইহাঁর কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়। এবং

* ৮ম বর্ষ ১১ সংখ্যা ৪৯০-৯১ পৃষ্ঠা।

ইহার কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায়, বৈষ্ণবসাহিত্য ও ইতিহাসে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণবদাস একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াও ছিলেন। ইনি যে সুরে গান করিতেন, তাহাকে অদ্যাপি "টেঞার ছপ" কহে। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "বৈষ্ণবদাস যে তাঁহার প্রকৃত নাম নহে, পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ১৪১০ সংখ্যক পদে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; ঐ পদের ভণিতায় "দীনহীন বৈষ্ণবের দাস" এইরূপ লিখিত থাকায়; দীনতা-পরিজ্ঞাপনার্থ ঐরূপ নাম-ধারণের বিষয়ই বোধ হয়।" বৈষ্ণব-দাসের ভিটায় এখন আর বাতি জ্বলে না। বৈষ্ণবদাসের একটী মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণবদাসের বন্ধু উদ্ধবদাসের নিজের সন্তান জন্মে নাই। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল মজুমদারের সাত পুত্র, তন্মধ্যে রাম কেশব মজুমদারের নিতাইচাঁদ নামে এক পুত্র জন্মে, নিতাইচাঁদের পত্নী বিগত বাঙ্গালা ১৩০৪ সালেও জীবিত ছিলেন। রামকেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ মজুমদারের দৌহিত্রবংশীয়গণ এক্ষণে কৃষ্ণকান্তের বাস্ত ভিটায় বাস করিতেছেন। "রূপমঞ্জরী" নামে ইহাঁর একখানি গ্রন্থ আছে।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

অনুমান ১৬৩৪ শকাব্দায় হুগলী জেলায় ভূরসুট পরগণার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরসুটের জমিদার ও রাজ-উপাধিধারী ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতির কোপে পড়িয়া নরেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বস্বান্ত হয়। ভারত নাওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পাঠ করেন। অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদা গ্রামে কেশবকুলি-আচার্য্যদিগের বাড়ীর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত কয়েক বৎসর তাঁহার ভয়ানক বিসম্বাদ চলিয়াছিল, পরিশেষে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন। ভারতচন্দ্র হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে থাকিয়া কিছু

দিন পারস্য-ভাষা শিক্ষা করেন। এই মুন্সী-বাড়ীর এক সত্যপীরের সিন্নি উপলক্ষে পুস্তক না পাওয়াতে দণ্ডেকের মধ্যে ভারতচন্দ্র এক পুস্তক রচনা করিয়া পাঠ করেন। ইহাই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রথম বিকাশ। কবি তৎপর ফরাশডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে বাস করেন। ইহাঁরই অনুরোধে ভারত কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি-রূপে মাসিক ৪০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরে কবির সাহায্য জন্য আনরপুরের গুস্তে গ্রামে ১০৫/ বিঘা মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে অনুমান ১৬৮২ শকে রায় গুণাকর বহুমূত্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থের নাম "অন্নদামঙ্গল" তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ বিদ্যাসুন্দর ও চোর-পঞ্চাশৎ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক, সত্যনারায়ণ পূজার পুঁথি ইত্যাদি তাঁহার কতিপয় ক্ষুদ্র কাব্য। ভারতচন্দ্র বাহিরে শাক্ত হইলেও ভিতরে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বোধ করিবার কারণ তদ্রচিত গ্রন্থেই আছে।

মনোহর দাস।

(১) চৈতন্য-চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখাগণনায় এক মনোহর দাসের উল্লেখ আছে, যথাঃ—

"শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।"

ইনি নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত, সন্দেহ নাই। ইনি খেতুরীর মহোৎসবেও গিয়াছিলেন; তদুপলক্ষে নরোত্তম-বিলাসেও ইহার এইরূপ উল্লেখ আছে; যথাঃ—

"শ্রীলরঘুপতি উপাধ্যায়, মহীধর।
"মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর॥"

অনেকে অনুমান করেন, "মনোহর" জ্ঞানদাসেরই নামান্তর। তাহা যাহা হউক, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় যে, এই মনোহরদাস ও বাঁবা আউল মনোহর দাসকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-

ছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইতে ইচ্ছা করি না। তাই বলিয়া, আমরা দুইজনের কথা স্বতন্ত্র লিখিলাম।

(২) বাবা আউল মনোহর দাসও নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। নিত্যানন্দ-ভক্তমাত্রেই বাউল (বাতুল প্রেমের পাগল) বা আউল। ইঁহার নামান্তর চৈতন্যদাস। সারাবলী গ্রন্থে ইঁহার এইরূপ উল্লেখ আছে;—

"আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ ও বিদেশ॥"

ইনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে নানাস্থানে বাস-ভবন স্থাপন করিতেন; ইঁহার নিদর্শন অনেক স্থানেই "বাবা আউল মনোহরের পাঠ" দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং "ইনি স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন" সারাবলীর এ কথা খুব সত্য। ইনি জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এবং বিষ্ণুপুরে রাজ বাটীর নিকট ইঁহার বাসগৃহ ছিল। প্রেমবিলাসে যথাঃ—

"মোর ঠকুরাণী শিষ্য চৈতন্যদাস।
আউলিয়া বলি তাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥" গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-দাসবাক্য।

"বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥"
চৈতন্যমনোহর-দাসবাক্য।

ইনি প্রথমে বনবিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজা বীরহাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন, এবং উক্ত রাজার দ্বারপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য ইঁহার বন্ধু ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন্ সময়ে ইঁহার জন্ম, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। কিন্তু ইনি যে ১৫০০ শকাব্দার পূর্ব্বেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। বীরহাম্বীরের মৃত্যুর পর আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হয়েন। পরিশেষে হুগলী বদনগঞ্জে আসিয়া একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহুদিন বাস করেন। ঐ অঞ্চলে যত বৈষ্ণব-পরিবার আছেন, তাঁহার অধিকাংশই ইঁহার শিষ্য। ইনি নির্লোভ ও ইচ্ছাময় পুরুষ ছিলেন। ইঁহার কোন ধনসম্পত্তি ছিল না, এবং কাহার নিকট কিছুই চাহিতে না। অথচ ইঁহার আখেড়ায় সদাব্রত ছিল। বদনগঞ্জ-নিবাসী ৺ হারাধন দত্ত

ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন যে, ইনি তদীয় "অতিবৃদ্ধপিতামহ শ্রীকৃপারাম সিংহ মহাশয়কে বড়ই স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানি অর্পণ করেন।" ১৬৫৯ শকের ২৯ শে পৌষ বদনগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনধামে গমন করেন। পথিমধ্যে জয়পুর ইহাঁর অপ্রকট হয়। তথায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। বাকুঁরাজেলাস্থ সোণামুখী গ্রামে "বাবাআউল মনোহর দাসের পাট" বলিয়া একটী আখেড়া আছে। অনেকে অনুমান করেন, ইটীও মনোহর দাসের সাময়িক বাসস্থান ছিল। ঐস্থানে চৈত্রমাসে রামনবমী তিথিতে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। ইনি "পদসমুদ্র *" ও "নির্য্যাসতত্ত্বের" সংগ্রহকার। কেহ কেহ বলেন, পদসমুদ্রে মনোহর দাস ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহা ইহাঁরই রচিত। ইহাঁর রচিত দিনমণি-চন্দ্রোদয়" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

মাধব দাস।

আমরা ৬ জন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে ৩ জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া, অপর তিনজনের যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ এই প্রস্তাবে লিখিব।

(১) গঙ্গাপতি মাধবাচার্য্য, ইহাঁর স্বরূপ শান্তনু। ইনি নিত্যানন্দ-শাখা। ভক্তিরত্নাকরে ইহাঁর বিস্তারিত বিবরণ আছে। বৈষ্ণববন্দনায় যথা—

---

* বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু একটী টীকায় বলেন "পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল, কলিকাতার কোন দোকান-দার ২০০০ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই। * * * এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে. আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন। আর কে জানি না, কিন্তু এই সন্দেহকারীদিগের মধ্যে আমি একজন, আর দীনেশ বাবু স্বয়ং একজন।" সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণও আছে। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গৌর-ধাম গোলোকে; তথা হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসভ্যের কাজ. অতএব আমরাও নীরব রহিলাম।

"প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গা দেবীর বল্লভ॥"

(২) গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র। ইহাঁর স্বরূপ বৃষভানু।

(৩) জগন্নাথের ভ্রাতা মাধব। ইহঁাদিগের স্বরূপ বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয়। ইহঁারা জগাই মাধাই নামে প্রসিদ্ধ।

(৪) বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর মাধবানন্দ ঘোষ। বাসু ও মাধব, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়ের গণে পরিগণিত। ইহাঁরা তিন ভ্রাতাই কবি ও গায়ক ছিলেন। কিন্তু গায়করূপে মাধব ঘোষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবতে যথা :—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর॥
যাঁহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতে যথা :—

"শ্রীমাধব ঘোষ মহাকীর্ত্তনিয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥"

বৈষ্ণববন্দনায় যথা :—

"বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভঙ্গ স্বরদান॥"

বৈষ্ণবাচারাদর্পণ মতে ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর দাঁইহাটে যাইয়া বাস করেন। যথা :—

"গৌরাঙ্গের শাখা যাঁর দাঁইহাট ধাম।"

"পাঠমালা" গ্রন্থ মতেও দাঁইহাটই মাধব ঘোষের পাঠ; কিন্তু সম্প্রতি ঐ গ্রামে তাঁহার কোন চিহ্নও নাই, বা কেহ কিছু তৎসম্বন্ধে বলিতেও পারে না। উহা এখন মুকুন্দদত্তের "পাঠ" বলিয়া খ্যাত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন, তখন বাসুদেব ও মাধব ঘোষ তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন।

(৫) পরাশরাত্মজ মাধব। "মহাপ্রসাদ-বৈভব" নামে একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে ময়মনসিংহের যশোদল-নিবাসী পণ্ডিত রামানন্দদাস বৈরাগী এই দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া মাধবের পরিচয় দিয়াছেন। যথা :—

"পিতা তেঁহো ভাগবত মিশ্র পরাশর।
জয়রামচন্দ্র-পুত্র প্রেমভক্তিপূর॥"

অর্থাৎ মাধব মিশ্রের পিতার নাম পরাশর মিশ্র এবং পুত্রের নাম জয়রামমিশ্র। ইনি স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন-অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রামস্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞ জপতপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম-দেবগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য"

* * *

ইন্দুবিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত।"

এই চণ্ডী উপরের নির্দ্দেশানুসারে ১৫০১ শকে রচিত। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এই মাধব মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিসময়ের লোক। এবং ইঁহার বাসস্থল সপ্তগ্রামে ছিল। মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ। মাধব-পুত্র জয়রামমিশ্রকে কেহ কেহ জয়রাম গোস্বামী বলিত। "মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ-জেলার দক্ষিণে মেঘনানদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাসস্থাপন করেন। এইস্থান এখন গোসাইপুর বলিয়া পরিচিত। * এই মাধবাচার্য্যের রচিত একখানি কৃষ্ণমঙ্গল আছে। ইনি যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব

* বঙ্গভাষায় তিনখানি "কৃষ্ণমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) পরাশর-সুত মাধব-প্রণীত (২) কালিদাসতনয় মাধব-প্রণীত (৩) দ্বিজ সন্তোষ-রচিত কৃষ্ণমঙ্গল।

† দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

ছিলেন না, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, ইনি ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি। ঐ উপাখ্যানের দ্বিতীয় কবি রায়মঙ্গল-প্রণেতা নিমতাগ্রামবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবি কৃষ্ণরাম দাস * এই কবি মাধবাচার্য্যের রচনার অপকর্ষতা সম্বন্ধে স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচর্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহা নাহি কার্য্য॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হৈল ভাসা॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, ইনি "বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেও সম্ভবতঃ শেষকালে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবেন। এইজন্যই কথিত আছে যে, ইনি নিত্যানন্দ-ভক্তদের ন্যায় মাথায় চূড়াধারণ করিতেন বলিয়া 'চূড়াধারী' বলিয়া কীর্ত্তিত। রামানন্দ দাস মহাশয় বিবিধ প্রমাণ সহ কহিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য নবদ্বীপ-বাসকালে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নীলাচল-অবস্থিতির সময় "প্রেমরত্নাকর" ও মালদহ-জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর বা রোকণপুর-বাসকালে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(৬) আমাদিগের শেষ মাধব মিশ্র, পণ্ডিত, বা আচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রেমবিলাস গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়ানগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতিগুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন-পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হৈল অতিগুণধাম। শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥
কালিদাস মিশ্রপত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি। অল্পবয়সের কালে হইলেন রাঁড়ী॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল॥
নানাশাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত। আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত॥

* *

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। গীত বর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপদে সমর্পণ কৈল॥

* ইঁহার জন্ম ১৬৬৩ খৃঃ অঃ। ইঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ইঁনি একখানি বিদ্যাসুন্দরও লিখিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে কৈল অনুগ্রহ। সর্ব্বভক্তগণ তাঁরে করিলেক স্নেহ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, মহাপ্রভু আজ্ঞামতে। মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে।"

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃত স্থান হইতে আমরা মাধবাচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় পাইতেছি, তাহা এই :—

দুর্গাদাস মিশ্র নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ এক ব্যক্তি নবদ্বীপে বাস করিতেন; তাঁহার ঔরসে ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী বিজয়া দেবীর গর্ভে সনাতন ও কালিদাস মিশ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। সনাতন মহামায়াকে এবং কালিদাস বিধুমুখীকে বিবাহ করেন। সনাতনের এক পুত্র যাদব মিশ্র, ও এক কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া; ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় ভার্য্যা। কালিদাসের মাধবমিশ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ইহাঁর জন্মের অব্যবহিত পরেই কালিদাসের মৃত্যু হয়। যখন মাধবের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার যজ্ঞোপবীত হয়। অল্পকাল মধ্যে মাধব মিশ্র নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ সুন্দর সরল পদ্যে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের নাম "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"; মাধবাচার্য্য এই গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গ করিয়া দেন। মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণ মাধবাচার্য্যকে বড়ই ভালবাসিতেন। মহাপ্রভুর অনুমতি ক্রমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ইহাঁকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন। কথিত আছে, ইনি পঞ্চম বৎসরে বিদ্যারম্ভ করেন, এবং মেধা ও প্রতিভা-বলে নয় দশ বৎসর বয়ঃক্রমেই পণ্ডিত হয়েন। মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চার-বলেই এত অল্প বয়সে মাধব পণ্ডিত ও কবি হন। এবং এই শক্তি লাভ করিয়াই বালক সাধনারাজ্যে এত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। ইনি কেবল যে মহাপ্রভুর শ্যালক ও কৃপাপাত্র তাহা নহে, ইনি কিছুদিন নিমাঞী পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বিবাহসময়ে প্রিয়াজীর বয়স ১১।১২ বৎসর ছিল, মাধবাচার্য্যের বয়স নয় বৎসরের অধিক ছিল না। এই বিবাহের কিছুদিন পরই "মহাপ্রকাশ" হয়, সেই মহাপ্রকাশ কালে মাধবাচার্য্য তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং এই সময়েই মহাপ্রভু মাধবাচার্য্যকে কৃপা করেন।

* তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীমৎ যাদবাচার্য্যবংশীয় নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবত-রত্ন-প্রণীত "চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থ হইতে মাধবের নিম্নলিখিত

পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছেন, "যাঁহারা মাধবাচার্য্যকে সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহারা যাদবাচার্য্যবংশীয় গ্রন্থকারের প্রমাণ দেখুন।" উদ্ধৃতাংশ এই :—

"শ্রীসনাতনমিশ্রস্য বংশং বক্ষ্যে বিধানতঃ।
পবিত্রকীর্ত্তনং ধন্যং যৎ শ্রুত্বা নির্ম্মলীভবেৎ॥
পুত্রঃ শ্রীযাদবাচার্য্যঃ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াস্য চ।
যামুপায়ংস্ত বিধিবৎ শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ॥
তদ্ভ্রাতৃতনয়ঃ শ্রীমন্মাধবাচার্য্য ঈরিতঃ।" ইত্যাদি।

বৈষ্ণববন্দনায় দৈবকীনন্দন দাস মাধবার্য্য সম্বন্ধে এই বলেন :—

"মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
যাহার কবিত্ব গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥"

উপরের লিখিত ছয়জন মাধব-মধ্যে মাধব ঘোষ পদকর্ত্তা। কিন্তু পরাশরাত্মজ ও কালিদাস-তনয় মাধবাচার্য্যের মধ্যে পদ-কর্ত্তা কে, ইহা আমরা তত্ত্বনিধি মহাশয়কে এক পত্রে জিজ্ঞাসা করি, তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা কালিদাস-তনয়কেই "দ্বিজ মাধব" ভণিতাযুক্ত পদের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রচনাদৃষ্টে বিচার করিলে, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতই যে সমীচীন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মাধবী দাস।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নীলাচলবাস-সময়ে শ্রীশিখী মাহিতী নামে জগন্নাথ-দেবের একজন লিপিকর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম মুরারি মাহিতী ও সহোদরার নাম মাধবী দাসী ছিল। এই মাধবীর চরিত্র অত্যন্ত উন্নত ছিল বলিয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহাকে "দেবী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেন না কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীরাধিকার দাসী মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ঈদৃশী মহিলা চণ্ডালিনী হইলেও, তিনি কেবল "দেবী" নহেন, "দেবীর দেবী"। চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে লেখা আছে যে, মহাপ্রভু নিজ জনকে যে গূঢ় ব্রজের রস প্রদান করিয়াছেন, সাড়ে তিন জন ব্যক্তিমাত্র তাহা আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথাঃ—

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ।
শিখী মাহিতী, তাঁর ভগ্নী অৰ্দ্ধ॥"

চরিতামৃতের আদিলীলায়ও মাধবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। যথাঃ—

"মাধবী দেবী শিখী মাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি॥"

মাধবী পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। এই জন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহাঁদিগকে "তিন ভ্রাতা" বলা হইয়াছে। এবং তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার প্রতি ভ্রাতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মাধবী স্বয়ংও অধিকাংশ পদের ভণিতায় আপনাকে "মাধবী দাস" কহিয়াছেন। ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি একসময় লিখিয়াছিলেন, "মাধবী কবিতাকামিনী, সুপণ্ডিতা ও পদরচনাকর্ত্রী ছিলেন। প্রভুর পূর্ব্বলীলাসম্বন্ধে তাঁহার যখন যে কিছু স্মরণ ও যখন যে কিছু ভাব মনোমধ্যে উদিত হইত, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে উড়িয়া ও বঙ্গভাষায় পদ রচনা করিতেন।" তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "মাধবীর এই সকল গুণে, বিশেষতঃ তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল বলিয়া, রাজা প্রতাপ রুদ্র ইহাঁকে শ্রীমন্দিরের 'লিখনাধিকারী'র পদে নিযুক্ত করেন।" তত্ত্বনিধি মহাশয় অপর এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "গৌরাঙ্গকে একবার মাত্র দেখিয়াই মাধবী ও মুরারি তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শিখী মাহিতীর তদ্রূপ ভাব হয় নাই।" এই প্রবন্ধে উক্ত মহাত্মা আরও লিখিয়াছেন "মাধবীর পদগুলি নব অবতারের প্রশংসাবাদে পূর্ণ।" সর্ব্বশেষে অন্য একস্থলে অন্য এক প্রবন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "প্রধানতঃ নীলাচলবাসিনী মাধবী মহাপ্রভুর নীলাচললীলা সম্বন্ধেই পদ লিখিয়াছেন; সুতরাং তাহার পদ মূল্যবান্।" ভক্তিনিধি মহাশয় মাধবীর পদ সম্বন্ধে অপর এক প্রবন্ধে লিখেন "পদ-সমুদ্রে মাধবীকৃত" অনেক উড়িয়া পদ আছে। এবং উড়িয়া ভাষার পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গালা পদ অপেক্ষা কর্কশ, উড়িয়াদিগের নিকট তাহা আদরণীয়।" পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখায় মাধবী দাসের রচিত ব্রজলীলার সুন্দর দুইটী পদ আছে।

ভগবানাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণোপলক্ষে, উক্ত আচার্য্য যখন ছোট-হরিদাসকে মাধবীদাসীর গৃহে শালি তণ্ডুল আনিতে প্রেরণ করেন, তখন তিনি হরিদাসের নিকট মাধবীর চরিত্র এই কথায় বর্ণন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—

"শিখী মাহিতীর ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহো পরমা বৈষ্ণবী॥

সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিতেন না, তাই মাধবী তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারিতেন না; অন্তরালে অলক্ষিত-ভাবে থাকিয়া গৌরলীলা দর্শন করিতেন, এবং যখন যাহা দেখিতেন, তাহা পদে বর্ণন করিতেন। কর্ম্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করাতে প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন-সুধাকর দর্শন করিতে অসমর্থা বলিয়া, একটী পদে মাধবী খেদ করিয়া বলিয়াছেন :—

"যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

মাধবীর এ আক্ষেপ কোন কাজেরই নহে। যাঁহাকে মহাপ্রভু শ্রীমুখে ব্রজের মধুর রসের আস্বাদনকারিণী বলিয়াছেন, যিনি এক জন্মে প্রভুর দুই লীলা চর্ম্মচক্ষেও মানসচক্ষে দর্শন করিয়া নিয়ত পদে বর্ণন করিয়াছেন; তিনি যদি "গোরামুখ দর্শনে বঞ্চিত" তবে সে সৌভাগ্য আর কাহার আছে?

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত সিলিমাবাদ পরগণার অধীন দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের বাসস্থান ছিল। এই দামুন্যাগ্রাম রত্নামুনদীর তীরবর্ত্তী। মুসলমান ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কবি সাতপুরুষের বাস গ্রাম দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৪৯৯ শকে দামুন্যা হইতে প্রস্থানের সময় চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তক রচনা করিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহার এগার কি বার বৎসর পরে আরড়াতে চণ্ডীবাক্য সমাপ্ত হয়। কবিকঙ্কণের পিতামহ জগন্নাথমিশ্র, পিতা হৃদয়

মিশ্র, উপাধি "গুণরাজ"। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম রামানন্দ। অযোধ্যারামকেই অনেকে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন। চণ্ডীকাব্য আরম্ভের সময় কবির বয়ঃক্রম অন্যূন ৪০ বৎসর ছিল। ইঁহার পুত্র ও কন্যা অনেকগুলি হইয়াছিল। দীনেশ বাবু ও নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে দ্বিজ নিধিরাম মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কবির মাতার নাম দৈবকী; পুত্রের নাম শিবরাম ও পঞ্চানন; পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ; কন্যার নাম যশোদা ও জামাতার নাম মহেশ ছিল। এখনও মুকুন্দরামের বংশধরগণ বর্দ্ধমানের রায়না থানার অধীন ছোট বৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবির অধস্তন পুরুষেরা এখন দামুন্যা, বীরসিংহ ও হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে অবস্থিতি করেন। ইঁহার অধস্তন ৬ষ্ঠ ৭ম, ৯ম, ও ১০ম, পুরুষ অদ্যাপি জীবিত। কবির জন্ম অনুমান ১৪৫৯ শকে। ইঁহার উপাধি ছিল "কবিকঙ্কণ"। চণ্ডী ব্যতীত উহার পূর্ব্ব-সময়ে রচিত মুকুন্দরামের "শিবকীর্ত্তন" নামে আর একখানি গ্রন্থ ছিল। ইঁহার রচিত শ্রীগৌরাঙ্গবন্দনাটী পাঠ করিলে জানা যায়, মহাপ্রভুর প্রতি ইঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল।

মুরারি গুপ্ত।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে:—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি যাঁর নাম।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুরারি গুপ্তের জন্ম শ্রীহট্টে। নবদ্বীপেও মুরারির গৃহ মহাপ্রভুর গৃহের পার্শ্বে ছিল, সুতরাং উভয়ে প্রতিবাসী, এবং উভয়ে সতীর্থও ছিলেন। মুরারি শ্রীগৌরাঙ্গের সমবয়স্ক ও বাল্যসুহৃৎ। উভয়ে গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন, উভয়ে বিদ্যাবিষয়ে বিচার করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় গুপ্তের সহিত রসকোন্দল করিতেন। ফলতঃ মুরারি ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। অমিয়-

নিমাঞীচরিত-লেখক বলেন, "মুরারি গুপ্ত পরমপণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু নিরীহ ও স্নিগ্ধ" ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃতি এতই নম্র ও নিরীহ ছিল যে, ইহাঁর প্রতি কাহারও রাগ-দ্বেষ ছিল না। চৈতন্য-চরিতামৃতের এই কয়েক পংক্তিতেও মুরারি গুপ্তের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে:—

"শ্রীমুরারি গুপ্তিশাখ প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রব শুনি দৈন্য যাঁর॥
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ॥
চিকিৎসা করেন যাবে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তাঁর ক্ষয়॥"

মুরারি সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার নানালীলার সাহায্য করিতেন। ইনি গরুড় ও হনুমানের অবতার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত। ইহাঁর শরীরে অমিত পরাক্রম ছিল। বৈষ্ণববন্দনায় যথাঃ—

বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব-অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥"

একদা মহাপ্রভুতে বিষ্ণুর আবেশ সময়ে, মুরারিকে গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিলেন; মুরারি অগ্রসর হইয়া, প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া প্রহরেক পর্য্যন্ত শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিলেন। মুরারি-কৃত রামচন্দ্রের "স্তবাষ্টক" শ্রবণে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া, স্বহস্তে তাঁহার ললাটদেশে "রামদাস" এই কথাটী লিখিয়া দেন। মুরারি মহাপ্রভুর বরাহ ও শ্রীরাম-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মুরারি ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীগৌরাঙ্গকে নিবেদন না করিয়া দিয়া কিছুই আহার করিত না। একদা বহু পিষ্টক ও পায়সান্ন ভক্তদম্পতী শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেন। পরদিন প্রভু মুরারিগৃহে পদার্পণ করিয়া কহিলেন "বৈদ্যরাজ; অজীর্ণের ঔষধ দাও।" গুপ্ত বলিলেন, "প্রভো! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে, তাঁহার আবার কেমন করিয়া অজীর্ণ হইতে পারে? শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তে কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন "কাল রাত্রে স্ত্রীপুরুষে যুক্তি করিয়া আমায় আকণ্ঠ খাওয়ালি, আজ বলিস,—অজীর্ণ কেমন করিয়া হইল?" ইহা বলিয়া মহাপ্রভু সম্মুখ-স্থিত জল পাত্র হইতে প্রভূত জলপান করিয়া কহিলেন "দৈবরাজের জলই অজীর্ণের মহৌষধি"। মহাপ্রভুর এই বাক্যের অতিগূঢ় অর্থ আছে।

অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথারূপ মিষ্টান্ন-ভোজনে যে পাষণ্ডের অজীর্ণ জন্মে, তার পক্ষে ভব-রোগ-নিসূদন ভক্তবৈদ্যের পবিত্র হৃদয়রূপ জলপাত্র নিঃস্যন্দিত ভক্তি-বারিপানই মহৌষধ। এবং জগতকে ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভুর অজীর্ণ ভাণ।

এক দিন মুরারি গুপ্ত মনে মনে ভাবিলেন, প্রভু আমাকে এখন বড়ই স্নেহ করেন; এবং আমি প্রভুর নিত্য সহবাসে থাকিয়া অতুলানন্দও সম্ভোগ করিতেছি। কিন্তু ইনি যে বস্তু, তাহাতে চিরদিন কাহারও ভাগ্যে স্থায়ী থাকেন না। যদি কখনও ইনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে আমি গৌর-শূন্য নদীয়ায় কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব? অতএব আমি ভাবি-বিরহযন্ত্রণা এড়াইবার জন্য আত্মঘাতী হইব। এই সঙ্কল্প করিয়া একখানি শাণিত "কাতি" গৃহের এক গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদর্শী,—তাঁহার কাছে আবার লুকাচুরি কি? মহাপ্রভু মুরারির আলয়ে আসিয়া, নীরবে তদীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং গুপ্ত-স্থান হইতে শাণিত কর্ত্তুরিখানি বহির্গত করিয়া মুরারির স্ত্রীকে কহিলেন "এই দেখ তোমার স্বামার বিদ্যা! ইনি এই দাত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া তোমায় অনাথা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।" গুপ্ত-পত্নী কহিলেন, "প্রভো! আমার স্বামীর আত্মহত্যার ভয় নাই। তিনি অবিনাশী।" মুরারি গুপ্ত তখন মহালজ্জিত হইয়া কহিলেন "প্রিয়তমে! তুমিই ধন্য; তুমি স্বামীকে চিনিয়াছ, কিন্তু আমি মহামূর্খ, স্বামীকে আজিও চিনিতে পারিলাম না।" ইহা কহিতে কহিতে মুরারি ব্যাকুল-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে নয়নজলে মহাপ্রভুর চরণ সিক্ত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কর্ত্তুরিখানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া কহিলেন "মুরারি! আত্মহত্যা মহাপাপ, এমন গর্হিত সঙ্কল্প আর কখনও করিও না। পরন্তু তোমার মত ভক্ত অদর্শনভয়েই বা কাতর হইবে কেন? আমাকে তুমি সর্ব্বদাই অন্তরে বাহিরে দেখিতে পাইবে। মুরারি নয়ন মুদ্রিত করিলেন, উভয় নেত্রে বর্ষার ধারার ন্যায় অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "মুরারি! চক্ষু বুজিয়া কি দেখিতেছ?" মুরারি কহিলেন "প্রভু আর চক্ষু-রুন্মীলন করিব না। বাহিরে একমাত্র তোমার কষিত কাঞ্চন-রূপ দেখিতে পাই; কিন্তু হৃদয়-পটে নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম, নবজলধরবরণ, ও শণকুসুমনিভ রূপ এই ত্রিমূর্ত্তি দেখিতেছি। আহা! প্রথম রূপেরহস্তে শর শরাসন,

তীয়রের করযুগলে মুরলী ও পাঁচনি, আর তৃতীয়ের হস্তে দণ্ড করঙ্গ! প্রাণবল্লভ! তবেই নয়ন মেলিব, যদি বাহিরেও এই অপরূপ রূপ দেখিতে পাই।” শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন “তথাস্তু, নয়ন উন্মীলন কর।” মুরারি সম্মুখে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন। এবং ভূতলে মস্তক লুণ্ঠন করিয়া স্তব পড়িতে লাগিলেন। আবার মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে আপনার প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন “মুরারি! প্রত্যয় হইয়াছে ত?” মুরারি উত্তর করিলেন “প্রভো! সে তোমারই অপার কৃপা।” প্রভু কহিলেন, “মুরারি! তোমার ভক্তিপাশে আমি তিন যুগ বাঁধা আছি। তোমার বক্ষের অস্থিপঞ্জরে যে রামনাম লেখা আছে, তাহা কি তুমি ভুলিয়াছ? তখন মুরারি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন :—

“শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনঃ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥”

মুরারি সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে “চৈতন্যচরিত” রচনা করেন। এই সূত্রগ্রন্থ সংস্কৃতে, এবং ইহা বৈষ্ণবসমাজে “মুরারি গুপ্তের করচা” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরলীলাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ এই “করচা”। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই স্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী কহেন :—

“আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥”

আবার কবি লোচন দাস কহেন :—

“মুরারি গুপ্ত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥”
“জন্ম হৈতে বালকচরিত্র যাহা কৈল।”
* * *
“শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥”

মুরারি মহাপ্রভুর অপেক্ষা কথঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। দীনেশ বাবু বলেন “চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গিগণের কেহ কেহ করচা বা নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন। * * * ইহাদের মধ্যে মুরারি গুপ্তের করচাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।”

মোহনদাস।

কর্ণানন্দগ্রন্থে যথাঃ—

"শ্রীমোহনদাস নাম, জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈতিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে।"

ইনি শ্রীনিবাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু। কোন কোন পদের ভণিতায় উভয়ের নামই আছে :—

"মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ"।

যদুনাথ দাস।

(১) শ্রীহট্টজিলার অন্তর্গত বুরঙ্গা গ্রামে যদুনাথের পূর্ব্বনিবাস ছিল। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণই যদুনাথের জন্মস্থান। যদুনাথের পিতা রত্নগর্ভ আচার্য্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্র প্রতিবেশী ছিলেন। "রত্ন-গর্ভের ভাগবত পাঠ শ্রবণে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-ভাব উপস্থিত হয়—শিষ্যগণ সহ পথ চলিতে চলিতে তিনি 'বোল' 'বোল' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।" রত্নগর্ভের তিন পুত্র ; কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র। বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যথাঃ—

"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম একস্থান।"
"তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র॥*
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর।
সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর॥
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে॥" ইত্যাদি।

---

* এই বিশুদ্ধ পাঠ হইতে জানা যায় "কৃষ্ণপদ-মকরন্দ" কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথের বিশেষণ। কিন্তু বটতলায় মুদ্রিত চৈতন্য ভাগবতের পাঠ অনুসারে রত্ন-গর্ভের তিন পুত্রের নাম :—কৃষ্ণপদ মকরন্দ, কৃষ্ণানন্দ-জীব এবং যদুনাথ কবিচন্দ্র।

যদুনাথ নিত্যানন্দ-পার্ষদ ছিলেন। যদুনাথের ভ্রাতা জীব ও নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। তিন ভ্রাতার মধ্যে যদুনাথ কনিষ্ঠ। পদাবলী ব্যতীত যদুনাথের কোন কাব্য নাটকাদি গ্রন্থ আছে কি না, আমরা জানি না। তবে বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তদীয় পুস্তকের শেষভাগে যে অপ্রকাশিত পুস্তকের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায়, যদুনাথ দাসের রচিত "তত্ত্বকথা" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু উহা গদ্য কি পদ্য, অথবা উহা "কবিচন্দ্রের" কৃত কি না, কে জানে? যদুনাথ কাহার কর্তৃক কি জন্য "কবিচন্দ্র" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা অজ্ঞাত। ইহাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ না থাকিলেও, ইহাঁর মধুর পদাবলীপাঠে আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, যিনিই উপাধি দিয়া থাকুন, তাঁহার দত্ত উপাধিটী অপাত্রে অর্পিত হয় নাই। কথিত আছে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক ও কুলীনগ্রামবাসী। ইনি স্বচক্ষে মহাপ্রভুর লীলা দর্শন করিয়া পদে বর্ণন করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন; এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, নিত্যানন্দ প্রভুই ইহাঁর "কবিচন্দ্র" উপাধি প্রদান করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্যভাগবতে ইহাঁর প্রতি এই বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সদয়॥"

আবার কবিরাজ গোস্বামীও ইহাঁর প্রতি সামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—

"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥"

(২) বাঙ্গালা গোবিন্দ-লীলামৃতের কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়, উহার রচয়িতা যদুনন্দন দাসের নামান্তরও "যদুনাথ দাস" ছিল।

প্রমাণ যথাঃ—

(ক) "নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস॥" ১ম সর্গ।

(খ) "রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দ-চরিত কহে যদুনাথ দাস" ২য় সর্গ।

যদুনন্দন দাস।

আমরা চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসে পাঁচজন যদুনন্দনের অল্পবিস্তর পরিচয় পাইয়াছি।

(১) কণ্টক-নগরবাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতশাখায় পরিগণিত। চৈতন্যচরিতামৃতে যথাঃ—

"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা"

ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত-লেখক।

ভক্তি-রত্নাকরে যথাঃ—

"যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য॥
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণ শুনিয়া যার গীত॥"

ইঁহার পারিবারিক আখ্যা "চক্রবর্ত্তী" এবং বিদ্বান্ বলিয়া আখ্যা "আচার্য্য"। যদু-নন্দনের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী লক্ষ্মী। তাঁহার গর্ভে যদুনন্দনের শ্রীমতী ও নারায়ণী নামে দুই কন্যা জন্মে। এই দুই কন্যাকেই বীরচন্দ্র বিবাহ করেন। ইনি অতি সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম "রাধাকৃষ্ণ-লীলাকদম্ব"। ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয় সহস্র।

(২) ঝামটপুর-বাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

(৩) কটকনগরে অপর এক যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ গদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য। গদাধর দাসের স্থাপিত গৌরাঙ্গমূর্ত্তির সেবার ভার ইঁহার উপর ছিল। ইনি ভক্তসমাজে সুপরিচিত ছিলেন।" ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসবে তিনি বিশেষ বিজ্ঞ, গণ্য ও সম্মাননীয় ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইঁহাকে পদরচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই যদুনন্দনের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন। যদুনন্দনের একটী পদে যথাঃ—

"কহে যদুনন্দন দাস।
গৌরদাস তঁহি করু আশোয়াস॥"

(৪) বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু যদুনন্দন। ইঁহার বিষয়ও আর কিছু জানা যায় নাই।

(৫) মালিহাটীনিবাসী বৈদ্যকুল-সম্ভূত বিখ্যাত পদ-কর্ত্তা ও কবি যদুনন্দন দাস। ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে যদুনন্দন তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্য "কর্ণানন্দ" প্রণয়ন করেন। ইহার দ্বিতীয় নির্য্যাসে কবির আত্মপরিচয় আছে। মুরশিদাবাদ্ জেলায় বার তের ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মালিহাটী গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৫৯ শকে তাঁহার জন্ম হয়। কর্ণানন্দের প্রকাশক ভক্তিভাজন রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থকার বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে যদুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ও আমার ইহা ভ্রম বলিয়া মনে হয়। নিম্নলিখিত বৃত্তান্তদৃষ্টে জানা যাইবে যে, ইহা ভুল বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদুনন্দন জাতিতে অম্বষ্ঠ হইলেও ইনি বৈষ্ণব-সমাজে "যদুনন্দন দাস ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বুধাই-পাড়া গ্রামে শ্রীলশ্রীনিবাসাচার্য্যের দুহিতা এবং মন্ত্র-শিষ্যা হেমলতা ঠাকুরাণী বাস করিতেন। ঐ শ্রীপাটে যদুনন্দনও সচরাচর অবস্থিতি করিতেন। যদুনন্দন এই হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য।

ক্রমে পাঠক এক দুই করিয়া ইহার প্রমাণ গ্রহণ করুন।

১। কর্ণানন্দে কবিবাক্য, যথা :—

"দীন যদুনন্দন বৈদ্য দাস নাম তার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥"

তৎপর হেমলতার উদ্দেশ করিয়া :—

"সেবকাভাস, কভু সেবা না করিল।
তথাপি তাঁহার গুণে সে পদ ধরিল॥"

কবি এখানে নিজের দৈন্য জানাইবার জন্য বলিয়াছেন, "আমি হেমলতা ঠাকুরাণীর সেবকাধম সেবক, কদাপি তাঁহার সেবা করি নাই। তথাপি ঠাকুরাণী আমাকে সেবক (শিষ্য) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

২। বিদগ্ধমাধবের শেষে লিখিয়াছেন :—

"শ্রীল হেমলতা নাম ঠাকুরাণী।
তেঁহ পদধূলি দিলা আমার মস্তকে॥"

অর্থাৎ আমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

৩। কবি কর্ণানন্দের প্রতিনির্য্যাসের অন্তে এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"শ্রীআচার্য্যপ্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা।
প্রেম-কল্প-বল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

৪। একটী প্রাচীন পদে যদুনন্দনের এই পরিচয় আছে। যথা:—

"প্রভু-সুতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর, জয় যদুনন্দন দাস।"

অর্থাৎ আচার্য্যপ্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীপাদপদ্মের মধুকর স্বরূপ যদুনন্দন দাস জয় যুক্ত হউন। ইহাতে কি কবিকে হেমলতার শিষ্য বুঝাইতেছেন?

উপরের চারিটী প্রমাণ পাইয়াও যদি পাঠক এ বিষয়ে সন্দিহান থাকেন, তবে আরও তিনটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি;—

৫। যদুনন্দন স্বরচিত গোবিন্দ-লীলামৃতে কহিয়াছেন :—

"বন্দ গুরু-পদতল, চিন্তামণিময় স্থল,
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
আচার্য্যপ্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা,
তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি॥
অজ্ঞান অন্ধকারে, পতন দেখিয়া মোরে,
জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি।
তাঁহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিতে,
দূরে গেল অন্ধকারাবলী॥"

এই কয়েক চরণ গুরুর ধ্যানের সহিত মিলাইয়া পাঠক বলুন, যদুনন্দন হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কি না? পণ্ডিত ও জ্ঞানী পাঠকমহাশয়েরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যখন হেমলতা ঠাকুরাণী "জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা যদুনন্দনের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষুকে উন্মীলন করিয়াছেন।" বলিয়া কবি নিজেই বলিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কবির "গুরু"।

৬। কর্ণানন্দের শেষ নির্য্যাসে কি আছে, পাঠক দেখুন :—

বুধাই-পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥
পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজ-প্রভু-পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস।
তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ "কর্ণানন্দ"॥

অনেক ভক্ত-শিষ্য গুরু-পাটে অবস্থিতি করিয়া প্রত্যহ গুরুর শ্রীচরণ-দর্শন, পাদোদকপান ও উচ্ছিষ্টভক্ষণ জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদুনন্দন বুধাইপাড়াতে হেমলতার চরণোপান্তে এইজন্যই থাকিতেন। ঐ গ্রামে থাকিয়াই ১৫২৯ শকাব্দার বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে "কর্ণানন্দ" গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া নিজ দীক্ষা-গুরু ঠাকুরাণীকে উহা শ্রবণ করান। ঠাকুরাণী ঐ গ্রন্থ কর্ণের আনন্দজনক অনুভব করিয়া উহার নাম রাখিলেন "কর্ণানন্দ"। এ পর্য্যন্ত গেল কবির জীবনের ও কর্ণানন্দ-গ্রন্থখানির ইতিহাস। তার পর পাঠক, শেষ দুই চরণের উপরের দুই চরণের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন।

কবি আত্মপরিচয় এই বলিয়া দিতেছেন,—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দাস—যিনি সেই দাসের দাস—যিনি সেই অনুদাসের দাস—আমি যদুনন্দনদাস! সেই চৈতন্যদেবের দাসানুদাস তস্য দাসের দাস। এখন বৈষ্ণবেতিহাসের সহিত মিলাইয়া লওয়া হউক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্য গোপালভট্ট গোস্বামী, গোপালভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনিবাসের শিষ্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, তাঁর শিষ্য যদুনন্দন দাস।

৭। এই শেষ প্রমাণ ষষ্ঠ প্রমাণের টীকা বলিলে হয় এবং ইহা উপস্থিত বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ। কবি-প্রণীত গোবিন্দ-লীলামৃতে; যথা :—

"বন্দ্য শ্রীআচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু,
তাঁর পদে কোটি পরণাম।

বন্দ গোপালভট্ট নাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম
পরাপর-গুরু কৃপাধাম॥
বন্দ প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ,
পরমেষ্টি গুরু তেঁহ হয়।"

অর্থাৎ আমার (যদুনন্দনের) প্রভু বা "গুরু" হেমলতা ঠাকুরাণী; শ্রীনিবাসাচার্য্য হেমলতার গুরু, সুতরাং যদুনন্দনের "পরমগুরু"; গোপাল ভট্ট আচার্য্যের গুরু, সুতরাং যদুনন্দনের "পরাপরগুরু" (পরাৎপর গুরু); শ্রীগৌরচন্দ্র গোপাল ভট্টের গুরু, সুতরাং যদুনন্দনের "পরমেষ্টি গুরু"। সুবলচন্দ্র ঠাকুরও যখন হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য; তখন তিনি যদুনাথের "গুরু" নহেন, "গুরুভ্রাতা" অর্থাৎ উভয়ে এক গুরুর শিষ্য।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে উপরে যদুনন্দন দাসের কৃত "কর্ণানন্দ" (মৌলিকগ্রন্থ), "বিদগ্ধমাধব" অর্থাৎ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ, "গোবিন্দলীলামৃত" অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে পদ্যানুবাদ, এই তিন-খানি গ্রন্থের নাম করিয়াছি। বিদগ্ধমাধবের বাঙ্গালা অনুবাদ "রসকদম্ব" নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত যদুনন্দন, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সংস্কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" কাব্যেরও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। এই অনুবাদ মূলানুসারে না হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর টীকানুসারে হইয়াছে। ইনি "কুঞ্জরাস্তব" নামে শ্রীরাধিকার স্তোত্রসমন্বিত একখানি ক্ষুদ্র-সুন্দর কাব্যও রচনা করেন। কিন্তু যদুনন্দন তাঁহার পদাবলীর জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রসিকানন্দ দাস।

এই নীলাচলবাসী কবি ১৫১২ শকে কার্ত্তিক মাসের ১০ তারিখে রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ, মাতার নাম ভবানী; ইহাঁরা "করণ" কায়স্থ। অচ্যুতানন্দ সুবর্ণরেখা নদীতীরস্থ রঞী গ্রামের অধীশ্বর ছিলেন। কথিত আছে, অতি বিশুদ্ধ নীতিতে ইনি রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন। রসিকের

জন্মের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১৪ শকে অচ্যুতানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মুরারি ভূমিষ্ঠ হয়েন। অতি অল্প বয়সেই সোদরদ্বয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও সচ্চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয় ভ্রাতাই শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে যথা :—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।" ৪ বিলাস।

ভক্তিরত্নাকরেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। উভয় ভ্রাতাই প্রভূতক্ষমতাশালীসাধক ও প্রসিদ্ধকবি ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য, এক স্থলে কহিয়াছেন :—

"মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি।"

বাঙ্গালা কবির মধ্যে দুই জনের নাম মুরারি :—মুরারি গুপ্ত ও মুরারি দাস। মুরারিগুপ্ত "করচালেখক" বা "চৈতন্যচরিত" লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ: সেখানিও সংস্কৃত গ্রন্থ। সুতরাং আমাদের যেন মনে হয়, দত্ত-কবি "মুরারি দাসের" প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা মুরারি দাসের কোন কাব্যের নাম জানি না; কিন্তু রসিকানন্দদাস-প্রণীত "রতিবিলাস" ও "শাখাবর্ণন" নামক দুইখানি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই।

পূর্ব্বোক্ত রঙ্গী গ্রামের অদূরবর্ত্তী ডোঙ্গল নদীতটে "বারায়িত" নামক স্থান। ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের কালে কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ এবং ইহাও প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্রই এই স্থানে "রামেশ্বর" নামে এক শিবস্থাপন করেন। রসিক-মঙ্গল-গ্রন্থানুসারে, পিতামাতার মৃত্যুর পর মুরারির স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে রসিক ও মুরারি ঘণ্টশীলা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই ঘণ্টশীলা গ্রামও সুবর্ণরেখার-তীরবর্ত্তী। প্রবাদ এই যে, বনবাসকালে কিছুদিন পঞ্চপাণ্ডব এই ঘণ্টশীলা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। একটী বধূর ইচ্ছায় দুই ভ্রাতা পৈত্রিকাবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘণ্টশীলায় যাইয়া অবস্থিতি করিলেন, এ কথাটা আমাদের সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে ঐরূপ স্থানপরিবর্ত্তনের অন্য কোন কারণ থাকিবারই খুব সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের অনুমান হয়, দুই কবির জীবনের সঙ্গে ভারতের দুই মহাকাব্যের সংযোগ সাধন করিতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। নরোত্তমবিলাসে দেখিতে পাই :—

"উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা-সবার করিলা নিস্তার॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহুশিষ্য কৈলা।
তা-সবার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা॥" ৩য় বি।

রঙ্গীপ্রদেশে এক দুর্দ্দান্ত যবনরাজা ছিল, রসিকানন্দ অলৌকিক-প্রভাবে সেই যবনভূপতিকে তদীয় অসংখ্য মুসলমান প্রজা সহ বৈষ্ণব করেন; এবং অপরদিকে "করণ কায়স্থ" হইয়া সংখ্যাতীত ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়াছিলেন। রসিকমঙ্গলে যথা :—

"শত শত যবনাদি শিষ্য হৈল হেলে।"

তত্ত্বনিধি মহাশয় রসিকানন্দের একটী অলৌকিক কার্য্যের কথা এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—"এই রসিকের মহিমা কি বলিব, ইনি বনের মত্তহস্তীকেও শুদ্ধ হরিনামের প্রভাবে বশ করিয়াছিলেন। মনঃশক্তি ও ভক্তির বল এতদূর যে, যে মত্তমাতঙ্গ জনপদ ধ্বংস করিত, লোকজন তাহাকে দেখিয়াই পলাইত, কিন্তু রসিকানন্দ ভীত না হইয়া যেমন "হরিবোল" বলিয়া হুঙ্কার করিলেন, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হস্তী অমনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।" রসিকের পত্নীর নাম মালতী; রসিকের পত্নী এবং পুত্রগণও শ্যামানন্দের শিষ্য হয়েন।

শ্যামানন্দ শ্রীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দ নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে মুরারি সেই বিগ্রহসেবায় নিযুক্ত হয়েন। রসিকানন্দ সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া সমগ্র উৎকল দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী উভয় ভ্রাতাকেই "সুরসিক" ও "কবিবর" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। খেতুরীর মহামেলাতে শ্যামানন্দের সহিত রসিকানন্দ উপস্থিত ছিলেন, এবং রামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে ঐ মহোৎসবে আংশিক অধ্যক্ষতাও করিয়াছিলেন। নরোত্তমবিলাসে যথা :—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি॥
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়।
শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব আলয়॥

তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে।
রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবেশে॥
ওহে বাপু সকল করিবা সমাধান।
কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান॥
শুনিয়া রসিকানন্দ করজোড় করি।
আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি॥
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়।
হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিলে না হয়॥" ৫ম বিলাস।

রামকান্ত দাস।

নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতার নাম রামকান্ত বলিয়া নরোত্তম-বিলাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ইনিই পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় না।

রামানন্দ দাস।

(১) রামানন্দ বসু;—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী ষ্টেসনের নিকট প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রাম। এই গ্রামের বিখ্যাত বসুবংশে ভগীরথ বসুর জন্ম। তাঁহার ঔরসে ও ইন্দুমতী দাসীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসুর জন্ম। ইনি গৌড়-বাদসাহ হুসন্ সাহের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। উক্ত সম্রাট্ মালাধরের বিবিধ গুণগ্রাম দর্শনে তাঁহাকে "গুণরাজ খান" উপাধি প্রদান করেন। গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খান, তাঁহার পুত্র রামানন্দ বসু। সত্যরাজ ও রামানন্দ চৈতন্যের পার্ষদভক্ত। মহা-প্রভু যখন নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, তখন দ্বারকাতে তাঁহার সহিত রামানন্দের পরিচয় হয়। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "কুলীনগ্রামের বসু-বংশ অতিসম্ভ্রান্ত, ধনী ও ভক্ত; মহাপ্রভু ইহাঁদিগকে "পট্টডোরি" যোগাইতে নিযুক্ত করেন; বসুবংশীয়গণ অদ্যাপি ঐ সেবা করিয়া আসি-তেছেন।" চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় রামানন্দ ও তদীয় বংশের কয়েক জন ভক্তের উল্লেখ আছে; যথা:—

"কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।
যত্নাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবে শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন॥"

বৈষ্ণববন্দনায় বসুবংশের প্রতি সম্মান যথা :—

"বসু বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যার বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥"

(২) রায় রামানন্দ—বৈষ্ণববন্দনায় রায় রামানন্দ সম্বন্ধে এই আছে—

"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিয়াছিলেন :—

"তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রায় রামানন্দ পট্টনায়ক গোপী-নাথ।
কলানিধি সুধানিধি আর বাণী-নাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥" আদি ১০ পরি।

তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন "রায় রসতত্ত্ব-বেত্তাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ। ইঁহার ন্যায় প্রভুর গণে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। যখন তিনি কৃষ্ণ কথায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিত না।"

উৎকলাধিপতি গজপতিপ্রতাপরুদ্র কায়স্থবংশজ রায় ভবানন্দকে এক সম্মানিত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এই ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র, রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক। পাঁচ ভ্রাতাই রাজসরকারে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন।

সাধারণ লোকে তাঁহাকে "রাজা" বলিত। ভবানন্দ রায় নীলাচলবাসী ছিলেন বলিয়া তিনি ও তাঁহার পঞ্চপুত্র উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন নব্য লেখক রামানন্দ রায়কে বঙ্গবাসী বলিয়াছেন। কিন্তু এটী তাঁহার মস্ত ভুল। কেন না, "রামানন্দের প্রপৌত্র মনোহর 'দিনমণিচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে আপনাদিগকে নীলাচলবাসী বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন এবং বিদ্যানগরে তাঁহাদের যে এক আবাসবাটী ছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। রামানন্দ রায় মহাপণ্ডিত, মহাভাবুক ও অতি উচ্চ-দরের কবি ছিলেন। "সাধ্যের নির্ণয়" নামক যে প্রবন্ধ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রকটিত আছে, সে নির্য্যাসতত্ত্বঘটিত মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও রামানন্দ রায়ের উত্তর পাঠ করিলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কত বড় মহৎকর্ম্ম, ও ইহার সাধনপ্রণালী যে কি উচ্চ, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ প্রবন্ধের শেষে মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, রামানন্দ রায় তাহার কোন উত্তর না দিয়া, স্বরচিত একটী পদ গাইলেন; সে পদের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু হস্ত দ্বারা রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ঐ পদটী ও তাহার ব্যাখ্যা পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ স্বীয় অমিয়নিমাই-চরিতের তৃতীয় খণ্ডে দিয়াছেন। পাঠক যদি রায় রামানন্দের কবিত্ব ও সাধনপ্রণালী যুগপৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন সেই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন গোদাবরী-নদী-তীরস্থ বন-প্রদেশে, তাঁহার রায় রামানন্দের সঙ্গে প্রথম মিলন হয়। মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরে, মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে সমস্ত বিষয়বিভব পরিত্যাগপূর্ব্বক রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ "জগন্নাথবল্লভনাটকের" রচয়িতা, ঐ গ্রন্থ তিনি প্রতাপরুদ্রের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বদা মর্ম্মিভক্ত সমভিব্যবহারে যে পাচখানি গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া মহাসুখ পাইতেন, রামরায়ের নাটক তন্মধ্যে অন্যতম। ইনি রাঘবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ও মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য।

রায় অনন্ত।

রসিকমঙ্গলগ্রন্থের একটী চরণে রায় অনন্তের নাম পাওয়া গিয়াছে; যথা:—

"নীলাম্বর দাস বন্দি শ্রীঅনন্ত রায়।

নীলাম্বর দাস বা অনন্ত রায় শ্যামানন্দপুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। রসিক-শাখাগণনায় ইহার নাম কথিত হইয়াছে। ইনি নীলাচল-বাসী, ভক্ত ও কবি। যদি কেহ আমাদিগের সংগৃহীত পদকয়টীমাত্র পাঠ করেন, তাহাতেই রায় অনন্ত যে উচ্চ দরের কবি, তাহা জানিতে পারিবেন।

রায় শেখর।

পদগ্রন্থে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, দুঃখিশেখর ও নৃপশেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা পাঁচ জনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে "রায়" ও "নৃপ" এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইহাঁর প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। ইনি বর্দ্ধমান জেলার পড়ানগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত, শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী লোক। ইহাঁর রচিত একটীপদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহাঁকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। যথা :—

"শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার।
কহে কবিশেখর গতি নাহি আর॥"

রায়শেখরের অনেক পদ গোবিন্দ দাসের পদের অনুরূপ; সুতরাং রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন, নরোত্তমবিলাসে যথা :—

"জয় ভক্তি-রত্নদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু-পাদ-পদ্মে যেঁই মত্ত-মধুকর॥"

ইনি কবি রায়শেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রায় শেখরকে তত্ত্বনিধি মহাশয় "অতি বিখ্যাত পদকর্ত্তা" বলিয়া এক পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন। রায়শেখরের প্রণীত "গোপালবিজয়" নামে একখানি ১৭০১ শকে লেখা হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ পুস্তকে ২৫০০ শ্লোক আছে, সুতরাং নেহাত ক্ষুদ্রগ্রন্থ নহে।

রাধাবল্লভ দাস।

কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে সুধাকর মণ্ডল নামে পরম বৈষ্ণব একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী শ্যামপ্রিয়া দাসী ও অতি সুচরিত্রা ও কৃষ্ণৈকশরণা ছিলেন। এই ভক্ত-দম্পতী শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও কিঙ্কর-কিঙ্করী ছিলেন। সুধাকরের ঔরসে রাধাবল্লভ মণ্ডলের জন্ম।

সম্ভবতঃ ইহাঁরা জাতিতে তৈলিক ছিলেন। ধার্ম্মিক পিতা মাতা হইতে সাধারণতঃ ধার্ম্মিক সন্তানই জন্মে। রাধাবল্লভ অতি সরল ও উদার-হৃদয় ছিলেন। ইনি দিবারাত্র হরির নাম জপ করিতেন। কর্ণানন্দে ইহাঁর এইরূপ পরিচয় আছে :—

"সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।
তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র।
হরি নাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য॥"

পুনশ্চঃ—

"শ্রীরাধাবল্লভদাস, প্রভুর সেবক।
মহাভাগবত তেহোঁ ভজন অনেক॥
রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদার।
প্রভুর চরণ ধ্যান অন্তরে যাঁহার॥"

ইনিও আচার্য্যরত্নের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া সংসারতপ্ত-ভক্তের বিলাপসূচক "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী" নামে সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেন। রাধাবল্লভ দাস বাঙ্গালা পদ্যে ঐ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। উহাঁর অপর গ্রন্থের নাম "সনাতন গোস্বামীর সূচক" ও "সহজতত্ত্ব"।

রাজবল্লভ দাস।

রাজবল্লভদাস শচীনন্দন দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং "বংশীবিলাস" গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি এবং ইহাঁর অপর দুইভ্রাতাও কবি। শ্রীবল্লভ "শ্রীবল্লভলীলা," ও কেশব "কেশবসঙ্গীত" রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে চারিপুরুষ কবি ও গ্রন্থকার, ইহা এদেশে বা অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। বংশীবদনদাস, চৈতন্যদাস, শচীনন্দন দাস, ও রাজবল্লভ দাস, সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি।

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী।

মুরলী-বিলাসাদি বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তদীয় জ্যেষ্ঠতনয় চৈতন্যদাসের পত্নী অতি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বংশীবদন স্নুষাকে আশ্বাস দেন যে, জন্মান্তরে তাঁহার উদরে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র গোস্বামী সেই বংশীবদনের দ্বিতীয়প্রকাশ। চৈতন্যদাসের দুই পুত্র, রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী রামচন্দ্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন * এবং পরে তাহাকে মন্ত্র দান করেন। রামচন্দ্র নানা তীর্থ পরিক্রমণের পর নীলাচলে যাইয়া কতিপয় বর্ষ অবস্থিতি করেন। তথা হইতে আবার বিবিধ তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যাইয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া, তথা হইতে রাম ও কৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ লইয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের নাম দেশবিদেশে প্রচার হইয়াছিল। ইঁহার অলৌকিক প্রভাব দর্শন ও শ্রবণে অসংখ্য লোক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অম্বিকানগরের দুইক্রোশ পশ্চিমে তখন প্রকাণ্ড এক বনভূমি ছিল। বালুকাময়ী নামে একটী ক্ষুদ্রনদী তৎপ্রদেশে প্রবাহিত। প্রাগুক্ত বন সেই নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। ঐ বনে এক বিশালকায়-শার্দ্দূল ও হিংস্রজন্তু বাস করিত। দৈবশক্তিপ্রভাবে রামচন্দ্র সেই ব্যাঘ্রকে বিদূরিত করিয়া ঐ বনভূমিতে বাঘ্নাপাড়া নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম স্থাপন করেন, বাঘ্‌নাপাড়ার সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্র-ঘ্ন-পল্লী। অচিরকাল মধ্যে রামচন্দ্রের শিষ্য-সেবক দ্বারা সেই বনভূমি এক সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইল। অনন্তর রামকৃষ্ণবিগ্রহের মূর্ত্তি স্থাপিত হইল; তথায় প্রতিদিন দেব-সেবা ও অতিথি-সেবা ষোড়শোপচারে হইতে লাগিল। বাঘ্নাপাড়ার নিকট রাধানগর গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস ছিল। ইঁহারা সকলেই রামচন্দ্রের শিষ্য হইলেন। কিছু-দিন মধ্যে রামচন্দ্রের এক ক্ষত্রিয়-ভক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে গুরুপাটে আগমনপূর্ব্বক, রামকৃষ্ণবিগ্রহের এক বিচিত্র ইষ্টকময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার কিছুদিন পরে এদেশীয় এক কায়স্থ-শিষ্য সেই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এক বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া দেন। এই দীঘির

* দীনেশ বাবু বলেন, রামচন্দ্র জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন।

নাম হইল 'যমুনা"। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে স্বীয় কনিষ্ঠ শচীনন্দনকে সপরিবারে বাঘ্নাপাড়ায় লইয়া আসিলেন এবং তদীয় হস্তে বিগ্রহ-অর্চ্চনা, অতিথি-সেবা প্রভৃতির ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। করচামঞ্জরী, সম্পুটিকা, পাষণ্ডদলন, এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাঘমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় তৃতীয়াতে অর্দ্ধযামিনী সময়ে পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রমে অপ্রকট হয়েন। ইহাঁর অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে বহু অদ্ভুতকাহিনী আছে। আমরা এস্থলে দুইটী মাত্র তাদৃশ ঘটনার উল্লেখ করিব। বৈষ্ণব-বন্দনায় রামচন্দ্রের এইরূপ গুণ-গান আছেঃ—

"জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ রামাই গোসাঞী।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই ॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই ॥"

প্রথমতঃ তিনি যেরূপে রামকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বংশীশিক্ষা-গ্রন্থে এইরূপ আছেঃ—

"অরুণ-উদয়কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবার প্রভু করেন গমনে ॥
স্নানকালে রামকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তিযুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে আসিয়া লাগিল ॥"

দ্বিতীয়তঃ। রামচন্দ্র গোস্বামীর প্রভাব জানিবার জন্য শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী রাত্রিকালে দ্বাদশশত শিষ্য বাঘ্নাপাড়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বারশত বৈষ্ণব দ্বিপ্রহর-রজনীসময়ে অতিথি হইয়া পর্য্যুষিতান্ন, ইলিস-মৎস্য ও অপক্ক আম্রের অম্বল আহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পৌষ-মাস, ঘোরতর শীত। রামচন্দ্র ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিবামাত্র ভৃত্য বকুল বৃক্ষ হইতে আম্রফল ছিঁড়িয়া আনিল, বৈষ্ণবেরা দেখিয়া অবাক্। দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময় রামচন্দ্র গোস্বামীর ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে "যমুনা" দীঘী হইতে ধীবরগণকর্ত্তৃক অসংখ্য ইলিসমৎস্য ধৃত হইল। এদিকে পাক-পাত্রে মাত্র মুষ্টিমেয় পর্য্যুষিতান্ন ছিল। যাহা হউক, রামচন্দ্র সেই একমুষ্টি অন্ন ও ইলিসমৎস্যের টক দ্বারা দ্বাদশশত বৈষ্ণবগণকে আকণ্ঠ পূরিয়া আহার করাইলেন। বীরচন্দ্র শিষ্য-মুখে রামচন্দ্রের এই দৈবী-শক্তির কথা শুনিয়া

অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং অচিরে বাঘ্নাপাড়ায় আসিয়া দুইজনে বহু-দিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পদকর্ত্তা ১৪৫৬ শকে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে মাঘমাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে অপ্রকট হন। ইনি কখন কখন বুধরীর নিকট রাধানগরে বাস করিতেন।

রাধামোহন দাস।

রাধামোহন আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র *। কাহার কাহার মতে পৌত্র † এবং কাহার মতে বৃদ্ধপ্রপৌত্র ‡। ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম; ১৬২০ কি ১৬২১ শকে রাধামোহনের জন্ম, ব্যবধান ১৫৫ বৎসর। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের "পুরুষ" হিসাবে (প্রত্যেকে ২৫ বৎসর গড়ে), শেষ মতই অধিক সম্ভাবনীয়। আবার আর একজন পত্রপ্রেরক আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "রাধা-মোহন ঠাকুর গতিগোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র।" এই কথা রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত মিলে। ইনি পৈতৃক বাসস্থান চাকন্দী-গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হয়েন। রাধামোহন এরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, যে ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা ইহাঁকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের "দ্বিতীয় প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি শ্যামানন্দপুরীর শিষ্য। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। "পদামৃত-সমুদ্র" নামক পদ-গ্রন্থ ইহাঁর দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়। এবং তদন্তর্গত পদাবলীর ইনি "মহাভাবানুসারিণী" নামক সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। রাধামোহনের রচিত কয়েকটী সংস্কৃতপদও আমরা দেখিয়াছি। ইহাঁর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনুকরণে লিখিত। বিখ্যাত রাজা নন্দকুমার ও পুটীয়ার অধীশ্বর রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রাধামোহন-ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পুটীয়ার রাজা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু রাধামোহন রাজপণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রবিচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া রাজাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

---

* তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মত। † রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ণানন্দের ভূমিকায়।
‡ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় কোন বিজ্ঞ নামহীন লেখক।

বাঙ্গালা ১১২৫ সালে অর্থাৎ অনুমান ১৬৫০ শকে § গৌড়মণ্ডলে স্বকীয়া ও পরকীয়া বাদ সম্বন্ধে এক ঘোরতর বিচার হয়; এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারের গোস্বামিগণ, সরকার ঠাকুরের পরিবারের গোস্বামিগণ, শ্রীজীব গোস্বামীর পরিবারের গোস্বামিগণ এবং আচার্য্যপ্রভুর পরিবারের গোস্বামিগণ পরকীয়া-বাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিচারে রাধামোহন ঠাকুরই প্রধান হইয়া বিচার করেন। এই বিচার-সভায় বৈদ্যপুরনিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, গোকুলানন্দ সেন ও তদীয় বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। বিচার করিয়া রাধামোহন একখানি জয়পত্র প্রাপ্ত হয়েন। ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে সেই দলিল রেজিষ্টরি হয়। এই বিচারসময়ে রাধামোহনের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৬৯৭ শকে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, তাহার ৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭০০ শকে রাধামোহন ঠাকুর পরলোক গমন করেন। গোবিন্দ দাসের ন্যায় রাধামোহনও বিদ্যাপতির কোন কোন পদ পূরণ করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুর ৩য় শাখা ৬৭৪ সংখ্যক পদ যথা:—

"বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি শূর।
রাধামোহন দাস রসপূর॥"

আবার উক্তশাখার ৬৬৫ সংখ্যক পদের এইরূপ ভণিতা আছে:—

"কহ রাধামোহন দাসক দাস।"

ইহাতে তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, এই পদটী রাধামোহনের কোন শিষ্য কর্ত্তৃক রচিত। পদকল্পতরুর পরিশিষ্টেও ঐরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। ইহাতে আমরা যদি অনুমান করি যে, পদটী বৈষ্ণবদাস বা উদ্ধবদাসের রচিত, তবে কি অন্যায় হইবে?

---

§ ইংরাজী ও বাঙ্গালা শকের মধ্যে ৫৯৩ বৎসর অন্তর। সুতরাং ১১২৫ এর সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে খৃষ্টীয় ১৭১৮ শাক হয়, তাহা হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ শকাব্দ হয়। অমৃতবাজার আফিস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর পরিশিষ্টে ১৬৪০ শকাব্দ আছে, তাহা ভুল।

লক্ষ্মীকান্ত দাস।

অচ্যুতশিষ্য হরিচরণ দাস-কৃত "অদ্বৈতমঙ্গলে" দেখা যায়, অদ্বৈতাচার্য্যের ছয়জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। যথা :—লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্রীহরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীর্ত্তিচন্দ্র। কিন্তু এই লক্ষ্মীকান্ত পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। চট্টগ্রামবাসী একজন লক্ষ্মীকান্ত দাসের "ধ্রুবচরিত" নামে একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লোচনদাস।

লোচন, ত্রিলোচন, বা সুলোচন স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গলে আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস॥
মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে গাই গৌর-গুণ-গাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে আনন্দদেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থে পূত তেঁহো তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সহোদর নাই, কিংবা মাতামহ পুত্র॥
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥"

উপরে উদ্ধৃত পরিচয় হইতে জানা গেল, মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রামে পুরুষোত্তম দত্ত ও আনন্দময়ী দেবী নামে এক বৈদ্যদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সদানন্দী নামে এক কন্যা জন্মে। অপর

সন্তানাদি কিছু হয় নাই। ঐ কোগ্রামে কমলাকর দাস নামে একজন পরম পূতচরিত্র ও পরমবৈষ্ণব যুবক বাস করিতেন। পুরুষোত্তম গুপ্ত নিজেও একজন পরম ভাগবত ছিলেন; সুতরাং কমলাকরের চরিত্রে মোহিত হইয়া তদীয় হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতাকে সম্প্রদান করেন। এই কমলাকরের ঔরসে ও সদানন্দী দেবীর উদরে লোচনদাসের জন্ম। ইনি বাল্যকালেই নরহরি সরকার ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েন। সরকার ঠাকুর ইহাঁকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পরিশেষে লোচনদাসকে মন্ত্র-শিষ্য করেন *। ইষ্ট দেবতার আদেশ ক্রমেই লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন দাস "চৈতন্যমঙ্গল" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, লোচনদাস সাধন-প্রভাবে মানসচক্ষে তাহা সন্দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। বৃন্দাবনের গ্রন্থে ঐ ব্যাপারের উল্লেখ নাই। সুতরাং বৃন্দাবন দাস ঐ বর্ণনাটী লোচনদাসের কল্পনাসম্ভূত বলিয়া দোষারোপ করেন। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে ভয়ানক বাগ্বিতণ্ডা হয়। তখন বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থ হইয়া বলেন যে, লোচনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য, উহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই। উভয়ের রচিত গ্রন্থের নাম এক হওয়াতে পাছে ভবিষ্যতে তাহা লইয়া আবার পরস্পর বিবাদ হয়, এই ভয়ে নারায়ণী বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-ভাগবত" রাখিয়া দেন। লোচন দাসের গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা ও বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রবাদ, সত্য কি না, ধর্ম্ম জানেন। কিন্তু একটী অটল বৃত্তান্ত উভয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। চৈতন্যমঙ্গলের সমস্ত হস্তলিখিত পুস্তকে, এমন কি কাঁকড়া গ্রামের (কোগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচন-দাসের স্বহস্ত-লিখিত যে চৈতন্যমঙ্গল আছে, তাহাতে এই দুইটী পদ পাওয়া যাইতেছে।

---

* লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন, "প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরি দাস। তার পদপ্রসাদে এ পথের প্রতি আশ।"

"বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥"

যাহা হউক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত লিখিবার সময় বৃন্দাবনের কাব্যের নাম যে "চৈতন্যমঙ্গল" ছিল, তাহা নিশ্চয়। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শকের মধ্যভাগে লোচনদাসের জন্ম ও উহার শেষভাগে তাঁহার পরলোক হয়। চৈতন্যমঙ্গল রচনার পর ইহাঁকে লোকে "সুলোচন" ও "লোচনানন্দ" বলিতেন। লোচনকৃত "ধামালী" পদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এই জন্য কেহ কেহ লোচনকে "ব্রজের বড়াই" বলিয়া ডাকিতেন। লোচনদাস মুরারিগুপ্তের করচা অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলা বর্ণন করেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদিলীলাকে উক্ত করচার অনুবাদ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কথিত আছে, সরকার ঠাকুরের আদেশে ১৪৫৯ শকে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়, তখন লোচন দাসের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন "যিনি 'আহ্লাদে' ছেলে বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন *, তিনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় এত বড় ও সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণ-কথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না। বৈষ্ণব-সমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।" লোচনের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রাগুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলেন "লোচনের আখর উঠানযোড়া কএর মত।" "লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, তাহা এখনও আছে"।

দীনেশ বাবু ঐতিহাসিক, সুতরাং ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়া তিনি বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাসের গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটী এতই সুন্দর যে, সুদীর্ঘ হইলেও তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলেন :—

"চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক

---

* গ্রন্থকার লোচনদাসের এই বর্ণনার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন :—"যথা যাই তথাই তুলিল করে মোরে। তুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥" চৈতন্যমঙ্গল।

অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল; বৃন্দাবন দাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক গল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ। চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্বর্ণ করিয়া দিয়াছিল; তিনি ঘটনা প্রকৃত বর্ণে ফলাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তকে ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

"বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিৎ চৈতন্যদেবের নির্ম্মল দেবহাস্যটুকু বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা পরক্ষণে দৈবঘটনার আঁধারে লীন হইয়া যায়।

"লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একবারে নির্গুণ নহে। ৩০০ শত বর্ষকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুবল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লেখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুল্লপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পক্ষে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনায় * * কবিত্বের ঘ্রাণ নাই, * * কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে।" ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন লোচনদাসের "দুর্লভসার", "বস্তুতত্ত্বসার", "আনন্দলতিকা", "চৈতন্যপ্রেমবিলাস", "দেহনিরূপণ" ও "প্রার্থনা", নামক গ্রন্থ আছে। দুর্লভসার চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় প্রসিদ্ধ।

ঘটনাবশতঃ লোচনদাস তাঁহার স্ত্রীর সহিত চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বন করেন, তাহা এই :—লোচনদাস অতি শিশুকালে আমোদপুর কাকুটে গ্রামে বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারধর্ম্মে তাঁহার মতি ছিল না। আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে ইনি স্ত্রীকে স্বগৃহে আনিবার জন্য পদব্রজে গমন করেন। বিবাহসময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ছয় কি সাত ও ইঁহার পত্নীর বয়স চারি, কি পাঁচ বৎসর ছিল ; সুতরাং কেহ কাহাকে চিনিতেন না। লোচনদাস অতিকষ্টে সন্ধ্যাকালে কাকুটে গ্রামে উপস্থিত হইয়া, একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে শ্বশুরালয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটী লোচনদাসকে তাঁহার শ্বশুরালয় দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই স্ত্রীলোকটী যে লোচনের ভার্য্যা, তাহা পরে প্রকাশ পাইল। মাতৃসম্বোধন করাতে লোচনের স্ত্রীর সহিত পতি-পত্নী সম্পর্ক রহিত হইল বটে, কিন্তু লোচনদাস যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ঐ সাধ্বীরমণী যার পর নাই ভক্তিসহকারে স্বামিসেবা করিতেন। অজ্ঞাতসারে মাতৃসম্বোধন করিলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লোচনদাস স্ত্রীকে গ্রহণ করিলে, তাঁহার কোন দোষ হইত না। অতএব আমাদের বোধ হয়, এ প্রবাদ সত্য নহে। পক্ষান্তরে, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, লোচন সাধনবলে জিতেন্দ্রিয় হওয়াতেই স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন " গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু। দেখিতে সুন্দর, কিন্তু দংশনের ক্ষমতারহিত।" তত্ত্বনিধি মহাশয় প্রবন্ধান্তরে বলেন, "পদ ও চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত 'রাগানুগালহরী' ও জগন্নাথবল্লভের পদ্যানুবাদ লোচন-কৃত। (রাগানুগালহরীতে আচার্য্য প্রভুর নাম থাকায় ইহাকে তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ এবং বৃদ্ধকালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। রাগানুগালহরী ভক্তিরসামৃতের অধ্যায়বিশেষের অনুবাদ)। লোচন আচার্য্যপ্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন এবং খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হন। দুর্লভসার গ্রন্থও লোচনকৃত। কিন্তু উহা প্রক্ষিপ্ত অংশে পরিপূর্ণ হওয়ায়, অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

বিশ্বকোষ-মতে লোচনদাসের জন্ম ১৪৪৫ শকে ও তিরোভাব ১৫৩০ শকে। দুর্লভসার গ্রন্থে চৈতন্যমঙ্গলের নাম ও বিবরণ আছে বলিয়া নগেন্দ্র বাবু বলেন "দুর্লভসার চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত হয়।" কোষকার

পুনশ্চ বলেন, "রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোকাংশের পদ্যানুবাদ ইঁহার তৃতীয় এবং সংস্কৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যানুবাদ ইঁহার চতুর্থ গ্রন্থ, ইহার নাম রাগলহরী।"* লোচনের হস্তাক্ষরের কথা ও যে পাথরে বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, তাহার কথাও বিশ্বকোষে আছে। † নগেন্দ্র বাবু আরও লিখিয়াছেন "তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল, চৈতন্যমঙ্গলেই তাহার পরিচয় আছে। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি তিনি স্ত্রীর অনুমতি লইয়া রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমেই এই পদটী আছে। যথা :—

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজকথা।
আশীর্ব্বাদ মাগে আগে,
যত যত মহাভাগে,
তবে গাব গোরা-গুণ-গাঁথা ॥"

শচীনন্দন দাস।

শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর ও চৈতন্যদাসের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি পঠদ্দশাতেই অত্যন্ত কৃষ্ণ-ভক্ত হয়েন। একদা তাঁহার সমপাঠিগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া ব্যঙ্গ করাতে, তাঁহার মুখ হইতে এই সংস্কৃত শ্লোক বহির্গত হয়।—

"প্রাণঃ কণ্ঠগতো ভ্রাতর্বনাদিগতোঽপি বা।
তনোস্তদ্গৌরবং ত্যক্ত্বা কুরুধ্ব হরি-কীর্ত্তনম্ ॥"

অস্যার্থ—"কণ্ঠ কিংবা বনাদি গত যে জীবন।
তাহার গৌরব মাত্র করে ভ্রান্তগণ ॥

---

* কোষকারের মতে চৈতন্যমঙ্গল লোচনের প্রথম, ও দুর্লভসার দ্বিতীয় গ্রন্থ। সম্ভবতঃ আর পাঁচখানি গ্রন্থের কথা যে আমরা উপরে বলিয়াছি, তাহা সহজিয়াদের লোচনের নামে ছাপ দেওয়া জাল গ্রন্থ।

† বিশ্বকোষকার বলেন "লোচনের অক্ষরগুলি খুব মোটা মোটা। তাঁহার বাড়ীতে একটী পাথরের উপর বসিয়া শূন্য আকাশতলে তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, সে পাথরখানি অদ্যাপি আছে। বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।"

অতএব এ দেহের গৌরব ছাড়িয়া।
হরি সংকীর্ত্তন কর যতেক পড়ুয়া।" *

শচীনন্দনের তিনপুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব, তাঁহারই ন্যায় পরমবৈষ্ণব, পরমবিজ্ঞ, ও পরম মহিমান্বিত ছিলেন। পদাবলী ব্যতীত ইনি "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল অপরিজ্ঞাত।

শঙ্কর দাস।

বৈষ্ণবসাহিত্যে ৫ জন শঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। যথা :—

(১) চৈতন্যশাখায়, দামোদর পণ্ডিতের অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত; মহাপ্রভুর শয়নসময়ে শঙ্কর তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে যথা :—

"তাঁহার অনুজশাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভুর পাদোপাধান যাঁর নাম বিদিত॥"

বঙ্গবাসী যে সকল ভক্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন, তাঁহাদের নামোল্লেখসময়ে, চৈতন্যচরিতামৃতে পুনঃ শঙ্করের নাম লিখিত আছে :—

"গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর।"

আমাদের অনুমান হয়, এ দুই জন এক ও অভিন্ন।

(২) প্রাগুক্ত পরিচ্ছেদে কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণনায় এক শঙ্করের নাম দেখা যায়। যথা :—

"যদুনাথ, পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ।"

ইহাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

(৩) নিত্যানন্দগণে এক শঙ্করের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা :—

"শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।"

ইহাঁর সম্বন্ধেও অন্যবৃত্তান্ত অপ্রাপ্য।

---

* এই শ্লোক হইতে অনুমান হয়, শচীনন্দনের সময় তাঁহাদিগের অঞ্চলে বিসূচিকা মহামারীর (কলারার) খুব প্রাদুর্ভাব ছিল।

(৪) ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শঙ্কর দাস, বা শঙ্কর বিশ্বাস, একজন পদকর্ত্তা। নরোত্তমবিলাসে ইঁহার নাম আছে :—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌর-গুণ গানে যেহোঁ পরম উল্লাস॥"

(৫) ইনি (শঙ্কর ঘোষ) নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ডমরু বাজাইয়া তাহার তালের সঙ্গে সুর মিলাইয়া স্বরচিত পদ গাইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রীতি সম্পাদন করিতেন। প্রবাদ এই যে, ইনিও খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। দৈবকীনন্দনদাস এইরূপে ইহাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন :—

"বন্দিব শঙ্কর ঘোষ আকিঞ্চন রীতি।
ডমরুর বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি॥"

সুতরাং ইনিও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

৩০০ শ্লোকাত্মক "গুরুদক্ষিণা" নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উহা যে কোন্ শঙ্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা সুদূরপরাহত।

শিবরাম দাস।

নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর উভয় গ্রন্থেই নিম্নলিখিত পয়ারটী আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এইমাত্র জানা যায়। আর কোন পরিচয় অপ্রাপ্য।

"জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার।"

শিবানন্দ সেন।

কুলীনগ্রামবাসী সেন শিবানন্দ অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর যখন নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন সামান্য ভক্তের ন্যায় শিবানন্দও তাঁহার অনুগমন করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েন। কিন্তু শিবা-নন্দের প্রতি একটী বিশেষ ভার অর্পণ করিয়া মহাপ্রভু শিবানন্দকে গৃহে

রাখিয়া যান। শিবানন্দ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন। দেখা যায়, ইহজগতে কাহারও ধন আছে, কিন্তু সৎকর্ম্মে মন নাই; কাহারও বা সৎকর্ম্মে মতি আছে, কিন্তু অর্থাভাবে সৎকর্ম্ম করিবার সামর্থ্য নাই। এই উভয়ের শুভ সংযোগ ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জন অতীব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে, শিবানন্দ সেনের অদৃষ্টে এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছিল। জনৈক ইংরাজ কবি কহিয়াছেন, "ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির হস্তগতধন বিমানচ্যুত শিশিরকণার ন্যায় জগৎকে পরিতৃপ্ত করে। পরম ভাগবত শিবানন্দ সেনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা সেইরূপ অনেক ব্যক্তির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইত। শিবানন্দ সম্বৎসর গৃহে থাকিয়া নানা সৎকর্ম্ম করিতেন, রথযাত্রার মাসদ্বয় পূর্ব্বে প্রতিবর্ষে বঙ্গদেশের গস্তকাম সহস্র সহস্র যাত্রী সমভিব্যাহারে লইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইয়া "যুগলব্রহ্মের" বদনসুধাকর সন্দর্শন করিতেন। এই সকল যাত্রীদের আসিবার ও যাইবার সমস্ত পাথেয় ও আহারীয় ব্যয় সেন শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় যথা :—

"শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া॥" ১০ম পরি।

পূর্ব্বে যে ভারার্পণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই যাত্রী লইয়া যাওয়া আইসাই সেই ভার। শিবানন্দ আহ্লাদ সহকারে মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা পালন করিতেন। এই বিষয়ের পুনরুল্লেখ অন্তলীলায়ও দৃষ্ট হয়, যথা :—

"কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ, সেন মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করে দিয়া বাসস্থান॥" ১ম পরি।

কেবল যে শিবানন্দকে মহাপ্রভু ভালবাসিতেন এরূপ নহে, শিবানন্দের বাসস্থান কুলীনগ্রাম পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অতি প্রিয় স্থান ছিল। আদির দশমে মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন :—

"প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো চৈতন্য গায়॥"

শিবানন্দ সেনের পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মে; যথা—পরমানন্দ সেন, চৈতন্যদাস সেন ও রামদাস সেন। চৈতন্য-চরিতামৃতেও এই তিন পুত্রের উল্লেখ আছে, যথা :—

"চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥"

পিতার ন্যায় পুত্রত্রয় যে কেবল মহাপ্রভুর পরমভক্ত ছিলেন, এরূপ নহে। তিনজনই পিতার ন্যায় কবি ছিলেন। কবি কর্ণপুর কাঁচড়াপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, শিবানন্দের বাসস্থান কাঁচড়াপাড়ায় ছিল।* কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মত অগ্রাহ্য করিয়া অন্য কাহারও মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই জন্য আমরা অনুমান করি, কাঞ্চনপল্লী শিবানন্দের শ্বশুরালয় ছিল। বৈষ্ণববন্দনায় শিবানন্দের এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"প্রেমময় তনু বন্দ সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব॥"

শ্যামানন্দ যেমন কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে "দুঃখিনী" বলিয়াছেন; শিবানন্দও কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে "শিবা-সহচরী" † বলিয়াছেন।

শ্যামদাস।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের শ্বশুর এবং শ্রীমতী দ্রৌপদী বা ঈশ্বরী ঠাকুরাণীর জনক জাজীগ্রামবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার শ্যামদাস ও রামচন্দ্রদাস নামে দুই পুত্র ছিল। কেহ কেহ দুই ভ্রাতাকে শ্যামাচরণ ও রামচরণ কহিত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহাঁদিগের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে :—

---

* "সেন শিবানন্দ কাচড়াপাড়াবাসী" অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

† পদকল্পলতিকায় দ্রষ্টব্য।

"শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপাল-তনয়।
শ্যামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥
দোহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত।
এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্রে বিদিত॥"

উভয় ভ্রাতাই শ্রীনিবাসাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। ইহাঁরা পদকর্ত্তা ছিলেন।

স্বরূপদাস।

"সর্ব্বত্র মহামহিমান্বিত" শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য "সর্ব্বাংশে প্রধান" শ্রীবিশ্বাচার্য্য। বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য "পরম বিদ্যাবান্" পুরুষোত্তম আচার্য্য। পুরুষোত্তম আচার্য্যের শিষ্য "মহাধীর" বিলাসাচার্য্য। বিলাসাচার্য্যের শিষ্য "গভীরচরিত" শ্রীস্বরূপাচার্য্য। ভক্তিরত্নাকরের এই পরিচয়ে জানা গেল, স্বরূপাচার্য্য শ্রীনিবাসের এক উপশাখা। কেহ কেহ ইহাঁকেই পদকর্ত্তা স্বরূপদাস অনুমান করেন। অপর এক স্বরূপদাসের "নৃত্য" নরোত্তমবিলাসে বর্ণিত আছে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অসংখ্য পরিকর মধ্যে অন্যতম।

হরিরামাচার্য্য।

ভক্তিরত্নাকর বলেন, শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, তাঁহার শিষ্য হরিরামাচার্য্য। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন; এবং নানা স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন, যথা :—

"শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম।
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম॥
শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য্য।
সর্ব্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব্বকার্য্য॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রেমভক্তি বিলাইয়া।
জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥"

ইনি "শ্রীকৃষ্ণ রায়" নামক বিগ্রহের সেবা করিতেন। পুনঃ ভক্তি-রত্নাকরে যথাঃ—

"শ্রীমদ্ভাগবতাদিক-গ্রন্থকথন, অনুপম বরষত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন, ভণব কি নরহরি মহিমা অপার॥"

ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ রাজসাহী জেলাতে গোয়াসপুর নামক গ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। প্রেমবিলাসে যথা :—

"হরিরাম আচার্য্যশাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহা জগতবিদিত॥
গঙ্গাপদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।
তথায় গোয়াসগ্রামে তাঁহার আলয়॥"

ইনি ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মতে "আশ্চর্য্যচরিত", "মধুর মূর্ত্তি", "পরম সুধীর", "করুণাময়" "অত্যুদার", "সংকীর্ত্তন-রস-লম্পট" ও "বৈষ্ণব-সেবাপটু" ছিলেন। ইহাঁর বংশধরগণ সম্প্রতি সৈদাবাদে অবস্থিতি করেন। নরোত্তমবিলাসে দৃষ্ট হয়, ইনি খেতুরীর মেলায় গিয়াছিলেন।

কর্ণানন্দে ইহাঁর এইরূপ পরিচয় আছে :—

"আর এক সেবক তাঁর হরিরামাচার্য্য।
পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুণে আর্য্য॥"

কথিত আছে, বৈদ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হরিরাম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

হরিবল্লভ দাস বা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাব্দে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নদীয়াজেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা ছিলেন, জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ, সর্ব্বকনিষ্ঠ বিশ্বনাথ। কথিত আছে, বিশ্বনাথ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এক অলৌকিক জ্যোতিতে সূতি-কাগার আলোকিত হইয়াছিল। বোধ হয়, বিশ্বনাথের অলৌকিক প্রতিভা-

দর্শনে পরবর্ত্তিকালে এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদনিবাসী কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ গুরুগৃহে অনেককাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, আপনাকে সৈয়দাবাদবাসী বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে পরিচয় দিয়াছেন। যথা :—

"সৈয়দাবাদনিবাসিশ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥"

(অলঙ্কারকৌস্তভের টীকার শেষ)

বিশ্বনাথ দেশে থাকিয়াই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি পঠদ্দশাতেই একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বনাথ উদাসীন ছিলেন। পিতা বহুযত্নে ইহাঁকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং গৃহেই পণ্ডিত রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের বাল্যবৈরাগ্য শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে বৃদ্ধি পাইল। বিশ্বনাথ অতুল ঐশ্বর্য্য, রূপবতী ভার্য্যা, স্নেহময়ী জননী ও পুত্রবৎসল জনককে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিলেন। যদিও একবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তথাপি অল্পকাল অবস্থান করিয়াই পুনঃ বৃন্দাবনে যাইয়া রাধাকুণ্ডতীরে ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিত্যক্ত কুটীরে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দদাসের সহিত বাস করেন; এবং শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁহার গ্রন্থনিচয় রচনা করেন। মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ের একজন সদাচার পরম-ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। বিশ্বনাথের রচিত গ্রন্থকলাপের নাম এই :—(১) সারার্থদর্শিনী নামক ভাগবতের সম্পূর্ণ টীকা, (২) সারার্থবর্ষিণী নামক গীতার টীকা, (৩) সুবোধিনী নামক অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা, (৪) সুখবর্ত্তিনী নামক আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা, (৫) বিদগ্ধমাধবের টীকা, (৬) শ্রীচৈতন্যের লীলা-বর্ণনাত্মক ভাবনামৃত নামক মহাকাব্য, (৭) স্বপ্ন-বিলাসামৃত নামক কাব্য, (৮) মাধুর্য্যকাদম্বিনী, (৯) ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, (১০) স্তবামৃতলহরী, (১১) চমৎকারচন্দ্রিকা, (১২) গৌরাঙ্গলীলামৃত, (১৩) চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা, (১৪) উজ্জ্বল নীলমণির আনন্দ-চন্দ্রিকা নামক টীকা, (১৫) গোপালতাপিনীর টীকা, (১৬) গৌরগণ-

চন্দ্রিকা ইত্যাদি *। কথিত আছে যে, "চৈতন্যরসায়ন" নামে আরও একখানি গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নযোগে শ্রীচৈতন্য নিষেধ করাতে ঐ গ্রন্থ লিখিতে বিরত হয়েন।

বিশ্বনাথ জীবনের শেষভাগে "শ্রীগোকুলানন্দ" বিগ্রহের সেবা করিতেন। মধ্যে মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গোবর্দ্ধনশিলাও লইয়া আসিয়া সেবা করিতেন। এই গোবর্দ্ধনশিলার একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ঐ শিলা প্রথমে শঙ্করানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুকে প্রদান করেন; রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হন; রঘুনাথের অপ্রকটের পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং তাঁহার অপ্রকটের পর তৎশিষ্য মুকুন্দদাস উহা সেবা করেন। প্রসিদ্ধ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিলে, মুকুন্দদাস গোবর্দ্ধনশিলা তাঁহাকে অর্পণ করেন; তিনি মধ্যে মধ্যে উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিতেন। ঐ বিখ্যাত শিলা এক্ষণ গোকুলানন্দ বিগ্রহের মন্দিরে আছেন।

বিশ্বনাথের অনেক শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে মুরশিদাবাদ জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী রেঞাপুরনিবাসী বিপ্র জগন্নাথ একজন। এই জগন্নাথ কবি ঐতিহাসিক ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পিতা। বিশ্বনাথ, কবিরাজ গোস্বামীর প্রায় ১২৫ বৎসরের পরের লোক। কারণ কবিরাজ ১৫০৪ শকে অপ্রকট হয়েন; বিশ্বনাথ ১৬২৬ শকে ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত করেন এবং উহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অপ্রকট হয়। ১৬০০ শকে ভাবনামৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথের "চক্রবর্ত্তী" আখ্যা সম্বন্ধে সাদিপুরনিবাসী শ্রীরাসবিহারী দাস সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় বলেন "কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিটী ভক্তগণের প্রদত্ত। চক্রবর্ত্তী উপাধি যে পরের সময়ের, তাহা জনশ্রুতি-লব্ধ এবং ময়মনসিংহ জেলার ভাঙ্গাগ্রামনিবাসী শ্রীউমাকান্ত চৌধুরীর মুদ্রিত স্বপ্নবিলাসামৃতগ্রন্থের ভূমিকাতেও দৃষ্ট হয় যে:—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাচ্চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

* ইঁহার রচিত মোট সংস্কৃতগ্রন্থের সংখ্যা ২৩ খান, আমরা অবশিষ্ট ৭ খানের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

অর্থাৎ সকলকে ভক্তিপথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বনাথ, আর ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া চক্রবর্ত্তী॥”

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বিশ্বনাথের রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেনঃ—“বিশ্বনাথ কাব্যশাস্ত্রে সুদক্ষ পণ্ডিত। ইহাঁর সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ অবলোকন করিলে ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব অনুমান করা যায়। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিলেও একমাত্র সুবৃহৎ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়া বৈষ্ণবজগতে চিরজীবিতের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত ভাবনামৃত মহাকাব্যখানি বিবিধরস, ভাব, অলঙ্কার ও প্রসাদাদি গুণে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর লেখার যে কোনস্থানে যখনই পাঠ করা যাউক না কেন, তখনই পাঠককে মুগ্ধ হইতে হইবেক।”

বিশ্বনাথ হরিবল্লভদাস নাম গ্রহণপূর্ব্বক অনেক বাঙ্গলা পদ রচনা করিয়াছেন। আমাদিগের সংগ্রহে হরিবল্লভের যেদুইটী পদ সঙ্কলিত হইয়াছে; শুদ্ধ তাহা পাট করিলেও বিশ্বনাথের পদরচনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষার গাঢ়তা অথচ কোমলতা এবং ভাবের মধুরতা, প্রথম শ্রেণীর কবির ন্যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। “ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি” নামক সঙ্গীতসংগ্রহ গ্রন্থ, ইহাঁর সঙ্গীতজ্ঞতার বিশিষ্ট প্রমাণ। স্বীয় যশঃপ্রকাশে ইনি এতই সঙ্কুচিত ছিলেন যে, এই সংগ্রহ-গ্রন্থে আপনার প্রকৃত কি ভক্ত নাম পর্য্যন্ত দেন নাই। কেহ কেহ বলেন, বিশ্বনাথের গুরু কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর হরিবল্লভ এবং বিশ্ব-নাথ নিজে পদ রচনা করিয়া গুরুর নামে ভণিতা দিতেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে “গুরুভক্তির” আকরস্থান ভারতবর্ষে, বিশ্বনাথ এক নূতন প্রকার গুরুভক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন।

হরিদাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যপাঠে আমারা ৭ জন হরিদাসের নাম জানিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে “ছোট হরিদাস”, বা “বড় হরিদাস”, অথবা উভয়ে পদকর্ত্তা; এবং “দ্বিজ হরিদাস” পদকর্ত্তা; হরিদাস ঠাকুর বা যবন হরিদাস ও দুই জন হরিদাস ব্রহ্মচারী এবং পণ্ডিত হরিদাস এই চারিজন;

পদকর্ত্তা নহেন। "পদ-কর্ত্তা হরিদাসের" মধ্যে "দ্বিজ হরিদাসের" বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইবে। প্রথমতঃ সাত জন হরিদাস, যথা :—

(১) শ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীবৃন্দাবনের :—

"সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশোগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুরবচন মধুরচেষ্টা অতি ধীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা করে সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব ইহাঁর শরীরে পরকাশ॥" আদি ৮মে,চৈ,চ,

(২) ও (৩) "বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥" আদি ১০মে ঐ

(৪) কাঞ্চনগড়িয়ানিবাসী দ্বিজ হরিদাস।

(৫) "হরিদাস ঠাকুরশাখার অদ্ভুত চরিত।
তিনলক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥
"তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য গোসাঞী যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লইয়া কোলে।
নাচিলা চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে॥" চৈ,চ, আদি ১০মে

(৬) নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ব্রহ্মচারী হরিদাস। আদি ১১শে দ্রষ্টব্য।

(৭) গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী। ঐ ১২শে দ্রষ্টব্য।

বড় হরিদাস বঙ্গবাসী, নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন এবং তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। ইহাঁর সম্বন্ধে আর কোন কথা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ইনি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব।

ছোট হরিদাসও নবদ্বীপবাসী গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। অতি সুকণ্ঠ বলিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। একজন ভক্ত বলেন "যাঁহার অন্তরে কোন বিকার নাই, প্রভুর সহিত

নিরন্তর যাঁহার সহবাস; এমন কি, যে হরিদাসের কীর্ত্তনে প্রভু বিভোর হইতেন; মুহূর্ত্তকালের জন্য যে হরিদাসকে সঙ্গ ছাড়া করিতেন না; যাঁহাকে ভক্তমণ্ডলীতে অতিপ্রিয় বলিয়া প্রকাশ করিতেন," অতি ক্ষুদ্র দোষে মহাপ্রভু এ হেন হরিদাসকে চিরনির্ব্বাসন করিয়াছিলেন! সে দোষটী এই যে, হরিদাস একদিন শিখী মাহিতীর ভগিনী পরম তপস্বিনী মাধবী দাসীর নিকট মহাপ্রভুর ভোজনের জন্য ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পরিবর্ত্ত করিয়া উত্তম সরু তণ্ডুল আনিয়াছিলেন, এবং এই উপলক্ষে মাধবী দাসীর সহিত হরিদাসের দুই এক কথা হইয়াছিল। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, এমন কি পুরী গোস্বামী পর্য্যন্ত হরিদাসকে মার্জ্জনা করিতে বলিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু হরিদাসকে কিছুতেই মার্জ্জনা করিলেন না দেখিয়া, হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিজ হরিদাস রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ও গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি ফুলের মুখটী নৃসিংহের সন্তান। ইহাঁর নিবাস কাঞ্চনগড়িয়াগ্রামে ছিল। এই গ্রাম চৈঞা বৈদ্যপুরের এক ক্রোশ উত্তরে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, মহাপ্রভুর অপ্রকট হইলে ভক্তপ্রবর হরিদাসাচার্য্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। ভক্তিরত্নাকের—

"দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু-অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে॥"

রজনী প্রভাত হইলেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিব, মনে মনে এই চিন্তা করিতেছেন; চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রিতাবস্থায় মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে ও বৃন্দাবনগমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে হরিদাস বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামে পুত্রদ্বয়কে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন যাজীগ্রামবাসী মহাপ্রভুর প্রেমাবতার স্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস যখন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট হইতে গ্রন্থরত্ন সমভিব্যাহারে গৌড়ে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন এক নির্জ্জন কুঞ্জে বৃক্ষতলে হরিদাসকে দর্শন করিলেন। সেই সময় হরিদাসের দেহ জীর্ণ শীর্ণ এবং জীবনাশায় নিরাশ। এক এক বার "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং নেত্রনীরে দেহ প্লাবিত

হইতেছে। আচার্য্য প্রভু হরিদাসকে প্রণাম করিলে, হরিদাসাচার্য্য তাঁহাকে দৃঢ়-প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আপনি কল্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করিবেন; আমার অনুরোধ এই যে, আমার পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে যেন আপনার মন্ত্রশিষ্য করেন।" শ্রীনিবাস এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর মাঘমাসের কৃষ্ণা একাদশী দিবসে হরিদাসের তিরোভাব হয়। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে, হরিদাস, শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের অল্পবিস্তর বিবরণ আছে। অধুনা শ্রীদাসের বংশধরগণ সাটিগ্রামে ও গোকুলানন্দের বংশীয়গণ চৈঞাবৈদ্যপুরগ্রামে বাস করিতেছেন।

মন্তব্য। আমাদিগের বর্ত্তমান সংগ্রহে ৮৮ জন পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে "পরিকর" ও "পদকর্ত্তা" এই দুই শিরোনামে আমরা ৭৯ জনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ পরিচয় দিতে পারিয়াছি। কিন্তু বহুচেষ্টায়ও নিম্নলিখিত ৯ জনের কোন পরিচয় পাই নাই। নয়জন যথা :—গুপ্তদাস, গৌরসুন্দর, বিন্দুদাস, বিশ্বম্ভরদাস, মন্মথনাথদাস, রাধাচরণদাস, সর্ব্বানন্দদাস, সঙ্কর্ষণদাস ও হরেকৃষ্ণদাস।

সম্পূর্ণ।

শ্রী

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

প্রথম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(নান্দী বা পূর্ব্বাভাস।)

প্রথম পদ।

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে, শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি, কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ, এক যুবা গৌউর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটী কাম, রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি, ভাব ভূষা নিরবধি, নাচে গায় মহা মত্ত হৈঞা।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি, মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া॥
নব জলধররূপ, রসময় রসকূপ, ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত, কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত, দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন, (এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি, বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি, হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

দ্বিতীয় পদ।

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত, বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাবপ্রকাশিতে, ধনী অনুমতি ভেল জান ॥
সুন্দরী যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা, মোহে করবি হেন রূপ ॥ ধ্রু ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা, কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ, কি কহব না পাইয়া ওর ॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে, এসুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেমগুরু করি, নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা, জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলবাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়, না ভজিনু মুঞি নরাধম ॥

তৃতীয় পদ।

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজজীবন, তুয়া বিনু কৈছন, ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥
জল বিনু মীন, ফণী মণি বিনু, তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন, ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান ॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি, পাওবি কোন হি সুখ।
কিয়ে আন জন, তুয়া মরমহি জানব, ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসরি, তুহুঁ বর নাগর কান।
অহনিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব, তেজব সবহুঁ পরাণ ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনাতটে, সখা সঞে করবি বিলাস।
পাবহাব মঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি, না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥

চতুর্থ পদ।

শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ। ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি। নদীয়া নগর পরে করবহুঁ কেলি ॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম। অবিরত বদনে বোলব তব নাম ॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব। ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মন কাম। [illegible] ॥

পঞ্চম পদ।

এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী, কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য, সেইরূপ দেখিব হে আমি॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে, অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়াধরা কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে, কাল গৌর হইবে কেমনে॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে, দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা, ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ॥
নিধুবনে এই কয়ে, দুহুঁ তনু এক হয়ে, নদীয়াতে হইলা উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে, প্রেম বন্যায় জগত ভাসায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন, ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ, না ভাসিলাম সে সুখতরঙ্গে॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(মঙ্গলাচরণ।)

১ম পদ। গৌরীরাগ।

জয় নন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ, রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুরমুনিগণ ১ মনো-মোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ। *
জয় ব্রজ-সহচরী লোচন মঙ্গল, জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন, প্রেমবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর † প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জনগণ-ভয়ভঞ্জন, গোবিন্দ দাস, আশ অনুবন্ধ॥

২য় পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম। কলিমদ-মথন নিত্যানন্দ ধাম॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর। প্রেম-রতন ফল ধরল উজোর॥

---

১ সুর-রমণী পাঠান্তর।
* শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করেন।
† রামকৃষ্ণ সুন্দরানন্দ প্রভৃতি।

অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি। ঐছন সদয়হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ। কাঁদিতে অখিল ভুবনজন কান্দ ॥
তেঁই অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ। প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ ॥ *
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস। মলিন মুকুরে১ নাহি বিম্ব২ বিকাশ ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কহে তাহে কি বিচার। কোটী কলাপ তার নাহিক নিস্তার ॥ †

৩য় পদ। তিরোতা।

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন। ত্রিভুবনে করে যাঁর চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর ॥
কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা। গোলোকের বিভব লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার। হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার।
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

৪র্থ পদ। কেদার বা মঙ্গল।

জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠান রে।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসুগুণ গান রে ॥
দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দিরা৩ রসাল রে।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভাল, মিলন পদতলে তাল রে ॥
কোই দেই অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কোই দেই মালতীমাল রে।
পিরীতি ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচর ভোর রে ॥
কেহ বোলে গোরা, জানকীবল্লভ, রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ রে।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহি জানে, আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥

৫ম পদ। তুড়ি।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র। জয় জয় বিশ্বম্ভর করুণার সিন্ধু ॥

---

* পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি দুই মূর্ত্তিতে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দরূপে কিরূপে হইতে পারেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য কবি কহিতেছেন, সূর্য্য এক হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া শত শত সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়েন, ইহাও তদ্রূপ।

১ মঞ্জরি পাঠান্তর। ২ আধারে পাঠান্তর। ৩ বিন্দু পাঠান্তর।

† মলিন দর্পণে যেমন সৌরকিরণ প্রতিভাত হয় না। তেমনি নাস্তিকের মলিন হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বে বিশ্বাস স্থান পায় না। যে দুর্ভাগ্য এই সহজ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া অনায়াসে উদ্ধার লাভ না করিল, তাহাকে লইয়া আর বিচার কি? কুতর্কগর্ত্তে সে কোটি কল্প পড়িয়া থাকিবে, তাহার আর নিস্তার নাই।

জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাই। জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী। জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর ঘরণী॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ। জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ॥
নিত্যানন্দ-পদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন গায় দীন কৃষ্ণদাস॥

৬ষ্ঠ পদ। গৌরী।

জয় কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র। অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণসনাতন। কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট। বৃন্দাবন যমুনা পুলীন বংশীবট॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন, রাধেকৃষ্ণ রট। ব্রজভূমে বাস কর যমুনা নিকট॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে। নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাট রে।
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে। শচীর নন্দন গোরা কীর্ত্তনে লম্পট রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেগোবিন্দ। শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ॥

৭ম পদ। ধানশী।

জয় শচীসুত গৌর হরি। জয় পাবন জয় নদীয়াবিহারী॥
জয় চাপাল গোপাল মুক্তিকারী। জয় জগাই-মাধাই-দুষ্কৃতিহারী॥
জয় অখিল ভুবন ত্রাণকারী। জয় দণ্ড কমণ্ডলু করোয়া ধারী॥
জয় যুগল কিশোররূপধারী। জয় দাস মনোহর হৃদয়বিহারী॥

৮ম পদ। কামোদ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ, সীতানাথে দেহ পদছায়॥ ধ্রু॥
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত অতি।
করুণা করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণে, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্টমনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া পায়॥
সদা মনোরথ, যে কিছু আমার, সকল জানহ তুমি।
কহে বংশীদাস, পূর সব আশ, কি আর কহিব আমি॥

৯ম পদ। সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াসিন্ধু। পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দাস পামরে॥
পূর্ব্বেতে সাক্ষাত যত পাতকী তারিলা। সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলা॥
মো হেন পাপিষ্ঠ এবে করহ উদ্ধার। আশ্চর্য্য দয়াল গুণ ঘুষুক সংসার॥
বিচার করিতে মুঞি নহে দয়াপাত্র। আপন স্বভাব গুণে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলি যুগে। এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥

১০ম। পদ সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সার। অপরূপ কলপ বিরিখ অবতার॥
অযাচিতে বিতরই দুর্ল্লভ প্রেম ফল। বঞ্চিত না ভেল পামর সকল॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান। আচণ্ডাল আদি করি তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়। এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয়।

১১শ পদ। বসন্ত।

জয় জয় শচীর নন্দনবর রঙ্গ।
বিবিধ বিনোদ, কল কত কৌতুক, করতহি প্রেমতরঙ্গ॥ ধ্রু॥
বিপুল পুলককুল, সঙ্কুল সব তনু, নয়নহি আনন্দ নীর।
ভাবহি কহত, জিতল মঝু সখীকুল, শুন শুন গোকুলবীর॥
মৃদু মৃদু হাসি, চলত কত ভঙ্গিম, করে জনু খেলন যন্ত্র।
যুগল কিশোর, বসন্তহি যৈছন, বিতানিত মনসিজ তন্ত্র॥
যো ইহ অপরূপ, বিহরে নবদ্বীপ, জগদানন্দন বিলাসী।
রাধামোহন দাস, মূঢ়চিত সোই, তার নিজগুণ পরকাশি॥

১২শ পদ। বিভাস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় পতিতপাবন। প্রকাশিলা কলিকালে নামসংকীর্ত্তন॥
জয় নিত্যানন্দ জয় অধমতারণ। দয়া বিতরিলে দেখি দীনহীন জন॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্র ভক্তের জীবন। আনিলেন গৌরচন্দ্রে করি আকর্ষণ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পারিষদগণ। অধমে তারিলে এবে তার সঙ্কর্ষণ॥

১৩শ পদ। মঙ্গলরাগ।

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকলপতরু, অদ্ভুত যাক প্রকাশ।
হিয় অগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান, সুচন্দ্রকিরণে করু নাশ॥

ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এহেন, পতিত হেরি যো পহুঁ, যাচি দেয়ল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরগতি-অগতি, অসতমতি যোজন, নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজনধন, তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোঅল, রোঅত বৈষ্ণব দাস॥

১৪শ পদ। মঙ্গলরাগ।

শ্রীপদকমলসুধারস পানে। শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করু গানে।
শ্রীমুখবচন শ্রবণ ১ অনুষঙ্গী। অনুভবি কত ভেল প্রেমতরঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপ। পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপ॥ ধ্রু॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি। পহুঁক চরণ যুগ সারথি করবি॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ। আশাপাশ যোরি নহ ভঙ্গ॥
লীলা জলধিতীরে চলু ধাই। প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ৩ অবগাই॥
রঙ্গতরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস। রতিমণি দেই পূরব অভিলাষ॥
সো রস-জলধি মাঝে মণি গেহ। তঁহি রহু গোরি সুশ্যামর দেহ॥
সারথি লেই মিলাঅব তায়। গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায়॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, জয় নিত্যানন্দ রায়।
জয় সীতানাথ গৌরভকতগণ, সবে দেহ পদছায়॥
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর, অগতি পতিত গতি।
করুণা করিয়া স্বচরণে রাখ এ মোর পাপিষ্ঠ মতি॥
তোমার চরণ ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়।
মোর দুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে, এই মাগো তুয়া ঠায়॥
মনে মন মনোরথ যে কিছু আমার সকল জানহ তুমি।
পূর সব আশ, করি পরকাশ, কি আর কহিব আমি॥

১৬শ পদ। কামোদ।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতীনন্দন পঁহু মঝু জয় বসু জাহ্নবী সেব॥

---

১ সুধারস। ২ ভাব। ৩ রঙ্গে পাঠান্তর।

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখদ শান্তিপুর চন্দ।
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দ কন্দ॥
জয় মালিনীপতি সদয়হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌরভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার॥
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরসসিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ।
আপন করমদোষে বঞ্চিত ভেল দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

১৭শ পদ। সুহই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য * গোরা শচীর দুলাল। এই যে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল।
কেহ কহে জানকীবল্লভ ছিল রাম। কেহ বলে নন্দলাল নবঘনশ্যাম॥
[পূ]রবে কালিয়া ছিল গোপী প্রেমে ভোরা। ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণনয়ন অনুরাগী। না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমে দেশে দেশে। তবু না পাইল রাধা প্রেমের উদ্দেশে॥†
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী-কিশোরা। স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥‡

১৮শ পদ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে, রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়বিষে, সতত মজিয়া রইনু, মুখে দিলে জ্বলন্ত অঙ্গার॥
হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে।
গৌরকীর্ত্তনরসে, জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ধ্রু॥
এমন দয়াল দাতা, আর না পাইব কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয়, অনলে পড়িনু, নয় সহজেই আঘাত পাইনু॥

১৯শ পদ। পাহিড়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ, পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন, সবারে যাচিঞা দিল, না লইনু মুক্তি দুরাচার॥

---

* সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ এই নাম ধারণ করেন।

† "বৈষ্ণবের অবশেষে (মধুর রস) তাহা রৈল পূর্ব্বদেশে (বৃন্দাবনে) প্রভু তার না পাইল উদ্দেশ।" ইতি প্রাচীন পদ।

‡ অন্তরে কিশোরা (কৃষ্ণ) বাহিরে কিশোরী (রাধা) অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত সেই মধুর রস আলোচনায় বিভোর।

আরে পামর মন, মরমে রহল বড় শেল।

সংকীর্ত্তন প্রেম-বাদলে, সব হিয়া ডুবল, মোহে বিধি বঞ্চিত কেল ॥ ধ্রু ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ কল্পতরু-ছায়া পাঞা, সব জীব তাপ পাশরিল।

মুঞি অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া রইনু, হেন যুগে নিস্তার না হৈল ॥

আগুনে পুড়িয়া মরেঁা, জলে পরবেশ করেঁা, বিষ খাঞা মরেঁা মো পাপিয়া।

এই মত করি যদি, মরণ না করে বিধি, প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥

এহেন গৌরাঙ্গগুণ, না করিনু শ্রবণ, হায় হায় করি হা হুতাশ।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, মুখ ভরি না লইলাম, জীবন্মৃত গোবিন্দদাস ॥

২০শ পদ। সিন্ধুড়া।

কলি তিমিরাকুল, অখিল লোক দেখি, বদনচাঁদ পরকাশ। *

লোচনে প্রেম সুধারস রবি খয়ে, জগজনতাপবিনাশ ॥

গৌর করুণাসিন্ধু অবতার।

নিজ নাম গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি, জগতে পরাওল হার ॥ ধ্রু ॥

ভকত কলপতরু, অন্তরে অন্তরু, রোপয়ে ঠামহি ঠাম।

তছু পদতলে, অবলম্বন পথিক, পূরয়ে নিজ নিজ কাম ॥ } †

ভাব গজেন্দ্রে চড়াওল অকিঞ্চনে, ঐছন পহুঁক বিলাস।

সংসার কালকূট বিষে দগধল একলি গোবিন্দ দাস ॥

২১শ পদ। সিন্ধুড়া, বা, বসন্ত।

পদতলে ভকত-কলপতরু সঞ্চরু, সিঞ্চিত পদ-মকরন্দ।

যা কর ছায় সুরাসুর নরবর পরমানন্দ নিরবন্ধ ॥

পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।

জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল, কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥ ধ্রু ॥

নয়ননীর জনিত মন্দাকিনী, ভুবন ভরল তরঙ্গে।

নিত্যানন্দ চন্দ্র, গৌর দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রসরঙ্গে ॥ ‡

---

* কলিরূপ অন্ধকারে জীব সকলকে আচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বদনরূপ চন্দ্রোদয় হইয়াছে।

† শ্রীগৌরাঙ্গ স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, সংসারমরুর পর্য্যাটকেরা সেই সকল পাদপের ছায়ায় সুশীতল হয়।

‡ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ রূপ চন্দ্র বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেছেন। কি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ভাব।

যা কর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর, চতুরানন করু আশ।
সো পঁহু পতিত কোরে করি কাঁদয়ে, কি কহব গোবিন্দদাস॥

২২শ পদ। ভাটিয়ারি।

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য, পতিতপাবন যার বাণা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ লইহা এবে, নিজরূপ ধরি কাঁচা সোণা॥
গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারি।
কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরিনামে জীব রাখি, আপনি হইলা ধন্বন্তরি॥ ধ্রু॥
গদাধর আদি যত, মহা মহা ভাগবত, তারা সব গোরাগুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি, হরি বলি অবনী লোটায়॥
সোঙরি পূরব গুণ, মুরছয় পুনঃ পুনঃ, পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ কমল কিবা, নখর উজোর শোভা, গোবিন্দদাস সে বঞ্চিত॥

২৩শ পদ। সুহই।

কলি কবলিত, কলুষ জড়িত, দেখিয়া জীবের দুখ।
করল উদয়, হইয়া সদয়, ছাড়িয়া গোকুলসুখ॥
দেখ গৌর গুণের নাহি সীমা।
দীনহীন পাঞা, বিলায় যাচিঞা, বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত প্রেমা॥ ধ্রু॥
জাতি না বিচারে, আচণ্ডালে তারে, করুণাসাগর গোরা।
ভাব ভরে সদা অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা॥
ক্ষণে ক্ষণে কত, করুণা করয়ে, গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে॥
চরণ কমল, অতি সুকোমল, রাতা উৎপল রীত।
বদন কমলে, গদ গদ স্বরে, গাওয়ে রসময় গীত॥
হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি, কাঁদে উচ্চ করি, রহি গদাধর কোল॥
মুরলী মুরলী, ক্ষণে ক্ষণে বলি, স্বরূপ মুখ নেহারে।
গোবিন্দ দাসিয়া, সে ভাব দেখিয়া, তাহা কি কহিতে পারে॥

২৪শ পদ। কেদার।

প্রেমে ঢল ঢল, গোরা কলেবর, নটন রসে ভেল ভোর।
এ দীন যামিনী, আবেশে অবশ, প্রিয় গদাধর কোর॥

গোরা পঁহু করুণাময় অবতার।
যো গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত জনে, সবে পাওল নিস্তার॥ ধ্রু॥
হরি হরি বলি, ভুজ যুগ তুলি, পুলকে পূরয়ে তনু।
অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাসয়ে, সুরধুনী ধারা বহে জনু॥
গুপত প্রেমধন, জগভরি বিলাওল, পূরল সবহুঁক আশ।
সো প্রেমসিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল, পাসরি গোবিন্দ দাস॥

২৫শ পদ। শ্রীরাগ।

পতিতপাবন, প্রভুর চরণ, শরণ লইল যে।
ইহ পরলোকে সুখের সে লীলা, দেখিতে পাওল সে॥
শুন শুন শুন সুজন ভাই, ভাঙ্গল সকল ধন্দ।
মনের আঁধার, সব দূরে গেল, ভাবিতে সে মুখচন্দ॥
সেরূপ লাবণি, সে দিঠি চাহনি, সে মন্দ মধুর হাসি।
সে ভুরুভঙ্গিম, অধর রঙ্গিম, উগরে পীযুষ রাশি॥
সে পদ সুন্দর, নখর চাঁদে, বিলাসে উডুরগণে।
বিবিধ বিলাসে, বিনোদ বিলাসী, গোবিন্দদাস সে জানে॥

২৬শ পদ। সুহই।

দেখ ভাই আগম নিগমে।
চৈতন্য নিতাই বিনে দয়ার ঠাকুর নাই, পাপীলোক তাহা নাহি জানে॥ ধ্রু॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর, সত্যযুগের ঈশ্বর, ধ্যান যজ্ঞ পূজা প্রকাশিলা।
সেই বৃন্দাবন চাঁদ, ধরি নটবর ছাঁদ, সে যুগে গোপীরে প্রেম দিলা॥
সেজন গোকুলনাথ, কংশ কেশী কৈলা পাত, যারে কহে যশোদাকুমার।
নবদ্বীপে অবতরি, সেই হৈল গৌর হরি, পাতকীরে করিতে উদ্ধার॥
তাহার অগ্রজনাম, রোহিণীনন্দন রাম, আর যত পারিষদ মিলে।
নিজনাম প্রেমগুণে, পতিত চণ্ডাল জনে, ভাসাইলা প্রেম আঁখি জলে॥
যে মূঢ় পণ্ডিত মানি, পড়ুয়া তার্কিক জানি, পূরবে অসুর হৈয়া ছিল।
দ্বিজ মাধব দাসে বলে, সেই অপরাধ ফলে, এ যুগে বঞ্চিত বুঝি হৈল॥

২৭শ পদ। পাহিড়া।

গৌরলীলা সঙ্কলনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে, তাহাতে লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥

এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ॥
গৌর গদাধরলীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা॥
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা।

২৮শ পদ। পাহিড়া।

ব্রজ ভূম করি শূন্য, নদীয়ায় অবতীর্ণ, এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর, পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল॥
নাহি শিখি পুচ্ছচূড়া, নাই সেই পীতধড়া, করে নাই সে মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ, সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন, এবে হেরি সুলোচন, নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন, এরূপে ভুলে না মন, তুমি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস, যার নাই বিশ্বাস, সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা, যে হইল উভয় মিলনে॥*

২৯শ পদ। পাহিড়া।

রসে তনু ঢরঢর, গৌরকিশোরবর, এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা, ভক্তি বিনা নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্য নাম, গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুমান, শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণতনু তার সাক্ষী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু, বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু, অদ্ভুত গৌরাঙ্গলীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে, কুঞ্জবন বিলাসিতে, অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়, না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি, গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি, নরহরি করয়ে বিলাপ॥

৩০শ পদ। বিভাষ।

গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাইত কে?
মধুর বৃন্দা-বিপিন মাধুরি প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার?

---

* মহাপ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলনে।

গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন।
এ ভবসাগরে, এমন দয়াল, না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥

৩১শ পদ। বিভাস।

জয় জগন্নাথ শচীনন্দন গৌরাঙ্গ পহুঁ জয় নিত্যানন্দ প্রেমধাম।
জগত দুঃখিত দেখি, হৈয়া সকরুণ আঁখি, উদ্ধারিলা দিয়া হরিনাম॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজকুলে অবতরি, সংকীর্ত্তন করিলা প্রচার।
ধন্য সুরধুনীতীরে, ধন্য নবদ্বীপপুরে, সাঙ্গোপাঙ্গ করিলা বিহার॥
এমন করুণাসিন্ধু, শ্রীচৈতন্য প্রাণবন্ধু, পাপী পাষণ্ডী নাহি জানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণ গানে॥

৩২শ পদ। শ্রীরাগ।

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস, গেল না তিয়াস, আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃতফলের আশে।
প্রেমকল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি, কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিঙ্কর-সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ॥
সংসার ভজিলি, গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা।
ইহ পরকাল, উভয় খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা॥

৩৩শ পদ। পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া প্রভু কেন বা অবনী। কালরূপ কেন হৈল গোরাবরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি "কেন পহুঁ"১ কাঁদে। না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেমফাঁদে।
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি "কাঁপে"২ ঘনঘন। খনে সখী সখী বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয় বিলাপ। ক্ষণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিয়ে চাঁদ চন্দন। "ধূলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ॥"৩

---

(১) গোরা কেন। (২) কাঁদে। (৩) হেরইতে ঐছন লাগয়ে দহন॥

ছার পরাণ কুলবতীর না যায়। কহিতে আকুল পহুঁ ধূলায় লোটায়॥
গদাধর কাঁদে "প্রাণনাথ লৈয়া"৪ কোলে। রায় রামানন্দ কাঁদে প্রণয়৫ বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে সোঙরি৬ বিলাস। না বুঝিয়া কাঁদে নয়নানন্দ দাস॥ *

৩৪শ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই চৈতন্য দোহে বড় অবতার। এমন দয়াল দাতা না হইবে আর॥
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত। করুণাময় উদ্ধার করিলা কতশত॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল। হায়রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে। হেন অবতার ভাই না হয় কখনে॥
হেন প্রভুর পাদপদ্ম না করি ভজন। হাতে তুলি মুখে বিষ করিনু ভক্ষণ॥
গৌর-কীর্ত্তন-রসে জগত ডুবিল। হায় রে অভাগার বিন্দু পরশ নহিল॥
কাঁদে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ করে। ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেন নাহি মরে॥

৩৫শ পদ। ধানশী।

আরে রে নিন্দুক ভাই, তোর কিরে বোধ নাই, বৃথাই ধরিলা দোন আঁখি।
সব অবতারসার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার, তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি॥
সুরাপান অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা ব্যভিচার, তন্ত্রধর্ম্মে ভারত ব্যাপিল।
যক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি, জীব সবে পূজিতে লাগিল॥
দেখিয়া জীবের দৈন্য, প্রভু মোর শ্রীচৈতন্য, নবদ্বীপে প্রকট হইলা।
তারক ব্রহ্ম হরিনাম, যাচি সবে করি দান, ধর্ম্মের সে গ্লানি ঘুচাইলা॥
জগাই মাধাই আদি, দুষ্কৃতের নিরবধি, হরিনামে করিলা উদ্ধার।
ব্রাহ্মণ যবনে মিলি, করাইলা কোলাকুলি, পরতেকে দেখ একবার॥
নাস্তিকে করিলা ভক্ত, পঙ্গে কৈলা গতিশক্ত, অন্ধের করিলা চক্ষুদান।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, নহিলে ইথে বিশ্বাস, তোর আর নাহি পরিত্রাণ॥

৩৬শ পদ। সুহই।

শান্তিপুরের বুড়ামালী, বৈকুণ্ঠ বাগান খালি করিয়া আনিল এক চারা।
নিতাই মালীরে পাঞা, চারা তার হাতে দিয়া, যতনে রোপিতে কৈল "নাড়া"॥
নদীয়া উত্তম স্থান, তাহাতে করি উদ্যান, রোপিল চৈতন্য-তরু মালী।
বাড়ে তরু দিনে দিনে, শাখাপত্র অগণনে, গজাইল যত্নে জল ঢালি॥

---

(৪) গৌরাঙ্গ করি। (৫) প্রবোধ। (৬) বলিয়া, বা বুঝিয়া—ইতি পাঠান্তর।

* প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে মৎপ্রচারিত গোবিন্দদাসের পদাবলী মধ্যে এই পদটী প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইহার ভণিতা ছিল "না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দ দাস।" পদকল্পতরুর মতে নয়নানন্দ দাসের পদ বলিয়া গৃহীত হইল।

পাইয়া ভকতি-জল, নামপ্রেম দুইফল, প্রসবিল সে তরু সুন্দর।
সেই দুই ফলের আশে, জীব-পাখী নিত্য আসে, কোলাহল করে নিরন্তর॥
আনন্দে নিতাই মালী, লইয়া মাথায় ডালি, দুইফল সবারে বিলায়।
নাই জাতি ভেদাভেদ, সবার মিটিল খেদ, ফলাস্বাদ সকলেতে পায়॥
ধর লও লও বলি, আনন্দে নিতাই মালী, আচণ্ডালে ফল বিলাইল।
যেই চায় সেই পায়, যে না চাহে সেও পায়, যবনেও ফল আস্বাদিল॥
কি মোর করম ফেরে, না হেরিনু সে তরুরে, না চিনিনু সে মালী দয়াল।
কৃষ্ণদাস দুরাশয়, দন্তে তৃণ ধরি কয়, ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল॥

৩৭শ পদ। ধানশী বা কামোদ।

কীর্ত্তন রসময়, আগম অগোচর, কেবল আনন্দকন্দ।
অখিল লোকগতি, ভকতপ্রাণপতি, জয় গৌর নিত্যানন্দ চন্দ॥
হেরি পতিতগণ, করুণাবলোকন, জগভরি করল অপার।
ভব-ভয়-ভঞ্জন, দুরিত-নিবারণ, ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার॥
হরিসংকীর্ত্তনে মজিল জগজন, সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদ সার, প্রেম সুধাধার, দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন মঙ্গল, নামপ্রেমবলে, দূর গেল কলি আঁধিয়ার।
শমনভবনপথ, সবে এক রোধল, বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার॥

৩৮শ পদ। বালা।

শ্যামের গৌরবরণ এক দেহ। পামরজন ইথে করই সন্দেহ॥
সৌরভে আগোর মূরতি রস সার। পাকল ভেন যৈছে ফল সহকার॥
গোপজনম পুনঃ দ্বিজ অবতার। নিগম না পায়ই নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করল হরিনাম বাখান। নারী পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন॥
করি গৌরচরণ-কমল-মধুপান। সরস সঙ্গীত মাধবী দাস ভাণ॥ *

৩৯শ পদ। সুহই।

পূর্ব্বে যেই গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায়, দণ্ডকমণ্ডলু তায়, কটীতটে এ ডোর কৌপিন॥
অধরে মুরলী পূরি, ব্রজবধূর মন চুরি, করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়নকটাক্ষবাণে, মরমে পশিয়া হানে, সে মারণে বহে অশ্রুধার॥

---

* পদকল্পতরুতে শেষ পদদ্বয় এইরূপ :—শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহ কবিশেখর গা[illegible]
বাহি আর॥

যমুনার বনে বনে, গোধন রাখাল সনে, নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাহি জানি সেহ এবে, কি জানি কাহার ভাবে, বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ, দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ, বিরহ অনলে জরি জরি।
এ শিবানন্দের হিয়া, গড়িল পাষাণ দিয়া, নাদরবে সে সুখ সোঙরি॥

৪০শ পদ। কামোদ।

গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতিরস, আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল, বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরা বড় পতিতপাবন॥ ধ্রু।
হেম জলদ কিয়ে, প্রেম সরোবর, করুণাসিন্ধু অবতার।
পাইয়া যেজন না হয় শীতল, কি জানি কেমন মন তার॥
ভবতরিবারে হরি-নাম-মন্ত্র ভেলা করি, আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কেবা উদ্ধারিবে তারে, পরমানন্দের পরিহার॥

৪১শ পদ। সুহই।

কে গো অই গৌরবরণ, বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন, চিন চিন চিন যেন করি।
ই না সে নন্দের গোপাল, যশোদার জীবন দুলাল, আইল করি গোপীর মনচুরি।
শিরে ছিল মোহন-চূড়া, এবে মাথা কৈল নেড়া, কৌপিন পরিল ধড়া ছাড়ি।
গোপীমন-মোহনের তরে, মোহনবাঁশী ছিল করে, এবে সে হইল দণ্ডধারী॥
নীপতরু-মূলে গিয়া, অধরে মুরলী লৈয়া, রাধানাম করিত সাধন।
এবে সুরধুনী-তীরে, বাহু দুটী উচ্চ ক'রে, সদাই করয়ে সংকীর্ত্তন॥
নবীন নাগর সাজে, গোপীসহ কুঞ্জমাঝে, করিত যে বিবিধ বিলাস।
এবে পারিষদ সঙ্গে নাম যাচে দীনবেশে, সেই এই কহে কানুদাস॥

৪২শ পদ। কেদার।

দেখ দেখ সই মুরতিময় লেহ।
কাঞ্চন কাঁতি, সুধা জিনি মধুরিম, নয়নচষক ভরি লেহ॥ ধ্রু॥
শ্যামবরণ মধুরস ঔষধি পূরবে গোকুল সাহ।
উপজল জগত যুবতী উনমতায়ল, যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রসবরজ গোরিকুচমণ্ডল বর করি রাখি।
তে ভেল গৌর, গৌড় এবে আওল, প্রকট প্রেমসুর শাখী॥

সকল ভুবনসুখ কীর্ত্তন সমপদ মত্ত রহল দিন রাতি।
ভবদব লোকন কোন কলিকল্মষ যাহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥

৪৩শ পদ। সুহই।

শ্যামের তনু অব গৌরবরণ।
গোকুল ছোড়ি অব, নদীয়া আওল, বংশী ছোড়ি কীরতন॥ ধ্রু॥
কালিন্দীতট ছোড়ি, সুর-সরিত্‌তটে, অবহুঁ করত বিলাস।
অরুণবরণ ডোরকৌপিন অব, ছোড়ি পীতধড়া বাস॥
বামে নহত অব রাই সুধামুখী, ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে।
গদাধর পণ্ডিত, ফিরত বামে অব, সদা সঞে ভকত বিহরে॥
ছোড়ি মোহনচূড়া, শিরে শিখা রাখল, মুখে কহত বারা বাবা।
কহ হরিবল্লভ, তেরছ চাহনি ছোড়ি, দুনয়নে গলত ধারা॥

৪৪শ পদ। শ্রীরাগ।

প্রথমে বন্দিয়া গাহ গৌরাঙ্গ গোসাঞী। অদ্বৈত নিত্যানন্দ বিনে আর গতি নাই
করুণানয়নকোণে একবার দেখ। আপন জনের জন করি মোরে লিখ॥
পায় ধরি, দয়া করি, তারে হেন নাই। পরিহার পতিত দেখিয়ে সব ঠাই॥
যেবা জন পণ করি লইল শরণ। স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন॥
দয়াময় কথা কয় হেন কেবা আছে। মুঞি পাপী নিবেদিয়া কয় পহুঁ পাছে॥
দাঁতে ঘাস করো আশয় মোর হ'য়ে। বল্লভ দাসিয়া কয় বৈষ্ণবের পায়ে॥

৪৫শ পদ। ধানশী।

চৈতন্য কল্পতরু, অদ্বৈত যে শাখাগুরু, কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধুলোভে অনুক্ষণ, হরি বলি ফিরে চারিপাশ॥
গদাধর মহাপাত্র, শীতল অভয় ছত্র, গোলোক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত, প্রেম বিনু তাপিত, তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥
নিত্যানন্দ নাম ফল, প্রেমরসে ঢল ঢল, খাইতে অধিক লাগে মিঠ।
শ্রীশুকদেবের মনে, মরম ফলের জানে, উদ্ধব দাস তার কীট॥

৪৬শ পদ। বিভাস।

বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলং। খণ্ডিতকলিযুগজনমলসমলং।
সৌরভকর্ষিতনিজজনমধুপং। করুণাখণ্ডিতবিরহবিতাপং॥

নাশিতহৃদ্গতমায়াতিমিরং। বরনিজ কান্ত্যা জগতামচিরং॥
সততবিরাজিতং নিরুপমশোভং। রাধামোহনকলিতবিলোভং॥

৪৭শ পদ। গান্ধার।

পূরবে বাঁধল চূড়া এবে কেশহীন। নটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌপিন॥
গাভী-দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে। করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী। কলিযুগে দণ্ডধারী হইলা সন্ন্যাসী॥
বলরাম কহে শুন নদীয়ানিবাসী। বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী॥ *

৪৮শ পদ। কেদার।

গোপীগণ-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত, অরুণ বসন শোভে অঙ্গে।
কাঞ্চনকান্তি-বিনিন্দিত কলেবর, রাই পরশ রস রঙ্গে॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরবিলাস।
লাখ যুবতী রতি যো গুরু লম্পট, সো অব করল সন্ন্যাস॥ ধ্রু॥
যো ব্রজ-বধূগণ, দৃঢ়ভুজ-বন্ধন, অবিরত রহত আগোর।
সো তনু পুলকে পূরিত অব ঢর ঢর, নয়ানে গলয়ে প্রেমলোর॥
যো নটবর ঘনশ্যাম কলেবর, বৃন্দাবিপিন-বিহারী।
কহয়ে বলরাম নটবর সো অব, অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেমভিখারী॥

৪৯শ পদ। বরাড়ী।

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়া। কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা॥ ধ্রু॥
পীতবসন ছাড়ি, ডোরকৌপিন পরি, বাকুয়া করিলা দণ্ড।
কালিন্দীর তীরে, সুখ পরিহরি, সিন্ধুতীরে পরচণ্ড॥
রাম অবতার, ধনুক ধরিয়া, গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি, করুণা করিয়া, দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ, সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয়, সন্ন্যাসীর বেশ নয়, পাষণ্ডদলন বীরবানা॥

৫০শত পদ। সিন্ধুড়া।

রূপ-কোটি-কাম জিনি, বিদগধ শিরোমণি, গোলোকে বিহরে কুতূহলে।
ব্রজরাজ-নন্দন, গোপিকার প্রাণধন, কি লাগি লোটায় ভূমিতলে॥

* একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই পদটি বাসুঘোষের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতেও তাই।

হরি হরি! কি শেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ, কাঁদে সংকীর্ত্তন-মাঝ, না বুঝিয়া মনু মনোদুখে॥ ধ্রু।
সঙ্গে বিলসিত যার, রাধা চন্দ্রাবলী আর, কত শত বরজকিশোরী।
এবে পহুঁ বুকে বুক, না দেখেন নারীমুখ, কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী॥
ছাড়ি নাগরালিবেশ, ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ, পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজগুণে, উদ্ধারিলা জগজ্জনে, বলরাম দাস বহুদূরে॥

৫১শ পদ। শ্রীরাগ।

হরি হরি! এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর, পূর্ব্বে যাঁর কলেবর. সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥ ধ্রু॥
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবেড়া, মনোহর যাঁর চূড়া, সে মস্তক কেশশূন্য দেখি।
যাঁর বাঁকা চাহনিতে, মোহে.রাধিকার চিতে, এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি॥
সদা গোপী সঙ্গে রহে, নানা রঙ্গে কথা কহে, এবে নারীনাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশী ধরি, আকর্ষয়ে ব্রজনারী, সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে॥
পিঙ্গল পাটের ধুতি, শোভা করে যাঁর কটি, তাহে কেন অরুণ বসন।
না পাইয়া ভাবের ওর, বলরাম দাসে ভোর, বিষাদ ভাবয়ে মনে মন॥

৫২শ পদ। সিন্ধুড়া।

নটবর রসিকা রমণী-মনোমোহন কতশত রস বিলাস।
শ্যামবরণ পর, গৌর কলেবর, অখিল ভুবন পরকাশ॥
দেখ দেখ অদভুত পহুঁক বিলাস।
রঙ্গিনী-সঙ্গ রঙ্গরস রঙ্গিত হেন জন করিল সন্ন্যাস॥ ধ্রু॥
নায়রী কুচতট কুঙ্কুম মণ্ডিত বসন বেশ ধরত সাধে।
গোরীক গোরী-বদন-বিধু-চুম্বন হৃদয় গহন উনমাদে॥
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গম পুলকিত অতিশয় সাধে।
মনসিজজ্বর সময়ে পরাভব অন্তরে অতি করই বিষাদে॥
মরকত-বরণ রতন-মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস।
লম্পট গুরুবর কোন সিদ্ধি সাধয়ে না বুঝই বলরাম দাস॥

৫৩শ পদ। শ্রীরাগ।

শচীর নন্দন জগজীবনসার।
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥ ধ্রু॥

আসিয়া গোলোকনাথ, পারিষদগণ সাথ, নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈঞা।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম, নিজ সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম, বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া॥
ধরি রূপ হেম গৌর, পরিলা কৌপিন ডোর, অরুণকিরণ বহির্ব্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড, ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র, ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া-অভিলাষ॥
অখিলের গুরু হরি, ভারতীরে গুরু করি, মন্ত্র নাম করিলা গ্রহণ।
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল, বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল, ভজিল বলিয়া নারায়ণ॥
যাইয়া উৎকল দেশে, নাম কৈলা উপদেশে, ষড়্ভুজ করিয়া প্রকাশ।
অনন্ত আচার্য্যে কয়, সঙ্গে সব মহাশয়, লৈয়া কৈলা নীলাচলে বাস॥

৫৪শ পদ। সুহই।

অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি, বঙ্গ সন্ন্যাসিচূড়ামণি।
সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ কন্দ, মুকুতির দেখাইল সরণী॥
সুধন্য নদীয়া গ্রাম, যাহাতে চৈতন্য নাম, জম্বুদ্বীপসার নবদ্বীপ।
কলি ঘোর অন্ধকারে, চৈতন্য যে নাম ধরে, প্রকাশিত হরি জন্মদ্বীপ॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর, ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির অংশ, ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥
সার্ব্বভৌম সান্দীপনি, ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, ষড়্ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।
প্রেমভরে কল্পতরু, অখিল তন্ত্রের গুরু, গুরু কৈলা কেশব ভারতী॥
কপটে সন্ন্যাস বেশ, ভ্রমিলা অশেষ দেশ, সঙ্গে পারিষদ পূর্ণশালী।
রামকৃষ্ণ গদাধর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর, মুকুন্দ মুরারি বনমালী॥
সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর, ভুবনলোচন চৌর, ডোর-কৌপীন-দণ্ডধারী।
কপটে লোচন চোর, গলে দোলে নাম ডোর, সতত বোলান হরি হরি॥
কৃপাময় অবতার, কলিযুগে কেবা আর, পাষণ্ডদলন বীর বানা।
জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপের নিধি, হরি ভজে দৃঢ় করি মনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৫৫শ পদ। শ্রীরাগ।

বলী কলিকাল ভুজগাধিপ বলে বলে কবল কয়ল সব দেশ।
অহর্নিশি বিষয়-বিষম-বিষ পরবশ ন পরশ ভুজগ-দমন-রসলেশ॥
জয় জয় সদয় হৃদয়-অবতার।
দুরগত দেখি অবনীতলে অবতরু হরইতে ভুবি ভুবনতর ভার॥ ধ্রু॥

দরশনদানে হরিত দশ দশনখদংশনদাহ দূরে বিনি আর।
শীতল স্থলেহ মেহ সব বিতরণে উলসিত ভোগেল অখিল সংসার॥
ভূভার-হরণে ফুকরি সব পরিকর করু হরিনাম মন্ত্র পরচার।
নিজ নিজ কেতনে সবে ভেল চেতন অচেতন জগতে জগতে দুরাচার॥

৫৬শ পদ। শ্রীরাগ।

পাপে পূরল পৃথিবী পরিসর পেখি পরম দয়াল।
প্রেমপয় পরিপূর্ণ পয়োনিধি প্রকট প্রণতপাল॥
পঁহু পতিতপাবন নাম।
পশুপ প্রেয়সী পীরিতি পররস প্রণয় পীযূষ ধাম॥ ধ্রু॥
প্রণতপালক পদবী পালই পূরব পরিকর মেলি।
প্রচুর পাতকিপাপ পরিহরি পাদ পরিণত কেলি॥
পূজই পশুপতি পদ্ম আসন পাদ-পঙ্কজ-দ্বন্দ্ব।
পর পঙ্ক পথে পড়ি পেখি না পেখল জগদানন্দ অন্ধ॥

৫৭শ পদ। ধানশী।

করজোড়ে নবদ্বীপে বন্দিব নিমাই। অধমজনার বন্ধু তিঁহ বিনু নাই॥
অদ্বৈত গোসাঞী বন্দিব সাবধানে। প্রকাশিলা যেহ হরি নাম দয়াবানে॥
বন্দো বীরভদ্রপিতা নিত্যানন্দ নাম। প্রেম হেন দানে যেই পূর্ণ কৈলা কাম॥
বন্দো রূপ সনাতন রায় রামানন্দ। সারঙ্গ গোসাঞী বন্দো পরম সানন্দ॥
সার্ব্বভৌম বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ। প্রভুর সহিত যাঁর হৈল বদাবদ॥
ষড়ভুজ দেখাঞা প্রভু দিলা দরশন। গোপাল বলে প্রবোধ হৈল সার্ব্বভৌম মন

৫৮শ পদ। যথা রাগ।

অগেয়ান-ধ্বান্ত দুরন্ত নিমগন, অখিল লোক নেহারি।
কোন বিহি নবদ্বীপ দেওল, উজ্জার দীপক জ্বারি॥
সব দিগ দরশন ভেল।
কিরণে ঝলমল, বাহির অন্তর, তিমির সব দূরে গেল॥ ধ্রু॥
কুপথ পরিহরি, সাধুপন্থক পথিক পরিচয় রঙ্গ॥
নাম-হেমক দাম পহিরল প্রেমমণিখনি সঙ্গ॥
দুলহ সম্পদে দীন দুরগত, জগত ভরি পরিপূর॥
জনম আঁধল, একলি রহু হাস, জগত বাহির দূর॥

৫৯তম পদ। যথা রাগ।

নরহরি নাম অন্তরে অছু ভাবহ হবে ভবসাগরে পার।
ধর রে শ্রবণে নর হরিনাম সাদরে চিন্তামণি উহ সার॥
যদি কৃতপাপী আদরে কভু মন্ত্রকরাজ শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বল্যে হয়তছু দুর্গম পাপতাপ সহ ত্রাণ॥
করহ গৌর গুরু, বৈষ্ণব আশ্রয় লহ, নরহরি নাম হার।
সংসারে নাম লই সুকৃতি হইয়তে রে আপামর দুরাচার॥
ইথে কৃত বিষয় তৃষ্ণ পঁহু নামহারা যো ধারণে শ্রম তার।
কুতৃষ্ণ-জগদানন্দ কৃত কল্মষ কুমতি রহল কারাগার॥

৬০তম পদ। যথা রাগ।

এমন শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাণে?
শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর?
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা, প্রবেশ হইত কার?
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য্য, রস যশ চমৎকার?
তার অনুভব সাত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার?
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কার অবগতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি।
বিধি-অগোচর যে প্রেমবিকার, প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

৬১তম পদ। সুহই।

ব্রহ্ম আত্ম ভগবান্, যাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গান, দেব-দেবীর চরণবন্দন।
যোগী যতি সদা ধ্যায়, তবু যাঁরে নাহি পায়, বন্দো সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্বধর্ম্ম-সংস্থাপন, সাধুত্রাণ পাষণ্ডদলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী-জগন্নাথ-ঘরে, নবদ্বীপে লভিল জনম॥

৬২তম পদ। কৌ।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র। জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥

জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি। জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই ॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসি-ভক্তগণ। জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥
নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন গাইল কৃষ্ণদাস ॥

৬৩ পদ। সুহই।

বিশ্বম্ভরচরণে আমার নমস্কার। নবঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার ॥
শচীর নন্দনপায়ে মোর নমস্কার। নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥
গঙ্গাদাসশিষ্যপায়ে মোর নমস্কার। বনমালা করে দধি ওদন যাঁহার ॥
জগন্নাথপুত্রপায়ে মোর নমস্কার। কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার ॥
শিঙ্গা বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে নন্দেব কুমার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর। তোমার চরণযুগে গঙ্গাতীর্থবর ॥
জানকী-জীবন তুমি তুমি নরসিংহ। অজ-ভব-আদি তব চরণের ভৃঙ্গ ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ। তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত-জীবন। তুমি নীলাচলচন্দ্র জগত-কারণ ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ। আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল। আজি মোর উদয় হইল সুমঙ্গল ॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার। আজি সে বসতি ধন্য হৈল নদীয়ার ॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা। তাহা দেখি যাঁহার চরণ সেবে রমা ॥
বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত শ্রীবাস। চৈতন্যবন্দনা গায় বৃন্দাবনদাস ॥

৬৪ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥
জয় জয় ভকতবচনসত্যকারী। জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারি ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা পতিমনোরম। জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভবিভূষণ ॥
জয় জয় হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন। জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন। তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন ॥
তুমি রক্ষ-কুলহন্তা জানকীজীবন। তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা-মোচন ॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি হৈলা অবতার। হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যাঁর ॥

সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজনকারী নীলাচল মাঝ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৫ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় আদি হেতু জয় জনক সবার। জয় জয় সংকীর্ত্তনারম্ভ অবতার॥
জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধুজন প্রাণ। জয় জয় আব্রহ্মস্তম্বের মূল স্থান॥
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু। জয় জয় পরম শরণ কৃপাসিন্ধু॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে গোপবাসী। জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসি॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি তত্ত্ব। জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধসত্ত্ব॥
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ। জয় বেদ ধর্ম্ম আদি সবার জীবন॥
জয় জয় অজামিল পতিতপাবন। জয় জয় পূতনা দুষ্কৃতি-বিমোচন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৬ পদ। গুর্জ্জরী।

ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বদেবনাথ। মুঞি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারী কৃপাসিন্ধু। ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত। ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারী। ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন লম্পটমুরারি॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্বগুণ নাম। ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমলগুণধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজভব বন্দ্য শ্রীচরণ। ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু। এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

৬৭ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর। জয় জগন্নাথ প্রভু মহা মহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র। জয় জয় শ্রীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার। জয় জয় সংকীর্ত্তন হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদ ধর্ম্ম সাধু বিপ্রপাল। জয় জয় অভক্ত শমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব সত্যময় কলেবর। জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর॥
জয় জয় মহা মহেশ্বর গৌরচন্দ্র। জয় জয় বিশ্বম্ভর প্রিয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ব্বপ্রাণ। কৃপাদৃষ্টে কর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌর সুন্দর। জয় শচী জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ। জয় জয় সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বিধান ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু। জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ। জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

৬৮ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় দ্বিজকুলদীপ গৌরচন্দ্র। জয় জয় ভক্তগোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ ॥
জয় জয় শ্রীগোপাল গোবিন্দের নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ন দ্বিজরাজ। জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ ॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের জীবন। জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর প্রাণধন ॥
জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর। জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর ॥
জয় জয় ভক্তরক্ষা হেতু অবতার। জয় সর্ব্বকাল সত্য কীর্ত্তন বিহার ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহাধীর। জয় সংকীর্ত্তনময় সুন্দর শরীর ॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ। জয় গদাধর অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ প্রিয় অতিশয়। জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রিয়বন্ধু নাথ। জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(গৌরাবতারের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য)

১ম পদ। কামোদ।

কলিযুগ মত্ত মতঙ্গজ মরদনে১ কুমতি করিণী দূরে গেল।
পামর দুরগত,২ নাম মোতিম শত, দাম কণ্ঠ ভরি দেল ॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর গিরিকন্দরে উঅল কেশরীরাজ ॥ ধ্রু ॥

---

(১) মতঙ্গ গরজনে।
(২) দুরজন।

সংকীর্ত্তন ঘন,১ হুঙ্কৃতি শুনাইতে, দুরিত দ্বীপিগণ ভাগ।
ভয়ে আকুল, অণিমাদি মৃগীকুল, পুনবত গরব২ তেয়াগ॥
ত্যাগ যাগ যম, তিরিথি বরত সম, শশ জাম্বুকী জরিজাতি।
বলরাম দাস* কহ, অতএ সে জপমাহ, হরি হরি শবদ থেয়াতি॥

২য় পদ। কামোদ।

শচীসুত গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি, করিলেন বিবিধ বিলাস।
সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সংকীর্ত্তন, বাঢ়াইলা সবার উল্লাস॥
কিবা সে সন্ন্যাস বেশে, ভ্রমি প্রভু দেশে দেশে, নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি, না জানি দিবারাতি, সে প্রেমে জগত মাতাইলা॥
নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত গুণের ধাম, গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি, কেহ না ধরয়ে ধৃতি, প্রেমায় বিহ্বল অবিরত॥
দেবের দুর্লভ রত্ন, মিলাইলা করি যত্ন, কৃপার বালাই লৈয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য, যশ গায় দাস নরহরি॥

৩য় পদ। ধানশী।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
পুন গিরিধারণ, পূরব নীলাক্রম, নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥ ধ্রু॥
শুদ্ধভক্তি৩ গোবর্দ্ধন, পূজা কর জগজ্জন, এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ৪ কল্পতরুময় অঙ্গ, পঞ্চরস ফলে৫ তাহা সাজে॥
পুলক অঙ্কুর শোভা, অশ্রু জনমনোলোভা, মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর।৬
নিজেন্দ্রিয় উপচারে, পূজ সেই গিরিবরে, প্রেমমণি পাবে ইষ্ট বর॥
দেখিয়া লোকের গতি, কলি-যুগ-সুরপতি, কোপে তনু কম্পিত হইল॥
অধরম ঐরাবতে, কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে, সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥

---

(১) বল। (২) সমভীতিকরল।

* গ্রন্থান্তরে রায় অনন্ত।

(৩) শুদ্ধভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন।

(৪) শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সাম্য, আত্মনিবেদন। মতান্তরে সখ্যস্থলে ধ্যান, অর্চ্চনাস্থলে পূজন এই নবধা বিষ্ণুভক্তি।

(৫) শান্ত, দাস্য, সাম্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চরস।

(৬) স্তম্ভ, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বৈবর্ণ, বেপথু, অশ্রু ও স্বরভঙ্গ এই অষ্ট সাত্বিকভাব।

কামমেঘ-বরিষণে, ক্রোধবজ্র-নিক্ষেপণে, লোকের হইল বড় ডর।
লোভমোহ-শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি খরবাতে, ধৈর্য্যধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥
জানিয়া জীবের দায়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়, উপায় চিন্তিল মনে মনে।
ভক্তভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার, ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে॥
তাঁহার আশ্রয়ে লোক, পাসরিল দুঃখশোক, কলিভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলিদেবরাজ, পেয়ে পরাভব লাজ, স্তুতি করে চরণকমলে॥
অপরাধ ক্ষমাইয়া, কহে কিছু দীন হৈয়া, যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায়, তাহে মোর নাহি দায়, এই সত্য করিনু নিশ্চয়॥
প্রভু তাহে দয়া কৈল, ধন্য কলি নাম হৈল, অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসারে।
চৈতন্যদাসেতে বলে, গোবর্দ্ধন লীলাছলে, যুগে যুগে জীবের উদ্ধারে॥*

---

* পদকর্ত্তা অতি আশ্চর্য্যরূপে গোবর্দ্ধনলীলার রূপকচ্ছলে মহাপ্রভুর পাতকি-উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে রূপকটী এই:—মহাপ্রভু জীবগণকে কহিলেন, আর ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী দেবতার পূজা করিতে হইবে না। ভগবানের মাধুর্য্যের উপাসনা ভিন্ন উদ্ধারের উপায় নাই। শ্রবণাদি নবধা অঙ্গে ও শান্তদাস্যাদিরূপ পক্বফলে, সাত্ত্বিকভাবাদি উপকরণে, স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম বলিদানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিরূপ গোবর্দ্ধনগিরির পূজা কর; অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির পথই ভগবান প্রাপ্তির একমাত্র পথ। ঐ গিরির পূজা করিলে প্রেমমণিরূপ ইষ্ট-বর লাভ করিবে। ইহাতে কলিরূপ ইন্দ্র কুপিত হইয়া কুমতিরূপা শচীসহ অধর্ম্মরূপ ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক কামরূপ মেঘবর্ষণ, ক্রোধরূপ বজ্রনিক্ষেপ ও লোভরূপ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মদমাৎসর্য্যরূপ প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। তাহাতে লোকের ধৈর্য্যরূপ ধর্ম্ম উড়িয়া যাইতে অর্থাৎ বিদূরিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কলির প্রভাবে ষড়রিপুর প্রাবল্যে লোকের ধর্ম্মচ্যুতি হইতে লাগিল। জীবের দুর্গতি দেখিয়া ভগবান্ চৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিরূপ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রচার করিয়া জীব সকলকে রক্ষা করিলেন। জীব ভক্তি-শৈলের আশ্রয়ে নিরাপদ হইল; অর্থাৎ ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া নিষ্পাপ হইল। কলি-ইন্দ্র পরাভূত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, "যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ গান করিবে, তাহার উপর আমার অধিকার থাকিবে না।" তখন মহাপ্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে "ধন্য কলি" উপাধি প্রদান করিলেন। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন কেন? উত্তর, তিনি নররূপে যখন অবতীর্ণ, তখন সামান্য মানবের ন্যায় আচরণ করিয়া ভক্তি শিক্ষা দানই তাঁহার পক্ষে উচিত। কারণ, নিজে ভক্ত না হইলে, সুচারুরূপে অন্যকে ভক্তির সাধন শিক্ষা দেওয়া যায় না; এই জন্যই চরিতামৃতকার কহিয়াছেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" কলিকে ধন্য বলিবার তাৎপর্য্য কি? কারণ, নামগ্রহণরূপ সহজ সাধন কেবল এই কলিকালের অল্পপ্রাণ জীবের জন্য। একবার বদন ভরিয়া "হরে কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ কর, আর শমনের ভয় থাকিবে না।

৪র্থ পদ। যথা রাগ।

এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি, হয়েছে হেন প্রেম পরচার॥ ধ্রু।
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল যাচিঞা যে ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যে দুর্ল্লভ প্রেম, জগত ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া, বাজাইল করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল মোর॥

৫ম পদ। বরাড়ী।

অনুপম গোরা অবতার।
নবধা ভকতি রসে, বিস্তারিয়া সব দেশে, না করিল জাতির বিচার॥ ধ্রু।
এমন ঠাকুর ভজ, দূর কর সব কাজ, ছাড় সব মিছা অভিলাষ।
চৈতন্যচাঁদের গুণে, আলো করে ত্রিভুবনে, অনায়াসে হৈল পরকাশ॥
চৈতন্য কল্পতরু, অখিলজীবের গুরু, গোলক বৈভব সব সঙ্গে।
জীবেরে মলিন দেখি, হইয়া করুণ-আঁখি, হরিনাম বিলাইল রঙ্গে॥
যজ্ঞ জপ ধ্যান পূজা, অন্য যুগে যত পূজা, সাধিলেক অতি বড় দুখে।
এই যে কলির ঘোরে, নরে যত পাপ করে, নাম লৈঞা তরি যায় সুখে॥
করুণা বিগ্রহ সার, তুলনা কি দিব আর, পতিতের পূরাইল আশ।
কিছু না বুঝিয়া চিত্তে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে, গুণ গায় নরহরি দাস॥

৬ষ্ঠ পদ। ধানশ্রী।

গৌরাঙ্গ কে জানে মহিমা তোমার॥
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার॥ ধ্রু॥

জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। আহা! "একবার হরিনামে যত পাপ হরে। পাপীর কি সাধ্য বল তত পাপ করে?" সুতরাং কলিকাল যথার্থই ধন্য কলির জীবও ধন্য।

শ্যাম-মহোদধি কেমনে বিধাতা, মথিয়া সে করতাল।
কত সুধারস তাহে নিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল॥
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল, গৌরপ্রেম-বরিষণে।
দীন হীন জন, ও রসে মগন, নরহরি গুণগানে॥

৭ম পদ। বিভাস।

পাশরা না যায় আমার গোরাচাঁদের লীলা।
যার গুণে পশুপাখী ঝুরয়ে, গলিয়া পড়য় শিলা॥ ধ্রু॥
যাহার নামের লাগি, মহেশ হইলা যোগী, বিরিঞ্চি ভাবয়ে অনুক্ষণে।
ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, সুলভ করিয়া পহুঁ, যাচিঞা দেওল ত্রিভুবনে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গে শোভে, পুলক কদম্ব তাহে, অপরূপ শ্রীঅঙ্গের শোভা।
আনন্দে বিভোর অতি, নরহরি দাস তথি, দেখিয়া সে কনকের আভা॥*

৮ম পদ। গান্ধার।

গোরা মোর শুধই কাঁচা সোণা।
যতনে করহ লাভ, ধনী হইবার যার মরমেতে আছয়ে বাসনা॥ ধ্রু॥
হেন নিকষিত হেম, ভুবনে না মিলে আর, অতুলন গোরা দ্বিজমণি।
সাতটী রাজার ধন, একেক মাণিক নাকি, এ মাণিকের মূল্য নাহি জানি॥
গোলোক বৈকুণ্ঠপুরে, এ ধন গোপন ছিল, শ্রীরাধার প্রেমকোটরায়।
জীবের নিস্তার হেতু, শান্তিপুরনাথ তাহে, হুঙ্কারে আনিল নদীয়ায়॥
নরহরি দাস ভণে, জীবের কপাল গুণে, হইল গৌরাঙ্গ অবতার।
বিনামূলে গোরাধন, যদি কর আকিঞ্চন, আয় নিতাইর প্রেমের বাজার॥

৯ম পদ। শ্রীগান্ধার।

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব মুখে, দেখি আঁখি পরতেকে, না ভজিনু গোরা অবতার॥ ধ্রু॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দৈন্য ভাব প্রকাশিয়া রোদন করিয়া আর্ত্তনাদে।
বুঝাইল অনুক্ষণ, না বুঝে পামর মন, মনু মনু দারুণ বিষাদে॥
ভাবিতে সে সব সুখ, অন্তরে পরম দুখ, অন্নজল খাও কোন্ লাজে।
ও রসে না হৈল রতি, অভিমানে খাইনু মতি, কি শেল রহল হৃদি মাঝে॥

---

* গ্রন্থান্তরে ইহা কৃষ্ণদাসের পদ বলিয়া গৃহীত, ও ইহার ভণিতা এইরূপ:—
"আনন্দ সলিলে ভাসে, এই দীন কৃষ্ণদাসে।"

কে আছে এমন হেন, উদ্ধারে পাতকী[১] জন, পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া ॥
চিন্তায় আকুল মন, নরহরি অনুক্ষণ, সে সিন্ধুর উদ্দেশ না পাইয়া ॥

১০ম পদ। শ্রীরাগ।

পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়, দেখ রে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি, সংকীর্ত্তনে করেন বিহার ॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভা ভাতি, আজানুলম্বিত ভুজ সাজে।
সন্ন্যাসীর রূপ ধরি, আপন রসে বিহ্বল, না জানি কেমন সুখে নাচে ॥
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণার সিন্ধুময়, জয় বৃন্দাবনরায় রে।
নবদ্বীপ পুরন্দর, বৃন্দাবন পামরে, চরণকমলে দেহ ছায় রে ॥

১১শ পদ। ধানশী।

গৌর গোবিন্দগণ, শুন হে রসিকজন, বিষ্ণু মহাবিষ্ণু পর পহুঁ।
যাঁর পদনখদ্যুতি, পরম ব্রহ্মের স্থিতি, সুর-মুনি প্রাণের গণ তুহুঁ ॥
অন্তরে বরণ ভিন্ন, বাহিরে গৌরাঙ্গ চিহ্ন, শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি রাজে।
শতদলকমল, হেমকর্ণিকার মাঝে, বিহরই চারি দ্বারী সাজে ॥
গোলোক বৈকুণ্ঠ আর, শ্বেতদ্বীপ নামে সার, আনন্দ অপার এক নাম।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণে, প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসনে, চারি দিকে সাজে চারিধাম ॥
ক্ষীরোদসাগরজলে, ভুজঙ্গরাজের কোলে, যোগনিদ্রা অবলম্বিত লীলা।
তাহে সব অবতরি, শ্বেতদ্বীপ অধিকারী, অনন্ত নিত্যানন্দ পেলা ॥
সহস্র সহস্র কাণে, লোলিয়া লোলিয়া পড়ে মুখে।
সৃজি দুই জিহ্বায়, গৌরচন্দ্র গুণ গায়, পাদপদ্ম মহালক্ষ্মী বুকে ॥ ধ্রু ॥
দশশত ফণীমণি, মুকুটের সাজনি, শ্বেত অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি।
কত কত পারিষদ, সনক সনাতনানন্দে, দেব ঋষিগণে করে স্তুতি ॥
যাঁর এক লোমকূপে, কতেক ব্রহ্মস্বরূপে, নানামতে সৃজে সব প্রজা।
রাম আদি অবতার, অংশে পরকাশ যাঁর, সে সব ব্রহ্মাণ্ডের যেঁহো রাজা ॥
এ হেন অনন্তলীলা, মায়ায় কত সৃজিলা, শ্রীরাধার কটাক্ষবাণ তূণে।
ব্রহ্মাণ্ড উপরি ধাম, শ্রীবৃন্দাবন নাম, গুণগান করে বৃন্দাবনে ॥

১২শ পদ। শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধু পার। ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার ॥

---

(১) পতিত পাঠান্তর।

আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়। জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয়॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী। সংকীর্ত্তন কেরোয়াল দু বাহু পসারি।
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে। পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে॥

১৩শ পদ। ধানশী।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দোন ভাই। ভুবনমোহন গোরাচাঁদ নিতাই॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন। হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই। পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥
হেন অবতার ভাই নাই কোন যুগে। কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥
রুধির পড়িল অঙ্গে খাইয়া প্রহার। যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন। একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥

১৪শ পদ। শ্রীরাগ।

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার, সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল বল হরি॥
দেখ অরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।
শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যাঁর গুণ গাথা॥
সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস॥

১৫শ পদ। ধানশী।

গোরা মোর গুণের সাগর। প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী। হরিনামসুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥
গোরা মোর হিমাদ্রিশেখর। তাহা হৈতে প্রেম গঙ্গা বহে নিরন্তর॥
গোরা মোর প্রেম কল্পতরু। যাঁর পদচ্ছায়ে জীব সুখে বাস করু।
গোরা মোর নবজলধর। বরষি শীতল যাহে করে নারীনর॥
গোরা মোর আনন্দের খনি। নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি॥

১৬শ পদ। ধানশী।

কিনা সে সুখের সরোবরে। প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥
নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে। প্রেমভরে গদাধরে ধরণী না ধরে॥

বয়ান কনয়াচাঁদ ছাঁদে। কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে॥
রাজহংস প্রিয় সহচর। কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর॥
নব নব নটন লহরী। প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া-নাগরী॥
নব নব ভকতি রতনে। অযতনে পাইল সব দীনহীনজনে॥
নয়নানন্দ কহে সুখ সারে। সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে॥

১৭শ পদ। বালা ধানশী।

আওত পিরীতি মুরতিময় সাগর, অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত, নব রস যাবত, নব তনু রতন সমাজ॥
ভালি ভালি নদীয়াবিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন সম্পদ, সকল সুখের সুখ সার॥ ধ্রু॥
ধনি ধনি অতি ধনি, অব ভেল সুরধুনী, আনন্দে বহে রসধার।
স্নান পান অবগাহ, আলিঙ্গন সঙ্গম, কত কত বার॥
প্রতিপুর মন্দির, প্রতি তরুকুলতল, ফুল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ, প্রেমে বিশ্বম্ভর, সবাকার পুরাইল আশ॥

১৮শ পদ। সুহই।

কলি ঘোরতিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম রহুঁ দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাই রে ভাই, গোরা গুণ কহনে না যায়।
কত করি-বদন কত চতুরানন, বরণিয়া ওর না পায়॥ ধ্রু॥
চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়াছে, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন যেন, দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে, সেই সে সকল জানে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

১৯শ পদ। ধানশী।

প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়, করুণা বাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাকাল ছাড়ে, তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত হংস চন্দ্রমাকে, পিবি পিবি বলি ডাকে, পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়॥ ধ্রু॥

ডুবি রূপ সনাতন, তোলে নানা রত্ন ধন, যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তি লতা সূত্র করি, লেহ জীব কণ্ঠে ভরি, দূরে যাবে আপনার জ্বালা ॥
লীলা রস সংকীর্ত্তন, বিকশিত পদ্মবন, জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুমবন, মাতিল ভ্রমরগণ, পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণ দাসে ॥

২০ পদ। সুহই।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চড়াও তাহাতে ॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্যবচন।
তোমা সবার শ্রীচরণ, করি অঙ্গ বিভূষণ, করো কিছু এই নিবেদন ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, প্রফুল্লিত পদ্মবন, তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রদিনে, তাতে চরাহ মনোভৃঙ্গগণ ॥
নানাভাবে ভক্তগণ, হংস চক্রবাকগণ, যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল, ভক্ত করয়ে আহার ॥
সেই সরোবরে যাঞা, হংস-চক্রবাক হৈঞা, সদা তাতে করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, অনায়াসে কহে কৃষ্ণদাস ॥

২১ পদ। সুহই।

গৌরামৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন ॥
চৈতন্যলীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা কর্পূর, দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাতে যার মনো বাঁধে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥
সেই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে, তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে, প্রফুল্লিত তনু মনে, হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥
এ অমৃত কর পান, যাহা বিনা নাহি আন, চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে, যাহাতে পড়িলে সর্ব্বনাশ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ, যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, রঘুনাথ শ্রীচরণ, শিরে ধরি করি তাঁর আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্য চরিতামৃত, গায় কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

২২শ পদ। ধানশী।

নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরি। নিতাই গলুইয়া তাতে চৈতন্য কাণ্ডারী॥
দুই রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল শ্রীরূপ সনাতন। পারের নৌকায় এরা দাঁড়ি ছয়জন॥
কে যাবি ভাই ভবপারে বলি নিতাই ডাকে। খেয়ার কড়ি বিনা পার করে যাকে তাকে॥
আতরে কাতর বিনা কে পার করে ভাই। কিন্তু পার করে সভে চৈতন্য নিতাই॥
কৃষ্ণদাস বলে ভাই বল হরি হরি। নিতাই চৈতন্যের ঘাটে নাহি লাগে কড়ি॥

২৩শ পদ। সুহই।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনরোত্তম শ্রীশ্রীনিবাস আর।
হেন অবতার হবে কি হৈয়াছে যার প্রেমপরচার॥
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল যাচিঞা যাচিঞা ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে পদ জগতে ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচয় বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে প্রেমে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন আনন্দে মাতিল উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমদাস হেন অবতারে রতি না জন্মিল মোর॥

২৪শ পদ। কামোদ।

ইহ কলিযুগ ধন্য, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য, পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুখী, হৈয়া সকরুণ আঁখি, হরিনাম গাঁথি দিল হার॥
নিজগুণ প্রেমধন, দিলা গোরা জনে জন, পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি, ফিরে প্রভু গৌর হরি, যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে॥
জড় পঙ্গু অন্ধ যত, পশু পাখী আর কত, কাঁদায়ল নিজে প্রেম দিয়া।
প্রেমে সব মত্ত হৈয়া, অন্ন জল তেয়াগিয়া, ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া॥
হেন প্রভু না ভজিনু, জনমিয়া না মরিনু, হারাইনু নিত্যানন্দ নিধি।
কহে হরিদাস ছার, কোন গতি নাহি আর, হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি॥

২৫শ পদ। মঙ্গল।

অখিল ভুবন ভরি, হরি রসবাদর, বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে।
ভকত চাতক যত, পিবি পিবি অবিরত, অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি, মেঘের জনম তথি, সেই মেঘে করল বাদর।
উচানীচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল, গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র, হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত(১) যত, তারা হৈল ভাগবত, বাঢ়িল গৌরাঙ্গ-ঠাকুরালী॥
জগাই মাধাই ছিল, তারা প্রেমে উদ্ধারিল, হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে, কেন রহিনু মায়াভোলে, প্রভু মোরে দেহ পদচ্ছায়া॥

২৬শ পদ। সুহই।

গোরা দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥ ধ্রু॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কাঁধে।
চলি যাইতে না পারে গোরাচাঁদ হরি বলি কাঁদে॥
প্রেমে ছল ছল, নয়ন-যুগল, কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরিল, গোরাকলেবর, ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বোলে।
প্রিয়সখার কাঁধে, ভুজযুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে॥
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উত্তরোল পতিতপাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে না লয় আন॥

২৭শ পদ। ধানশী।

অপরূপ চাঁদ, উদয় নদীয়াপুরে, তিমির না রহে ত্রিভুবনে।
অবনীতে অখিল, জীবের শোক নাশল, নিগম নিগূঢ় প্রেমদানে॥
আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
ভকত হৃদয় কুমুদ পরকাশল অকিঞ্চন জীবের উপায়॥ ধ্রু॥
শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরানন, নিরবধি যাঁর গুণ গায়।
সো পহুঁ নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে, আনন্দে ধরণী লোটায়॥
অরুণ-নয়ানে, বরুণ-আলয়, বহহে প্রেম-সুধাজল।
যদুনাথদাস বলে, জীবের করমফলে, প্রসবে সো মুকুতার ফল॥

(১) দুর্গত।

২৮শ পদ। কামোদ।

গৌরবরণ তনু, সুন্দর সুধাময়, সদয় হৃদয় রসালয়ে।
কুন্দ করবীর, গাঁথন থর থর, দোলনি বনিবনমালয়ে॥
গৌর বাসে বর,প্রিয় গদাধর, নিগূঢ় রস পরকাশয়ে।
রসমণ্ডল ঐছে, ভাসল প্রেমে, গদ গদ ভাসয়ে॥
নদীয়া নগরে, চাঁদ কত কত, দূরে গেও আঁধিয়ারে।
কতিহুঁ উলয়, দীপ নিরমল, ইবেহুঁ নামই না পাররে॥
গৌর গদাধর, প্রেম সরোবর, উথলি মহীতল পূররে।
দাস যদুনাথে, বিধি বিড়ম্বিত, পরস নাপাইয়া ঝুররে॥

২৯শ পদ। সুহই।

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম। ভাবিতে ভাবিতে হৈল রাধার বরণ॥
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর। ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥
ধারা ধরণী সঘনে বহিয়া যায়। পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়॥
মননিমগন গৌরী ভাবের প্রকাশে। এক মুখে কি কহিব যদুনাথ দাসে॥

৩০শ পদ। ধানশী।

কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী। কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি॥
হেনরূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি। অন্তরে পরাণ কাঁদে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সি। হরি হরি বলি কাঁদে পরম উদাসী॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মুখে হাসি। করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি
নন্দরাম দাসে কহে মনে অভিলাষী। কাঁদায়ে কান্দাইল গোরা ত্রিভুবনবাসী॥

৩১শ পদ। বিভাস লোফা।

গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি গুণ অগণন। তুলনা দিবার নাহি অন্য স্থান॥
কল্পতরু অভিলাষ করয়ে পূরণ। যেজন তাহার স্থানে করয়ে যাচন॥
সিন্ধু বিন্দু দেয় তথা করিলে গমন। ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ॥
পাত্রাপাত্র নাহি মানে গৌরাঙ্গ রতন। সময় বিচার তেঁহ না করে কখন॥
যাচিঞা অমূল্য ধন করে বিতরণ। একলা বঞ্চিত কেবল দাস সঙ্কর্ষণ॥

৩২শ পদ। গান্ধার।

ভব সাগর বর দুরতর দুরগহ, দুস্তর গতি সুবিথার।
নিমগন জগত, পতিত সব আকুল, কোই না পাওল পার॥

জয় জয় নিতাই গৌর অবতার।
হরিনাম প্রবল তরণী অবলম্বয়ে, করুণায় করল উদ্ধার ॥ ধ্রু ॥
অজভব আদি ব্যাস শুক নারদ, অন্ত না পায়ই যাঁর।
ঐছন প্রেম পতিত জনে বিতরই, কো অছু করুণা অপার ॥
হেন অবতার আর কিয়ে হোয়ব, রসিক ভকতগণ মেল।
দীন ঘনশ্যাম, সোঙরি ভেল জরজর, হৃদি মাহা রহি গেল শেল ॥

৩৩ পদ কেদার।

গৌর গদাধর, দুহুঁ তনু সুন্দর, অপরূপ প্রেমবিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে, পরশে যব বিলসয়ে, অমিঞা বারখে অনিবার ॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁজন লেহ।
কো অছু ভাব, প্রেমময় চতুরালি মজিয়া পাওব সেহ ॥ ধ্রু ॥
করে করে নয়নে যোই মাধুরী, সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি, তনু চমকাইত, অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
অমিঞা পুতলি কিয়ে, রসময় মূরতি, কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন, তনু মন ভুলায়, যদু কিয়ে পাওব পার ॥

৩৪ পদ। মঙ্গল।

জলের জীব কাঁদয়ে দেখিয়া প্রতিবিম্ব, কাননে কাঁদায় পশুপাখী।
তরুয়া পুলকিত, পাষাণ দরবিত, শুনিয়া অন্ধ কাঁদে হাকি ডাকি ॥
অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ।
অসীম অনুভব, এক মুখে কি কহব, মনে বা মুখে না আইসে সেহ ॥ ধ্রু ॥
কুলের কুলবধূ, ফুকরি ফুকরি কাঁদে, বধির জড় কাঁদে ধাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক, না জানি কিবা লাগি কাঁদে ॥
এমন অবতার, হবেক নাহি আর, কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড়, অজড় উদ্ধারিত, কেবল বঞ্চিত ভেল যদু ॥

৩৫ পদ। ধানশী।

দাস গদাধর প্রাণ গোরা। পূরব চরিতে ভেল ভোরা ॥
বিজুরী বরণ তনু চোরা। কমল-নয়নে বহে লোরা ॥
কনক-কমল মুখ কাঁতি। হাসিতে খসয়ে মণি মোতি ॥
বিপুল পুলকভরে কম্প। হরি হরি বলি দেই ঝম্প ॥

না জানে অহনিশি নিজ রসে সঘনে চিকুর চীর খসে॥
ঘন ঘন মহী পড়ি যায়। হেমগিরি ধরণী লোটায়॥
ভাসল ভুবন প্রেমরসে। যদু এড়াইল কর্ম্মদোষে॥

৩৬শ পদ। শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার। পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা। রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি। সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী।
সর্ব্বলোক ছাড়ে যারে অপরস বলি। দেবগণ মাগে আগে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম। হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

৩৭ পদ। ভাটিয়ারি।

যত যত অবতার সার। ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার॥ধ্রু॥
ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম নাম ধন। আচণ্ডালে দিয়া প্রভু ভরিলা ভুবন॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়। ডুবিয়া সকল লোক নাচে গান গায়॥
পশু-পক্ষি ব্যাঘ্র-মৃগজলচরগণে। হাসে কাঁদে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল সব গ্রামে। বঞ্চিত হইল এক দাস বলরামে।

৩৮ পদ। সুহই।

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন, কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিববিরিঞ্চি অগোচর প্রেমধন, যাচিঞা বিলায় জগজনে।
করুণার সাগর, গৌর অবতার, নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা সে মাধুরী, প্রাণ কাঁদে পাশরিতে নারি॥
পামর-পাষণ্ড-আদি দীনহীন খল জাতি, গুণ শুনি কাঁদে জগজ্জন।
অগেয়ান পশুপাখী, তারা কাঁদে ঝরে আঁখি, কি দিয়া বাঁধিল সবার মন॥
রাজা ছাড়ে রাজভোগ, যোগী ছাড়ে ধ্যানযোগ, জ্ঞানী কাঁদে ছাড়ি জ্ঞানরসে।
কেবা বলরাম হিয়া, গড়িলা পাষাণ দিয়া, হেন রস না কৈল পরশে॥

৩৯ পদ। শ্রীরাগ।

সব অবতার সার গোরা অবতার। এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥
দীনহীন অধম পতিত জনে জনে। যাচিঞা যাচিঞা প্রভু দিলা প্রেমধনে।
এমন দয়ারনিধি যেবা না ভজিল। আপনার হাতে তুলি গরল খাইল।
যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে। কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে॥
মুঞি সে অধম হেন প্রভু না ভজিয়া। কহে বলরাম এবে মরিনু পড়িয়া॥

৪০ পদ। কামোদ।

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি। ঘন রসে সিঁচল স্থলচর জাতি॥
দেখ দেখ গৌর জলদ অবতার। বরিখয়ে প্রেমে অমিঞা অনিবার॥
তদবধি জগভরি দুরদিন ভোর। হরিরসে ডগমগ জগজন ভোর॥
নাচত উনমত ভকত ময়ূর। অভকত ভেক রোয়ত জলে বুর॥
ভকতি লতা তিন ভুবন বেয়াপ। উত্তম অধম সব প্রেমফল পাব॥
কীর্ত্তন কুলীশ "রোগ বনচারী" ১। জ্ঞানসে ওঘন গরজে বিদারি॥
চিত বিলোপি কষিল ২ করম ভুজঙ্গ। নিরমিল ৩ কলিমদ দহন তরঙ্গ॥
তাপিত চাতক তিরপিত ভেল। দশদিক সবহুঁ নদী বহি গেল।
ডুবল অবনী কাহো নাহি ঠাম। সংসারের অচলে ৪ রহলু বলরাম॥

৪১ পদ। মঙ্গল।

আপাদ-মস্তক প্রেমধারা বরিখত চৌদিকে ঝলকত কিরণে।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি, গমন সুলাবণি, চাঁদ উদয় করু চরণে॥
কেমন বিধাতা সে, গৌরাঙ্গ চাঁদেরে যে, গড়িল আপন তনু ধরিয়া।
কেমন কেমন তার, কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া, তখনি না গেল কেন গলিয়া॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, দারু পাষাণ কিবা, গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগপাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে, নাহি কাঁদে হেন নাহি পরাণি॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর, যেমন তেমন দেহ পাঞা।
অনন্তদাসের মন, ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ, দেশে দেশে ফিরি যেন গাঞা।

৪২ পদ। শ্রীরাগ বা কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই।
অখিল-জীবের ভাগ্যে, অবনী বিহরে গো, পতিতপাবন দোন ভাই॥ধ্রু॥
যারে দেখে তার ঠামে, যাচিঞা বিলায় প্রেমে, উত্তম অধম নাহি মানে।
এ তিন ভুবনের লোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক, প্রেম-অমৃত করি পানে॥
কল্পবিরিঞ্চি সিন্ধু, না যাচয়ে একবিন্দু, ছিছি কিয়ে তাহাতে উপমা।
পতিত দেখিয়া কাঁদে, দেহথির নাহি বাঁধে, যাচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেমা॥
এমন দয়াল দুঁহু, যে না ভজে হেন পঁহু, সে ছারের জীবনে কি আশ।
সন্ন্যাসী বিপ্র হৈলে ইহ, অসুর গণন সেহ, অনন্তদাসের এই ভাষ॥

১। রোগ, বলজারি। ২ বিল নিকষিল। ৩। নিরমিল। ৪ যাচলে ?

৪৩ পদ। মঙ্গল।

নিতাই চৈতন্য দুই ভাই দয়ার অবধি। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি।
চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে। হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে॥
পতিত দুর্গত পাপী কলিহত যারা। নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা॥
ভুবনমঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন রসে। রায় অনন্ত কাঁদে না পাইয়া লেশে॥

৪৪ পদ। সুহই।

গৌর নবঘন প্রেমধারা বরিষিল। তৃষিত তাপিত জীব তিরপিত ভেল॥
দুর্ম্মতি কঠিন মাটী ভক্তিচাষে চূর। উপজিল জীব-হৃদে প্রেমের অঙ্কুর॥
সে অঙ্কুরে ভক্তিবারি নিতাই সেচিল। দিনে দিনে প্রেমতরু বাঢ়িয়া উঠিল॥
ধরিল প্রেমের ফল সব জীবতরে। অনন্ত বঞ্চিত ভেল নিজ কর্ম্মফেরে॥

৪৫ পদ। গান্ধার।

সনকাদি মুনিগণে, চাহি বুলে দেবগণে, বিরিঞ্চি ধেয়ানে নাহি পায়।
দিগম্বর পশুপতি, ভ্রমি বুলে দিবারাতি, পঞ্চমুখে যাঁর গুণ গায়॥
যাঁর পদ ধৌত হৈতে, শুচি কৈল ত্রিজগতে, হরশিরে জটার ভূষণ।
সো পহু নদীয়াপুরে, অবতরি শচীঘরে, সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ॥
দেখি শচীনন্দন, জীব সব অচেতন, প্রকাশিলা নাম সংকীর্ত্তন।
বিষয়ী যবন যত, তারা হৈল উনমত, না হইল পড়ুয়া অধম॥
প্রেমজল মহাবন্যা, পৃথিবী করিল ধন্যা, ত্রিভুবন চলিল বাহিয়া।
তার্কিক পাষণ্ড যত, পলাইল হৈয়া ভীত, অভিমান-নৌকায় চড়িয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, তাঁর পদ মকরন্দ, যে জন করয়ে তার আশ।
তাঁহার চরণ ধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, দুখিয়া শেখর তার দাস॥

৪৬ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ। উথলিয়া বাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় তট দুইখানি। অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণি।
স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। ডুবারি কাণ্ডারি তাহে প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রেম জলচর শ্রীবাসাদি সহচর। স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের বকর॥
ভাবুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া। দুঃখিয়া শেখর কাঁদে ফুকার করিয়া॥

৪৭ পদ। তুড়ী।

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরি গদাধর। নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥

অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ একজুড়ি। চালায় সরকার ঠাকুর হানি প্রেমনড়ি ॥
গুণ বাঁধা গায়েন বায়েন সব ফিরে। হরিনাম ইক্ষুরস দরদরাইতে পড়ে ॥
যে পায় সে খায় রস কেহ না আলয়। যত তত খায় তবু পেট না ভরয় ॥
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ৈ। নানা মতে করে পাক যার যে রুচই ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।
বিনা মূলে দেয় রস গাগরি গাগরি ॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল। মাগিয়া যাচিঞা শালে খায় সর্ব্বক্ষণ ॥

৪৮ পদ। ধানশী।

জগন্নাথ মিশ্রের সুকৃতি বীজ হৈতে। জনমিল গৌর-কল্পতরু নদীয়াতে ॥
যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল। নানা শাখা উপশাখা তাহার হইল ॥
ধরিল তাহাতে অদভুত প্রেমফল। রসে পরিপূর্ণ তাহা মাদক কেবল ॥
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল পাড়িয়া। দীন দুঃখিজনে দেয় দুহাতে বিলাঞা
সে ফলের রস যেন সুধাকরসুধা। যে জন চুষিয়া খায় যায় তার ক্ষুধা ॥
আপনি সে ফল খাইয়া নিতাই মালী। উনমত হৈয়া নাচে মাথে করি ডালি ॥
ধর নেও নেও বলি সে ফল বিলায়। কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রায়।

৪৯ পদ। বরাড়ী।

জীবেরে এমন দয়া কোথাও না দেখি, নায়র চৈতন্য প্রভু ॥
দীনহীনজনে এমন করুণা আর, নাহি দেখি কভু ॥
যুগধর্ম্ম লাগিয়া, বৈরাগ্যে ভ্রমিয়া, ফিরেন দেশে দেশে।
পাইয়া আকিঞ্চন, যাচিঞা প্রেমধন, বিলায় করুণা-আবেশে ॥
নিজ নাম সংকীর্ত্তন, পরম নিগূঢ় ধন, করুণায় গঢ়ল কায়া।
ধীর অধীর জড়, পঙ্গু অন্ধ আতুর, সবারে সমান দয়া ॥
তিন তাপে তাপিত, দেখিয়া ত্রিজগত, নয়ন ভরল প্রেমজলে।
শীতল করিতে, হেরিয়া কৃপাদিঠি, বরিখয়ে কানুদাসে বলে ॥

৫০ পদ। মল্লার।

গোরাগুণ গাও গাও শুনি।
অনেক পুণ্যের ফলে, সোপহুঁ মিলায়ল, প্রেমপরশ রস মণি ॥ ধ্রু ॥
অখিল জীবের, এ শোক-সায়র, শোষয়ে নয়াননিমিষে।
ও প্রেম লব লেশ, পরশ না পাইলে, পরাণ জুড়াইবে কিসে।

অরুণ-নয়নে, বরুণ আলয়, করুণাময় নিরিখণে।
মধুর আলাপনে, আখরে আখরে, পাঁজরে পাতিয়া লিখনে॥
প্রেমে ঢল ঢল, পুলকে পূরল, আপাদ মস্তক তনু।
বাসুদেব কহে, সহস্রধারা বহে, সুমেরু সিঞ্চিত জনু॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

পঁহু মোর গৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায়॥ ধ্রু॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি। সেই পঁহু বাহু তুলি কাঁদে হরি বলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম। সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অবিরাম॥
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া। গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা॥
পূরব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ। রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝেও না রঙ্গ॥

৫২ পদ। বিভাস।

ক্ষীরনিধি-জলমাঝে, আছিলা শয়ন শেজে, নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
অদ্বৈত পিরীতি বশে, আইলা কীর্ত্তন রসে, হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে॥
অবতরি রঘুকুলে, সিন্ধু বাঁধি গিরিমূলে, দশকন্ধ করিলা সংহার।
বধিলা রাক্ষসকুলে, আপনার বাহুবলে, শ্রীরামলক্ষ্মণ অবতার॥
যদুসিংহ অবতারে, গোকুল মথুরাপুরে, কত কত করিল বিহার।
মোহিয়া গোপীর মন, বিলাইলা প্রেমধন, কানাই বলাই অবতার॥
সব যুগ অবশেষে, কলিযুগ পরবেশে, ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান।
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি, ত্রিভুবন ভরি শুনি, করিবারে পতিতেরে ত্রাণ॥
যুগে যুগে অবতার, হরিতে ক্ষিতির ভার, পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণগানে॥

৫৩ পদ। শ্রীরাগ।

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যানে নাহি পায়। সহস্র আননে শেষ যার গুণ গায়॥
যার পাদপদ্ম লক্ষ্মী করয়ে সেবন। দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে করয়ে চিন্তন॥
ত্রেতায় জনম যার দশরথ ঘরে। যাহার বিলাস সদা গোকুল নগরে॥
গোপীগণ ঠেকিল যার প্রেম ফাঁদে। পতিতের গলা ধরি সেবা কেন কাঁদে॥ ১
অপরূপ এবে নবদ্বীপের বিলাস। ২ হেরিয়া মুগধ ভেল বৃন্দাবন দাস॥

১ নবদ্বীপ-গগনে উদিল সেই চাঁদে।

২ শচীর সূতিকা ঘরে পঁহুর বিলাস—ইতি পাঠান্তর।

৫৪ পদ। মল্লার।

হেরে দেখ অপরূপ গোরাচাঁদের চরিত কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল, নয়নযুগল, ভকতি যাচয়ে সব জীবে॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, গমন মাতঙ্গ, রূপ জিনি কত কোটি কাম।
না জানি কি ভাবে, আপাদ মস্তক, পুলকে জপয়ে শ্যাম শ্যাম॥
গৌরবরণ, সুধাময় তনু, কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি, সমান দয়া করি, যাচত মধুর হরিনাম॥
গোবিন্দ দাসক চিত উন্মত দেখিয়া ও মুখচাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক, গোরা গোরা বলি কাঁদে॥

৫৫ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তার মুঞি যাও বলিহারি।
গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সেজন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয়ে ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

৫৬ পদ। ভাটিয়ারি।

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনে দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি, সব মনোরথ সিদ্ধি, পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥ ধ্রু॥
রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা, কারু প্রাণে না মারিলা, মন শুদ্ধি করিলা সভার॥
কলি কবলিত যত, জীব সব মুরছিত, নাহি আর ঔষধি তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণপ্রাণী, দেখি মৃতসঞ্জীবনী, প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র॥
এহেন করুণা তার, পাষাণ হৃদয় যার, সে না হৈল মণির সোসর।
দৈবকীনন্দন ভণে, হেন প্রভু যে না মানে, সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥

৫৭ পদ। সুহই।

না জানি কি জানি মোর ভেল। ভাবিতে গৌরাঙ্গ গুণ তনু মোর গেল॥

গোরা গুণ সোঙরিয়া কাঁদে বৃক্ষলতা। গুণ সোঙরিয়া কাঁদে বনের দেবতা ॥
গোরা গুণ সোঙরিয়া গলয় পাথরে। গুণ সোঙরিয়া কেহ নাহি রয় ঘরে ॥
বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কাঁদে। পশু পাখী কাঁদে গুণে স্থির নাহি বাঁধে ॥

৫৮ পদ। বরাড়ী।

আরে মোর রসময় গৌর কিশোর। এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর ॥
কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত। গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত ॥
শিলাতরু গলি যায় খগ মৃগ কাঁদে। নগরের নাগরী বুক স্থির নাহি বাঁধে ॥
সুর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন। বাসুঘোষ কহে গোরা পতিত-পাবন ॥

৫৯ পদ। সুহই।

পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে, করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি, উজোর গোরাতনু, অবনী ঘন গড়ি যায় ॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ওরূপ মাধুরি, পিরীত চাতুরি, তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ ধ্রু ॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়, গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম ধনের ধনী, কয়ল অবনী, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

৬০ পদ। সুহই।

কুন্দন কণয়া কলেবর কাঁতি। প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকক পাতি।
প্রেম ভরে ঝর ঝর লোচনে চায়। কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায় ॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি। করুণায় কোবিহি মিলায়ল আনি ॥
জাপিয়া জপায়ে মধুর নিজ নাম। গাইয়া গাওয়ায়ে আপন গুণ গান ॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ। কতিহুঁ না পেখলুঁ ঐছন পরবন্ধ ॥
াপহি ভোরি ভুবন করু ভোর। নিজপর নাহি সবারে দেই কোর ॥
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারী। গোবিন্দ দাস কহে যাও বলি হারি ॥

৬১ পদ। গান্ধার।

জাম্বুনদতনু, বদন অম্বুজ, সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান অম্বুজে, বহই সুরধুনী, কম্বু কন্ধরে দোল ॥
দেখ দেখ গৌর বর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড় শেখর, উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ ধ্রু ॥

তরুণ প্রেমভরে, দিন রজনী নাচত অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল, নীরদ বরণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত, কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিল জগজনে, প্রেমে পূরল, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

৬২ পদ। তুড়ী।

পতিত দুর্গত দেখি আঁখি যুগলরে কত ধারা বহে প্রেমজলে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উপদেশ করাইয়া, তুমি আমার আমি তোমার বলে॥
করুণা শুনিতে প্রাণ কাঁদে।
তাপিত ত্রিজগত প্রেমজলে সিঞ্চিত, শীতল করল গোরাচাঁদে॥ ধ্রু॥
খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, অবনী করল ধ্বনি।
গোলোক গোকুল বৈভব লইয়া, আইলা পরশ মণি॥

৬৩ পদ। রামকেলি।

গৌর সুন্দর পহুঁ, নদীয়া উদয় করি, ভুবন ভরিয়া প্রেমদান।
পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন ক্ষীণ জাতি, উদ্ধারিল দিয়া হরিনাম॥
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কাঁদে।
অগেয়ান কত জন, দেখিয়া অথির মন, হরিবোল বলি মন বান্ধে॥ ধ্রু॥
গদাধর দেখি কাঁদে, পহুঁ থির নাহি বাঁধে, করে ধরি স্বরূপ রামানন্দ।
পহুঁ মোর শ্রীপাদ বলি, লোটায় ধরণী ধূলি, কোলে করি কাঁদে নিত্যানন্দ॥
অন্ধ বধির যত, গোরা গুণে উনমত, দিগ বিদিগ নাহি জানে।
বাহু তুলি হরিবোলে, পতিত লইয়া কোলে, গোরা প্রেমে জগজন ভাসে।
উত্তম অধম যত, তারা হৈল ভাগবত, বঞ্চিত বলরাম দাসে॥

৬৪ পদ। বরাড়ী।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে। অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে॥
নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর। ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে পতিত পামর॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহুঁ ডাকে উচ্চস্বরে। কত শত ধারা বহে নয়ান কমলে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পহুঁ মাগে পদধূলি। ভূমে গড়ি কাঁদে নিতাই ভায়্যা ভায়্যা বলি।
প্রিয় গদাধর কাঁদে রায় রামানন্দে। দেখিয়া গৌরাঙ্গ মুখ থির নাহি বাঁধে।
কাঁদে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। আনন্দে চলয়ে যত বালবৃদ্ধ নারী॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি। ভুবন মগন সুখে কাঁদে পশু পাখী।
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত। বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত॥

৬৫ পদ। শ্রীরাগ।

পহুঁ মোর করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরে, অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা॥ ধ্রু॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করয়ে গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে॥
চরণ-কমল, অতি সুচঞ্চল, রাতা উতপলরীত।
বদনকমলে, গদ গদ স্বরে, গাওয়ে রসময় গীত॥
হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি, ডাকে উচ্চকরি, গদাধর করি কোল॥
মুরলী মুরলী, খেনে খেনে বলি, স্বরূপ-মুখ নেহারে।
শিখিপিঞ্ছ বলি, কি ভাব উঠয়ে, কে তাহা বলিতে পারে॥

৬৬ পদ। কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌর-চরিত।
সো গোকুলপতি, অব পরকাশল, পুন কিয়ে বামনরীত॥ ধ্রু॥
নিরখি প্রতাপ প্রতাপ রুদ্রবলী, তনুমন সরবস দেল।
জগাই মাধাই আদি অসুরগণে, চরণ প্রবলে নিজকেল,
যছু পথ সহ অদ্বৈত ভগীরথ, ভকত গঙ্গ পরবাহ।
নিত্যানন্দ গিরীশ দেই আনল, রাম হিমাচল মাহ॥
যছু অবগাহনে, অখিল ভকতগণে, বিলসই প্রেম আনন্দ।
পামর পতিত, পরম দয়া পায়ল, বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥

৬৭ পদ। বরাড়ী।

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার। একলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার॥
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী। শিব শুক নারদ লইয়া জনাচারি॥
সিন্ধুবন্ধ কৈলা তুমি রাম:অবতারে। এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে কীর্ত্তন করিলা সেতুবন্ধ। সুখে পার হউক পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী। গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশচারি॥
না জানিয়ে জপতপ বেদ বিচার। কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার॥

৬৮ পদ। যথারাগ।

• অবতার কৈল বড় বড়। এমন করুণা কোন যুগে নাহি আর॥
প্রতি ঘরে ঘরে শুনি প্রেমের কাঁদনা। কলিযুগে হরিনাম রহিল ঘোষণা॥

'খ সায়রের ঘাটে দিয়া প্রেমের ভরা। ভাল হাট পাঞাছ গৌর প্রেমের পসরা
জগাই মাধাই তারা ছিল দুই ভাই। হরিনামে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞী॥
বাসুদেব ঘোষে কহে না হবে এমন। কলিযুগে ধন্য নাম চৈতন্য রতন॥

৬৯ পদ। ভাটিয়ারি।

অবনীক মাঝে দেখ দোন ভাই। অপরূপ রূপ গোরাচাঁদ নিতাই॥
হেম পদ্ম জিনি দুহুঁ মুখ ছটা। তাহে পরকাশল প্রেমঘটা॥
ঘন চন্দনে দুহুঁ অঙ্গ ভরি। ভুজযুগ তুলি দোহে বল হরি॥
নাম সংকীর্ত্তন করল প্রকাশ। গুণ গাওয়ে বৃন্দাবন দাস॥

৭০ পদ। ভাটিয়ারি।

কলধৌত কলেবর গৌরতনু। তছু সঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটিকাম জিনি কিয়ে অঙ্গ ছটা অবধৌত বিরাজিত চন্দ্র ঘটা॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা। তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে।
মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডে দোলে॥
মুনিধ্যান ভুলে সতীধর্ম্ম টলে।
জগত্তারণ কারণ বিন্দু বলে॥

৭১পদ। ধানশী।

একদিন মনে, আনন্দ বাঢ়ল, নিতাই গৌর রায়।
হাসিতে হাসিতে, কেহ নাহি সাথে, বাজারে চলিয়া যায়॥
পথে হৈল দেখা, রূপ নাহি লেখা, দিঠি ফেলাইল গোরা গায়।
এহেন সময়ে, যতেক নাগরী, জল ভরিবার যায়॥
কেহ বোলে ইথে, গোকুল হইতে, নাটুয়া আইসাছে পারা।
চল দেখিবারে, নাচিবে বাজারে, মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা, জাহ্নবী সুকান্দা, ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে, ভরিল নয়ানে, কহয়ে দাসু মুরারি॥

৭২পদ। তুড়া।

হাটের পত্তন,* শ্রীশচীনন্দন, করল পাইয়া সুখ।
হাটের ঠাকুর, নিতাই সুন্দর, খণ্ডিল জীবের দুখ॥

* নরোত্তম ঠাকুরের হাটপত্তনের অনুকরণে রায়শেখরের এই পদটী। উত্তরে কেবল

দেখ হাট মনোহর রঙ্গ।
নরহরি দাস, হাটের বিশ্বাস, শ্রীনিবাস তার সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
আর অদ্ভুত, ঠাকুর অদ্বৈত, মুনসি হাটের মাঝ।
হরিদাস আদি, ফিরে হাঁট সাধি, রামানন্দ সত্যরাজ ॥
করতাল যত, বাদ্য বাজে কত, মৃদঙ্গ কাহার ঢোল।
হাট কলরব, নৃত্য গীত সব, ঘন ঘন হরিবোল ॥
প্রেমের পসার, লৈয়া গদাধর, সঙ্গে পসারিরগণ।
রায় রামানন্দ, মুরারি মুকুন্দ, বাসুদেব সুলোচন ॥
সনাতন রূপ, পণ্ডিত স্বরূপ, দামোদর যার নাম।
বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, বক্রেশ্বর গুণধাম ॥
পণ্ডিত শঙ্কর, আর কাশীশ্বর, মুকুন্দ মাধব দাস।
রঘুনাথ আদি, গুণের অবধি, পূরল মনের আশ ॥
কত নাম নিব, পসারি এ সব, পসার লইয়া কাছে।
পসার ভূষণ, পুলক রোদন, মহাভাব আদি আছে ॥
হাটের হাটুয়া, ভকত নাটুয়া, পসারি মহিমা জানি ;
দৈন্য দান দিয়া, সে প্রেম আনিয়া, সদা করে বিকি কিনি ॥

রূপকের সাদৃশ্য, কিন্তু উভয়ে ভাবের ও বৃত্তান্তের বিস্তর প্রভেদ। অথচ উভয়ই যার পর নাই সুন্দর। ঠাকুর মহাশয়ের পদের অবিকল অনুকরণে মদগ্রজ গোলোকগত শ্রীনন্দকুমার ভদ্র একটী সুন্দর পদরচনা করিয়াছিলেন। তাহার যতটুকু স্মরণ আছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :…

ভাল নিতাই হাট বসালে জীব তরাইতে।
সে হাটের মূল মহাজন আপনি নিত্যানন্দ। সঙ্গে মুচ্ছদ্দি হইল তার মুরারি মুকুন্দ।
হাট বৈসে গৌরীদাস আছে দাঁড়ি ধৈরে। যার যত ইচ্ছা প্রেমধন দিচ্ছে ওজন কৈরে।
সংকীর্ত্তন মদ বিকায় দোকানে দোকানে। তাহা প্রেমরমণী নরহরি বিলায় জনে জনে।
কলসে কলসে সে প্রেম হরিদাস কিনিল। সে যে আপনি খেয়ে মাতাল হৈয়া জগত মাতাইল।

হরিরলুট গানে সচরাচর একটী পদ গীত হইয়া থাকে, তাহাও বড় সুন্দর। যথা—

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে। নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য, মুন্‌সিগিরি দিল অদ্বৈতেরে।
তাতে হরিদাস খাজাঞ্চি হৈয়া, লুট বিলাইল সবারে।
প্রেমবাতাসা ভক্তি চিনি, ভাবের মোণ্ডা রসের ফেণি, দোকানে দোকানে থরে থরে।
রূপ সনাতন শ্রীজীব আর, প্রেম সবে ওজন করে।

হাটের কোটাল, ঠাকুর গোপাল, দানঘাটী গোপীনাথ।
হাটের পালন, শ্রীরঘুনন্দন, করেন সুন্দর সাথ॥
দিবা রাতি নাই, বাজার সদাই, যে যায় সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার, করল বিথার, শচীর দুলাল রায়॥
ভাঙ্গিল আকাল, মাতিল কাঙ্গাল, খাইয়া ভরল পেট।
দেখিয়া শমন, করয়ে ভাবন, বদন করিয়া হেট।
জরা মৃত্যু নাই, আনন্দ সদাই, শোকভয় নাহি হয়।
আশা-ঝুলি করি, শেখর ভিখারী বাজারে মাগিয়া খায়॥

৭৩পদ। শ্রীগান্ধার।

গোরা হেন জলদ-অবতার। সঘনে বরিখে জলধার।
নিজগুণে করিয়া বাদল। গভীরনাদে দিগ্ টলমল॥
করুণা-বিজুরী দিন রাতি। বরিখয়ে আরতি পিরীতি॥
সুখপঙ্ক করি ক্ষিতিতলে। প্রেম ফলাইল নানা ফুলে॥
এক ফলে নবরস ঝরে। ভাব তার কে কহিতে পারে॥
নামগুণ কর্ম্মচিন্তামণি। কহে বাসু অদ্ভুত বাণী॥

৭৪পদ। শ্রীরাগ।

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সব কাজ, কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সোঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বুলেন ধন্য ধন্য, পতিতপাবন ধন্যবানা॥
হুঙ্কার গরজন, পুলকিত মহাপ্রেম, যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন, সোঙরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞী॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম, আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ, মালসাট পুরি পুরি ধায়॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর, কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করিল ধন্য, কহিয়া তারক রাম-নামে॥
মহেশ নাচে আনন্দে, জটা নাহিক বাঁধে, দেখি নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে, সোঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যার প্রাণধন, লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ কর্দ্দমদক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য, পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার॥
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার কাছে, নয়নেতে বহে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা, না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল॥

চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য, ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, জগাই মাধাই বলি, করে বহু দণ্ড পরণামে॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর, আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে যার, অবিরত বহে ধার, সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড় সুখী, গড়াগড়ি ধায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্র তার, কোথায় কিরীটী হার, ইহারে সে বলি কৃষ্ণরস॥
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বহ্নি বরুণ, নাচে যত সব লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য, দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার করিলা ধন্য, পতিতপাবন ধন্যবান রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, জান নিত্যানন্দচন্দ্র বৃন্দাবনদাস রস গান রে॥

৭৫পদ। শ্রীরাগ।

নাচে সর্ব্ব দেববর্গে, উল্লাসিত মন হর্ষে, ছোট বড় না জানে হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলি, তবু সবে কুতূহলী, নৃত্যসুখে কৃষ্ণের আবেশে॥
নাচে প্রভু ভগবান, অনন্ত যাঁহার নাম, বিনতানন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ, আদি দেব সেহ নাচে রঙ্গে॥
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, দেখি মহা পরকাশে, কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি রে।
কেহ কহে ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল, ধন্য পাপী জগাই মাধাই রে॥
নৃত্যগীত কোলাহলে, কৃষ্ণযশ সুমঙ্গলে, পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে।
মহা জয় জয় ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি, অমঙ্গল সব হৈল নাশ রে॥
সত্যলোক আদিজিনি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিয়া পাতাল রে।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর, প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল রে॥
কৃষ্ণরসে হেন মতে, যত মহাভাগবতে, কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ, বিনা আর কোন রস, কাহার বদনে নাহি স্ফুরে রে॥
জয় জয় জগদীন্দ্র, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র, জয় সর্ব্ব-জীব-লোকনাথ রে।
করুণা যে প্রকাশিলা, ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারিলা, সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার করিলা ধন্য, পতিতপাবন ধন্যবান্ রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, জান নিত্যানন্দচন্দ্র, বৃন্দাবনদাস রস গান রে॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(জন্মলীলা)

১ম পদ। ভাটিয়ারি।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি শুভগ সকলি। জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ। লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে। জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন। আবাল বনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণে জানি গোরা জনম লভিলা। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা॥
সেইকালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ। হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ। দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথদাস॥

২য় পদ। তুড়ী বা করুণা।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে। জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমাতিথি নক্ষত্র ফল্গুনী। শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ। দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার। যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। গৌরপদদ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

৩য় পদ। কল্যাণ।

নদীয়া-আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গশশী, ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগনশশী, মাখিল বদনে মসি, কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥
বামাগণ উচ্চস্বরে, জয় জয় ধ্বনি করে, ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁক।
দামামা দগড় কাঁসি, সানাই ভেঁউড় বাঁশী, তুড়ী ভেড়ী আর জয়ঢাক॥

মিশ্র জগন্নাথ মন, মহানন্দে নিমগন, শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ, ভুলিলা প্রসবদুখ, অনিমিখে পুত্র-মুখ চাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে, কেহ না চিহ্নয়ে কারে, দেব-নরে হৈল মিশামিশি।
নদীয়া-নাগরী সঙ্গে, দেবনারী আসি রঙ্গে, হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী, করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময়, গৌরবিধু সমুদয়, বাসু কহে জীব ভাগ্যফলে॥

৪র্থ পদ। বিভাস বা তুড়া।

হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া-নগরে, শচীর মন্দিরে, চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ, কষিল-কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরী পারা॥
কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ানভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে, ধায় মকরন্দলোভে॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম সরোবর।
কটি করি-অরি, উরু হেমগিরি, এ লোচন মনোহর॥

৫ম পদ। সুহিনী বা পঠমঞ্জরী।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশদিগে বাড়িল আনন্দ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজচিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোহে। সব অঙ্গে জগ-মনো মোহে॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান॥

৬ষ্ঠ পদ। ধানশী।

জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে। জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে॥
জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ। মহানন্দে গগন পাওল জনুহাত॥
গ্রহণ সময়ে পহুঁ আইলা অবনী। শঙ্খনাদ হরিধ্বনি চারিভিতে শুনি॥
নদীয়া-নাগরীগণ দেয় জয়কার। হুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার॥
পাপরাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস। পূর্ণশশী গৌরপহুঁ তে ভেল প্রকাশ॥
গৌরচন্দ্র-চন্দ্র প্রেম-অমৃত সিঞ্চিবে। বৃন্দাবনদাস কহে পাপতম যাবে॥

৭ম পদ। মঙ্গল, নটরাগ বা জয়জয়ন্তী।

চৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, সকল উঠিল পরম-মঙ্গল রে।
সকল তাপহর, শ্রীমুখ "শ্রীমুখচন্দ্র" দেখি,১ আনন্দে হইল বিহ্বল রে ২ ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব, সবেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥
কেহ করে স্তুতি, কারো হাতে ছাতী, কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে, "কেহ আনন্দে নাচে গায় রে" ৩ ॥
দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, "বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে" ৪ ॥
মানুষ দেবে মিলি, একঠাই করে কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ-পুরী রে ॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, প্রণাম৫ হইয়া পড়িল রে ॥
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যখেলা রে।
সকল সঙ্গে করি, আইল গৌরহরি,৬ পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, মোর প্রভু আনন্দ কন্দ, বৃন্দাবনদাস গান রে ॥

৮ম পদ। মঙ্গল বা নটরাগ।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, "মঙ্গল মুহুরি" ৭ জয়ধ্বনি গায় মধুর রসাল রে ৮।
বেদের অগোচর, ভেটিব গৌরবর, বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্যভাগ্যে, চৈতন্য প্রকাশ, পাওল নবদ্বীপ-মাঝারে ॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন, লাজ কেহ নাহি মান রে।
নদীয়া পুরবাসী, জনম উল্লাসি, আপন পর নাহি জান রে ॥
ঐছন কৌতুকে, দেবতা নবদ্বীপে, আওল শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌররসে, বিভোর পরবশে, চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥
দেখিল শচীগৃহে, চৈতন্য পরকাশে, একত্রে যৈছে কোটি চাঁদ রে।
মানুষরূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলায় উচ্চ হরিনাম রে ॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে, পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥

---

১ সুন্দর। ২ দেখিয়া হইল বিভোর রে। ৩ নাচে কেহো গায় বায় রে। ৪ করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি রে। ৫ প্রণত। ৬ সকল শক্তি সঙ্গ, আইলা গৌরাঙ্গ। ৭ মহুরি জয়ধ্বনি। ৮ গাওয়ে মধুর বিশাল রে। পদকল্পতরুতে এই সব পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯ম পদ। ধানশী।

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর, নয়নে হেরই না পারি।
আয়তলোচন, ঈষৎ বঙ্কিম, উপমা নাহিক বিচারি॥
আজি বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডলে, চৌদিকে শুনায় উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি, গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর, দোলনি যৈছে বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখমণ্ডল, আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ধন্য ধন্য ধন্য, জয় জয় উঠয়ে নাদ।
কোই নাচত, কোই গাওত, কলির হৈল হরিষে বিষাদ॥
চারিবেদ শির মুকুট গৌরাঙ্গ, পরম মূঢ় নাহ জানে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই, বড় ঠাকুর বৃন্দাবনদাস রস গানে॥

১০ম পদ। ধানশী।

রাহু উগারল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু, কলিমর্দ্দন বাধে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ, জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
যো মাই দেখত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশন, দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ধ্রু।
দুন্দুভি বাজে, শতশঙ্খ গাজে, বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, মোর পহুঁ রসনানন্দ, বৃন্দাবনদাস গান॥

১১শ পদ। ধানশী।

ফাল্গুন-পূর্ণিমাতিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শতপদসন্ধি পাঞা, রাহু আইলেক ধাঞা, গরাসিল উজ্জ্বল নিশামণি॥ ধ্রু॥
সে চন্দ্রগ্রহণ হেরি, নদীয়ার নরনারী, হুলুধ্বনি হরিধ্বনি করে।
হেন কালে শচীগৃহে, জনমিলা গৌরচন্দ্র, জয় জয় জগন্নাথ ঘরে॥
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর, হইলা হরিষান্তর, শুভক্ষণ শুভলগ্ন দেখি।
বৃন্দাবনদাসে কয়, হেরিয়া জনমলীলা, সুরনর হইলেক সুখী॥

১২শ পদ। বেলোয়ার।

শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে, গৌরাঙ্গ-রতন রাজে, প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন-আভা, জগত হইল লোভা, পাপতম লুকাইল তুরিতে॥

আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদে।

এ চাঁদবদনের আগে, গগনের চাঁদ কি লাগে, চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে ॥ ধ্রু ॥

পীয়িলে চাঁদের সুধা, দূরে নাকি যায় ক্ষুধা, তাই তারে বলে সুধাকর।

এ চাঁদের নাম সুধা, পানে যায় ভবক্ষুধা, হয় জীব অজর অমর ॥

গোরা-মুখ-সুধাকরে, হরিনাম সুধা ঝরে, জ্ঞানদাসে সে অমৃত চাকি।

এড়াবে সংসারশঙ্কা, গোরানামে মারি ডঙ্কা, শমনকিঙ্করে দিবে ফাঁকি ॥

১৩শ পদ। কল্যাণ।

নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি হইলা উদয়।

পাপতম হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥

হেন কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে, নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।

হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন১ রঙ্গে, কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥

দেখি উপরাগ শশী,২ শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি, আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।

পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে, ব্রাহ্মণেরে দিল৩ নানা দান ॥

জগত আনন্দময়, দেখি মনে বিস্ময়, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।

তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, জানি৪ কিছু কার্য্যে আছে ভাষ ॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।

আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন, নানা দান কৈল মনোবলে ॥

ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা রত্নে থালি ভরি, আইল সবে যৌতুক লইঞা।

যেন কাঁচা সোণা জ্যোতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি, আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী, আর যত দেবনারীগণ।

নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি, আসি সবে করে দরশন ॥

অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ঋষি চারণ, স্তুতি নৃত্য করে বাদ্যগীত।

নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট, আসি সবে নাচে পাঞা প্রীত ॥

কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়, সম্ভালিতে নারি কারো বোল

খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদপূর্ণিত লোক, মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বোল ॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ, আসি তারে করে সাবধান।

করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান ॥

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল যত, সব ধন বিপ্রে কৈল দান।

১ গর্জ্জন। ২ রাশি। ৩ করে। ৪ বুঝি। ৫ ভাস ইতি পাঠান্তর।

যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট আকিঞ্চন জন, ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী, আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা জল, খই কলা নানা ফল, দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে ধরি নিজ জন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥*

১৪শ পদ। কল্যাণ।

অদ্বৈত-আচার্য্যভার্য্যা, জগতবন্দিত আর্য্যা, নাম তার সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, চলে উপহার লঞা, দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়ি বৌলি, রজত পত্র পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক, স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
বাঘনখ হেম জড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরি, হস্ত পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন, মঙ্গলদ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র গুপ্তদোলা চড়ি, সঙ্গে লৈয়া দাসী চেড়ী, বস্ত্রালঙ্কারে পেটারি পূরিয়া ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহু ভার, শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাতে গোকুল কান, বর্ণমাত্র দেখে বিপরীত ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভাণ, সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যমূর্ত্তি, দেখি পাইল বহু প্রীতি, বাৎসল্যাতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্ব্বা ধান দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ভয়ে নাম থুইল নিমাই ॥ †

---

* পরবর্ত্তী পদদুটীও এই পদের অংশ। অতি দীর্ঘ বলিয়া তিন অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে।

† নিম (নিম্ব) তিক্ত, সুতরাং নিমাই নাম রাখিল, তিক্ত বলিয়া ডাকিনী শঙ্খিনী-গণ শ্রীমহাপ্রভুর অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া সীতা ঠাকুরাণী "নিমাই" নাম রাখিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া "নিমাই" নাম রাখা হইয়াছিল ; এই অনুমানের পোষকতায় নিম্নলিখিত প্রাচীন পদাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা,—"যখনে জন্মিলা নিমাই নিমতরুতলে। তুমি হৈঞা কেন না মরিলা, আমি না লইতাম কোলে ॥" চিরন্তন প্রথানুসারে পুত্রের নাম রাখিবাব সময় পিতার নামের সহিত শব্দগত বা অর্থগত মিল থাকা আবশ্যক। যথা—হরমোহনের পুত্র হরনাথ বা শিবনাথ। "জগন্নাথ" নামের প্রথমাংশের অর্থ "বিশ্ব" ; সুতরাং মিশ্র মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরূপ,

পুত্রমাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে, পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্র পূজা লৈয়া, মনেতে হরিষ হৈয়া, ঘরে আইল সীতা ঠাকুরাণী ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে ধরি নিজজন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

১৫শ পদ। কল্যাণ।

ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ, পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন ধানে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর, দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত, ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত, বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন,* লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন, দেখি এই তারিবে সংসারে ॥

দ্বিতীয় পুত্রের নাম বিশ্বম্ভর। অথবা নিমাই বিশ্বের ভার সহিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর। মহাপ্রভুর অন্য শাস্ত্রীয় নাম, গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ, শচীসুত, গৌরচন্দ্র, নাদ-গম্ভীর, স্বনামামৃতলালস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরি ও গৌরসুন্দর। তন্মধ্যে গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, শারীরিক সৌন্দর্য্যবশতঃ ও শচীসুত জন্মবশতঃ। সঙ্কীর্ত্তনসময়ে গম্ভীর হুঙ্কার করিতেন বলিয়া নাম "নাদগম্ভীর"। গৌরবর্ণবিশিষ্ট ও কলিকলুষহারী বলিয়া নাম "গৌরহরি"। ইনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণনামামৃতপানে মত্ত বলিয়া নাম "স্বনামামৃতলালস"। শ্রীবল্লভ বা অনুপ ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন। 'গৌরসুন্দর' কেননা ইনি গৌরবর্ণ ও সুন্দর ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইঁহার নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। বেদমতে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম' এবং 'চৈতন্য' শব্দের অর্থ 'চিৎস্বরূপ" বা 'পরমাত্মা'। সুতরাং কৃষ্ণচৈতন্য অর্থ চিৎস্বরূপ বা পরমাত্মা। এইজন্য একটী পদে প্রেমদাস মহাপ্রভুকে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ বলিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা,—

"কৃষিভূর্ব্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥"

তথা, "চৈতন্যং পরমাণূনাং প্রধানস্যাপি নেষ্যতে।
জ্ঞানক্রিয়ে জগৎকর্ত্তৃ্য দৃশ্যতে চেতনাশ্রয়ে ॥"

* মহাপুরুষের লক্ষণ সামুদ্রিকশাস্ত্রমতে যথা,—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নাসিকা, বাহুদ্বয়, হনু, চক্ষু ও জানু এই পঞ্চদীর্ঘ ছিল। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীগ্রন্থি, দন্ত ও রোম এই পঞ্চসূক্ষ্ম ছিল। চক্ষু, পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই সপ্তাঙ্গ রক্তবর্ণ ছিল। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটী ও মুখ এই ষড়ঙ্গ উন্নত ছিল। গ্রীবা জঙ্ঘা ও

ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে, যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়, সেই পায় তাঁহার চরণ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ, হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পীয়ে বিষ গর্ত্তপানী, জানিয়া সে কেন নাহি মৈল॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে ধরি নিজজন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

১৬শ পদ। ধানশী।

ভাগ্যবান্ শচী জগন্নাথ। পুত্ররূপে পাইল জগন্নাথ॥
ফাল্গুনে গ্রাসিল রাহুচাঁদ। শচীকোলে শোভে নবচাঁদ॥
লভি মিশ্র যোগারাধ্যধন। দীনজনে দিল কত ধন॥
জন্মগৃহ দীপ্ত বিনা দীপে। মহানন্দ আজি নবদ্বীপে॥
একত্র মিলিত সুরনর। নাচে গায় গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
আইলা প্রভু হরিতে ভূভার। অতুলন আনন্দ সভার॥
গোরাপ্রেমে হইয়া উদাস। সে আনন্দে ভাসে প্রেমদাস॥

১৭শ পদ। সুহই।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি, শচী-অঙ্কাকাশে আসি, গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
সে শশীর সহচর, ভক্ত-তারকানিকর, চারিদিকে প্রকাশিত হয়॥
পাপ ঘোর অন্ধকার, সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার, বিধূদয়ে প্রস্থান করিল।
জীবের ভাগ্য কুমুদ, হেরি শশী মনোমদ, প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল॥
পাপ অমানিশি ভোর, হরিষে ভক্ত-চকোর, তুলিল আনন্দ কোলাহল।
প্রেম-কৌমুদীর সুধা, পীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা, সবাই হইল সুশীতল॥
সে প্রেম সুধার কণা, পাঞা তৃপ্ত সর্ব্বজনা, জীবকুল ভেল আনন্দিত।
আপন করম দোষে, না পাইয়া নব লেশে, প্রেমদাস ধূলায় লুণ্ঠিত॥

১৮শ পদ। বিভাস-তেওট।

ফাল্গুন-পূর্ণিমাশশী, রাহু চন্দ্রেরে পরশি, দেখি সবে বোলে হরিবোল।
বাজায় কেহ মৃদঙ্গ, কেহ ঝাঁজরি মোচঙ্গ, শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে লাগে গোল॥

[ং]ঘন এই তিন অঙ্গ হ্রস্ব ছিল। কটী, ললাট ও বক্ষঃ এই তিন অঙ্গ বিস্তৃত ছিল। নাভি,
[স্ব]র ও সত্ত্ব এই তিন অঙ্গ গভীর ছিল।

দেখি দিন শুভক্ষণে, প্রভু শচীর ভবনে, জনম লইলা সুমঙ্গল।
দেবগণ সঙ্গোপনে, আসি করে দরশনে, দৃষ্ট নহে শুনি কোলাহল॥
নদীয়ার নরনারী, শুনি সুখ পায় ভারি, দেখিবারে যায় ত্বরা করি।
কিবা বালকের ঠাম, মনোলোভা অভিরাম, মনে হয় রাখি আঁখি ভরি॥
দেখিয়া আনন্দ কন্দ, ভক্তগণের আনন্দ, মনে জানে হইবে নিস্তার।
গৌরাঙ্গে নহিল রতি, সঙ্কর্ষণ মন্দমতি, দয়া কর শচীর কুমার॥

১৯শ পদ। বসন্ত।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভক্ষণে। পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে॥
তিলে তিলে কত উঠে চিতে। কনকনবনী ভ্রমে নারে পরশিতে॥
কত না যতনে কোলে করে। পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে॥
জগন্নাথ বিপ্রশিরোমণি। ভাসে সুখসমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি॥
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া। না ধরে ধৈরজ চাঁদমুখ নিরখিয়া॥
লইয়া আপন প্রিয়গণে। করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম পুত্রের কল্যাণে॥
চতুর্দ্দিকে জয় জয়ধ্বনি। সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী॥
সবার অন্তরে বাঢ়ে সুখ। সুরধুনী ধরণী বিসরে সব দুখ॥*
দশদিক্ হইল উজ্জ্বল। পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রফুল্ল সকল॥†
নরহরি কি কহিবে আর। গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল পাপ-অন্ধকার॥

২০শ পদ।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা, প্রকট গোকুল-ইন্দু।
নদীয়ানগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উথলে আনন্দসিন্ধু॥

---

* সুরধুনী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুতরাং বিষ্ণু তাঁহার জন্মদাতা। বহুদিন জনকের মুখ দেখেন নাই বলিয়া তাঁহার এক দুঃখ। দ্বাপরে গঙ্গার অনুগতা যমুনা কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং প্রধানা হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখে বঞ্চিত ছিলেন, এই দ্বিতীয় দুঃখ। আর পাতকীর পাপস্পর্শে দিন দিন কলুষিত হইয়াছিলেন, এই তাঁহার তৃতীয় দুঃখ। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ে পাপ আর থাকিবে না, তিনি স্বীয় তটে লীলা করিবেন এবং দর্শন দিবেন, এইজন্য গঙ্গা সকল দুঃখ বিস্মৃতা হইলেন। ধরণী রাশিকৃত পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন পাপরাশি ভস্মীভূত হইবে; নিজেও শ্রীপাদস্পর্শে পবিত্র হইবেন এবং অহর্নিশি হরির নাম শ্রবণ করিবেন বলিয়া ধরণী সুখী হইলেন।

† স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবরূপ বসন্তানিলপ্রবাহে বৃক্ষলতাদি কেনই বা প্রফুল্লিত না হইবে।

কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচীদেবী ভালে, পুত্র লৈয়া কোলে, বিলসে সুতিকাঘরে ॥ ধ্রু ॥
বালকে দেখিতে, ধায় চারিভিতে, কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে, অসংখ্য লোকের গতি ॥
বালক-মাধুরী, দেখি আঁখি ভরি, পাসরে আপন দেহা।
নরহরি কয়, শচীর তনয়, প্রকাশে কি নব লেহা ॥

২১শ পদ। কামোদ।

পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌর গোকুল নাহ।
করই স্তুতিনতি দেবগণ ঘন, ভবনে ভরই উছাহ ॥
শুভগ ফাল্গুন-পূর্ণিমানিশি শশী উদয়ে রাহু গরাসি।
ঐছে সময়ে প্রকাশে পহুঁ নিজ নাম পহিলে প্রকাশি ॥
হোত জয় জয়কার জগভরি ধিরজ ধরত ন কোই।
মিশ্রভবনে প্রবেশি শিশু, অবলোকি উনমত হোই ॥
বিবিধ মঙ্গল, রচই নব নব, সব মনোরথ পূর।
ভণত নরহরি, বিপুলবলী কলি গরবভরে ভেল চূর ॥

২২শ পদ। বসন্ত।

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন-পূর্ণিমানিশি নব শোভিত,
শচীগর্ভে প্রকট গৌরবরজ রঞ্জনা।
ঝলকত বর বালকতনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জনা ॥
পহুঁ প্রকাশ নিরখত, ঘনগণ সহ সুরগণ গগনে বরষত,
কুসুমাবলী বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভণি চারু চরিত,
লোচন জলছল কত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী ॥
গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ,
ধাধিকি ধিকিতা ধিক্ ধিক্ ধিক্কটতক্ ধিন্নানা।
নৃত্যসুর নর্ত্তকীচয়, বিবিধ ভাতি করু অভিনয়,
উঘটতত কথৈ থৈ থৈ তি অই অই অতেন্নানা ॥
নির্ম্মল দশদিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর,
পিককুল কুহু কত বসন্ত ঋতুপতি সর সায়ত্র

উছলত সুর-সরিত-বারি, নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভুবন কৌতুকে নরহরি হিয় উনমতায়এ॥

২৩শ পদ। বসন্ত।

আজু পূর্ণিম সাঝ সময়ে, রাহু শশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি, তাপতম বিনাশি॥
প্রফুল্লিত সব ভকতহৃদয়, ধিরজ না ধরু কোই।
সীতাপতি নিয়ড়ে চলত অতি উনমত হোই॥
ঘন ঘন হুঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর।
বিলসত প্রিয়গণ সহ গ্রহণে সুরধুনীতীর॥
মঙ্গল কলরব, সব নদীয়া পুর ভরি ভেল।
কৌতুকে কোই জানত নাহি কৈছে রজনী গেল॥
মিশ্রভবন শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাঢ়ি।
আয়ত বহু লোক, কোন যাত ভবন ছাড়ি॥
বায়ত মৃদুবাদ্য সরস, বাদক মুদ মাতি।
গায়কগণ গাননিপুণ, গায়ত কত ভাঁতি॥
নর্ত্তক কৃত নৃত্য তাত্তা, থৈ তাথৈ উচারি।
নির্ম্মল যশ ভণত ভাট, ভঙ্গী ভর বিথারি॥
যাচক মন তোষি মিশ্র, দেত উচিত দান।
নিরুপম নবনীত রঙ্গ, নিরখত ঘনশ্যাম॥

২৪শ পদ। বসন্ত বা তোড়ি।

ভুবনমনোচোরা, গোকুলপতি গোরা, চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্রমুখ, শচীর যত সুখ, তাহা কি কহিবার পারে আনে॥
নদীয়াপুরনারী, আইসে সারি সারি, লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া, মানুষে মিশাইয়া, বালকে নিরখিয়া থির নহু॥
শ্রীসীতাদেবী আসি, সূতিকাগৃহে পশি, দেখিয়া শিশু উলসিত হিয়া।
মালিনী আদি সঙ্গে, ভাসায়ে নানা রঙ্গে, করয় কত না মঙ্গলক্রিয়া॥
গোয়ালিনী বা কত, গোয়ালা শত শত, লইয়া দধি আসে চারু সাজে।
সবে বিহ্বল-চিতে, পূর্ব্ব স্বভাবেতে, ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে॥
রচিয়া করতালি, হাসিয়া নাচে ভালি, তা দেখি দেবে গোপবেশধারী।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে, কে বা না নাচে তাতে, সঘনে জয় জয়ধ্বনি করি॥

বাজয়ে বাদ্য হেন, কৌতুক নাহি যেন, মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়ের রীতি।
নরহরি কি কব, প্রভু জন্মোৎসব, উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি॥

২৫শ পদ। বসন্ত।

পূর্ণিম-প্রতিপদ-সন্ধি সময় পাই, রাহু গরাসল গগনশশী।
নিম্ব-মহীরুহতল-সূতিকাগেহে, উদয় ভেল গোউরশশী॥
শিশুরূপ আলা ভুবন উজল করু জ্বলিল জনু প্রদীপ শত।
স্বরগ পরিহরি সুর সুর-রমণী সূতিকাগেহে ভেল আগত॥
সহস্রলোচন ব্রহ্মা চতুরানন, ষড়ানন গজবদন পঞ্চমুখ।
ঊনপঞ্চাশত পবন বরুণ ধনেশ্বর আওল সভে পাই বহু সুখ॥
নেহারি পহুঁ মুখ বহুভাগ্য মানল সভে প্রণত ভই পহুঁ চরণে।
কেবল শচীমাই নেহারল ইহ সব রঙ্গ সুবিহ্বলিত মনে॥
শতচন্দ্র জনু উদল সূতিকালয়ে দেবদল অঙ্গআভারূপে।
ঘনশ্যাম ভণ সানন্দিত মন, জগমুগধল নব শিশুরূপে॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(বাল্যলীলা)

১ম পদ। সুহই।

মিশ্র পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়া। পুরোহিত দ্বিজবরে আনিলা ডাকিয়া॥
ধনরত্ন অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল। স্বস্তি বচন বলি দান তুলি নিল॥
অর্ঘ্য আশীষ দ্বিজ ধরি নিজ হাতে। সন্তোষে তুলিয়া দিল গোরাচাঁদের মাথে॥
শচী ঠাকুরাণী কিছু কহিতে লাগিল। সাতপুত্রের এই পুত্র বিধি মোরে দিল॥
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর। বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুইকর॥

২য় পদ। তুড়ী।

একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা। হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর। পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু-যুগলে। চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোণার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা। বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

৩য় পদ। ভাটিয়ারি।

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মিলি, দেহ ঘন করতালি, হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ধ্রু॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাঞাছে ধড়াগাছটী আটি ॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু। ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু ॥
রতন কাঞ্চন, নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উৎপল, চরণ যুগল, তুলিতে নূপুর বাজে ॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, বোলে আধ আধ বাণি।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে, গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥

৪র্থ পদ। বেলোয়ার—দশকোশি।

কিয়ে হাস পেখলু কনক পুতলিয়া। শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি-ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া। তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া ॥
রাতুল কমল পদে ধায় দিনমণিয়া। জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া। ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

৫ম পদ। বেলোয়ার—দশকোশি।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়। হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু। শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চলচরণে। নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা। শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥

৬ষ্ঠ পদ। বেলোয়ার—দশকোশি।

মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি। হাটি হাটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি ॥
টানি লৈঞা মার হাত চলে ক্ষণে জোরে। পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে ॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধূলি ঝারি। আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি ॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে। কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে ॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধূলায় লোটাবা। স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা ॥

৭ম পদ। বেলোয়ার—দশকোশি।

পূর্ণিমা-রজনী চাঁদ গগনে উদয়। চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ-হৃদয় ॥
চাঁদ দেমা বলি শিশু কাঁদে উভরায়। হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয় ॥

। আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল। কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল ॥
রাধাকৃষ্ণ-চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল। পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল ॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ। বাসু কহে পটে পহুঁ হের নিজমুখ ॥

৮ম পদ। বরাড়ী।

চাঁদা চাঁদা চাঁদা, গগন উপরে, কে পাড়ি আনিয়া দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া, মোর গোরাচাঁদের, কপালে চিৎ লিখিব ॥
লুও লুও লুও, আয় আয় আয়, সোণার নিমাই নিঁদে কাঁদে।
আকটী করিতে, একটী বোল, যেন আসিয়া অধিক লাগে ॥
এখনি আসিব, নিমাইর বাপ, ক্ষীর কদলক লঞা।
হেরে আসিতেছে, দুরন্ত হাই, নিদে আঁখি বুজিঞা ॥
নেতের তুলি, পাটের গোলাপ, তাতে রচিয়া শয্যাখানি।
তাপাতি যাইয়া, কোলে পুত্র লৈঞা, শুতিলা শচী ঠাকুরাণী ॥
এক স্তন মুখে রাখি চাকে, অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বলে, সব-দেবশিরোমণি, বালকরূপে ব্যবহার ॥

৯ম পদ। ভাটিয়ারি।

বয়স্ত-বালক সঙ্গে করি এক মেলা। পাতিয়াছে গোরাচাঁদ সংকীর্ত্তনখেলা ॥
চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বোলে। আনন্দে বিহ্বল গোরা ভূমে পড়ি বুলে ॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগম্ভীরস্বরে। আইস আইস বলি বালক কোলে করে ॥
শ্রীঅঙ্গপরশে বালক পাসরে আপনা। ফাঁফরে পড়িল দেখি বালক কাঁদনা ॥
আপাদমস্তক পুলকাশ্রুধারা গলে। করতালি দিয়া বালক হরি হরি বোলে ॥
চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ। মধুময় কমলে যেন দেখি মত্তভৃঙ্গ ॥
হেন কালে পথে যায় দুই চারি পণ্ডিত। বিশ্বম্ভর খেলা দেখি আইলা আচম্বিত ॥
অপরূপ দেখে সেই বালকের খেলা। ললাটে তিলক সবার গলে ফুলমালা ॥
আপনা পাসরি পণ্ডিত সামাইল মেলে। করতালি দিয়া তারা হরি হরি বলে ॥
যে যায় সে পথ দিয়া সেই হয় ভোরা। কলসী ত্যজিয়া নারী হয় মাতোয়ারা ॥
হরিবোল শুনি শচী আইল আচম্বিত। দেখিল আপন পুত্র নিমাই পণ্ডিত ॥
পুত্র পুত্র করি শচী পুত্র লৈল কোলে। সবারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে ॥
এমন ব্যাভার ছি ছি পণ্ডিতসভায়। পরপুত্রে পাগল করি উন্মত্ত নাচায় ॥
কর্কশকথায় সভার ভৈগেল চেতন। কি হৈল কি হৈল করি গণে মনে মন ॥
বিশ্বম্ভর লৈয়া গেল বিশ্বম্ভরমাতা। আনন্দে লোচন কহে গোরাগুণগাথা ॥

১০ম পদ। কামোদ।

নদীয়ার নারী পুরুষ, সুকৃতি মানি, মনে মহা আনন্দিত হৈয়া।
নিমাইর অন্নপ্রাশনে, সকলে আইসেন, নানা সামগ্রী লৈঞা॥
শচীসুতশোভা, দেখে আঁখি ভরি, নীলাম্বর ভাগ্যমন্তের কোলে॥
নব নব আভরণময়, কটীতটে পট্টধটী, অঞ্চল দোলে॥
হেমসরসীজ জিনি তনুখানি, মুখে কি উপমা চাঁদের ঘটা।
মিষ্ট-অন্নকণিকা, গ্রহণে কিবা অদ্ভুত, মৃদু হাসির ছটা॥
এহেন উৎসবে, কেবা ধরে ধৃতি, কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে।
সবে শচী জগন্নাথে প্রশংসয়ে, নরহরি হিয়া উথলে সুখে॥

১১শ পদ। তুড়ী।

জগন্নাথ মিশ্র মহাসুখে। পুত্র কোলে করি চুম্ব দেয় চাঁদমুখে॥
শিরে কেশভূষণ সাজায়। আঙুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায়॥
নিমাই বাপের কোল হৈতে। ভঙ্গী করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে॥
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে। সোণার নূপুর বাজে সুচারু চরণে॥
চলিতে হেরই উলটিয়া। চলনমাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া॥
সমুখে আসিয়া কহে মায়। কোলে চড়সিয়া বাপ ধূলি লাগে গায়॥
জননীর হাতে হাত দিয়া। কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া॥
দুগ্ধবিন্দু সম দন্তজ্যোতি। হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি॥
দুটী আঁখে যার পানে চায়। তারে নিরন্তর সুখ-সমুদ্রে ভাসায়॥
জননীর কোলে ভাল শোহে। নরহরি নিছনি ভুবন-মন-মোহে॥

১২শ পদ। তুড়ী।

শচী ঠাকুরাণী চারু ছাঁদে। হাটন শিখায় গোরাচাঁদে॥
মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া। ধর মোর অঙ্গুলি আসিয়া॥
শুনি সুখে নদীয়ার শশী। মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি॥
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়। দুই চারি পদ চলি যায়॥
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূমে। শচী কোলে লৈঞা মুখ চুমে॥
কোলে চড়ি চরণ দোলায়। বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়॥
আঙ্গুলে কচালি স্তন পীয়ে। নাহি যে উপমা তাহ দিয়ে॥
চারিদিকে চাহে ভঙ্গী করি। তাহাতে নিছনি নরহরি॥

১৩শ পদ। যথারাগ।

বিহরে গৌরহরি নদীয়াসমাজে।
চিকুরনিকর, শিরশিখর শিখণ্ডক দরশন জুড়াইতে আছে॥
অলপে অলপে, পরিসর দিন দিন, হোত ন সহত বিরাজে।
অভিনব কৃত কটিতটহিঁ নীলিমধটী, পীতিম কলপ পটী তাপর রাজে॥
তাপর জগমন-শ্রবণ-রসায়ণ, কত শত কিঙ্কিণী বাজে।
গল মল সতরল (?) হার তরলতর, মৃগমদ তিলক ললাটক মাঝে॥
বালক মেলি, কেলি অবলোকত, বিসরল নগরলোক গৃহকাজে।
মঞ্জীর-রঞ্জিত, কঞ্জ চরণে গতি, ইতি উতি পেখি জগত মন গাজে॥

১৪শ পদ। যথারাগ।

দিন দিন অপরূপ শচীর কুমার।
ত্রিজগত-তাত, তাত মাত আচরু। বালককাল-উচিত ব্যবহার॥ ধ্রু॥
লিখত ধরণীতল, তদনু তালদল, কাদি আদি বরণাবলী আর।
জানল অলপ, কলাপ আলাপন, পঞ্চ অবদে সব শবদ বিচার॥
দরশনে অবগত, অভিমত কত শত, জানি পড়ল অলঙ্কার।
গঙ্গাদাস সঙ্গ, পালি পিঙ্গল-আদি পয়োধি অবধি ভই পার॥
বেদ বিভেদ, খেদ করু পড়ি, সকল নিগম ফল সার।
পাইল বিচারে, সপই যশ জগজন, দীগবিজয়ী জগত জয়কার॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

গৌরবদন সুখসদন সুধাময় ঘন ঘন বৃদ্ধ পুরুষগণ হেরি।
কত কত জনম সফল মানি নিজ নিজ তনু তনু নিছনি করত কত বেরি॥
টলমল করু নয়নে জল ছল ছল বিপুল পুলক কুলে মণ্ডিত গাত।
কাহুক করে কর করি অবলম্বন কোই কহত মৃদু মধুরিম বাত॥
মিশ্রতনয়ে কহ কো নিরমায়ল হরণ শ্রবণ মন লোচন মোর।
পলক না হেরি কল্প সম লাগত অমিয় করই ধৃতি রহই নথোর॥
অনুখন সঙ্গ ভ্রমণে বহু সুখ ইথে পাগল বলি সবে করে পরিহাস।
সোসব বচন শ্রবণ পঙ্কে আওত পাওত মন পুনঃ অধিক উলাস॥
ভোজন গমন শয়ন বচন ক্রমেস্মৃতি নহ সকল হোই বিপরীত।
গৃহপরিপাটী নিপট কুটজন্ম আপন তনয়ে করহু নহ প্রীত॥

ঐছে বাণী ভণি বিরাম মগন পুন অন্তরে করত অভিলাষ।
গর গর পরম-স্নেহভর ভণব কি মূর্খ-শিরোমণি নরহরি দাস॥

১৬শ পদ। বিভাস।

রজনী প্রভাত তেজি নিজ গৃহ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বর পুরুষগণে।
সুরুচির শচী অঙ্গনে সবে উপনীত উপজত কত কত রঙ্গমনে।
ঠাট রহত কর লগুড়কৃতাশ্রয় ঘন ঘন নিরখত গৌরতনু।
চির দিবসানন্তর অতি যতনহি বক্ষে রতন বহু মিলল জনু॥
স্নেহ সুবিবশ কোই কহে বিহি প্রতি পূরণ কর মনরথ সগরে।
মদধিক হউ পরমায়ু সতত রহু সুন্দর ইহ নদীয়ানগরে॥
কোই কহত করজোড়ি বিষ্ণু প্রতি করহ কটাক্ষ মিশ্রতনয়ে।
কাহক নহ বহি রঙ্গ সকলে করু প্রীতি নিরত জনু গুণ ভণয়ে॥
কোই কহত কৈলাসনাথ প্রতি বৃদ্ধি করহ প্রতি অঙ্গ ছটা।
জগ ভরি রহুক কীর্ত্তি হউ সম্পদ দূর করু দুর্জ্জয় অশুভ ঘটা।
কোই কহত সরস্বতী প্রতি পণ্ডিত করহ অজয় জনু ন হই কদা।
কোই কহত ভগবতী প্রতি নরহরি প্রাণ নিমাইক নিরখে সদা॥

১৭শ পদ। ধানশী।

গৌরস্নেহভরে গর গর গাত। মুদিত বৃদ্ধগণ নিশি পরভাত॥
নিজ নিজ পরিজন কহল বিশেষ। শুনইতে সো সব উলস অশেষ॥
গৌরদরশ বিনু রহই না পারি। তেজল শেষে বাঁধিল বল ভারী॥
করই লগুড় কর কাঁপই অঙ্গ। নিরখত নরহরি নিরুপম রঙ্গ॥

১৮শ পদ। সুহই।

শুন মোর বাণি না জানি কি হবে হইনু নিপট্ট বুড়া।
আমাদের প্রাণধন সরবস নিমাই পরাণ জুড়া॥
ওহে সদাই দেখিতে সাধ।
চলিতে শকতি নাই তেঁই দুঃখ বিধাতা করিলে বাদ॥ ধ্রু॥
পূজহ দেবতা, দ্বিজে দেহ দান, চিন্তহ সদাই হিত।
নানা উপহার পাঠাহ যতনে যাহাতে তাহার প্রীত॥
নরহরি সহ যাইয়া শচীরে শিখাহ মঙ্গলক্রিয়া
নিমাইর বড় বিষম আঁখুটি ঘুচাবে শপথ দিয়া॥

১৯শ পদ। বিভাস।

নিশি পরভাত সময়ে যেরূপ আনন্দ শচীর ঘরে।
শত শত যুগে সহস্র বদনে কিঞ্চিৎ বর্ণিতে নারে॥
নিজ জনে সুখ দিতে কত রঙ্গ জানয়ে গৌরচাঁদ।
বুঝিবা আঙ্গিনা মাঝেতে ফাঁদিল ভুবনমোহন ফাঁদ॥
শেজ তেজি ধাঞা ধাঞা যত জন আইসে আনন্দ করে।
সে শোভা সায়রে ডুবে পুন ফিরে যাইতে নারয়ে ঘরে॥
অতি অপরূপ প্রীতি অনুক্ষণ উপজে সবার মনে।
ও রাঙ্গা চরণে সঁপে তনু মন দাস নরহরি ভণে॥

২০শ পদ। বিভাস।

আহা মরি মরি গৌরাঙ্গচাঁদের চরিতে কেবা না ঝুরে।
নদীয়া-নিবাসী নিশি অদরশে পরাণ ধরিতে নারে॥
শুতিয়া স্বপনে, আন নাহি জানে, মানে সরবস গোরা।
রজনীপ্রভাতে গোরা গোরা বলি জাগিয়া সে রসে ভোরা॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ যত পুরুষ প্রকৃতি উপমা নাহিক কারু।
কত না যতনে কেবা সিরজিল স্বভাব চরিত চারু॥
নরহরি পহুঁ নিছনি সে সব বৃদ্ধ পরিজন পাশে।
গোরা স্নেহভরে গর গর কিছু কহে সুমধুর ভাষে॥

২১শ পদ। বিভাস।

শুন হে সুমতি অতি নিরজনে কহিয়ে গুপত কথা।
বরজে বরজ-পতি সুত বুঝি প্রকট হইল এথা॥
নদীয়ানগরে হেন নাহি কেহ না ঝুরে উহার গুণে।
শ্রীবাস মুরারি আদি যত তারা না জীয়ে দরশ বিনে॥
শান্তিপুরবাসী অদ্বৈত -তপসী সতত এথায় রহে।
কিবা সে মধুর গুণ যারে তারে কত না যতনে কহে॥
আহা মরি মরি হেন অপরূপ বালক হবে কি আর।
নরহরি সরবস গোরাচাঁদে করহ গলার হার॥

২২শ পদ। বিভাস।

শুন ওহে সতি নদীয়া বসতি সফল হইল মোর।
এ বুড়া বয়সে বিহি সকরুণ সুখের নাহিক ওর॥

এ দুটী নয়ানভরি নিরখিল শচীর নিমাইচাঁদে।
তিল আধ তারে না দেখি বিষম সদাই পরাণ কাঁদে॥
বালাই লইয়া মরি যেন হেন না দেখি না শুনি আর।
বিবিধ বিধানে দেব আরাধিয়া মানাবে মঙ্গল তার॥
অনেক যতনে দিবে ধন গ্রহ পূজিব দৈবজ্ঞগণে।
শচীর মন্দিরে করহ মঙ্গল যাহ নরহরি সনে॥

২৩শ পদ। বিভাস।

আজু শুভক্ষণে পোহাইল নিশি। আনন্দে মগন নদীয়াবাসী॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদেরে স্নেহে। ধাঞা আইসে সব শচীর গেহে॥
আঙ্গিনার মাঝে বিলসে গোরা। জগজন মন নয়নচোরা॥
পরিকর শোভে সকল দিশে। উড়ু মধি বিধু উপমা কি সে॥
কিছু স্মৃতি নাই কাহার মনে। সবাকার আঁখি ও মুখপানে॥
নরহরি এক মুখে কি কবে। নিজ নিজ রসে উলসে সবে॥

২৪শ পদ। যথারাগ।

অদ্বৈতঘরণী সীতা ঠাকুরাণী কেবল রসের রাশি।
অনিমিখ আঁখে, নিরিখে সুন্দর, গৌরমুখের হাসি॥
ও নব চরিত ভাবিতে ভাবিতে, হইলা পূরব পারা।
ধৈরজ ধরিতে নারয়ে যুগল নয়নে বহয়ে ধারা॥
কত কত কথা উপজয়ে চিতে স্নেহেতে আতুর মতি।
যতন করিয়া করে উপদেশ সেরূপ শচীর প্রতি॥
অশেষ আশীষ দিয়া প্রশংসয়ে সুখের নাহিক পার।
নরহরি কহে এ সব চরিত বুঝিতে শকতি কার॥

২৫শ পদ। বিভাস।

শ্রীবাসবনিতা অতি সুচরিতা স্নেহের মূরতি যেন।
সতত লজ্জিতা সতী পতিব্রতা জগতে নাহিক হেন॥
প্রফুল্লিত তনু অনুপম আধ বসন ঝাপিয়া মুখে।
সীতার সমীপে দাঁড়াইয়া ঘন নিরিখে মনের সুখে॥
আঙ্গিনার মাঝে প্রিয় পরিকর বেষ্টিত বসিয়া গোরা।
সুন্দর-বদনচাঁদ ঝলকয়ে গাখানি সোণার পারা॥

নব নব সব কি কব মাল্যানি সে শোভা সায়রে ভাসে।
অপরূপ প্রেমবালাই লইয়া মরু নরহরি দাসে ॥

২৬শ পদ। যথারাগ।

রজনীপ্রভাতে শচীদেবী চিতে আনন্দের নাহি ওর।
ও মুখ নিরখি নারে সম্বরিতে নয়ানে বহয়ে লোর ॥
সীতার চরণে ধরিয়া যতনে কহয়ে মধুর বাণী।
কেবল ভরসা তোমাদের ওগো ভাল মন্দ নাহি জানি ॥
আপন জানিয়া নিমাইচাঁদেরে সতত প্রসন্ন হবা।
চির আয়ু হৈঞা সুখে থাকে যেন এইসে আশীষ দিবা ॥
কেহ নাহি মোর কত নিবেদিব এ শিশু আঁখির তারা ॥
এই করো যেন ঘরে থাকে সদা ঘুচায়ে চঞ্চল ধারা ॥
আর বলি বিশ্বরূপ মোর এই নিমাই জীবন প্রাণ।
তিল আধ যেন না হয় বিচ্ছেদ এই বর দিবে দান ॥
এইরূপ কত কহিয়া তূরিতে করায় মঙ্গল নীত।
নরহরি এক মুখে কি কহিবে অতুল মায়ের প্রীত ॥

২৭শ পদ। যথারাগ।

শচীর আলয় আলো হইয়াছে কি কব সুখের কথা।
বৃদ্ধানারীগণ মনের হরিষে দাঁড়ায়ে দেখেন তথা ॥
কেহ বলে ওগো কুলের প্রদীপ নিমাই গুণের রাশি।
আমাদের আঁখি সফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আসি ॥
কেহ বলে ওগো শচীর তনয় সতত কুশলে রহু।
মোর পুণ্য যত দিলাম ইহারে এড়াউক কণ্টক বহু ॥
কেহ বলে ওগো ইহার লাগিয়া পূজিব কৈলাসরাজে।
চির আয়ু হৈঞা এইরূপে যেন রহয়ে নদীয়া মাঝে ॥
কেহ বলে ওগো নিতি নিতি গঙ্গা পূজিয়া মাগিয়া বর।
নিজজন লৈয়া শচীর দুলাল আনন্দে করুক ঘর ॥
কেহ বলে চণ্ডী পূজিয়া মাগিব মনেতে যে আছে মেন।
ধন উপার্জ্জন লাগিয়া বিদেশে না যায় কখন যেন ॥
কেহ বলে ওগো লক্ষ্মী পূজি আমি আছয়ে কারণ তার।
অনায়াসে ইহ হবে মহাধনী কভু না ঠেকিবে ভার ॥

কেহ বলে ওগো আর শুন কিছু না বুঝি মনের গতি।
নিজ সুত হৈতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহার প্রতি॥
কেহ বলে ওগো ঘর তেয়াগিয়া আসিয়া ইহার তরে।
তিলেক ছাড়িয়া যাইতে না জানি পরাণ কেমন করে॥
কেহ বলে ওগো শচী ভাগ্যবতী অনেক সুকৃতি কৈল।
তেঁই সবাকার প্রাণধন এই নদীয়াচাঁদেরে পাইল॥
কেহ বলে ওগো যে বল সে বল বিধিরে এতেক চাই।
জনমে জনমে এ বালক যেন নৈদায় দেখিতে পাই॥
এইরূপে কত প্রেমের আবেশে কহয়ে নাহিক ওর।
নরহরি কহে এ সবার স্নেহ কহি কি শকতি মোর?

২৮শ পদ। যথারাগ।

আজু কি আনন্দ শ্রীশচীভুবনে রজনীপ্রভাতকালে।
প্রিয়পরিকর মাঝে বিশ্বম্ভর বিলসে ভঙ্গীমা ভালে॥
যার যেই ভাব সেভাবে ভাবিত সবারে করয়ে সুখী।
ভুবনমোহন গুণমণি হেন সুঘড় কভু না দেখি॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধনারী যত অতিশয় আতুর স্নেহের ভরে।
ও মুখচন্দ্রমা হেরি হেরি কেহ ধৈরজ ধরিতে নারে॥
নয়নেতে বারি বহে অনিবার মরম আনন্দমনে।
নরহরি প্রাণ গৌরাঙ্গ চরিত পুনঃ পরস্পর ভণে॥

২৯শ পদ। বিভাস।

নদীয়ার অতি পুণ্যবতী পতিব্রতাগণের কি মনের গতি।
নিজপুত্রে মন, নাই অনুক্ষণ, ভণে শচীসুতচরিত রীতি॥
নিশি শেষ দেখি, শয়ন উপেখি, তিল আধ নাহি ধৈরজ বাঁধে।
নানা দ্রব্যে থারি, ভরি সারি সারি, লৈয়া চলে দিতে নদীয়াচাঁদে॥
শচীর গৃহেতে, প্রবেশিতে চিতে, উথলয়ে কত কৌতুক সিন্ধু।
দেখয়ে সকলে, জননীর কোলে, খেলে বসি গোরা গোকুল-ইন্দু॥
জুড়ায় নয়ান, নারীগণপ্রাণ, পাইয়া কোলে করি পাসরে দেহা॥
কহে নরহরি, আহা মরি মরি, কিবা সিরজিল এ হেন লেহা॥

৩০শ পদ। যথারাগ।

শুন শুন প্রাণসখি তোমারে বলিয়ে গো ধন্য এই নদীয়া বসতি।
ত্রেতায় কৌশল্যা দেবী দ্বাপরে যশোদা গো কলিযুগে শচী ভাগ্যবতী॥
ধন্য জগন্নাথ মিশ্র জগতে বিদিত গো যার সুপুণ্যের সীমা নাই।
তার এ গৃহিনী পতিব্রতা স্নেহবতী গো যার হেন তনয় নিমাই॥
জগতজননী মেন ইহারে বলিয়ে গো এরূপ স্বভাব আছে কার।
শিশু উপদ্রব এত সহিতে কে পারে গো জগতে উপমা নাহি যার॥
না জানিয়ে কোন দেব অনুগ্রহ কৈল গো তেঁইসে হইল এবে ভাল।
নহিলে এ নরহরি পরাণ নিমাই গো বড়ই বিষম ক্ষেপা ছিল॥

৩১শ পদ। যথারাগ।

নিমাইচাঁদের কথা তোমারে বলিয়ে গো নিমাই ক্ষেপার শিরোমণি।
এমন আখুটি আর কোথাও না দেখি গো ধন্য মেন জনক জননী॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি গ্রহণের কালে গো জন্মিয়া কাঁদয়ে অতিশয়।
অনেক যতনে শিশু স্তন নাহি পীয়ে গো দেখিয়া সবারে লাগে ভয়॥
শান্তিপুরবাসী মহাতপস্বী গোসাঞী গো জানয়ে যে বালকের রীতি।
না জানি কেমন ছলে স্তন পীয়াইল গো সবার হইল স্থিরমতি॥
কেউ কিছু বলে মোর মনে নাই ভয় গো মো এই বিচার কনু চিতে।
নরহরি প্রাণধন ক্ষেপা বড়ই হবে গো তাহার আরম্ভ জন্ম হৈতে॥

৩২শ পদ। যথারাগ।

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো একদিন দেখিনু নয়ানে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে॥
সুচাঁদবদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো অমনি আইল শচী ধাইয়া।
কোলেতে চড়িয়া অতি কাঁদিয়া বিকল গো তা দেখি বিদরে যেন হিয়া॥
কত যত্ন করে তবু প্রবোধ না মানে গো অঙ্গ আছাড়ায় বারে বারে।
কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে পুণ্যবতী গো কেহ স্থির হইতে না পারে॥
হেনই সময়ে এক নারী অতি খেদে গো হাতে তালি দিয়া বোলে হরি।
তা শুনি চঞ্চল শিশু ক্রন্দন সম্বরি গো হাসয়ে তাহার গলা ধরি॥
সবাই হরষ হৈয়া হরি হরি বলে গো নিমাই নামিয়া কোলে হৈতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো হাত দিয়া জননীর হাতে॥

কি লাগি কাঁদিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সবাই ভাবয়ে মনে মনে ॥
নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেপামি করিতে ভাল জানে ॥

৩৩শ পদ। যথারাগ।

নিমাই চঞ্চল খেপা কিছুই না মানে গো শুন এক দিবসের কথা।
মায়ের অঞ্চলে ধরি ফিরয়ে অঙ্গনে গো আপনার ছায়া দেখি তথা ॥
ছাড়িয়া অঞ্চল ছায়া-সহিত খেলায় গো তাহাতে আছিল এক ফণি
তাহার দারুণ ফণে শয়ন করিয়া গো কি আনন্দ কিছুই না জানি ॥
হায় হায় করি সবে ধাইয়া আইসে গো পলাইতে নাগ পুনঃ ধরে।
কাঁপয়ে সকলে শচী ব্যাকুল হইয়া গো যতনে ধরিয়া কোলে করে ॥
হেনই সময়ে এক পাখী উড়ি যায় গো, কিবা সে ভঙ্গীতে তাই হেরি।
দে মোরে ধরিয়া ইহা বলি বারে বারে গো, কাঁদয়ে মায়ের গলা ধরি ॥
নীলমণি হার পারা ধারা দু-নয়নে গো ঘুচিল সে কাজরের রেখা।
ও চাঁদবদনখানি মলিন হইল গো তাহা কিয়ে আঁখে যায় দেখা ॥
কেউ কিছু কয় কারু কথায় না ভুলে গো প্রাণ ফাটে ক্রন্দন শুনিয়া।
নরহরি প্রাণ শিশু আপনি ভুলিল গো তেঁই যে সুস্থির হৈল হিয়া ॥

৩৪শ পদ। যথারাগ।

সোণার নিমাই মোর পরাণ-পুতলি গো হেন খেলা আছে কি জগতে।
যখন যা চায় তাহা না দিলে বিষম গো কেহ না পারয়ে প্রবোধিতে ॥
একদিন নিমাই নবনী দে বলিয়া গো মায়ের আঁচলে ধরি কাঁদে।
প্রবোধিতে অধিক ধূলায় গড়ি যায় গো তিলেক ধৈরজ নাহি বাঁধে ॥
না জানিয়ে কোথা হৈতে নবনী আনিয়া গো নিমাইর করেতে দিল মায়।
নবনী খাইয়া বোলে মো গোপতনয় গো ইহা বিনু কিছু নাহি ভায় ॥
চাহি মুখ পানে মোরা হাসিয়া পুছিনু গো তুমি কোন্ গোপের ছাওয়াল।
নরহরি প্রাণশিশু শুনি পলাইল গো লাজে শচী বলে ভাল ভাল ॥

৩৫শ পদ। যথারাগ

একদিন নির্জ্জনে নিমাই ঘরে বুলে গো আশ্চর্য্য চরণচিহ্ন দেখি।
অতি সঙ্গোপনে শচী দেখায় চরণচিহ্ন মিশ্র পুরন্দরে ঘরে ডাকি ॥
মিশ্র পদচিহ্নে দেখি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি মিশ্রবর ভাবে মনে মনে।
গোপালবিগ্রহ গৃহে তারি পদচিহ্ন ইহা শচীরে বলেন সঙ্গোপনে ॥

আর দিন শচী শুনে নিমাইর মুখ হৈতে বাহির হইছে বংশীরব।
রাধা রাধা শব্দ তাতে নিরখি এহেন রঙ্গ শচী ভয়ে হইল নীরব ॥
আর দিন ভূষণের লোভে দুই চোর গো নিমাইরে করিল হরণ।
নিমাই নিমাই বলি ফুকরিয়া শচী কাঁদে চারিভিতে হয় অন্বেষণ ॥
এদিকে কি ভুলে ভুলি আপনার ঘর ভাবি দুই চোর শচীগৃহে ফিরি।
কান্ধে হৈতে শিশুরে ভূতলে নামাইয়া গো পলাইয়া গেল ত্বরা করি ॥
হারাধন পাঞা পুন সকলে হরিষ গো অর্থ কিছু বুঝিতে নারিল।
চোরের দুর্দ্দশা দেখি মুচকি মুচকি গো নরহরি হাসিতে লাগিল ॥

৩৬শ পদ। যথারাগ।

শুনয়ে নিমাইর কথা একদিন সুখে গো নানা দ্রব্য লৈয়া শচী মায়।
নিমাই চঞ্চল ভাল হবে এই হেতু গো যতনে পূজয়ে দেবতায় ॥
হেনই সময়ে কোথা হইতে আসিয়া গো না দেখিতে নৈবেদ্য খাইয়া।
হাসিয়া বলয়ে মুই দেবের দেবতা গো মোরে না পূজহ কি লাগিয়া ॥
হায় হায় করি শচী দাবাড়িয়া যায় গো মনেতে পাইয়া বড় ভয়।
ব্যাকুল হইয়া চিতে বিচার করয়ে গো পাছে বা নিমাইর কিছু হয় ॥
থা শিশু মিশ্রের কোলেতে বসি কয় গো মা মোরে না দেন খাইতে।
নরহরি-পরাণ নিমাইর কথা শুনি গো বাপের আনন্দ বড় চিতে ॥

৩৭শ পদ। যথারাগ।

এ মোর নিমাইচাঁদ খাইতে চাহিলে গো তিলেক বিলম্ব যদি হয়।
র দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলায় মোরে ক্রোধে গো করয়ে অনেক অপচয় ॥
কিছু বলে তবে দ্বিগুণ বাড়য় গো না ডরায় এ বাপ মায়েরে।
পাড়াপরসী কেউ নিবারিতে নারে গো একা বিশ্বরূপে ভয় করে ॥
নন বালক আর কোথাও না দেখি গো একাকী ফিরয়ে নদীয়াতে।
খিতে যার তার ঘরে প্রবেশিয়া গো নানা কর্ম্ম করয়ে হেলাতে ॥
থানে সেখানে শিশুগণেরে কাঁদায় গো কি বলিব তা সবার মায়।
নরহরি প্রাণ বিশ্বম্ভরের চরিতে গো কেবা না ডরায় নদীয়ায় ॥

৩৮শ পদ। যথারাগ।

একদিন নিমাই প্রবেশি গৃহমাঝে গো করিল দুরন্তপনা কত।
মিশাইল একসঙ্গে চাউল দাইল মুন তৈল দধি দুগ্ধ নবনীত ঘৃত ॥

নিমাইর দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া মায় লগুড় লইয়া এক হাতে।
নিমাইর পাছে পাছে ধাইয়া চলিল, শিশু দৌড়াইল মায়ের অগ্রেতে॥
উচ্ছিষ্ট হাঁড়ীর রাশি যেইখানে ছিল গো, নিমাই বসিল তারোপরে।
শচী কহে ছি ছি বাপ অশুচি তেজিয়া আয় স্নান করি নিব তোরে ঘরে॥
শিশু কহে যে হাঁড়ীতে বিষ্ণুর রাঁধিলে ভোগ সে হাঁড়ী অশুচি কি প্রকারে।
অশুচি তোমার মনে, আমি দেখি শুচি সব, বল মা অশুচি কি সংসারে॥
শিশুমুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া অবাক্ মাতা স্নান করাইয়া লয় কোলে।
এ শিশু ত শিশু নয় বৈকুণ্ঠবিহারী হরি পুত্র তব নরহরি বোলে॥

৩৯শ পদ। যথারাগ।

নিমাইচাঁদের এ চরিত কত কব গো স্নানকালে সুরধুনী-তীরে।
কি নারী পুরুষ কেউ স্থির হৈতে নারে গো তথা মহা উপদ্রব করে॥
নানা উপহার অতি যতনে লইয়া গো দেবতা পূজিতে যেবা যায়।
তা সনে কলহ যত লেখা নাই তার গো কিবা বা না করে নদীয়ায়॥
যদি কেউ কভু শচী-মিশ্রেরে জানায় গো তখন কি বা সে সাধুরীতি।
সবাকার মনে অতি কৌতুক বাড়য় গো দেখিলে না রহে বুদ্ধিগতি॥
যেরূপ নন্দের ঘরে কানুর ধামালি গো সেরূপ দেখিয়ে শচী ঘরে।
নরহরি প্রাণ নিমাই এই বুঝি সেই গো নহিলে এরূপ কেবা করে॥

৪০শ পদ। যথারাগ।

নিমাইচাঁদের কথা অতি অপরূপ গো এবে এ প্রসন্ন কুলদেবা।
সেসব চঞ্চল ধারা কোথায় বা গেল গো এমন সুধীর আছে কেবা?
নদীয়ানিবাসী আর যতেক পণ্ডিত গো কেবা বা সম্ভিত নাহি করে।
শ্রীবাসমুরারি আদি যতেক বৈষ্ণব গো কেহ সঙ্গ ছাড়িতে না পারে॥
এ মোর নিতাই প্রাণসম স্নেহ করে গো কৃষ্ণ যেন করিল বলাই।
বুঝি বা হেথায় তাহা প্রকট হইল গো এমন কোথাও দেখি নাই॥
ধন্য পুণ্যবতী শচী জগতের মাঝে গো বুঝি এই সেই ব্রজেশ্বরী।
নিমাই নিতাই দুটী নয়নের তারা গো এ প্রেম নিছনি নরহরি॥

৪১শ পদ। যথারাগ।

নদীয়ার যত বৃদ্ধনারীগণে। ঐরূপ পরস্পর সবে ভণে॥
কিবা অপরূপ সবাকার রীতি। কি দিব উপমা অতি স্নেহবতী॥

গৌরাঙ্গচাঁদের চাঁদ মুখ পানে। চাঞা চাঞা আপনাকে ধন্য মানে॥
কত বা আশীষ করে বারে বারে। নরহরি শুনি সে সুখে সাঁতারে॥

৪২শ পদ। বিভাস।

পরাণ নিমাই মোর খেলা ভালবাসে গো একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো, হামাগুড়ি ফিরে ক্ষণে ক্ষণে॥
সুচাঁদ বদনে হাসি, মা বলিয়া ডাকে গো, অমনি আসিল শচী ধাঞা।
পতিত কোলেতে চড়ি কাঁদিয়া বিকল গো, তা দেখি বিদরে মোর হিয়া॥
কত যতন করি তবু, প্রবোধ না মানে গো, হাসয়ে তাহার গলা ধরি।
হইলেক বিমোহিত, যত নাগরিয়া গো, অপরূপ সেরূপ নেহারি॥
সবাই হরষ হৈয়া, হরি হরি বোলে গো, নিমাই নামিয়া কোল হৈতে।
দাঁড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো, হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি কাঁদিল কেউ বুঝিতে নারিল গো, সবাই ভাবিল মনে মনে।
নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেলান করিতে ভাল জানে॥

৪৩শ পদ। তুড়ী।

নাচে আরে বাপ বিশ্বম্ভর। কর ভরি খাইতে দিব ননী ক্ষীর সর॥
পতিব্রতাগণ চারিপাশে। কহে কত নিমাইচাঁদেরে মৃদুভাষে॥
হরি হরিবোল বলি বলি। সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি॥
চাহি গোরা জননীর পানে। হরিবোল বলি নাচে বিবিধ বন্ধানে॥
কিবা চাঁদমুখে মৃদু হাসি। ভুলায় ভুবন ঢালে সুধা রাশি রাশি॥
নয়ন চাহনি চারু ছাঁদে। ভুজের ভঙ্গিমা দেখি কেবা স্থির বাঁধে॥
কি মধুর মধুর কিরণে। ঝলকে অঙ্গন হেন অঙ্গের কিরণে॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজে ভালে। নরহরি নিছনি চরণতল-তালে॥

৪৪শ পদ। ধানশী।

আরে মোর সোণার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি, না যাবে পরের বাড়ী, বসিয়া খেলাবে এই ঠাঁই॥ ধ্রু॥
শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাতে, এথাই রাখিবে তা সবারে।
যখন যে চাও তুমি, তাহা আনি দিব আমি, কিসের অভাব মোর ঘরে॥
যদি কেহ কিছু কয়, তারে দেখাইও ভয়, বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল-বালকমেলে, বাড়ীর বাহির গেলে, মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া॥

তিলেক আঁখের আড়ে, পরাণ না রহে ধড়ে, নরহরি জানে মোর দুখ।
মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি খেলা কর, সদা যেন দেখি চাঁদমুখ॥

৪৫শ পদ। কামোদ।

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা। রূপে করয়ে ভুবন আলা॥
জিনি হেম-সরসিজ তনু। ধূলি ধূসর পরাগ জনু॥
বেশ ভূষণ শোভয়ে ভাল। হরি বলি দেই করতাল॥
মৃদু হাসয়ে মধুর ছাঁদে। তাহে কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
চারিদিকে কি কৌতুকে চায়। কর ভরি সর দেয়ত মায়॥
ভঙ্গী করি ঘন ঘন ঘুমে। ধটী অঞ্চল লোটায় ভূমে॥
কটি কিঙ্কিণী সুচারু ছটা। তায় ঝিনি-নি শবদ ছটা॥
বাজে ঝুনুনু নূপুর পায়। নরহরি সে নিছনি তায়॥

৪৬শ পদ। মঙ্গল।

আজি আঙ্গিনা পর, নদীয়া বালক সঞে, রঙ্গে খেলত শচী বালা।
নখত-নিকর মাঝে, এক শশী রাজে, করত দিক উজলা॥
বিবিধ খেলনা, লেই সকল মিলি, খেলত বিবিধ খেলা।
সবহু বদনে, হাস বিকশিত, জনু এক সঞে বহু পদমক মেলা॥
সো খেলা দরশনে, গর গর অন্তর, আনন্দে শচী উতরোল।
দণ্ডে শতবেরি, চুমে বদনচাঁদ, বিশ্বম্ভরে করি কোল॥
বসন-অঞ্চলে শ্রমজল মুছি, শ্রীঅঙ্গে করত বাতাস।
করে চামর লেই, পাশে ঠারি রহু, পামর নরহরি দাস॥

৪৭শ পদ। পাহিড়া।

শচীর আঙ্গিনা মাঝে, ভুবনমোহন সাজে, গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি, ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি, আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে, বুক ভাসি যায় লোলে, চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্ব্ব গায়, সহিতে কি পারে মায়, বুকের উপরে লয় তুলি॥
দিয়া আকুল তাতে, নামে গোরা কোল হৈতে, পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে, এ নহে কোলের ছেলে, সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥

৪৮শ পদ। কামোদ।

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। খেলে সমবয় শিশুসঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে॥ নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥

হাতে হাতে করে ধরাধরি। তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি ॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি। ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি ॥
গোরা যবে বলে হরি হরি। শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি ॥
ঘন ঘন হরিবোল শুনি। কাঁপে কলি পরমাদ গুণি ॥
মুরারি আনন্দে ভরপূর। পাপের রাজত্ব হৈল দূর ॥

৪৯শ পদ। বিভাস।

ও মোর জীবন সরবস ধন সোণার নিমাইচাঁদ।
আধ তিল খন, ও চাঁদ বদন, না দেখি পরাণ কাঁদ ॥
অরুণকিরণ, হৈল পরসন্ন, উঠহ শয়ন সনে ॥
বাহির হইয়া, মুখ পাখালিয়া, মিলহ সঙ্গিয়াগণে।
গদ গদ কথা, কহি শচী মাতা, হাত বুলাইয়া গায় ॥
শুনি গৌরহরি, আলস সম্বরি, উঠিয়া দেখয় মায় ॥
পাখালি বদন, করিলা গমন, সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ চির দিনে আশ, দেখিতে ও রস রঙ্গে ॥

৫০শ পদ। বিভাস—দশকুসি।

দেখ দেখ আসি যত নৈদাবাসী, আমার গৌরাঙ্গচাঁদে।
বিহানে উঠিয়া, অঞ্চলে ধরিয়া, ননী দে বলিয়া কাঁদে ॥
নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী, একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে, সেই সে আমার ঘরে ॥
একি অদভূত, অতি বিপরীত, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয়া, মধুর মুরলী বায় ॥
আর একদিনে, খেলে শিশুসনে, নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, বাসনা পূরল মোর ॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(কর্ণবেধ ও বিবাহ)

১ম পদ। ধানশী।

আজু কি আনন্দময়, লোকগতি অতিশয়, শোভাময় শচীর ভবনে।
সবার পরাণ জুড়া, নিমাইচাঁদের চূড়া, কর্ম্ম কি অপূর্ব্ব শুভক্ষণে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে, সাজাইয়া বিশ্বম্ভরে, বসাইয়া দিব্যাসনপরি।
যে বেদবিহিত আর, লোকরীতি যে প্রকার, তাহা মিশ্র করে যত্ন করি॥
আসিয়া নাপিত আর্য্য, সাধিয়া সে নিজ কার্য্য, কর্ণমূলে পীত সূত্র দিতে।
নারীগণ যজকারে, কে না জয়ধ্বনি করে, ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে॥
বিপ্রে করে বেদপাঠ, বর্ণয়ে কবিত্ব ভাট, বাদক বিবিধ বাদ্য বায়।
নাচয়ে নর্ত্তক যত, নরহরি কবে কত, গায়কে নির্ম্মল যশ গায়॥

২য় পদ। বেলাবলী।

আজু নিরুপম গৌরচন্দ্র-চূড়া, বেদ বিহিত মঙ্গল লোক ভীড় ভবনে।
শ্রীনবদ্বীপ-বধূবৃন্দ, রীতি অতুল উলু লু লু লু লু লু দে‍ কি উলাস শ্রবণে
ভূসুর সমাজ ভ্রাজত ভুরি ভঙ্গি বেদধ্বনি সুমধুর হ দ মোদ ভরঙ্গ।
সূত মাগধ বন্দী রচয়ে নব চরিতচয়, শ্রবণ পঙ্কগত জগত চিত্ত হরঙ্গ॥
বাদক মৃদঙ্গাদিবাদ্য প্রভেদ ভবি ধাধা ধিলঙ্গ ধিঁকতক ধিন্নিনা।
গায়ত সুছন্দ গুণিগণ নটত নট্ট উঘটত তত্তথৈ থৈ তি অই তিন্নিনা॥
পুলক কুল বলিত উৎসাহময় মিশ্রবর বিতরি বহুদ্রব্য যাচক সকলে তোষঙ্গ
রহরি কি ভণব শোভা ভুরি নিরখি সুরগণ মগন গগনে জয়জয় সঘনে ঘোষ

৩য় পদ। কামোদ।

কি আনন্দ নদীয়ানগরে।
শ্রীশচীদেবীর পুত্র, ধরিবেন যজ্ঞসূত্র, এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে॥ ধ্রু॥
স্নেহেতে বিহ্বল হৈঞা, কেবা না চলয়ে ধাঞা, নানাদ্রব্য লঞা মিশ্রালয়ে
নিরুপম মিশ্রালয়, লোকভীড় অতিশয়, সে শোভায় কেবা না ভুলয়ে॥

মিশ্র মহা হর্ষ হঞা, করে বেদমত ক্রিয়া, যজ্ঞসূত্র দেই গোরাচাঁদে।
গৌরমূর্ত্তি মনোহর, পরিধান রক্তাম্বর, হাতে দিব্য দণ্ডঝুলি কাঁধে ॥
প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে, দেখি দেবনারী সঙ্গে, মানুষে মিশায় ভিক্ষা দিতে।
প্রভুপ্রিয়গণ যারা, কত না কৌতুকে তারা, ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে ॥
মঙ্গল বিধান যত, কে তাহা কহিবে কত, কিবা স্ত্রীগণের যজকার।
বিপ্রে বেদধ্বনি করে, শুনি কে ধৈরজ ধরে, ভাটগণে কহে কায়বার ॥
জয় জয় কলরব, ব্যাপিল সে দিশা সব, নৃত্যগীত বাদ্য নানা ভাঁতি।
দাস নরহরি ভণে, যাচক উচিত দানে, ভণয়ে সুযশ সুখে মাতি ॥

৪র্থ পদ। ধানশী।

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে। বাজে বাদ্য মঙ্গল বিধানে ॥
নারীগণে দেই যজকার। ভাটগণে পড়ে কায়বার ॥
শুভক্ষণে শচীর নন্দন। যজ্ঞসূত্র করয়ে ধারণ ॥ ধ্রু ॥
যজ্ঞসূত্র উপমা কি আনে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আপনে ॥
কেশহীন মস্তক মাধুরী। করে বা না করে চিত চুরি ॥
রক্তবাস পরিধেয় ভালো। রূপে দশদিশা করে আলো ॥
চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ সমাজ। তার মাঝে গোরা দ্বিজরাজ ॥
হাতে দিব্য দণ্ডঝুলি কাঁধে। তা দেখি ধৈরজ কেবা বাঁধে ॥
বামন আবেশ বেশ শোহে। ভঙ্গীতে ভুবনমন মোহে ॥
হাসি মৃদু সুমধুর ভাষে। ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে ॥
সবে চাহে প্রাণ ভিক্ষা দিতে। যে দেই তাহা না ভায় চিতে ॥
দেবনারী মানুষে নিশাই। ভিক্ষা দেন চাঁদমুখ চাই ॥
কেবা বা না নিছয়ে জীবন। জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন ॥
ভণে ঘনশ্যাম মিশ্রালয়ে। সুখের সমুদ্র উথলয়ে ॥

৫ম পদ। সুহই।

গৌরসুন্দর পরম শুভক্ষণে ধরল যজ্ঞোপবীত।
বেদবিহিত ক্রিয়ানিপুণ, শচী মিশ্র নিরুপম রীত ॥
বিবিধ মঙ্গল হোত কুল বধূ উলু লু লু লু লু দেত।
ভাটগণ ভণ সুযশ শুভ শোভা সুদিঠি ভরিলেত ॥
গান করু নবতাল গুণী মরুজাদি বায়ত সুরঙ্গ।
নৃত্য কৃত নর্ত্তক উথটি ঘন ধাধি ধিকধ ধিলঙ্গ ॥

দেবগণ-মন-মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাস।
ভুবন ভরি জয় জয়ধ্বনি, নিছনি নরহরি দাস॥

৬ষ্ঠ পদ। তুড়ী।

কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো, চল যাই পানি সহিবারে।
হিয়া উথলে, আনন্দ-হিলোলে, চিত কেবা পারে ধরিবারে॥
কেহ পট্টবিলাসিনী কেহ পীতবাসে। ঢুলিতে ঢুলিতে যাব গোরা অঙ্গের বাতাসে॥
চীরে করিয়া আগে যাব পাছে পাছে। আসিতে যাইতে দাণ্ডাইব গোরা কাছে॥
সুগন্ধিচন্দনমালা ঢাকি লেহ করে। গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে॥
কর্পূর তাম্বুল লহ যত্ন করি তাতে। করে কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে॥
য়ো আয়ো মিলি করে কৌতুক রঙ্গ সে। পানি সহিবার কথা গায় লোচন দাসে॥

৭ম পদ। বরাড়ী।

হর্ষমনে বিশ্বম্ভর, গেল পণ্ডিতের ঘর, সনাতন আনন্দে অধর।
পাদ্য অর্ঘ্য লঞা করে, গেলা বর আনিবারে, ধন্য ধন্য শচীর কোঙর॥
তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, বিশ্বম্ভর থূইল লঞা, দাণ্ডাইয়া ছাওনা ভিতর।
সর্ব্বলোকে হরি বোলে, শত শত দীপ জ্বলে, তাহে জিনে গোরা কলেবর॥
উলসিত আয়োগণ, হুলাহুলি ঘন ঘন, শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
আয়ো আয়োগণ মিলি সবে পাট শাটী পরি প্রভু প্রদক্ষিণহেতু সাজে॥
নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করে, আয়োগণ আগুসারে, আগুসরি কন্যার জননী।
তার ভূমেতে না পড়ে পা, উলসিত সব গা, দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি।
একে আয়োরূপ জ্বলে, রতন প্রদীপ করে, তাহে প্রভু-অঙ্গের কিরণে।
সেই শ্রীঅঙ্গগন্ধে, আয়োগণ উন্মাদে, হিয়া রাখে অনেক যতনে॥
সাত প্রদক্ষিণ হৈয়া, বিশ্বম্ভর উরথিয়া, দধি ঢালে চরণ উপরে।
ঘরে চলিবার বেলে, গৌরমুখ নেহালে, এ লোচন পালটিতে নারে॥

৮ম পদ। বিহাগড়া।

ধনি ধনি ধনি নদীয়া নগরে আনন্দ সাগর নিতি।
বিশ্বম্ভর বিয়া, চল দেখি গিয়া, গাব সুমঙ্গল গীতি॥
কোন রামা পরে নেতের কাঁচুলি কানড় ছাঁদে বাঁধে খোপা।
কেহ পাট শাড়ী পরে বাহু নাড়ি কর্ণে গন্ধরাজ চাঁপা॥
গজেন্দ্রগমনে, চল নেতে জিনে, কুরঙ্গ দিঠে দিঠে চাহে বাঁকা।
কুঞ্চিন ভুরুর ভঙ্গিমা বা কত, জনু ইন্দ্রধনু আঁকা॥

অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ন চঞ্চল তাহে কাজোর।
গোরারূপ ফাঁদে পড়িল আটকি অমনি হইল ভোর॥
নগরে নগরে যতেক নাগরী চলিল সে ধ্বনি শুনিয়া।
চিকুরে চিরুণী চলিল তরুণী চীর না সত্বরে তুলিয়া
নবীন যুবতী ছাড়ি সতী মতি পতিকুল বন্ধুজন।
বসন ভূষণ নাহি সম্বরণ যেন উনমত মন॥
থির বিজুরী যেমন এমন গমন মরালবধূ।
কেহ সারি সারি, করে কর ধরি, যেমন শারদ বিধু॥
রমণী পুরুষ ধায় এক মুখে কেহ কারে নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথ ধায় উনমত দেখিতে গৌর বয়ানে॥
বালবৃদ্ধ অন্ধ জড় পঙ্গু আদি অঙ্গুলি দেখায়া সাধে।
কেহ কেহ বধূ-করে কর দিয়া ধায় স্থির নাহি বাঁধে।
মদনবেদন চলন দেখিয়া বিকল হইল নারী।
পশুপাখী সব গৌরাঙ্গ দেখিয়া রহে সবে সারি সারি॥
বয়স্থ বেষ্টিত দিব্য অলঙ্কৃত মুকুট শোভে ললাটে।
লোচন বলে হেরি, ভুলল নাগরী, হৃদয় মুকুল ফুটে॥

৯ম পদ। বিহাগড়া।

আলো সই নাগরে দেখিয়া বাসরঘরে।
মন উচাটন প্রাণ ছন ছন চিত যে কেমন করে॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের অঙ্গেতে হলুদ দিতে সই গিয়াছিনু।
সে রূপের আগে, হলুদ মলিন, রূপয়ে ঝুরিয়া মনু॥
মনু মনু মনু গো সখি হেরিয়া গৌরাঙ্গরূপে।
সাধ হয় হেন কনে হই পুনঃ এবরে দি সব সুঁপে॥
অঙ্গের সৌরভে আকুল করিল কি তার পুণ্যের জোর॥
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর॥
আঁখির ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাঁকা।
পিরীতি ছানিয়া কে থুইল তাতে, চাহনি পিরীতি মাখা॥
ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি শুন, হিয়াটী কর লো দড়।
পরের নাগরে পরাণ সুঁপিলে কলঙ্ক হইবে বড়॥

১০ম পদ। কামোদ।

বল্লভদুহিতা লক্ষ্মী সুচরিতা সখীতে বেষ্টিত হৈয়া।
স্নান করিবারে চলে গঙ্গা তীরে চকিত চৌদিকে চাইয়া॥
গৌরাঙ্গচাঁদেরে দেখি কিছু দূরে উথলে নিগূঢ় লেহা।
সেরূপ মাধুরী, সুধাপান করি, ধরিতে না রহে থেহা॥
গোরাগুণমণি নিজপ্রিয়া চিনি, চাহয়ে লক্ষ্মীর পানে।
জিনি কাঁচাসোণা লক্ষ্মীতনু জেনা প্রবেশে মরম খানে॥
দোহে দিঠি কোণে, মিলে সুসন্ধানে, আনে না জানিতে পারে।
নরহরি পহুঁ হাসি লহু লহু, আনন্দে চলিল ঘরে॥

১১শ পদ। ধানশী।

কি আনন্দ নদীয়া-নগরে। নিমাইর বিবাহকথা প্রতি ঘরে ঘরে॥
কি নারী পুরুষ নদীয়ার। বিবাহ দেখিতে হিয়া উথলে সবার॥
ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া। পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া॥
নর্ত্তক বাদক আদি যত। করে ধাওয়া ধাই কত করি মনোরথ॥
চলয়ে গণকগণ ধাঞা। করাইব বিবাহ অপূর্ব্ব লগ্ন পাঞা॥
মালীগণ চলয়ে উল্লাসে। নানা পুষ্পহার লঞা শ্রীশচী আবাসে॥
এক মুখে কহিবে কে কত। দরিদ্র যাচক তারা চলে শত শত॥
নরহরি-মনে এই আশ। দেখিব দু-আঁখি ভরি বিবাহ বিলাস॥

১২শ পদ। ধানশী।

নদীয়ার নববধূ সব বিরলেতে কহে মধুর হাসি।
ধন্য মোরা মেন, দেখিব এহেন, বিবাহ সে সুখ-সায়রে ভাসি॥
কেহ কহে আর্য্য, বল্লভ আচার্য্য, ভার্য্যা তার পতিব্রতা সুরীতি।
হেন লয় চিতে, পূরব-পুণ্যেতে, পাবে এ জামাতা দুর্লভ অতি॥
কেহ কহে ধন্যা, বল্লভের কন্যা, লক্ষ্মী রূপবতী লখিমী যেন।
হেন ভাগ্যবতী, কে আছে এমতি, পাবে পতি জিনি মদন মেন॥
কেহ কয় ভালি, কৈলে ঘটকালি বনমালী কত আনন্দ পাঞা।
অধিবাস আজি, চল চল সাজি, নরহরি আসি গেলেন কৈঞা।

১৩শ পদ। ধানশী।

শ্রীশচী-আলয়, অতি শোভাময়, উথলিবে তাহে আনন্দ-সিন্ধু।
অধিবাস আজি, বিলসিব সাজি, সুখময় গোরা গোকুল-ইন্দু॥

এত কহি চিতে, নারে স্থির হৈতে, চাহি চারিভিতে কুলের বালা।
উপমা কি যেন, ঘর হৈতে যেন, বাহির হলো চারু চাঁদের মালা॥
বিচিত্র বসন শোহে আভরণ, প্রতি অঙ্গে বেশ বিন্যাস ভাল।
নানা ভঙ্গী করি চলে সারি সারি, নদীয়ার পথ করি আলো॥
কত অভিলাষে, গিয়া আই পাশে, প্রণমিতে কত আদরে আই।
নরহরি নাথে, পাঞা আঙ্গিনাতে, জুড়াইল হিয়া সে মুখ চাই॥

১৪শ পদ। কামোদ।

শোভাময় শচীর অঙ্গনে। চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে॥
আজু কি আনন্দ পরকাশ। শুভক্ষণে নিমাইচাঁদের অধিবাস॥ ধ্রু॥
গন্ধমাল্য দেই অগ্রগণে। দিশা আলো করে গোরা অঙ্গের কিরণে॥
সভামধ্যে গোরা দ্বিজমণি। বিলাসয়ে কত না অর্ব্বুদ কাম জিনি॥
বারেক যে চায় গোরা পানে। না ধরে ধৈরজ সে আপনা নাহি জানে॥
যেজন আইল অধিবাসে। গন্ধ-চন্দনাদি দিয়া সবে পরিতোষে॥
বিধিমতে করি অধিবাস। বল্লভ আচার্য্য গেলা আপন আবাস॥
কহিতে সুখের অন্ত নাই। আই হো শুইহো লঞা শুভ কর্ম্ম করে অ
নারীগণে দেই যজকার। ভাটগণে করয়ে মঙ্গল কায়বার॥
নৃত্য গীত বাদ্য নানা ভাতি। উপমা দিবার নাই কাহার শকতি॥
কেবা না বলয়ে ভাল ভাল। জগভরি জয় জয় শবদ রসাল॥
মানুষে মিশায়ে দেবগণে। দেখি অধিবাসরঙ্গ নরহরি ভণে॥

১৫শ পদ। ধানশী।

আজু স্নেহেতে বিহ্বোল হৈয়া।
বল্লভ আচার্য্য, অধিবাসকার্য্য, করে আত্মবিপ্রবর্গেরে লইয়া॥ ধ্রু॥
কত সাধে মায়, লখিমী কন্যায়, পরাইয়া বাস ভূষণ ভালি।
সুচারু অঙ্গনে, দিব্য সিংহাসনে, বসাইয়া সুখে ভাসয়ে আলী॥
শুভক্ষণে দিতে গন্ধমালা, চিতে উলসিত বাড়ে অঙ্গের ছটা।
থির নহে চিত, দেখে অলখিত, চারিভিতে দেবরমণী ঘটা॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য নানাবিধি, নৃত্য গীত শুভ ভাটেতে ভণে।
নারী যজকারে, ধৃতি ধরিবারে, নারে নরহরি নিছনি মেনে॥

১৬শ পদ। কামোদ।

অধিবাস নিশি পোহাইলে। বিবাহের কার্য্য যত করয়ে সকলে ॥
বিপ্রগণে হইয়া বেষ্টিত। নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদবিহিত ॥
লোক ভীড় কহিলে না হয়। লেহ দেহ বাক্য কোলাহল অতিশয় ॥
বাজে নানা বাদ্য নিরন্তর। গায়কগণেতে গান করে পূর্ব্বাপর ॥
ভাটগণে পড়ে কায়বার। নারীগণে দেই সুমধুর যজকার ॥
সবার উল্লাস স্ত্রী-আচারে। নরহরি ভাসে সেনা সুখের সায়রে ॥

১৭শ পদ। কামোদ।

কুলবধূগণ উলসিত মন পানি-সহিবারে সাজয়ে রঙ্গে।
গোরা-মুখশশী, হেরি হেরি হাসি, উলু লুলু দেই পুলক অঙ্গে ॥
চলে ঘরে হৈতে কত উঠে চিতে গৌর-বিধু-অঙ্গ সৌরভে মাতি।
অথির অন্তর ভাবে গর গর, আঁখি কোণে ভঙ্গী কত না ভাঁতি ॥
পরস্পর কত কহে অবেকত, কে না নিছে তনু রঙ্গিণী রীতে।
বাসভূষা বেশে, ধৈরজ বিনাশে, কে পারে সে শোভা উপমা দিতে ॥
নূপুর কিঙ্কিণী, নানা বাদ্যধ্বনি, কি মধুর কহি না আসে মুখে।
পানিসায়ি শেষে, ভবনে প্রবেশে, নরহরি হিয়া উথলে সুখে ॥

১৮শ পদ। কামোদ।

কিবা শ্রীশচী-ভবন মাঝে।
বিবিধ মঙ্গল কলরবে সবে, ভ্রময়ে বিবাহ কাজে ॥ ধ্রু ॥
সে যে গোরা গোকুলের ইন্দু।
বিবাহ বিহিত স্থানে অতিশয়, উথলে আনন্দ সিন্ধু ॥
কুলবধূ সুমধুর ছাঁদে।
সুচারু কুন্তলে তৈল দিব বলে, বারে বারে আউলাঞা বাঁধে ॥
কেহ হলদি মাথায় গায়।
হলদি মলিন হেরি হাসে সবে, পরাণ নিছয়ে তায় ॥
কেহ গন্ধদ্রব্য দেই অঙ্গে।
সে না অঙ্গ গন্ধে গন্ধমদ হরে, উপমা দিব কি সঙ্গে ॥
অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে।
নরহরি পানি-তোলা লইয়া তনু পোছয়ে কৌতুক ছলে ॥

১৯শ পদ । কামোদ ।

আজু কত না আনন্দ মনে ।
বসিয়া আসনে, বিশ্বম্ভর বেশ, রচয়ে বয়স্থ গণে ॥
গন্ধ চন্দন চরচে গায় ।
বিরচয়ে চারু ললাট তিলক, কেবা না ভুলয় তায় ॥
বাঁধি চাঁচর চিকুর ভালে ।
মনের উল্লাসে মধুর ছাঁদে, বেড়য়ে মালতী মালে ॥
কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে ।
ঝলকয়ে গণ্ডতটে গণ্ডযুগ দর্পণ দরপ হরে ॥
গলে দেই মণিময় হার ।
পরিসর বুকে দোলে সুললিত কে দিবে উপমা তার ॥
বাহু অঙ্গদ বলয়া করে ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি সোঁপি মুখপানে, চাহিলা ধৈরজ ধরে ॥
সিংহ জিনি মাজাখানি ক্ষীণ ।
সোণার শিকলি সাজাইতে আঁখি হইল নিমিষহীন ॥
বেশ-বিন্যাস ভুবন লোভা ।
রক্তপ্রান্ত বাস পরাইয়া নরহরি নিরখয়ে শোভা ॥

২০শ পদ । কামোদ ।

বেশ বনাইয়া সহচরে ।
শশী সম, সুবর্ণ দর্পণ দেই করে ॥ ধ্রু ॥
নিমাই চাঁদের বেশ দেখি ।
আনের কি দেবেও ফিরাইতে নারে আঁখি ॥
নিজ সখী সহ শচী আই ।
করয়ে মঙ্গল কত পুত্র মুখ চাই ॥
নব বধূগণ দূরে রৈয়া ।
না ধরে ধৈরজ গোরাচাঁদ পানে চাঞা ॥
উলু লুলু দেয় নারীগণে ।
বিবাহ বিনোদ কথা ভরিল ভুবনে ॥
প্রণমিয়া জননীর পায় ।
বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌর রায় ॥

বেদ ধ্বনি করে বিপ্রগণে।
বাজে নানাবাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগনে॥
কৌতুক কহিতে কেবা পারে।
নরহরি সাতারয়ে সে সুখ পাথারে।

২১শ পদ। ভূপালী।

আজু গোধূলি সময় শুভক্ষণ, গৌর গুণ মণি ভুবন মোহন,
বেশ বিরচিত বিবাহ বিহিত, সুমৃদুল তনু ছবি ছল কায়।
কোটি মন মথ গরব ভঞ্জন, কঞ্জ দিঠি জন-হৃদয়-রঞ্জন,
চাহি দিশ চহু, হাসি লহু লহু, চড়ত চৌদল ঝলকায়॥
চলত বল্লভ ভবন ভূসুর, বেঢ়ি গতি অতি মন্দ সুমধুর,
বন্দীগণ, ভূরি মঙ্গলভণ, ভুবনভরু জয় জয় ধ্বনি।
নটত নটগণ উঘটি থৈতত, থোঙ্গ থোঙ্গিন গান রত কত,
বিরচি রুচির চরিত্র সুর সাঞ, সরস রস বরষত গুণী॥
বাদ্য কত কত ভাঁতি বায়ত, বাদ্য পাঠ অভঙ্গ ভায়ত,
সুঘর বাদক-বৃন্দ, বাদ্য-সমুদ্র মথি জনু সন্তরে।
গগনে সুরগণ মগন অতিশয়, সঘনে অনিমিখ নয়নে নিরখয়,
বিপুল পুলক অলক্ষ ক্ষিতি উতরত, কি কৌতুক অন্তরে।
নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত প্রসর পথ নিরুপম সুহায়ত,
দীপ শত শত উজোর যামিনী নাথ কর পরকাশই।
ধরনী অধিক উছাহে প্রফুল্লিত, জাহ্নবী জলভেল উছলিত
দাস নরহরি কহব কিয়ে, পশু পাখী সব সুখে ভাসই॥

২২শ পদ। ভূপালী।

গোরাচাঁদের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে ধায়, নদীয়ার নববধূগণ, ধৈরজ ধরিতে কেউ নারে॥ ধ্রু॥
নিরুপম বেশবাস, ভূষণে ভূষিত তনু,
ঝলমল করে সে ভঙ্গিমা শোহে ভালো।
চলিতে বাজয়ে কটি কিঙ্কিণী নূপুর পদে,
সুমধুর গমন করয় পথ আলো॥

সে রস আবেশে পরস্পর কত, কয় কিবা সুললিত,
বেশর দোলয়ে নাসামূলে।
ঘুঙটে আবৃত মঞ্জুমুখে, মৃদু মৃদু হাসি হাসি ছটা,
ঘটায় কেবা বা নাহি ভুলে॥
অঞ্জনে রঞ্জিত মনরঞ্জন খঞ্জনপাখী জিনি,
মঞ্জনয়ন চাহনি চারি ভিতে।
নরহরি পরাণ নাথেরে নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে,
বল্লভ ভবন প্রবেশিতে॥

২৩শ পদ। কামোদ।

বল্লভভবনে গোরা রায়। বল্লভ মিশ্রের মহা আনন্দ বাঢ়ায়॥
বল্লভ হইয়া উল্লসিত। করায় মঙ্গল কার্য্য বিবাহবিহিত॥
বিশ্বম্ভর সরস হিয়ায়। দাঁড়াইলা পিড়ির উপরে ছোড়লায়॥ (১)
অঙ্গের ভঙ্গীতে প্রাণ হরে। রূপের ছটায় দশদিক্ আলো করে॥
চাঁদমুখে উপমা কি দিতে। অমিয়া গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে॥
নয়ন চাহনি চারু ছাঁদে। যার পানে চায় সে ধৈরজ নাহি বাঁধে॥
মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে। চাঁচর কেশের বেশে কে বা নাহি ভুলে॥
অঙ্গদ বলয় ভাল সাজে। শোভা দেখি কত না মদন মরে লাজে॥
এহেন বরেরে উরুথিতে ২)। কন্যার জননী চলে আয়োগণ সাতে॥
সে শোভা কহিতে কেবা পারে। সপ্তদীপ হাতে সপ্তপ্রদক্ষিণ করে॥
পরম অদ্ভুত স্ত্রী-আচার। বর উরথিয়া ঘরে গমন সবার॥
বল্লভ আচার্য্য ভাগ্যবান্। আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান॥
বসাইলা দিব্য সিংহাসনে। হইল উজ্জল মহা অঙ্গের কিরণে॥
অতি সুকোমল তনুখানি। হাসি মাখা বদন পুর্ণিমাচাঁদ জিনি॥
পরিধেয় বিচিত্র বসন। ঝলমল করে নানা রত্ন আভরণ॥
হেন কন্যা বিবিধ বিধানে। করিল প্রদান মিশ্র শচীর নন্দনে॥
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি। উলু লু লু দেই যত কুলের কামিনী॥

---

(১) কলিকাতা প্রদেশে ইহারে "ছাল্‌নাতলা" বলে।

(২) হুলুধ্বনি দূর্ব্বাধান ইত্যাদি মঙ্গল দ্রব্য লইয়া বরকে পাল্কী হইতে উঠাইতে। কোন কোন্ দেশে ইহাকে "আগন বরণ" কহে। যথা,—"আসিয়া বরিয়া বর লৈয়া গেল ঘরে।"

বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার। নাচয়ে নর্ত্তক ভাট পড়ে কায়বার॥
দেবগণ বিমানে চড়িয়া। বরিষে কুসুম অলখিতে জয় দিয়া।
ভুবন ব্যাপিল মহা সুখে। নরহরি কত না কহিব এক মুখে॥

২৪শ পদ। ভূপালী।

গোরা গুণমণি প্রাণ প্রিয়াসহ বিলসয়ে শোভ বাসর ঘরে।
কুলবধূগণ ঘন ঘন করু গতাগতি কত কৌতুক ভরে॥
কেহ নানা ছল, করি পরিহাস, করে হাসি হাসি মনের সুখে।
কেহ গোরা-কর-কমলে তাম্বূল দিয়া কহে দেহ লক্ষ্মীর মুখে॥
কেহ গোরা-বিধুবদনে তাম্বূল দিতে দিতে বহু বাঢ়য়ে প্রীতি।
কেহ পরশের সাধে বাঁধে কেশ, আউলাইতে নারে ধরিতে ধৃতি॥
কেহ বিশ্বম্ভর কোলে লখিমীরে, বসাইয়া চারু ভঙ্গীতে চাহে।
ভণে নরহরি বাসরে যে রস, উথলয়ে নাহি উপমা তাহে॥

২৫শ পদ। তোড়ি।

গোরাচাঁদের বিবাহ পরদিনে। কত আনন্দ উথলে তায় রজনী বিহানে॥
কুলবধূগণ চারিদিকে ধায়। দেখি বর-কন্যাশোভা সবে নয়ন জুড়ায়॥
কিবা বল্লভঘরণী ভাগ্যবতী। পাইয়া জামাতাবত্ন না জানয়ে আছে কতি॥
মিশ্রবল্লভ উদার অতিশয়। নিজ জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না করয়॥
ভালে বল্লভ জামাতা গৌরহরি। হর্ষ হইলেন বিবাহবিহিত কর্ম্ম করি॥
কৈল কার্য্য সমাধান সুবিধানে। নরহরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে॥

২৬শ পদ। তোড়ি।

গৌর গোকুলচন্দ্র চলু নিজ গেহে নিশি পরভাত।
বিরলে বল্লভ স্নেহে কহি কত, কহল লখিমী কি বাত॥
হেরি পথ যত নারী ধৈরজ না ধরই, ঝরই নয়ান।
লখিমী সহচরী জানে লখিমীক নাথ, করব পয়ান॥
শঙ্খ দুন্দভি ভেরী বাজত, বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নটত নর্ত্তকবৃন্দ গায়ত গীত গুণী অনিবার॥
বেদ উচরত বিপ্রগণ গুণ বন্দী করু পরকাশ।
ভুবন ভরি জয় জয় কি নরহরি ভবন পঁহুকবিলাস॥

২৭শ পদ। কামোদ।

বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর। শ্বশুরালয় হৈতে আইল নিজঘর॥
যে আনন্দ কহিতে না পারি। করয় মঙ্গল যত পতিব্রতা নারী॥
শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া। কৈল আশীর্ব্বাদ বহু ধান্য দূর্ব্বা দিয়া॥
শ্রীশচী সুখের নাহি পার। পুত্রমুখ বধূমুখ দেখে কত বার॥
লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি। কেহ ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি॥
ভুবনমোহন গোরা রায়। সুমধুর ভাষে পরিতোষয় সবায়॥
ভাট নট বাদকাদি যত। করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ॥
নরহরি কহে উভরায়। দেখি যেন এহেন কৌতুক নদীয়ায়॥

২৮শ পদ। কামোদ।

লক্ষ্মী প্রায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। শাশুড়ীর সেবা করে দিবস রজনী॥
পতিপ্রতি অচলা ভকতি। পতিসেবা করে দিন রাতি॥
পাঠ দেয় নিমাই পণ্ডিত। পড়ুয়া অসংখ্য আসে হৈতে চারিভিত॥
হেন শিক্ষা কোথাও না পায়। বৃহস্পতি পাঠ যেন দেয় নদীয়ায়॥
গঙ্গাদাস শিষ্য বিশ্বম্ভর। সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ সে বিদ্যাসাগর॥
হেন ফাঁকি করেন নিমাই। যাহার উত্তর দিতে কারো সাধ্য নাই॥
সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণ লৈঞা। বিদ্যার বিলাস করে গঙ্গাতীরে যাঞা॥
চারিদিগে নিমাইর যশ। নরহরি আনন্দেতে হইল অবশ॥

২৯শ পদ। ধানশী।

সবে বোলে এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই। কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥
অন্যান্যে সবেই সাধেন সেবা প্রীতি। সবে বোলে উহান হউক কৃষ্ণে রতি॥
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে। সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন। তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্যমন॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে। হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে॥
কেহ বোলে হেন শুন নিমাই পণ্ডিত। বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
হাসি বলে প্রভু বড় ভাগ্য যে আমার। তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান। মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্॥
কতদিন পড়াইয়া মোর চিত্তে আছে। চলিছু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥

এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে। প্রভুর মায়ায় কেহ তাঁহারে না চিনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

৩০শ পদ। ধানশী।

শিষ্য সঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর। অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্ব মনোহর॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত। মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত॥
গঙ্গা নমস্কার করি সেই দ্বিজবর। আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর॥
তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া। বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া॥
প্রভু কহে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা। হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন। শুনিয়া সবার হৌক পাপবিমোচন॥
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন। সেইক্ষণে করিবার লাগিলা বর্ণন॥
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ। অবাক হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর। তবে হাসি বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর॥
তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়। তুমি বিনা বুঝাইলে বুঝা নাহি যায়॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব মনোহর। ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন দ্বিজবর॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে। দূষিলেন আদি মধ্য অন্ত তিন স্থান॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে। আপনে না বুঝে দ্বিজ কি বলে আপনে॥
বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে। কোন চিত্র সে দ্বিজের মোহ প্রভু স্থানে॥
শিষ্যগণ সহিত চলিলা প্রভুঘর। দিগ্বিজয়ী হৈল বড় লজ্জিত অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। দিগ্বিজয়ী জয় বৃন্দাবন দাস গান॥

৩১শ পদ। ধানশী।

একদিন মনে পহুঁ কৈল আচম্বিত। পূর্ব্বদেশ যাব আমি সব জনহিত॥
যাত্রা করি যায় পহুঁ সঙ্গে নিজ জন। ছটফট করে শচী মায়ের জীবন॥
মায়েরে কহেন প্রভু না ভাবিহ তুমি। তোমার নিকটে সদা রহিব যে আমি॥
লক্ষ্মীরে করিলা প্রভু হাসিয়া উত্তর। মাতার সেবায় তুমি হইবা তৎপর॥
শুভযাত্রা করে পহুঁ সঙ্গে নিজ জন। কৌতুকে ভ্রমণ করে আনন্দিত মন॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈসে পদ্মাবতী তটে। দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে॥
বিশ্বম্ভর স্নান কৈল সেই পদ্মাবতী। সবজন পাপহরে স্নান কৈলে তথি॥
পূর্ব্বদেশে বসতি করয় যতজন। সভারে যাচিয়া পহুঁ দিল হরিনাম॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার। না মানিল সবারে করিল ভব পার॥

নাম সংকীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া। পার কৈল সর্ব্বলোকে আপনি যাচিয়া॥
যেজন পলায় তারে ধরে কোলে করি। ভবনদী করে পার গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
লোচন কহিছে পহুঁ সর্ব্বলোকপতি। করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধমতি॥

৩২শ পদ। পাহিড়া।

গোরা গেলা পূর্ব্বদেশ, নিজগণ পাই ক্লেশ, বিলাপয়ে কত পরকার।
কাঁদে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া, দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুনঃ সেই গোরামুখ, দেখিয়া ঘুচিবে দুখ, এখন পরাণ যদি রহে॥ ধ্রু॥
শচীর করুণা শুনি। কাঁদয়ে অখিল প্রাণী। মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া নাগরীগণ, কাঁদে তারা অনুক্ষণ, বসন ভূষণ নাহি ভায়॥
সুরধুনী-তীরে যাইতে, দেখিব গৌরাঙ্গ পথে, কত দিনে হবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি, জুড়াবে তাপিত প্রাণী, গোবিন্দ ঘোষের দেহক্ষীণ॥

৩৩শ পদ। ধানশী।

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগতা প্রাণ। আনন্দে শচীর সেবা করয় বিধান॥
দেবতার সজ্জ করে গৃহ সম্মার্জ্জন। ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি মাল্যচন্দন॥
সব সংস্করি দেয় দেবতার ঘরে। বহুর শান্তায় শচী আপনা পাসরে॥
এইরূপে আছে শচী লক্ষ্মীর সহিতে। দৈব নিয়োজিত কর্ম্ম না হয় খণ্ডিতে।
গৌরাঙ্গ-বিরহে লক্ষ্মী কাতর অন্তর। অনুরাগে বিরহে ব্যাকুল কলেবর॥
বিরহ হইল মূর্ত্তিমন্ত সর্পাকার। দেখিথা লক্ষ্মীর মনে হৈল চমৎকার॥
দংশিলেক সেই সর্প লক্ষ্মীর চরণে। লক্ষ্মীর স্বরগ প্রাপ্তি এ লোচন ভণে॥

৩৪শ পদ। ধানশী।

লক্ষ্মী লাগি শচীদেবী কাঁদিয়া দুঃখিতা। গুণ বিনাইয়া কাঁদে স্ত্রীগণ-বেষ্টিতা॥
নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়া বাস। শিরে কর হানি ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস॥
সর্ব্বগুণে শীলে পহুঁ লক্ষ্মী লক্ষ্মী সমা। নদীয়া নগরে নাহি দিবারে উপমা॥
কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি। কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলে তুমি॥
দেব আরাধনা সজ্জা রহিল পড়িয়া। আমার শুশ্রূষা কন গেলা মা ছাড়িয়া॥
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলা তুমি। আমারে খাইতে মোর জীত বধূখানি
মোর সেবা করিতে বধূরে নিয়োজিয়া। বিদেশেতে গেল পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া॥
কেমনে তাহার মুখ চাহিবে অভাগী। কি করিব প্রাণ তার বধূকে না দেখি॥
এতেক বিলাপ দেখি কহে সুলোচন। না কাঁদ জননি শোক কর সম্বরণ॥

৩৫শ পদ। ধানশী।

ঘরেরে আইলা প্রভু রত্ন লৈঞা। মাতৃ স্থানে দিল ধন হরষিত হৈঞা॥
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন। বিরস বদন শচী মা কহে বচন॥
প্রভু কহে কেন মাতা বিরস বদন। তোমারে মলিন দেখি পোড়ে মোর মন।
এ বোল শুনিয়া শচী গদগদ ভাষ। ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়া বাস॥
কহিতে না পারে কিছু সকরুণ কণ্ঠ। কহিলা আমার বধু চলিলা বৈকুণ্ঠ॥
প্রভু কহে শোক তেজি শুন মোর মাতা। নির্ব্বন্ধ না ঘুচে সেই লিখন বিধাতা॥
পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে। শোক না করিল কিছু না করিল মনে॥
কহয়ে লোচন দাস শুনহ চরিত্র। লক্ষ্মী স্বর্গে আরোহণ বিশ্বম্ভর সঙ্গীত॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

——:(*):——

(দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ)

১ম পদ। কামোদ।

নদীয়া-নগরে হৈল ধ্বনি। করিব বিবাহ পুনঃ গোরাগুণমণি॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান। করিবেন নিমাইচাঁদেরে কন্যাদান॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার। রূপে গুণে ভুবনে তুলনা নাহি তার॥
কালি হবে শুভ অধিবাস। দেখিব নয়ন ভরি বিবাহ বিলাস॥
কতক্ষণে নিশি পোহাইব। শ্রীশচী ভবনে পানি সাইতে যাইব॥
নরহরি কহে হেন বাসি। তো সভার অনুরাগে পোহাইল নিশি॥

২য় পদ। তোড়ী।

নিশি পরভাতে, নিভৃত নিকেতে, কুলবধূকুল বিলসে রঙ্গে।
কেহ কারু প্রতি, কহে ইতি উতি, সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে॥
শুনি রসাবেশে, ভণে নিশি শেষে, স্বপনে সে নব-নদীয়া-বিধু।
তেরছ নয়ানে, চাহি আমা পানে, হাসি মিশে যেন বরিষে মধু॥
ধীরে ধীরে কহে, মোর এ বিবাহে, জল সাইবারে আইবে প্রাতে।

এত কহি করে ধরি বারে বারে, আলিঙ্গিয়ে কত কৌতুক তাতে ॥
সে তনু সৌরভ পরশে এ সব, তো সবে কহিয়ে নিলজী হৈয়া।
অধিবাস আজি, বেগে চল সাজি, নরহরি নাথে মিলহ গিয়া ॥

৩য় পদ। তোড়ী।

গৌর বরজ কিশোর বর, অনুরাগে নব নব নারী।
বিপুল পুলকিত গাত গরগর, ধিরজ ধরই না পারি ॥
বেগি বিরিচি সুবেশ কাজরে, আজি কঞ্জ নয়ান।
মুকুর কর গাহি পেখি কুঙ্কুম সে, মাজি মঞ্জবয়ান ॥
গমন সময় বিচারি, গুরুজন চরণ বন্দন কেল।
শ্রীশচী গৃহ গমনে সোসব, উলসে অনুমতি দেল ॥
পরশ পরস বরষে ঘন ঘন, ভবন তেজি তুরন্ত।
ভণত নরহরি পন্থগত কত, যূথ গণই ন অন্ত ॥

৪র্থ পদ। বেনাবলী।

রজনী প্রভাত সময়ে সব সুন্দরী, চলত ললিত গতি অতি রুচিকারী।
অপরূপ বেশ সরস রসনা মণি, নূপুর রব মুনীজন মনোহারী ॥
অনুভব নহই কৌনে সিরজিল প্রতি অঙ্গ কিরণে করু ভুবন উজোর।
মনমথ শত শত মুরাছ হেরিয়া তনু, সৌরভে মধুপ ধায়ত চহু তোর ॥
হরষ পরস্পর পরম রঙ্গ উর, তুরি তহি রুচির গেহ মধি গেল।
অঙ্গন সুখবর, সরসি তাহি নব, কমলবৃন্দ জনু প্রফলিত ভেল ॥
আইক নিয়ড়ে, যাবহু যতন হি. যূথ যূথ সবই করু পরণাম।
চম্পক কলি অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি বিহি পূজত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্যাম ॥

৫ম পদ। বেনাবলী।

যুবতী যূথমতি গতি অতি অদভূত, করত প্রণাম ভঙ্গী রুচিকারী।
নয়ত সুতনু জনু কনক লতা নব, কুসুম সমূহ ভার গত ভারি ॥
সুরুচির চরণ উপান্ত ধরত শির শিথিল সরোরুহ অসিত সুকাঁতি।
ভূমি পতিত জনু বিজুরী পুঞ্জ সহ সজল জলদ কির চরতহু ভাঁতি ॥
লঘু লঘু কর পল্লব করু প্রেরণ দুর্লভ রেণু গ্রহণে চিত চাহ।
ঝল কত নখ মরিযাদ হেতু জনু ভেটত মণিগণ অনুপ উছাহ ॥
অম্বুজ বদনে ঝাপি বসনাঞ্চল, হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ।
নব মকরন্দ ছানি জনু যতনহি সিঞ্চিত ঘনভণ নরহরি দাস ॥

৬ষ্ঠ পদ। তুড়ী।

শচী জগত জননী জন-নীতবিদ, বিদিত সুচারু-চরিত-রীতি।
নিজ প্রাণের অধিক বধূসম মান, সবাকারে করে পরম প্রীতি।
প্রতি জনে জনে পুছি মঙ্গল শিরেতে, কর ধরি করে আশীষ বহু।
সদা বাড়ুক সম্পদ, পতি আদি সব চিরঞ্জিবী হৈয়া কুশলে রহু॥
ইহা শুনি বধূগণ মনে মনে হাসি, সুখে ভাসি কহে মধুর কথা।
আগা এ শুভ চরণ দরশনে বলো কি লাগি অশুভ রহিব এথা॥
অতি সঙ্কুচিত চিতে কিঞ্চিৎ কহি, করজোড়ি সদা দাঁড়াঞা রহে।
নরহরি প্রাণপতি মাতা তা দেখিয়া, আঁখি ছল ছল বিবশ স্নেহে॥

৭ম পদ। যথারাগ।

নব নদীয়া-নাগরী গোরি ভোরি বয় থোরি কি চরিত বুঝিব আনে।
অতি অলখিত পিয়া পানে চাহি, হিয়া থরহরি কাঁপে মদন বাণে॥
কেহু, ভাবি মনে মনে ভণে আজু বুঝি, নিলজ হইনু সবার পাশে।
কেহু, কারুপ্রতি ঠারি নারে সম্বরিতে অমনি ঈষৎ ঈষৎ হাসে॥
কেহু, কারু করে ধরি, ধীরে ধীরে সাধে, অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া।
কেহু, কারু প্রতি কহে পীরিতি কাহিনী, অলপ ঘুঙটে ঘুঙুট দিয়া॥
কেহু, কারু প্রতি করে করেতে সঙ্কেত, কত কত কথা উপজে মনে।
কেহু, কার মতিথির করে কত ভয়, দেখাইয়া চারু নয়ান কোণে॥
কেহ, নিজ ধৈর্য্য জানাইতে কারুমুখ, মুছে পটাঞ্চল যতনে লৈঞা।
কেহু, করি কাণাকাণি জানি বিপরীত, এক ভিতে থাকে ওপত হৈঞা।
এইরূপে যত কুলবতী সতী গৌর প্রেম-রসার্ণবে সবে মগন হৈলা।
নরহরি কি কহিব প্রাণনাথে প্রাণ জীবন যৌবন সুঁপিয়া দিলা॥

৮ম পদ। যথারাগ।

গোরা রসে ভাসি, হাসি হাসি লহু লহু। কুলবতী কুল উলসিত বহু॥
পাণি সাইবারে, সাজে শচীদেবী, আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে।
নব্য মধ্য পূর্ণা যৌবনা সুন্দরী যূথে যূথে গতি অতি সুমাধুরী,
চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি, ভঙ্গী নানা নাহি উপমা দিতে॥
পরিধেয় কত ভাতি সুবসন, প্রতি অঙ্গে হেম মণি আভরণ,
ঝলকয় মুখে ঘুঙট অতুল সুললিত বেণী পীঠেতে দোলে।

কারু কারু করে শুভময় দ্রব্য, কারু কারু করে সরসীজ নব্য,
কারু শিরে ডালা আলা করে পট্টবাসে, সে আবৃত শোভয়ে ভালে ॥
চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী, ঝণি ঝিনি ঝণি ঝিনিনি নি নি নি,
চরণে নূপুর রুনু ঝুনু রুনু, ঝুনু নু নু রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি।
আগে আগে চলে বালক আনন্দে, বাজায়ে যে বাদ্য সুমধুর ছন্দে,
ধাধা ধিং নিং নিং ধো ধিকি ধিকতাধেন্না নানা বাদে হরয়ে ধৃতি ॥
অলখিত সুরনারীগণ রঙ্গে, মিশাইয়া নদীয়ার বধূ সঙ্গে,
পাণিসাই সবে প্রবেশে ভুবনে ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে।
তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়া যত, স্ত্রী-আচার তাহা কে কহিবে কত,
সে সুখ পাথারে কেনা সাঁতারয়ে, নরহরি পহুঁ নিছনি তাহে ॥

৯ম পদ। যথারাগ।

শচীদেবী উলসিত হৈঞা।
গঙ্গা পূজিবারে, যায় গঙ্গাতীরে, আয়ো সুয়োগণ সঙ্গেতে লৈঞা ॥ ধ্রু ॥
নানা পুষ্প গন্ধ চন্দনাদি দিয়া, পূজে জাহ্নবীরে যতন করি।
উছলয়ে সুরধুনী অনিবার, শচীসুত পদ হৃদয়ে ধরি ॥
বাজে বাদ্য ভাল ষষ্ঠী থলে চলে, পূজে ষষ্ঠী কত সামগ্রী দিয়া।
ষষ্ঠী সুখে ভাসি প্রসংশে আপনা, গোরাচাঁদ গুণে উথলে হিয়া ॥
কত সাধে বধূগণ গৃহে গতি ক্তি, উল্লাস সে সবার চিতে।
আসি নিজ ঘরে করে শুভ ক্রিয়া, নরহরি নারে তুলনা দিতে ॥

১০ম পদ। যথারাগ।

গোরা বিধু অধিবাস সুখে কেনা বৈসে প্রবেশিয়া ভুবন মাঝে।
গোরা প্রিয়াগণ নিত নব নব, নিপুণতা অধিবাসের কাজে ॥
মালা চন্দনাদি দেই জনে জনে, সেই অতি কৌতুক কে কত করে
সভা মধ্যে বিলসয়ে শচী সুত যেন পুরন্দর বেষ্টিত দেবে ॥
মিশ্র সনাতনগণ সহ শুভক্ষণে আসি নানা সামগ্রী লৈয়া।
ছোয়াইয়া গন্ধ গোরা মুখ পানে অনিমিষ আঁখে রহয়ে চাহিয়া ॥
বিপ্রেবেদ ধ্বনি করে, নারী যজকার, চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে।
গায় নরহরি অধিবাসরস, বায় নানা বাদ্য বাদকগণে ॥

১১শ পদ। যথারাগ।

হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে, গগনে সুরগণ মগন গণ মনে,
পরস্পর বহু চরিত ভণি অনিবার মুদমতি গতি নয়ী।
গৌরব সময় রসিক শেখর সরস আসনে বিলসে রুচির,
কর কনক দরপণ দরপ ভর হর, মুদল তনু মনমথ জয়ী।
বদন বিধু বিধু গরব ভঞ্জন, হাস মৃদু মৃদু হৃদয় রঞ্জন,
মঞ্জু দিঠি যুগ কঞ্জ ঝলকত, ভালে তিলক শোহয়ে।
ভুজগ ভুজবর বক্ষ পরিসর, ক্ষীণ কটি প্রতি অঙ্গ সুরুচির,
চিকণ চাঁচর চিকুর নিরুপম ভুবন জনমন মোহয়ে॥
ঐছে মাধুরী হেরি গুণিগণ, মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন,
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত বীণ গহি শ্রুতি সরসয়ে।
সুঘড় বাদক বৃন্দ ভায়ত, মধুর মৃদঙ্গ মুরজ বায়ত,
থোঙ্গ থোঙ্কৃণ ঝিকিকু ঝাঙ্কিট ঠিটঠি টনন নন নায়ে॥
নটত নর্ত্তক হস্ত অভিনয়, ললিত ভঙ্গী বিথারি অতিশয়,
বদত তক তক থৈত থৈতত ধাধিলি লিলিলি লললঙ্গী।
নিয়ত জয় জয় শবদ ভুবি ভরু, ভূরি ভূসুর বেদধ্বনি করু,
দেত উলু লুলু নারীগণ ঘন শ্যাম হিয়া সুখে উথলঙ্গী॥

১২শ পদ। যথারাগ।

মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে। করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে॥
বিপ্রগণ আই গৃহ হৈতে। অধিবাস সজ্জ লৈঞা আইলা ত্বরিতে॥
নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন। রাজ পণ্ডিতের ঘরে সবার গমন॥
মিশ্র মহা আদর করিয়া। বসান সবারে মালাচন্দনাদি দিয়া॥
কি অপূর্ব্ব সুষমা অঙ্গনে। বৈসয়ে সকলে চারু মণ্ডল বন্ধানে॥
সখী সহ মিশ্রের ঘরণী। করয় মঙ্গল যত কহিতে না জানি॥
চকিত চাহিয়া চারি ভিতে। বিষ্ণু প্রিয়া বাহির হইল ঘর হৈতে॥
সভা মধ্যে বৈসে সিংহাসনে। অনিমিষ আঁখে শোভা দেখে সর্ব্বজনে॥
বসন ভূষণ সাজে ভালো। প্রতি অঙ্গ ছটায় ভুবন করে আলো॥
উপমা কি কনক বিজুরী। চাঁদের গরব হরে মুখের মাধুরী।
যত শোভা কে কহিতে পারে। ছোয়াইয়া গন্ধ সবে আশীর্ব্বাদ করে॥
নারীগণে দেই জয়কার। বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার॥

ভাটগণে ভণে সুচরিত। বাজে নানা বাদ্য গুণীজনে গায় গীত ॥
কত না কৌতুক মিশ্র ঘরে। নরহরি ভাসে সে না সুখের সায়রে ॥

১৩শ পদ। যথারাগ।

অধিবাস দিবসের পরে। বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়া-নগরে ॥
চারিদিকে ফিরে লোক ধাঞা। নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈঞা ॥
ভুবন ভরিয়া জয় জয়। বিবাহ দেখিতে সাধ কার বা না হয় ?
শিব সুখে পার্ব্বতী সহিতে। ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে ॥
অনন্ত আপনগণ লৈঞা। বিবাহ দেখিতে রহে অলক্ষিত হৈঞা ॥
বৈকুণ্ঠের যত পরিকর। বিবাহ দেখিব বলি অধীর অন্তর ॥
চতুর্ম্মুখ নিজপ্রিয়া সনে। দেখিতে বিবাহ কত সাধ ক্ষণে ক্ষণে ॥
সুরপতি শচী সঙ্গে লৈঞা। বিবাহ দেখিতে সাজে মহা হর্ষ হৈঞা ॥
উৎসাহে ভণয়ে দেবগণে। দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে ॥
দেব নারী বিচারিল চিতে। মাতিব বিবাহে নদীয়ার বধূ সাতে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর করে মনে। গীত বাদ্যে মিশিব বিবাহে গুণী সনে ॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ কহে। নদীয়া নর্ত্তকীসহ সাজিব বিবাহে ॥
দেব ঋষি উলসিত চিতে। কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে ॥
উথলয়ে যমুনা জাহ্নবী। বিবাহ কৌতুক রসে প্রফুল্ল পৃথিবী ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নদীয়ার। বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সবার ॥
শচীর নন্দন গৌরহরি। বৈসে সুখে বিবাহ বিহিত কর্ম্ম করি ॥
প্রভু মুখ চন্দ্র নিরখিয়া। কহে কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়া ॥
উপজে মঙ্গল যত যত। এক মুখে নরহরি কহিবে তা কত ॥

১৪শ পদ। যথারাগ।

গোরা রসময়, সুখের আলয়, বিলসে বিবাহ বিহিত স্নানে।
কুল বধূ কুল, উলু উলু দিয়া, চাহে, চারু চাঁদ মুখের পানে।
কেহ কেহ সেনা অঙ্গের বাতাসে, কাঁপে ঘন ঘন বিজুরী জিতি।
কেহ পরসের সাধে গন্ধ হরিদ্রাদি মাখাইতে না ধরে ধৃতি ॥
কেহ সুললিত কুন্তলেতে তৈল দিতে কত রঙ্গ উপজে চিতে।
কেহ অভিষেক করে গঙ্গাজলে, ভঙ্গী নানা নাহি উপমা দিতে ॥
কেহ আধ হাসি ভাসে রসে তনু, পোছে পাণি তোলা লইয়া হাতে।
রক্ত প্রান্ত শুক্ল বাস পিধায় এ, নরহরি অতি কৌতুক তাতে ॥

১৫শ পদ। যথারাগ।

কি আনন্দ শচীর ভবনে। করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম আইহ সুইহ গণে ॥
বিবাহ বিহিত স্নান করি। বৈসেন অপূর্ব্ব সিংহাসনে গৌর হরি ॥
রূপের ছটায় মন মোহে। চাঁচর চিকণ কেশ পীঠে ভাল শোহে ॥
গোরা পাশে আসে প্রিয়গণ। বারেক চাহিয়া নারে ফিরাতে নয়ন ॥
কত না আনন্দে সবে মাতি বিবাহ বিহিত বেশ রচে নানা ভাঁতি ॥
কহিতে কি জানে নরহরি। নিরুপম বেশের বালাই লৈয়া মরি ॥

১৬শ পদ। যথারাগ।

নদীয়ার শশী রসিক-শেখর শোভে ভাল শুভ-বিবাহ-বেশে।
চর্চ্চিতাঙ্গ চারু চন্দন তিলক অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ললাটদেশে ॥
নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে, সেনা ছাঁদে কে নাহি ভুলে।
আঁখে কাজরের রেখা নব কুলবতী-সতীগণে না রাখে কুলে ॥
শ্রুতিমূলে মণি-মকর কুণ্ডল, ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা।
সুমধুর হাসিমাখা মুখখানি নিছনি পূর্ণিম-চাঁদের ঘটা ॥
সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্ব্বাদি সুন্দর হেম দরপণ দক্ষিণ দক্ষিণ করে।
নরহরি ভণে ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ হেরি কে ধৃতি ধরে।

১৭শ পদ। যথারাগ।

গৌর বিধুবর, বরজ সুন্দর, জননী পদধূলি ধরত শিরপর,
করত বিজয় বিবাহে ভূসুর বৃন্দ বলিত সু শোহয়ে।
চঢ়ত চৌদোল, নাহি ঝলকত, অঙ্গে কিরণ সমুদ্র উছলত,
মদন মদভর হরণ সরস, শিঙ্গার জনমন মোহয়ে ॥
বিপুল কলরব কহি না আয়ত, নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত,
পন্থ বিপন্থ নাহি মানি কাহুক, গেহ গমন নরহুঁ স্মৃতি।
তেজি অলখিত দেবগণ দিবি, ব্যাপি সব নদীয়া নগর ভুবি,
ভ্রমই পহুঁক বিবাহে গতি অবলোকি কোউন ধর ধৃতি ॥
বাদ্য দুন্দুভি ভেরী তিত্তিরি, শৃঙ্গিকাক বিলাস কংসারি,
ঢোল ঢোলক ডুমুর ডিণ্ডিম মঞ্জু কুণ্ডলী বারুণা।
বীণ পনব পিনাক কাহল, মুরুজ চঙ্গ উপাঙ্গ মাদল,
বাজতহি তকথোঙ্গ থোঙ্গিনতক থবিকু তকৃ তকৃ থনা ॥

মধুর স্বর গুণীগণ গানে নিমগন, নটত নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ,
উঘটি ধি ধি কট ধা ধিনি নি নি নি দৃক্কুতা দৃমিত কথঙ্গ।
ভাটভণ নব চরিত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়,
হোত জয় জয়কার ঘন ঘনশ্যামহিয় উমতা অঙ্গ॥

১৮শ পদ। যথারাগ।

গৌর রসিক-শেখরবর, বেষ্টিত প্রিয় বিপ্রনিকর,
হরষিত সুবিবাহ করব, ইথে চলু চঢ়ি চৌদোলে।
ততঘন আনন্ধ শুষির, বাদ্য চতুর্ব্বিধ সুরত চির,
বাজত বহু ভাঁতি শবদ ভরল গগন মণ্ডলে॥
সর্ব্ব বাদ্য শোভন নব, মর্দ্দলমুদ বর্দ্ধন রব,
ধো ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা ধা নি নি নিধিয়া।
অলখিত সুর-নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকী সহলাস্য সঘন,
ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ, আই অতি নি নি নি তিয়া॥
গায়কগণে মিলি উলসিত, গায়ত গন্ধর্ব্ব ললিত,
শ্রুতি সুমধুর গ্রামাদি বিবিধে কৌতুক পরকাশয়ে।
দশশত মুখ বিহি মহেশ, গণসহ সুরপরি গণেশ,
গিরিজাদিক ধৃতি কি ধরব সুখ-সায়রে ভাসয়ে॥
হয় গজ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটত গুণ হাস্যকারী,
লসত শত পতাকাদিক ভীড়ে পথ রোকঙ্গ।
নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনী-তীরে বিরমি বিরমি,
মিশ্রগৃহ সমীপ নরহরি শোভা অবলোকঙ্গ॥

১৯শ পদ। যথারাগ।

গোরাচাঁদের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে, সাজয়ে কুলের বধূ, ধৈরজ ধরিতে কেউ নারে॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে আঁখে, অঞ্জন রঞ্জয় কিবা, বঙ্কিম চাহনি বঙ্ক ভুরু।
চিকণ চিকুর বেণি পীঠেতে লোটায় কিবা, কনক নির্ম্মিত ঝাঁপা চারু॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দন শোভয়ে কিবা, ঝলমল করে আভরণে।
মণি মুকুতার মালা, গলায় দোলয়ে কিবা, গন্ধরাজ চাঁপা দেই কাণে॥
পরিয়া পাটের শাড়ী ছাড়িয়া ভবন কিবা, চলি যায় গজেন্দ্র-গমনে।
নরহরি নাথে নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে, কেউ কিছু কহে কারু কাণে॥

২০শ পদ। যথারাগ।

সই অই দেখ নদীয়ার চাঁদে।

ভুবনমোহন ওনা রূপের নিছনি লৈঞা, কত শত মদন চরণে পড়ি কাঁদে ॥ ধ্রু ॥

রসে ডুবু ডুবু দুটী নয়ান চাহনি, বিধি সিরজিল যুবতী বধিতে হেন বাসি।

বদনচাঁদের শোভা, চাঁদের গরব হরে, হাসি মিশে অমিয়া বরষে রাশি রাশি ॥

আহা মরি মরি মেন কত না মনের সাধে, কেবা বনাইল এনা বিবাহের বেশ।

পরম উজ্জ্বল অতি বিচিত্র মুকুট মাথে, ঝাঁপিয়াছে চিকণ চাঁচর চারুকেশ ॥

মঙ্গল বিহিত পীতসূতা দুর্ব্বাদল করে, নিরুপম কনক-দর্পণ ভাল শোহে।

পরিধেয় বসন ভূষণ সুমধুর, প্রতি অঙ্গের ভঙ্গীতে নরহরি মন-মোহে ॥

২১শ পদ। যথারাগ।

আহা মরি কি মধুর রীতি।

নদীয়া-নাগরী গোরাচাঁদে হেরি, ধরিতে না রয়ে ধৃতি ॥ ধ্রু ॥

কেহ ধীরি ধীরি কেহ ভঙ্গী করি, কি কাজ কুলের লাজে।

নিশিদিশি গোরাসহ বিলসিব, রাখিব বুকের মাজে ॥

কেহ কহে এবে সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ-রঙ্গ।

সামায়া রসের ঘরে ছল করি, ছুইব সোণার অঙ্গ ॥

এইমত কত মনোরথ তাহা কহিতে না আইসে মুখে।

নরহরি সহ সনাতনমিশ্র-ভবনে প্রবেশে সুখে ॥

২২শ পদ। যথারাগ।

সনাতন মিশ্রের ভবনে। যে মঙ্গল-ক্রিয়া তা কহিতে কেবা জানে ॥

বাজে নানা বাদ্য শোভাময়। উথলে আনন্দ-কোলাহল অতিশয় ॥

বন্ধুগণ সনে সনাতন। আগুসরি আসে নিতে জামাতা-রতন ॥

জামাতা কি মনোহর সাজে। ঝলমল করে দিব্য চতুর্দ্দোল মাঝে ॥

চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ সজ্জন। অসংখ্য লোকের ভীড়ে না যায় গণন ॥

কারু হাতে হাত দিয়া অন্ধ। দাঁড়াইয়া রহয়ে যেদিকে গৌরচন্দ্র ॥

পঙ্গুগণ রাজপথে আসি। দেখয়ে মনের সাধে গোরা-রূপরাশি ॥

যেবা কেউ চলিতে না পারে। ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে ॥

কেবা নাহি গোরাগুণ গায়। না জানয়ে কত সুখ বাঢ়য়ে হিয়ায় ॥

নানা বাদ্য বাজে নানা ছাঁদে। নাচে বালবৃদ্ধ কেউ থির নাহি বাঁধে ॥

কত শত মহাদীপ জ্বলে। ধরণী ছাইল আলো গগন মণ্ডলে ॥

কেহ কুল-রঙ্গ প্রকাশয়। ব্যাপায়ে সকল মহীতলে যাহা হয় ॥
মিশ্র মহা উল্লসিত মনে। জামাতা লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে ॥
অপূর্ব্ব আসনে বসাইয়া। করে পুষ্পবৃষ্টি চাঁদমুখপানে চাঞা ॥
জয় জয়ধ্বনি অনিবার। বাদাবাদি বায় বাদ্য বাদক দোঁহার ॥
মিশ্র করে জামাতা বরণ। নরহরি তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন ॥

২৩শ পদ। যথারাগ।

নদীয়ার শশী বিলসয়ে চারু, ছোড়লাতে কিবা মধুর ছাঁদে।
কনক নবনীজিনি তনু নব, ভঙ্গিমাতে কেবা ধৈরজ বাঁধে ॥
বারে বারে বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী, অনিমিখ আঁখে নিরখে ছলে।
কত না আনন্দে উথলয়ে হিয়া, না পরশে পদ ধরণীতলে ॥
আইহ সুঁইহ সহ সুবেশে আইসে, মঙ্গল বিধানে নিপুণা অতি।
ধান্য দূর্ব্বাদল সুললিত মাথে, দেই আশীর্ব্বাদ অতুলরীতি ॥
হাতে দীপসপ্ত প্রদক্ষিণ করে, বরে উরথিয়া যাইতে ঘরে।
নরহরি নাথে চাহে পালটি না চলে পদ আধ স্নেহের ভরে ॥

২৪শ পদ। যথারাগ।

সনাতন মিশ্রের ঘরণী। করে লোকাচার যত কহিতে না জানি ॥
সাঁতারয়ে সুখের পাথারে। কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়ার সুবেশ। বাঢ়য়ে সবার মনে উল্লাস অশেষ ॥
মিশ্র মহাশয় শুভক্ষণে। কন্যায় আনিতে নিদেশিল প্রিয়গণে ॥
মিশ্রের ভবন মনোহর। ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর ॥
ছোড়লা শোভয়ে সেইখানে। আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে ॥
যে কিছু আছয়ে লোকাচার। তাহাও করেন তাহে কৌতুক অপার ॥
প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্ম সমর্পিল প্রভু-পদে মালা দিয়া ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরারায়। দিল পুষ্পমালা বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় ॥
পুষ্প কেলাকেলি দুইজনে। দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে ॥
তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ। বিষ্ণুপ্রিয়াসহ বিলাসয়ে গৌরচন্দ্র ॥
কি নব শোভার নাহি পার। চারিদিকে নারীগণ দেয় জয়কার ॥
করে কোলাহল সর্ব্বজন। বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥
সনাতন মিশ্র ভাগবান। বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যাদান ॥
বেদাদিবিহিত ক্রিয়া করি। সমর্পিল কন্যা বিশ্বম্ভর করে ধরি ॥

দিলেন যৌতুক সুখে ভাসি। দিব্য ধেনু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী ॥
সর্ব্বশেষে হোমকর্ম্ম করে। বিশ্বম্ভর-বামে বসাইয়া দুহিতারে ॥
কি অদ্ভুত দোঁহার মাধুরী। কহিতে কি? দোঁহার নিছনি নরহরি ॥

২৫শ পদ। যথারাগ।

দেখি পহুঁক বিবাহ মাধুরী কোই ধরই না থেহ।
শেষ শিব বিহি ইন্দ্র গণপতি আদি পুলকিত দেহ ॥
ভীড় অতিশয় গগন পথ বহু রোকি দেব বিমান।
হোত জয় জয় শবদ সুমধুর ভঙ্গী ভণই ন জান ॥
ভূরি কৌতুক পরস্পর বর সরস চরিত উচারি।
করত কুসুম সুবৃষ্টি অলখিত ললিত রঙ্গ বিথারি ॥
দ্বিজ সনাতন ভাগভর পরশংসি পরম বিথোর।
দাস নরহরি আশ ইহ সুখে মাতব কি মতি মোর ॥

২৬শ পদ। যথারাগ।

দেব-রমণীবৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাঁতি।
বাজত থরমাহি অতুল ঝলকে কন্দুক কাঁতি ॥
ভ্রমত গগন পথ অগণিত যূথহিয় উৎসাহ।
মানত দিঠি সকল নিরখি গৌরবর নিবাহ ॥
মিশ্র ভবন রীত রুচির উচরি পুলক গাত।
নব নব অভিলাষ করহ ধৃতি ধরই ন জাত ॥
নিরুপম পহুঁ প্রেয়সী ছবি লোচন ভরিনেত।
নরহরি কত ভাখব সভে প্রাণ নিছনি দেত ॥

২৭শ পদ। যথারাগ।

আহা মরি মরি সুরনারীগণ, নদীয়াচাঁদের বিবাহ দেখি।
সে শোভা সায়রে সাঁতারিয়া সভে, তিরপিত করে তৃষিত আঁখি ॥
কেহ কারুপ্রতি কহে দেখ মিশ্র-সনাতন সুখে না ধরে হিয়া।
কৃষ্ণে কন্যাদান করি কত সাধে কহে কত নানা যৌতুক দিয়া ॥
কেহ কহে জামাতার বামে কন্যা, বসাইয়া ধন্য আপনা মানে।
করে হোমক্রিয়া তাহা নাহি মন চাহি রহে চাঁদমুখের পানে ॥
কেহ কহে দেখ মিশ্রের ঘরণী উনমত পারা বিবাহ ধূমে।
নরহরি নাথে দেখে কত ছলে, উলসিত পদ না পড়ে ভূমে ॥

২৮শ পদ। যথারাগ।

দেব দেব রমণী উল্লাসে। বিবাহ-প্রসঙ্গ সবে কহে মৃদুভাষে ॥
ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার। হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার ॥
রূপবতী কন্যা যার ঘরে। সে সকল বিপ্র মনে মহাখেদ করে ॥
এহেন বরেরে কন্যা দিতে। না পারালি হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥
এইমত কেহ কত কয়। সকলেই সনাতন মিশ্রে প্রশংসয় ॥
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান। হোমকর্ম্ম আদি সব কৈল সমাধান ॥
কন্যা জামাতায় নিরখিয়া। তিলে তিলে বাঢ়ে সুখ উথলয়ে হিয়া ॥
কহিতে কে জানে লোকাচার। ঘন ঘন নারীগণ দেই যজকার ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গোরাচাঁদে। লইতে বাসর ঘরে কেবা থির বাঁধে ॥
নরহরি পহুঁ গোরারায়। চলে বাসর ঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥

২৯শ পদ। যথারাগ।

নদীয়া বিনোদ গোরা।
প্রবেশে বাসর ঘরে নব নব তরুণীগণের পরাণ চোরা ॥ ধ্রু ॥
কুলবধূগণ মনের উল্লাসে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ায় লৈয়া।
সুমধুর ছাঁদে বসায় বাসরে অনিমিখ আঁখে ও মুখ চাঞা ॥
কেহ পরশের সাধে হাসি হাসি সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া তাম্বূল-বীটিকা সম্পুট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে ॥
কেহ করে কত কৌতুক ছলেতে ঢলি পড়ি গায় পুলক হিয়া।
নরহরি নাথ আগে রহে কেহ ভঙ্গীতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া ॥

৩০শ পদ। যথারাগ।

বাসর ঘরেতে গোরারায়। রূপে কোটি মদন মাতায় ॥
কুলবধূগণ মনোসুখে। সোঁপয়ে নয়ন চাঁদমুখে ॥
ঘুঙটে ঘুঙট কেহ দিয়া। কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া ॥
পুলকে ভরয় সব গা। ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা ॥
কেউ দাঁড়াইয়া কারু পাশে। কাঁপে সে না রসের আবেশে ॥
কেহ অতি অথির হিয়ায়। নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায় ॥
বাসর ঘরেতে রঙ্গ যত। তাহা কেবা কহিবেক কত ॥
নরহরি মনে বড় আশ। দেখিব কি এ সব বিলাস ॥

৩১শ পদ। যথারাগ।

বাসর ঘরেতে গোরারায়। বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায়॥
কহিতে কৌতুক নাহি ওর। গোষ্ঠিসহ সনাতন আনন্দে বিভোর॥
রজনী প্রভাতে গৌরহরি। হৈলা হর্ষ কুষণ্ডিকা আদি কর্ম্ম করি॥
গমন করিব নিজালয়ে। সনাতন মিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে॥
সনাতন জামাতা-রতনে। করিতে বিদায় ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে॥
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া। দিল বিশ্বম্ভর কর ধরি সমর্পিয়া॥
গৌরহরি গমন সময়ে। মান্যগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে॥
করিতে কি সে ভার সাধ। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে করে আশীর্ব্বাদ॥
মিশ্র-প্রিয়া কন্যা-জামাতারে। বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে॥
গোরা গৃহে গমন করিতে। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারিভিতে॥
নারীগণ দেয় যজকার। নানা বাদ্য বাজে ভাটে পড়ে কায়বার॥
নরহরি নাথে নিরখিয়া। গমন উচিত সভে করে শুভক্রিয়া।

৩২শ পদ। যথারাগ।

বরজ-ভূষণ-গৌর-বিধুবর, করি বিবাহ বিনোদগতি পর,
প্রেয়সী সহ চলই নিজ ঘর, পরম অদ্ভুত শোহয়ে।
চতুল চৌদোল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ উছলত,
বলিত নয়ন শিঙ্গার অনুপম, নিখিল জনমন মোহয়ে॥
হোত জয় জয় শব্দ অবিরত, নারী পুরুখ অসংখ্য নিরখত,
পরস্পর ভণ লখিমী লখিমীকনাথ দুঁহু বিলসত জনু।
বন্দীগণ মন মোদ অতিশয়, উচরিত নব নব চরিত মধুময়,
ভূরি ভূসুর করত ঘন ঘন, বেদধ্বনি পুলকিত তনু॥
বাদ্য বহুবিধ মুরজ মরদল, ত্রিসরি কুণ্ডলি পটহ পুষ্কল,
কু কু মু মু মু মু মুধা, বিবিধ বায়ত মধুর বাদক ঘটা।
নটত নর্ত্তকী নর্ত্তকাবলী, উঘটি তাধিক ধিকিতা ধিনি,
নিধি ধেন্না ধিকি তক তাল ধরু, পগভঙ্গী চমকত তনু ছটা॥
জাতিশ্রুতি স্বর-গ্রাম মূরছন, তান নব নব নব আলাপন,
শুনত কানন ত্যজি মৃগ, গুণীবৃন্দ নিকটহি ধায়এ।
ভবন চহু দিশ বিপুল কলকল, দাস নরহরি হৃদয় উছলল,
সময় গোধূলি ললিত সুরধুনী তীরে বিরমি ঘরে আয়এ॥

৩৩শ পদ। যথারাগ।

গোরাচাঁদ বিবাহ করিয়া। আইসেন ঘরে অতি উলসিত হৈয়া॥
অলখিত হৈয়া দেবগণ। করয়ে সকল পথে পুষ্প বরিষণ॥
সুখের পাথার নদীয়ায়। বিবাহ-প্রসঙ্গ কেউ কহে শচীমায়॥
শুনি মহাবাদ্য কোলাহল। শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বোল॥
বাড়ীর বাহির শচী আই। নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই॥
স্নেহে চাঁদ-বদন চুম্বিয়া। প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বম্ভর। বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর॥
উলু লুলু দেই নারীগণ। হইল মঙ্গলময় সকল ভবন॥
ভাটগণে পড়ে কায়বার। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার॥
নানা বাদ্য বায় সবে সুখে। নরহরি কত বা কহিব একমুখে॥

৩৪শ পদ। যথারাগ।

গোরা গুণমণি সুঘড় শেখর পরম মুদিত হিয়ায়।
লোক বহুত বিবাহে আতুল তাহে দেয়ই বিদায়॥
ভাট নট গীতজ্ঞ বাদক ভিক্ষু ভূসুর ভূরী।
দেত সবে বহু বস্ত্র ভূষণ ধন মনোরম পুরি॥
অতিহি সুমধুর বচনে সুনিপুণ পরিতোষ করই সভায়।
চলল নিজ নিজ গেহে সবে মিলি গৌরহরি যশ গায়॥
শ্রীশচী সব নারী জনে জনে কয়ল কত সম্মান।
ভণত নরহরি সো সকল সুখে গেয়ে কয়ল পয়ান॥

৩৫শ পদ। বরাড়ী।

হৃষ্টমনে বিশ্বম্ভর, গেলা পণ্ডিতের ঘর, দ্বিজবর আনন্দ পাথার।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈঞা করে, গেলা বর আনিবারে, ধন্য ধন্য শচীর কোঙর॥
তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, বিশ্বম্ভর থুইল লঞা, দাঁড়াইয়া ছাওনা ভিতর।
সর্ব্বলোকে হরি বোলে, শত শত দীপ জ্বলে, তাহে জিনে গোরা কলেবর॥
উল্লসিত আয়োগণ, হুলাহুলি ঘন ঘন, শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
আয়ো আয়োগণ মিলি, সবে পাটশাড়ী পরি, প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু লাজে॥
নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করে, আয়োগণ আগুসারে, আগুসরি কন্যার জননী।
তার ভূমি না পড়ে পা, উলসিত সর্ব্ব গা, দেখি বিশ্বম্ভর গুণমণি॥

একে আয়োরূপে জ্বলে, রতন প্রদীপ করে, তাহে প্রভু অঙ্গের কারণে।
সেই শ্রীঅঙ্গ গন্ধে, আয়োগণ উন্মাদে, হিয়া রাখে অনেক যতনে ॥
সাত প্রদক্ষিণ হঞা, বিশ্বম্ভর উরথিয়া, দধি ঢালে চরণারবিন্দে।
ঘরে চলিবার বেলে, গৌরমুখ নেহালে, পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে ॥
তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজরতন, কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিলা।
রত্ন-সিংহাসনে বাস, ত্রৈলক্যজিনি রূপস, অঙ্গছটা বিজুরি পড়িলা ॥
প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মনোমোহিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী নামা ॥
তরল নয়ন বঙ্ক, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ, মন্দমন্থ হাসি অনুপমা ॥
প্রভু প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি, করজোড়ে করি নমস্কার।
অঙ্গপট ঘুচাইল, চারিচক্ষে দেখাইল, দোঁহে করে কুসুম বিহার ॥
উঠিল আনন্দ রোল, সবে বোলে হরিবোল, ছাউনি নাড়িল কন্যাবর।
সবে বোলে ধনি ধনি, জিনি চন্দ্র-রোহিনী, কেহ বলে পার্ব্বতী আর হর ॥
তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ, মুচকি হাসিয়া লহু, বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
সনাতন দ্বিজবরে, কন্যা-সম্প্রদান করে, পদাম্বুজে কৈল সমর্পণে ॥
যথাবিধি যে আছিল, নানা দ্রব্য দান দিল, একত্রে বসিলা দুইজনে।
বিবাহ অন্তর দোঁহে, সনাতন নিজ গৃহে, এক গৃহে বসিলা ভোজনে ॥

৩৬শ পদ। যথারাগ।

উলসিত আয়োগণ, যুক্তি করে মনে মন, করে করি কর্পূর তাম্বুল।
দেখিবে নয়ন ভরি, গোরাচাঁদ মুখ হেরি, বাসর ঘরে বসিলা ঠাকুর ॥
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসর ঘরে বসিল গিয়া, আয়োগণ করে অনুমান।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হৈঞা, পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥
নানাবিধ জানে কলা, করে করি দিব্য মালা, তুলি দেই সেই গোরা গলে।
হিয়ার হাব্যাস পেলে, যে আছিল অন্তরে, মন কথা বিকাইনু তোরে ॥
বিবিধ গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে বিলেপন, পরশিতে বাঢ় উনমাদ।
করি আন পরসঙ্গে, লোলিয়া পড়য়ে অঙ্গে, পূরাইল জনমের সাধ ॥
পরম সুন্দরী যত, সবে হৈল উনমত, বেকত কহে মরমের কথা।
রসের আবেশে হাসে, ঢলি পড়ে গৌরপাশে, গরগর ভাবে উনমত্তা ॥
বাটা ভরি তাম্বুলে, দেই প্রভু পদমূলে, করে দেই কুসুম অঞ্জলি।
তার মনকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুই, আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি ॥

এইভাবে এ রজনী, গোঙাইল গুণমণি, আয়োগণ ভাগের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি, কুসণ্ডিকা কর্ম্ম যে দিবসে॥

৩৭শ পদ। তথারাগ।

তার পরদিন পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, ঘরেরে চলিতে বলে বাণী।
পরিজন পূজা করে, যার যেই দ্রব্য ছলে, জয় জয় হৈল শঙ্খধ্বনি॥
গুবাক চন্দন মালা, করি হাতে দোঁহে গেলা, সনাতন তাহার ব্রাহ্মণী।
শিরে দেই দুর্ব্বাধান, করি গুভ কল্যাণ, চিরজীবি আশীর্ব্বাদ বাণী॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া, দেখি পাশে জনক-জননী।
সকরুণ কণ্ঠস্বরে, আত্ম-নিবেদন করে, অনুনয় সবিনয় বাণী॥
সনাতন দ্বিজবর, বলে হিয়া সকাতর, তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে, লইল মোর কন্যাদানে, তোর যোগ্য কিবা দিব আমি॥
আর নিবেদি এক কথা, তুমি মোর জামাতা, ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর ও পদ পাইয়া, ইহা বলি গদগদ হয়॥
বাষ্প ছলছল আঁখি, অরুণ বরুণ দেখি, গদগদ আধআধ বোল।
বিষ্ণুপ্রিয়া কর লৈঞা, প্রভু বিশ্বম্ভরে দিয়া ঢরঢর নয়নের লোর॥
তবে পহুঁ শুভক্ষণে, চলিল মনুষ্য জানে, সর্ব্বজন অন্তর উল্লাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, শঙ্খ মৃদঙ্গ গাজে, হরিধ্বনি পরশে আকাশ॥
সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেবা গুণ আছে, সেইখানে করে পরকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে, সব জন হরিবোলে, উত্তরিল আপন আবাস॥

৩৮শ পদ। তথারাগ।

শচী হরষিত হৈঞা, নিম্মঞ্ছন সজ্জ লঞা, আয়োগণ সঙ্গেতে করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সব জন হরিবোলে, দ্রব্য ফেলে দোঁহারে নিছিয়া॥
সম্মুখে মঙ্গল ঘট, রায়বার পড়ে ভাট, বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া কর ধরি, বিশ্বম্ভর শ্রীহরি, গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণ॥
শচীপ্রেমে গরগর, কোলে করি বিশ্বম্ভর, চুম্ব দেই সে চাঁদবদনে।
আনন্দে বিহ্বল হিয়া, আয়োগণ মাঝে গিয়া, বধূ কোলে শচীর নাচনে॥
আপনা না ধরে সুখে, নানা দ্রব্য দেয় লোকে, তুষ্ট হৈয়া যত সব জন।
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া, এক মেলি দেখিয়া, গুণ গায় দাস ত্রিলোচন॥

৩৯শ পদ। ধানশী।

বিষ্ণুপ্রীতে কাম্য করি বিষ্ণুপ্রিয়া পিতা। প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥

তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস। অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বামপাশে। হোম কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥
ভোজন করিয়া শুভ রাত্র সুমঙ্গলে। লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে। যে সুখ হইল তাহা কে পারে কহিতে॥
তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার। সকল করিলা সর্ব্ব-ভুবনের সার॥
অপরাহ্ণে গৃহে আসিবার হৈল কাল। বাদ্য-নৃত্য-গীত হৈতে লাগিল বিশাল॥
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্যগণে। পত্নী সনে দোলায় করিলা আরোহণে॥
হরি হরি বলি সবে করে জয়ধ্বনি। চলিলেন নিজগৃহে দ্বিজকুলমণি॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে। ধন্য ধন্য সবেই প্রশংসে ভালমতে॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগ্যবতী। কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥
কেহ বলে বুঝি হেন এই হরগৌরী। কেহ বলে হেন জানি কমলা শ্রীহরি॥
কেহ বলে এই দুই কামদেব রতি। কেহ বলে ইন্দ্র শচী হেন লয় মতি॥
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা। এই মত বলে সব সুকৃতিবনিতা॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে। সুখময় সর্ব্বলোক হৈল নদীয়াতে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান। বৃন্দাবন দান তছু পদযুগে গান॥

৪০শ পদ। তথারাগ।

নৃত্য-গীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে। পরম আনন্দে পহুঁ আইলা সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভক্ষণে পহুঁ সকল মঙ্গলে। আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণে সঙ্গে লৈঞা। পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হৃষ্ট হৈঞা॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ। জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন। সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

———

তৃতীয় তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(রূপ)

১ম পদ। শ্রীরাগ।

গোরারূপে কি দিব তুলনা। উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোণা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম। তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল। তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা। বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

২য় পদ। শ্রীরাগ।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর। ওরূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর॥
বাঁধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে। রঙ্গণ মালতী যুথী পারুলী বকুলে॥
মধুলোভে মধুকর তাহে কত উড়ে। ওরূপ দেখিতে প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে॥
মণি-মুকুতার হার ঝলমল বুকে। প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে। আজানু-লম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥
মন্থর চলনি গতি দুদিকে হেলানি। অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়। বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তায়॥

৩য় পদ। তুড়ী।

বিহরে আজি রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্চকেশর পুঞ্জ উজোর, কনকরুচির কাঁতিয়া।
কোটি কামরূপ ধাম, ভুবনমোহন লাবণি ঠাম,
হেরত জগত-যুবতী উমতী ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥
অসীম পূণিম শরদচন্দ, কিরণ মদনবদন ছন্দ,
কুন্দকুসুম নিন্দি সুষম, মঞ্জু সদন পাঁতিয়া।
বিম্ব-অধরে মধুর হাসি, বমই কতহি অমিয়া রাশি,
সুধই সিধু নিকর ঝিকর বচন ঐছন ভাঁতিয়া॥

মধুর বরজবিপিনকুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতি পুঞ্জ,
গাওরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া।
আবেশে অবশ অলসবন্দ, চলত চলত খলত মন্দ,
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণনয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুটত ভ্রমত, ফুটত, মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহুঁ প্রেম অমিঞা পীব,
তঁহি বলরাম বঞ্চিত একলে সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥

৪র্থ পদ। কল্যাণী।

অমৃত১ মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো, তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গড়িল গো, এক কৈল স্থধই স্নেহ॥
অখণ্ড পীযূষ২ ধারা, কোথা৩ আউটিল গোরা, সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো, হেন বাঁসো গোরা অঙ্গখানি॥
অনুরাগের দধি, প্রেমের সাচনা দিয়া, কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটী।
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথাখানি, হাসিয়া কহয়ে গুটিগুটি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা, গাথানি মাজিল গো, চাঁদ মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত নিরমাণ কৈল, অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চাঁদে, আকুল হইয়া কাঁদে, কর পদ পদ্মের গন্ধে।
এমন বিনোদিয়া, কোথায় দেখি যে নাই, অপরূপ প্রেমের বিনোদে॥
কুড়িটী নখের ছটায়, জগত আলো কৈল গো, আঁখি পাইল জনমের অন্ধে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া আকুল গো, নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের সার, বিশাল হৃদয়খানি, কে না গড়াইল রঙ্গ দিয়া।
রদন বাটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো, বিনি ভাবে সু সলুঁ কাঁদিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো, কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপা যত, কুলের কামিনী ছিল, দুহাতে করিতে চায় পাখা॥
রঙ্গের মন্দিরখানি, নানা রত্ন দিয়া গো, গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা, ভাবে অভিলাষী গো, মদন বেদন ভাবি কাঁদে॥
না চায় আঁখির কোণে, সদাই সবার মনে, দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি, সুখের লালস গো, আলসল জর জর গায়॥

---

১ অমিয়া। ২ বিজুরী। ৩ কেবা।

কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভরড়ে, গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটায়ে কাঁদে, কেহ থির নাহি বাঁধে,১ গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, কেহ নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বউ, সেবলে সকল যাউ, গোরাগুণ রূপের বাতাসে॥
নদীয়ানগর-বধূ, হেরি গোরামুখবিধু, ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে, মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে গণে রাত্র দিবা, গোরা রূপে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল-ভুবনপতি, ধূলায় লোটায় ক্ষিতি, সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেম অভিলাষী গো, অনুরাগে রাঙ্গা দুটী আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া, বাহির না হয় গো, এই গোরাতনু তার সাখী॥
দেখ রে দেখ রে লোক, হেন প্রেমা অপরূপ, ত্রিজগতনাথ নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চনের সনে, কিনাই কি ধন মাগে, কিনা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥
জয়রে জয়রে জয়, হেন প্রেম রসালয়, ভাঙ্গি বিলাইল গোরা রায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল, আনন্দে লোচন দাস গায়॥

৫ম পদ। ধানশী।

সরুয়া কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহে তনু সুখ বসন পরে॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে। যুবতী জীবন ঘুরিয়া বুলে॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে। বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি। কুলবতী ব্রত নাশিল বাসি॥
নবঙ্গ দুলাল চাঁপার ফুলে। কি দিয়া বান্ধল কুন্তল মূলে॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি। কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা। রসিয়া যুবতী কুলের কাঁটা॥
নিতম্ব মণ্ডলে কাম সে রহি। ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি॥
গোবিন্দ দাসের সরম জাগে। তাহে কোন ছার যৌবন লাগে॥

৬ষ্ঠ পদ। ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণী যে।
মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন, দেখিয়া জীয়ে কিসে॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ ধনুয়া মদনবাণে, তার কি পরাণ রয়॥

১ কেহ নাহি কেশ বাঁধে।

যে জানে পিরীতি বেথা।
সেহ কি ধৈরজ ধরিতে পারে, শুনিয়া সুখের কথা॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানু-লম্বিত, বাহু হেরি কান্দে, পরিসর গোরাবুক॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন, পরশ পাবার তরে॥
গোবিন্দ দাসের চিতে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, চরণ নখর, তাহার মাধুরী পীতে॥

৭ম পদ। তুড়ি বা মায়ূর।

বিনোদফুলের, বিনোদ মালা, বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী, গাথিল মালা, বিনোদ বিনোদফুলে॥ ধ্রু॥
বিনোদ কেশ,১ বিনোদ বেশ,২ বিনোদ বরণ খানি।
বিনোদ মালা, গলায় আলা, বিনোদ দোলনি॥
বিনোদ বন্ধন,৩ বিনোদ চিকুর,৪ বিনোদ মালায় বেড়া।
বিনোদ নয়ানে, বিনোদ চাহনি, বিনোদ আঁখির তারা॥
বিনোদ বুক, বিনোদ মুখ, বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে, বিনোদ নাগর, বিনোদ বিহরে॥
বিনোদ বলন, বিনোদ চলন, বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে।
লোচন বলে, বিনোদিনীর, বিনোদ গৌরাঙ্গে॥

৮ম পদ। বিহাগড়া।

লাখবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া মিলিয়া বিজুরী সমূহে।
বিহি অতি বিদগধ, আমিয়ার সাঁচে ভরি, নিরমিল গৌর সুদেহে॥
সজনি, ইহ অপরূপ গোরা রাজে।
রসময় জলধি, মাঝে নিতি মাজল, সাজল লাবণি সাজে॥ ধ্রু॥
কোটি কোটি কিয়ে, শরদসুধাকর, নিরমঞ্চন মুখচাঁদে।
জগমন মথন, সঘন রতি নায়ক, নাগর হেরি হেরি কাঁদে॥
ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দরপণ, দীপ দীপতি করু শোভা।
অতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দ দাস মনে, লাগল লোচন লোভা॥

---

১ গৌর। ২ শরীর। ৩ বাঁধা। ৪ কেশ—পাঠান্তর।

৯ম পদ। ধানশী।

গৌররূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে,সে রস ধাধস সুখে, অনিমিষে দেখহ নয়নে॥ ধ্রু॥
পরিয়া পাটের জোড়, বাঁধিয়া চিকুর ওর, তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন, লেপিয়াছে চন্দন, দেখিয়া জীউ করিল নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম, মাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক অন্যের কাজ, মদন মুগধ ভেল, রহল যুবতীকুলের খোঁটা॥
প্রাণ সরবস দেহ, অবশ সকল সেহ, না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গরূপ, কেশর লেপিয়া গো, ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া, কাম সায়রে মরি।
গোবিন্দ দাস, কহয়ে তবে সে, দুখের সাগরে তরি॥

১০ম পদ। ধানশী।

দেখ দেখ নাগর, গৌর সুধাকর, জগত আহ্লাদনকারী।
নদীয়া পুরবর রমণীমণ্ডল, মণ্ডন গুণমণিধারী॥
সহজই রসময়, সহচর উড়ুগণ মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন পরাভব, বদন-হাস দেখি, বিবসয় রঙ্গিণীগণ ভয় লাজ॥
ভকত-বৃন্দচিত, কৈরব ফুল্লিত, নিশি দিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া রমণীচিত, রোহিণী নায়ক, অনুক্ষণ পূরল না রহে হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস, প্রকাশ বিনোদই, বিলসই উলসই ভাবিনী ভাব।
পদপঙ্কজ পর, গোবিন্দ দাস চিত, ভ্রমরী কি পাওবি মাধুরী লাভ॥

১১শ পদ। ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌরকিশোর। হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর॥
আজানু-লম্বিত ভুজ তাহে বনমাল। তঁহি অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥
লোল বিলোকন নয়ন হি লোর। রসবতী-হৃদয়ে বান্ধল প্রেম ডোর॥
পুলক পটল বলয়িত ছিরি অঙ্গ। প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ॥
গোবিন্দ দাস আশ করু তায়। গৌর-চরণ-নখর-কিরণ ঘটায়॥

১২শ পদ। কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ সঞে সুন্দর, সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী পিরীতি রসে মাতল, ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ॥

সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথ-মথন, অরুণ নয়নাঞ্চল, চাহনি ভৈ গেলু ভোরা ॥ ধ্রু ॥
মৃদু মৃদু মধুর, মধুর স্মিত শোভিত, লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী, ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ ॥
কেশরি-শাবক জিনি, ভঙ্গুর মাজা খিনি, তাহে বিলসে মনমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবন গতমন, মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ ॥
কুটিল সুকেশ, কুসুমময় লোটন, জোটন রসবতী রস পরিণাম।
গোবিন্দ দাস কহে, ঐছে বর রসিয়া, নাগর হেরি কহয়ে গুণগান ॥

১৩শ পদ। বেলোয়ার-কন্দর্পতাল।

লাখবাণ কনক, কষিল কলেবর, মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠান।
গদ গদ নীর থির নাহি পাওই, ভুবনমোহন কিয়ে নয়ানসন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানু-লম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু ॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা।
কিয়েরে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা ॥
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না। প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া। থির নাহি বাঁধে পড়ত পহু ঢলিয়া ॥
গোবিন্দ দাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া। বলিহারি যাউ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া ॥

১৪শ পদ। আড়ানি।

মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া।
হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া ॥
রূপের ছটা যুবতী ঘটা বুক ভরিতে চায়।
মন গরবের মানের গড় ভাঙ্গিলে মদন রায় ॥
রঙ্গিল পাটের ডোর দুই দিগে সোণার নূপুর পায়।
ঝুনর ঝুনর বাজিয়াছে ঠমকে তায় ॥
মালতীফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাসে।
কুলকামিনীর কুল মজিল গীম দোলনীর ঠামে ॥
আঁখির ঠারে প্রাণেতে মারে কহিতে সহিতে নারি।
রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলে চুরি ॥

১৫শ পদ। গান্ধার।

দেখ দেখ গোরা নটরায়।

বদন শরদশশী, তাহে মন্দ মন্দ হাসি, কুলবতী হেরি মুরছায় ॥ ধ্রু ॥

চাঁচর চিকুর মাথে, চম্পককলিকা তাতে, যুবতীর মন মধুকর।

শ্রুতিপদ্মযুগমূলে, কনককুণ্ডল দোলে, পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর ॥

কম্বু কণ্ঠে মৃদুবাণী, সুধার তরঙ্গখানি, হরি-রসে জগত ডুবায়।

করিবর কর জিনি, বাহুযুগ সুবলনি, অঙ্গদ বলয়া শোভে তায় ॥

বক্ষ হেম ধরাধর, নাভি-পদ্ম সরোবর, মধ্য হেরি কেশরী পলায়।

অরুণবসন সাজে, চরণে নূপুর বাজে, বাসু ঘোষ গোরাগুণ গায় ॥

১৬শ পদ। বেলোয়ার।

সহজই কাঞ্চনকান্তি কলেবর, হেরইতে জগজন-মনোমোহনিয়া।

তাহে কত কোটি মদন মুরছাওল, অরুণকিরণহর অম্বর বনিয়া ॥

রাই প্রেম ভরে, গমন সুমন্থর অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়া।

স্বেদ কম্প ঘন, ঘন পুলকাবলী, ঘন হুহুঙ্কার করত গরজনিয়া ॥

ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই, দুহু দিঠি মেহ সঘনে বরখণিয়া।

ও রসে ভোর, ওর নাহি পাওই, পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া ॥

হরি হরি বলি, রোই কত বিলপই, আনন্দে উনমত দিবস রজনিয়া।

হরি হরি রব শুনি, জগত তরিয়া গেল, বঞ্চিত বলরাম দাস পামরিয়া ॥

১৭শ পদ। সিন্ধুড়া।

কনয়া কষিল মুখশোভা। হেরইতে জগমনলোভা ॥

বিনি হাসে গোরা মুখ হাস। পরিধান পীত পটবাস ॥

অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া। নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া ॥

ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে। গুন গুন শবদ রসালে ॥

গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা না দেখিলে বিষ লাগে ॥

১৮শ পদ। তুড়ী।

আজানু-লম্বিত বাহু যুগল কনক পুতলী দেহা।

অরুণ-অমবর শোভিত কলেবর উপমা দেওব কাঁহা ॥

হাস বিমল বয়ান কমল পীন হৃদয় সাজে।

উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া উদার বিগ্রহ রাজে ॥

চরণ নখর উজোর শশধর কনয়া মঞ্জীর শোহে।
হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছিয়া রূপ জগমন মোহে॥
কলিযুগে অবতার চৈতন্য নিতাই পাপ পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাস গুণগানে॥

১৯শ পদ। সুহই।

গৌরবরণ হেরিয়া বিজুরী গগনে বসতি কেল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি১ হারি পরাজিত ভেল॥
দেখ দেখ মদনমোহনরূপ।
মাজার শোভায়, গরব তেজিয়া, পলায়ন গিরিভূপ॥ ধ্রু॥
শুনি করিবর, গমন সঞ্চার, চরণ সোঁপিয়া গেল।
ভয় পাঞা মনে, কুরঙ্গিণীগণে, লোচন ভঙ্গিমা দেল॥
কেশের শোভায়, চামরীর গণে, নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।
বনে প্রাবশিয়া লজ্জিত হইয়া, অভিমানে রহে পড়ি॥
যুবতী গরব তেজিতে গৌরব, নদীয়া নগর মাঝে।
চন্দ্রশেখর কহয়ে বজর পড়িল যুবতী লাজে॥

২০শ পদ। বরাড়ী।

সজনি ঐ দেখ শচীর-নন্দন। যেবা জন দেখে তার স্থির নহে মন॥
অসীম গুণের নিধি অপার মহিমা। এ তিন ভুবনে নাহি রূপে দিতে সীমা॥
খগ মৃগ তরু লতা গুণ শুনি কাঁদে। রূপে গুণে কুলবতী বুক নাহি বাঁধে॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নাম জনে জনে দিয়া। বাসুদেব বোলে গোরা লইল তরিয়া॥

২১শ পদ। কামোদ।

সখি হে, ঐ দেখ গোরা-কলেবরে। কত চাঁদ জিনি মুখ সুন্দর অধরে॥
করিবর-করজিনি বাহু সুবলনী। খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ন চাহনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে। আজানুলম্বিত চারু নব নব মালে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে। চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ। নখমণি জিনি ইন্দুপূর্ণ দরপণ॥
বাসুঘোষ বোলে গোরা কোথা না আছিল। যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥

---

১ সামগ্রী—পাঠান্তর।

২২শ পদ। সুহই।

কি পেখিলুঁ[১] গৌর-কিশোর। সুরধুনীতীরে উজোর ॥
সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ। করতহিঁ কতমত রঙ্গ ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ-কুসুম-পরকাশ ॥
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড। জিতল করিবর শুণ্ড ॥
অহনিশি ভাবে বিভোর। কুল-কামিনী-চিত-চোর ॥
মদন-মন্থর গতি ভাঁতি। মূরছিত মনমথ-হাতী ॥
সো পদপঙ্কজ বায়। কহ কবিশেখর রায় ॥

২৩শ পদ। আনন্দ-কৌমদী।

গৌরবরণ তনু সুন্দর সুখময় সদয় হৃদয় রসাল রে।
কুন্দ-করবীর, গাঁথন থরে থর, দোলনী বনি বনমাল রে ॥
গৌরবামে বর প্রিয় গদাধর, নিগূঢ় রস পরকাশ রে।
রাসমণ্ডল ঐছে ভাণল প্রেমে গদগদ ভাষ রে ॥
নদীয়া-নগরে চাঁদ কত কত, দূরে গেও আন্ধিয়ার রে।
কতহুঁ উয়ল দীপ নিরমল ইথেহুঁ নামই না পার রে ॥
গৌর গদাধর প্রেমসরোবর, উথলি মহীতল পূর রে।
দাস যদুনাথ, বিধি বিড়ম্বিত, পরশ না পাইয়া ঝুর রে ॥

২৪শ পদ। মঙ্গল।

প্রফুল্লিত কনক-কমল মুখমণ্ডল, নয়ন খঞ্জন তাহে সাজে।
দীঘল ললাট মাঝে, শ্রীহরি মন্দির সাজে, করঙ্গ কৌপীন কটিমাঝে ॥
জয় জয় গোরাচাঁদ কলুষবিনাশ।
পতিতপাবন জগতারণ কারণ, সংকীর্ত্তন পরকাশ ॥ধ্রু॥
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড বিরাজিত, গলে দোলে মালতী দাম।
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর, পুলক কদম্ব অনুপাম ॥
প্রাতর-অরুণরুচি শ্রীপদপল্লব অভেদ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
বিজয়ানন্দ দাসে, আনন্দসায়রে ভাসে, চরণকমল মকরন্দ ॥

---

১ হেরলু।

২৫শ পদ। মঙ্গল।

দেখ দেখ গোরারূপ ছটা।
হরিদ্রা হরিতাল, হেম কমলদল, কিবা থির বিজুরীর ঘটা ॥ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তলে চূড়া, মালতী মল্লিকা বেড়া, ভালে উর্দ্ধ তিলক সুঠাম।
আকর্ণ নয়ান-বাণ, ভুরুধনু সন্ধান, হেরিয়া মূরছে কোটিকাম ॥
হেমচন্দ্র গণ্ডস্থল, শ্রুতিমূলে কুণ্ডল, দোলে যেন মকর আকারে।
বিম্ব অধর ভাঁতি, দশন মুকুতা পাঁতি, আধহাসি অমিয়া উগারে ॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ, কণ্ঠে মণিহার বন্ধ, ভুজযুগ কনক অর্গল।
সুরাতুল করতল, জিনি রক্ত উৎপল, নখচন্দ্র করে ঝলমল ॥
পরিসর হিয়া মাঝে, মালতীর মালা সাজে, সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র সুজঠর।
নাভি সরোবর জিনি, রোমাবলী ভুজঙ্গিনী, কামদণ্ড কিয়ে মনোহর ॥
হরিজিনি কটিতটে কনক কিঙ্কিণী রটে, রক্তপ্রান্ত বসনে বেষ্টিত।
হেমরম্ভা জিনি উরু, চরণ নাটের গুরু, তাহে মণিমঞ্জীর শোভিত ॥
সূক্ষ্মরক্তপদ্মদল, শ্রেণী অঙ্গ মনোহর, তাহে জিনি কোঁচার বলনী।
চরণ উপরে দোলে, হেরি মুনি-মন ভোলে, আধগতি গজবর জিনি ॥
কিবা তাহে পদাঙ্গুলি, কনক চম্পককলি, অপরূপ নখচন্দ্র পাঁতি।
তার তলে কোকনদ, ভুবনমোহন পদ, তদুচিত অলি রহু মাতি ॥

২৬শ পদ। ধানশী।

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ পুঞ্জগঞ্জি গৌরবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপধাম।
জিনি রক্তপদ্মদল, শ্রীপাদযুগলতল, দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম ॥
শরদ-শশীর ঘটা, নিন্দি দশনখ ছটা, তুঙ্গ গুল্ফ জঙ্ঘা মনোহর।
সুবর্ণ সম্পুটাকার, জানু যুগ্মরূপাধার, রম্ভারুচি উরু চারুস্থল ॥
প্রসর নিতম্ব স্থল, তাহে শুক্ল পট্টাম্বর, কাঁকালি কেশরী জিনি ক্ষীণ।
অশ্বত্থপত্রের হেন, উদর বনিয়াছেন, বক্ষোদেশ তুঙ্গ অতি পীন ॥
জানুদেশ বিলম্বিত, হেমার্গল সুবলিত, বাহুযুগ্ম অঙ্গদ ভূষিত।
করতল সুরাতুল জিনিয়া জবার ফুল, মাধুরীতে ভুবন মোহিত ॥
দশনখচন্দ্র আগে, শুক্লবর্ণ মূলভাগে, দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।
সিংহগ্রীব তিন রেখা, তাহাতে দিয়াছে দেখা, অধর বন্ধুক-পুষ্পাকার ॥
সুবর্ণ দর্পণ জিতি, গণ্ডস্থল যুগাকৃতি, মুক্তাপাঁতি জিনি দণ্ডাবলী।
নাসা তিলপুষ্প জনু, ভুরুযুগ কামধনু, সায়ক সুন্দরালিক স্থলী ॥

অমল কমল আঁখি, তারা যেন ভৃঙ্গপাখী, অনুরাগে অরুণ সজল।
কামের কামানগুণ শ্রুতিযুগ সুগঠন, তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল॥
স্নিগ্ধ সূক্ষ্মবক্র শ্যাম, কুণ্ডল লাবণ্যধাম, নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি।
বদন-কমলে হাস, কোটি কলানিধি ভাষ, কুন্দবৃন্দ করিয়া নিছনি॥
ভুবনমোহন অঙ্গ, তাহে নটবর ভঙ্গ, নৃত্যকৃত্য ভৃত্য গান কলা।
দুবাহু তুলিয়া যবে, ভাব ভরে ফিরে তবে, উঠে যেন অনন্ত চপলা॥
এইরূপ দেখে যেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই, প্রবেশয়ে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব দেহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেহ, গুণ শুনি গৌরপদদ্বন্দ্বে॥

২৭শ পদ। যথারাগ।

একে সে কনয়া কষিল তনু। শশিনি কলঙ্ক দমন জনু॥
তাহাতে লোচন চাঁচর কেশে। মাতায়ে রঙ্গিণী সুষমা লেশে॥
কিবা অপরূপ গৌরাঙ্গশোভা। এ তিন ভুবন রঙ্গিণী লোভা॥
অরুণ পাটের বসন ছলে। তরুণী-হৃদয়-রাগ উছলে॥
বাহু উঠাইয়া মোড়য়ে তনু। ছটায় বিজুরী ঝলকে জনু॥
পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গ। তনুতে তনুতে তরঙ্গ রঙ্গ॥
কেশর কুসুম সুষমদাম। যদু কহে সব ভাঙ্গল মান॥

২৮শ পদ। তথারাগ।

বিকচ কনয়া কমল কাঁতি। বদন পূর্ণিমাচাঁদের ভাঁতি॥
দশন শিকর নিকর পাঁতি। অধর অরুণ বান্ধুলী অতি॥
মধুর মধুর গৌরাঙ্গশোভা। এ তিন ভুবনে নয়নে লোভা॥
কি জানি কি রসে সতত মাতি। গমন মন্থর গজেন্দ্রভাঁতি॥
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোরা। আসিয়া বসে কি চকোর জোরা॥
সোঙরি কান্দয়ে পূরব লেহ। যৈছন গরজে নবীন মেহ॥
কোথা গদাধর বলিয়া ডাকে। যদু কহে পহু ঠেকিলা পাকে॥

২৯শ পদ। কানড়া।

অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদে, কামিনী মোহন ফাঁদে, বদনে মদনগর্ব্বচূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা, ঈষত উন্নতনাসা, দাড়িম্ব কুসুম জিনি কর্ণ॥
ঝরে নয়নারবিন্দে, বাষ্পকণা মকরন্দে, তারক ভ্রমর হরষিত।
গম্ভীর গর্জ্জন কভু, কভু বলে হাহা প্রভু, আপাদমস্তক পুলকিত॥

প্রেমে না দেখয়ে বাট, ক্ষণে মারে মালসাট, ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বোলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গরায়, সবে দেখিবার ধায়, কর্ম্মবন্ধে পড়ি গেল বাঁধা॥
পাই হেন প্রেমধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ, আনন্দসায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি, চাতক করিছে কেলি, চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতোয়াল গোরা, জগত করিলা ভোরা, পাইল সব জীব আশ।
জড় অন্ধ মূকমাত্র, সবে ভেল প্রেমপাত্র, বঞ্চিত সে বৃন্দাবনদাস॥

৩০শ পদ। কামোদ।

কো কহে অপরূপ, প্রেমসুধানিধি, কোই কহত রস সেহ।
কোই কহত ইহ, সোই কলপতরু, মঝুমনে হোত সন্দেহ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে, ঐছে রতন হরিনাম॥ ধ্রু॥
যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত, পরবশ জলদসঞ্চার।
মানস অবধি, বহুত কলপতরু, কো অছু করুণা অপার॥
যছু চরিতামৃত, শ্রুতি-পথে সঞ্চরু, হৃদয়-সরোবর-পূর।
উমড়ই নয়ন, অধম-মরু ভূমহি, হোয়ত পুলক-অঙ্কুর॥
নামহি যাঁক, তাপ সব মেটয়ে, তাহে কি চাঁদ-উপাম।
ভণ ঘনশ্যাম, দাস নাহি হোয়ত, কোটি কোটি একু ঠাম॥

৩১শ পদ। কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর, বিহরই নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
কুটিল-কুন্তল-গন্ধ পরিমল, চন্দনতিলক ললাট।
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির-দুয়ারে দেওল কপাট॥
অধর বান্ধুলী বন্ধু বন্ধুর মধুর বচন রসাল।
কুন্দ-হাস প্রকাশ সুন্দর, ইন্দুমুখ উজিয়ার॥
করিকর জিনি বাহুর সুবলনি, দোসারি গজমতিহার।
"সুমেরু-শেখর উপরে যৈছন"[১] বহই সুরধুনী ধার॥

---

১ সুমেরু শিখরে যৈছন ঝাঁপিয়া—পাঠান্তর।

রাতুল* চরণযুগল পেখলু, নখর বিধু মণি জোর।
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল, গোবিন্দদাস মন ভোর।

৩২শ পদ। কল্যাণী।

দেখ দেখ সখি গোরাবর দ্বিজমণিয়া।
নিরুপমরূপ, বিধি নিরমিল, কেমনে ধৈরজ ধরিয়া॥ ধ্রু॥
আজানুলম্বিত সুবাহুযুগল, বরণ কাঞ্চন জিনিঞা।
কিয়ে সে কেতকী, কনক-অম্বুজ, কিয়ে বা চম্পক মণিয়া॥
কিয়ে গোরোচনা, কুঙ্কুমবরণা, জিনি অঙ্গ ঝলমলিয়া।
মধুর বচনে, অমিয়া বরিখে, ত্রিজগত মন ভুলিয়া॥
কত কোটি চাঁদ, বদন নিছনি, নখচাঁদে পড়ে গলিয়া।
বাসু ঘোষে কহে, গৌরাঙ্গবদন, কে দেখি আসিবে চলিয়া॥

৩৩শ পদ। বরাড়ী।

ও না কে বলগো সজনি।
কত চাঁদ জিনি, সুন্দর মুখানি, বরণ কাঞ্চন মণি॥ ধ্রু॥
করিবরকর জিনি, বাহুর সুবলনী, আজানুলম্বিত সাজে।
নখকরপদ, বিধু কোকনদ, হেরি লুকাইল লাজে॥
ভাঙ যুগবর, দেখিতে সুন্দর, মদন তেজয়ে ধনু।
তেরছ চাহিয়া, হাসি মিশাইয়া, হানয়ে সভার তনু॥
কটিতে বসন, অরুণ বরণ, গলে দোলে বনমালা।
বাসু ঘোষ ভণে, হও সাবধানে, জগত করেছে আলা॥

৩৪শ পদ। কামোদ।

দেখহ নাগর নদীয়ায়।
গজবর-গতি জিনি, গমন সুমাধুরী, অপরূপ গোরা দ্বিজরায়॥ ধ্রু॥
চরণ-কমল যেন, ভকত ভ্রমরগণ, পরিমলে চৌদিকে ধায়।
মধুমদে মাতল, সব মহীমণ্ডল, দিগবিদিগ নাহি পায়॥
রসভরে গর গর, অধর মনোহর, ঈষৎ হাসিয়া ঘন চায়।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতবর, নয়ান কোণের শর, কত কোটি কাম মুরছায়॥

---

* গ্রন্থান্তরে যথা—রাতুল অতুল চরণযুগল নখমণি বিধু উজোর।
ভকত ভ্রমরা কত সৌরভে উনমত বাসুদেব মন রহু ভোর।

আভরণ বহুমণি, বসন অরুণ জিনি, বাজন নূপুর রাঙ্গা পায়।
জগত বিজয়ধ্বনি, জয় গোরা দ্বিজমণি, বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়॥

৩৫শ পদ। মঙ্গল।

নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন-ভূষণ-শোভা।
সুগন্ধি চন্দন, তাহাতে লেপন, মদনমোহন আভা॥
উর পরিসর, নানা মণিহার, মকর কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি, তেরছ চাহনি, হানয়ে মরমে বাণে॥
বিনোদ বন্ধন, দুলিছে লোটন, মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়ানগরে, নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া॥
মদন মন্থর, গতি মনোহর, করি সরমিত তায়।
এমন কমল, চরণযুগল, দুখিয়া শেখর রায়॥

৩৬শ পদ। ভাটিয়ারী।

অতি অপরূপ, রূপ মনোহর, তাহা না কহিবে কে।
সুরধুনীতীরে, নদীয়ানগরে, দেখিয়া আঁইলু সে॥
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্য কলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা॥
সোণার বাজুল, মণির পদক, উরে ঝলমল করে।
ও চাঁদের মুখের মাধুরী হেরিতে তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবনতরঙ্গে, রূপের পাথারে, পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে।
শিখরের পহুঁ বৈভব কো কহুঁ ভুবন ডুবিল যশে॥

৩৭শ পদ। কামোদ।

নিরুপম কাঞ্চনরুচির কলেবর, লাবণি বরণি না হোয়।
নিরমল বদন, বচন অমিয়াসর, লাজে সুধাকর রোঁয়॥
হেরলুঁ রে সখি রসময় গৌর।
বেশবিলাসে মদন ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
লোল অলকাকুল, তিলক সুরঞ্জিত, নাসা খগপতি তুণ।
ভাও কামান, বাণ দৃগঞ্চল, চন্দন রেখা তাহে গুণ॥
কম্বুকণ্ঠে মণি, হার বিরাজিত, কামকলঙ্কিতশোভা॥
চরণ অলঙ্কৃত, মঞ্জীর ঝঙ্কৃত, রায়শেখর মন লোভা॥

৩৮শ পদ। সুহই।

কুন্দন কনক, কমলরুচিনিন্দিত, সুরধুনীতীরবিহারী।
কুঞ্চিত কণ্ঠ, ললিত কুসুমাকুল, কুলকামিনী-মনোহারী॥
জয় জয় জগজীবন যশধীর।
জাহ্নবী যমুনা যেন, জলধর বরিখন, ঐছে নয়ানে বহে নীর॥ ধ্রু॥
পদ্মিনী পূরুব, পিরীতি পুলকাইত, পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীতপট, নিপতিতাঞ্চল, পদপঙ্কজ পরচারী॥
রসবতী রমণী, রঞ্জন রুচিরানন, রতিপতি রঙ্গিত তায়।
রসিক রসায়ন, রসময় ভাষণ, রচয়তি শেখর রায়॥

৩৯শ পদ। জয়জয়ন্তী।

মুদির মাধুরী, মধুর মূরতি, মৃদুল মোহন ছাঁদ।
মৌলী মালতী, মালে মধুকর, মোহিত মনমথ ফাঁদ॥
গৌর সুন্দর, সুঘড় শেখর, শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সাজক, সুঘড় ভাবক, সতত সুখময় ভাষ॥
চীন চাঁচর, চিকুর চুম্বিত, চারু চন্দ্রিক মাল।
চকিতে চাহিতে, চপল চমকিত, চিত চোরল ভাল॥
গান গুজ্জরী, গৌরী গান্ধার, গমক গরজন তায়।
গমন গজপতি, গরব গঞ্জিত, গাওয়ে শেখর রায়॥

৪০শ পদ। গান্ধার।

দেখ দেখ অদভূত, সুন্দর শচীসুত, অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগমগ হিরণ কিরণ জিনি তনুরুচি, হরি হরি বোলত বয়ান॥
ভালহি মলয়জ, বিন্দু-বিরাজিত, তছুপর অলকা-হিলোল।
কনক সরোজ, চাঁদ জনু উজোর, তহি বেড়ি অলিকুল দোল॥
দুনয়ন অরুণ কমলদল গঞ্জন, খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতি ফল, তৈছে বহত ঘন লোর॥
:নিজ গুণ নাম গানরসসায়রে, জগজন নিমগন কেল।
দীন হীন রামানন্দ তঁহি বঞ্চিত কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥

৪১শ পদ। তুড়ী।

দেখত বেকত গৌর অদভূত উজোর সুরধুনীতীর।
জাম্বুনদ তনু, বসন জিনিয়া ভানু সুন্দর সুঘড় সুধীর॥

ব্রজলীলাগুণ, সোঙরি সোঙরি ঘন, রহই না পারই থির।
পুলকে পূরল তনু, ফুটল কদম্ব জনু, ঝর ঝর নয়নক-নীর॥
অবিরত ভকত, গানরসে উনমত, কম্বুকণ্ঠ ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব, শুনি পুন নাচত, সঘনে বোলয়ে হরিবোল॥
দেব দেব অধিদেব জন বল্লভ, পতিতপাবন অবতার।
কলিযুগ কাল ব্যাল ভয়ে কাতর, রামানন্দে কর পার॥

৪২শ পদ। তুড়ী।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ॥
ললাটফলক পটির তিলক, কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, কুণ্ডলে মণ্ডিত, গণ্ডমণ্ডল রাজে॥
ওরূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম, সরম ভরম, মাথাতে পাড়ল বাজ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গরঙ্গিত সঙ্গ।
মদন কদন, হোয়লু সদন, জগতযুবতী অঙ্গ॥
অধর বন্ধুক, মাধ্বিক অধিক, আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বরয়ে অমিয়া রাশি॥
কুন্দদাম ঠামহি ঠাম কুসুম সুষম পাঁতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥
হিরণ হীর, বিজুরী থীর, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ, হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে॥
কাম চমক, ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা।
মত্ততা সিন্ধুর, গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ চরণ খঞ্জনগঞ্জন মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দুনিন্দন, নখরচ্ছন্দন বলি বলরাম দাস॥

৪৩শ পদ। কামোদ।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরা রে, বর বিধু জিনিয়া বয়ান।
ছুটি আঁখি নিমিখ, মূরুখবর বিধি রে, না দিলে অধিক নয়ান॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর।

কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী, হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত, মালতী-কুসুম সুরঙ্গ।
হেরি গোরা মূরতি, কত শত কুলবতী, হানত মদনতরঙ্গ ॥
অনুক্ষণ প্রেমভরে, সে রাঙ্গা নয়ন ঝরে, না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
নদীয়ানগরী, সেহ ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গী করু, বাঞ্ছাকলপতরু, কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

৪৪শ পদ। তিরোতা ধানশী।

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ। চাঁদবদনে হাসি অমিয়া তরঙ্গ ॥
অবনী বিলম্বিত বনে বনমাল। সৌরভে বেঢ়ল মধুকর জাল ॥
উভদ্বয় ভুজপর থর সর চাপ। হেরইতে ধপুগণ থরহরি কাঁপ ॥
দুর বাদল তুল নখবিধু সাজ। মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥
তদধহিঁ দুহুঁ কর জলধর শ্যাম। তহিঁ শোভে মোহন মূরলী অনুপাম ॥
নখমণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ। তাঁহে মণি আভরণ মূরছে অনঙ্গ ॥
তদধহিঁ করহি কমণ্ডলু দণ্ড। যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড ॥
গীম সঞে উরে মণি মোতি বিলোল। শ্রীবৎসাঙ্কিত কৌস্তভ দোল ॥
মলয়জময় উর পরিসর পীন। নাভি গভীর কটি কেশরী ক্ষীণ ॥
বসন সুরঙ্গ চরণ পরি সন্ত। পদনখ নিছনি দাস অনন্ত ॥

৪৫শ পদ। সুহই।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। রসে ঢর ঢর গোরা মুখাও নিছনি।
কি কাজ শারদ কোটি শশী। জগত করয়ে আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গ মধুর কাঁতি। মনু অনুরোধে এ বড় যুবতী ॥
সুদর্শন শিখর মূরতি। মরমে ভরম জাগে পিরীতি ॥১
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকী। কুলবতী উনমতি কৈল দুটী আঁখি ॥
অলকা তিলকা ভালে শোভে। রঙ্গিণীর রঙ্গ বাঢ়ে এই লোভে ॥
চাঁচর চিকুর কবরি। নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি ॥২
চন্দন-কেশরমাখা তনু। রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লইয়াছে জনু।
মদনবিজয়ী দোলে মালা। ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা ॥

---

১ আরতি। ২ হেরি মরি—পাঠান্তর।

রাঙ্গা প্রান্ত পীত পটবাস। পহিরণ নিতম্বিনী রস অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখ চাঁদ। পামরী গোবিন্দ দাসে রচিত বাঁধা ফাঁদ॥

৪৬শ পদ। ধানশী।

গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদনমণ্ডল।
কনক-কমলাকিয়ে শারদ-পূর্ণিম-শশী, নিশি দিশি করে ঝলমল॥ ধ্রু॥
তোমার বরণ জনু হরিতাল জিনি কিয়ে, থির বিজুরী জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা, কিয়ে দশবাণ সোণা মনমথ-মনোমোহনিয়া॥
খগপতি জিনি নাসা, অমিয় মধুর ভাষা, তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ-নয়ন বাণ, ভুরু ধনু সন্ধান, কটাক্ষ হানয়ে নারী-মনে॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বিলেপিত মলয়জ, অঙ্গুরী বলয়া তাতে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্যসরু, হেমরম্ভা জিনি উরু, চরণে নূপুর বঙ্করাজে॥
জিনি মদমত্ত হাতী, কিয়ে হংসজিনি গতি, দেখিয়া এ হেন রূপরাশি।
কহয়ে গোবিন্দদাস, মোর মনে সন্তোষ, নিছনি যাইয়ে হেন বাসি॥

৪৭শ পদ। সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা। মদন মনোহর বয়সে কিশোরা॥ ধ্রু॥
তাহে ধরু নটবর বেশ। প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব আবেশ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ। জগমন নিমগন প্রেম আনন্দ॥
বিপুল পুলক অবলম্বে। বিকশিত ভেল তহি ভাব কদম্বে॥
নয়নে গলয় ঘন লোর। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ভকতহি কোর॥
রসভরে গদগদ বোল। চরণ-পরশে মহী আনন্দ-হিল্লোল॥
পূরল জগমন আশ। বঞ্চিত ভেলতহি গোবিন্দ দাস॥

৪৮শ পদ। ধানশী।

কাঞ্চন-কমল-কান্তি-কলেবর বিহরই সুরধুনী তীর।
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়য়ে কুন্দ কুসুম করবীর॥
সমবয় সকল সখাগণ সঙ্গহি সরস রভস রসে ভোর।
গজবর-গমন-গঞ্জি-গতি মন্থর, গোপনে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পূরব-প্রেম প্রেমানন্দে পূরিত, পুলক-পটলময় অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নিরুপম নদীয়ানগর পর নিতি নিতি নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু, দুরিত দুঃখ হর, কহত হি গোবিন্দ দাস॥

৪৯শ পদ। সারঙ্গ।

চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণী রে।
উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব, জগমনোমোহন ভাঙনিরে॥
জয় শচীনন্দন ত্রিভুবন-বন্দন।
কলিযুগ-কালভুজগভয়খণ্ডন॥ ধ্রু॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণি, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত, গায়ত কত কত ভকত মেলি।
যে রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল, গোবিন্দ দাস তহি পরশ না ভেলি॥

৫০শ পদ। কামোদ।

গৌর বরণ তনু শোহন মোহন সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর সুন্দর চারু বয়ান।
পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ-কলুষ-তিমির-ঘোর-নাশক, নবদ্বীপ চাঁদ উজোর॥ ধ্রু॥
ভাবহি ভোর ঘোর দুহুঁ লোচন, মোচন ভবনদবন্ধ।
নব নব প্রেমভর বর তনু সুন্দর, উয়ল ভকতগণ সঙ্গ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ বীজ দেই তারল, বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

৫১শ পদ। বিভাস।

পুলকে বলিত অতি, ললিত হেমতনু, অনুখন লটন বিভোর।
কত অনুভাবি, অবধি নাহি পাইয়ে, প্রেমসিন্ধু বহ নয়নক লোর॥
জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার।
কলিযুগ বারণ-মদ-বিনিবারণ, হরিধ্বনি জগতবিথার॥ ধ্রু॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি ক্ষণে রোয়ই, আকুল গদ গদ বোল।
প্রেম ভরে গর গর, না চিনে আপন পর, পতিত জনেরে দেই কোল॥
ইহ সুধা-সায়রে মগন সুরাসুর, দিন রজনী নাহি জানি।
গোবিন্দ দাস বিন্দু লাগি রোয়ই, শ্রীবল্লভ পরমাণি॥

৫২শ পদ। ধানশ্রী।

তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর, উন্নত ভাঙর ভঙ্গী।
করিবর কর জিনি, বাহুর সুবলনি, বিহি সে গঢ়ল বহুরঙ্গী॥

গোরারূপ জগ মনোহারি।
আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল, বধিতে কুলবতী নারী ॥ ধ্রু ॥
আপাদ মস্তক পূর্ণ পুলকেতে প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি আপহি রোঁয়ত, হেরি কাঁদয়ে পশু পাখী ॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা, কুমুদ মল্লিকা, জিনিয়া মধুর মৃদুহাস।
মধুর বচনে, অমিঞা সিঞ্চনে, নিছনি গোবিন্দ দাস ॥

৫৩ পদ। টোরী।

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেঢ়ল ভকত-নখতবৃন্দ।
অখিল ভুবন উজোরকারী কুন্দকনক কাঁতিয়া ॥
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু, হেরি উছল রসকি সিন্ধু।
হৃদয়কুহর-তিমিরহারী, উদিত দিনহুঁ রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ।
ঢুলি ঢুলি চলত খলত মত্ত-করিবর-ভাতিয়া ॥
লটন ঘটন ভৈগেল ভোর, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল।
রোঁয়ত হাসত ধরণী খসিত, শোহত পুলক পাঁতিয়া ॥
মহিমা মহিমা কো কহু ওর, নিজপর ধরি কবয়ে কোর
প্রেম অমিয় হরখি বরখি তরখিত মহী মাতিয়া ॥
যো রসে উত্তম অধম ভাষ, বঞ্চিত একলি গোবিন্দ দাস।
কো জানে কিখনে কোন গঢ়ল কাঠ কঠিন ছাতিয়া ॥

৫৪ পদ। কানাড়া।

নিরূপম হেমজ্যোতি জিনি বরণ। সঙ্গীতে রঙ্গিত রঞ্জিত চরণ ॥
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া। চৌদিকে হরি হরি ধ্বনি, ধনি ধনিয়া ॥
শরদ-ইন্দু-নিন্দি১ সুন্দর বয়না। অহর্নিশি প্রেম নিঝোরে ঝরে নয়না ॥
বিপুল পুলক-পরিপূরিত২ দেহা। নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহা ॥
জগভরি পূরল এহেন৩ আনন্দ। মহী মাহা৪ বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

৫৫ পদ। বেলোয়ার।

সুরধুনীতীরে তীর মাহা বিলসই। সমবয় বালক সঙ্গ।
করতল তাল বলিত হরি হরিধ্বনি। নাচত নটবর ভঙ্গ ॥

---

১ চন্দ্রজিনি, ২ পুলকাবলী পুরিত, ৩ প্রেম, ৪ অমিঞা—পাঠান্তর।

জয় শচী-নন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন, পূর্ণ পূর্ণ অবতার।*
জগ-অনুরঞ্জন, ভবভয়ভঞ্জন, সংকীর্ত্তন পরচার॥ ধ্রু॥
চম্পক গৌর, প্রেমভরে কম্পই, ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলকাকুল আকুল, কঞ্জ নয়নে ঝরে লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর-শিরোমণি বিদগ্ধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস এহেন রসে বঞ্চিত। অবহু শ্রবণে নাহি পীব॥

৫৬ পদ। সুহই।

অপরূপ হেম মণিভাস। অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদ তারা। দূরে করু কলি আঁধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।** উয়ল নবদ্বীপ মাঝ।
পুলকিত স্থির চর জাতি। প্রেম-অমিয়া-রসে মাতি॥
কেহ কেহ ভকত চকোর। নারী পুরুখে "দেই কোর"॥ ৫॥
গোবিন্দ দাস চকোর। রুচি-লব লাগি বিভোর॥

৫৭ পদ। টোরী।

চিত চোর গৌর অঙ্গ, রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ, মদনমোহন ছান্দুয়া।
হেমবরণ হরণ দেহ, পুলক অরুণ তরুণ সেহ, তপত জগত বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ দিবসরাতি, নীপ-কুসুম পুলক-পাঁতি, বদন শারদ ইন্দুয়া।

---

* কথিত আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব লইয়া নদীয়া-রাজসভায় তুমুল আন্দোলন হয়। পণ্ডিতমণ্ডলী নিমাইকে ভগবানের অবতার বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন না। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত নখদর্পণে "গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণ নচাংশকঃ" বচনের উদ্ধার করেন। নদীয়া-রাজ-পণ্ডিত সেই বচনের কূটার্থ করিয়া প্রতিপন্ন-করেন যে, "গৌরাঙ্গ পূর্ণাবতার বা অংশাবতার নহেন, কেবল ভগবানের ভক্ত"। বোধ হয়, ঐ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য বরিয়া ভক্তকবি গোবিন্দ দাস দৃঢ়তাসহকারে সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যপূর্ব্বক বলিতেছেন, "আমার শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্ত নহেন, বা অংশাবতার নহেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ পূর্ণ অবতার"। ইহাই ঐ বচনের সহজ ও সরল অর্থ। পূজ্যপাদ স্মার্ত্ত চূড়ামণি শ্রীল শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অন্বয় ও অর্থই এবিষয়ের উজ্জ্বলতম প্রমাণ, যথা—"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন অংশকো ন স এব পূর্ণঃ। অর্থাৎ "গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নহেন, ভগবানের অংশ নহেন তিনিই পূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্॥" ইতি গৌরাঙ্গতত্ত্ব ১০৭ পৃষ্ঠা।

** স্থাবর ও জঙ্গম (৫) নাহি ওর—পাঠান্তর।

সঘনে রোদন, সঘনে হাস, আনহি বয়ন বিরস ভাষ, "নিবিড় প্রেম" ১ সিন্ধুয়া
অমিঞা জিতল মধুর বোল, অরুণ চরণে মঞ্জীর রোল চলত ২ মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে৩ ভাস। আশ করত গোবিন্দ দাস, প্রেমসিন্ধু বিন্দুয়া।

৫৮ পদ। ধানশ্রী।

জাম্বূনদচয়, রুচির গঞ্জন ঝলমল কলেবর কাঁতি।
চন্দনে চর্চ্চিত, বাহুমণ্ডিত, গজেন্দ্র শুণ্ডক ভাতি॥
পেখলু গৌর কিশোর। নট নায়র হেরইতে আনন্দ ওর॥ ধ্রু॥
ভাবে ভোর তনু, অন্তর গর গর, কণ্ঠে গদ গদ বোল॥
নদীয়া পুর ভরি, অশেষ কৌতুক করি, নাচত রসিক সুজান।
বিধির বৈদগধি, বিনোদ পরিপাটি, দিন রজনী নাহি আন॥
সুরধুনী পুলিনে, তরুণ তরুমূলে, বৈঠে নিজ পরকাশে।
বাসুদেব ঘোষ গায়, পাওল প্রেমদানে, সিঞ্চিল সব নিজ দাসে॥

৫৯ পদ। ধানশ্রী।

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ।
কলি তিমির ঘোর, গোরচাঁদের উজোর, পারিষদ তারাগণ মাঝ॥ ধ্রু॥
কীর্ত্তনে ঢর ঢর, অঙ্গ ধূলিধূসর, হানত ভাব তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি বোলত হরি হরি, ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে॥
বামে প্রিয় গদাধর, কাঁধের উপরে তার, সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি বৃন্দাবন, আকুল অনুক্ষণ, ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
আঁখিযুগ ঝর ঝর, যেন নব জলধর, দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে, কলিজীব উদ্ধারিতে, বরিখল হরিনাম ঘটা॥

৬০ পদ। টোরী।

চিতচোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর।
আকিঞ্চন জন করই কোর, পতিত অধম বন্ধুয়া।
ভুবনতারণ কারণ নাম, জীব লাগিয়া তেজল ধাম, *
প্রকট হইলা নদীয়ানগর যৈছে শারদ ইন্দুয়া॥
অসীম মহিমা কোকরু ওর। যুবতীজীবন করয় চোর॥

১ নয়নসলিল, ২ নাচত, ৩ আনন্দে—ইতি গীতচন্দ্রোদয়ে পাঠান্তর।

* কলির জীবের উদ্ধার জন্য গোলকধাম যিনি ত্যাগ করিলেন।

বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর, বড়ই রসের সিন্ধুয়া।
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ, হরল সকল মনের দুখ,
বাসু ঘোষ কহে কিবা সেরূপ, নিরখি চিত সানন্দুয়া ॥

৬১ পদ। সুহই।

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গসুন্দর। ললাটে তিলক শোভো ঊর্দ্ধে মনোহর ॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিলকুন্তল। প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥
শুক্লযজ্ঞসূত শোভে বেড়িয়া শরীরে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ॥
অধরে তাম্বূল হাসে অধর চাপিয়া। যাঙ বৃন্দাবন দাস সেরূপ নিছিয়া

৬২ পদ। কেদার।

বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি যেন মদন সমান। দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥
কি ছার কনকজ্যোতি সে দেহের আগে। সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে
সে দন্তের কাছে কোথা মুকুতার দাম। সেকেশ দেখিয়া মেঘ ভৈগেল মৈলান ॥
দেখিয়া আয়ত দুই কমল নয়ান। আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু ভুজ দুই অতিহুঁ সুন্দর। সে ভুজ দেখিয়া লাজ পায় করিকর ॥
প্রশস্ত গগন মত হৃদয় সুপীন। ছায়া-পথ যজ্ঞসূত্র তাহে অতি ক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর। আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে। সে হাস দেখিতে কিবা কবিতে অমৃতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান ॥

৬৩ পদ। ধানশ্রী।

বিমল-হেমজিনি তনু অনুপাম রে, তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশরজিনি একটী পুলক রে, তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
জিনি মদমত্ত হাতী, গগন মন্থর গতি, ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি, যেন প্রভাতের রবি, গৌর অঙ্গে লহরি খেলায় ॥
চলিতে নাহিক পারে, গোরাচাঁদ হেলে পড়ে, বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবেতে আবেশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া, আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল ॥
এ সুখ-সম্পদ কালে, গোরা না ভজিলাঙ হেলে, হেন পদে না করিলাঙ আশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥

৬৪ পদ। তুড়ী।

জানু লম্বিত বাহুযুগল কনক পুতলি দেহা।
অরুণ অম্বর শোভিত কলেবর উপমা দেওব কাঁহা।

হাস বিমল, বয়ান কমল, পীন হৃদয় সাজে।
উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া উদার বিগ্রহ রাজে॥
চরণনখর উজোর শশধর কনয়া মঞ্জুরী শোহে।
হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছিয়ে, রূপে জগমন মোহে॥
কলিযুগ অবতার চৈতন্য নিতাই পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণ গানে॥

৬৫ পদ। সিন্ধুড়া।

নদীয়াবিনোদ যেন গোরাচাঁদ, কেলি কুতূহলি ভোরা।
কামের কামান, ভুরু নিরমাণ, বাণ তাহে নয়ানতারা॥
বয়স্যের সঙ্গে রহস্য বিলাস, লীলা রসময় তনু।
বিণা মেঘময়ী, থির বিজুরী তহি, সাজন কুসুম ধনু॥
বয়স্যের স্কন্ধে কর অবলম্বী পুথি করি বাম হাতে।
দিবসের অন্তে, রম্য রাজপথে, সুরধুনীতট তাতে॥
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গেতে লেপন, বিনোদ বিনদে ফোটা।
তাহার সৌরভে, মদন মোহিল, আকুল যুবতী ঘটা॥
চাঁচর কেশের বেশ কি কহব, হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায়, লোভায় রমণী, না মানে গুরুর ভীত॥
নদীয়ানাগর, রসের সাগর, আনন্দসমুদ্রে ভাসে।
বিশ্বম্ভর লীলা, দেখিয়া ভুলিলা, ছাড়িলা আপন বাসে॥
এ লোচন কহে, গৌরাঙ্গচাঁদের বঙ্কিম আঁখিকটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে, দুয়ার ভেজাঞে, ঢলি পড়ে লক্ষে লক্ষে॥

৬৬ পদ। রামকেলি।

আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর। (কিবা)। ধ্রু॥
ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে, চরণ উপর দুলি যাইছে কোচা।
বাক-মল সোণার নূপুর, বাজাইছে ১ মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ২ ভুবন মূরছা।
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় দিয়াছে৩ চাঁপাফুল, কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা৪।
চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দোলাঞা চলে যায়, ললাট উপর৫ ভুবনমোহন ফোঁটা
মধুর মধুর কয় কথা, শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা, চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।

(১) বেজে যাচ্ছে (২) দেখিলে—পাঠান্তর (৩) গুঁজেছে (৪) ঝোঁটা (৫) কপাল মাঝে—পাঠান্তর।

বাহুর হেলন দোলন দেখি, করীর শুণ্ড কিসে লেখি, নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা
এমন কেউ থাকিত থাকে, কথার ছলে থানিক রাখে, নয়ান ভৈরে দেখি রূপখানি
লোচন দাসে বলে কেনে, নয়ান দিলি উহার পানে, কুল মজালি আপনা আপনি

৬৭ পদ। ধানশ্রী।

হেমবরণ বর সুন্দর বিগ্রহ সুরতরু বর পরকাশ।
পুলক পত্রনব, প্রেম-পক্কফল, কুসুম মন্দ মৃদু হাস॥ ধ্রু॥
নাচত গৌর মনোহর অদ্ভুত রঞ্জিত সুরধুনী ধার।
ত্রিজগত লোক ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতনমণিহার॥
ভাব বিভবময় রসরূপ, অনুভব সুবলিত রসময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্তগতি, অতি সুমনোহর, মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি ক্ষিতিমণ্ডল, ধনি নদীয়া পুর, ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার ধনিরে ধনি কীর্ত্তন, জ্ঞানদাস নহ পার॥

৬৮ পদ। যথারাগ।

দেখ ভুবনমোহন গোরা নদীয়ানগরে।
রূপের ছটায় দশদিশ আলো করে॥ ধ্রু॥
কনকভূধর গরবভঞ্জন ঝলকত ভালি রে।
অতনুধনু দূরে দরপ ভুরুদিঠি, ভঙ্গী কি মধুর ভাঁতিয়া।
হাস মিলিত ময়ঙ্ক মুখলস, দশন মোতিম পাঁতিয়া॥
চারু শ্রুতি অবতংস সুন্দর, গণ্ডমণ্ডলশোহয়ে।
নাসিক শুকচঞ্চুজিত সতী যুবতীগণ মন মোহয়ে।
জানু লম্বিত ললিত ভুজযুগ, গঞ্জি ভুজগ মৃণাল রে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন, কণ্ঠে মালতী মাল রে॥
ত্রিবলী বলিত সুনাভি সরসিজ, ভ্রমর তনু রুহ বাজয়ে।
সিংহ জিনি কটি দেশ কৃশ ঘন অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে॥
মদন মদ দলি কদলি উরুগুরু, পর্ব্ব অতি অনুপাম রে।
চরণতল থলকমল, নখমণি নিছনি ঘন শ্যাম রে॥

৬৯ পদ। শ্রীরাগ।

চম্পককুসুম কনক নব কুঙ্কুম, তরিতপুঞ্জ জিনি বরণ উজোর।
ঝলমল মুখচাঁদ মনোমথ ফাঁদ, মধুরিম অধরে হাস অতি থোর॥

জয় জয় গৌর নটন জনরঞ্জন।
বলি কলিকালগরবভরভঞ্জন ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জু পুলক কুল বলিত কলেবর গর গর নিরত তরল লহু থির।
গদ গদ ভাষ অবশ নিশি বাসর, ঝর ঝর কঞ্জ নয়নে ঝরে নীর ॥
নিরুপম চারু চরিত করুণাময়, পতিত বন্ধু যশ বিশদ বিথার।
ভণ ঘন শ্যাম ভাগ ভূয়স রস, বিতরণ লাগি ললিত অবতার ॥

৭০ পদ। কর্ণাট।

নাচত ভুবনমনোমোহন চম্পক কনক কঞ্জ জিনি বরণা।
সুবলিত তনু মৃদু মলয়জ রঞ্জিত পহিরণ চীন বসন ঘন কিরণা ॥
হিমকরনিকরনিন্দি মধুরানন, হাসত মধুর সুধা মনু ঝরই।
ভুরুযুগ ভঙ্গ পাঁতি লস লোচন ডগমগ অরুণকিরণ ভর হরই ॥
দোলত মণিময় হার হরত ধৃতি, টলমল কুণ্ডল ঝলকত শ্রবণে।
চাচর চিকুর ভঙ্গী ভার ভরে, বিলুলিত হালত-তিমির তার জনু পবনে ॥
অভিনয় ললিত কলিত কর কিশলয়ে, কত শত তাল ধরত পগ ধরণে।
নরহরি পরম উলস যশ গায়ত, শোভা বিপুল কৌ নক বিবরণে ॥

৭১ পদ। কামোদ।

আহা মরি মরি, দেখ আঁখি ভরি, ভুবনমোহন রূপ।
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ, নিত্যানন্দ চৈতন্য রসের ভূপ।
জিনি বিধুঘটা, বদনের ছটা, মদন গরব হারে।
লহু লহু হাসি, সুধা রাশি রাশি, বরষে রসের ভারে ॥
করে ঝলমল, তিলক উজ্জ্বল, ললিত লোচন ভুরু।
কিবা বাহু শোভা, মুনি-মনোলোভা, বক্ষ পরিসর চারু ॥
গলে শোভে ভাল, নানা ফুলমাল, সুবেশ বসন সাজে।
অরুণ চরণ বিলসয়ে ঘন শ্যামের হৃদয় মাঝে ॥

৭২ পদ। কামোদ।

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাঁদ। অখিল জনার মন বাঁধিবার ফাঁদ ॥
কনক কেশর তনু অনুপম ছটা। দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা ॥
শরদের চাঁদ কি মধুর মুখখানি। অমিয়ার ধারা বর্ণী তাপীয়া যুড়ানি ॥
ঈষৎ মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল। দশন মুকুতাপাঁতি করে ঝলমল ॥

নয়ন যুগল অনুরাগের আলয়। চাহনিতে ভুবন পরাণ হরি লয়।
কামের ধনুক-মদ ভাঙ্গিবার তরে। কেবা গঢ়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে॥
চাঁচর কেশের ঝুটা চমকিয়া বাঁকে। মালতী বলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
কে ধরে ধৈরজ হেরি সুচারু কপাল। চন্দনের বিন্দু ইন্দু গরবের কাল॥
ভুবনবিজয়ী মালা দোলায় হিয়ায়। বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায়॥
কিবা সে দীঘল ভুজযুগের বলনী। কত ভাঁতি ভঙ্গী লতকুলের দলনি।
সরুয়া কাঁকালি কিবা মুখেতে লুকায়। বিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায়॥
চরণ কমলতল অতি অনুপাম। নখর নিকরে কত মূরছয়ে কাম।
কহে নরহরি কি না জানে রঙ্গ তার। গোকুলনাগর ও রসের পাথার॥

৭৩ পদ। সোমরাগ।

সুরধুনীতীরে গৌর নট নাগর, পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহরে।
নিরুপম বিবিধ নৃত্য নব মাধুরী, নিখিল ভুবনজন নয়ন হরে॥
কনক ধরাধর গরবহারী তনু, ঝলমল বিপুল পুলকনিকরে।
কুঞ্জরকর মদহর ভুজভঙ্গিম, নিন্দই কত শত কুসুমশরে॥
কুন্দদশনদ্যুতি দমকত মঞ্জন, মিলিত সুহাস মধুর অধরে।
ডগমগ বদন, বদত ঘন হরি হরি, শুনাইতে কো আছু ধিরজ ধরে॥
উমড়ই হৃদয়, গদাধরে হেরইতে, শাঙন ঘন সম নয়ান ঝরে।
নরহরি ভণত, ধরণী করু টলমল, সুললিত চঞ্চল চরণ ভরে॥

৭৪ পদ। সুহই।

ওরূপ সুন্দর গৌর কিশোর। হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর।
করপদ সুন্দর অধর সুরাগ। নব অনুসারিণী নব অনুরাগ॥
লোল বিলোচন লোলত লোর। রসবতীহৃদয়ে বাঁধিল প্রেমডোর॥
পরতেক প্রেম কিয়ে মনোমথ রাজ। কাঞ্চন গিরি কিয়ে কুসুম সমাজ॥
অছু প্রেম লম্পট গৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥
পুলক পটল বলইতে সব অঙ্গ। প্রেমবতী আলিঙ্গয়ে লহরী তরঙ্গ॥
তছুপদপঙ্কজ অলি সহকার। কয়ল নয়নানন্দ চিতবিহার॥

৭৫ পদ। ভৈরব একতাল।

সোঙর নব, গৌর সুন্দর, নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া ইন্দু, করুণাসিন্ধু, ভকত বৎসলকারী॥ ধ্রু॥

বদন চন্দ, অধর কন্দ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ,
চন্দ্রকোটি ভানু মুখ, শোভাবিছুয়ারী।
কুসুমশোভিত, চাঁচর চিকুর, ললাট তিলক নাসিকা উপর,
দশন মোতিম অমিয় হাস, দামিনী ঘনয়ারী ॥
মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তভ দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারি।
মালাচন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন বলয়া রতন নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী ॥
ধারত গাওত, ভকতবৃন্দ, কমলাসেবিত পাদদ্বন্দ,
ঠমকে চলত মন্দ মন্দ, যাউ বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌরচরণে করত আশ,
পতিতপাবন নিতাই চাঁদ, প্রেমদানকারী ॥

৭৬ পদ। গান্ধার।

দেখ দেখ শচীসুত, সুন্দর অদভূত, অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগমগ হিরণ, কিরণ জিনি তনুরুচি, হরি হরি বোলত বয়ান ॥
ভালহি মলয়জ, বিন্দু বিন্দু বিরাজিত, তছুপর অলকা-হিলোল।
কনকসরোজ চাঁদ, জিনি উজোর তহি, বেড়ি অলিকুল দোল ॥
দুনয়ন অরুণ, কমলদল গঞ্জন, খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
বৈছন শিথিল, গাঁথা মোতিম ফল, তৈছে বহয়ে ঘন লোর ॥
নিজগুণ নাম গান রস সায়রে, জগজন নিমগন কেল।
দীনহীন কত তারণ, রামানন্দ তহি বঞ্চিত, পরশ না ভেল ॥

৭৭ পদ। তুড়ী।

দেখত রে কত গৌর, অদ্ভুত উজোর, সুরধুনী তীর।
জাম্বূনদতনু, বসন জিনিয়া ভানু, সুন্দর সুঘড় শরীর ॥
ব্রজলীলা গুণ, সোঙরি সোঙরি ঘন, রহই না পারই থির।
পুলকে পূরল তনু, ফুটল কদম্ব জনু, ঝর ঝর নয়নক নীর ॥
অবিরত ভকতগণ, রসে উনমত মন, কম্বু কণ্ঠ ঘন ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব, শুনিয়া পুন নাচত, সঘনে বোলয়ে হরি বোল ॥
দেব দেব অধিদেব জনবল্লভ, পতিতপাবন অবতার।
কলিযুগ কাল ব্যালভয়ে কাতর, রামানন্দে কর পার ॥

৭৮ পদ। বিভাস।

পরশমণির সঙ্গে কি দিব তুলনা ? পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি সোণা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, নাচিয়া গাইয়া রে রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই, গোরা মোর পরাণ পুতলি॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের ছাঁদে, চাঁদ কলঙ্কী রে, এমন হইতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র উদয় নদীয়া পুরে, দূরে গেল মনের আঁধার॥
এগুণে সুরভি সুরতরু সম নহে রে মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে, যাচিঞা দেওল প্রেমধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা, কেবল গোরার সহ, বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে, এ বড় আকুতি রে গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে॥

৭৯ পদ। কামোদ।

দেখ গোরা রঙ্গ সই দেখ গোরা রঙ্গ। নদীয়া নগরে যায় কনয়া অনঙ্গ॥
হেমমণি দরপণ জিনিয়া লাবণি। অরুণ চরণে আলো করিল অবনী॥
পূর্ণিমাচাঁদের ঘটা ধরিয়াছে মুখ। ছটায় গগন আলো দিশা নারীসুখ।
ভুরুধনু আঁখি বাণ বঙ্কিম সন্ধান। বরজ মদন হেন সকল বন্ধান॥
জানু বিলম্বিত বাহু পরিসর বুক। দরশনে কে না পায় পরশন সুখ॥
গতি মত্ত গজপতি জিনি কমনিয়া। মজিল তরুণী ও না না চায় ফিরিয়া॥
যদু কহে ও না সেই গোকুলসুন্দর। জানিয়া না জান তুমি তেঞি লাগে ডর॥

৮০ পদ। মায়ূর।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, নট পুরন্দর প্রকট প্রেমের তনু।
কিয়ে নবঘন, পুরট মদন, সুধায় গরল জনু॥
ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দ সিন্ধু।
বদনমাধুরী, হাস চাতুরী, নিছয়ে শারদ ইন্দু॥ ধ্রু॥
কিবা সে নয়ন, জিনিয়া খঞ্জন, ভাঙ-ভঙ্গিম শোভা।
অরুণ বরণ, যুগল চরণ, এ যদুনন্দন লোভা॥

৮১ পদ। মঙ্গল।

প্রফুল্লিত কনক কমল মুখমণ্ডল, নয়ন খঞ্জন তাহে সাজে॥
দীর্ঘ ললাট মাঝে, হরিমন্দির১ সাজে। করঙ্গ কৌপীন কটি মাজে॥

(১) "নাসিকামূলপর্য্যন্তং তিলকং হরিমন্দিরে।"

জয় জয় গোরাচাঁদ কলুষবিনাশ।
পতিতপাবন জন তারণকারণ সংকীর্ত্তন পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড বিরাজিত, গলে দোলে মালতী দাম।
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর, পুলক কদম্ব অনুপাম ॥
প্রাতর-অরুণ রুচি, শ্রীপাদপল্লব, অভেদ অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
এ যদুনন্দন দাসে আনন্দসায়রে ভাসে, চরণ কমল মকরন্দ।

৮২ পদ। ভৈরবী।

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপং। খণ্ডিতামৃতরসনিরুপমকূপম্ ॥
কৃষ্ণরাগকৃতমানসতাপং। লীলাপ্রকটিতরুদ্রপ্রতাপম্ ॥
প্রকটিতং পুরুষোত্তমসবিষাদং। কমলাকরকমলাঙ্কিতপদম্ ॥
রোহিতবদনতিরোহিতভাষং। রাধামোহনকৃতচরণাশম্ ॥

৮৩ পদ। গুর্জ্জরী।

মধুকবরঞ্জিতমালতীমণ্ডিত-জিতঘনকুঞ্চিতকেশম্।
তিলকবিনিন্দিত-শশধররূপকযুবতীমনোহরবেশম্ ॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিতহাটককান্তিকলেবরগর্ব্বিতমারকমারং ॥ ধ্রু ॥
মধুমধুরস্মিতলোভিতভনুভৃতমনুপমভাববিলাসম্।
নিধুবননাগরীমোহিতমানসবিকথিতগদগদভাষং ॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চননরগণ-করুণাবিতরণশীলম্।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি, রাধামোহন নাম নিরুপমলীলং ॥

৮৪ পদ। কামোদ।

দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
কামিনী কাম মনহি মনসঙ্কুক, তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
স্মিতযুত বদনকমল অতি সুন্দর, শোভা বরণি হোয়।
কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি, কোটি মদন পুন রোয় ॥
চামরী চামর লাজে সুকুঞ্চিত কেশকবন্ধ।
পন্থহি পন্থ চলত অতি মন্থর, মদ গজ মনক ছন্দ ॥
আন উপদেশে, বলত করি চাতুরি, মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পূরব মত, ভণ রাধামোহন দাস ॥

৮৫ পদ। কন্দর্প দশকোশি।

দেখ দেখ গৌর পরম অনুপাম।
শৈশব তারুণ নখই না পারিয়ে, তবহু জিতল কোটি কাম॥ ধ্রু॥
সুরধুনীতীরে সবহুঁ সখা মিলি, বিহরই কৌতুক রঙ্গী॥
কবহুঁ চঞ্চল গতি, কবহু ধীর মতি, নিন্দিত-গজগতি ভঙ্গী॥
থির নয়নে ক্ষণে ভোরি নেহারই, ক্ষণে পুন কুটিল কটাখ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি, করুহুঁ কহই লাখে লাখ॥
রাধামোহনদাস কহই সতি সতি, ইহ নব বয়সে বিলাস।
যছু লাগি কলি যুগে, প্রকট শচীসুত, সোই ভাব পরকাশ॥

৮৬ পদ। তুড়ী।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ॥
ললাটফলক, পীবর তিলক, কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, পুলকে মণ্ডিত, গণ্ড-মণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম সরম ভরম, মাথাতে, পড়ল বাজ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গ রঙ্গিত সঙ্গ।
মদন কদন, হোয়ল সদন, জগতযুবতী অঙ্গ,
অধর বন্ধূক মাধ্বিক অধিক, আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বরসে অমিঞা রাশি।
কুন্দ কুসুম দাম ঠামহি ঠাম, কুসুম সুষমা পাঁতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য় মাঁতি॥
হিরণহীর বিজুরী ধীর, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে॥
কাম চমক ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা।
করুণা সিন্ধুর গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ চরণ খঞ্জন গঞ্জন, মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দু নিন্দন নখর চন্দন, বলি বলরাম দাস॥

৮৭ পদ। তুড়ি।

গৌর মনোহর, নাগর শেখর। হেরইতে মুরছই অসীম কুসুম শর॥
কাঞ্চনরুচিতর, রচিত কলেবর। মুখ হেরি রোঁয়ত শরদ সুধাকর॥
জিনি মত্ত কুঞ্জর, গতি অতি মন্থর। অধর সুধারস মধুর হসিত ঝর॥
নিজ নাম মন্তর, জপয়ে নিরন্তর। ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর॥
হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর। রাই রাই করি পড়ই ধরণী পর॥
লোচন জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর। রোঁয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥
ও রসসায়রে মগন সুরাসুর। বিন্দু না পরশ বলরাম পর॥

৮৮ পদ। আড়ানি।

মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া। হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া।
রূপের ছটা যুবতী ঘটা বুক ভরিতে যায়। মন গরবের মান ঘর ভাঙ্গিলে মদনরায়॥
রঙ্গণ পাটের ডোর দুদিগে সোণার নূপুর পায়।
ঝুনর ঝুনর বাজে কাম ঠমকিতে তায়॥
মালতী ফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাম।
কুলকামিনীর কুল মজিল গীম দোলনীর ঠাম॥
আঁখির ঠারে প্রাণে মারে কহিতে সহিতে নারি।
রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলা চুরি॥

৮৯ পদ। ধানশ্রী।

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ। চাঁদবদনে হাসি অমিয়া তরঙ্গ॥
অবনী-বিলম্বিত বনমাল। সৌরভে বেড়ল মধুকর জাল॥
উভদ্বয় ভুজপর থরশর চাপ। হেরইতে রিপুগণ থরহরি কাঁপ॥
দূরবাদল তুল নখ বিধ সাজ। মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
তদধহি দুহুঁ জলধর শ্যাম। তহি শোভে মোহন মুরলী অনুপাম॥
নখমণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ। মণি অভরণ তাহে মুরছে অনঙ্গ॥
তদধহি করহি কমণ্ডলু দণ্ড। যাহে কলি কলুষ পাষণ্ড খণ্ড॥
গিরি সঞে উরে মণি মোতি বিলোল। শ্রীবৎসাঙ্কিত কৌস্তভ দোল॥
মলয়জ ময়উর পরিসর পীন। নাভি গভীর কটি কেশরী ক্ষীণ॥
বসন সুরঙ্গ চরণ পর্য্যন্ত। পদ নখ নিছনি দাস অনন্ত॥

৯০ পদ। কানড়।

নাচত নগরে নাগর গৌর, হেরি মূরতি মদন ভোর,
যৈছন তড়িৎ রুচির অঙ্গ, ভঙ্গ নটবর শোভিনী।
কাম কামান ভুরুক জোর, করতহি কেলি শ্রবণ ওর,
গীম শোহত রতন পদক জগজন-মনোমোহিনী॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ,
পীঠে দোলয়ে লোটন তার শ্রবণে কুণ্ডল দোলনী।
মাহিষ দধি রুচির বাস, হৃদয়ে জাগত রাস বিলাস,
জিতল পুলক কদম্বকোরক অনুখন মন ভোলনী॥
গজপতি জিনি গমন ভাঁতি, প্রেমে বরষ দিবস রাতি,
হেরি গদাধর রোঁয়ত হাসত গদ গদ আধ বোলনী।
অরুণ নয়ন চরণ কঞ্জ, তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ,
নটনে বাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন-লোলনী।
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম, কনককমলে মুকুতাদাম,
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন কত রস পরকাশনী।
মহাভাব রূপ রসিক রাজ (১), শোহত সকল ভকত মাঝ,
পিরীতি মূরতি ঐছন চরিত রায়শেখর ভাষণি॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের নাম "রসিকরাজ" বা রসরাজ। বংশীশিক্ষায় যথা,—"রসরাজ কৃষ্ণ সদা শক্তিমান্। পুরুষ রসরূপ ভগবান্॥" যে কৃষ্ণ সেই গৌরাঙ্গ, সুতরাং গৌরাঙ্গও রসরাজ। ঐ বংশীশিক্ষার অন্য স্থানে যথা;—"আনন্দ চিন্ময় রসে যার নিত্য শোভা। সেই রসরাজ সর্ব্বজন-মনোলোভা॥" "পরদার সহ তার দুই ত লীলায়।" ইত্যাদি দুই লীলা—কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা। উভয় লীলাই রসরাজের। এস্থলে রসরাজ শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গকেই বুঝিতে হইবে, কেননা, কবি তাঁহাকে মহাভাবরূপ বলিতেছেন। প্রেমের পরিপাক ভাব, ভাবের পরিপাক মহাভাব এবং শ্রীমতী রাধিকাই সেই মহাভাবরূপা। চৈতন্য চরিতামৃতে যথা,—"মহাভাবরূপা সেই রাধা ঠাকুরাণী।" পুনশ্চ বংশীশিক্ষায় যথা—"গোপিকার মুখ্য একা শ্রীমতী রাধিকা। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাসরসিকা।" শ্রীগৌরাঙ্গ সেই রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া পদকর্ত্তা তাঁহাকে মহাভাবরূপ বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের মধ্যের অষ্টমে শ্রীগৌরাঙ্গকে মহাভাবরূপ রসরাজও বলিয়াছেন যথা,—" তবে তারে দেখাইলা দুই স্বরূপ। রসরাজ, মহাভাব, এই দুই রূপ॥"

৯১ পদ। করুণ বা কামোদ।

মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত, মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান॥
মধুর হেলন মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর, মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধরে জিনি-শশধর, মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরীতি, মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল, মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর, বঞ্চিত শেখররায়॥

৯২ পদ। কামোদ।

সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ সুন্দর, সুন্দর সুন্দর রূপ।
সুন্দর পিরীতি রাজ্যের যেমতি সুঘড় সুন্দর ভূপ॥
সুন্দর বদনে সুন্দর হাসনি, সুন্দর সুন্দর শোভা।
সুন্দর নয়ানে সুন্দর চাহনি, সুন্দর মানস লোভা॥
সুন্দর নাসাতে সুন্দর তিলক, সুন্দর দেখিতে অতি।
সুন্দর শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল, সুন্দর তাহার জ্যোতি॥
সুন্দর মস্তকে সুন্দর কুন্তল, সুন্দর মেঘের পারা।
সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে, সুন্দর কুসুমহারা॥
সুন্দর নদীয়ানগরে বিহার, সুন্দর চৈতন্যচাঁদ।
সুন্দর লীলার সৌন্দর্য্য না বুঝে, শেখর জনম আঁধ॥

৯৩ পদ। কামোদ।

অতুল অতুল গৌরাঙ্গের রূপ, অতুল তাহার আভা।
অতুল অতুল শশাঙ্ক বয়ানে, অতুল হাসির শোভা॥
অতুল যজ্ঞসূত্রের গোছাটী, অতুল গীমেতে দোলে।
অতুল রজত-সরিৎ জনু, অতুল হিমাদ্রি কোলে॥
অতুল অতুল শুকচঞ্চুতুল, অতুল নাসিকা শোহে॥
অতুল অতুল সফরী নয়ানে, অতুল চটুল চাহে॥

অতুল অতুল পক্ক বিম্বফল, জিনি ওষ্ঠ দুটী তার।
অতুল অতুল দশনের রুচি, জনু মুকুতার হার॥
অতুল হেলন অতুল দোলন, অতুল চলন তায়।
অতুল রূপেতে বাতুল সবহুঁ, বঞ্চিত শেখর রায়॥

৯৪ পদ। মঙ্গল।

নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন-ভূষণ শোভা
সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন, মদনমোহন আভা॥
উরসি পর নানা মণিহার, মকর-কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি, হানয়ে মরম বাণে॥
বিনোদ বন্ধন দুলিছে লোটন, মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়ানগরে নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া॥
মদন মন্থর গতি মনোহর, করী-সরমিত তায়।
এমন কমল চরণযুগল, দুখিয়া শেখর রায়॥

৯৫ পদ। ভাটিয়ারী।

ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজঘরে।
দেখিয়া ওরূপ ঠাম, মোহে কত শত কাম, যুবতী ধৈরজ কিয়ে ধরে॥ ধ্রু॥
হেরিয়া বদন ছাঁদ, উদয় না করে চাঁদ, লাজে যায় মেঘের ভিতরে।
সৌদামিনী চমকিল, চম্পক সুখাঞা গেল, লাজে কেহ সোণা নাহি পারে॥
ভাঙ ধনু ভঙ্গিমায়, ইন্দ্রধনু লাজ পায়, দশনে মুকুতা নাহি গণে।
দেখিয়া চাঁচর কেশ, চামরী ছাড়িল দেশ, চঞ্চল জলদ আন ভাণে॥
মৃণাল শুখায়ে লাজে, দেখিয়া যুগল ভুজে, রঙ্গভূমি জিনিল হিয়ায়।
হরি হেরি মধ্যদেশে, কন্দরাতে পরবেশে, উরুতে কি রামরম্ভা ভায়॥
স্থলপদ্ম আদি যত, তরুতে শুখায় কত, নাতোলায় হেরি পদপাণি।
শুন গৌর সুন্দর, এই তোমার কলেবর, ভুবনবিজয়ী অনুমানি॥

৯৬ পদ। বরাড়ী।

নিরুপম সুন্দর, গৌরকলেবর, মুখজিত শারদ চাঁদ।
কুন্দ কবগ বীজ, নিন্দি সুশোভিত, অতিশয় দন্ত সুছাঁদ।
বুঝলু কাম পুনঃ সাধে।
অমিয়াক সার, ছানি নিরমায়ল, বিহি সিরজল ভেল বাধে॥ ধ্রু॥

অকলঙ্ক চাঁদ ভালে বিধুন্তুদ, ধাঅই পরশ লাগি।
নিকটহি যাই, হেরি তছু মাধুরী তছুকর ভয়ে পুন লাগি॥
প্রতিযোগী আদি, নামদোষ শতগুণ, ভেলহি যাক ধেয়ানে।
সেই চরণগুণ, কলিযুগপাবন, করু রাধামোহন গানে॥

৯৭ পদ। শ্রীরাগ।

সুন্দর গৌর নটরাজ। কাঞ্চন কলপতরু নবদ্বীপ মাঝ॥
হাসকি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ। হারকি তারক দ্যোতির ছন্দ॥
পদতল অলকি কমল ঘনরাগ। তাহে কলহংসকি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥

৯৮ পদ। বরাড়ী।

কেশের বেশে ভুলিল দেশ, তাহে রসময় হাসি।
নয়নতরঙ্গে বিকল করল, বিশেষে নদীয়াবাসী॥
গৌরসুন্দর নাচে।
নিগম-নিগূঢ় প্রেম ভকতি, যারে তারে পহুঁ যাচে॥ ধ্রু॥
ভাবে অরুণ গৌরবরণ, তুলনা রহিত শোভা।
চলনি মন্থর অতি মনোহর হেরি জগমনোলোভা॥
কম্প স্বেদ ভেদ বাণি গদ গদ কত ভাব পরকাশে।
সে অঙ্গ ভঙ্গিম রূপতরঙ্গিম তুলনা দিব সে কিসে॥
সঙ্গে সহচর অতি সুচতুর গাওত পূরব লীলা।
প্রসাদ কহে সে গুণ শুনিতে, দরবয়ে দারু শিলা॥

৯৯ পদ। সারঙ্গ।

কমল জিনিয়া আঁখি, শোভা করে মুখশশী, করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে, আইস আইস করি কোলে, প্রেমধন সবারে বিলায়॥
কাঁচনি কটির বেশ, শোভিছে চাঁচর কেশ, বাঁধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে, বুক বাহি পড়ে লোরে, জীবের ত্রিবিধ তাপ১ হর॥
হরি হরি বোল বলে, ডাহিন বামে অঙ্গ দোলে, রাম২ গৌরীদাসের গলা ধরি॥
মধুমাখা মুখছাঁদ, নিমাই প্রেমের ফাঁদ, ভবসিন্ধু উছলে লহরি।
নিমাই করুণাসিন্ধু, পতিতজনার বন্ধু, করুণায় জগত ডুবিল।
মদনমদেতে অন্ধ, প্রসাদ হইল ধন্দ, গৌরাঙ্গ ভজিতে না পারিল॥

---

(১) আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক। (২) রামানন্দ রায়

১০০ পদ। বেলোয়ার।

দেখ রে দেখ রে সুন্দর শচীনন্দনা। আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি চলনা। কিয়ে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা॥
শরদচন্দ্র জিনি সুন্দর বদনা। প্রেমে আনন্দবারি পূরিত নয়না॥
সহচর লেই সঙ্গে অনুখন খেলনা। নবদ্বীপ মাঝে গোরা হরি হরি বোলনা॥
অভয় চরণার বিন্দে মকরন্দ লোলনা। কহয়ে শঙ্কর ঘোষ অখিল লোকতরাণা॥

১০১ পদ। গৌরী।

মরি না লো নদীয়ার মাঝারে ও না রূপ।
সোণার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা শোভে মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটী॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা।
কত রস লীলা জানে কত রস কলা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥
দেবকীনন্দন বলে শুন লো আজুলী।
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী॥

১০২ পদ। ধানশ্রী।

কনক ধরাধর মদহর দেহ। মদন পরাভব সুবরণ গেহ॥
হের দেখ অপরূপ গৌরকিশোর। কৈছন ভাব নহত কিছু ওর॥ ধ্রু॥
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার। উরষ নেহারি বড়ই চমৎকার॥
নিরুপম নিরজন রাসবিলাস। অচল সুচঞ্চল গদ গদ ভাষ॥
কিয়ে বর মাধুরী বাঁশী নিশান। ইহ বলি সঘনে পাতে নিজকাণ॥
স্বজন ত্যজি ভব চলত একান্ত। মিলব অব জানি কিয়ে রামকান্ত॥

১০৩ পদ। কামোদ।

অভিন্ন মদন জনু, গৌরাঙ্গের গৌরতনু, অতনু অতনু হৈল লাজে।
সুবর্ণের সুবর্ণ, সেও ভেল বিবর্ণ, খেদে দগ্ধ অনলের মাঝে॥

গৌররূপের তুলনা কি দিব।
নিরজনে বসি বিধি, গড়িল গৌরাঙ্গনিধি, নিরবধি বাসনা হেরিব ॥ ধ্রু ॥
গোরার তুলনা স্থল, অতসীকুসুম ছিল, কীটে তারে করিল বিরূপ।
দামিনী চঞ্চল ভেল, মেঘ আড়ে লুকাওল, যব সো হেরল গোরারূপ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয়, গোরার তুলনা নয়, ত্রিভুবনে যে কিছু বাখানি।
যেন মোর লয় মনে, কালি দিয়া কুলমানে, যাই লৈঞা ওরূপ নিছনি ॥

১০৪ পদ। সুহই।

সঙ্গে পরিকর গৌরবর সুন্দর, যাওত সুরধুনীতীর।
ওরূপ নেহারি, চিত উমতাওল, সরম ভরম গেও হইনু অথির ॥
সজনি গোরারূপের কতই মাধুরী।
সতী কুলবতী হাম, ঐছন বেয়াকুল, নিমিখেতে হইল বাউরি ॥ ধ্রু ॥
অতনুকুসুমশরে, অন্তর জর জর, দূরে গেও লোকপরিবাদ।
গৌররূপসায়রে, জীবন যৌবন ডারব, ইহ মঝু মনে সাধ ॥
গুরু গরবিত, খুব হাস তেজব, না করব কুলের বিচার।
গোকুলানন্দের হিয়া, রূপের সায়র মাঝে, ডুবল না জানি সাঁতার ॥

১০৫ পদ। বিভাস—দশকুশি।

নিশি পরভাত সময়ে কিয়ে পেখলুঁ, রসময় গৌরকিশোর।
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গহি ধূসর, ভূষণ পরম উজোর ॥
রস ভরে রজনী জাগি করু কীর্ত্তন, নর্ত্তনে নিশি করু ভোর।
পুলকাবলিত ললিত তনুমাধুরী, চাতুরি চরিত উজোর।
নিঁদহি লোলে লোলদিঠি লোচন, তহি অতি অরুণ ভেল।
পলকহি পলকে পীরিত পুন উঠই, ঈষৎ হাসি পুন গেল ॥
গৌরচরিত রীত কি কহব সম্প্রীত, বুঝাইতে বুঝই না পারি।
মনমথ ভণ, কলি দলন দয়ার্ণব, দুর্লভ নদীয়াবিহারী ॥

১০৬ পদ। ধানশ্রী—সমতল।

সোণার গৌরাঙ্গ রূপের কিবা শোভা গো।
সহস্র মদন জিনি মনোলোভা গো ॥
মুখশোভা তুল্য নহে শশিকর গো।
কামের কামান ভুরু চাহনি শর গো ॥

কমল নয়ান বিম্ব ওষ্ঠাধর গো।
সুবিশাল বক্ষঃস্থল কর পদ্ম গো।
পীন উরু ক্ষীণ কটি বায়ে দোলে গো।
রামরম্ভা জিনি উরু মন হরে গো॥
কমল চরণ ভক্ত প্রাণধন গো।
সে পদ সতত বাঞ্ছে সঙ্কর্ষণ গো॥

১০৭ পদ। গান্ধার—সমতাল।

কিবা রূপ গৌরকিশোর।
দেখিলে সেরূপ নারী হয় প্রেমে ভোর॥ ধ্রু॥
শশী নিশি শোভা করে, শোভে দিবা প্রভাকরে, গোরারূপে উভয় উজোর।
চন্দ্র হ্রাসবৃদ্ধি ধরে, পূর্ণ দয়া গোরা করে, উত্তমে অধমে দেয় কোর॥
কত সতী যতি মত, কুলব্রত হৈল হত, দেখিয়া জগতচিতচোর।
অনুরাগে হরি বলে, তার এক কণা হৈলে, সঙ্কর্ষণের সুখের নাহি ওর॥*

১০৮ পদ। শ্রীরাগ।

চাঁদ লিঙ্গাড়ি কেবা, অমিঞা ছানল রে, তাহে মাজল গোরামুখ।
মোতিম দরপণ, সিন্দূরে মাজল, হেরইতে কতই সুখ॥
ভূতলে কি উদল চাঁদ॥
মদন বেয়াধ কি, নারী-হরিণীধরা, পাতল নদীয়ামে ফাঁদ॥ ধ্রু॥
গেও মঝু ধরম, গেও মঝু সরম, গেও মঝু কুল শীল মান।
গেও মঝু লাজ ভয়, গুরুগঞ্জনা চায়, গোরা বিনু অথির পরাণ॥
গৌরপীরিতে হম, ভেল গরবিত, কুল মানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুয়া লেহ, মরি যাও লইয়া বালাই।

১০৯ পদ। শ্রীরাগ।

তনু গোরচন, গরব বিমোহন, লোচন কুবলয় কাঁতি।
অতুলন সোমুখ, বিকচ সরোরুহ, অধরহি বান্ধুলি পাঁতি॥

---

* জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসস্তিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত দাস মহাপাত্র মহাশয় সঙ্কর্ষণ কবির কয়েকটী পদ পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন,"কবি সঙ্কর্ষণ একটী প্রাচীন পদকর্ত্তা এবং এই পদগুলিও প্রাচীন।" তাই আমরা ইহাদিগকে বর্ত্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাম।

আজু গৌরক দরশন বেলি।
মাইরি দিঠে ভারি, মাধুরী পীবইতে, লাজ বৈরিণী দুঃখ দেলি॥ ধ্রু॥
নাসা তিলফুল, দশন মুকুতা ফল, ভাল মল অটমিক চন্দ।
ভুরুযুগ চপল, ভুজগ যুগ গঞ্জই, রঞ্জই কুলবতীবৃন্দ॥
গম্ভীর জলধি অবধি বুধি গুণনিধি, কি কয়ল নিরমাণ।
জগদানন্দ ভণই, নবরঙ্গিণী ভেল তুয়া, অমিঞা সিনান॥

১১০ পদ। কামোদ—কন্দর্পতাল।

দামিনী-দাম-দমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোণ কুসুম তাহে, কোন গণিয়ে রে প্রাতর-অরুণসন্তাপ॥
গোরারূপের যাঙ বলিহারি।
হেরি সুধাকর, মুরছি চরণতলে পড়ি দশনখরূপধারী॥ ধ্রু॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ জানি আপন মন তাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে, পৈঠল আনল সন্তাপে॥
যো সম বিবিক অধিক নাহি অনুভব, তুলনা দিবার নাহি ঠোর
জগদানন্দ কহু, পহুঁক, তুলনা পহুঁ, নিরুপম গৌরকিশোর॥

১১১ পদ। শ্রীরাগ।

চাঁচর চারু চিকুরচয় চূড়হি চঞ্চল চম্পকমাল।
মারুত চালিত, ভালে অলকাবলী, জনু উছলিত অলি জাল॥
মাইরি কো পুন বিহরই ইহ।
সুরধুনীতীরে ধীরে চলি আয়ত। থির বিজুরী সম দেহ॥ ধ্রু॥
ঢল ঢল গণ্ডমণ্ডল মণিমণ্ডিত ঝলমল কুণ্ডল বিকাশ।
বারিজ বদনে বিহসি বিলোকনে বরবধূ বরত বিনাশ॥
কটি অতি ক্ষীণ পীনতহি চীনজ নীলিম বসন উজোর।
জগদানন্দ ভণ, শ্রীশচীনন্দন, সতীকুলবতী মতি চোর॥

১১২ পদ। শ্রীরাগ।

শারদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধুক ইন্দীবরবর নিন্দ।
যাকর বদন বদনাবলী ছদন,১ নয়ন২ পদ অরবিন্দ॥
দেখ শচীনন্দন সোই।
যছু গুণ কেতন তনু হেরি চেতন হীন মীনকেতন হোই॥ ধ্রু॥

(১) বদন দশন রদছদ (২) লোচন।

"হেরইতে যাক"৩ চিকুররুচি বিগলিত কুলবতীহৃদয় দুকুল।
সো কিয়ে পামরী চামর ঝামর৪ চামর সমতুল মূল ॥
নীরখত নয়ন নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিরূপ।
জগদানন্দ ভণই সতী ভাবিনী সো আসে চনক৫ স্বরূপ ॥

১১৩ পদ। যথারাগ।

গৌরকলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ঐছে নেহারি।
জনু, হেম মহীধর-শিখরে চামর দেই উরপর ডারি ॥
পীন উর উপনীত কৃত উপবীত, সীতিম রঙ্গ।
জনু, কনয়া ভূধর, বেঢ়ি বিলসই, সুরতরঙ্গিণী গঙ্গ ॥
আধ অম্বর আধ সম্বর আধ অঙ্গ সুগোর।
জনু, জলদ সঞে, অতি বালরবি-চ্ছবি, নিকসে অধিক উজোর ॥
জগত আনন্দ পহুঁখ পদনখ, লখই ঐছন ছন্দ।
জনু, মীনকেতন, করু নির্ম্মঞ্ছন, চরণে দেই দশ চন্দ ॥

১১৪ পদ। যথারাগ।

নিরখিতে ভরমে, সরমে মঝু পৈঠল, যব সঞে গৌরকিশোর।
তব সঞে কোন কি করি কাহা আছি এ, অনুভবি নহ পুন ঠোর ॥
কহল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে, চৌর সদৃশ ভেল মোয় ॥ ধ্রু ॥
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্মৃতি-পথ-গত মুখ-চন্দ।
করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নিরবন্ধ ॥
ধৈরজ আদি পহিলে দূর ভাজল, হেতু কি বুঝিএ না পারি।
জগনানন্দ সব, অব সমুঝায়ব, রহ দিন দুই তিন চারি ॥

১১৫ পদ। শ্রীরাগ।

সহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী ত্রিভুবন জন-মনোহারী।
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগভরি, সবহুঁ বিমোহনকারী ॥
মাইরি অপরূপ গোরাতনু কাতি।
নিরখি জগতে ধরু, দামিনী কামিনী, চঞ্চল চপল খেয়াতি ॥ ধ্রু ॥
হারকি ছলকিয়ে, তাকর বিলসই, উরপবিযঙ্কে নিহারি।
গগনহি ভগন রমণ নিজ পরিজন গণি গণি অন্তরকারি ॥

---

৩) হেরই যাকর (৪) কামর (৫) শোয়াসে চমক—পাঠান্তর।

যাহা হেরি সুরপুর, নারী নয়ন ভরি, বারি ঝরত অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ, তাহাকি ধিরজ ধর দ্বিজবর কুলজকুমারী॥

১১৬পদ। শ্রীরাগ।

শশধর-যশোহর, নলিন মলিনকর, বয়ন নয়ন তুহুঁ তোর।
তরুণ অরুণ জিনি, বসন দশনমণি, মোতিমজ্যোতি উজোর॥
চিতচোর গৌর তুহুঁ ভাল।
জিতলি শীতল কিরণে হিরণ মণি দলিত ললিত হরিতাল॥ ধ্রু॥
পদকর শরদর বিন্দই নিন্দই নখবর নখতর পাঁতি।
রসনা রসায়ন বদন ছদন হেরি মোতিম রোহিত কাঁতি॥
সুখ মুখ চুরগতি ধরণী বরণি নহ বিধিক অধিক নিরমাণ।
অতএব তেজি কুল যুবতী উমতি ভেল জগত জগতে করু গান॥

১১৭ পদ। শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে নবঘন১ সিঞ্চনে পূরল২ মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত, বিকশিত ভাব কদম্ব॥
পেখনু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু সুরধুনীতীরে উজোর॥ ধ্রু॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধায়হ অহর্নিশ রহত আগোর॥
অবিরত প্রেমরতন-ফলবিতরণে অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহু দূর॥

১১৮ পদ। সুহই।

আহা মরি গোরারূপের কি দিব তুলনা। উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোণা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম। তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল। তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা। বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা

১১৯ পদ। নটরাগ।

বিহরত সুর-সরিৎতীর, গৌর তরুণ বয়স থির,
তড়িৎ কনক কুঙ্কুম মদ মর্দ্দন তনু কাঁতি।

---

(১) নীর (২) পুলক—পাঠান্তর।

মদন কদন বদনচন্দ্র, নিখিল তরুণী নয়ান-ফন্দ,
হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দকুসুম পাঁতি ॥
অঞ্জন ঘন পুঞ্জবরণ, কুঞ্চিত কচ ধৈর্য্যহরণ,
বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপাম।
ভালতিলক ঝলকত অতি, ভাঙ ভুজগ মঞ্জুল গতি,
চঞ্চলদিঠে অঞ্চল রসরঞ্জিত ছবিধাম ॥
কুণ্ডলশ্রুতি গণ্ড কলিত, কণ্ঠহি বনমাল বলিত,
বাহু বিপুল বলয়া কর কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল, নাশত কত কুলবধূকুল,
ললিত কটি সুকৃশ কেশরি-গরব খরবকারী ॥
জগমগ ভুজ জানু তরুণ, অরুণাবলী কিরণ চরণ,
কমল মধুর সৌরভ ভরে ভকত ভ্রমর ভোর।
করুণা ঘন ভুবনবিদিত, প্রেম অমিঞা বরষত নিত,
নরহরি মতি মন্দকবহু পরশত নাহি থোর ॥

১২০ পদ। যথারাগ।

সই গো গোরারূপ অমৃত-পাথার। ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
সখি রে কি বা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া। অগাধ অথল তার হিয়া ॥
সেই রূপ হেরি হেরি কাঁদে। কোন্ বিধি গড়ল গো হেন গোরাচাঁদে ॥
গোরারূপ পাসরা না যায়। গোরা বিনু আন নাহি ভায় ॥
দিবানিশি আর নাহি স্ফুরে। লোচনদাসের মন দিবানিশি ঝুরে ॥

১২১ পদ। কামোদ।

মনমথ কোটি কোটি, জিনিয়া গৌরাঙ্গতনু, সর্ব্ব অঙ্গে লাবণ্য অপার।
অবিরত বদনে কি জপতহুঁ নিরবধি, নিরুপম নটন সঞ্চার ॥
মধুর গৌরাঙ্গরূপ ঝুরিয়া প্রাণ কাঁদে।
নব গোরোচনা কান্তি, ধূলায় লোটায় গো, ক্ষিতিতলে পূর্ণিমার চাঁদে ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত গোরার সুবাহু যুগল গো, উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে।
ডগমগ অরুণ কমল জিনি আঁখি গো, কেন সদা রাধা রাধা ভণে ॥
সোণার বরণখানি, শোণকুসুম জিনি, কেন বা কাজর সম ভেল।
কহয়ে লোচন দাস, না বুঝি গৌরাঙ্গরীত, রহি গেল হৃদি মাঝে শেল ॥

১২২ পদ । সুহই ।

চাঁচর চিকুর চারু ভালে । বেঢ়িয়া মালতীর মালে ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা । পত্রের সহিত ফুল শাখা ॥
কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ । কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে । আজানুলম্বিত বনমালে ॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদে । রমণীকুলের কিবা ফাঁদে ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে । প্রাণ মোর স্থির নাহি বাঁধে ॥

১২৩ পদ । মায়ূর ।

নাচে পহুঁ অবধূত গোরা ।
মুখ তছু অবিকল, পূর্ণ বিধুমণ্ডল, নিরবধি মন্ত্র রসে ভোরা ॥ ধ্রু ॥
অরুণ কমল পাখী, জিনি রাঙ্গা দুটী আঁখি, ভ্রমরযুগল দুটী তারা ।
সোণার ভূধরে যৈছে, সুরনদী বহে তৈছে, বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা ॥
কেশরীর কটি জিনি, তাহাতে কৌপীনখানি, অরুণ বসন বহির্বাস ।
গলায় দোনার মালা, ভূষণ করিয়া আলা, নাসা তিলপ্রসূন বিকাশ ॥
কনক মৃণাল যুগ, সুবলিত দুটী ভুজ, কর যুগ কুঞ্জর বিলাস ।
রাতা উৎপল ফুল, পদ্ম নহে সমতুল, পরশনে মহীর উল্লাস ॥
আপাদ মস্তক গায়, পুলকে পূরিত তায়, যৈছে নীল ফুল অতি শোভা ।
প্রভাতে কদলি জনু, সঘনে কম্পিত তনু, মাধব ঘোষের মনোলোভা ॥

১২৪ পদ । বেলোয়ার ।

সুবলিত বলিত, ললিত পুলকাইত, যুবতী পীরিতি ময় কাঞ্চন কাঁতি ।
শরদচাঁদ চাঁদ মুখমণ্ডল, লীলাগতি রতিপতিক ভাঁতি ॥
গৌর মোহনিয়া বলি নাচে ।
অরুণ চরণে মণিমঞ্জীর রঞ্জিত, অঙ্গে কত কাঁচলি কাঁচে ॥ ধ্রু ॥
গদ গদ ভাষ হাস রসে রোয়ত, অরুণ নয়নে কত ঢরকত লোর ।
নটন রঙ্গে কত, অঙ্গ বিভঙ্গিম, আনন্দে মগন সঘন হরি বোল ॥
বলি বনমাল লাল উর পর, কনয়া শিখরে কিরণাবলী ভাতি ।
জ্ঞান দাস আশ অই, অহর্নিশি গাওই, গৌরগুণ ইহ দিন রাতি ॥

১২৫ পদ । ভাটিয়ারি ।

নাচে শচীনন্দন দুলালিয়া ।
সকল রসের সিন্ধু, গদাধর প্রাণবন্ধু, নিরবধি বিনোদ রঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥

কস্তুরি তিলক মাঝে, মোহন চূড়াটী সাজে, অলকা বলিত বড় শোভা।
কনক বদনশশী, অমিঞা মধুর হাসি, নবীন নাগরী মনোলোভা॥
গোরা গলে বনমালা অতি অপরূপ লীলা, কনক অঙ্গুরি অঙ্গ ভুজে।
পিঙ্গল বসন জোড়া, অখিল মরম চোরা, মজে নয়নানন্দ-পদাম্বুজে॥

১২৬ পদ। ধানশ্রী।

মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত অধর সদাই কেন কাঁপে॥
গোরা নাচে নটন রঙ্গিয়া। অখিল জীবের মন বাঁধে প্রেম দিয়া॥ ধ্রু॥
চাঁদ কাঁদয়ে মুখ ছাঁদ দেখিয়া। তপন কাঁদে আঁখি জলদ হেরিয়া॥
কাঁচা কাঞ্চন জিনি নব রসের গোরা। বুক বাহি পড়ে প্রেম পরশের ধারা॥
কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে।
পুনঃ কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে॥

১২৭ পদ। শ্রীরাগ—দশকুশি।

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি।
কতই চন্দ্র নিঙ্গড়িয়া যেন নিরমিল বিধি॥
উগারই সুধা জনু গোরামুখের হাসি।
নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে থোব গোরারূপখানি॥
মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি কর মোর।
গোবিন্দদাস কহে মুঞি ভেল ভোর॥

১২৮ পদ। বল্লরী।

কি জানি কি ভাবে ভাবিত অন্তর, অরুণ যুগল আঁখি।
গদাধর করে ধরি কি কহয়ে, না জানি কি মধু মাখি॥
অধর বান্ধুলি ফুল সুললিত, দামিনী দশন ছটা।
হাসির মিশালে, ঢালে সুধারাশি, বদনচাঁদের ঘটা।
নাগরালি কাচে নাচয়ে নদীয়ানাগরীপরাণচোরা।
নরহরি কহে, তুমি কি না জান, গোকুলমোহন গোরা॥

১২৯ পদ। যথারাগ।

দেখ দেখ অগো ভুবনমোহন গৌরাঙ্গরূপের ছটা।
কিয়ে ধরাধর তেজিয়া ধরণী উপরে বিজুরী ঘটা॥
কিয়ে নিরমল মঙ্গর কনক-কমলকলিকারাশি।
কিয়ে অতিশয় মর্দ্দিত বিমল চারু গোরোচনা রাশি॥
কিয়ে ব্রজ-নব-যুবতীকুচের নবীন কুঙ্কুম ভার।
কিয়ে নবদ্বীপনাগরীগণের গলার চম্পকহার॥
মনে হয় হেন সতত ইহারে হিয়ার মাঝারে রাখি।
নিরখিতে আঁখি নহে তিরপিত, ইথে নরহরি সাখী॥

১৩০ পদ। যথারাগ।

দেখ দেখ অগো গৌরাঙ্গচাঁদের ভুবনমোহন বেশ।
আউলায়া পড়িছে কুন্দকলি বেড়া সুচারু চাঁচর কেশ॥
সুললিত ভালে তিলক কুঙ্কুম চন্দন বিন্দু সুসাজে।
যেন উড়ুপতি উদয় হয়েছে কনক গগন মাঝে॥
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলকে উহার উপমা দিবেক কে।
ঝুঝিয়ে ধরম সরম ভরম সকলি হরিব সে।
যুবতীমোহন মালা গলে অতি অনুপম ক্রম ভঙ্গ।
নরহরি নাথ দেখিয়ে কিরূপ, না বুঝিয়ে কোন রঙ্গ॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(নাগরীর পদ)

[ব্রজলীলায় গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের যে সকল পদ আছে ; পদকর্ত্তৃগণ তদনুকরণে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদ বৈষ্ণবসমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়ানাগরীগণ যেন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে আনুপূর্ব্বিক শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রভু কিশোর বাল্যকালে অনেক

চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কামকটাক্ষ ক্ষেপ দূরে থাকুক,যুবতী স্ত্রীলোকের মুখপানে ভ্রমেও তাকান নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ববিষয়ে, অতি বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর অন্যে পরে কা কথা, মহাপ্রভু স্বীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখসন্দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। পরমা তপস্বিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর সহিত দুই একটী কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় বিশ্বস্ত পরম প্রিয়ভক্ত ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অথচ এই নাগরীপদসমূহের ভাব দেখিয়া অভক্ত পাষণ্ডেরা শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্রে লাম্পট্যদোষের আরোপ করিতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জানিয়া শুনিয়া ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন রচনা করিলেন? এ প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে কেহ শত্রুভাবে, কেহ পুত্র কেহ স্বামিভাবে, কেহ বা নবীন নাগরভাবে অর্থাৎ যাঁহার যেমন মনের ভাব তিনি সেই ভাবে,শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রচলিতকথায় বলে,—"কৃষ্ণ কেমন?" 'যাঁর মন যেমন।' এখানেও তদ্রূপ যে নয়নভঙ্গী, যে হাস্য, যে হস্তাদিসঞ্চালন দেখিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া অতরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল এবং যে ভাব ভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া স্নেহবতী শচীমাতা আকুলা, সেই ভাব ভঙ্গীকে হাব ভাব কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগণ যে তাঁহাকে নব নাগর ভাবিবেন, তাহার বিচিত্রতা কি? ফলতঃ মহাপ্রভুর নবীন-নাগররূপ ভক্তের ইচ্ছানুসারে। যাঁহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা, মধুর রসের রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা আর কোন-রূপে দেখিতে চাহিবেন? দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই' তাই রসিক ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে, তাঁহার রূপগুণবর্ণন করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় নাগরীভাব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে; যথা—"নদীয়ার শ্রীনিমাই চাঁদ ভুবনমোহন সুন্দর * * তাঁহার রূপের আলোকে দশদিক প্রদীপ্ত * * নিমাই পণ্ডিতের অতুলনীয় রূপমাধুর্য্যে নদীয়াবাসী বিমোহিত। * * * রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক অতি বিষম। বিশেষতঃ রমণীমন স্বতই রূপমুগ্ধ হয়। সুরূপে রমণীর মন কেবল ভুলেনা, ভুলিয়া মজে, মজিয়া রূপবানকে ভজিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহা প্রামাণিক খাটি

সত্য। এ অবস্থায় রূপাভিলাষিণী সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়ানাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আকৃষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। নদীয়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত লোক পতিতপাবনী সুরধুনীতে স্নানাবগাহন করেন। তাঁহারা গঙ্গা-জল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি কূপের জল ব্যবহার করিতেন না। কাজেই নাগরী-বৃন্দ সময় সময় গঙ্গাঘাটে আসিতেন, বসিতেন, পরস্পর কথোপকথন করিতেন এবং যূথে যূথে গৃহে ফিরিতেন। * * * * নিমাইচাঁদ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তাছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন সুতরাং নাগরীকুল তাঁহাকে সাধ পূরাইয়া দেখিতে পাইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রূপাকর্ষণ অতি বিষম। রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন টানে—মন হরিয়া লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্র-সুধাপানে গৌরগতপ্রাণা। ঘাটে আসা যাওয়া ব্যপদেশে গৌরদর্শন সুলভ হইলেও, তাহা এখন তাঁহাদের নিত্যকার্য্য মধ্যে গণ্য। গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট্ করে, আনচান করে; এমন কি, তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, আদপে তাঁহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় রহস্য।]

---

১ পদ। সুহই।

সুরধুনীতীরে গৌরাঙ্গ সুন্দর। সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ, নিমগনমন, ডুবিল সতীর মতি ॥
শুন শুন সই গোরাচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে থাকারি, এবড় মরমে ব্যাথা ॥ ধ্রু ॥
ঢল ঢল কাঁচা সোণার বরণ লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদর কেশে, রহই পরশ আশে ॥
অলকা তিলকা, সে মুখের শোভা, কনয়-কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর, বুক পরিসর, কে না কৈল নিরমাণে ॥
সজলবসন, নিতম্ব লম্বন, আই কি হেরিনু হে।
কামের পটে, রতির বিলাস, কহি মূরছিল সে ॥
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাজা, উলটী কদলি উরু।
গোবিন্দ দাস কহই বিষম কামের কামান ভুরু ॥

২ পদ। শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল, অরুণ নয়ান বাণে।
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে, নদীয়ানগরে, নাগরী না রবে ঘরে॥ ধ্রু॥
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া, রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দঢ়াইনু, পরাণ রহিবার নয়॥
কোন্ পুণবতী যুবতী ইহার, বুঝয়ে রসবিলাস।
তাঁহার চরণে, হৃদয় ধরিয়া, কহয়ে গোবিন্দদাস॥
তাঁহার চরণে, হৃদয় ধরিয়া, কহয়ে গোবিদ দাস॥

৩ পদ। ধানশ্রী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু। কিখনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে। শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে। কৈল ঠারা ঠারি কি রস রঙ্গে॥
থির বিজুরী করিয়া একে। সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভাঙর দোলা। মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা॥
চাঁদ ঝলমলি বদন ছাঁদে। দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাচর কেশে ফুলের ঝুটা। যুবতী উমতি কুলের খোটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে। গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে॥

৪ পদ। শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়।
কিবা সে নাগর কিক্ষণে দেখিনু, ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ানকটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উঠিয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দনফোটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে॥

এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয় ॥

৫ পদ। ধানশ্রী।

যতিখনে গোরারূপ আইনু হেরি। সাজনমুকুর আনলু ততবেরি ॥
সখি হে সব সোই আনল অনুপ। ইথে লাগি মুকুর হেরল নিজ মুখ ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ। উয়ল দরপণে গোরামুখচন্দ ॥
মঝু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ। কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর। পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর ॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি। অবশে আরশি করে খসল হামারি ॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি। গোবিন্দ দাস শুনি মূরছিত ভেলি ॥

৬ পদ। ধানশ্রী।

বিহির কি রীত, পীরিতি আরতি, গোরারূপে উপজিল।
যাহার এপতি, সেই পুণ্যবতী, আনেসে ঝুরিয়া মৈল ॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরাবদন দেখিয়া, ঘুচাব মনের ব্যথা ॥ ধ্রু ॥
সো গোরা গায়, ঘাম কিরণে, নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
বাহুর বলনি, অঙ্গের হেলনি, মন্থর চলনি ছাঁদে ॥
গলায় রঙ্গণ কলিকামালা, নারীমন বাঁধা ফাঁদে।
আছুক আনের কাজ মদন, বিনিয়া বিনিয়া কাঁদে ॥
শ্রবণে সোণার মকরকুণ্ডল, রঙ্গিণী পরাণ গিলে।
গোবিন্দ দাস কহই নাগর, হারাই হারাই তিলে ॥

৭ পদ। ধানশ্রী।

গৌরবরণ, মণি-আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল, ঢলিল সকল দেশ ॥
মঝু মঝু সই দেখিয়া গোরা ঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম ॥ ধ্রু ॥
চাঁপা নাগেশ্বর মল্লিকা সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ।
ওরূপ দেখিতে যুবতী উমতি, ধরব ধৈরজ লাজ ॥
ওরূপ দেখিয়া নদীয়ানাগরী পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম, আপনা নিছিল, গোরাপদনখছাঁদে ॥

৮ পদ। তুড়ী।

মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন, রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোণার বরণ তনু, এই ছিল কালাকানু, নহিলে কি মন চুরি করে॥
রসের পরাণ যার, কুলে কি করিবে তার, নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি, মজিল যুবতী সতী, ঘরে ঘরে প্রেমের কাঁদনা॥
নয়ন কমল নব, অরুণ পরাভব, ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া।
আহা মরি মরি সোই, মরম তোমারে কই, জীব না গো গোরা না দেখিয়া॥
হিয়ায় প্রেমের শর, তনু কৈল জর জর, প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি।
সুরধুনীতীরে যাঙা, ভাসাইব কুলক্রিয়া, ভজিব সে গোরা গুণমণি॥
পূরুবে শুনিনু যত, সেই সব অভিমত, এবে ভেল কাল তনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী, রসিক নাগর জানি, নহিলে কি গোপীর মনচোরা॥

৯ পদ। সুহিনী।

কি কহিব অপরূপ গৌরকিশোর। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর॥
তেরছ চাহনি তায় বড়ই জঞ্জাল। নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল॥
যে বা ধনী দেখে তারে পাশরিতে নারে। কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা। গোরার পীরিতি খানি মরমের ব্যথা॥

১০ পদ। বরাড়ী।

আর একদিন, গৌরাঙ্গ সুন্দর, নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনু বর, বিধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম।
জল বিন্দু তল, হেম মোতি জনু, হেরিয়া মুরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুণ বসন পরে।
বাসু ঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥

১১ পদ। ধানশী।

এক দিন ঘাটে, জলে গিয়াছিলাঙ, কিরূপ দেখিনু গোরা।
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল, প্রেম রসে পহুঁ ভোরা॥
সুন্দর বদন, মদনমোহন, অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা।
সুচারু কপালে, চন্দন তিলক, তারা সনে বিধু ঘটা॥

মধুর অধরে, ঈষৎ হাসিয়া, বলে আধ আধ বাণী।
হাসিতে খসয়ে, মণি মোতিবর, দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী॥
বাসুঘোষ কহে, এমন নাগর দেখি কে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী, ওরূপ দেখিয়া, কেমনে আছয়ে ঘরে॥

১২ পদ। পঠমঞ্জরি।

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে। তখনি পড়িলুঁ প্রেমফাঁদে॥
তনু মন তাঁহারে সঁপিলুঁ। কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিলুঁ॥
গোরা বিনু না রহে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন॥
ধৈরজ না বাঁধে মোর মনে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

১৩ পদ। যথারাগ।

গোরারূপ দেখিবারে মনে করি সাধ। গৌরপীরিতিখানি বড় পরমাদ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি। অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে। কিবা মন্ত্র কৈল গোরা নয়ানের শরে
নিঝোরে ঝরয়ে আঁখি প্রবোধ না মানে।
বড় পরমাদ প্রেম বাসু ঘোষ গানে॥

১৪ পদ। শ্রীরাগ।

আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি।
কিক্ষণে দেখিলুঁ গোরা পাশরিতে নারি॥
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদ বদন॥
কুলে দিলুঁ তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ।
তেজিলুঁ সকল সুখ ভোজন বিলাস॥
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন।
বাসু কহে গোরা বিনু না রহে জীবন॥

১৫ পদ। শ্রীরাগ।

চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে। অপরূপ রূপ গোরা নদীয়ানগরে॥
ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ। কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ। অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি। কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছনি॥

১৬ পদ। সুহই বা দেশরাগ।

"কি হেরিনু আগো সই বিদগধরাজ"১। ভকত কলপতরু নবদ্বীপ মাঝ ॥
পীরিতির শাখা সব অনুরাগ পাতে। কুসুম আরতি তাহে জগত মোহিতে ॥
নিরমল প্রেমফল ফলে সর্ব্বকাল। এক ফলে নব রস ঝরয়ে অপার ॥
ভকত চাতক পীক "শুক অলি হংস" ।২ "নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস" ॥৩
"স্থির চর সুরনর যার ছায়া পৈসে। বাসুদেব বঞ্চিত আপন কর্ম্মদোষে ॥৪

১৭ পদ। সুহই।

নিরবধি মোর মনে, গোরারূপ লাগিয়াছে, বল সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ, বিদরিয়া যায় বুক, পরাণি বাহির হৈতে চায় ॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহ পতি গুরুজন, ভয় নাহি মোর মন, গোরা লাগি পরাণ ত্যজিব ॥ধ্রু॥
সব সুখ তেয়াগিনু, কুলে জলাঞ্জলি দিনু, গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
অঝোরে ঝরয়ে আঁখি, শুন গো মরমি সখি, বাসুঘোষ কি কহিব তায় ॥

১৮ পদ। শ্রীরাগ।

গোরারূপ লাগিল নয়নে। কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিক দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি ॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণীমোহন ॥

১৯ পদ। সুহই।

সজনি লো গোরারূপ জনু কাঁচা সোণা।
দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না ॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা।
ওরূপে মন দিলে সই কুলমান থাকে না ॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা।
যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুধই সেই গোরা ॥

---

(১) কি কহব রে সখি অপরূপ কাজ। (২) করে অভিলাষ। (৩) উপজল বহু ভাব না পূরল আশ। (৪) পদকয় খোজে ভকত আলিঙ্গনে। কহে বাসু অদভুত এ মহীমণ্ডলে—পাঠান্তর

চিন চিন লাগে কিন্তু চিন্‌তে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরি ঐ গোপীর মনচোরা॥

২০ পদ। কামোদ।

নিরমল গৌর তনু, কষিল কাঞ্চন জনু, হেরইতে পড়ি গেলুঁ ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন, অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি যব হাম পেখলু গোরা।
অকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে, মদন লালসে মন ভোরা॥ধ্রু॥
অরুণিত লোচনে, তেরছ অবলোকনে, বরিষে কুসুম শর সাধে।
জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাওব, জনু পড়ু গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ যদি জানসি, মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন হে সখি, গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

২১ পদ। বিভাস-দশকুশি।

নিশিপরভাতে, বসি আঙ্গিনাতে, বিরস বদনখানি।
গোরাঙ্গচাঁদের, হেন ব্যবহার, এমতি কভু না জানি॥
সই এমতি করিল কে?
গোরা গুণনিধি, বিধির অবিধি, তাহারে পাইল সে॥ ধ্রু॥
কস্তুরি চন্দন, করি, বরিষণ, গাঁথিয়া ফুলের মালা।
বিচিত্র পালঙ্কে, শেজ বিছাইনু, শুইবে শচীর বালা॥
হে দে গো সজনি, সকল রজনী, জাগিয়া পোহাল বসি।
তিলে তিনবার, দণ্ডে শতবার, মন্দির বাহিরে আসি॥
বাসু ঘোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে, এখনি কহিব তাহে।
হেথা না আয়ল, রজনী বঞ্চল, আছিল কাহার ঘরে॥

২২ পদ। বিভাস।

সোবহু বল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥

লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন ॥
ন তু সুরধুনীনীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণ,
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবায় নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা ॥

২৩ পদ। ধানশী।

আজু মুই কি দেখিলুঁ গোরা নটরায়। অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায় ॥
কেমনে গঢ়ল বিধি কত রস দিয়া। ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া ॥
কত শত চাঁদ জিনি বদন কমল। রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর। সুরধুনীতীরে গোরাচাঁদ উজোর ॥

২৪ পদ। ধানশী।

আজু মুই কি পেখলু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর ॥
কুলবতী সব রূপ দেখিয়া মোহিত। গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত ॥
শিলা গলি গলি বহে মৃগ পাখী কাঁদে। নগরের নগরী সব বুক নাহি বাঁধে ॥
সুরসিদ্ধ-মুনিগণের মন উচাটন। বাসুদেব কহে গোরা মদনমোহন ॥

২৫ পদ। ধানশী।

নিরবধি গোরারূপ দেখি। নিঝরে ঝরয়ে দুটী আঁখি ॥
কি কহব কি হবে উপায়। প্রাণ মোর ধরণে না যায় ॥
নিশি দিশি কিছুই না জানি। মরমে লাগিল দ্বিজমণি ॥
না দেখিয়া গোরাচাঁদ মুখ। কহে বাসু বিদরয়ে বুক ॥

২৬ পদ। ধানশী।

দেখিয়া আয়লুঁ গোরাচাঁদে। সেই হৈতে প্রাণ মোর কাঁদে ॥
মন মোর করে ছন ছন। না দেখিলে ও চাঁদ বদন ॥
গৃহকাজে নাহি রহে চিত। না দেখিয়া গৌরচরিত ॥
অনুপম গৌরাঙ্গ মহিমা। বাসুদেব না পায়েন সীমা ॥

২৭ পদ। ভাটিয়ারি।

প্রেমের সায়র, বয়ান কমল, লোচন খঞ্জন তারা।
কিয়ে শুভক্ষণ, সর্ব্ব সুলক্ষণ, ভেটলুঁ প্রাণ পিয়ারা॥
গোরারূপ দেখিলুঁ মোহন বেশে।
যার অনুভব, সেই সে জানয়ে, না পায় আন উদ্দেশে॥ ধ্রু॥
রূপের সদন, ও চাঁদ বদন, সরুয়া বসন রাঙ্গা।
রাঙ্গা করপদ, কিনি কোকনদ, রহে অঙ্গ তিরিভঙ্গা॥
ভাবের আবেশে, ভাবিনী লালসে, অন্তর বাহিরে গোরা।
এ নয়নানন্দ, ভাবে অনুবন্ধ, সতত ভাবে বিভোরা॥

২৮ পদ। শ্রীরাগ।

সোই, চল দেখি গিয়া।
কেমন বন্ধানে নাচে গোরা বিনোদিয়া॥
পীত পীরিতিময় রূপের সজনি।
পীত বসন রাঙ্গা ডোরের দোলনি॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গলে নব বনমালে।
কত ফুলশর ধায় অলিকুলজালে॥
ভাবের আবেশে পুলকের নাহি ওর।
অনুরাগে অরুণ নয়ানে বহে লোর॥
সাত পাঁচ করে প্রাণ ধরিতে নারি হিয়া।
হেন মনে করে সাধ পরশি ধাইয়া॥
নদীয়ার কুলবধূর গেল কুল লাজে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি সবার সমাজে॥
কহয়ে নয়নানন্দ আছয়ে উপায়।
সুরধুনী তীরে যাই দেখিবে গোরায়॥

২৯ পদ। বিভাস।

করিব মুই কি করিব কি?
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি॥ ধ্রু॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটী আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা অনু দেখি॥

আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিনু আমি গোরাচাঁদের মুখ॥
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারি।
শ্বশুরকুলের মুঞি কুলের বৌহারি॥
পতিব্রতা মুই সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে॥
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া॥

৩০ পদ। ধানশী—ধরাতাল।

গৌরাঙ্গ-লাবণ্যরূপে, কি কহব এক মুখে, আর তাহে কুলের কাচনি।
চাঁদ মুখের হাসি, জীব না গো হেন বাসী, আর পীরিতি চাহনি॥
সই লো বিহি গড়ল কত ছাঁদে।
কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন, পরাণ পুতলি মোর কাঁদে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি, করিল কুলের ঝি, আর তাহে নহি স্বতন্তরি।
গেল কুললাজভয়, পরাণ বাহির নয়, মনের আনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে, কহিলে পীরিতি ভাঙ্গে, চিত মোর ধৈরজ না বাঁধে।
নয়নানন্দের বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণি, ঠেকিলা গৌরাঙ্গপ্রেমফাঁদে॥

৩১ পদ। মল্লার।

দেখ সই অপরূপ, গৌরাঙ্গচাঁদের মুখ, নয়নে বহয়ে কত ধারা।
কুন্দ করবীর মালে, আছে থরে থরে গলে, বিনোদিয়া মুনিমনোহরা॥
গৌরাঙ্গের গুণ শুনি, পাষাণ হয়ত পানি, শুক কাঁদে পিঞ্জর ভিতরে।
কুলের সে কুলবতী, হরিনামে পীরিতি, বিরলে বসিয়া গুণে ঝুরে॥
গৌরাঙ্গপীরিতি রসে, জগত করিল বশে, যবন চণ্ডাল তরি গেল।
পামর নয়নানন্দ, না ঘুচিল মনের সন্দ, মরমে রহল বড় শেল॥

৩২ পদ। সুহই।

সই দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলী, আকুলি, ব্যাকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে॥
সই গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিঞ্জিরায় রাখি॥

সই গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কাণেতে দুল॥
সই গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি॥
সই গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল॥
সই গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধূ॥

৩৩ পদ। কামোদ।

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
সুরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে॥
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্য কলা।
নদীয়া নাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা॥
সোণায় বাঁধল, মণির পদক, উর ঝল মল করে।
ও চাঁদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পহুঁ, বৈভব কো কহুঁ, ভুবন ভরল যশে॥

৩৪ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ চরিত আজু কি পেখলুঁ মাই।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ধরিয়া গদাই॥
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়।
ধূলা লাগিয়াছে কত ওনা হেম গায়॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে।
কত সুরধুনী ধারা আঁখি বাহি পড়ে॥
মৈনু মৈনু কেন গেনু সে পথ বাহিয়া।
ধৈরজ না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া॥
দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে॥

৩৫ পদ। আশাবরী।

গৌর বরণ সোণা। ছটক চাঁদের জোনা॥
তরুণ অরুণ, চরণে থির, ভাবে বিয়াকুল মন॥
অরুণ নয়ানে ধারা। যনু সুরধুনী বারা॥
পুলক গহন, সিঁচয়ে সঘন, মহী জিনি ভার ভরা॥
বদনে ঈষৎ হাসি। তরুণী ধৈরজ নাশি।
খেনে খেনে, গদ গদ হরি বোলে, কাঁদনে ভুবন ভাসি॥
গদাই ধরিয়া কোলে। মধুর মধুর বোলে॥
আর কি আর কি, করিয়া কাঁদয়ে, না জানি কি রসে ভুলে॥
যে জানে সে জানে হিয়া। সে রসে মজিল ধিয়া॥
এ যদুনন্দন ভণয়ে আজুলি, ওই না গোকুল পিয়া॥

৩৬ পদ। মল্লারিকা।

সোই লো নদীয়া-জাহ্নবীকূলে।
কো বিহি কেমনে গঢ়ল ও তনু, কনয়া শিরীষ ফুলে॥ ধ্রু॥
কে না পরতীত যায়।
বদন কমল, বাঁধুলি অধর, দশন কুনকি তায়॥
কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক কোরক, নাসিকা সুভগা, আঁখি উতপল রাতা॥
কহিতে না জানি মুখে।
বাহু হেম লতা, উপরে পদুম, মল্লিকা ফুটল নখে॥
নয়ান আনন্দ সিন্ধু।
পদতল থল, রাতা উতপল, নখে মোতিফল নিন্দু॥
পীরিতি সৌরভ ধরে।
ত্রিভুবন জন, মাতল তা হেরি, পালটী না যায় ঘরে॥
হরি হরি হরি বোলে।
না জানি কি লাগি, কাঁদায়ে গৌরাঙ্গ, দাস গদাধর কোলে॥
অতএ লাগয়ে ধন্দ।
এ যদুনন্দন, কহে কি না জানো, ওই না গোকুলচন্দ॥

৩৭ পদ। কর্ণাটিকা।

সজনি সই শুন গোরা-অপরূপ গাথা।
বরজবধূর সঙ্গে, বিলাস গোপনরঙ্গে, ভুবন ভাসিল সেই কথা ॥ধ্রু ॥
অঙ্গের সৌরভে কত, মনমথ উনমত, মধুকর ছলে উড়ি ধায়।
রঙ্গণ ফুলের মালা, হিয়ার উপরে খেলা, কুলবতী মতি মূরছায় ॥
গৌরবরণ দেখি, আর সব সেই শাখী, বলন গমন অঙ্গছটা।
গোকুলচাঁদের ছাঁদ, পরতেকে ভুরুফাঁদ, কুলবতী দুই কুলে কাঁটা ॥
কে আছে এমম নারী, নয়ানসন্ধান হেরি, মুখচাঁদে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরজ ধরে, তবে সে যাইবে ঘরে, মনমথে না ক'রে বাউরী ॥
খেনে রাধা বলি ডাকে, নয়ান মুদিয়া থাকে, খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কাঁদে উভরায়, পুলকিত সর্ব্বকায়, এ যদুনন্দন ভাল বাসে ॥

৩৮ পদ। বরাড়ী।

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু। গোপত পীরিতি ফাঁদে মুই সে ঠেকিনু ॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি। অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী ॥
গোরারূপ মনে হৈলে হইবে পাগলী। দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি ॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়। যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায় ॥

৩৯ পদ। কামোদ।

বেলা অবসানে, ননদীনি সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপ নিরখিয়া, কলসি ভাঙ্গিয়া এনু ॥
কাঁপে কলেবর, গায় আসে জ্বর, চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা ॥
দীঘল দীঘল, নয়ান যুগল, বিষম কুসুম-শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে ॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গমাধুরী, যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার, সকলি মজিল, গোরাচাঁদের অনুরাগে ॥

৪০ পদ। ধানশী।

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে, সেরূপ চাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব ॥

সোই লো কহ না গৌরের কথা।
গোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম, পীরিতি মূরতি দাতা ॥ ধ্রু॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা যার হিয়ায় জাগে।
কহে নরহরি, তাহার চরণে, সতত শরণ মাগে ॥

৪১ পদ। ধানশী।

মো মেনে মনু গোরাচাঁদেরে দেখিয়া। অপরূপ রূপ কাঁচা-কাঞ্চন জিনিয়া।
ক্ষণে শীঘ্রগতি চলে মারে মালসাট। ক্ষণে থির হৈয়া চলে সুরধুনী পাট ॥
অরুণ-নয়ানে ঘন চাহে অনিবার। হানিল নয়ান বাণ হিয়ার মাঝার ॥
আজানুলম্বিত ভুজ দোলে দুই দিগে। যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে ॥
ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে ক্ষণে উতরোল। না বুঝিয়া নরহরি হইল বিহ্বোল ॥

৪২ পদ। ধানশী।

মরম কহিব সজনি কায় মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে, হেরিএ গৌরাঙ্গ রায় ॥ধ্রু॥
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, সকলি গৌরাঙ্গময়।
এদুটি নয়ানে, কত বা হেরিব, লাখ আঁখি যদি হয় ॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমারে সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ হেরিএ সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গচরণ, হিয়ায় রহল বাঁধা ॥

৪৩ পদ। ধানশী।

মজিলুঁ গৌরপীরিতে সজনি মজিলুঁ গৌরপীরিতে।
হেরি গৌররূপ জগতে অনুপ, মিশিয়া রৈয়াছে জগতে ॥
আতসী কুসুম, কিবা চাঁপা শোণ, হরিল গৌরাঙ্গরূপ।
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ, তিলফুলে নাসাকূপ ॥
অপরাজিতার, কলিতে আমার, হরিল গৌরাঙ্গ ভুরু।
হরে কুন্দকলি, দশন আবলী, কদলি তরুতে উরু ॥
সনাল অম্বুজ, হরিল সে ভুজ, বক্ষঃস্থল পদ্মিনী।
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, সকল ভুবনে জানি ॥

৪৪ পদ। পাহিড়া।

কে আছে এমন, মনের বেদন, কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেঁই সে তোমারে কই॥
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে, গেনু জল ভরিবার।
দেখিতে গৌরাঙ্গে, কলসি ভাঙ্গিল, সরম হইল সার॥
সঙ্গে ননদিনী, কালভুজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, বয়ান শুকায়ে গেল॥
গৌরকলেবর, করে ঝলমল, শারদচাঁদের আলো।
সুরধুনীতীরে, দাঁড়াইয়া আছে, দুকূল করিয়া আলো॥
বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিনু, ননদী হইল কাল॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গমাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুলশীল তার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গের অনুরাগে॥

৪৫ পদ। শ্রীরাগ—বড় দশকুশি।

কি হেরিলাম গোরারূপ না যায় পসরা। নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে গোরা॥
জলের ভিতর যদি ডুবি, জলে দেখি গোরা। ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
তেঁই বলি গোরারূপ অমিঞা পাথার। ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে। সোণার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥ *

৪৬ পদ। ধানশী।

তরুণী-পরাণ-চোরা, গোরারূপ, মাধুরী অমিঞা ধারা।
ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন, কোণেতে পীয়য়ে যারা॥
সোই ও কথা কহিব কাকে।
পণ্ডিত গদাই, পানে ঘন চাই, রাধিকা বলিয়া ডাকে॥ ধ্রু॥
দাস গদাধর, করে দিয়া কর, উলসে পুলক গা।
মৃদু মৃদু হাসে, কিবা রসে ভাসে, কিছুই না পাই থা॥
নাগরালি ঠাটে, নদীয়ার বাটে, হেলিতে দুলিতে যায়।
নরহরি মন মোহন ভঙ্গিমা মদন মূরছে তায়॥

---

* কান কোন সংগ্রহে এই পদে বাসুদেব ঘোষের ভণিতা আছে।

৪৭ পদ। সুহই।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ ধ্রু ॥
নয়ান পুতলি করি, লইনু মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি-আগুন জ্বালি, সকলি পুড়াইয়াছি, জাতি কুলশীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ়লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
যাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে, বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে, পীরিতি এ মতি হয়, তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

৪৮ পদ। সুহই।

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া, দিয়া সেই পদছায়া, বঞ্চল এ অভাগিরে কহে ॥ ধ্রু ॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আনচান, স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম, পীরিতি না করিতাম, যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে ॥
আমি ঝুরি যার তরে, সে যদি না চায় ফিরে, এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে, বজর ক্ষেপিলে তাহে, যায় ফাটি যায় কিনা বুক ॥
মুরারি গুপত কয়, পীরিতি সহজ নয়, বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুলমান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর, তবে সে পাইবা শচীর বালা ॥

৪৯ পদ। ধানশী।

নিরবধি মোর, হেন লয় মনে, ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া, গৌরাঙ্গবদন, হেরিয়া মন হরিষে ॥
আই আই কিয়ে, সেরূপ মাধুরী, নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়ানাগরী, সোহাগে আগরী, পাইল রসের নিধি ॥
অপরূপ রূপ, কেশর করিয়া, ইচ্ছায় হিয়ায় লেপি।
সোণার বরণ, বসন পরিয়া, জীবন-যৌবন সঁপি ॥
চুলের চাঁপা, ফুল হেন করি, আউলাঞা করিঞা দেখা।
লাজভয় ছাড়ি, লোকে উড়ি পড়ি, দুবাহু করিয়া পাখা ॥
পীরিতি মূরতি, চিত্র বনাইয়া, কহিব মনের কথা।
ভরি বুকে বুকে, রাখি মুখে মুখে, রসিক ঘুচাবে ব্যথা ॥

৫০ পদ। আড়ানি।

গঙ্গার ঘাটে, যাইতে বাটে, ভেটিনু নাগর গোরা।
শূন্য দেহে, আইনু গেহে, পরাণ হৈয়া হারা॥
তেরছ দিঠি, বচন মিঠি, ঈষৎ হাসির ঘটা।
তা দেখিয়া পরাণ নিয়া, ঘরে ফিরবে কেটা॥
মন ছন্ ছন্, প্রাণ ছন্ ছন্, পরাণ দিয়া পরে।
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
এমন বেদনি, থাকে সজনি, গৌর বৈদ্যে ডাকে।
পাইলে এথা, মাথার ব্যথা, কার কতক্ষণ থাকে॥
শুনিতু ব্রজে, গোপীসমাজে, ডাকাতি করিত কালা।
সেউ নাকি লো, নদ্যায় এলো, হৈয়া শচীর বালা॥
দিন দুপুরে, ডাকাতি করে, মুচ্‌কে হাসি হেসে।
নয়ান বাণে, বধে প্রাণে, কুলমান যায় ভেসে॥
রাধাবল্লভ কয়, আর ছাড়া নয়, যুক্তি শুন দিদি।
মদনরাজায়, জানাও ত্বরায়, কুল রাখিবে যদি॥

৫১ পদ। ভাটিয়ারি।

ভুবনমোহন গোরা, রূপ নেহারিয়া আজু, নয়ান সার্থক ভেল মোর।
ও চাঁদ মুখের কথা, অমিঞা সমান জনু, শ্রবণে সার্থক শ্রুতি জোর॥
এদুহুঁ নাসিকা মঝু, সার্থক হোয়ল সোই, গৌর গুণমণি-অঙ্গগন্ধে।
এ চিত-ভোমরা মঝু, অতিহুঁ সার্থক ভেল, মধু পীয়ে ও পদারবিন্দে॥
একাঠ কঠিন হিয়া, সার্থক হোয়ব কবে, ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া।
এ কুচ-কমল মঝু, সার্থক হোয়ব কবে, ও ভোমরে মকরন্দ দিয়া॥
এ গণ্ডযুগল মঝু, সার্থক হোয়ব কবে, ওনা মুখের চুম্বন লভিয়া।
দেবকীনন্দন শির, সার্থক হোয়ব কবে, নাথের চরণে লুটাইয়া॥

৫২ পদ। কামোদ।

কিখনে দেখিনু গোরা, নবীন কামের কোঁড়া, সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল, কত না ভরিব জল, কত যাব সুরধুনীতীরে॥
বিধি তোবিনু বুঝিতে কেহ নাই।
যত গুরু গরবিত, গঞ্জন বচন কত, ফুকরি কাঁদিতে নাই ঠাই॥ধ্রু।

অরুণ-নয়নের কোণে, চাঞাছিল আমাপানে, পরাণে বড়ষি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর, ছারখায়ে যাউক গো, নাজানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি খাইনু, ঘরের বাহির হৈনু, শুনি খোল-করতাল-নাদ।
লক্ষ্মীকান্তদাসে কয়, মরমে যার লাগয়, কি করিবে কুল পরিবাদ॥

৫৩ পদ। সুহই বা সিন্ধুড়া।

সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ নাগর, দেখিনু পথের মাঝে।
ওরূপ দেখিতে, চিত বেয়াকুল, ভুলিনু গৃহের কাজে॥
সজনি গোরারূপে মদন মোহে।
সতী যুবতী এমতি হইল, আর কি ধৈরজ রহে॥ধ্রু॥
মদনধানুকী-ধনুক জিনিয়া, নয়ানে গাঁথিল বাণ।
মুখ-শশধর, বান্ধুলী অধর, হাসি সুধা-নিরমাণ॥
বসন ভূষণ কতেক ধারণ, রাতুল চরণশোভা।
গোপালদাস কহ, শচীর নন্দন, মুনির মানস লোভা॥

৫৪ পদ। কল্যাণ।

হিরণবরণ দেখিলাম গোরা, ঢুলি ঢুলি যায় ঠাটে।
তনু মন প্রাণ আপনার নয়, ডুবিনু তার লাটে॥
অচল পদ গদ গদ বাক্ ধৈর্য্যমদ গেল।
চেতন হারা, বাউল পারা, আগম দশা হৈল॥
ভয় করি নয়, ভয় কেন হয়, গা কেনে মোর কাঁপে।
নিরখি লোচন, হেরল চেতন দংশল যেন সাপে॥
রূপের ছটা, চাঁদের ঘটা, জটাধারী দেখে ভুলে।
নৈদার নারীর ধৈর্য্যধ্বংস দাগ রহে বা কুলে॥
প্রতি অঙ্গে যদি নয়ান থাকিত, পূরিত মনের সাধ॥
একে কুলবতী, তায় দুটি আঁখি, তায় ঘুঙটা বাদ॥
চাঁচর চুলে, চাঁপার ফুলে, চারু চঞ্চরি চলে।
ভাল ঝলমল, সূরুজ লুকায়, তায় অলকা কোলে॥
ভুরুজ্যোতি হরয়ে মতি শক্রধনুছটা হরে।
অপাঙ্গ তরঙ্গ টঙ্ক কুলবতীর ব্রত ভঙ্গ করে॥
বদনচাঁদে মদন কাঁদে হৃদে মুকুতার পাঁতি।
মৃদু মৃদু হাসিরাশি দেখে কেবা ধরে ছাতি॥

স্বর্ণকপাট হৃদয়তট আজানুলম্বিত ভুজা।
কোন্ ধনী না নয়ানে হেরিয়া দিঠি দিঞা করে পূজা॥
জানুর বরণ কঁচা সোণা যেমন সাঁচা মোচা।
হেরিলে তার নাচা কোচা না যায় কুল বাঁচা॥
স্থলপদ্ম চরণযুগল নখ ইন্দু নিন্দে।
সরবানন্দ চিত চঞ্চল মঞ্জু চরণারবিন্দে॥

৫৫ পদ। কামোদ।

মোর মন ভজিতে ভজিতে গৌরাঙ্গচরণ চায় গো।
কি করি উপায়, কুলবধূ হৈলাম তায়, জঞ্জাল যৌবন-বৈরী তায় গো॥ধ্রু॥
কাঁচা কাঞ্চন-ঘটা, জিনিয়া রূপের ছটা, চাহিলে চেতন চমকায় গো।
স্থলকমলদল, চরণকোমল ভাল, ভ্রমিতে ভ্রমরা ভুলি ধায় গো॥
দীপ্তবাস পরিধান, দীর্ঘ কোচা লম্বমান, দেখি হৃদয় দ্বিগুণ সুখ পায় গো।
আজানুলম্বিত ভুজ, যুবতী না ধরে ধৈর্য্য, উরু হেরি মুনির মন ফিরায় গো॥
লম্বিত তুলসীমালা, গলে মন্দ মন্দ দোলা, বদন দেখি মদন মূরছায় গো।
শীতল চরণদ্বয়, বুঝি সুধা সুধাময়, শ্রবণে সে শ্রবণ জুড়ায় গো।
লোচনাঞ্চল চঞ্চল, দেখি মন আকুল, সকলি সে বিষয় খোয়ায় গো।
ভুরুর ভঙ্গিমা ভাল, ভুজঙ্গিনী ভুলল, হেরি ধৈর্য্য ধরা নাহি যায় গো॥
নাসাশ্রুতি যুগ দিজ, জিতে দিজ দাড়িমবীজ, নিরখি অখিল সুখ পায় গো।
তিলক ঝলমল ভাল, ভুবন ভরিল আল, লাজে দিনমণি দূরে য়ায় গো॥
চাঁচর চিকুর চারু, চামরী চিকুর তারু, যাম যাম জাগয়ে হিয়ায় গো॥
ভণে মন্দ সর্ব্বানন্দ, কি জানি জানে গৌরচন্দ, মুরছি তার মনমথ চিতায় গো॥

৫৬ পদ। শ্রীরাগ।

নিন্দই ইন্দুবদন-রুচি সুন্দর, বদনহি নিন্দই কুন্দ।
বদন ছদন রুচি, নিন্দই সিন্দূর, ভুরুযুগ ভুজগগতি নিন্দ॥
আজু কহবি গৌর যুবরায়।
যুবতী-মতিহর, তোহারি কলেবর, কুলবতী কি করু উপায়॥ধ্রু॥
সুরধুনীতটগত, হরিণনয়নী যত, গুরুজন করইতে আঁধে।
কত কত গোপত, বরত করু অবিরত, পড়ি তছু লোচনফাঁদে॥
তুয়ামুখ সদৃশ, সুধাকর নিরজনে নিরখিতে যব কহ মন্দ।
কঙ্কণঘাত মাথে দেই কাঁদই, কি করব জগত আনন্দ॥

৫৭ পদ। শ্রীরাগ।

দূরহি নব নব, সুরতরঙ্গিণী সব, যৈখনে পেখনু তোয়।
রূপক কূপে মগন ভেল তৈখন নথই না পারই কোয়॥
শুনহ গৌর দ্বিজরাজ।
তুয়া পরসঙ্গ হোত নিতি ইতি উতি অভিনব যুবতী-সমাজ॥ধ্রু॥
কোই কহ কনক, মুকুর কোই কহ, নহ কনক-কমল কিবা হোই॥
কোই কহ নহ নহ শরদসুধাকর, কোই কহ নহ মুখ সোই॥
গুরুজননয়ন-প্রহরিগণ চৌদিশে, নিশি দিশি রহত আগোরি।
কি করব অবিরত, আবেকত রোয়ত, জগদানন্দ কহ তোরি॥

৫৮ পদ। শ্রীরাগ।

নদীয়া পুরে নিজ নয়নে নিরখনু নবীন দ্বিজ যুবরাজ।
যতনে কত শত, যুবতী রূপ সেবই, তেজি কুল মান লাজ॥
অব তোহে কি কহব আন।
মাইরি তছু বদন, সমরিতে কি জানি কি কর পরাণ॥ধ্রু॥
ক্ষীণ কটিতটে চিন ভব পট নীল নীরদ কাঁতি।
তিথরি হেম জঞ্জিব তছুপর যৈছে দামিনী পাঁতি॥
চলত মদ মাতয়াল তরুণ গতি অতি মন্দ।
সতত মানস সরসী বিলসই কি করু জগত আনন্দ॥

৫৯ পদ। শ্রীরাগ।

শ্রীমুখ শরদ-ইন্দু সম সুন্দর করিকর সমউরু সাজে।
ভুজযুগ কনকখম্ব সম সুবলিত সরসিজ সম কর রাজে॥
হেরইতে কো নাহি ঝুর।
মাইরি গৌরকলেবর-মাধুরী অহনিশি মনমাহা ফুর॥ ধ্রু॥
হাটভ রচিত করাটক সমতুল উর মল মদন-আবাস।
হেরইতে কোন কলাবতী জগমহু, শয়নে না করু অভিলাষ॥
অবিরল শ্রোণিফলক সম মনোরম কেশরী সম ক্ষীণ মাঝ।
অতি বসনয়ে রঙ্গ দিগদরশন, করু জগদানন্দ আজ॥

৬০ পদ। শ্রীরাগ।

মুখ কিয়ে কমল, কমল নহ কিয়ে মুখ, মুখ নহ কমল বা হোয়।
মনমাহা পরম ভরম উপজায়ত, বুঝইতে সংশয় মোয়॥

মাইরি সুরধুনীতীরে নেহারি।

বারত অলখিত, করত গতাগতি, লোচন মধু পি গোঙারি ॥ধ্রু॥

সু মরণে যাক শিথিল নীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ।

দরশনে তাক ধিরজ ধরু কো ধনী, পড়ু কুলবতীকুলে লাজ ॥

হৃদয়-রতন পরিযঙ্ক উপরে চড়ি বৈঠি সতত করু কেলি।

জগদানন্দ ভণ, এতদিনে দারুণ, দ্বিজকুলগৌরব গেলি ॥

৬১ পদ। নাটিকা।

নদীয়ানাগরী, সারি সারি সারি, চলিলা গঙ্গার ঘাটে।

হেন রূপছটা, যেন বিধুঘটা, গগন ছাড়িয়া বাটে ॥

শচীর নন্দন, করয়ে নর্ত্তন, সঙ্গে পারিষদ লঞা।

দেখিবার তরে, সুরধুনীতীরে, আইলা আকুল হৈয়া ॥

কারু গলিত অম্বর, তাহা না সম্বর, কাহার গলিত বেণী।

যেন চিত্রের পুতলি, রহে সবে মেলি দেখে গোরা গুণমণি ॥

ও রূপ মাধুরী, দেখিয়া নাগরী, সবাই বিভোর হৈয়া।

অঙ্গ পরিমলে, হইয়া চঞ্চলে পড়িতে চাহে উড়িয়া ॥

কেহো ভাবভরে, পড়ে কারু কোরে, নয়ানে বহয়ে ধারা।

কাহার পুলক, অঙ্গে পরতেক, কেহ মুরছিত পারা ॥

লোচন কহয়ে গেল কুল ভয়ে, লাজের মাথায় বাজ।

ধৈর্য্যধর্ম্ম আদি, সকল বিনাশি, নাচে গোরা নটরাজ ॥

৬২ পদ। পাহিড়।

গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে, নয়ন মজিল, কিবা সে করিব সার।

কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া, ঘরে না রহিব আর॥

সই এবে সে করিব কি?

গৌরাঙ্গচাঁদের, নিছনি লইয়া, গৃহে সমাধান দি ॥

গৃহধর্ম্ম যত, হইল বেকত, গোরা বিনা নাহি জানি।

আনেরে দেখিয়া, ভরমে ভুলিয়া, গৌরাঙ্গ বলি যে আমি ॥

পতির সহিতে, শুতিয়া থাকিতে, গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে।

আসি তরাতরি, প্রাণ গৌরহরি, পতিরে ফেলাঞা ভূমে ॥

আমারে লইয়া, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া।

আবেশে গৌরাঙ্গ, সুধা উগারয়ে, প্রতি অঙ্গে পড়ে বাইঞা ॥

গৌরাঙ্গ-রতন, করিয়া যতন, মোড়াঞা লইব কোলে।
তিলাঞ্জলি দিয়া, সকলি ভাসানু, এ দাস লোচন বলে॥

৬৩ পদ। কামোদ।

শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে উপমা কিসে বা হয়॥
ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি, গৌরাঙ্গবদনচাঁদ।
সে রূপসায়রে, নয়ান ডুবিল, লাগিল পীরিতি ফাঁদ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, কনক-কেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া॥
থাকি গুরু মাঝে, হেরি গো নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাত্রি দিনে, হিয়ার মাঝারে থোব॥

৬৪ পদ। কামোদ।

হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধে, ও মুখচাঁদে, নয়নে নয়নে থোব॥
শুনেছি পূরবে, গোকুলনগরে, নন্দের মন্দিরে যে।
নবদ্বীপ আসি, হৈলা পরকাশি, শচীর মন্দিরে সে॥
লোচনের বাণী, শুন গো সজনি, কি আর বলিব তোরে।
হেরিয়া বদন, ভুলে গেল মন, পাসরিতে নারি তারে॥

৬৫ পদ। কামোদ।

গৌরাঙ্গবদনে, হরিল চেতনে, বড় পরমাদ দেখি।
পাসরিতে চাই, পাসরা না যায়, উপায় বল গো সখি॥
গোরা পশিল হিয়ার মাঝে।
নদীয়া-নাগরী, হইল পাগলী, বুঝিনু আপন কাজে॥ ধ্রু॥
যখন দেখিনু, গৌরাঙ্গচরণ, তখনি হরিল মন।
কুলবতী সতী যুবতী যেজন, ত্যজে নিজ পতিধন॥
না জানি ধরমে, কি জানি করমে, কহিতে বাসি হে লাজ।
লোচনদাসের মন বেয়াকুল, এবে সে বুঝিল কাজ॥

৬৬ পদ। শ্রীরাগ।

আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সমবরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥

৬৭ পদ। যথারাগ।

(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পুতলী মোর হিয়া নাহি বাঁধে॥
আমি কেন সুরধুনী গেলাম। (গেলাম! গেলাম!!)
কেন গৌররূপে নয়ন দিলাম॥
আমি কেনই চাইলাম গৌরপানে।
(গৌর) আমায় হান্‌লে দুটী নয়ন-বাণে॥
আমার নয়ন বোলে ওরূপ দেখে আসি।
আমার মন বলে তার হৈগা দাসী॥
করে নয়ন-পথে আনাগোনা।
আমার পাঁজর কেটে কর্‌ল খানা॥
গৌররূপ-সাগরের পিছল ঘাটে।
আমার মন গিয়া তায় পড়্‌ল ছুটে॥
একে গৌররূপ তায় পীরিত মাখা।
(তাতে আবার) ঈষৎ হাসি নয়ন বাঁকা॥

(গৌরের) যত রূপ তত বেশ।
ও! সে! ভাজিতে পাঁজর শেষ॥
(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝোরে।
গুণে মনোভোর করে॥
(গৌররূপ) তিল আধ পাসরিতে নারি।
কি খনে (গৌরাঙ্গরূপ) হিয়ার মাঝে ধরি॥
এ বুক চিরিয়া রাখি পরাণেরই সঙ্গ।
মনে হোলে বাহির ক'রে দেখি মুখচন্দ॥
গৌররূপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

৬৮ পদ। যথারাগ।

উষঃকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যায়।
সঙ্গে সখা, পথে দেখা, হলো গোরারায়॥
মরমে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাঁখে।
থাকিত পারা, চৌউর হারা, বঁধু দাঁড়ায়ে দেখে॥
ওবা কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই।
কোন বিধি, রসের নিধি, কৈল এক ঠাঁই॥
যুগ্মভুরু, কামের গুরু, ছাড়্ছে ফুলের বাণ।
কেমন কালি, ধরে তুলি ক'রেছে নির্ম্মাণ॥
আঁখির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল।
অরুণতা, দুটী পাতা, ক'র্ছে ছলছল্॥
তিলফুল, কিসে তুল, এমনি নাসার শোভা।
কুঁদে কাটি, পরিপাটী, কিবা দন্তের আভা॥
হিঙ্গুল ভালে, হরিতালে, নবনী দিল ভেঁজে।
কাঁচা সোণা, চাঁদখানা, রসান দিল মেজে॥
আল্তা তুলি, দুধে গুলি, কর দিয়াছে ছেনে।
চাঁদকে আনি, ছানি ছানি, তায় বসালে জেনে॥
গলে হার, শোভে তার, কিবা বাহুর ভাতি।
গগন হ'তে, জল তুলতে, নামল সোণার হাতী॥

কটি আটি, পরিপাটী, ধবল বসন সাজে।
সুললিত, ভুবনজিত, পায়ে নূপুর বাজে ॥
রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হলো এসে।
নাগরী লোচনের মন, তাইতে গেলো ভেসে ॥

৬৯ পদ। যথারাগ।

শচীর গোরা, কামের কোড়া, দেখ্‌লাম ঘাটের কূলে।
চাঁচর চুলে, বেড়িয়া ভালে, নব-মালতীর মালে ॥
কাঁচা সোণা, লাগে ঘৃণা, রূপের তুলনা দিতে।
(এমন) চিতচোরা, মনোহরা, নাইকো অবনীতে ॥
কি আর বলিছ গো সই (তোমায়) বুঝাব কি ?
(ছাদে) স্নানে যেতে, সখীর সাথে গৌর দেখেছি ॥
(সে) রূপ দেখি, দুটী আঁখি, ফিরাইতে নারি।
পুনঃ তারে, দেখ্‌বার তরে, কতো সাধ করি ॥
কি আর বলিছ গো সই তুমি ত আছ ভাল।
আমার মরমের কথা মরমেই রহিল ॥
জাগিতে ঘুমাইতে সদা গৌর জাগে মনে।
লোচন বলে যে দেখেছে, সেই সে উহা জানে ॥

৭০ পদ। যথারাগ।

এক নাগরী, বলে দিদি, নাইতে যখন যাই।
ঘোম্‌টা খুলে, বদন তুলে, দেখেছিলাম তাই ॥
রূপ দেখে, চম্‌কে উঠে, ঘরকে এলাম ধেয়ে।
দুটী নয়ন, বাঁধা রইল, গৌরপানে চেয়ে ॥
গা থর থর, করে আমার, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক, ঝলক দিয়ে, মনের ভিতর ঝাঁপে ॥
জলের ঘাট, আলো ক'রেছে, গৌর-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব যুবতীর ঘটা ॥
সাধ কৈরে, দেখ্‌তে পেলাম, এমন কেবা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে, প্রাণকে ধৈরে টানে ॥
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, রইতে নারি ঘরে।
গৌরচাঁদকে না দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে ॥

চাইলে নয়ন বাঁধা রবে, মনচোরা তার রূপ।
হাস্যবয়ান, রাঙ্গা নয়ান, এই না রসের কূপ॥
চাইলে মেনে, মরবি ক্ষেপি, কুল সে রবে নাই।
কুলশীল রাখ্‌বি যদি, থাক্‌গা বিরল ঠাই॥
কুল খোওয়াবি, বউরি হবি, লাগ্‌বে রসের ঢেউ।
লোচন বলে, রসিক হ'লে, বুঝতে পারে কেউ॥

৭১ পদ। যথারাগ।

গোরারূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
করে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে, বিনোদছাঁদে, চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখ্‌তে নারে কুল॥
যাঁরে দেখে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ॥
গলায় মালা, বাহু দোলা, দিয়ে চলে যায়।
কামের রতি, ছাড়ি পতি, ভজে গোরার পায়॥
বুক ভরা, গোরা মোরা, দেখ্‌লে ভরে বুক।
কোলে হেন, করি যেন, সুখের উপর সুখ॥
হাসির ধারা, সুধাপারা, শীতল করা প্রাণ।
রসবশ (সর্ব্বস্ব) সরবস, সাধের স্বরূপখান॥
শুন প্রাণ-প্রিয়সখি, কি কহিবো আর।
লোচন বলে, এবার আমি, গোরা করেছি সার॥

৭২ পদ। যথারাগ।

গৌর-রতন, ক'রে যতন, রাখব হিয়ার মাঝে।
গৌর-বরণ, ভূষণ পর্‌বো, যেখানে যেমন সাজে॥
গৌরবরণ, ফুলের ঝাঁপায়, লোটন বাঁধবো চুলে।
গৌর বৈলে, গৌরব কৈরে, পথে যাব চ'লে॥
গৌরবরণ, গোরোচনায় গৌর লিখ্‌বো গায়।
গৌর বৈলে, রূপ যৌবন, সমর্পিবো পায়॥
কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গঙ্গার জলে।
লাজের মুখে আগুন দিয়া, বেড়াবো গৌর ব'লে॥

গৌরচাঁদ, রসের ফাঁদ, পেতেছে ঘরে ঘরে।
সতী, পতি ছাড়ি, দেহ দিতে সাধ করে॥
(তোমরা) কিছুই বলো, রূপসাগরে, সকলি গেল ভেসে।
লোচন বলে কুতূহলে, দেখ্‌বে বৈসে বৈসে॥

৭৩পদ। যুথারাগ।

নয়নে নয়ন দিয়ে। কি গুণ করিল প্রিয়ে॥
(ওঝা-রাজ গুণীর শিরোমণি॥ ধ্রু॥)
দুটি আঁখি ছলছলায়ে এক নাগরী বলে।
গৌরলেহের কি বা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে॥
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর, অধররস পীতে।
মনের দুখে, ভাব্‌না ক'রে, শুয়েছিলাম রেতে॥
যখন আমি মাঝ-নিশিতে, ঘুমে হ'য়েছি ভোরা।
তখন আমি দেখ্‌ছি যেন, বুকের উপর গোরা[১]॥
নবকিশোর, গাখানি তার, কাঁচা ননী হেন।
ভুজলতায়, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন॥
হেন মতে, মন ডুবিয়ে, ঠেক্‌লাম সুখের দুখে।
বদন ঢলে, অধর-রস, পড়লো আমার মুখে॥
অধররস খেয়ে তাপিত প্রাণ যে শীতল হলো।
বিলাসান্তে, সময় মতে, নিশি পোহাইলো॥
হায় হায় হায় বলি, উঠ্‌লাম চমকিয়ে।
হায় রে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে॥
প্রাণ ছন্‌ছন্‌ করে আমার, মন ছন্‌ ছন্‌ করে।
আধ-কপালে, মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে॥
লোচন বলে, কাঁদছিস্‌ কেনে, ঢোক্‌ আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরাচাঁদে, মন ডুবায়ে ধর॥

৭৪ পদ। যথারাগ।

হেঁই গো হেঁই গো, গোরা কেনে না যায় পাসরা।
গোরারূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পারা॥
নয়নে লাগিল গোরা কি করিব সই।

---

(১) চেয়ে দেখি, বুকের উপর, শচীর দুলাল গোরা—পাঠান্তর

গুপ্ত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন দুই চার বৈ॥
শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে।
নিজপতি, কোরে থাকি, কি আর বলো মোরে॥
তৈল খুরি, লৈয়া যদি সিনান্ বারে যাই।
গোরারূপ মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাঁই॥
গা থর্ থর্ অঙ্গ কাঁপে, কিছু বল্‌তে নারি॥
নিশি দিশি হিয়ায় জাগে, কি বল্‌ব তা বলে।
লোচন বলে, বল্‌গা কেনে পা গ্যালো পিছ্‌লে॥

৭৫পদ। যথারাগ।

এক নাগরী, হেসে বলে, শুন্‌গো মরম সই।
মরম্ জানিস্, রসিক বটিস্ তেঁই সে তোরে কই॥
তো বিনে গো, রসের কথা, কইবো কার ঠাঁই।
এমন রসের, মানুষ মোরা, কভু দেখি নাই॥
কিবা জলদ্, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে।
স্থির হৈতে নারি গোরার হাসির হিল্লোলে॥
হঠাৎকারে দেখ্‌তে গেলাম, এমন কে তা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে, মন্‌কে ধৈরে টানে॥
অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়।
গৌররূপের ঠমক দেখে, চমক্ লাগে গায়॥
গা থর্ থর্ করে মোর, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝাঁপে॥
আড় নয়নে ঘোমটা দিয়া, দেখেছিলাম চেয়ে।
রসের নেটো, নেচে যায়, নদের বাজার দিয়ে॥
তোরা খুব্ খুব্ রসে ডুব্ ডুব্, রসকাঙ্গালি মোরা।
রসের ডালি, রসে পেলি, নবকিশোর গোরা॥
আর এক নাগরী বলে এদেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরি হবো॥
এদেশে তো, কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই।
বাহির গায়ে, কাম নাই, চলো ভিতর গাঁয়ে যাই॥
সাপের মণি, যায় করিলে হারাই যদি মণি।

মণি হারাইলে তবে, না বাঁচয়ে ফণী ॥
যতন করে রতন রাখা, বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে, বার্ করিলে, চৌকি দিতে হয় ॥
লোচন বলে ভাবিস্ কেন্, ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর ॥

৭৬ পদ। যথারাগ।

আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেমকিরণিয়া।
হেমের গাছে প্রেমের রস, পড়্ছে চুয়াইয়া ॥
ঠার ঠম্‌কা, কাঁকাল বাঁকা, মধুরমাখা হাসি।
রূপ দেখিতে জাতিকুল, হারাই হারাই বাসি ॥
অদ্‌ভূত নাটের ঠাম গোরা-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা ॥
মন মজিল কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান্।
লোচন বলে মদন ভোলে, আর কি আছে আন্ ॥

৭৭ পদ। যথারাগ।

কিবা সে লাবণ্য রূপ বয়সে উত্থান। চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান ॥
প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলনা। হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে যোটনা ॥
কেশের লাবণ্য দেখে না রহে পরাণ। ভুরু-ধনু কামের উন্নত নাসা বান্ ॥
লোল দীঘল আঁখি যার পানে চায়। না দিয়ে নিছনি কুল্ কেবা ঘরে যায় ॥
জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোরা। ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হৈল পারা ॥
চিতের আকুতে যদি মুদি দুটি আঁখি। হিয়ার মাঝারে তবু গৌররূপ দেখি ॥
করিশুণ্ড জিনি কিয়ে বাহুর হেলা দোলা। হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মালা ॥
মনে করি নৈদে যুড়ি এ বুক বিছাই। তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই ॥
মনে করি নৈদে যুড়ি হোক মোর হিয়া। বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া ॥
বলুক বলুক সকল লোকে গৌরকলঙ্কিনী। ধিক্ যারা কুল রাখে কুলের কামিনী ॥
নদীয়ানগরে গৌরচাঁদ চলে যায়। চঞ্চল নয়ন করি দুই দিকে চায় ॥
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি। গৌর-মুখ-পদ্মমধু পিউ মাতি মাতি ॥
পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস। গৌরগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস ॥

৭৮ পদ। যথারাগ।

এহেন সুন্দর গোরা কোথা বা আছিল গো,
কে আনিল নদীয়ানগরে।
নিরখিতে গৌররূপ, হৃদয়ে পশিল গো, তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে ওলা এলায়ে পড়েছে গো প্রেমে ছল ছল্ দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে অমোর হেন মনে হয় গো, পরাণ পুতলি করি রাখি॥
বিধি কি আনন্দ নিধি, মথি নিরমিল গো, কিবা সে গড়িল কারিকরে।
পীরিতি কঁুদের কঁুদে, উহারে কুঁদিল গো, (উহার) নয়ান কুঁদিল কামশরে॥
গোকুল-নেটোর কাণ, বঙ্কিম আছিল গো, কালিয়ে কুটিল যার হিয়া।
রাধার পীরিতি উহায়, সমান করেছ গো, সেই এই বিহরে নদীয়া॥
মনের মরম কথা, কাহারে কহিব গো, চিত যেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে, ওরূপ দেখিয়া গো, বিধাতা বঞ্চিত ভেল মোরে॥

৭৯ পদ। যথারাগ।

শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক্ চম্পকের বর্ণ, শোণ-কুসুম গোরোচনা।
হরিতাল্ সে কোন ছার, বিকার সে মৃত্তিকার, সে কি গোরারূপের তুলনা
ধিক্ চন্দ্রকান্তমণি, তার বর্ণ কিসে গণি, ফণি-মণি, সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চরূপ, অপ্রপঞ্চরসভূপ, তুলনা কি দিব আমি তার?
য ত দেখ বর্ণন, অনুসারে উদ্দীপন, গৌররূপ বর্ণন কে করে?
জান না যে সেই গোরা, ধরারূপে অঙ্গধরা, দরশে ধৈরজ দূর করে॥
শুন ওগো প্রাণ সই, জগতে তুলনা কই, তবে সে তুলনা দিব কিসে?
জগতে তুলনা নাই, যাঁর তুলনা তাঁর ঠাই, অমিয়া মিশাব কেন বিষে?
কেবা তার গুণ গায়, গুণের কে ওর পায়, কেবা করে রূপনিরূপণ?
রূপ নিরূপিতে নারে, গুণ কে কহিতে পারে, ভাবিয়া বাউল হৈল মন।
পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের, যত দূর শক্তি উড়ি যায়॥
সেইরূপ গৌরাঙ্গের, রূপের না পায় টের, অনুসারে এ লোচন গায়॥

৮০ পদ। যথারাগ।

আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল, দেখি শুনি চমকল, মদন-মোহন নটরাজে॥
অরুণ কমল-আঁখি, তারকা ভ্রমর পাখী, ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমাচাঁদে, ছটা হেরি প্রাণ কাঁদে, কত মধু মাধুর্য্যানুবন্ধে॥

পুলক ভরল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়, লোমচক্র সোণার কদম্বে।
প্রেমের আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু আধবাণী কহে কম্বুগ্রীবে॥
শ্রীপদকমলগন্ধে, বেড়ি দশনখ-চাঁদে উপরে কনক-বঙ্ক রাজে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুলী ঝলমল করে, চমকিত অমর সমাজে॥
সপ্তদ্বীপমহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব প্রেমের প্রকাশে।
তাহে নব গৌরহরি, নাম সংকীর্ত্তন করি, আনন্দিত এভূমি আকাশে॥
সিংহের শাবক যেন, সুগভীর গর্জ্জন, প্রেমসিন্ধু-হুঙ্কার হিল্লোলে।
হরি হরি বোল বলে, জগত পড়িল ভোলে, কুলবধূ থাইল দুকুলে॥
কি দিব উপমা তার, বিগ্রহে করুণাসার, হেন রূপ মোর গৌর রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, দিবানিশি নাহি দেখে, আনন্দে লোচনদাস গায়॥

৮১ পদ। যথারাগ।

(হেঁই গো হেঁই গো) সই তোরে বিরল পেয়ে কই।
স্বপনে শচীর গোরা দেখিলাম শুই॥
গলা আলা মালতীমালা সরু পৈতা কাঁধে।
অমিয়া পারা কত ধারা বইছে মুখচাঁদে॥
হাসি হাসি কাছে আসি, গলায় দেয় মালা॥
তার কাজ কৈতে লাজ, কত জানে ছলা॥
আপনবাসে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন।
হাতে ধরে আদর কৈবে, মনের মত যেন॥
গোরাপ্রেম যেন হেম পাসারিতে নারি।
লোচন বলে বস্ বিরলে, আয় দুখে মরি॥

৮২ পদ। যথারাগ।

হের আয় গো মনের কথা বিরল পেয়ে কই।
শচীর রায়, বিকাল বেলায়, দেখে এলাম সই॥
চন্দন মাখা চাঁদে ও সই! চন্দন মাখা চাঁদে।
কপালে চন্দনফোটা মন বাঁধিবার ফাঁদে॥
ভরম সরম করি অম্নি আপনা সমবরি।
দীঘল আঁখি, দেখে সখি, আর কি আস্তে পারি॥
গৌররূপ দেখে হৃদে হইয়া উল্লাস।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এলোচন দাস॥

৮৩ পদ। যথারাগ।

মুখ ঝলমল, বদন-কমল, দীঘল আঁখি দুটি।
দেখে লাজে, মনঃখেদে, খঞ্জন কোটি কোটি॥
চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়।
চ'লে চ'লে, ঢ'লে ঢ'লে, পড়্ছে সখার গায়॥
আমা পানে, নয়নকোণে, চাইল একবার।
মন-হরিণী বাঁধা গেল, ভুরুপাশে তার॥
গৌররূপ, রসের কূপ, সহজেই এত।
কর্লে কলা, রসের ছলা, তবে হয় কত॥
যদি বাঁধে, বিনোদছাঁদে চাঁচর চিকণ চুল।
তবে সতী, কুলবতী, রাখ্তে নারে কুল॥
যারে ডাকে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান।
যদি যাচে, তবে কি বাঁচে, রসবতীর প্রাণ॥
যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে।
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিবি আয় ফিরে॥
গলায় মালা বাহু দোলা দিয়া চ'লে যায়।
কামের রতি, ছেড়ে পতি, ভজে গোরার পায়॥
কঠোর তপ, করে জপ, কত জন্ম ফিরে।
হিয়ায় থুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভরে॥
লোচন বলে, ভাবিস্ কেন, থাক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে, গোরা নাগর, আটক ক'রে ধর॥

৮৪ পদ। যথারাগ।

নিরবধি গোরারূপ, (মোর) মনে জাগিয়াছে গো,
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ, বিদরিয়া যায় বুক,
পরাণ বাহির হৈতে চায়॥
সখি হে কি বুদ্ধি করিব।
গৃহ-পতি-গুরুজনে, ভয় নাই মোর মনে,
গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব॥ধ্রু॥
সবসুখ তেয়াগিব, কুলে তিলাঞ্জলি দিব,

গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
নিঝোরে ঝরয়ে আঁখি, শুন হে মরম সখি,
লোচন দাস কি বলিব তায়॥

৮৫ পদ। যথারাগ।

নবদ্বীপনাগরী আগরি গোরারসে। কহিতে গৌরাঙ্গকথা প্রেমজলে ভাসে॥
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা। শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥
গোরা-রূপগুণ-অবতংস পরে কাণে। দিবানিশি গোরা বিনা আর নাহি জানে॥
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়। যতন করিয়া গোরানাম লেখে তায়॥
গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া। পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া॥
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝোরে দুনয়নে। তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু-চরণে॥
পীরিতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বূল। পরিচর্য্যা কারে ভাব সময় অনুকূল॥
অঙ্গকান্তি প্রদীপে করয়ে আরাত্রিকে। কঙ্কণশবদে ঘণ্টা, আনন্দ অধিকে॥
অঙ্গগন্ধ ধূপ ধূনা বহে অনুরাগে। পূজা করি দরশ-পরশরস মাগে॥
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। লোচন বলে এত দিনে জ্ঞানশেল গেল॥

৮৬ পদ। যথারাগ।

পীরিতি মূরতি শচীর দুলাল কিরীতি জগত ভরি।
হেন জন নাহি না ভুলে বারেক, ও রূপমাধুরী হেরি॥
অতি অপরূপ রসিকতা কিছু না বুঝি কি গুণ আছে।
গৌরহরি প্রতি, পীরিতি না করি, ভুবনে কেহ না বাঁচে॥
তায় এ নদীয়ানাগরীগণের গৌরাঙ্গে যেরূপ লেহ।
সে কথা কহিতে শুনিতে ধৈরজ ধরয়ে এমন কেহ॥
গোরা জপতপ, ধিয়ান ভাবনা, মনে না আনয়ে আনে।
তিলআধ গোরাচাঁদ-অদর্শনে সব শূন্য করি মানে॥
গোরা প্রাণধন জীবন জাতি সে গোরা নয়নের তারা।
শয়নে স্বপনে গোরা বলি বলি হইলা পাগলী পারা॥
ধৈরজ ধরম লাজকুল-ভয়, দিল তিলাঞ্জলি তায়।
গোরাসুখে সুখ বাঢ়য়ে সতত দাস নরহরি গায়॥

৮৭ পদ যথারাগ।

মরি মরি হেন নদীয়ানাগরীগণের বালাই লৈয়া।
আমুক রজনী গোঙাইলা সবে অধিক আতুর হৈয়া॥

কেহ কেহ গোরাচাঁদের চরিত গাইয়া জাগিলা নিশি।
কেহ কেহ সুখে শুতিয়া স্বপনে পাইলা গৌরশশী॥
পুনঃ সে শয়ন ত্যজিয়া উঠিলা নিশিপরভাতকালে।
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইলা কাজের ছলে॥
পরম চতুরা নাগরীচরিত কিছু না বুঝিতে পারি।
গুরু জন সুখ যে কাজে সে কাজ করয়ে যতন করি॥
তাসবার অনুমতি মতে গতাগতি কি কহিব আর।
নিতি নিতি রীতি যেরূপে সেরূপে সুখের নাহিক পার॥
অলখিত অতি নিভৃতে বসি যুবতী জগত লোভা।
ক্রমে ক্রমে সবে মিলে তথা নরহরি নিরখয়ে শোভা॥

৮৮ পদ। যথারাগ।

কি কব যুবতী জনের যেরূপ পীরিতি পরস্পরে।
তনু ভিন মন এক এ লেহ কে বুঝিতে শকতি ধরে॥
কোন রসিকিনী হাসিয়া হাসিয়া ধরয়ে কাহার গলা।
কেহ কারু প্রতি করে উপহাস করিয়া কতেক ছলা॥
কেহ কহে তেজি কপট কহ গো কালিকার কথা শুনি।
কারবা কেমন বাধা কে কিরূপে দেখিলা গৌরমণি॥
কেহ কেহ অগো আজুক রজনী কিরূপে বঞ্চিলে বল।
নরহরি কহে এ সব কাহিনী বিস্তারি কহিলে ভাল॥

৮৯ পদ। যথারাগ।

কি পুছহ সখি কালিকার কথা কহিতে উপজে হাসি।
লাজ তেয়াগিয়া বলি এ যেরূপে দেখিল নদ্যার শশী॥
দিবা অবসানে শাশুড়ী ননদ, আর বা কতেক জনা।
তাসবার পাশে বসিয়া আছিনু জানাঞা সুজনপনা॥
হেনই সময়ে আমাদের পথে, আইলা পরাণ-পতি।
শুনিয়া চকিত চৌদিকে চাহিয়া হইনু অথির-মতি॥
বিষম সঙ্কটে পড়িনু বিচার কিছু না মনেতে স্ফুরে।
আনচান করে প্রাণ কি করিব নিয়ত নয়ন ঝুরে॥
আমারে বিমনা দেখিয়া শাশুড়ী কহয়ে মধুর কথা।
কি লাগিয়া বাছা এমন না জানি হৈয়াছে কোন বা ব্যথা॥

এবোল বলিতে বলিনু তাহারে গা মোর কেমন করে।
এতেক শুনিয়া অনুমতি দিল শুতিয়া থাকহ ঘরে॥
শয়নের ছলে ত্বরিতে বাড়ীর বাহিরে দাঁড়ানু গিয়া।
ও মুখমাধুরী, বারেক নিরখি, জুড়ানু নয়ন হিয়া॥
কেহ না লখিতে পারিল আমার আনন্দে ভরিল দে।
নরহরি কহে রসিক জনার চাতুরী বুঝিবে কে॥

৯০ পদ। যথারাগ।

কালিকার কথা কি কব সজনি কহিতে পরাণ কাঁদে।
দেখিয়া দেখিতে না পাইনু প্রাণ জীবন নদ্যার চাঁদে॥
শুন সে কাহিনী একাকিনী অতি বিরলে বসিয়া ছিনু।
আচম্বিতে লোকগণ মুখে গৌরগমন শুনিতে পাইনু॥
ত্বরিত যাইয়া দেখিনু সে নিজ পরিকর সাথে।
বিদ্যুতের মত চমকি চলিয়া গেলেন আপন পথে॥
বিকল হইনু লাজ তেয়াগিয়া বারেক ও মুখ হেরি।
গুরুজন ডরে ঘরে তরাতরি আইনু পরাণে মরি।
না জানিয়ে কেবা কহিয়া দিলেক সে কথা শাশুড়ী পাশে।
শুনি সে বিকটবদনে মো পানে ধাইয়া আইল রোষে॥
কত কটু বাণী কহিল তা শুনি ভয়েতে কাঁপিল গা।
না দেখিয়া বলি শপথ খাইয়া ছুইনু তাহার পা।
কত কত মিছা কহিয়া সুজন হনু সে প্রত্যয় গেল।
নরহরি কহে ইথে দোষ ইহা নামান এ নহে ভাল॥

৯১ পদ। যথারাগ।

নিলজি হইয়া বলি যে সজনি শুন হে আমার কথা।
নিকরুণ বিধি গত দিন মোরে দিলেক দারুণ ব্যথা॥
অনেক দিনের পরেতে মাসিস আইলা আমার বাড়ী।
মনের উল্লাসে তার পাশে গিয়া বসিনু সকল ছাড়ি॥
হেনই সময়ে গৌরনাগরের গমন শুনিতে পাইনু।
দুয়ার বাহিরে যাইবার লাগি অধিক আতুর হৈনু॥
যদিবা উঠিতে মনে করি ওগো সে পুনঃ মো পানে চাঞা।
আঁচরে ধরিয়া বসায় যতনে মাথার শপথ দিয়া॥

এসব কিছু না বুঝিয়ে তাহার কপটরহিত চিত।
কত কত মতে যতন করিয়া পুছয়ে ঘরের রীত ॥
মোর প্রাণ আনচান করে তাহা শুনিয়া না শুনি কাণে।
কি কথা কহিতে কিবা কহি ভাল মন্দ না থাকয়ে মনে ॥
সে করে পীরিতি যথোচিত মোরে লাগয়ে বিষের প্রায়।
বাহিরে প্রকাশ না করি সঙ্কোচে অন্তর দহিয়া যায় ॥
বিষম সঙ্কট জানি মনে হেন শরীর ছাড়িয়া দি।
নরহরি কহে না জান চাতুরী মাসেসে ভুলাতে কি ?

৯২ পদ। যথারাগ।

শুন গো সজনি সুরধুনী ঘাট হইতে আসিয়ে একা।
নদীয়াচাঁদের সহিত আমার পথেতে হইল দেখা ॥
কিবা অপরূপ মাধুরী মধুর গমন কুঞ্জর জিনি।
না জানিয়ে কেবা গড়িল কিরূপে পীরিতি মূরতিখানি ॥
উপমা কি দিব মনে হেন নব.বেশের সহিতে গোরা।
হিয়ার মাঝারে রাখিয়া অথবা করিএ আঁখির তারা ॥
ও মুখ হেরিতে ধৈরজ ধরম সরম রহিল দূর।
কাঁখের কলসি ভূমিতে পড়িয়া হইল শতেক চূর ॥
কি করিব প্রাণপিয়ারে জীবন যৌবন সঁপিয়া সুখে।
গুরুজনভয়ে ঘরেতে আসিয়ে বসিনু মনের দুখে ॥
কলসিভঞ্জনকথা না জানি কে ননদে কহিয়া দিল।
দাবানল সম বিষম কোরধ-আবেশে ধাইয়া আইল ॥
কিছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট স্বরূপ দেখি।
দুটী হাত মাথে ধরিয়া অধিক কাঁদিয়া ফুলানু আঁখি ॥
বিপরীত মোর কাঁদন নিরখি তাহার কোরধ গেল।
স্থির হৈয়া পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে না উত্তর দিল ॥
খানিক থাকিয়া মনেতে বিচার করিয়া ধরিয়া করে।
ধীরে ধীরে কহে কিসের লাগিয়া না বোল মরম মোরে॥
অনেক যতনে গদ গদ ভাবে তাসনে কহিনু কথা।
মনের দুংখেতে কাঁদিয়া এসব কি লাগি পুছহ বৃথা।
কি করিলি বৈল ফেলালি,বলয়ে শাশুড়ী।

যা সবারে তুমি প্রাণসম জান সে করে দারুণ কাজ।
ঘাটে মাঠে পথে নিন্দয়ে তোমারে শুনিয়া পাই যে লাজ॥
মনে করি গলে কলসি বাঁধিয়া পশিবো গঙ্গার জলে।
তাহা না করিতে পারিয়ে পাছে বা কলঙ্ক রটয়ে কুলে॥
কি করিব আমি তাসবার সনে করিতে নারিএ দ্বন্দ্ব।
যত অপযশ পাইল সে সব শুনিয়া হইনু ধন্দ॥
কাহারে করিব সাথী সেথা কেহ না ছিল আমার সাথে।
তাসবার প্রতি কোরধ করিয়া কলসি ভাঙ্গিনু পথে॥
এত শুনি চিতে হরষিত অতি পীরিতি করিয়া মোরে
কত কত মতে বুঝাইয়া মুখ মুছিল আপন করে॥
এইরূপে কালি বিষম সঙ্কট এড়ানু সাহস করি।
নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়া মরি॥

৯৩ পদ। যথারাগ।

কি কব সজনি ননদের কথা, কহিতে উপজে হাসি।
তেহ পতিব্রতা তার লেখে সব অসতী নদীয়াবাসী॥
আর বিপরীত কারু সনে কথা কহিতে না দেয় মোরে।
সতত তর্জ্জন করে একা কোথা যাইতে নারি এ ডরে॥
মনোদুখে দিন রজনী মরিএ শুনিয়া নিন্দনভায।
বিধি প্রতি করি প্রার্থনা ইহার দরপ হউক নাশ॥
না জানিয়ে কোন্ গুণে নিবেদন শুনিল সদয় বিধি।
মনেতে করিনু যাহা তাহা যেন তুরিতে হইল সিধি॥
শুন গো সে কথা গতদিন তেঁহ চলিলা কলসি লঞা।
তার পাছে পাছে চলিনু মো পুনি তার অনুমতি পাঞা।
সুরধুনী-ঘাট যাইতে আমরা দুজনে যাই যে পথে।
সেই পথে গোরা দাঁড়াঞা আছেন প্রিয়-পারিষদ সাথে॥
ওরূপমাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে।
হইল বিষম নরহরি তনু কাঁপয়ে মদন ভরে॥
কাঁখের কলস ভূমেতে পড়ল আউলাইল মাথার কেশ।
অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্মৃতির নাহিক লেশ॥

কতেক যতনে ধৈরজ ধরিল অধিক লজ্জিত হঞা।
দুই করে ধরি ধীরে ধীরে কহে মোর মুখ পানে চাঞা॥
নিশ্চয় জানিহ গুণবতী বধূ পরাণ-অধিক তুমি।
কহিয়াছি কত দোষ না লইবে তোমার অধীন আমি॥
যখন যে কাজ কর তাহা মোরে কবে নিঃসঙ্কোচ হঞা।
প্রাণধন দিয়া সহায় করিব বলিএ শপথ খাঞা॥
আনে না কহিও সে সব কাহিনী রাখিহ গোপন করি।
ঠেকিনু এ রসে কি কব পাগলী করিলো গৌরহরি॥
এইরূপ বহু কহিল শুনিয়া বাড়িল অশেষ সুখ।
পূরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক দুখ॥
মনেতে হইল এ সকল কথা বেকত করিলে কাজ।
নরহরি কহে সাধু-রীতি যার, সে রাখে পরের লাজ॥

৯৪ পদ। যথারাগ।

শুন শুন অগো পরাণ সোই। বেথিত জানিয়া তোমারে কই।
দেশের বাহির ঘরের রীত। সে কথা কহিতে কাঁদয়ে চিত॥
গোরা বলি যদি নিশ্বাস ছাড়ি। শুনিয়া কোরধে জ্বলয়ে বুড়ী॥
ননদী বিষম বিষের প্রায়। তার গুণে প্রাণ দহিয়া যায়॥
পড়সি কেবল কুলের কাঁটা। দিবস রজনী দেয় যে খোঁটা॥
কারে দিব অগো ইহার সাথী। ঘরে থাকি যেন পিঞ্জরে পাখী॥
সে সব কাহিনী কি কব আর। কহিতে দুখের নাহিক পার॥
গতদিন বিধি সদয় মোরে। আকাশের চাঁদ দিলেক করে॥
দিবা অবসানে গৌররায়। আমাদের পথে চলিয়া যায়॥
তরাতরি গিয়া গবাক্ষদ্বারে। অলখিত হৈয়া দেখিনু তারে॥
কিবা সে মধুর বদনচাঁদ। তরুণীগণের হৃদয়ফাঁদ॥
ভুরুযুগ বড় ভঙ্গিম ছাঁদে। কে আছে এমন ধৈরজ বাঁধে॥
খঞ্জন জিনিয়া নয়ান নাচে। বুঝিনু তাহাতে কেহ না বাঁচে॥
গলায় দোলয়ে কুসুমদাম। তা হেরি মূরছে কতেক কাম॥
শোভা অপরূপ কি কব আর। ভুবনমোহন গমন তার॥
তিলেক দেখিতে পাইনু সেথা। বাড়িল দ্বিগুণ হিয়ার ব্যথা॥
নরহরি কহে দুখ না রবে। মনের মতন সকলি হবে॥

৯৫ পদ। যথারাগ।

কি বলিব অগো ঘরের কথা। সে সব শুনিলে পাইবে বেথা॥
কালি সুপ্রভাত হইল নিশি। বিরলে দেখিনু গৌরশশী॥
মরুক এখন লাজে কি করে। সে কাহিনী কিছু কহি তোমারে॥
আমারে রাখিয়া ননদী স্থানে। শাশুড়ী গেলেন সে পাড়া পানে॥
এথা ননদিনী করিল দ্বন্দ্ব। কহিল আমারে অনেক মন্দ॥
নিজ জিত লাগি সকল ছাড়ি। রুষিয়া গেলেন পরের বাড়ী॥
একাকিনী মুই রহিনু ঘরে। বসিনু যাইয়া গবাক্ষদ্বারে॥
গৌররূপগুণ ভাবিয়া মনে। চাহিয়া রহিনু পথের পানে॥
হেনই সময়ে গৌরাঙ্গসখা। আমাদের পথে দিলেন দেখা॥
অলখিত লখি ও চাঁদমুখ। বিসরিনু কিছু হিয়ার দুখ॥
ত্বরিতে মলিন কুমুদকলি। গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি॥
তা দেখিয়া গোরা চতুর অতি। করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি॥
চিন্তা নাহি শশী উদয় হবে। দিনকর-তাপ দূরেতে যাবে॥*
এত কহি হাসি নয়ান কোণে। বারেক চাহিল আমার পানে॥
অমনি অবশ হইল তনু। বিষম সাপেতে দংশিল জনু॥
যতনে ধৈরজ ধরিতে নারি। মনে হয় গিয়া পরশ করি॥
ঘন ঘন কাঁপি ঘামিল গা। উঠিয়া চলিতে না চলে পা।
কি কহিব চিতে প্রবোধ দিয়া। রহিলাম অতি আতুর হৈয়া॥
হেন কালে ঘরে শাশুড়ী আইলা। মোরে পুছে কেন এমন হৈলা॥
মো অতি কাতরে কহিনু তারে। ননদী রহিতে না দিবে ঘরে॥
আপনি রহিলে কিছু না বলে। অনলের সম অন্তর জ্বলে॥
তুমি গেলা ঘর ছাড়িয়া সেথা। মোসনে কোন্দল করিল হেথা॥
সেকথা কহিতে নাহিক ওর। ইথে কিছু দোষ না ছিল মোর॥
যদি মনে কোন সন্দেহ থাকে। তবে পুছ এই পড়সি লোকে॥

---

* নাগরী সঙ্কেত করিলেন, তুমি গৌরশশী আমার হৃদয়ে উদয় না হওয়াতে আমার চিত্তকুমুদ মলিন। সুচতুর শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কেতে উত্তর করিলেন,—হে নাগরীরূপ কুমুদ! তোমার চিত্ত পাপ-সূর্য্য-তাপে তাপিত, আমি হরিনামপ্রচার আরম্ভ করিলে, যখন তোমার হৃদয়ে জ্ঞানচন্দ্রের উদয় হইবে, তখন মলিনতা-শোক তাপ সকল দূর হইবে।

কি কহিব একা রাখিয়া মোরে। ননদিয়া গেলা পরের ঘরে ॥
তার বুদ্ধি যত ইহাতে জান। মো কেনে এমন সে কথা শুন ॥
একে একা ভয় হৃদয় মাঝ। আর তাহে ভাবি ঘরের কাজ ॥
কি করি শ্রম অনেক হৈল। তাহাতেই ভ্রমি হইয়াছিল ॥
গদ গদ বাণী শুনিয়া স্নেহে। নিজ কর দিল আমার মাথে ॥
আপন বসনে পবন করি। বুঝাইল কত করেতে ধরি ॥
ননদে ডাকিয়া তর্জ্জন কৈল। তা শুনিয়া মোর আনন্দ হৈল ॥
নরহরি কহে তুমি সে ধন্য। এরূপ চাতুরী জানে কে অন্য ॥

৯৬ পদ। যথারাগ।

শুন গো সজনি বলিএ তোরে। না জানিএ কিবা হইল মোরে ॥
তুরিতে পরিয়া নবীন সাড়ী। একাকী চলিনু ভাইয়ের বাড়ী ॥
পথে গোরা সনে হইল দেখা। কি কব রূপের নাহিক লেখা ॥
বারেক চাহিয়া আমার পানে। না জানি কি কৈল নয়ন-কোণে ॥
ধৈরজ ধরম সরম যত। তা মেনে তখনি হইল হত ॥
কেমন কেমন করয়ে হিয়া। সম্বরিতে নারি প্রবোধ দিয়া।
চলিতে অধীর না চলে পা। কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠয়ে গা ॥
সঘনে অঙ্গের বসন খসে। এসব হেরিয়া সে পুনঃ হাসে ॥
কি করিব গুরুজনের ডরে। ধরমে ধরমে আইনু ঘরে ॥
পুনঃ আনচান্ করয়ে তনু। সে গৌরসুন্দর দরশ বিনু ॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী আসি। পুছয়ে আমার নিকটে বসি ॥
আজু কি লাগিয়া এমন দেখি। জলে টলমল করয়ে আঁখি ॥
কাতর হইয়া কহিছ কথা। না জানি এ কিবা হয়েছে ব্যথা ॥
এতেক শুনিয়া কহিনু তারে। গিয়াছিনু মুই বাহির দ্বারে ॥
তথাতে দেখিনু বিষম সাপ। অন্তর কাঁপিল মিটিল দাপ ॥
সে পুনঃ যাইয়া সাঁধাল খালে। মু বাঁচনু তুয়া চরণবলে ॥
ইহা শুনি অতি বিকল হৈলা। চোকে মুখে জল আপনি দিলা ॥
নরহরি কহে কিছু না মান। শাশুড়ী ভুলাতে তুমি সে জান।

৯৭ পদ। যথারাগ।

ননদী বিচার করিয়া গরবে পরিয়া নবীন সাড়ী।
জল আনিবারে গেলেন আমারে ঘরেতে একাকী ছাড়ি ॥

মনের হরিষে অতি ত্বরাতরি ননদী যে পথে যায়।
সেই পথে নিজ পরিকর সনে আইসে গৌররায়॥
ওরূপ-মাধুরী হেরি বারেবারে ননদী পাগলী হৈলা।
মনের যতেক মনোরথ তাহা সকলি ভুলিয়া গেলা॥
সে পথে শাশুড়ী আসি নিরখিতে নিকটে দেখয়ে তারে।
কলসী কাঁখেতে করিয়া গৌরাঙ্গচাঁদের পাছেতে ফিরে॥
ভাল ভাল বলি অধিক কোরধে কলসি কাড়িয়া নিল।
কারে কি কহিবে ননদী অমনি মরমে মরিয়া গেল॥
এথা মুই প্রাণগৌরাঙ্গসুন্দরে, আপন পথেতে পাঞা।
হিয়ার বেদনা মিটাইনু যেন ও চাঁদবদন চাঞা॥
কতক্ষণে আসি শাশুড়ী অনেক প্রশংসা করয়ে মোরে।
ননদের লাজ কি কহিব যেন থাকি না থাকয়ে ঘরে॥
নরহরি কহে মূরখ হইলে কিছু না দেখিতে পায়।
আপনার দোষ আঁচলে বাঁধিয়া পরকে দুষিতে চায়॥

৯৮ পদ। যথারাগ।

কি বলিব সখি কখন সফল না হৈল মনের সাধা।
দুখ ভুঞ্জাইতে বিধি নিকরুণ করিল অনেক বাধা॥
গতদিন যেন আমাদের পথে আইল পরাণপিয়া।
লোক মুখে শুনি সাহসে উপর দালানে দাঁড়ানু গিয়া॥
ওরূপমাধুরী হেরিয়া আমার মজিল যুগল আঁখি।
মনেতে হইল নিকটে উড়িয়া যাইএ হইয়া পাখী॥
ললিত অঙ্গের সৌরভ আসিয়া নাসায় পশিল মোর।
অধিক অধীর হইনু কি কব সুখের নাহিক ওর॥
গোরা মোর পানে ফিরিয়া চাহিল হেনই সময়ে বুড়ী॥
ঘন ঘন ডাকে কাঁপিল অন্তর আইনু সে সুখ ছাড়ি॥
অনুমতি দিল জলকে যাইতে ভাসিনু আনন্দ-জলে।
নরহরি কহে এমন শাশুড়ী অনেক ভাগ্যেতে মিলে॥

৯৯ পদ। যথারাগ।

সজনি, কত না কহিব আমার দুখের কাহিনী কথা।
তাহে গতদিন সকরুণ বিধি ঘুচাইল কিঞ্চিৎ ব্যথা॥

আমাকে রন্ধনে রাখিয়া শাশুড়ী বাড়ীর বাহিরে ছিলা।
গৌরগমন শুনিয়া তুরিতে আমার নিকটে আইলা॥
আমাপানে পুনঃ চাহিয়া ঘরের দুয়ারে কপাট দিয়া।
আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া চকিত চৌদিকে রহিলা চাঞা॥
এথা মোর প্রাণ আনচান্ করে কিছু না উপায় দেখি।
অলপ গবাক্ষ আছিল তাহাতে সঁপিনু যুগল আঁখি॥
পরিকর মাঝে রসিকশেখর কে বুঝে তাহার রীতি।
অতি অলখিত চারি ভিতে চাহি চলয়ে কুঞ্জরগতি॥
সেরূপ-মাধুরী বারেক নিরখি নয়ানে নয়ান দিয়া।
আমার যেরূপ দশা তাহা যেন জানানু ইঙ্গিত পাঞা॥
মোর পাশে আসি ঈষৎ হাসিয়া বলিলা চতুরমণি।
মো পুন রন্ধনে বসিনু কপাট খুলিল শাশুড়ী কাণী॥
তেরছ হইয়া বাম আঁখে মোরে দেখিয়া সুস্থির হৈল।
নরহরি কহে ও আঁখি-আপদ্ গেলেই হইল ভাল॥

১০০ পদ। যথারাগ।

একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়।
খেরকীর পথে চাহিয়া দেখিনু যাইছে গৌরাঙ্গরায়॥
সুজনের মত ঘোঙটা টানিয়া আমি রহিলাম বসি।
পহিলা ননদী মদনে মাতিয়া দাঁড়াইল হাসি হাসি॥
গবাক্ষের পথে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল গোরা।
অঙ্গের বসন শিথিল দেখিয়া শাশুড়ী দিলেন তাড়া॥
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড়া না শুনিল।
দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ বসন পড়িয়া গেল।
তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বস্ত্র পরাইতে গেলাম।
বস্ত্র পরাব কি গৌররূপ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম॥
দুঁহারে শাসিতে কোরধ করিয়া শাশুড়ী নিকটে গেল।
বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে বুড়িও উলঙ্গ হৈল॥
উলঙ্গ হইয়া তিনজন মোরা দেখিতে লাগিনু গোরা।
দেখিতে দেখিতে আঁধল করিয়া চলি গেল আঁখিতারা॥

তখন সম্বিত হইল তিনের মাঝে জিভ কাটি সবে।
শাশুড়ী কহিলা আজুকার লাজ বধূ কারে না কহিবে॥
নরহরি কহে কেবা কি কহিবে তিনের দশা সমান।
চুপ করি থাক যতনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কাণ॥

১০১ পদ। যথারাগ।

কি কব সজনি আঙ্গিনার মাঝে বসিয়া আছিনু মোরা॥
শুনিনু বাড়ীর নিকটে আইলা শচীর দুলাল গোরা॥
সেথা যাইবার তরে তরাতরি সারিনু ঘরের কাজ।
অধিক আতুর হইনু তখন কিছু না রহিল লাজ॥
বুঝিয়া শাশুড়ী দিলেক দাবুড়ি ভয়েতে কাঁপিল গা।
মাথায় ভাঙ্গিয়া বজর পড়িল বাড়াতে নারিনু পা॥
কাতর হইয়া অমনি রহিনু মুখে না সরল কথা।
নরহরি কহে শাশুড়ী থাকিতে না যাবে হিয়ার ব্যথা॥

১০২ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই কালিকার কথা কি আর বলিব তোরে।
কুলবতী সতী ধরম শাশুড়ী শিখাতে বলিল মোরে॥
হেনই সময়ে অতি অপরূপ উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি।
পাগলীর পারা হইলা শাশুড়ী খোলের শবদ শুনি।
ত্যজি নিজকাজ তরাতরি সেথা যাইতে অথির পথে॥
আতুর হইয়া মোর প্রতি বলে চলহ আমার সাথে॥
মো পুনঃ কহিনু গৃহকাজ সব পড়িয়া আছয়ে এথা।
আর তাহে মুই কুলবধূ বলি কিরূপে যাইব সেথা॥
এতেক শুনিয়া কহে গৃহকাজ করিয়া নিতুই মর।
বারেক ও চাঁদবদন নিরখি জনম সফল কর॥
ইহা শুনি সুখে তুরিতে যাইয়া দেখিনু নয়ান ভরি।
নরহরি কহে তুয়া শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি॥

১০৩ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই দিবা অবসানে অধিক সানন্দ হৈয়া।
গৌরগমন শুনিয়া বাহির দুয়ারে দাঁড়ানু গিয়া॥

বিধি বিড়ম্বিল তথা সে শ্বশুর সহিত হইল দেখা।
কহিল যতেক কটুবাণী ও গো নাহিক তাহার লেখা॥
অধিক ক্রোধে কহয়ে এখন ছাড়িব নদ্মার বাস।
সে কথা শুনিয়া পরাণ উড়িল মিটিল সকল আশ॥
কাতর হইয়া রহিনু ব্যথিত কে আছে বুঝাতে পারে।
নরহরি কহে কিসের ভাবনা নদ্মা কে ছাড়িতে পারে?

১০৪ পদ। যথারাগ।

শুন শুন অগো মনে ছিল আশা রহিব পরম সুখে।
কণ্টকের বনে বিহি বসাইল সতত মরি এ দুখে॥
আমার শ্বশুর গুণের ঠাকুর সে দেয় অধিক ব্যথা।
শাশুড়ী মোর অতি সুজন তারে শিখায় কঠিন কথা॥
নিভৃতে বসিয়া ধীরে ধীরে কহে ঘরেতে থাকত তুমি।
সেখানে যাইয়া কাজ সমাধিয়ে তুরিতে আসিব আমি॥
নদীয়া পাগল করিতে অখনি বাজিবে নিমাইর খোল।
বধূগণ যাবে ধাইয়া কেহ না মানিব কাহার বোল॥
তাহাতে বাড়ীর বাহিরে কপাট দেওল তুরিতে যাঞা।
এইরূপ কত কহয়ে আমরা শুনিয়া লজ্জিত হৈঞা॥
ইহাতে কিরূপে দেখিব তাঁহারে বিষম হইল ঘর।
নরহরি কহে যেজন চতুর তার কি ইহাতে ডর॥

১০৫ পদ। যথারাগ।

দুখের কাহিনী কি কব সজনি আর না সহিতে পারি।
পাড়া পড়সীর গঞ্জন-আনল তাহাতে পুড়িয়া মরি॥
শাশুড়ী ননদ যেরূপ আমারে তাহা কি না জান সই।
শ্বশুরের গুণ কহিতে না হয় তথনি তোমারে কই॥
ঘরে বসি থাকে চলিতে শকতি নাহিক নিপট কুঁজা।
নানা দ্রব্য লৈঞা বিবিধ বিধানে করয়ে শিবের পূজা॥
গলায় বসন দিয়া দুই কর যুড়িয়া মাগয়ে বর।
থির হৈয়া রহে বধূগণ যেন তিলেক না ছাড়ে ঘর॥
এইরূপ কত প্রার্থনা করিরা সাধয়ে আপন কাজ।
আড়ালে থাকিয়া শুনিএ সে সব পাইয়া অধিক লাজ॥

আর শুন যেই সময়ে কীর্ত্তন করয়ে গুণের মণি।
সে সময় বুড়া অতি সচকিত খোলের শবদ শুনি॥
ডাগর নয়ানে চাহে চারি পানে দেখিতে লাগয়ে ভয়।
বিকট বদন করিয়া সবারে কঠোর বচন কয়॥
আমাদের গতি বুঝিয়া সে করে বাহির দুয়ারে থানা।
নরহরি কহে খিড়কির পথে যাইতে কে করে মানা॥

১০৬ পদ। যথারাগ।

শুন গো সজনি শ্বশুরের কিছু চরিত্র কহিয়ে তোরে।
বিরলে অনেক বুঝাইয়া পুনঃ যতনে কহয়ে মোরে॥
এক মোর বহুভ্রম আর তুমি ভাল মানুষের ঝী।
চরণ ছুইয়া বলহ দুদিগ্ রাখিব না হ'লে কি?
এত শুনি কত শপথ খাইয়া ঘুচাইনু তাঁর দ্বিধা।
হেন কালে মোর শ্রবণে পশিল মৃদঙ্গ-শবদ-সুধা॥
অমনি ধাইয়া চলিনু যেখানে বিলসে গৌরাঙ্গরায়।
মোর এ চরিত শুনিয়া শ্বশুর হইলা আনলপ্রায়॥
মোর পাছে পাছে ধাইয়া আইলা বিষম লগুড় লৈয়া।
কি করিব মোর পরাণ উড়িল শ্বশুরের পানে চাঞা॥
কোরধ-নয়ানে সে পুনঃ বারেক হেরিল গৌরাঙ্গচাঁদে।
আঁখি ফিরাইতে নারিল অমনি পড়িল প্রেমের ফাঁদে॥
পরম হরষ হইয়া হাতের লগুড় ফেলাঞা দিলা।
হরি হরি বলি তুলিয়া দুবাহু নাচিয়া বিহ্বল হৈলা॥
এইরূপ কত কৌতুক দেখিয়া মো পুনঃ চলিনু ঘরে।
কতক্ষণে তেঁই যাইয়া কতেক প্রশংসা করিল মোরে॥
মোর করে ধরি আপনার দোষ কহিতে অতুর হৈলা।
দেখি বেয়াকুল চরণ বন্দিনু তাহাতে আনন্দ পাইলা॥
নরহরি কহে এতদিনে মেন সকল সঙ্কোচ গেল।
তুয়া কৃপাবলে বুড়ার বিষম হৃদয় হইল ভাল॥

১০৭ পদ। যথারাগ।

রজনী দিবস কখন স্বপনে না জানি সুখের লেশ।
ভাবিতে ভাবিতে হিয়া জর জর শরীর হইল শেষ॥

যদি বল আশা পুরিল সবার কি লাগি তোমার নয়।
সে কথা কি কব করমের দোষে হৈয়াছি কোণের বহু ॥
বাড়ীর বাহির যাইতে শাশুড়ী পাড়য়ে কতেক গালি।
সতী অসতী পতিমতিহীন সে দেখে চোকের বালি ॥
যদি কোন দিন সুরধুনীঘাটে যাইয়া সিনান কালে।
আনেরে না করে প্রতীত দারুণ ননদী সঙ্গেতে চলে ॥
কোন ছলে যদি কাহাকে বারেক দেখিতে বাসনা করি।
বিকট দপটে কাঁপে তনু ঘন ঘুঙট ঘুচাইতে নারি ॥
সে অতি চতুরা তার কাছে ছল করিতে লাগয়ে ডর।
পরাণ কেমন করয়ে অমনি সিনাঞা আসিয়ে ঘর ॥
নরহরি কহে তু বড় আজুলি ননদীরে কিবা ভয়।
চোরের উপরে করি বাটপাড়ি চোকে ধূলা দিতে হয় ॥

১০৮ পদ। যথারাগ।

কি কব সজনি মনের বেদন কলঙ্কে পূরিল দেশ।
যদিও আমার কোন পরকারে নাহি কিছু দোষলেশ ॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ শুনি লোক মুখে না জানি কিরূপ সে।
আমি কুলবধূ গৃহকোণে থাকি আমারে না জানে কে ?
গৌরাঙ্গসুন্দর কিরূপ কখন না দেখি নয়ানকোণে।
শপথ খাইয়া নিবেদি তোমারে সে নাহি আমারে চিনে ॥
মরমে মরিয়া থাকিয়ে কখন না যাই পরের ঘরে।
তথাপি এ পাড়া-পড়সী আমার কলঙ্ক গাইয়া মরে ॥
মিছা অপবাদ শুনিতে শুনিতে জলয়ে দ্বিগুণ আগি।
কারে কি কহিব যুবক সময় কেবল দোষের ভাগী ॥
নরহরি কহে যেবল সেবল একথা কাণে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে ?

১০৯ পদ। যথারাগ।

রমণীরমণ ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ-রতন সই।
তাহার পীরিতে জগত মাতিল দোষী কেন আমি হই ?
বালক বিরধ যুবক যুবতী গৌরাঙ্গ দেখিয়া ঝুরে।
আমি কেন তবে একাকী কলঙ্কী বচন মুখে না স্ফুরে ॥

জগত আনন্দ সেই গৌরচন্দ্র সবাই আনন্দে ভাসে।
মোর নিরানন্দ চোকে ঝরে জল বুঝিবা করমদোষে॥
নর্ত্তন কীর্ত্তন যে দেখে যে শুনে, সেই হয় মাতোয়ারা।
কি ক্ষতি কাহার যদি দেখি শুনি আমি হই জ্ঞানহারা॥
নদীয়াবসতি আর না করিব ডুবিয়া মরিব জলে।
জীবনে মরণে না ছাড়িবে গোরা দাস নরহরি বোলে॥

১১০ পদ। যথারাগ।

বিধাতার মনে না জানি কি আছে মানুষ-জনম দিয়া।
কি কব দারুণ দুখ-দাবানলে সতত দহিছে হিয়া॥
প্রাণধন গোরাচাঁদেরে দেখিতে সেখানে গেছিনু কাইল।
সে কথা শুনিয়া পতি মতিহীন দিলে কত শত গাইল॥
দেবর আছিল নিকটে সে মোর বিরস দেখিতে নারে।
নিন্দা কুবচন শুনিয়া তখনি কত নিরসিল তাঁরে॥
বল বল অগো ইহাতে কেমনে পূরিবে মনের আশ।
নরহরি কহে না ভাবিহ আর, কুমতি হইবে নাশ॥

১১১ পদ। বিভাস।

কি কহব রে সখি আজুক ভাব। অজতনে মোহে হোয়ল বহুলাভ॥
একলি আছিনু আমি বনাইতে বেশ। মুকুরে নীরখি মুখ বাঁধল কেশ॥
তৈখনে মিলিল গোরা নটরাজ। ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতীলাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর। বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

১১২ পদ। বিভাস।

নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে। গৌরনাগর পরিরম্ভিল মোরে॥
গণ্ডে করল সোই চুম্বন দান। করল অধরে অধররস পান॥
ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল। অচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥
লাজে তেয়াগিনু শয়নগেহ। বাসু কহে তুয়া কপট লেহ॥

১১৩ পদ। ভূপাল।

শয়নমন্দিরে হাম শুতিয়া আছিলা। নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিলা
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি। গোরারূপ মনে পড়ে দিবস রজনী
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে। বসন ভিজিল মোর নয়নের লোরে
অলসে অবশ পা ধরণে না যায়। গোরাভাব মনে করি বাসু ঘোষ গায়॥

১১৪ পদ। ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত। শুতিয়া আছিনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ-রজনী যব পূরল চন্দা। সুমলয়-পবন বহয়ে অতি মন্দা॥
গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা। আকুল জীবন নাবান্ধই থেহা॥
গৌর গরব করি উঠল রোই। জাগল গুরুজন কাহো পুনরাই॥
গৌর নাম সব শুনল কাণে। গুরুজন তবহি করল চিত আনে॥
চৌর চৌর করি উঠায়ল ভাষ। বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস॥

১১৫ পদ। ধানশী।

আজুক প্রেম কহনে নাহি যায়। শুতি রহল হাম শেজ বিছায়॥
রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর পায়। পেখলু গৌরাঙ্গ বর নটরায়॥
আঁচলে রাখনু আঁচল ছাপই। বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই॥
বহু সুখ পায়ল গোরা নটরায়। বাসুদেব কহে রস কহনে না যায়॥

১১৬ পদ। সুহই।

গোরাপদে, সুধাহ্রদে, মনডুবায়ে থাকি।
কপাট খুলে, নয়ান মেলে, গোরাচাঁদে দেখি॥
আই গো মাই।
এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই॥ ধ্রু॥
নৈদে মাঝে, ভক্ত সাজে, আইল রসের বেশে।
রাধারূপে মাখা গোরা, ভাল ভুলাচ্ছে রসে॥
রূপের ছটা, বিজুরী বাটা, রূপে ভুবন ভোলে।
গোরারূপ, ভুবন-ভূপ, পাশরা যে নারে॥
ধীর শান্ত, রসে দান্ত, হেরলে নয়ন কোণে।
লোচন বলে, কুতূহলে, গোরা ভাব মনে॥

১১৭ পদ। সুহই।

সোই আমার গৌরাঙ্গচাঁদ।
আমার মানস-চকোর ধরিতে, পেতেছে পীরিতিফাঁদ॥ ধ্রু॥
সোই আমার গৌরাঙ্গ সেহ।
চাতক হইয়া, তার প্রেমবারি, পীয়া সে করিব লেহ॥
সোই আমার গৌরাঙ্গ সোণা।
প্রেমে গলাইয়া বেশর বনাইয়া, নাকে করিব দোলনা।

সোই আমার গৌরাঙ্গ-ফুল।
গোছাটী করিয়া, খোপায় পরিব, শোভিবে মাথার চুল ॥
সোই আমার গৌরাঙ্গ-ননি।
সোহাগে ছানিয়া, অঙ্গেতে মাখিব, জ্ঞানদাস কবে ধনি ॥

১১৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুলশীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন, তাহার দাসী যে আমি ॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল, পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে ॥
গুরুজন বোল কাণে না করিব কুলশীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে, বিনি মূলে সেই গৌরপদে বিকাইব ॥

১১৯ পদ। ললিত।

ঘুমক-ঘোরে ভোর শচীনন্দন কো সমুঝব তছু প্রেমবিলাস।
পূরব-নিকুঞ্জে শয়নে জনু নিমগন, বোলত ঐছন মধুর মৃদু ভাষ ॥
জাগ জাগ রমণীশিরোমণি সুন্দরি কতহি ঘুমায়সি রজনীক শেষ।
তব বচনামৃত-সঙ্গীত পান বিনু, চঞ্চল শ্রবণ, রহিত সুখলেশ ॥
মুদ্রিত ত্যজি তরল-নয়নাঞ্চলে, ললিত ভঙ্গী করি মন মান।
মন মন বঙ্ক নিশঙ্ক কহই, তোহে হাসি রভস মোহে দেহ দান ॥
মঝু অভিলাষ, সমুঝি উঠি বৈঠহ, নিজকরে বেশ বিরচব তোহারি।
ইহ বিধি কহত, নরহরি পহুঁ বহুরি, নিগদত কথন বিশারি ॥

১২০ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি কহিএ তোমার প্রতি।
শ্বশুর শাশুড়ী না জানি কি গুণে, করয়ে অধিক প্রীতি ॥
ননদী আমারে, প্রাণসম জানে, কখন না দেয় গাইল।
তেঁই পিসেসের সনে গিয়াছিনু আইয়ের বাড়ীতে কাইল ॥
আই মোরে স্নেহ করিল অনেক কি কব সে সব কথা।
গৌরাঙ্গচাঁদেরে, না দেখি অন্তরে, বাড়িল দ্বিগুণ ব্যথা ॥

খানিক থাকিয়া, বিদায় হইয়া, চলিনু মনের দুখে।
দেখিলুঁ সে পাড়াবাসী বধূগণ আছয়ে পরমসুখে ॥
মনেতে হইল যদি এ পাড়াতে হইত সবার বাস।
তবে অনায়াসে সফল হইত যে ছিল মনেতে আশ ॥
তুরিত গমনে ঘর পানে ওগো যে পথে আসিএ মোরা।
সেই পথে প্রিয় পরিকর সাথে দাঁড়ায়ে আছেন গোরা ॥
পিসৈস নিকটে সঙ্কটে পড়িনু মুখে না নিঃসরে বাণী।
অলপ ঘুঙট ঘুচাঞা দেখিনু ও চাঁদবদন খানি ॥
অঙ্গের বসন খসিয়া পড়য়ে কাঁপিয়া উঠয়ে গা।
ধরমে ধরমে ধীর ধীর করি বাড়াইতে লাগিনু পা ॥
ফিরিয়া ফিরিয়া হেরিয়ে হৃদয় অধিক ব্যাকুল হৈল।
লাজ কুলভয় ধরম কিছু না রহিবে নিশ্চয় কৈল ॥
সে পথে পিসৈস দাঁড়াইল হেরি ধরিতে নারয়ে থে।
নরহরি কহে ওরূপ হেরিয়া না ভুলে এমন কে?

১২১ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো ননদ আমার, কেবল বিষের ফল।
পরম চতুরা তার কাছে মোরা করিতে নারিএ ছল।
তোমাদের প্রতি অধিক বিশ্বাস কপট না যায় জানা ॥
বিহান বিকাল রজনী এথাতে আসিতে না করে মানা।
এই ছলে যেন গিয়াছিনু কাইল দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে।
কে আছে এমন যুবতী তাহারে হেরিয়া ধৈরজ বাঁধে ॥
কিবা সে পীঠের উপরে দুলিছে চাঁচর চিকুর ভার।
কিবা সে কপালে অলকা তিলক কি দিব উপমা তার ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনি কিবা সে আঁখির ঠারা।
কিবা সে মুখের হাসি অপরূপ বচন অমিঞা ধারা ॥
কিবা সে কাণের কুণ্ডল দোলনি কিবা সে গণ্ডের শোভা ॥
কিবা সে নাসার মুকুতা কিবা সে রুচির চিবুক-আভা।
কিবা সে ভুজের বলনি কিবা সে গলায় ফুলের হারা।
কিবা সে সরুয়া মাজাখানি উরু উলট-কদলী পারা ॥

কিবা সে সুচারু চরণ-নখর-কিরণে পরাণ হরে।
নরহরি কহে ওরূপ হেরিয়া কিরূপে আইলা ঘরে॥

১২২ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি নিবেদি তোমার আগে।
দিবস রজনী ভাবিয়া মরিএ ঘর পর সম লাগে॥
ননদী কঠিন সে কথা কি কব কহিতে বাসি এ দুখ।
পরের বেদন কিছু না জান সে জানয়ে আপন সুখ॥
যদি কার মুখে শুনয়ে গৌরাঙ্গ আইলা কাহার বাড়ী।
তবে কত ছল করয়ে তাহা না বুঝয়ে ঘরের বুড়ী॥
ধাঞা যায় তথা এ বড় বিষম আমারে করয়ে মানা।
নরহরি কহে ইহাতে কি দোষ জানায় ননদ-পনা॥

১২৩ পদ। যথারাগ।

সজনি তো সবে দেখে সুখ পাই তেঁই সে এথায় আসি।
কালিকার কথা পুছহ আমারে ইহাতে উপজে হাসি॥
বল বল দেখি কিরূপে আমারে সাজিবে এ সব কথা।
জানিয়া শুনিয়া এরূপ বলহ ইহাতে পাই এ ব্যথা॥
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথা কাণে না ধরে।
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে?

১২৪ পদ। যথারাগ।

মোর পতি অতি সুজন সজনি শুন লো তাহার রীতি।
গতদিন তেঁই বিরলে বসিয়া কহয়ে পিতার প্রতি॥
নদীয়া নগরে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বর-শকতি তার।
কেবা সিরজিল না জানি এরূপ গুণের নাহিক পার॥
হেন জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক কখন না দেখি আপন আঁখে।
দুর্ম্মতি-জনের প্রতি অতি দয়া ভাসয়ে কীর্ত্তনসুখে॥
তাহে বলি নিজ বধূগণে কভু ভুলি না নিষেধ তুমি।
তার দরশনে অশুভ বিনাশে নিশ্চয় জানিয়ে আমি॥
ভাগ্যবতী সব বহু কি কহব অধিক কহিতে নারি।
তাহে ধন্ত এই নারী-জনমের বালাই লইয়া মরি॥

মিছা অভিমানে মাতি রাতি দিন রহিএ অন্ধের পারা।
নদীয়ার মাঝে হেন অপরূপ চিনিতে নারিয়ে মোরা ॥
ব্রজে ব্রজনাথে দ্বিজে না জানিল পাইল দ্বিজের নারী।
সেইরূপ এথা ইথে না সন্দেহ বুঝিনু বিচার করি ॥
এইরূপ পিতাপুত্র দুহে কথা কহয়ে অনেক মতে।
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়া শুনিয়া হনু উলসিত চিতে ॥
মনে হৈল হেন বেলে যদি গোরাচাঁদেরে দেখিতে পাতু।
নয়নের কোণে এ সব কাহিনী তাহারে কহিয়ে দিতু ॥
এইকালে পাড়া পানে ঘন ঘন উঠিল আনন্দ ধ্বনি।
তরাতরি পথে দাঁড়াইনু গিয়া গৌরগমন জানি ॥
দূরে থাকি আঁখি ভরি নিরখিলুঁ কিবা অপরূপ শোভা।
ঝলমল করে চারিদিকে হেন জিনিয়া অঙ্গের আভা ॥
তার বামে গদাধর নিত্যানন্দ দক্ষিণে আনন্দ রাশি।
চারি পাশে আর পরিকর তারা নিরখে ও মুখশশী ॥
নিজগণ সঙ্গে রসিকশেখর আইসে রসের ভরে।
সে চাহনি চারু হেরিয়া এমন কে আছে পরাণ ধরে ॥
হাসি হাসি কথা-ছলে সুধারাশি বরিখে নদ্যার চাঁদ।
অঙ্গ-ভঙ্গী ভারি ভুলালে ভুবন যেন সে মদনফাঁদ ॥
প্রাণনাথ গতি জানি পাড়াবাসী যুবতী আসিয়ে ধাঞা।
তা সবার শাশুড়ী ননদী দারুণ নিবারি অনেক কৈঞা ॥
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই পুরানু মনের সাধা।
নরহরি কহে যার পতি অতি প্রসন্ন তার কি বাধা ॥

১২৫ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই বিধি অরসিক বুঝিনু কাজের গতি।
নহিলে এমন দুঃখ কি কারণে দিবেক দিবস রাতি ॥
যদি গৌর পরিকর মাঝে কারু বসতি করাইত এথা।
তবে এ পাড়াতে নদীয়ার শশী আসিয়া ঘুচাইত ব্যথা ॥
তাহে বলি ওগো কালিকার কথা গৃহেতে সকল ছাড়ি।
মাসেসের সনে গেলাম সে পাড়া মুরারি গুপ্তের বাড়ী ॥

তথা বধূগণ উলসিত অতি সুখের নাহিক পার।
প্রাণপিয়া লাগি ঘষয়ে চন্দন গাঁথয়ে কুসুমহার॥
তা সবার মুখে শুনিতে পাইনু গৌরাঙ্গ আসিয়ে হেথা।
কাজ সমাধিয়া আইল মাসৈস রহিতে না পাইনু তথা॥
ভাবিতে ভাবিতে কত দূরে আসি চাহিলুঁ পথের পানে।
নদীয়ার নব-যুবরাজ সাজি আইসে স্বগণ সনে॥
কিবা অপরূপ অধরের শোভা দশন মুকুতা ছটা।
হাসি সুধারাশি বরিষয়ে মুখ শরদ-শশীর ঘটা॥
কিবা ভুরুভঙ্গী বঙ্কিম-লোচন:চাহনি অনেক ভাঁতি।
কপালে চন্দন চারু হেরইতে মজায় যুবতী জাতি॥
গলে দোলে হেম মণিমালা আলা করয়ে ভুবন ভালে।
মনোহর ছাঁদে গতি তাহা দেখি জগতে কে বা না ভুলে॥
সেরূপ-সায়রে সিনাইনু সুখে রহিয়া মাসৈস কাছে।
ফিরিয়া দেখলু পড়ুয়ার সহ ভাসুর আইসে পাছে॥
ভাগ্য ভাল তেঁহ মোরে না দেখিল ছিল গোরা পানে চাঞা॥
ঘুঙটে মুখ ঢাকিয়া আঁখি সম্বরি চলিলুঁ যতনে ধাঞা॥
নরহরি কহে ভাসুরে যে লাজ তাহা কি না জানি আমি।
সে সকল কথা বেকত করিলে দেশে না থাকিবে তুমি॥

১২৬ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই নিশির কাহিনী যতনে কহিয়ে তোরে।
সাঁজের বেলাতে কাজ সমাধিয়া বসিয়া আছিলুঁ ঘরে॥
গোরারূপগুণ ভাবিতে ভাবিতে না জানি কি হৈল মনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম শাশুড়ী সনে॥
তথা নিরুপম পরিকর মাঝে বসিয়া আছেন গোরা।
কুলবতী সতী যুবতী জনের ধৈরজ-রতনচোরা॥
ঝলমল হেমতনু তাহে মাখা সুচারু চন্দনরাশি।
সুমেরু পর্ব্বত লেপিয়াছে জনু বাটিয়া শারদশশী॥
মালতীর মালা গলে দোলে যেন ভুবনমোহন ফাঁদ।
কত কত শত মদন মুরছে নিরখি বদনচাঁদ॥

হাসিয়া হাসিয়া গদাধর সনে কহয়ে মধুর কথা।
বরষিয়া সুধা রাশি রাশি দূর করয়ে শ্রবণব্যথা॥
মরি মরি যেন সে শোভা হেরিতে পরাণ কেমন করে।
কি কব ক্ষণেক ছুটী আঁখি ভরি দেখিতে না পালুঁ তারে॥
মুই অভাগিনী কি করিব বিধি কৈল পরবশ নারী।
শাশুড়ীর ভয়ে রহিতে নারিলুঁ আইলুঁ পরাণে মরি॥
মনের দুঃখেতে শুতিলুঁ ননদ সুধাইলে কলুঁ তারে।
ক্ষুধা নাহি মোর মোরে না জাগাবে গা মোর কেমন করে॥
সে অতি সরলা ফিরি গেল মুই রহিলুঁ ব্যাকুলচিতে।
তবু আনছান করে ওগো নিঁদ আইল অনেক রাতে॥
স্বপনে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া দেখিলুঁ তায়।
কত মন-সাধে সুগন্ধি চন্দন মাখাইলুঁ গোরা গায়॥
বিবিধ ফুলের নব নব মালা যতনে দিলাম গলে।
নরহরি প্রাণ রসিকশেখর আলিঙ্গন কৈল ছলে॥

১২৭ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ সজনি কহিয়ে তোমার ঠাঁই।
আজুক যেরূপ স্বপন এমন কখন দেখিএ নাই॥
নিকুঞ্জভবনে বসিয়া আছিলুঁ করিয়া বিবিধ বেশ।
ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ মোর না ছিল সুখের লেশ॥
চঞ্চল-নয়ানে চাহি চারি পানে না জানি কি হৈল মোরে।
তথা আচম্বিতে দেখিলুঁ জনেক আইল বাহির দ্বারে॥
কিবা অপরূপ বয়স কিশোর রসের মুরতি জনু।
নাগর গরিমা কি কব তাহার মেঘের বরণ তনু॥
অরুণ জিনিয়া করপদতল নখরনিচয়চাঁদ।
অলকা তিলক ভালে শোভে যেন ভুবনমোহনফাঁদ॥
চূড়ার টালনি চারু নিরুপম উভয়ে ময়ুরপাখা।
তাই সুকুসুম-সৌরভে ভ্রমর ভ্রময়ে নাহিক লেখা॥
অধরের অধঃ ধরিয়া মুরলি রহিয়া রহিয়া পূরে।
জগতের মাঝে কে আছে এমন শুনিয়া ধৈরজ ধরে॥

গলায় দোথরি মুকুতার মালা সুরধুনীধারা প্রায়।
চলিতে কিঙ্কিণী কটিতটে বাজে সুন্দর নূপুর পায় ॥
ভুরুযুগবর ভঙ্গী করি মোর নিকটে আসিয়া সে।
কত কত ছলে করে পরিহাস তাহা বা বুঝিবে কে ?
হাসিয়া হাসিয়া আমাপানে চাঞা ঠারয়ে আঁখির কোণে।
ঘুচয়ে ঘুঙট কপটে কি করে পরাণ সহিত টানে ॥
আর অপরূপ দেখিতে দেখিতে সে শ্যাম হৈল গোরা।
কি দিব উপমা কত কত সতী যুবতী-পরাণচোরা ॥
ধীর ধীর করি মিকট আসিয়া বসিয়া আমার পাশে।
মধুর মধুর বচনে তোষয়ে অঙ্গের পরশ-আশে ॥
মিছা ক্রোধে মুই মুখ ফিরাইলুঁ সুখের নাহিক ওর।
ক্ষম অপরাধ বলিয়া সে পুনঃ আঁচরে ধরল মোর ॥
অঙ্গ পরশিতে অবশ হইয়া মজিলুঁ উহার সনে।
নরহরি-প্রাণপতি সুরসিক কৈল যে আছিল মনে ॥

১২৮ পদ। যথারাগ।

আজুক রজনী সুখময় স্বপন দেখিনু সই।
তোমরা পরমধন্যা জগমাঝে শুনহ সে কথা কই ॥
নিজ নিজ বেশ বিরচি চঞ্চল তোমরা বিরলে বসি।
গোরাগুণ গান গাইয়া গাইয়া গোঙালা প্রহর নিশি ॥
সময় জানিয়া দুতি পাঠাইলা গোবিন্দ আছেন যথা।
সে অতি তুরিতে যাইয়া গৌরাঙ্গে কহিল সকল কথা ॥
পুন সে তুরিতে তোমাদের পাশে আইলা আতুর হৈয়া।
প্রাণপ্রিয়কথা তার মুখে শুনি চলিল সকলে ধাঞা ॥
দূরে থাকি গোরারূপের মাধুরী হেরিয়া মোহিত হৈলা।
নিকুঞ্জ-ভবনে প্রবেশিয়া প্রাণনাথের নিকট গেলা ॥
সে অতি আদর করি বসাইল ধরিয়া সবার করে।
হাসিয়া হাসিয়া কত পরিহাস করিলা পরশ পরে ॥
গোরা সুচতুর নয়নের কোণে হানিল বিষম বাণ।
তাহাতে বিবশ হইয়া রাখিতে নারিলা যৌবন মান ॥

তোমা সবাকার ভুরু-ভুজঙ্গমে সঘনে দংশন কৈল।
নদীয়াচাঁদের যে ছিল ধৈরজ তা যেন তখনি গেল ॥
দুবাহু পসারি করে আলিঙ্গন অতুল উহার লেহ।
সুবহু হরষে ঠারিনু বুঝিয়া অধিক মাতিল সেহ ॥
তোমাদের মনে যে ছিল সে সাধ পূরিল রসিকরাজ।
নরহরি কহে নিজ কথা কেন কহিতে বাসহ লাজ ॥

১২৯ পদ। যথারাগ।

শুন শুন সই স্বপনে দেখিনু নিকুঞ্জকাননে গোরা।
তুয়া পথ পানে নিরখি কাতরে ঝরয়ে লোচনলোরা ॥
মোর মুখে তুয়া গমন শুনিয়া কত না সাধিল মোরে।
অতি তরাতরি হেরি তার দশা আসিয়া কহিনু তোরে ॥
শুনিয়া উলসে বেশ বনাইয়া ভেটিলা নিকুঞ্জ মাঝ।
দূরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রসিকরাজ ॥
উপছিল কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হইলা তুমি।
নরহরি পহুঁ করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি ॥

১৩০ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো তোমারে বলি এ নিশির স্বপনকথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম গৌরাঙ্গ যথা
কিবা সে শ্রীবাস-অঙ্গনের শোভা দেখিয়া জুড়াল আঁখি।
মনের হরিষে নিভৃতে দাঁড়ালুঁ ধৈরজে ধরম রাখি ॥
তথা পরিকরগণ মনসুখে খোল করতাল লৈয়া।
গায়য়ে মধুর সুর সুধাময় অতি উনমত হৈয়া ॥
সে মণ্ডলি মাঝে সাজে শচীসুত কিবা অদভূত বেশ।
নানাজাতি ফুলে রচিত রুচির চিকণ চাঁচর কেশ ॥
শ্রুতিমূলে দোলে কুণ্ডল ললিত অতুল গণ্ডের ছটা।
ভালে সুচন্দন বিন্দু বিন্দু যেন শারদ-শশীর ঘটা ॥
মৃদুতর পরিসর উরঃপরি তরল বিবিধ হার।
পহিরণ নব ভূষণ লসয়ে কি দিব উপমা তার ॥
ভুজভঙ্গী করি নাচে সুচতুর চরণ চালনি চারু।
হরি হরি বোল বলে তাহা শুনি ধৈরজ না রহে কারু ॥

না জানিয়ে তার কি ভাব উঠিল সঘনে কাঁপয়ে তনু।
দু-নয়নে ধারা বহে নিরন্তর নদীর প্রবাহ জনু॥
নিবিড় নিশ্বাস ছাড়ি বিয়াকুল ভূমিতে পড়িল সেহ।
সোণার কমল সম গড়ি যায় ধরিতে নারয়ে কেহ॥
তাহা দেখি মোর কাঁপিল অন্তর লাজে তিলাঞ্জলি দিনু।
কি হৈল কি হৈল বলি উচ্চ করি কাঁদিয়া বিকল হনু॥
হেন কালে নিঁদ ভাঙ্গিল জাগিয়া বসিনু শয়ন যথা।
কি কি বলি সবে ধাইয়া আইল পুছয়ে রোদন-কথা॥
কারে কি কহিব পুনঃ মনোদুখে ঘুমানু চাতকী পারা।
ফিরিয়া স্বপন দেখিনু আমার অঙ্গনে আইলা গোরা॥
আইস আইস বন্ধু বলিয়া তুরিতে বসানু পালঙ্কপরি।
শ্রম জানি নিজ আঁচরে বাতাস করিনু যতন করি॥
সাজাইয়া নব তাম্বূল সাজিয়া দিলাম সে চাঁদমুখে।
নরহরি প্রাণনাথেরে লইয়া বসিনু মনের সুখে॥

১৩১ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো রজনি-স্বপন কহিয়ে আছিয়ে মনে।
জগতের লোক পাগল হইল গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে॥
কুমতি কুটিল কপটী নিন্দুক আদি যত যত ছিল।
ছাড়ি বিপরীত স্বভাব সকলে গৌর-অনুগত হৈল॥
এইরূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিনু সই।
পুনঃ ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিনু সে সব কই॥
যমুনাপুলিনে রাস-বিলাসাদি যেরূপ করিল শ্যাম।
সেইরূপ গোরা সুরধুনীতীরে রচিল রসের ধাম॥
লাজকুলভয় সব তেয়াগিয়া নদীয়া-নাগরী যত।
মনোরথে চড়ি চলে যূথে যূথে এড়ায়ে কণ্টক শত॥
গৃহকাজ ত্যজি মু বড় চঞ্চল তথা যাইবার তরে।
আচম্বিতে পতি আসিয়া তুরিতে কপাট দিলেক ঘরে॥
পড়িনু সঙ্কটে কারে কি কহিব অধিক বিকল হৈনু।
মনে হেন প্রাণ না রবে পিয়ারে পুনহুঁ দেখিতে পাইনু॥

সে সময়ে ছলে কপাট খুলিল চতুর আমার জা।
ধরমে ধরমে ধীরে ধীরে গৃহ-বাহিরে বাড়ানু পা॥
প্রফুল্লিত হৈয়া ধাইনু কাহার পানে না পালটি আঁখি।
লোহার পিঞ্জর হইতে যেমন পলায় নবীন পাখী॥
যাইয়া তুরিতে নয়ান ভরিয়া দেখিনু গৌররায়।
যুবতীমণ্ডলি মাঝে সাজে ভাল কি দিব উপমা তায়॥
নানাজাতি যন্ত্র বাজে চারিদিকে সুখের নাহিক পার।
গাওয়ে মধুর সুরনারীগণ বরিষে অমিয় ধার॥
ও মুখ-কমল-মধুপানে মাতি মো পুনঃ নাচিনু সুখে।
নরহরিনাথ তা দেখি হাসিয়া আমারে করিল বুকে॥

১৩২ পদ। যথারাগ।

রজনী-স্বপন শুন গো সজনি বলি যে নিলজী হৈয়া।
ধীরে ধীরে গোরা মন্দিরে প্রবেশে চকিত চৌদিকে চাঞা॥
হাসিয়া হাসিয়া বসিয়া বসিয়া আসিয়া শিথান পাশে।
নিজকরে মোর অধর পরশি সুখের সায়রে ভাসে॥
সুমধুর বাণী ভণে নানা জাতি মাতিয়া কৌতুক ছলে।
ভুজে ভুজ দিয়া হিয়া মাছে রাখি ভিজয়ে আঁখির জলে॥
আপনার মনে মানে পাইনু নিধি তিলেক ছাড়াতে ভার।
নরহরি-প্রাণ-পিয়া পীরিতের মূরতি কি কব আর॥

১৩৩ পদ। যথারাগ।

শুন শুন নিশি-স্বপন সই। লাজ তিয়াগিয়া তোমারে কই॥
প্রভাত সময়ে সুচারু বেশে। আইলেন গৌর আমার পাশে॥
সে চন্দ্রবদন পানেতে চাঞা। চলিনু কি কাজে আইলে ধাঞা॥
সুখে গোঙাইলে রজনী যথা। তুরিত যাইয়া মিলহ তথা॥
গুপত না রহে বেকত রীতি। তা সহ জাগিয়া পোহালে রাতি॥
শুনি কত শত শপথ করে। পরশের আশে সাধয়ে মোরে॥
হেন কালে নিদ ভাঙ্গিয়া গেল। নরহরি জানে যে দশা হৈল॥

১৩৪ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো সজনি রজনী-স্বপন বলিয়ে তোরে।
অনেক যতনে নদীয়ার শশী আসিয়া মিলিল ঘরে॥

হেন কালে মোর দারুণ ননদী দুয়ারে দাঁড়ায়া কয়।
পর-পুরুষের সনে বিলসহ ইথে না বাসয় ভয়॥
ভাল ভাল ভাই আইলে প্রভাতে এসব জানাঞা তারে।
আপনার লাজ লইয়া যাইব না রব এ পাপ-ঘরে॥
ইহা শুনি মনে বিচারিনু ভয় পাঞা পোহাইলে নিশি।
না জানি পতি কি বিপরীত ক্রিয়া করিবে গৃহেতে আসি॥
মোরে সবে কত গঞ্জনা করিবে তাহে না পাইব ব্যথা।
পাপ লোক পাছে প্রাণ-পিয়ারে বা কহয়ে কলঙ্ককথা॥
যদি বিহি ইহা বেকত করয় তবে ত বিষম হব।
জনমের মত নদীয়া-চাঁদেরে আর না দেখিতে পাব॥
এ পাড়ার পানে না আসিবে কভু মোরে না করিব মনে।
মুই অভাগিনী জানিনু নিশ্চয় নহিলে এমন কেনে॥
এত বলি কাঁদি বেকুল হইনু সঘনে সে নাম লৈয়া।
নরহরি জানে প্রাণ বাঁচাইনু তুরিতে চেতন পাইয়া॥

১৩৫ পদ। যথারাগ।

সজনি রজনী-স্বপন শুনহ এবড় হাসির কথা।
মোরে আগুলিতে শুতিলা ননদী আমার শয়ন যথা॥
নদীয়ার শশী আসি প্রবেশিল অথির আনন্দ ভরে।
আমার ভরমে বসিলা ননদিনীর পালঙ্ক উপরে॥
ধীরে ধীরে করপল্লবে চিবুক পরশে হরিষ হৈয়া।
ননদী চেতন পাইয়া উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চাঞা॥
মোরে কহে জাগ জাগহ তুরিতে ঘরে সামাইল চোরা।
ইহা শুনি ভয়ে পালাইলা দূরে দাঁড়াঞা রহিলা গোরা॥
তার পাছে পাছে দারুণ ননদী ধাইল ধমক দিয়া।
কতদূর যাই পাইল পলাইতে নারিল পরাণ-পিয়া॥
যৌবন-গৌরবে মাতি অতিশয় ধরিয়া দুখানি করে।
কত কটু বাণী কহি রহি রহি লইয়া আইসে ঘরে॥
কিশোর বয়স রসময় গোরা চাহিয়া ননদী পানে।
বাঁধি ভুজপাশে করি পরাজয় কৈল যে আছিল মনে॥

মোরে না দেখিতে পাঞা গুণমণি বিমন হইয়া গেলা।
অবশ হইয়া ননদিনী পুনঃ আমার নিকট আইলা॥
চাহি তার পানে পুছিনু এবা কি আছহ হরিষচিতে।
তেঁই অধোমুখে কহয়ে ঠেকিনু বিষম চোরের হাতে॥
রাখিব গোপনে নহে পরভাতে হইবে কলঙ্ক-ধূম।
নরহরি সাথী তাহে আশ্বাসিতে ভাঙ্গিল আঁখির ঘুম॥

১৩৬ পদ। যথারাগ।

স্বপনের কথা শুন গো সজনি পরাণ-রসিকরায়।
অলখিত ঘরে প্রবেশিল কালি কম্বল উড়িয়া গায়॥
তাহা দেখি মৃদু হাসিয়া পুছিনু এ সাজ সাজিলে কেনে।:
পিয়া কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে বা আমারে চিনে॥
এইরূপ কত কহিল তা শুনি বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
সুরুচির করে ধরি প্রাণনাথে পালঙ্কে বসানু সুখে॥
সে সময়ে মুখ-মাধুরী অধিক কি কব মনেতে বাসি।
কালিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমলরাশি॥
তাহা হেরি ধরি ধৃতি সে কম্বল খসাঞা ফেলিনু যেন।
শরদের শশী ঘনঘটা হৈতে বাহির হইল যেন॥
হেনই সময়ে শাশুড়ী পুছয়ে ঘরেতে কিসের আলো।
তাহা শুনি তনু কাঁপিল অমনি পরাণ উড়িয়া গেল॥
তরাতরি গিয়া দাঁড়াঞা দুয়ারে চাহিয়া সভয়মনে।
সাহসে চাতুরী বচন কহিতে লাগিনু তাঁহার সনে॥
চন্দ্রব্রত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া।
কৃপাকরি তেঁই দেখা দিল আজি পূজায় প্রসন্ন হৈয়া॥
বর দিতে চান কি বর মাগিব কিছু না জানিয়ে আমি।
আপনি যে কহ তাহা লেই তাহে এথা না আসিও তুমি
ইহা শুনি ধীরে ধীরে কহে কত যতনে আনন্দ পাইয়া।
সম্পদ্ অয়ু বৃদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চাহিয়া॥
ইহা শুনি শীঘ্র ঘরে সামাইল অতি আনন্দবেশে।
বসন-অঞ্চলে অঙ্গ মুছাইনু বসিয়া পিয়ার পাশে॥

নরহরি-প্রাণনাথ মোরে কত আদরে করিল কোলে।
হেন কালে নিঁদ ভাঙ্গিল বিচ্ছেদে ভাসিনু আঁখির জলে ॥

১৩৭ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো বলিয়ে তোমারে স্বপনে নদ্যার শশী।
হাসি মোর পাশে আসিয়া বসিলা যেন হেমাম্বুজরাশি ॥
মোরে কহে আজু নিজকরে মোর বেশ বনাঅহ তুমি।
শুনি সে চাতুরী-বচন যে সুখ তাহা কি কহিব আমি ॥
বাড়িল কৌতুক নদীয়ার নব-যুবতী ভুলয়ে চুলে।
নানা গন্ধতৈল দিয়া নানা ছাঁদে বাঁধিনু সাজায়ে ফুলে ॥
ললাটে রচিনু রুচির চন্দন বিন্দু সুচন্দ্রের প্রায়।
শ্রুতিমূলে দিনু কুণ্ডল ঝলকে ভানু কি উপমা তায় ॥
হাসিমাখা মুখ কমল মুছাঞা দেখি ভুরু ভৃঙ্গপাঁতি।
আঁখে আঁখি দিয়া নাসায় মুকুতা পরানু আনন্দে মাতি ॥
সুললিত ভুজ গজশুণ্ড জিনি ধৈরজ ধরম হরে।
তাহে নানা ভূষা দিয়া পুনঃ সাধে বলয়া সঁপিনু করে ॥
পরিসর উরে হার সাজাইনু অতুল উদর-শোভা।
কিঙ্কিণী কটিতটে পিধাঁইনু লসয়ে জানুর আভা ॥
নরহরি প্রিয়-চরণে নূপুর পরানু যতন করি।
হেন কালে নিঁদ ভাঙ্গিল দেখিতে না পানু নয়ন ভরি ॥

১৩৮ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো পরাণ-সই।
তোমা সবার পাশে নিলজ্জি হইয়া নিশির স্বপন কই ॥ধ্রু॥
হাসি হাসি সুখে ভাসি সে রঙ্গিয়া কত না আদরে মোরে।
দুবাহু পসারি করি কত ভঙ্গী তুরিতে করয়ে কোরে ॥
থির হৈথে নারে থর থর তনু কাঁপয়ে বিজুরী ভাঁতি।
লুবধ মধুপ সম মঝু মুখ চুম্বয় আনন্দে মাতি ॥
সে চাঁদবদন কাতরে কুঙ্কুম সিন্দূরে সুচারু সাজ।
তাহারে করিনু পরিহাস শুনি বন্ধুয়া পাইল লাজ ॥
মনসাধে পুনঃ সে চাঁদবদন মুছাইয়া ঈষৎ হাসি।
হেন কালে মোর দুয়ারে দারুণ ননদী বৈবিল আসি ॥

উড়িল পরাণ কি করিব প্রাণবন্ধুয়া লুকালো ডরে।
হেন কালে নিদঁ ভাঙ্গিল জাগিয়া হিয়া ধক ধক করে॥
পুনঃ ঘুমাইতে সে নবনাগর রচয়ে আমার বেশ।
সিঁথির সিন্দুর সাজায়ে কত সে যতনে বাঁধিয়া কেশ॥
উরজে কাঁচলি দিতে মু কহিনু কাঁচলি পরাহ কেনে।
পিয়া কহে হাসি পুরুষের বেশ নাহি কি তোমার মনে॥
আর কি বলিব নাসায় বেশর দিতে সুচঞ্চল হৈয়া।
অমনি শুতয়ে মোরে পরিসর বুকের উপরে লৈয়া॥
কত ভাতি রসকাহিনী কহয়ে অমিঞা ঢালয়ে যেন।
নরহরিনাথ পীরিতি মূরতি যুবতীমোহন মেন॥

১৩৯ পদ। যথারাগ।

কি কব স্বপনে কত পরিহাস করে গো, রসিকশেখর মোর গোরা।
কিবা সে নয়ান বাঁকা চাহনি বিষম গো, জীবন-যৌবনধন-চোরা॥
মধুর মধুর হাসি ভাসি কত সুখে গো, মুখে মুখ দিয়া করে কোলে।
পুলকিত অঙ্গ অতি মদন-তরঙ্গে গো, কত না রসের কথা তোলে॥
সাধে সাধে নাসার বেশর দোলাইয়া গো, না জানি কি রসে হয় ভোর।
নরহরি-প্রাণপিয় কি নিলজ গো, যুবতী-ধরম-ব্রত-চোর॥

১৪০ পদ। যথারাগ।

স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালঙ্কে বসিল গো, বারেক চাহিনু আঁখি কোণে।
পীরিতি মূরতি গোরা কত আদরিয়া গো, আপনা অধীন করি মানে॥
সে চাঁদবদনে মোরে বারে বারে কয় গো, পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে করিয়া সুখে ভাসে গো, লাজেতে মরিয়া যাই আমি॥
সাজায়ে তাম্বূল মোর বদনে সঁপিয়া গো, হরষে বিভোর হঞা চায়।
সে করপল্লবে পুনঃ অধর পরশি গো, পরাণ নিছিয়া দেয় তায়॥
মধুর মধুর হাসি অমিয়া বরষে গো, কিবা বা সে সুরসিকপনা।
নরহরি-প্রাণপিয়া হিয়ার পুতলি গো, যুবতী মোহিতে একজনা॥

১৪১ পদ। যথারাগ।

শুনয়ে স্বপন আমা পানে চাঞা চাঞা গো যুবতীপরাণচোরা গোরা।
জিনিয়া খঞ্জন যুগনয়ন নাচায় গো না জানি কি রসে হৈয়া ভোরা॥

হাসিয়া হাসিয়া আসি নিকটে বসিয়া গো, ঘুঙট ঘুচায় নিজকরে।
আহা মরি মরি বলি চিবুক পরশি গো বদন নেহারে বারে বারে॥
কিবা সে পীরিতি তার মনে এই হয় গো, গলায় পরিয়া করি-হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরশিতে কত রঙ্গ বাড়ে গো নবীন মদন সাথী তার॥
অধরে অধর দিতে যত রসিকতা গো, কি কব না শুনি কভু কাণে।
নরহরি প্রাণপিয়া কোথায় শিখিল গো, এত না রসের কথা জানে॥

১৪২ পদ। যথারাগ।

ওগো সই রসের ভ্রমর মোর গোরা।
কে জানে মরম নব নবযুবতীর গো, বদনকমল-মধুচোরা॥ধ্রু॥
স্বপনে আসিয়া মোর নিকটে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়।
না জানি কেমন সে অমিয়া রস ঢালে গো, ঘুচায় শ্রবণমনোব্যথা॥
কত না আদরে মোর চিবুক পরশি গো, কিবা সে ভঙ্গিমা করে ছলে।
অধরে অধর রাখি আঁখি না পালটে গো, বদন ঝাঁপয়ে করতলে॥
হিয়ায় ধরয়ে হিয়া কি আর বলিব গো, সঘনে কাঁপয়ে হেমদেহা।
নরহরি পরাণবন্ধুয়া কিবা জানে গো, সুখের পাথার তার লেহা॥

১৪৩ পদ। যথারাগ।

স্বপনের কথা কহিতে কহিতে উঠিল প্রেমের ঢেউ।
অতি অনুপম প্রীতি রীতি ধৃতি ধরিতে নারয়ে কেউ॥
কেহ বলে ওগো দুখ ভুঞ্জাইতে বিধাতা করিল নারী।
হেন গোরাচাঁদে কখন দেখিতে না পানু নয়ন ভরি॥
কেহ বলে ওগো রমণী হইলে না পূরে মনের আশ।
বিবিধ চাতুরি করি ঘুচাইব এ গুরুজনের ত্রাস॥
কেহ বলে মরুক এ গুরুজনের করিব কিসের ডর।
প্রাণধন গৌরসুন্দর লাগিয়া নিশ্চয় তেজিব ঘর॥
কেহ বলে ওগো নদীয়ার লোক বড়ই বিষম হয়।
প্রাণনাথে কভু না দেখি তথাপি কত কুবচন কয়॥
কেহ বলে ওগো নদীয়ানগরে হইবে কলঙ্ককথা।
তাহা না মানিয়া পিয়া হিয়া মাঝে রাখিয়া ঘুচাব ব্যথা॥
কেহ বলে ওগো দিবস রজনী এই যে বাসনা মনে।
মোর পরিবাদ হউক নিশ্চয় শ্রীশচীনন্দন সনে॥

কেহ বলে ওগো যে বল সে বল আর না রহিতে পারি।
তা বিনু পরাণ আনছান করে বল কি উপায় করি॥
কেহ বলে ওগো এ কুললাজের কপালে আগুনি দিয়া।
চল চল প্রাণপতিরে তুরিতে মিলিব এখনি গিয়া॥
কেহ বলে দেখ একি হৈল ওগো নাচয়ে এ বাম-আঁখি।
নরহরি কহে ভাব কি লাগিয়া এসব শুভের সাথী॥

১৪৪ পদ। যথারাগ।

রজনীপ্রভাতে অনেক মঙ্গল দেখিয়া যুবতীগণে।
বিসরিল কিছু হিয়ার বেদনা আনন্দ বাড়িল মনে॥
কেহ বলে ওগো বুঝিলাম আজি প্রসন্ন হইল বিধি।
যেবা অভিলাষ আছয়ে সভার সে সব হইবে সিধি॥
কেহ বলে ওগো নিতি নিতি এই জাহ্নবী পূজিএ আমি।
তার বরে প্রাণনাথেরে পাইব নিশ্চয় জানিহ তুমি॥
কেহ বলে ওগো অনেক যতনে গৌরী আরাধিয়ে নিতি।
তেঁই দুখঃ দূর করিব মিলায়ে গৌরাঙ্গ পরাণপতি॥
কেহ বলে ওগো ভানু আরাধনা করিয়ে বিবিধ মতে।
তাঁর কৃপাবরে জুড়াইব হিয়া চিন্তা না করিহ চিতে॥
কেহ বলে যদি অবিরোধে আজু দেখিএ পরাণপিয়া।
তবে বুড়াশিবে পূজিব যতনে নানা উপহার দিয়া॥
কেহ বলে মোর মনে লয় হেন এখনি মিলিব তারে।
এইরূপ কত প্রেমের আবেশে কহয়ে পরশ পরে॥
শ্রীগৌরসুন্দর-দরশনহেতু সবার চঞ্চল হিয়া।
নরহরি কহে মরি মরি হেন প্রেমের বালাই লৈয়া॥

১৪৫ পদ। যথারাগ।

রজনীপ্রভাতে আজু নব নব নাগরী যত।
প্রাণপ্রিয় গৌরদরশন-আশে রচয়ে যুকতি কত॥
পরম চতুরা রসিকিনী সব রস-সায়রেতে ভাসি।
কেহ নানা ছল যোজনা করয়ে কেহ বা খণ্ডয়ে হাসি॥
কেহ নানা শকুন বিবারিয়া চিতে, চিন্তয়ে শাস্ত্ররীত।
এথা তার অঙ্গ দৈবজ্ঞবচনে হৈয়াছে অধিক প্রীত॥

মনের সুখেতে শুতিয়াছে বুড়ী ঘরের কপাট খুলি।
চমকি চমকি উঠে ক্ষণে ক্ষণে রজনী পোহালো বলি॥
জাগিয়া দেখয়ে পূরব দিশাতে অরুণ উদয় হৈলা।
শয়ন ত্যজিয়া তরাতরি বধূগণের নিকটে আইলা॥
মধুরবচনে পুছে বাছা সব কি কর বসিয়া এথা।
কেহ বলে ওগো লক্ষ্মীপূজা লাগি শিখিয়ে লক্ষ্মীর কথা॥
এতেক শুনিয়া ভাল ভাল বলি প্রশংসে কতেক বার।
নরহরি কহে ধনের বাসনা জগতে নাহিক আর॥

১৪৬ পদ। যথারাগ।

শুন শুন বধূ এত দিনে বিধি প্রসন্ন হইল মোরে।
গত দিন দিন প্রহর সময়ে দৈবজ্ঞ আইল ঘরে॥
কি কহিব তার গুণ গণ মেন এমন না দেখি এথা।
যেবা যা পুছয়ে তাহা কহে সব জানয়ে মনের কথা॥
কিরূপে মঙ্গল হবে বলি মুই ধরিনু তাহার পা।
আমারে আতুর দেখি কহে কিছু চিন্তা না করিহ মা॥
তোমাদের গ্রামে শচীদেবী বৈসে না জান মহিমা তাঁর।
পরম পূজিতা জগতের মাঝে বিদিত চরিত যাঁর॥
অতি সুলভ তাঁর পদরজ যে জন ধরএ শিরে।
ধনজন হবে একি বড় কথা তুরিতে ত্রিতাপ হরে॥
রজনীপ্রভাতে উঠিয়া যে জন দেখয়ে তাঁহার মুখ।
জনমে জনমে সে সুখে ভাসয়ে কভু না জানয়ে দুখ॥
শচীমায়ে যেবা নিন্দয়ে সে দুখ-আনলে পুড়িয়া মরে।
নিশ্চয় জানিহ উগ্রচণ্ডা দেবী তাহারে সংহার করে॥
তাহে উপদেশ দিয়া বধূগণে মনের কপট ছাড়ি।
নিশি পরভাতে যতনে পাঠাবে শ্রীশচীদেবীর বাড়ী॥
তেঁহ কৃপা করি করিবে আশীষ পূরিবে মনের আশ।
বাড়িবে সম্পদ্ সদা সুখ বহু বিপদ্ হইবে নাশ॥
পরদুঃখে দুঃখী নিতান্ত জানিহ নিমাইচাঁদের মায়।
এইরূপ কত কহি অন্য বাড়ী গেলেন দৈবজ্ঞরায়॥

এ সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হৈল।
মনে অনুভব কৈনু হেন যেন সব অমঙ্গল গেল॥
তাহাতে তোমরা যাও শীঘ্র করি সে হয় আমার ঘর।
দিদি বলি মোরে আদর করে সে কভু না জানয়ে পর॥
তথা গিয়া তারে প্রণাম করিয়া কহিয়ে বিনয়-বাণী।
তাঁহার কৃপায় হবে সব সুখ ইহা ত নিশ্চয় জানি॥
তোমা সবা প্রতি তেঁহ কহিবেন এ বেলা থাকহ এথা।
তাহে কোন ছলে আসিবে সকালে আমি যে যাইব সেথা॥
শাশুড়ীর অতি আতুর বচন শুনিয়া অধিক সুখে।
আদর লাগিয়া ধীরে ধীরে কহে বসন ঝাঁপিয়া মুখে॥
প্রভাত সময়ে কেমনে ছাড়িয়া যাইব ঘরের কাজ।
নরহরি কহে আসিয়া করিবা এখন না সহে ব্যাজ॥

১৪৭ পদ। যথারাগ।

সখীসহ সুখে শ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে দাঁড়াব গিয়া।
অলখিতে তারে বারেক নিরখি জুড়াব নয়ন হিয়া॥
সে পুনঃ মো পানে চাহিবে তাহার বিষম আঁখির ঠারে।
ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাঁপিব মদনশরে॥
ঘামেতে তিতিবে তনু ঘন ঘন আউলাবে মাথার কেশ।
খসিবে বসন বারে বারে আর না রবে লাজের লেশ॥
গৌরাঙ্গচাঁদেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উন্মত হব।
আঁচরে ধরিয়া রাখিবেক সখী তাহার কথায় রব॥
মোরে এইরূপ হেরি আনে আনে করিব কতেক হাসি।
সে সব বুঝিয়া থির হব চিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বাসি॥
বিমুখী হইয়া দাঁড়াইব পুনঃ বসন ঝাঁপিয়া মুখে।
নরহরি প্রাণনাথে তাহা দেখি হাসিবে মনের সুখে॥

১৪৮ পদ। যথারাগ।

সইয়ের সমীপে দাঁড়াইব পুনঃ সইয়ের ইঙ্গিত পাইয়া।
গৌর নাগরের পানে না হেরিব রহিব বিমুখী হৈয়া॥
মোর মুখ নিরখিতে না পাইয়া অধিক ব্যাকুল হবে।
অলখিত মোর সখী প্রতি হেরি নয়ন-কোণেতে কবে॥

কিছু না বুঝিয়ে কি লাগিয়া এত হৈয়াছে দারুণ রোষ।
ক্ষমা করহ আপন জনের কেহ ত না লয় দোষ॥
বারেক ঘুঙট ঘুচাইতে বল আমার শপথ দিয়া।
ও মুখমাধুরী নিরখিয়া মোর জুড়াক নয়ন হিয়া॥
এতেক বুঝিয়া সখী মোরে পুনঃ কহিবে বিনয় করি।
মুখের বসন ঘুচায়ে দাঁড়াহ দেখুক গৌরহরি॥
এ কথা শুনি না শুনিব সে পুনঃ ঘুচাবে আপন করে।
তাহে নিবারিয়া অধিক কোরধে দাঁড়াব যাইয়া দূরে॥
ইহা নিরখিয়া নয়নের জলে ভাসিবে গৌরাঙ্গ রায়।
তাহা দেখি সখী আতুর হইয়া ধরিবে আমার পায়॥
তখন হাসিয়া ঘুঙট ঘুচাঞা তেরছ নয়নে চাব।
নরহরি প্রাণপতি বন্ধুয়ারে পরম আনন্দ দিব॥

১৪৯ পদ। যথারাগ।

গৌর নাগর রসের সাগর হেরিয়া তাহার পানে।
মুচকি হাসিয়া রসের কাহিনী কহিব সইয়ের সনে॥
মোর অপরূপ ভঙ্গী নিরখিয়া সে পুনঃ ভাসিবে সুখে।
ঈষৎ ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া ঠারিব বঙ্কিম আঁখে॥
তাহা বুঝি মুই দশনে অধর দাবিয়া ঘুঙট দিব।
অলখিতে ভুরু-সন্ধানে বন্ধুর ধৈরজ হরিয়া নিব॥
মোরে আলিঙ্গন করিতে আতুর হইবে রসিকরাজ।
নরহরি তাহে যতনে রাখিবে বুঝায়ে লোকের লাজ॥

১৫০ পদ। যথারাগ।

সইয়ের নিকটে দাঁড়াব ঘুঙটে ঝাঁপিয়া বদন আধ।
অলপ অলপ চাহি অলখিত পূরাব মনের সাধ॥
বন্ধুয়া যখন আধ আধ হাসি চাহিবে আমার পানে।
বুঝিয়া তখনি আঁখি ফিরাইয়া হেরিয়া রহিব আনে॥
প্রাণপিয়া লাজে লোচন সঙ্কোচ করিবে মধুর ছাঁদে।
তাহা হেরি পুনঃ আড়-নয়নেতে হেরিব বদনচাঁদে॥
আঁখে আঁখি দিতে না পারে চঞ্চল তা হেরি রহিব চাঞা।
নরহরি পহুঁ ভাসিবেন সুখে নয়নে নয়ন দিয়া॥

১৫১ পদ। যথারাগ।

আই মোরে বহু যতন করিবে, না রব আইয়ের কাছে।
অতি অলখিত হইয়া দাঁড়াব আপন সইয়ের পাছে॥
পরমানন্দিত হইয়া মিটাব অনেক দিনের ক্ষুধা।
নয়ানচকোরে পান করাব সে বদনচাঁদের সুধা॥
আমি ত দেখিব আঁখি ভরি তেঁহ মোরে না দেখিতে পাবে।
আতুর হইয়া মোর সখী প্রতি নয়ান-ইঙ্গিতে কবে॥
একাকিনী তুমি আইলে তোমার সঙ্গিনী রহিল কোথা।
তুয়া দুইজনে একত্র না দেখি অন্তরে পাইনু ব্যথা॥
ইহা বুঝি সখী ধরি করে মোরে আপন সম্মুখে নিব।
মিছা ক্রোধ করি ঈষৎ হাসিয়া আমি না আগেতে যাব॥
তথাপি আমার সখী আপনার সম্মুখে রাখিবে ধরি।
নিজ করে মোর ঘুঙট ঘুচাবে কত পরিহাস করি॥
নয়ন-ইঙ্গিতে বঁধু প্রতি কবে দেখহ আপন জনে।
আমা পানে চাঞা রসিকশেখর কহিবে নয়ানকোণে॥
ভাল ভাল ওহে এসব চাতুরি কোথাতে শিখিলে তুমি।
বল বল দেখি তোমা না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব আমি॥
এইরূপ বহু জানাবে বুঝিয়া মানিব আপন দোষ।
রসিকশেখর গোরা মোর প্রতি তথাপি করিব রোষ॥
নরহরি তাহে মানাব আনিয়া দেখাব গলার হার।
ঈষৎ হাসিয়া কহেন এরূপ কভু না করিহ আর॥

১৫২ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের পানে নিরখিতে পড়িব বিষম ভোলে।
হইব অবশ খসিবে কুণ্ডল লোটাবে ধরণীতলে॥
তুরিত অঞ্চলে কাঁপিল তাহাতে হাতের চালনি হবে।
ঝনঝনকর কঙ্কণশবদ শুনি সে আনন্দ পাবে॥
তেরছ-নয়ানকোণেতে জানাব গৌরাঙ্গ ভুবনলোভা।
বারেক বসন ঘুচাও নিরখি কিরূপ কেশের শোভা॥

ইহা বুঝি মুই ঈষৎ হাসিয়া ঘুঙটে ঢাকিব মুখ।
লজ্জিত দেখিয়া সখী প্রতি পুনঃ জানাবে পাইয়া সুখ ॥
সখী সুচতুরা আমারে কহিবে দাঁড়াহ বিমুখ হৈয়া।
নহিলে অধিক অথির হইবা গৌরাঙ্গ পানেতে চাঞা ॥
এতেক বচনে গোরাপানে কিছু করিয়া দাঁড়াব ভুলি।
নিজকরে সখী শীঘ্র মোর শিরে বসন দিবেক ফেলি ॥
সে সময়ে গোরা রসের আবেশে অধিক অবশ হৈয়া।
কিছু না থাকিবে স্মৃতি অনিমিখ-নয়নে রহিব চাঞা ॥
মু অতি সঙ্কোচে তরাতরি মাথে বসন দিব যে তুলি।
বাহিরে কোরধ করিয়া সইয়েতে ভৎর্সিব নিলজী বলি ॥
সখীর সমীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরেতে দাঁড়াব গিয়া।
নিজ দোষ মানি টানিয়া রাখিবে মাথার শপথ দিয়া ॥
আমার এ রঙ্গ হেরি পুনঃ রঙ্গে ভাসিবে গৌরাঙ্গ রঙ্গী।
মনের মানসে হাসিবেক নরহরি বন্ধুয়ার সঙ্গী ॥

১৫৩ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদেরে নিরখি সখীরে ঠারিয়া তেরছ আঁখে।
মধুর মধুর হাসিয়া মধুরকাহিনী কহিব সুখে ॥
রসভরে শির চালন করিতে আউলাবে চুলের খোপা।
মধুর মধুর দুলিবে নাসার বেশর কাণের চাঁপা ॥
পীঠের উপর ঝাঁপার দোলনি তাহা না দেখিতে পারে।
নয়নের কোণে ঠারিয়া নাগর ঈষৎ হাসিতে করে ॥
কোন ছলে বাম-করেতে বসন তুলিয়া দেখাব তায়।
অমনি অবশ হবে নরহরি-পরাণ রসিক রায় ॥

১৫৪ পদ। যথারাগ।

আইয়ের অঙ্গনে যতনে দাঁড়াব ধরিয়া সইয়ের করে।
গোরা গুণমণি মো পানে চাহিয়া কহিবে আঁখির ঠারে ॥
মুখের বসন বারেক ঘুচাঞা ঘুচাহ মনের দুখ।
এ কথা বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া অমনি ফিরাব মুখ ॥
সখী মোর অতি চতুরা বুঝিয়া পসারি আপন কর।
ইকি ইকি বলি মুখের বসন ঘুচাবে দেখাঞা তার ॥

ইহা দেখি মুখ বসনে ঝাঁপিয়া হাসিবে রসিকরায়।
দাস নরহরি সে হাসি দেখিয়া হবে পুলকিত-কায়॥

১৫৫ পদ। যথারাগ।

সইয়ের সমীপে দাঁড়াব নাগর না চাবে আমার পানে।
হাসিয়া হাসিয়া সুখে ঠারাঠারি করিবে সইয়ের সনে॥
কিছু না বুঝিতে পারিয়া পুছিব ধরিয়া সইয়ের করে।
কি দোষ আমার দেখিয়া তোমরা হাসহ পরসপরে॥
এতেক শুনিয়া কহিবেন সখী আছয়ে তোমার দোষ।
মুখানি দেখিতে চাহয়ে নাগর তাহাতে করহ রোষ॥
ইহা শুনি কব সঙ্কেত করিয়া হাসিব অমিয় পারা।
নরহরি থির করিতে নারিবে অধীর হইবে গোরা॥

১৫৬ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের হাসিমাখা মুখ দেখিয়া রসের ভরে।
গলায় বসন দিয়া করজোড়ি কহিব আঁখির ঠারে॥
ভাল ভাল ওহে রসিকশেখর কি লাগি কপট কর।
না জানিয়ে ইহা কোথায় শিখিলা এত বা ভাঁড়াতে পার॥
আর কিবা হবে বারেক আসিয়া দেখাটি না দেহ পথে।
বিধাতা করিলে নারী তেঁই দুখ নহিলে রহিতু সাথে॥
এতেক শুনিয়া নরহরি-প্রাণবন্ধুয়া লজ্জিত হবে।
অবশ্য যাইব বলিয়া নয়ন-কোণেতে শপথ খাবে॥

১৫৭ পদ। যথারাগ।

সখীর সমাজে রহিয়া বারেক চাহিয়া ও মুখপানে।
বিরস-বদন হইয়া নাগরে কহিব নয়ানকোণে॥
ভাল ভাল ওহে পীরিতি মরম কখন না জান তুমি।
এ পাড়া সে পাড়া বেড়াইতে পার কেবল বঞ্চিত আমি॥
তুমি ত রসিকশেখর সতত আনন্দে থাকহ ভোর।
মুই অভাগিনী তোমার লাগিয়া কিবা না হৈয়াছে মোর॥
গুরুজন প্রাণ অধিক বাসিত তারা বিষসম বাসে।
যারে দেখি হাসি করিতু এখন সে মোরে দেখিয়া হাসে॥

ইহাতেও যদি আপন জানিয়া প্রসন্ন থাকিতা তুমি।
তবে এসকল কলঙ্ক তৃণের অধিক গণিতু আমি ॥
একে এদিবস রজনী দারুণ জ্বালা না শরীরে সয়।
আর তাহে তুমি নিদয় ইহাতে কিরূপে পরাণ রয় ॥
তাহে মোর মন সন্দেহ ঘুচাও কি লাগি হয়াছে রোষ।
এরূপ তোমার স্বভাব অথবা পাঞাছ কোন বা দোষ ॥
একেত বুঝিয়া রসাবেশ হৈয়া চাহিয়া আমার পানে।
অলখিত করযুগল যুড়িয়া কহিবে নয়নকোণে ॥
মরুক আমার স্বভাব সকল দোষেতে দূষিত আমি ॥
অনুখন মনে জানিয়ে কেবল পরাণ অধিক তুমি ॥
ইহা বুঝি মুই মুচকি হাসিয়া ঠারিব সইয়ের প্রতি।
নরহরি পিয়া হিয়া থির হবে দেখিয়া হরষ অতি ॥

১৫৮ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো প্রাণ সম তুমি কহিয়ে তোমার কাণে।
তুমি যে বিচার করিয়াছ তাহা হৈয়াছে আমার মনে ॥
কেমন কেমন লাগে আজু যেন দেখহ চতুর তুমি।
রসের আবেশে অবশ এমন কভু না দেখিয়ে আমি ॥
যদি কোন দিন দেখিয়ে তথাপি কিছু না লখিতে পারি।
বল বল দেখি গৌরাঙ্গচাঁদের মন কে করিল চুরি ॥
নরহরি চাঁদ নাগর বটেন বুঝিতে পারিএ কাজে।
তবু দড় করি কার কাছে ইহা কহিতে নারিএ লাজে ॥

১৫৯ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো অনুভবি ভাল নিশ্চয় করিলা তুমি।
গৌরাঙ্গচাঁদের নাগরালি যত সকলি জানি এ আমি ॥
তোমা সবা পাছে সেসব কাহিনী কহিতে সঙ্কোচ বাসি।
তাহে গৌরাঙ্গের চরিত হেরিয়া অন্তরে উপজে হাসি ॥
ইহোঁ আপনাকে সতত বাসয়ে আমি সে চতুররাজ।
গুপত আমার অবতার আর গুপত সকল কাজ ॥
গুপত চলন বোলন গুপত গুপত নটন ভঙ্গ।
গুপত নদীয়ানাগরীর সনে গুপত পীরিতি রঙ্গ ॥

গুপত করিয়া নাগরালী ইহা কেহ না লখিতে পারে।
এইরূপ রহু মনে দিনকর কিরণ ঝাঁপয়ে করে॥
চতুর উপরে চতুর যে জন আহে কি চাতুরি রয়।
ইহা না বুঝিয়া নরহরি পহুঁ কাহারে করয় ভয়॥

১৬০ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের এইরূপ সব ইথে না বাসিহ দুখ।
বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সুখ॥
পরাণ অধিক গুপত করয়ে পাইয়া অলপ ধনে।
যদি বল ইহা অসম্ভব তাতে দেখহ জগত-জনে॥
পীরিতি পরম রতন ইহারে গুপত করিলে কাজ।
বেকত হইলে রসিক জনার অন্তরে উপজে লাজ॥
নরহরি পহুঁ সুঘড়শেখর জানে কি এমন জনা।
গুপত-বিহার করে অবিরত জানায় সুঘড়পনা॥

১৬১ পদ। যথারাগ।

যে বল সে বল পীরিতি গুপত করিতে অধিক ভার।
পীরিতি গুপত না থাকে কখন বেকত স্বভাব তার॥
দিনকর সম করে আচরণ ইহা কি গুপত মানি।
গুপত গুপত তোমরা জানহ আমি ত বেকত জানি॥
নদীয়ানগরে রসিকশেখর শচীর দুলাল গোরা।
যত কুলবতী যুবতী সবার ধৈরজ-রতন-চোরা॥
জগতের মাঝে দেখিনু এমন নাগর কোথাও নাই।
নিশ্চয় জানিহ কেহ এড়াইতে না রহে ইহার ঠাই॥
যদি কোন ধনী ধৈরজ ধরিয়া ধরম রাখিতে চায়।
বিষম নয়ান কোণে নিরখিয়া মোহিত করয় তায়॥
নিশিদিন নবনাগরী সহিত অশেষ বিলাস করে।
নরহরিনাথ নাগরী-বল্লভ নাগরী লাগিয়া ঝুরে॥

১৬২ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো নিশ্চয় বলিএ অধিক অবোধ মোরা।
বুঝিতে নারি এ হেন নাগরালি মজাতে করয়ে গোরা॥

বাহিরে যেরূপ দেখি এ ইহার পরম উদারপনা।
সেইরূপ মোরা জানি এ অন্তরে কি আছে না যায় জানা॥
ধন্য ধন্য যেন তোমরা পরম রসিকিনী সুরপুরে।
এ সব বিহার তোমা সবা বিনা আনে কি বুঝিতে পারে॥
যে হৌক সে হৌক এত দিনে যেন মনের আঁধার গেল।
নরহরি পহুঁ যুবতী অধীন জগতে প্রকট হৈল॥

১৬৩ পদ। যথারাগ।

গোরাচাঁদের নাগরালি যত। কহয়ে সকলে কত কত মত॥
যেন বরিষয়ে অমিয়ার ধার। না জানি কি সুখ অন্তরে সবার॥
আর এক নব যুথের রমণী। আইলেন তথা শুনিয়া এ বাণী॥
নরহরি তার রীতি না জানয়ে। এ সবার প্রতি সাহসে ভণয়ে॥

১৬৪ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িনু ধন্দে।
কি লাগিয়া এত নিন্দহ এমন সুজন নদ্যার চন্দে॥
পরম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র কেবা না জানয়ে তায়।
তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহারা গায়॥
যে দিগ্বিজয়ী জয়ী নদীয়ার পণ্ডিত অধীন যার।
সদা ধর্ম্মপথে রত বেদাদিক বিনা না জানয়ে আর॥
প্রকৃতি প্রসঙ্গ কভু না শুনয়ে শুনিতে বাসয়ে দুখ।
ভুলিয়া কখন না দেখয়ে পর রমণীগণের মুখ॥
যদি কভু সুরধুনীস্নানে নারী বসন ঠেকয়ে গায়।
তখনি উচিত করে পরাচিত তবু না সম্বিত পায়॥
তাহে সাধ করি মিছা অপবাদ দিলে অপরাধ হবে।
নরহরি সাখী শিখাই সবারে একথা কভু না কবে॥

১৬৫ পদ। যথারাগ।

হের আইস ওগো ও সব সহিতে কি লাগি করিছ দ্বন্দ।
সুরপুরে মিছা প্রপঞ্চ ঘটিল ইথে না বাসহ ধন্দ॥

যত সদাচার সব গেল দূরে কেহ না কাহুক মানে।
এবড় বিষম কিসে কিবা হয় তাহা না কিছুই জানে॥
দোষযুক্ত জনে দূষিতে নিষেধ একথা সকলে কয়।
দোষহীন জনে যে দুষে অবশ্য সে দোষী জগতে হয়॥
পরম সুজন শচীসুত ইহা বিদিত ভুবন মাঝে।
কারু পানে কভু চাহিবে থাকুক বদন না তোলে লাজে॥
কখন যে পর প্রকৃতিগণের ছায়া না পরশে পায়।
না বুঝিয়ে কিছু অঙ্গ-পরশাদি কি রূপে সম্ভবে তায়॥
সুরধুনীঘাটে যুবতীর ঘটা জানি না যায়েন তথা।
সরোবরে গিয়া করয়ে সিনান দেখয়ে নিভৃত যথা॥
নহে নিজ ঘরে সারে ক্রীড়া হিয়া কাঁপয়ে কলঙ্ক ডরে।
মহাজিতেন্দ্রিয় প্রিয় সবাকার কেবা না প্রশংসা করে॥
হায় হায় হেন জনে হেন কথা কহয়ে কিরূপ করি।
অনুপম যার যশ রসায়ন রৈয়াছে জগত ভরি॥
তাহে হেন কথা কে যাবে প্রতীত ইহাতে বাসিএ লাজ।
সুজন জানে কি সুজন নিন্দয়ে কুজন জনের কাজ॥
তথাপি বলিএ সহবাসী জানি মানিবে বচন সার।
ভুলিয়া কখন নরহরি নাথে কেহ না নিন্দিহ আর॥

১৬৬ পদ। যথারাগ।

ভাল ভাল ওগো এসব কথাতে ভয় না বাসিএ মোরা।
যেরূপ সুজন তুমি সেইরূপ সুজন তোমার গোরা॥
আহা মরি মরি কিছু না জানয়ে না দেখি এমন জনা।
অতি জিতেন্দ্রিয় মুনীন্দ্র সদৃশ বিদিত ধার্ম্মিকপনা॥
প্রকৃতিপ্রসঙ্গ না শুনে এ যশঃ প্রসিদ্ধ জগত মাঝে।
নিজ গৃহ ছাড়ি কারু বাড়ী কভু না জান কোনই কাজে॥
এইরূপ বহু গুণ অনুপম তুমি বা কহিবা কত।
বাহিরে প্রকট না করয়ে আর অন্তরে আছয়ে যত॥
তাহে বলি শুন সে গুণ জানিতে আনের শকতি নয়।
কেবল এ নব যুবতী-কটাক্ষ-ছটায়ে প্রকট হয়॥

তোমাদের আঁখি পাখী সম দেখি না দেখে রজনীচাঁদ।
আনে কি জানিবে নরহরি নাথ রমণীমোহনফাঁদ॥

১৬৭ পদ। যথারাগ।

হের আইস প্রাণ সজনি ইহাতে সুখ না উপজে মনে।
এ সব নিগূঢ় রসকথা বৃথা কহিছ উহার সনে॥
রসিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া।
তাহে এহ অতি সরলা কখন না চলে এ পথ দিয়া॥
যত তত তুমি বুঝাহ তাহাতে নাহিক উহার দায়।
নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কখন ভায়॥
যদি অকপটে কখন করয়ে তুলহ তোদের সঙ্গ।
তবে সে বুঝিতে পারিবে নদীয়াচাঁদের যেরূপ রঙ্গ॥
এ সকল কথা থাকুক এখন বারেক সুধাহ তারে।
অতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেমন এরূপ বিলাস করে॥
যে জন কিছু না জানে যার নাহি কোনই সুখের লেশ।
সে কেনে নদীয়ানগরের মাঝে ধরে নাগরালি বেশ॥
ইহা কোনখানে না শুনি উদার জনের কি হেন কাজ।
অঙ্গের সৌরভে নারী ভ্রমরীর ভাঙ্গয়ে ভরম লাজ॥
অতি ধীর যেহ তার কি এ ক্রিয়া কিরূপে মনেতে ভায়।
পুরুষ বদন হেরি নারী মুখ ভরমে মূরছা যায়॥
এ বড় বিষম বহু লাজ যার তার কি এমন কাম।
সতের সমাজে নাচে অবিরত লইয়া নারীর নাম॥
প্রকৃতি-প্রসঙ্গ যেজন কখন না শুনে আপন কাণে।
সে জন কেমন করিয়া সতত প্রকৃতি জপয়ে মনে॥
যেহ জগতের মাঝে অতিশয় অনন্যধার্ম্মিক বড়।
সে নিজ ভবনে কি কারণে এত যুবতী করয়ে জড়॥
নরহরি পহুঁ এই রীতি ইথে বলহ উত্তর দিতে।
হেন জনে হেন প্রত্যয় কিরূপে হৈয়াছে উদারচিতে॥

১৬৮ পদ। যথারাগ।

শুন শুন ওগো সকল বুঝিনু ইহার নাহিক দোষ।
বিচার করিতে তোমা সবা প্রতি হইছে আমার রোষ॥

যদি না বুঝিয়া কেহ কিছু কহে তাহে কি করিএ হাসি।
যেরূপে বুঝিতে পারয়ে সেরূপ বুঝালে সুবুদ্ধি বাসি॥
এহ সুচরিত আহা মরি হেন জানে না বুঝাইতে আন।
থাকহ নীরব হইয়া এখন আমি যে কহি তা শুন॥
হের আইস ওহে সুজন সুন্দরি মনে না বাসিহ দুখ।
তোমার বচন শুনি মোর মনে হৈয়াছে পরম সুখ॥
তুমি বল গোরা পর প্রকৃতি না দেখে নয়ানকোণে॥
এ সকল কথা কিরূপে প্রত্যয় হইবে আমার মনে॥
যেরূপ প্রশংসা কর তার যদি কিঞ্চিত দেখিতে পাই।
নিশ্চয় বলিয়া শপথ খাইয়া তথাপি প্রত্যয় যাই॥
নদীয়ানগরে নাগরালি যত নাহিক তাহার লেখা।
আনের কথাতে যে হোক সে হউক ইহা ত আমার দেখা॥
যদি বল এই অবতারে ইহা সম্ভব কিরূপে হয়।
আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয়॥
যার যে স্বভাব থাকে তাহা কেহ কভু না ছাড়িতে পারে।
স্বভাবানুরূপ করে ক্রিয়া কারু নিষেধে কিছু না করে॥
যদি মনে কর এরূপ ইহার স্বভাব কোথাও না দেখি।
তাহাতে তোমারে নিবেদিএ শুন ইহাতে জগত সাথী॥
এই শচীসুত যশোদানন্দন তাহা কি না জান তুমি।
বৃন্দাবনে যত নিগূঢ় বিলাস তাহা কি জানাব আমি॥
গোপিকার লাগি গোচারণ গিরিধারণ আদিক যত।
গোপিকা সহিত যেখানে যে লীলা তাহা বা কহিব কত॥
তা সবার অতি অধিক তিলেক না দেখি কলপ বাসে।
কত ছল করি ফিরে অনুখন অঙ্গের পরশ-আশে॥
মানবতী কেহ মান করি কানু-পানে না ফিরিয়া চায়।
তার মান-অবসানের কারণে ধরেন সখীর পায়॥
কান্ধেতে করিয়া বহে আপনার পরম সৌভাগ্য মানি
বেদস্তুতি হৈতে পরম আনন্দ শুনিয়া ভর্ৎসন বাণী॥
যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলঙ্ক না গণে যেহ।
বল বল দেখি এরূপ স্বভাব কিরূপে ছাড়িব তেঁহ॥

ইহাতে নিশ্চয় জানিহ তোমরা বিচার করিয়া চিতে।
স্বভাবে করয়ে এ সকল ক্রিয়া বুঝিবা আপনা হৈতে ॥
নরহরি পহুঁ রসিকশেখর উপমা নাহিক যার।
এ সব চরিত কেবা নাহি জানে ইথে কি সন্দেহ আর ॥

১৬৯ পদ। যথারাগ।

ব্রজপুরে রসবিলাস বিশেষ সে সকল কেবা কহিতে পারে।
স্বপতে রাখিহ দিহ চিত যাহা কহিয়া আপনা জানিয়া তোরে ॥
এই সেই সেই এই সেই সব প্রিয়পরিকর সঙ্গেতে লৈয়া।
বিহরয়ে সদা নদীয়ানগরে নিজ গুণগানে মগন হৈয়া ॥
অপরূপ রূপমাধুরী অমিয়া পিয়াইয়া আগে আপন জনে।
উনমত মত মতি গতি করু তাহে তারা কেহ কিছু না গণে ॥
নব নব কুলবতী কুল কুল-কলঙ্ক লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া।
নরহরি সাখী সার কৈল সবে সুখময় গোরা পরাণপিয়া ॥

১৭০ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের সুচারু চরিত শুনি শুনি ধনী পরমসুখী।
ধৈরজ ধরিতে নারে বারে বারে প্রেমনীরে ভরে যুগল আঁখি ॥
যুড়ি করে কর করিয়া প্রণাম কহে পুনঃ মৃদু মধুর কথা।
নিজ জন জানি এত দিনে যেন ঘুচাইলে সব হিয়ার ব্যথা ॥
নিবেদিয়ে এই নদীয়ানগরে বারেক বসতি কিরূপে পাব।
আর নব নব রঙ্গিণীগণের সঙ্গিনী হইয়া কিরূপে রব ॥
নরহরি প্রাণপিয়া হিয়া মাঝে রাখিয়া ঘুচাব দারুণ বাধা।
কহ কহ ওগো উপায় কিরূপে সফল হবে এ সকল সাধা ॥

১৭১ পদ। যথারাগ।

সুরপুর মাঝে বসতি করিয়া এত অহঙ্কার করিছ কেনে।
নদীয়ার নারীগণে পরিবাদ দিতে ভয় কিছু না হয় মনে ॥
হায় হায় হেন বিপরীত বাণী শুনিয়া কি আমি সহিতে পারি।
না জানিয়ে তোমা সবার কি দোষ করিলে এ সব নদীয়ার নারী ॥
নিজ নিজ রীতিমত জান আনে না জান আনের মরম কথা।
না বুঝহ কিছু কিসে কিবা হয় তেই বলি দেহ বড়িলে বৃথা ॥

যেরূপ কহ সে সম্ভব কেবল ব্রজপুরে নব রমণীগণে।
নদীয়ার যত যুবতী অতি সুপতিব্রতা জানে জগত জনে ॥
পরপতি মুখ না দেখে স্বপনে না চলে কভু কুপথ দিয়া।
না জানে চাতুরি কপট শঠতা সতত সবার সরল হিয়া ॥
ধৈর্য্যবতী কার্য্যে বিচক্ষণা চারু প্রবৃত্তি পরম ধরম পথে ॥
অতুলিত কুল লাজ ভয় কভু ভুলি না বৈসয়ে কুজন সাথে ॥
গুরুজন প্রাণসম বাসে সবে শুভ রাশি গুণ গণিতে নারি।
মোর মনে এই এ সবারে সদা আঁখি মাঝে রাখি যতন করি ॥
অহে কহি সহবাসী জানি বাণী মানিবে নিশ্চয় না কহি আনে।
পরের কলঙ্ক গায় যেই সেই কলঙ্কী এ নরহরি তা জানে ॥

১৭২ পদ। যথারাগ।

ভাল ভাল ইহা শিখাতে হবে না এ সকল কথা না জানি এ আমি।
অবনীতে নৈদা নারী পতিব্রতা সুরপুর মাঝে কেবল তুমি ॥
অনুখন পর কলঙ্ক গাইয়া কলঙ্কিনী মোরা সকলে হব।
ইহা চিন্তা তুমি না করিহ তোমা ইহার ভাগী করিতে না যাব।
তাহে তুমি অতি চতুরা রমণী একা সুরপুরে কিরূপে রবে।
অসতীর সহ বসতি করিলে অনায়াসে তুমি অসতী হবে ॥
তাই বলি এই নদীয়ানগরে যাহ নিজ ধর্ম্ম লজ্জাদি লৈয়া।
নরহরি ইথে সুখী সদা সাবধানে থাক সতী সংহতি হৈয়া ॥

১৭৩ পদ। যথারাগ।

হের আইস ওগো পতিব্রতা সহ কি লাগি কহিব এ সকল কথা।
সমানে সমানে সুখ উপজয় অসমান মনে বাড়য়ে ব্যথা ॥
সুরনারী হৈলে সবে কি সুঘর ইহা কখন না করিহ মনে।
ভানুকর যৈছে না হেরে উলুক এরূপ জানিহ অনেক জনে ॥
নদীয়ার যত যুবতী নবীনা প্রবীণা কে সম ভুবন মাঝে।
তা সবার অতি গুপত কাহিনী বেকত করিতে নারিএ লাজে ॥
এই দেখ দেখ আমাদের প্রাণজীবন সুন্দর সুজন গোরা।
মুখ তুলি কথা না কহে কাহরে অপরূপ রীতি পরম ভোরা ॥
ধরম-পথেতে সদা সাবধান কি কব এসব কিছু না জানে।
হেন নরহরিনাথে ভুলাইল ঠারাঠারি করি আঁখির কোণে ॥

১৭৪ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ওগো নদীয়ার নব-যুবতীগণের যেরূপ রীতি।
অন্তরের কথা না করে বেকত বাহিরেতে সদা উদার অতি॥
শাশুড়ী ননদ তা সবার পাশে থাকয়ে সতত সুজন হৈয়া।
যে বিষয়ে সবে প্রশংসয়ে তাহা করয়ে অনেক যতন পাইয়া॥
কত কত মতে সাধে নিজ কাজ কেহ কোনদিন লখিতে নারে।
নদীয়ার চাঁদে অধীন করিতে অধিক গুপত হইয়া ফিরে॥
আপনার আঁখে দেখিনু সেদিন কত ভঙ্গী করি মোহিত কৈল।
কেবা নিবারিবে নারীগণে নরহরি গোরাঙ্গের সঙ্গে না ছিল॥

১৭৫ পদ। যথারাগ।

নদীয়াতে কত কত এ কৌতুক তাহে তাহা কত কহিবে তুমি।
যেরূপ এ যত যুবতী সতী সুপতিব্রতা তাহা জানিএ আমি॥
সে দিবস নিজ আঁখে নিরখিনু রহিয়া নবীন কদম্বতলে।
মুরারিগুপ্তের পাড়াপানে গোরা একা চলি যায় বিকাল বেলে॥
সে সময় পতিব্রতাগণ আসে বিষম শাশুড়ী ননদ সাথে।
তবু সে দাঁড়ায় ভঙ্গী করি ছলে গোরাচাঁদে পাঞা নিকট পথে॥
ঠারি বারে বারে তারে ভুলাইয়া আধ পটাঞ্চল না রাখি উরে।
নরহরিনাথ লাজে অধোমুখ একভিত হৈয়া রহয়ে দূরে॥

১৭৬ পদ। যথারাগ।

কি কহিব ওগো এ সকল কথা কহিতে অধিক সঙ্কোচ বাসি।
যুবতীর ভয়ে কাঁপয়ে সতত সুজন সুন্দর নৈদার শশী॥
না জানি সে দিন কিবা কাজে একা চলিলা কুঞ্জর-গমনে গোরা।
কারুপানে নাহি নিরখে বারেক অতিশয় মৃদু পরম ভোরা॥
সেই পথে পতিব্রতা নারীগণে রহিয়া চাহয়ে গোরাঙ্গপানে।
অলখিত খরতর শর পুনঃ হানয়ে চঞ্চল নয়ন কোণে॥
কেহ সুদাড়িম্ব ফল লৈয়া করে কহে এ অপূর্ব্ব কাহারে দিব।
কেহ কহে নব হেমতনু যার অযাচিত তেঁহ আপনি নিব॥
এইরূপ বাণী ভণে আনে আনে তাহা শুনি থির কেবা বা রহে
নরহরি পহুঁ ধৃতি ধরি লাজে কাজ সারি শীঘ্র গেলেন গৃহে॥

১৭৭ পদ। যথারাগ।

কি বলিব ইহ সবারে নিরখি কহিল কত কি সহিতে পারি
নদীয়ার নারীগণের যে রীত রহিয়াছে তাহা জগত ভরি॥
যা সবারে সদা শাশুড়ী ননদ পতি আদি সব পাড়য়ে গালি।
প্রতিদিন বুড়াশিবে পূজে কত আদরে কলঙ্ক হইবে বলি॥
অনুখন ঘরে রাখয়ে যতনে বাহির হইতে না দেয় পথে।
যদি সুরধুনী সিনাইতে চাহে তবে সে ননদী চলয়ে সাথে॥
পড়সিনী অনিবার নিবারয়ে কেহ না প্রত্যয় করয় কাজে।
আর কব কি সে গঞ্জনা শুনিয়া নরহরি নিতি মরয়ে লাজে॥

১৭৮ পদ। যথারাগ।

সুরপুরে কেবা না জানে নদীয়া-নাগরীগণের যেরূপ রীতি।
তাহাতে এরূপ বৃথা ক্রোধ কেন করিছ তোমরা ইহার প্রতি॥
কি বলিব ইহ যে কিছু কহিল সে অতি গূঢ় তা কেহ না জানে।
ধৈরজ ধরিয়া থাকহ সকলে আমি যে কহি তা শুন যতনে॥
এইরূপ নিজগণে নিরখিয়া ধরিয়া তুরিতে তাহার করে।
কত কত মতে প্রশংসা করিয়া কহে মৃদু মৃদু রসের ভরে॥
নদীয়ার যত যুবতী তাদের ভঙ্গী কেবা কত কহিতে পারে।
কত দিন কত কৌতুক আপন আঁখে দেখি তাহা না কহি কারে॥
সে কথা থাকুক কেহ নিজ কর-কঙ্কণ না দেখে দর্পণ দিয়া।
এই দেখ আই ভবনের মণি প্রাতঃকালে আইল কি লাগি ধাঞা॥
যদি বল শুভ দৈবজ্ঞবচনে নিজ কাজে আইলা আইয়ের কাছে।
তবে কেন অনিমিখ আঁখে গোরাপানে ভ্রূ নাচাঞা চাহিয়া আছে॥
আর ঘন ঘন কাঁপে তনু বাস ভূষণ খসিছে চুলের খোপা।
পুলকের ঘটা ঘরম ছুইছে সঘনে দুলিছে কাণের চাঁপা॥
এ কাজ কে করে বল বল ইহা কারু বা প্রত্যয় না হবে কেনে।
নরহরিপহুঁ পতি সবাকার ইথে না সন্দেহ করিহ মনে॥

১৭৯ পদ। যথারাগ।

শুন শুন এই কালিকার কথা কহি এ তোমারে নিলজী হৈয়া।
অনেক যুবতী অতিশয় সুখে করয়ে যুকতি যতন পাঞা॥

কেহ কহে ওগো না কর বিলম্ব কলসি লইয়া জলকে চল।
নদীয়ার শশী সুরধুনীঘাটে আসিবে, আসিতে সময় হৈল॥
কেহ কহে কেন এরূপে যাইব, বেশ বিরচহ বিবিধ ভাতি।
যার ছটালেশে সে নব-কিশোর যেন তিলআধ না ধরে ধৃতি॥
কেহ কহে কেশ-বেণী বনাইয়া বিবিধ কুসুম সাজাও শিরে।
যার সুগন্ধিতে যেন জিতেন্দ্রিয় বারেক নাসা না ফিরাতে পারে॥
কেহ কহে মুখ মাজহ কুঙ্কুমে, কাজরে উজোর করহ আঁখি।
যেন গৌরাঙ্গের নয়ন ভুলায়ে সুললিত নব-ভঙ্গিমা দেখি॥
কেহ কহে নানা মণিময়-মালা গলে পর চারু ফাঁদের পারা।
যেন অনায়াসে বন্দী হয় ইথে নদীয়ার শশী সুন্দর গোরা॥
কেহ কহে মণি নূপুর-কিঙ্কিণী মুখরিত দেখি পরহ আনি।
যেন নরহরিনাথ-শ্রুতিযুগ মুগধে মধুর শবদ শুনি॥

১৮০ পদ। যথারাগ।

নানা কথা কহি আনে আনে সবে সাজিলেন সাজ উলস হৈয়া।
প্রতি জনে জনে দরপণে মুখ নিরখয়ে ত্বরা তাম্বূল খাঞা॥
বিচিত্র বসন পরি সবে অতি চঞ্চল কলসি লইয়া কাঁখে।
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইল কত না মনের সুখে॥
হাসিয়া হাসিয়া সমবয়ঃ সব বসিয়া সে পতিব্রতার ঘটা।
সুরধুনী-তীর আলো করি চলে কিবা অপরূপ রূপের ছটা॥
রসের আবেশে কর ধরাধরি ঈষৎ ঈষৎ ভঙ্গীতে চাঞা।
কত ছলে রস-কাহিনী কহয়ে পথমাঝে গৌর দরশ পাঞা॥
তাহে গৌরবর পরম পণ্ডিত নতশিরে রহে ধৈরজ ধরি।
অতি বিপরীত ক্রিয়া অনুমানি বারেক চাহিল তা পানে ফিরি॥
সে সময় সব সঘন কটাক্ষ-বাণ বরিষয়ে নয়ান-কোণে।
অমনি লজ্জিত গুণমণি পুনঃ কলঙ্কের ভয় ভাবয়ে মনে॥
নাগরী সকলে গৌরাঙ্গ-মূরতি হিয়ায় রাখিয়া প্রেমে পূজিল।
নরহরি কহে নদীয়া-নগরে নাগরী নাগর মিলন হৈল॥

চতুর্থ তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(অভিষেক ও অধিবাস।)

১ পদ। ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন-নব-অভিষেক। আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে। গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চনদেহা। বরিষয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা॥
পুনঃপুনঃ নিরখিতে গোরা মুখ-ইন্দু। উছলল প্রেম-সুধারসসিন্ধু॥
জগভরি পূরল প্রেমতরঙ্গে। বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে॥

২ পদ। ভৈরবী।

শ্রীবাস পণ্ডিত বিগ্রহ গেহে। রত্নসিংহাসনে শ্রীগৌর শোহে॥
বপু সঞে জ্যোতি নিকসয়ে কত। জনু উদয় ভেল ভানু শত শত॥
তা হেরিয়া সীতাপতি নিতাই, করু অভিষেক আনন্দে অবগাই॥
কলসি ভরি সুরধুনী-বারি। আনি বসাওল করি সারি সারি॥
ঝারি ভরি অদ্বৈত মন আনন্দে। স্নান করাওল শ্রীগৌরচন্দে॥
গোবিন্দ দাস অতি মতি মন্দ। না হেরল সো অভিষেক আনন্দ॥

৩ পদ। ভৈরবী।

অদ্বৈত আচার্য্য গৌরাঙ্গশিরে। ঢারত জাহ্নবীবারি ধীরে ধীরে॥
স্নান সমাপন যব তছু ভেল। নিতাই হেম-অঙ্গ মুছাওল॥
পট্ট-বসন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত। গৌরকলেবরে করল বেষ্টিত॥
চুয়া চন্দন তব আনি গদাই। গোরা অঙ্গে লেপে সুখে অবগাই॥
গৌরীদাস শিরে ধরল ছত্র। নরহরি ব্যজনে ব্যজয়ে গাত্র॥
অদভুত আনন্দ শ্রীবাসগেহে। গোবিন্দদাস বঞ্চিত ভেল তাহে॥

৪ পদ। ধানশী।

সুরধুনীবারি ঝারি ভরি ডারত, পুন ভরি পুন ভরি ডারি।
কো জানে কাহে লাগি আধ সিঞ্চই লীলা বুঝই না পারি॥
হেরই মঝু মনে লাগি রহু। সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ॥
নব নব তুলসী মঞ্জুল মঞ্জরী, তাহে দেই হাসি হাসি।
কবহু গৌরাসিত, শ্যামের লোহিত, কো জানে কতহুঁ মূরতি পরকাশি॥
ডাহিনে রহুঁ পুরুষোত্তম পণ্ডিত, বামদেব রহু বাম।
অপরূপ চরিত, হেরি সব চকিত, গোবিন্দদাস গুণগান॥

৫ পদ। সুহই।

আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব। শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে মহামহোৎসব॥
পঞ্চগব্য১ পঞ্চামৃত২ শত ঘট জলে। গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতূহলে॥
রতন বেদীর পর বসি গোরাচাঁদ। অপরূপ রূপ সে রমণীমনফাঁদ॥
শান্তিপুরনাথ আর নিত্যানন্দ রায়। হেরিয়া গৌরাঙ্গমুখ প্রেমে ভাসি যায়॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়। হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক। নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক॥

৬ পদ। ভূপালী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে। গোরাচাঁদের অভিষেক্ করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি। নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্যথালি॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত। ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরিখণে। গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ ভণে।

৭ পদ। বরাড়ী।

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তূরি। গোরা-অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী
সুবাসিত জল আনি কলসি পূরিয়া। সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা গায়। শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়। মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥

৮ পদ। বরাড়ী—দশকুশি।

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্নসিংহাসনে। শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা। রূপের ছটায় দশদিক্ হৈল আলা॥

---

(১) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র। (২) দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি।

বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পকান্ন। নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন ॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে। শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেঁহ আরতি করিলা। নীরাজন করি শিরে ধান্য দুর্ব্বা দিলা ॥
ভক্তগণ করি সবে পুষ্প বরিষণ। অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন ॥
দেখিতে আইসে দেবনরে একসঙ্গে। নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা। গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥

৯ পদ। মঙ্গল।

স্নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ, বসিলেন দিব্যাসনে, ডাইনে বামে নিতাই গদাই।
অদ্বৈত সম্মুখে বসি, মিষ্টান্ন পায়স করে, শ্রীবাস যোগায় ধাই ধাই ॥
আহা মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ।
নিতাই গদাইসহ, ভোজনে বসিলা গোরা, আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ ॥ধ্রু॥
ভোজন সমাপি গোরা, করিলেন আচমন, অদ্বৈত তাম্বূল দিল মুখে।
নরহরি পাশে থাকি, তিনরূপ নিরখিছে, চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে ॥
সচন্দন তুলসী পত্র, গোরার চরণে দিয়া, আচার্য্য 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে।
কহে এ গোবিন্দ ঘোষ, হরিধ্বনি ঘন ঘন, করিতে লাগিল কুতূহলে ॥

১০ পদ। ধানশী।

জয় জয় ধ্বনি উঠে নদীয়ানগরে। গোরা-অভিষেক আজি পণ্ডিতের ঘরে ॥
"এনেছি, এনেছি" বলে অদ্বৈত গোসাঞী। মহা হুহুঙ্কার ছাড়ে বাহ্যজ্ঞান নাই ॥
বাহু তুলি নাচে "নাড়া" তাধিয়া তাধিয়া। পাছে পাছে হরিদাস ফিরেন নাচিয়া ॥
শ্রীবাস শ্রীপতি আর শ্রীনিধি শ্রীরাম। হর্ষভরে নৃত্য করে নয়নাভিরাম ॥
জয় রে গৌরাঙ্গ জয় অদ্বৈত নিতাই। বলি ভক্তগণ আসে করি ধাওয়া ধাই ॥
কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ প্রেমে হাসে। গোরা-অভিষেক-লীলা গায় বাসুঘোষে।

১১ পদ। ধানশী।

গোরা-অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন। শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ ॥
ধাওয়া ধাই করি আসি নাচি কুতূহলে। দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাঁদ বলে ॥
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ। ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্রলোচন ॥
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ। পাতালে বাসুকি নাচে নাচে নাগগণ ॥
স্বর্গ নাচে মর্ত্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল। পরম আনন্দে নাচে দশদিক্‌পাল ॥
আনন্দে ভকতগণ করে হুহুঙ্কার। এ বাসু ঘোষের মনে আনন্দ অপার ॥

১২শ পদ। বরাড়ী।

দেখ দুই ভাই গৌর নিতাই বসিলা বেদীর উপরে।
গগন ত্যজিয়া, নামিলা আসিয়া, যেন নিশা দিবাকরে॥
হেরি হরষিত ঠাকুর পণ্ডিত, নিজগণ লইয়া সাতে।
জল সুবাসিত, ঘট ভরি কত, ঢালয়ে দুঁহার মাথে॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশি, বেণু বীণা বাঁশী, খোল করতাল বায়।
জয় জয় রোল, হরি হরি বোল, চৌদিগে ভকত গায়॥
সিনান করাঞা, বসন পরাঞা, বসাইলা সিংহাসনে।
ধূপ দীপ জ্বালি, লৈয়া অর্ঘ্য-থালি, পূজা কৈল দুই জনে॥
উপহারগণ, করাঞা ভোজন, তাম্বূল চন্দন শেষে।
ফুলহার দিয়া, আরতি করিয়া, প্রণমিল কৃষ্ণদাসে॥

১৩শ পদ। সুহই।

অভিষেকে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার। কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদ মস্তক। সোণার কেশর জিনে কদম্বকোরক॥
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ। অনেক যতনে বিধি পূরায়ল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন। শুনি চাঁদ-মুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস। দুঃখী কৃষ্ণদাস তার দাস অনুদাস॥

১৪শ পদ। সুহই বা মায়ুর।

আজু অভিষেক সুখের অবধি, বৈসে সিংহাসনে গোরা গুণনিধি,
নিরুপম শোভা ভঙ্গিমাতে কেউ, ধৈরজ না ধরে ধরণীতলে।
চিকণ চাঁচর কেশ শিরে শোহে, লোটায়ে এ পীঠে ছটা মন মোহে,
হেম ধরাধর শিখরেতে যেন, যমুনা-প্রবাহ বহয়ে ভালে॥
নিরমল অঙ্গ ঝলমল করে, কত শত মনমথ মদ হরে,
কেবা না বিভোল হয় হাসি মাখা মুখশশীপানে বারেক চাঞা।
অভিষেক মন্ত্র পড়ি বারে বারে, নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অন্তরে,
শ্রীবাসাদি পহুঁ শিরে সুবাসিত জল ঢালে করে কলসি লৈয়া॥
জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ, মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ,
শ্রুতি জাতি স্বরভেদ নানা তানে, গায় অভিষেক অমিঞা পারা
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ খোল বায়, ধা ধা ধিক ধিক থেয়া না না তায়,
নাচে বক্রেশ্বর সুমধুর ছাঁদে, কারু নেত্রে বহে আনন্দ ধারা॥

সুরগণ গণ সহ অলক্ষিত, অভিষেকসুখে হৈয়া বিমোহিত,
বরষে কুসুম থরে থরে করে জয় জয় ধ্বনি পুলক অঙ্গে।
পতিব্রতা নারীগণ ঘন ঘন, দেই জয়কার অতি রসায়ন,
মঙ্গল রীতি কি নব নব নরহরি হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে॥

১৫শ পদ। ধানশী।

কি আনন্দ শ্রীবাসভবনে। করয়ে প্রভুর অভিষেক প্রিয়গণে॥
স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া। আনে সুবাসিত জল উলসিত হৈয়া॥
অভিষেকমন্ত্র পাঠ করি। প্রভুর মস্তকে জল ঢালে ঘট ভরি॥
উলুলুলু দেই নারীগণ। বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন॥
অভিষেক-গীত সবে গায়। ভাসায়ে নিয়ত নেত্র আনন্দ ধারায়॥
দেবগণ জয় জয় দিয়া। নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া॥
অভিষেক শোভা মনোহর। ঝলমল করয়ে কোমল কলেবর॥
নরহরি আপনা নিছয়ে। সুধাময় বদনে মদন মুরছয়ে॥

১৬ পদ। সুহই।

শ্রীশচী মায়েরে আগে করি যত নদ্যানারী চলে কাতারে কাতারে।
শ্রীবাস পণ্ডিত গেহে উপনীত গোরা-অভিষেক দেখিবার তরে॥
গোরা-অভিষেক অপরূপ লীলা কেহ হেন কভু না দেখে নয়নে।
সুরধুনীবারি ঘট ভরি গোরা শিরে ঢালে ভকতগণে॥
গাত্র মুছাইয়া নেতের অঞ্চলে শুদ্ধ পট্টবাস পরিতে দিল।
ললাটে চন্দন গোরোচনা চুয়া শচী মাতা মন সাধে পরাইল॥
হুলু লুলু ধ্বনি দেয় নারীগণে গৌরাঙ্গের জয় হয় চারিভিতে।
খোল করতাল বাজে রামশিঙ্গা নরহরি হেরে হরষচিতে॥

১৭ পদ। ধানশী।

গোরা-অভিষেকে, ভক্ত একে একে, মিলিত হইল আনন্দে মাতি।
শ্রীবাস পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, তিন ভ্রাতা সহ নাচে কত ভাঁতি॥
মুকুন্দ বাজায়, বাসু ঘোষ গায়, নরহরি করে ধরয়ে তাল।
করি উতরোল, উঠে হরি বোল, বাজে মন্দল বাজে করতাল॥
কেহ কেহ নাচে, কেহ পাছে পাছে, নানা ভঙ্গী করি হয় অগ্রসর।
অদ্বৈত ঠাকুর, হরষ প্রচুর, পূজে গোরাপদ প্রেমে গর গর॥

তুলসী চন্দনে, গোরার চরণে, পূজিয়া আচার্য্য সুখেতে অসে।
সে সুখসায়রে, উল্লাস-অন্তরে, ভাসিয়া ভনয়ে রামকান্ত দাসে॥

১৮ পদ। মঙ্গল।

গৌর সুন্দর, পরম মনোহর, শ্রীবাস পণ্ডিত গেহ।
শোণ চম্পক, কনক দরপণ, নিন্দি সুন্দর দেহ॥
বসিয়া গোরা পহুঁ, হাসিয়া লহু লহু, কহয়ে পণ্ডিত ঠাম।
তোহারি প্রেমরসে, এ মোর পরকাশে, নদীয়া দেখহুঁ হাম॥
শুনিয়া পণ্ডিত, অতি হরষিত, চরণ তলে গড়ি যায়।
করয়ে স্তুতি নতি, প্রেমজলে ভাসি, পুলকে পূরল গায়॥
উঠিল জয়ধ্বনি, মঙ্গল রব শুনি, নদীয়া-নরনারী ধায়।
মুকুন্দ গদাধর, পণ্ডিত দামোদর, মুরারি হরিদাস গায়॥
ভাগবতগণে তৈখনে পহুঁ করে অভিষেক।
ঘট ভরি বারি, রাখি সারি সারি, গন্ধ আদি পরতেক॥ধ্রু॥
পণ্ডিত শ্রীবাস, পরম উল্লাস, ঢালে পহুঁক শিরে বারি।
চৌদিকে হরি বোল, বড়ই উতরোল, মঙ্গলরব সব নারী॥
নিতাই অদ্বৈত, অতিহুঁ হরষিত, হেরই ডাহিন বাম।
সিনান সমাপন, পরম পরায়ণ, পূরল সব মনকাম॥
কতিহুঁ উপচারি, পূজিল হরগৌরী, ভোজন আসন বাস।
দণ্ডবত নতি, করল বহুত স্তুতি, কহ গোবর্দ্ধন দাস॥

১৯ পদ। ধানশী।

অগুরু চন্দন লেপিয়া গোরাগায়। প্রিয় পারিষদগণ চামর ঢুলায়॥
আনি সলিল কেহ ধরি নিজকরে। মনের মানসে ঢালে গৌরাঙ্গ উপরে॥
চাঁদ জিনিয়া মুখ অধিক করি মাজে। মালতী ফুলের মালা গোরা-অঙ্গে সাজে॥
অরুণ বসন সাজে নানা আভরণে। বাসুদেব ওই রূপ করে নিরিখণে॥

২০ পদ। ধানশী।

আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে। প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম হর্ষে অঙ্গে।
সীতানাথ সেই সাথ পণ্ডিত শ্রীবাস। গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ॥
হরিবোল উতরোল কীর্ত্তনের সাথ। গৌর শিরে ঢালে নীরে শান্তিপুরনাথ॥
অভিষেকে সবে দেখে পরতেকে পহুঁ। নৃত্যগীত আনন্দিত প্রেমহাস লহু॥

ঘট ভরি ঢালে বারি গৌরচন্দ্র মাথ। শুদ্ধ স্বর্ণ গৌরবর্ণ ভাবপূর্ণ গাত॥
সুবিস্তার কেশভার চামরের ছাঁদ। মুখচন্দ ভয়ে অন্ধকার যেন কাঁদ॥
অঙ্গ মুছি বস্ত্র কুচি পরাল রামাই। সিংহাসনে দিব্যাসনে বসিলেন যাই॥
অদ্বৈত চন্দ প্রেমকন্দ পূজা কৈলা যত। করি নিতান্ত রামকান্ত তাহা বা কৈবে কত॥

২১ পদ। গৌরী।

জয় জয় আরতি গৌরকিশোর।
লসত সিংহাসনে, জনু কনকাচল, ডগমগ জগত-যুবতী-চিতচোর॥ধ্রু॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে, গরগর আরতি, করু নিজ নাথে নেহারি।
মণিগণ জড়িত, সুকনক-থারিপর, দমকত দীপ দুরিত-তমোহারী॥
দক্ষিণভাগে, ভাঁতি রীত অদ্ভুত, নিত্যানন্দ রসভোর।
বামে গদাধর, সরস ভঙ্গী তহি কউ ধরত নব ছত্র উজোর॥
শ্রীনিবাস বর যত কুসুমাঞ্জলি, চামর করু নরহরি অনিবার।
শুক্লাম্বরবর, চরচত চন্দন, গুপ্ত মুরারি করত জয়কার॥
মাধব বাসু ঘোষ, পুরুষোত্তমবিজয়, মুকুন্দ আদি গুণী ভূপ।
গায়ত মধুর, রাগশ্রুতি মূরছনা, গ্রাম[১] সপ্তস্বর[২] ভেদ অনুপ॥
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক বীণ নিশান বেণু চলু ওর।
ঘন ঘন ঘণ্টা, ঝমকত ঝাঁঝরি, ঝন্ নন ঝাঁঝ গরজে ঘন ঘোর॥
নাচত পরম হরষ বক্রেশ্বর, সরস ভাঁতি গতি নটক সুঠার।
উঘটত ধিকট, ধিকট ধিধি কট তক থৈ থৈ থৈতি বিবিধ পরকার॥
বিবশ পূরব রসে, রসিক গদাধর, শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস।
কো বিরচব সব, ভকত মত্ত অতি, নিরখি গৌরমুখ মধুরিম হাস॥
সুরগণ গগনে মগন গণ সহ, সুরপতি কত যতনে করত পরিহার।
পার্ব্বতীপতি, চতুরানন পুলকিত, ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার॥
ত্রিভুবনে উলস শেষ যশ বরণত, স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি।
নরহরি পহুঁ ব্রজভূষণ রসময়, নদীয়াপুর-পরমানন্দকারী॥

২২ পদ। গৌরী-একতালা।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বণি[৩]। উঠে সংকীর্ত্তনানন্দ মধুর ধ্বনি॥ধ্রু॥

---

(১) গ্রাম তিনটী উদারা, মুদারা তারা। (২) সপ্তস্বর সা, ঋ, গ, ম, প, ধা, নি।
(৩) বনি—পাঠান্তর।

বিবিধ কুসুম ফুলে গলে বনমালা। কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
ব্রহ্মা আদি দেব যারে করজোড় করে। সহস্র বদনে ফণী শিরে(৪) ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে। নাহি পরাপর জ্ঞান ভাব ভরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে। গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে॥
বল্লভ করে গোরার শ্রীচরণ আশ। জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

২৩ পদ। যথারাগ।

পূর্ণ-সুখময়-ধাম, অম্বিকা নগর নাম, যাতে গৌর নিতাইয়ের বিলাস।
ব্রজেপ্রিয় নর্ম্মসখা, সুবল বলিয়া লেখা, গৌরীদাস রূপে পরকাশ॥
একদিন রাত্রিশেষে, দেখিলেন স্বপ্নাবেশে, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে।
কহে ওহে গৌরীদাস, পূরিবে তোমার আশ, আমরা আসিব দুই জনে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
আমারে ছাড়িয়া ক্ষণে, সোয়াথ না হয় মনে, দোঁহে রব তোমার মন্দিরে॥ধ্রু॥
স্বপ্নভঙ্গ-অনুরাগী, উঠিয়া বসিলা জাগি, মনে হৈল আনন্দ রসময়।
অভিষেক যত কাজ, তুরিতে করহ সাজ, স্বরূপ চরণে ধরি কয়॥

২৪ পদ। যথারাগ।

আনন্দে ঠাকুর গৌরীদাস।
ডাকিয়া আপন গণে, কহিলেন জনে জনে, যে হয় চিত্তের পরকাশ॥ধ্রু॥
আনহ মাঙ্গল্য দ্রব্য, গন্ধ পুষ্প পঞ্চগব্য, ধূপ দীপ যত উপহার।
আম্রশাখা ঘটে বারি, কলারোপণ সারি সারি, আর যত বস্ত্র অলঙ্কার॥
শত ঘটপূর্ণ জল, থড়া গুয়া নারিকেল, মধ্যে পাতি দিব্য সিংহাসন।
ভক্তবৃন্দ যত জন, আর কীর্ত্তনিয়া গণ, আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ॥
হেন কালে আচম্বিতে, নিত্যানন্দ করি সাথে, কর ধরা ধরি দুই ভাই।
সেই স্থানে উপনীত, পণ্ডিত আনন্দ চিত, স্বরূপ কহয়ে বলি যাই॥

২৫ পদ। যথারাগ।

গৌরীদাস-গৃহে আজি কি আনন্দরোল। গৌরাঙ্গ নিতাই প্রেমে সবে উতরোল।
সুরধুনী বারি লেই কলসি কলসি। ভক্তগণ দু-ভায়ের শিরে ঢালে হাসি॥
গন্ধ তৈল হরিদ্রা লেপিত দুহুঁ গায়। স্নান সমাপিয়া শুক্ল বস্ত্রে তা মুছায়॥

(৪) মণি পাঠান্তর।

বসাইয়া দু-ভায়েরে রত্নসিংহাসনে। নানা উপহারে ভোগ লাগায় যতনে॥
ভোজনান্তে হৈল দুহার তাম্বূল সেবন। চামরে দুহারে ভক্ত করিছে ব্যজন॥
প্রসাদ পাইছে সবে করি ভাগাভাগি। স্বরূপ আকুল তার এক কণ লাগি॥

২৬ পদ। ধানশী।

এক দিন পহুঁ হাসি, অদ্বৈতমন্দিরে বসি, বলিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে, মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি, কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দমনে, মহোৎসবের বিধানে, বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুনি ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যে বা গায় যে বা যায়, আমন্ত্রণ করি তায়, পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরারায়, আজ্ঞা দিল সবাকায়, বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া, পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা, তাহে বাঁধি ফুলমালা, কীর্ত্তনমণ্ডলী কুতূহলে।
মালাচন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া, খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা, নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে, পরমেশ্বরীদাস রসে ভাসে॥

২৭ পদ। ধানশী।

প্রভুর আদেশ পাঞা ভকত সকল। সাত ভাগ হৈয়া গঠিল সাত দল॥
এক দলের অধিপতি হৈলা নিত্যানন্দ। দ্বিতীয়ের মূলগায়ন হইলা মুকুন্দ॥
তৃতীয়ের কর্ত্তা হৈলা নিজে সীতাপতি। গদাধর চতুর্থের হৈলা অধিপতি॥
পঞ্চমের বাসুঘোষ ষষ্ঠের মুরারি। সপ্তম দলের নেতা হৈলা নরহরি॥
একত্রে বাজিয়া উঠে চৌদ্দমাদল। চৌদ্দজোড়া করতালে মহা কোলাহল॥
আম্রসার সহ দধি পাত্রেতে রাখিয়া। অঙ্গনে ভাঙ্গিলা হরিদ্রা মিশাইয়া॥
হরিদ্রা-মিশ্রিত দধি লইয়া সকলে। প্রেমানন্দে দেয় ফোটা এ উহার ভালে॥
এইরূপে কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস। প্রেমানন্দে গায় পরমেশ্বরীদাস॥

২৮ পদ। মঙ্গল।

নানাদ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ, কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন, দৃষ্টি করি কর সমাপন॥
করি এত নিবেদন, আনিল মোহান্তগণ, কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে, কালি হবে মহোৎসবিলাস॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, করিবেন আস্বাদন, পূরিবে সভার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবনদাস ॥

২৯ পদ। বরাড়ী।

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন, আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে, নারীগণ জয়কারে, আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল, করিয়া আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালাচন্দন, কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
সবার আনন্দমন, বৈষ্ণবের আগমন, কালি হবে চৈতন্যকীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম, গুণ গায় বৃন্দাবনদাস ॥

৩০ পদ। কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা, করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ ধ্রু ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব, মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন, দেই মালাচন্দন, করি প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া, করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান, নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরিবোল ঘনে ঘন, কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোলমঙ্গলি, রাখিবে আনন্দ করি, বংশী বলে দেহ জয় রব ॥

৩১ পদ। সুহই।

"অরুণ লোচনে,"১ করুণ অবলোকনে, জগজন-তাপবিনাশ।
কত কল ধৌত, "ধৌত অনু"২ শোহন, মোহন অরুণিম বাস ॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরকিশোর।
সহচর নখরতবৃন্দ বিভূষিত, পহুঁ দ্বিজরাজ উজোর ॥ ধ্রু ॥
শ্রীহরিদাস অদ্বৈত গদাধর নিত্যানন্দ মুকুন্দ।
শ্রীমদ্রূপ সনাতন নরহরি শ্রীরঘুনাথ গোবিন্দ ॥
জয় জয় ভকত সঙ্গে "শ্রীনন্দন৩ উরে" রঙ্গণ ফুলদাম।
হেরইতে জগত বদন-বিধু-মাধুরী পূরই নিজ নিজ কাম ॥

---

(১) লোচনক অরুণ। (২) কলেবর। (৩) শচীনন্দন।

চন্দন তিলক ভালে সব ভকত উঁহি করয়ে কীর্ত্তন অধিবাস।
গাওয়ে ঐছন, গুণলীলা অনুক্ষণ, সুখময় সম্পদ পরকাশ॥
শ্রীযুত চরণক করুণ কৃপারস, আদেশিত অভিলাষ৪।
বহু অপরাধ, ব্যাধিবর পামর, রচয়তি মাধবদাস॥

৩২ পদ। মঙ্গল।

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেমতরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহু হাস। মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(মহাপ্রভুর নৃত্য ও সংকীর্ত্তন।)

১ম পদ। বিভাস।

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত, ভাব শত শত, সোণার বরণ গোরা রায়॥ধ্রু॥
প্রেমে ঢর ঢর, অঙ্গ নিরমল, পুলক অঙ্কুরশোভা।
আর কি কহিব, অশেষ অনুভব, হেরইতে জগমন লোভা॥
শুনিয়া নিজগুণ, নাম কীর্ত্তন, বিভোর নটন বিভঙ্গ।
নদীয়াপুর-লোক, পাশরিল দুঃখ সুখ, ভাসল প্রেমতরঙ্গ॥
রতন বিতরণ, প্রেমরস বরিখণ, অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্য দাস গানে, অতুল প্রেমদানে, মুঞি সে হইনু বঞ্চিত॥

২ পদ। বিভাস।

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈলা ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥

---

৪ অভিলাষ।

চাঁদ নচে সুরজ নাচে আর নাচে তারা।
পাতালের বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসু ঘোষ কহে মুই হইলুঁ বঞ্চিত॥

৩ পদ। ভাটিয়ারি।

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়ানগরে। শুনিয়া ত্রিবিধ[১] লোক না রহিল ঘরে॥
হেম-মণি-আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে। চন্দনে লেপিত অঙ্গ ভাঙবিন্দু মাঝে॥
চাঁদে চন্দনে কিবা সুমেরু[২] ভূষিত। মালতীর "মালে গলদেশ অলঙ্কৃত"[৩]॥
আগে নাচে অদ্বৈত যার লাগি অবতার। বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার॥
নাচিতে নাচিতে গোরা যেনা দিগে যায়। লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহ হরি গায়॥
কুলবধূ[৪] সকল ছাড়িয়া হরি বলে। প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে॥
কুঞ্চিত কুন্তল বেড়িয়া নানা ফুলে। সফুল করবী ডাল মল্লিকার দলে॥
নাটুয়া ঠমকে কিবা পহুঁ মোর নাচে। রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গান পাছে॥
কি করিব তপ জপ কিবা বেদবিধি। হরিনামে উদ্ধারিল চণ্ডাল অবধি॥
কুলবতী আদি করি ছাড়িল গৃহকাজ। তপস্বী ছাড়িল তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস॥
যব সেহ নাচে গায় লয় হরিনাম। এ রসে বঞ্চিত ভেল দাস বলরাম॥

৪ পদ। বেলোয়ার।

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম-পয়োধি, অবধি নাহি পাওত, দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥ধ্রু॥
সোঙরি বৃন্দাবন, শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন, রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজমন মরম, ভরম নাহি রাখত, ত্রিভঙ্গ বাজাওত, বাঁশিয়া।
মত্ত সিংহ সম, ঘন ঘন গরজন, চঞ্চল পদনখ-শশিয়া।
কটিতটে অরুণ, বরণ বর অম্বর, খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব, গৌরকলেবর, কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে খেলে, লুঠত, উঠত, বৈঠত, দীন রামানন্দ ভয়নাশিয়া॥

---

১ বিবিধ। ২ শ্রীঅঙ্গ। ৩ মালা কিবা সুমেরু বেষ্টিত। ৪ কুলবতী।

৫ পদ। বেলোয়ার।

নাচত নীকে* গৌরবর রতনা। ভকত কলপতরু কলি মদমথনা ॥
গর গর ভাবে তনু পুলকিত সঘনা। নিজগুণে নিগূঢ় প্রেমরসে মগনা ॥
ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়না। নিরবধি হরি হরি বোলত বয়না ॥
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা। শ্রীপদ কুসুম সুকোমল অরুণা ॥
অজ-ভব-আদি সতত করু ভাবনা। করু কবিশেখরা সোদ সেব না ॥

৬ পদ। বেলোয়ার।

দেখ শচীনন্দন, জগতজীবন ধন, অনুক্ষণ প্রেমধন, জগজনে যাচে।
ভাবে বিভোর বর, গৌরতনু পুলকিত, সঘনে বলিয়া হরি, গোরা পহুঁ নাচে ॥
সব অবতার সার গোরা অবতার।
হেম বরণ জিনি, নিরুপম তনুখানি, অরুণ নয়ানে বহে, প্রেমক ধার ॥ধ্রু
বৃন্দাবন গুণ শুনি, লুঠত সে দ্বিজমণি, ভাব ভরে গর গর পহুঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম, গুণ গান করতহি নরহরি দাসে ॥

৭ পদ। যথারাগ।

নাচত গৌর সুনাগরমণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন, পদযুগ রঞ্জন, রণ-রণি মঞ্জির মঞ্জুল ধনিয়া ॥ধ্রু॥
সহজই কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, হেরইতে জগজন মন মোহনিয়া।
তহি কত কোটি, মদন মন মুরছল, অরুণকিরণ অম্বর বনিয়া ॥
ডগমগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই, দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
প্রেমক সায়রে, ভুবন মজায়ই, লোচন-কোণে করুণ নিরখণিয়া ॥
ও রসে ভোর, ওর নাহি পাওই, পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি।
কহ বলরাম, লক্ষ ঘন হুঙ্কৃতি, হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি ॥

৮ পদ। কেদার।

মণ্ডলী রচিয়া সহচরে। তার মাঝে গোরা নটবরে ॥ধ্রু॥
নাচে বিশ্বম্ভর, সঙ্গে গদাধর, নাচে নিত্যানন্দ রায়১।
পূরব কৌতুক, ভুঞ্জে প্রেমসুখ, "স্বভাবে বুঝিয়া পায়"২ ॥
ঘরে ঘরে শ্যাম, সুন্দর মুরতি, পিরীতি ভকতি দিয়া ॥
করে সংকীর্ত্তন, যাচে প্রেমধন, "সব সহচর লৈয়া"৩ ॥

---

* ধীরি ধীরি—পাঠান্তর। + গ্রন্থান্তরে ইহা বৈষ্ণবদাসের পদ বলিয়া গৃহীত।
(১) ভাইয়া। (২) সব সহচর লৈয়া। (৩) সভারে সদয় হৈয়া।

পুরুষ নাচে, প্রকৃতি ভাবে, পুরুষ ভাবে যুবতী।
যার যেই ভাব, পাইয়া স্বভাব, নাচে কত শত জাতি ॥
কহে নয়নানন্দ, "নদীয়া আনন্দ,"৪ আনন্দে ভুবন৫ ভোরা।
দুঃখিত জীবন, মাধবনন্দন, চরণে শরণ মোরা ॥

৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

দুহুঁ দুহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে। পরশে মরম কত কত সুখ উঠে ॥
নাচয় গৌরাঙ্গ মোর গদাধর রসে। গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥
প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম। রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেব কাম।
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। উপম মহিমা সীমা কি বলিতে জানি ॥
মুখচাঁদ কি বর্ণিব নিতি জীয়ে মরে। করপদে পদ্ম কিবা হিমে সব ঝরে ॥
প্রেম কীর্ত্তনসুখ নদীয়ানগরে। প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে ॥
প্রেম-পরশ-মণি শচীর নন্দন। উদ্ধারিল জগজন দিয়া প্রেমধন ॥
কহয়ে নয়নানন্দ চন্দ্র বিহার। শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥

১০ পদ। ধানশী।

সজনি অপরূপ দেখসিয়া। নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া ॥
সুগন্ধি চন্দন সার, করবীর মাল, গোরা অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া।
পুরুষ পরোক্ষ ভাব, পরতেক দেখ লাভ, সেই এই গোরা বিনোদিয়া ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে, মধুর মুরলী চাহে বাঁধে চূড়া চাঁচর চিকুরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে, মালসাট মারে বুকে, ক্ষণে বোলে মুই সেই ঠাকুরে ॥
জাহ্নবী যমুনা ভ্রম, তীরে তরু বৃন্দাবন, নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ, সেই সখা সখীবৃন্দ, কালাতনু এবে হৈল গোরা ॥

১১ পদ। শ্রীরাগ।

গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে। ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥
কনক মুকুর জিনি গোরা-অঙ্গের ছটা। ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥
বসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে। গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে ॥
ভকতমণ্ডল মাঝে নাচে গোরা রায়। নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥

১২ পদ। মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বোলে হরি।
খেনে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী ।ধ্রু।

(৪) পাইয়া প্রেমানন্দ। (৫) অখিল—পাঠান্তর।

যাবক বরণ, কটির বসন, শোভা করে গোরা গায়।
যখন কখন যমুনা বলিয়া, সুরধুনীতীরে ধায়॥
তাতা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দকন্দ, গৌরচন্দ্র, অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দ দাস, * করত আশ, ও পদপঙ্কজ ছায়া॥

১৩ পদ। তুড়ী।

শুনি বৃন্দাবন গুণ, রসে উনমত মন, দুবাহু তুলিয়া বোলে হরি।
ফিরি নাচে গোরা রায়, কত ধারা বহি যায়১, আঁখিযুগ প্রেমের গাগরি॥
রসে পরিপাটি নট, কীর্ত্তন সুলম্পট, কতরঙ্গী সঙ্গিগণ সঙ্গে।
নয়নের কটাক্ষে, লখিমী লাখে লাখে, বিলসই বিলোল অপাঙ্গে॥
পুরুষ প্রকৃতি পর, মনোমথ মনোহর, কেবল লাবণ্য সুখ২ সীমা।
রসের সায়রে গৌর, বড়ই গভীর ধীর, না রাখিলা নাগরী গরিমা॥
উন্নত কন্ধর, মনমথ ৩সুন্দর "পুলকিত অঙ্গ"৪ বিলাসে।
চুবক চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, বাসু ঘোষ ঐছে প্রেম ভাষে॥

১৪ পদ। তুড়ী।

গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া। অখিলভুবনপতি বিহরে নদীয়া।
দিগ্বিদিগ্ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে। চান্দমুখে হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া। সংকীর্ত্তনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া॥
প্রেমে গর গর অঙ্গ মুখে মৃদু হাস। সে রসে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাস॥†

১৫ পদ। কামোদ।

সবহুঁ গায়ত, সবহুঁ নাচত, সবহুঁ আনন্দে ধাঁধিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে, বেকত গৌরাঙ্গ কান্তিয়া॥
মধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাওত, চলত কত কত ভাঁতিয়া।
বচন গদ গদ, মধুর হাসত, খসত মোতিম পাঁতিয়া॥
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি, দেওত পুনঃ প্রেম যাচিয়া।
অরুণলোচনে,বরুণ ঝরন্তহি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥

* গ্রন্থান্তরে,—শ্রীকৃষ্ণদাস।

(১) বহুধার। (২) রস। (৩) ত্রিভুবন।(৪) মবলিত বাহু। (৫) কুঙ্কুম পাঠান্তর।

† গ্রন্থান্তরে ভণিতা যথা—এভূমি আকাশ ভরি জয় জয় ধ্বনি। গাওয়ে অনন্ত গুণ দিবস রজনী॥

ও সুখসায়রে, সুবধ জগজন, মুগধ হই দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুখন, বিন্দুকণ আধ লাগিয়া॥

১৬ পদ। শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে। ভাবভরে গরগর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান। যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পূরব-চরিত যত পিরীতিকাহিনী। শুনি পহুঁ মুরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কাঁদে নাহি বাঁধে থির। কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি। লুটয়া লুটয়া পড়ে হরি হরি বলি॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটী আঁখি। ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে বনের পশুপাখী॥
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ। বলরাম দাস সবে একলি বিমুখ॥

১৭ পদ। পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি। বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি॥
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। হুহুঙ্কার দিয়া পুনঃ উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্দ্ধবাহু করি। পতিত-জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরি নাম করে গান জপে অনুক্ষণ। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়। বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায়॥

১৮ পদ। তুড়ী।

নাচে রে ভালি গৌরকিশোর রঙ্গিয়া।
হেম-কিরণিয়া, গৌর সুন্দর তনু, প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন, সোঙরি সোঙরি পড়ু ঢুলিয়া।
মুরলী মুরলী বলি, ঘন ঘন ফুকরই, রহল মুরলী মুখ হেরিয়া॥
শ্রীরাধার ভাবে গোরা, রাধার বরণ ভেল, রাধা রাধা বয়নক ভাষ।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া, প্রিয় গদাধর, কৌতুকে রহল বামপাশ॥

১৯ পদ। কল্যাণী।

অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী, ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমাচাঁদে, ছটায় পরাণ কাঁদে, তাহে নব প্রেমার আরম্ভে॥

আনন্দ নদীয়া পুরে, টলমল প্রেমার ভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে, মদনমোহন নটরাজে॥
পুলকে পূরল গায়, ঘর্ম্মবিন্দু বিন্দু তায়, রোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু, আধবাণী কহে কম্বুকণ্ঠ॥
শ্রীপাদ-পদ্মগন্ধে, বেঢ়ি দশনখ চাঁদে, উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, চমকয়ে অমর-সমাজ॥
সপ্তদ্বীপ মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, গুণ সংকীর্ত্তন করি, আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন, হুঙ্কারহিলোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে, জগত পড়িল ভোলে, দুকুল খাইল কুলবধূ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন, তাহে লীলা বিনোদ বিলাস।
কোটি কোটি কুসুমধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু, তাহে করে প্রেমের প্রকাশ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমাচাঁদে, জিনিয়া বদনছাঁদে, তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে, জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি কব উপমা সার, করুণা বিগ্রহসার, হেন রূপ মোর গোরারায়।
প্রেমার নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে, আনন্দে লোচন দাস গায়॥

২০ পদ। কানড়া।

নাচত নগরে নাগর-গৌর, হেরি মূরতি মদন ভোর,
যৈছন তড়িত রুচির অঙ্গ, ভঙ্গী নটবর শোভনী।
কাম কামান ভুরুক জোর, করতহি কেলি শ্রবণ ওর,
গীম শোহত রতন পদক, জগজন-মনোমোহনী॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা-ভ্রমরী-গুঞ্জ,
পিঠে দোলয়ে লোচন তায়, শ্রবণে কুণ্ডল দোলনী।
মাহিষ দধিরুচির বাস, হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস,
জিতল পুলক কদম্ব কোরক, অনখন মন ভোলনি॥
গজপতি জিনি গমনভাঁতি, প্রেমে বিবশ দিবস রাতি,
হেরি গদাধর রোয়ত হসত, গদ গদ আধ বোলনি।
অরুণ নয়ান চরণ কঞ্জ, তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ,
নটনে বাজন রুনর ঝুনন, শুনি মুনিমন দোলনি॥

বদন চৌদিকে শোহত ঘাম, কনককমলে মুকুতাদাম,
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন, কত রস-পরকাশনি।
মহাভাব রূপ রসিকরাজ, শোহত সকল ভকত মাঝ,
পিরীতি মুরতি ঐছন চরিত, রায়শেখর ভাষণী॥

২১ পদ। কেদার।

তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তম্বুর, বীণা সুমধুর, বাজত যন্ত্র রসাল॥
ডমক ধমক কত, ররাব বাজত, পদতল তাল সুমেলি।
নাচত গৌর, সঙ্গে প্রিয় গদাধর, সোঙরিয়া পুরুবক কেলি॥
তীরে তীরে ফুলবন, যেন বৃন্দাবন, জাহ্নবী যমুনা ভাণে।
কীর্ত্তনমণ্ডল, শোভা অতি ভেল, চৌদিকে ভকত করু গানে।
পুরবক লালস, বিলাস রাসরস, সোই সখীগণ সঙ্গ।
এ কবিশেখর, হোয়ল কাঁফর, না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ॥

২২ পদ। মঙ্গল গুজ্জরী ধরা একতাল।

বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রহু পণ্ডিত, প্রিয় গদাধর, দক্ষিণে নরহরি দাস॥
গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে, কনয়া কদম্ব জনু, ঐছন পুলকের আভা।
আনন্দে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা॥
যাহার অনুভব, সেই সে সমুঝই, কহনে না যায় পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, গুণ গান বৃন্দাবন দাস॥

২৩ পদ। শ্রীরাগ।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি। ভুবনমোহন রূপ সোণার পুতলি।
হরিনামামৃত দিয়া করিলা চেতন। কলিযুগে আছিল যত জীব অচেতন॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর। সকল ভকত মাঝে সাজে পহুঁ বর॥
খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল। ভাবের আবেশে গোরা বোলে হরি বোল॥
ভুজ তুলি নাচে পহুঁ শচীর নন্দন। রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর। দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর॥
জয় জয় জয় ধ্বনি জগত প্রকাশ। আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবনদাস॥

২৪ পদ। সিন্ধুড়া।

অরুণ-নয়ানের, প্রেমজলে ঢর ঢর ধারা বহত বিথার।
পদভরে ভুবন, চতুর্দ্দশ[১] দোলনি, ধরণী না পার॥
গৌরাঙ্গ নাচে কোটি মদন জিনি ঠাম।
চৌদিকে ঝলমল, হেরি সকল লোক, ধাওয়ে সুমেরু-গিরিভাণ॥
ও চাঁদবয়ানের রোদন শুনিয়া, পশু পাখী মৃগ রোয়ে।
মুকুন্দ দামোদর, সঙ্গে গদাধর, হরি হরি সঘনে বোলয়ে॥
অবনীতে বিজয়, পতিত-জনপাবন, দান উদ্ধারিতে আয়।
চৈতন্য নিত্যানন্দ, ঠাকুর অদ্বৈত চন্দ্র, শ্যামদাস গুণ গায়॥

২৫ পদ। বিভাস।

আরে মোর নাচত গৌরকিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি, ও তনু সুন্দর, দশদিশ করল উজোর॥ধ্রু॥
শারদ-চাঁদ জিনি, ঝলমল বদনহি, রোচন-তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু, চিকুর তহি লোলত, কমলে কিয়ে অলিজাল॥
নাসা তিলফুল, বিম্ব অধর তল, চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সরসিজ জিনি লোচন, ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ, পরকাশি কীর্ত্তন, গাওত সহচরবৃন্দে।
খোল করতাল, যতন করি সিরজিল, পাষণ্ড দলন অনুবন্ধে॥
অবনীতে অদভুত, প্রভু শচীনন্দন, পতিত-পাবন অবতার।
দীনহীন মূঢ়মতি, রামানন্দ দাস অতি, পহুঁ মোরে কর ভবপার॥

২৬ পদ। মায়ুর।

নাচে শচীসুত, লীলা অদভুত, চলনি ডগমগি ভঙ্গিমা।
সঙ্গে কত কত, ভকত গাওত, হিলন গদাধর অঙ্গিয়া॥
আজানু বাহু তুলি, বোলয়ে হরি হরি, আপনি নিজরসে মাতিয়া।
বদনমণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, দশন মোতিম পাঁতিয়া॥
কষিত কাঞ্চন, কিরণ ঝলমল, সতত কীর্ত্তন রঙ্গিয়া।
অরুণ-নয়নে, বরুণ-আলয়, অঝরে ঝরে দিন রাতিয়া॥

---

১ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

পঙ্গু অন্ধ যত, পতিত দুরগত, দেয়ল সবে প্রেম যাচিয়া।
করুণা দেখি মনে, ভরসা বাঢ়ল, দাস নরহরি ছাতিয়া॥

২৭ পদ। গান্ধার।

ভাবে ভরল হেম-তনু অনুপাম রে, অহর্নিশি নিজরসে ভোর।
নয়নযুগলে, প্রেমজলে ঝর ঝর রে, ভুজ তুলি হরি হরি বোল॥
নাচত গৌরকিশোর মোর পহুঁ রে, অভিনব নবদ্বীপচাঁদ।
শীতল নীপফুল, পুলক মুকুল রে, প্রতি অঙ্গে মনমথ ফাঁদ॥
ভাবভরে হেলন, ভাবভরে দোলন, প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই খলই রে, গোবিন্দদাস বলিহারি॥

২৮ পদ। ধানশী।

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ। কত সুরধুনী বহে নয়ন-তরঙ্গ॥
গোরা নাচত পরম আনন্দে। চৌদিকে বেঢ়িয়া গাওয়ে নিজবৃন্দে॥
করে করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ। হেরত সুরধুনী উথলি তরঙ্গ॥
ভাবে অবশ তনু গদগদ ভাষ। বাসু কহে কি মধুর ও মুখহাস॥

২৯ পদ। ধানশী।

জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা। আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। ভকত আনন্দে নাচে লিকিলিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া। থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারি। সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী॥

৩০ পদ। সুহিনী।

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া। সুরধুনীতীরে নব রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া॥
গাওত সহচর মনোমোহনিয়া। মাঝহি নাচত গৌর দ্বিজমণিয়া॥
গদাধর নরহরি ডাহিন বাম। শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম॥
মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহিত। গায় দামোদর জগদীশ মহামতি॥
চৌদিগে শুনিয়ে হরি হরি বোল। উথলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়া হিলোল॥
দেখিয়া বদনচাঁদ সব তাপ হরে। যদু কহে কেবা হেন এরূপ পাসরে॥

৩১ পদ। সুহিনী।

কি না সে সুখের সরোবরে। প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥
নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে। প্রেমভরে পদধরে, ধরণী না ধরে॥

বয়ান কনয়া চাঁদছাঁদে। কত সুধা বরিখয়ে থির নাহি বাঁধে॥
রাজহংস প্রিয় সহচরে। কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে॥
নব নব নটনী লহরি। প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী॥
নব নব ভকতি-রতনে। অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে॥
নয়নানন্দ কহয়ে এ সুখসায়রে। সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়ানগরে॥

৩২ পদ। সুহিনী বা তুড়ি।

গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া, বরণখানি গোরা, প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া॥ধ্রু॥
গুণ শুনিয়া, মন মানিয়া, দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিবারে হুড় পড়িয়াছে, নদীয়া-নাগরীর ঘটা॥
গৌরবরণ, সরুয়া বসন, সরুয়া কাঁকালি বেড়া।
লোচন কহিছে, দুদিকে দুলিছে, রঙ্গিয়া পাটের ডোরা॥*

৩৩ পদ। মঙ্গল।

দেখ দেখ গোরা-নটরঙ্গ।
কীর্ত্তন মঙ্গল, মহারাসমণ্ডল, উপজিল পূরুব প্রসঙ্গ॥ধ্রু॥
নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ, ঠাকুর অদ্বৈত চন্দ্র, শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর, আর যত সহচর, প্রেমসিন্ধু আনন্দলহরী॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায়, গোবিন্দ আনন্দে বায়, নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি থৈয়া, তাথৈয়া তাথৈয়া থৈয়া, বাজত মোহন মৃদঙ্গে॥
যত যত অবতারে, সুখময় সুখসারে, এই মোর নবদ্বীপনাথে।
যার যেই নিজ ভাব, পরতেকে দেখ সব, নয়নানন্দের রহু চিতে॥

৩৪ পদ। কেদার।

নাচত রসময় গৌরকিশোর। পূরুবক প্রেম-রতসরসে ভোর॥
নরহরি গদাধর শোভে দুই পাশে। হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাসে॥
গাওত মুকুন্দ মাধব বাসু ঘোষ। কোরে করত পহুঁ পাইয়া সন্তোষ॥
কিবা সে বরণখানি কাঞ্চন জিনিয়া। চাঁচর চিকুরে চূড়া ভাল সে বনিয়া॥

---

* গৌরাঙ্গ নাচিছে, দেখিয়া হইছে, নয়নানন্দ ভোরা। গ্রন্থান্তরে পাঠ।

আজানুলম্বিত ভুজ ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া। নাচেন পহুঁ মোর হরি হরি বলিয়া ॥
অরুণ চরণে নূপুর রণ ঝনিয়া। শেখর রায় কহত ধনি ধনিয়া ॥

৩৫ পদ। বরাড়ী।

নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধর মুখ চাঞা। অন্তরে পরশ রস উথলিল হিয়া ॥
দুহুঁ মুখ নিরখিতে দুহুঁ ভেল ভোর। দুহুঁ ভেল রসনিধি অমিঞা চকোর ॥
বুকে বুকে মিলি দুহুঁ কয়লহি কোর। কাঁপি পুলক দুহুঁ ঝাঁপই লোর ॥
তনু মন বাণী দুহুঁ একই পরাণ। প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয়া নিরমাণ ॥
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোরা নটরাজ। দুর সঞে দেখে সব নাগরী সমাজ ॥
নদীয়া নাগরীগণ বুঝিল মরমে। যার পরসাদে পাই প্রেমরতনে ॥
গদাধর প্রেমে বশ গৌর রসিয়া। কহয়ে নয়নানন্দ এ রসে ভাসিয়া ॥

৩৬ পদ। ধানশী।

দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে। গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে ॥
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি। সুরধুনীতীরে দুহুঁ নাচে ফিরি ফিরি ॥
কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি। বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী ॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ায় সাধ লাগে হেন। নয়ান-অঞ্জন করি সদা রাখি যেন ॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরাপ্রেমকথা। সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা।

৩৭ পদ। ধানশী।

নাচয়ে গৌরাঙ্গ পহুঁ সহচর সঙ্গ। শ্যামতনু গৌর ভেল বসন সুরঙ্গ ॥
পূরুবে দোহনভাণ্ড অনুভবি শেষে। করঙ্গ লইল গোরা সেই অভিলাষে ॥
ছাড়ি চূড়া শিখিপুচ্ছ কৈল কেশহীন। পীত বসন ছাড়ি পরিলা কৌপীন ॥
হইলেন দণ্ডধারী ছাড়িয়া বাঁশরী। যদু কহে কৃষ্ণ এবে হৈলা গৌরহরি ॥

৩৮ পদ। মায়ূর।

নাচে পহুঁ কলধৌত গোরা।

অবিরত পূর্ণকল, মুখ বিধুমণ্ডল, নিরবধি প্রেমরসে ভোরা ॥ ধ্রু
অরুণ কমল পাখী, জিনি রাঙ্গা দুটী আঁখি, ভ্রমরযুগল দুটী তারা।
সোণার ভূধরে যৈছে, সুরনদী বহে তৈছে, বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা ॥
কেশরীর কটি জিনি, তাহাতে কৌপীন খিনি, অরুণ বসন বহির্ব্বাস।
গলায় সোনার মালা, করিয়া ভূষণ আলা, নাসা তিলকুসুম-বিকাশ ॥

কনকা মৃণালযুগ, সুবলিত দুটী ভুজ, করযুগ কুঞ্জর বিলাস।
রাতা উতপল ফুল, পদ নহে সমতুল, পরশনে মহীর উল্লাস॥
আপাদ মস্তক গায়, পুলকে পুরিত তায়, যৈছে নীপফুল অতি শোভা।
প্রভাতে কদলি জনু, সঘনে কম্পিত তনু, মাধব ঘোষের মনোলোভা॥

৩৯ পদ। বসন্ত।

আনন্দে নাচত, সঙ্গে ভকত, গৌরকিশোর-রাজ।
ফাগু উঝালি, করে ফেলাফেলি, নীলাচলপুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী, প্রেমেতে আগুরী, ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে, পড়িলা ফাঁফরে, বদন চাহিয়া থাকে॥
দুবাহু তুলিয়া, বেড়ায় নাচিয়া, ভকতগণের সঙ্গ।
নীলাচলবাসী, মনে অভিলাষী, কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ॥
বাজে করতাল, বোলে ভালি ভাল, আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস, মনেতে উল্লাস, সদা বলে হরি বোল॥

৪০ পদ। কামোদ।

বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে পহুঁ মোর, বৈঠল সহচর কোর।
সুশীতল মলয় পবন বহু মৃদু মৃদু, হেরইতে আনন্দে কো করু ওর॥
দেখ দেখ অপরূপ গোরা দ্বিজরাজ।
সুন্দর বদনে, স্বেদকণ শোভন, হেমমুকুরে জনু মোতি বিরাজ॥ধ্রু॥
বহুবিধ সেবনে, সকল ভকতগণে, শ্রমজল সকল কয়ল তব দূর।
নিজ গৃহে আওল, গৌর দয়াময়, পরিজন হিয়ে আনন্দ পরিপূর॥
সব সহচরগণে, গেও নিকেতনে, নিতি নিতি ঐছন করয়ে বিলাস।
সো সুখ-সিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল, রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

৪১ পদ। ভাটিয়ারি।

কীর্ত্তন মাঝে কীর্ত্তন নটরাজ। কীর্ত্তন কৌতুক সব নাগরালি সাজ॥
গলায় দোনার মালা মধুকর গান। কপালে চন্দন চাঁদ ভুরু ফুলবাণ॥
দেখ ভাই অতি অপরূপ। এই বিশ্বম্ভর নাচে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ধ্রু॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অন্তর পরশরসকোণা। বাহিরে রাধার রূপ নিরুপম সোণা॥
প্রকৃতি পুরুষ সুখ রসের সে এক। প্রেম অবতার এই দেখ পরতেক॥

প্রেম নখিমিনী, কোলে কৈলা গদাধর। প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ প্রাণ সহোদর।
নয়নানন্দে কহে প্রেম নিগুণ বিচার। অমিয়া পুতলি যেন অমিয়া আকার॥

৪২ পদ। ধানশী।

ভাল ভাল রে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে, কলি-কলমষ হরে, পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া॥ধ্রু॥
করতাল মৃদঙ্গ বায়, সভে উচ্চস্বরে গায়, মুরারি মুকুন্দ বাস সঙ্গে।
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায়, প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে॥
পুছে পহুঁ গৌরহরি, কহ কহ নরহরি, বামে গদাধর পানে চায়।
প্রিয় গদাধর ধন্য, প্রাণ যার শ্রীচৈতন্য, গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায়॥
স্বরূপ রূপ কাছে আসি, কহে দেহ মোহন বাঁশী, ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বচন অমিয়া-রাশি, ক্ষণে লহু লহু হাসি, হরি বলে দু-বাহু তুলিয়া॥
জয় জয় দ্বিজমণি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি, অদ্বৈতের বাঢ়ল আনন্দ।
কাশীশ্বর মহাবলী, অদ্বৈত রাখয়ে ধরি, হেরি হরষিত রামানন্দ॥

৪৩ পদ। কামোদ।

নাচে শচীনন্দন, ভকত-জীবনধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদাস, বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পহুঁ হরি হরি, প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি, প্রভুর বাম পাশে বসি, ঘন নরহরি মুখ চায়॥
প্রভু নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাঁহা সখী, কাঁহা পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি, আর সম্বরিতে নারি, ইহা বলি ভেল অচেতন॥
এখনি আছিনু সেথা, কে মোরে আনিল এথা, রসে রসে নিকুঞ্জ ভবন।
গেল সুখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ, বিষাদয়ে এ দাস লোচন॥

৪৪ পদ। সোমরাগ।

নাচত গৌর পূরব রসে ভোর।
কনক ধরাধর, গরব বিভঞ্জন, ঝলকত অঙ্গ অতনু চিতচোর॥ধ্রু॥
হাসত মৃদু মৃদু, বদন চাঁদ ছবি, নাশত ঘোর কলুষ আঁধিয়ার।
ধরইতে তাল, তরল পদ পঙ্কজ, কম্পই ধরণী সহই নাহি ভার॥
তরুণ অরুণযুগ, লোচন ডগমগ, অবিরল বিপুল পুলককুল সাজি।
গরজত সঘন, সিংহ জিনি বিক্রম, বলী কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি॥

ভেদত গগন, গানে প্রিয় পরিকর, বায়ত খোল ললিত করতাল।
মাতল অখিল লোক, ভণ নরহরি, ভুবন ভরল যশ বিশদ বিশাল॥

৪৫ পদ। দেশপাল।

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন, নিত্যানন্দ বিপদভয়ভঞ্জন।
কঞ্জ-নয়ন জিতি নব নব খঞ্জন, চাহনি মনমথ গরব হরে।
ঝলকত দুহুঁ তনু কনক ধরাধর, নটন ঘটন পগ ধরত ধরণী পর।
হাস মিলিত মুখ লয়ত সুধাকর, উচরি বচন জনু অমিয় ঝরে।
শোভা নিরুপম ভণতন আয়ত, বেষ্টিত পরিকর গুণগণ গায়ত,
মধুর মধুর মৃদু মর্দ্দল বায়ত, ধাধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্গ।
গণ সহ সুরগণ গগনপন্থগত, ঘন ঘন সরস কুসুম বর বরষত,
জয় জয় জয় ধ্বনি ভুবন বিয়াপত, নরহরি কহব কি প্রেমতরঙ্গ॥

৪৬ পদ। কামোদ।

আজু কি আনন্দ সংকীর্ত্তনে।
নাচে গৌর নিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ, প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে॥ ধ্রু॥
নাচে বোলে ভাল ভাল, বাজে খোল করতাল, সবে মহা বিহ্বোল প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ পারা, সবার নয়নে ধারা, কেহ কেহ পড়ে কার গায়॥
কেহ বা পুলকভরে, হুঙ্কার গর্জ্জন করে, কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে।
কেহ কারু পানে চাঞা, দুই বাহু পসারিয়া, কোলে করি ছাড়িতে না পারে॥
কেহ কারু পায় ধরে, পদধূলি লয় শিরে, কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
প্রভু ভৃত্য এক রীতি, দেখি নরহরি অতি, আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥

৪৭ পদ। পঠমঞ্জরী।

নাচত গৌরাঙ্গচাঁদ বিভোর ভাবেতে। সেই ভাবে গদাধর নাচয়ে বামেতে॥
তাহার সোণার অঙ্গ ভূমে পড়ে পাছে। তাই সে নিতাইচাঁদ ফিরে পাছে পাছে॥
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেলিয়া দুলিয়া। বাজে খোল করতাল তাধিয়া তাধিয়া।
দূরগত পতিত ধরিয়া করু কোর। পামর এ নরহরি ও না রসে ভোর॥

৪৮ পদ। ধানশী।

নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে। অদ্বৈত নিতাই গদাধর শ্রীবাসাদি পরিকর সঙ্গে॥ধ্রু॥
অপরূপ কি মধুর ছাঁদে। পদভরে মহীকরে টলমল, কে তাহে ধৈরজ বাঁধে॥

নানা তালে দিয়া করতালি। গোবিন্দ মাধব বাসু যশ গায় চৌদিকে শোভয়ে তালি
গোরা চাঁদমুখে হরি বোলে। জগাই মাধাই হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে ॥
গোরাচাঁদের পরশ পাঞা।
জগাই মাধাই নাচে ভুজ তুলি ভাবেতে বিভোল হৈঞা ॥
দোহে লোটায় ধরণীতলে।
কাঁপে তনু অনুপম পুলকিত তিতয়ে আঁখের জলে ॥
গোরা-করুণা প্রকাশ দেখি।
নাচে সুরগণ গগনেতে রহি সঘনে জুড়ায় আঁখি ॥
কে না ধায় সে করুণা-আশে।
জয় জয় ধ্বনি অবনী ভরল ভণে ঘনশ্যাম দাসে ॥

৪৯ পদ। বঙ্গাল।

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম।
ঝলকত অঙ্গ-কিরণ মনরঞ্জন, কনক মেরু দূরে দামিনী দাম ॥ধ্রু॥
বঙ্কুর বদন মদন-মদ-মরদন, মধুরিম হাস যুবতীধৃতিহারী।
শ্রুতিজিতি তরুণ অরুণ মণিকুণ্ডল টলমল নয়নযুগল ছবি ভারি ॥
চাঁচর চিকণ কেশ কুসুমাঞ্চিত, চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল।
অভিনব বাহুভঙ্গী ভর নিরুপম, ধরত চরণতলে সুললিত তাল ॥
পহুঁ চলু পাশ লসত প্রিয় পরিকর, গায়ত মধুর রাগ রস মাতি।
উলসিত সকল ভুবন ভণ নরহরি, বায়ত খোল ধমক বহু ভাঁতি ॥

৫০ পদ। বেলাবলী।

নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ।
মনমথ লাখ গরবভরভঞ্জন, অখিল-ভুবনজন-রঞ্জন রূপ ॥ধ্রু॥
অবিরত অতুল ভাবভরে গর গর, গরজত অতি অদভুত রুচিকারী।
মঙ্গলময় পদ ধরত ধরণী পর, করত ভঙ্গী ভুজযুগল পসারি ॥
হাসত মধুর অধর মৃদু লাবণি, শরদচাঁদ জিনি, বদন বিলাস।
টলমল অরুণ কমলদল-লোচন, কোনে করহ কত রস পরকাশ ॥
গায়ত মধুর ভকতগণ নব নব, কিন্নরনিকর দরপ কর চূর।
উছলল প্রেমসিন্ধু মহী ভাসল, নরহরি কুমতি পরশ রহু দূর ॥

৫১ পদ। তুড়ী।

নাচত গৌর ভাবভরে গরগর। বিপুল পুলক-কুল-বলিত কলেবর॥
হাস মিলিত লস বদন সুধাকর। বরষত নিয়ত অমিয় রস ঝর ঝর॥
তরুণ অরুণ জিনি লোচন ঢর ঢর। করত ভঙ্গী কত নিন্দি কুসুমশর॥
কর কিশলয় অভিনয় অতি সুন্দর। কতহি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণী পর॥
উনমত অনুখন জনু মত্ত কুঞ্জর।। ঝলমল করু কিয়ে কনক ধরাধর॥
নিরুপম বেশ কেশ দৃশি ধৃতিহর। চৌদিশে বিলাস উলসে প্রিয় পরিকর॥
গায়ত নব নব গীত মধুরতর। শুনইতে ধায়ত অখিল নারী নর॥
বায়ত থমক মৃদঙ্গ রঙ্গ কর। উঘটত ধাধা বিগিতি নিরন্তর॥
জয় জয় ভণ সুর সহিত পুরন্দর। ধনি কলিকাল ভাগ লহু পটতর॥
ভাসল সুখসায়রে যত পামর। ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্যামর॥

৫২ পদ। নট।

নাচত দ্বিজ কুলচন্দ্র গৌরহরি।
মঙ্গলময় ভয়হরণ চরণযুগ, ধরত ধরণী পর পরম ভঙ্গী করি॥ধ্রু॥
অবিরত পূরব ভাবভরে গর গর, অবিরল পুলক কদম্ববলিত তনু।
চাঁচর চিকুর ভার রুচি সুচিকণ, কনক ধরাধর শিখরে মেঘ জনু॥
মালতী কুসুমমাল অতি মণ্ডিত, চপল চারু উরে লম্বিত ঝলমল।
মনমথ ফাঁদ বদন মনরঞ্জন অরুণ কঞ্জ যুগ লোচন টলমল॥
নিরুপম নটন নিরখি প্রিয় পরিকর, গায়ত মধুর মধুর রস বরষত।
অখিল লোক সুখসায়রে নিমগন; নরহরি কুমতি দূরে নাহি পরশত॥

৫৩ পদ। ঘণ্টারব।

নাচত গৌর নিখিল নট-পণ্ডিত নিরুপম ভঙ্গী মদনমদ হরঈ।
প্রচুর চণ্ডকর-দরপরিভঞ্জন, অঙ্গ-কিরণে দিগবিদিগ উজরঈ॥
উনমত অতুল সিংহ জিনি গরজন, শুনই বলী কলিবারণ ডরঈ।
ঘন ঘন লম্ফ ললিত গতি চঞ্চল, চরণঘাতে ক্ষিতি টলমল করঈ॥
কিন্নর-গরব খরব করু পরিকর, গায় উলসে অমিয় রব ঝরঈ।
বায়ত বহুবিধ খোল থমক ধুনি, পরশত গগন কোন ধৃতি ধরঈ॥
অতুল প্রতাপ কাঁপি দুরজনগণ, লেয়ই শরণ চরণতলে পড়ঈ।
নরহরি পহুঁক কীরিতি রহুঁ জগভর, পরম দুলহ ধন নিয়ত বিতরঈ॥

৫৪ পদ। বেরগুপ্ত।

সুরধুনীতীর, পরম নিরমল থল, তহি উলসিত সব ভকত উদার।
গায়ত কত কত গীত অমিয়ময়, বায়ত বাদ্য বিবিধ পরকার॥
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর।
চন্দন-চরচিত, রুচির অঙ্গ অতি, অপরূপ রূপ রমণী-মনচোর॥ ধ্রু॥
অমল কমলদল, লোচন ডগমগ, ভাঙ্ ভঙ্গী নব অলকাবিলাস।
শরদ-নিশাকর নিকর নিন্দি মুখ, কোটি মদনমদমরদন-হাস॥
চঞ্চল ললিত বিশাল বক্ষোপরি, ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার।
নরহরি পহুঁ পগ ধরত তালযব, তব কি মধুর রব নূপুর ঝনকার॥

৫৫ পদ। গুর্জ্জরী।

আজু কি আনন্দ নদীয়ানগরে, জগাই মাধাই দোহে দেখিবারে,
ধায় চারিদিকে কি নারী পুরুষ, পরস্পর কহে কত না কথা।
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া ঐ দেখ দেখ দুহুঁ পানে চাইয়া,
সুরুজের সম তেজ এবে ভেল, সে পাপশরীর গেল বা কোথা॥
কেহ কহে আহা মরি মরি মরি, ভাবে গর গর বৈসে বেরি বেরি
কাঁদি উঠে ছুটে আঁখি বারিধারা, নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি।
কেহ কহে হেন দেখ নিরুপম পুলকিত তনু কাঁপে ঘন ঘন
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি, গড়ি যায় কিছু নাহিক স্মৃতি॥
কেহ কহে কি বা গোরামুখশশী পানে চাহে জানি কত সুখে ভাসি,
হাসি সুধাপানে উনমত হৈয়া, লোটাইয়া পড়ে চরণতলে।
কেহ কহে দেখ নিতাই চাঁদেরে, চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে
দুখানি চরণ পরশিয়া করে, করে অভিষেক আঁখের জলে॥
কেহ কেহ দেখ অদ্বৈত তপসী, গদাধর শ্রীবাসাদি পাশে বসি,
অতুল উলসে ফুলি ফুলি ফিরে, লইয়া সবার চরণধূলি।
কেহ কেহ দুহুঁ কাতর-অন্তরে, এক ভিতে রহি দন্তে তৃণ ধরে,
নরহরি পহুঁ পরিকর সহ "কর কৃপা" কহে দুবাহু তুলি॥

৫৬ পদ। মেঘমল্লার।

নাচত গৌর নটন পণ্ডিতবর।
কুহুমদামিনী-দাম-দমন তনু, মণ্ডিত নিরুপম বিপুল পুলকভর॥ ধ্রু॥

অরুণ অধর মৃদু চাঁদবদন লস, দশন কুন্দ লহু হাস অমিয় ঝর।
নয়নকঞ্জ জনরঞ্জন রসময়, চাহনি কত শত মদনগরবহর॥
কনক-মৃণাল-নিন্দি ভুজযুগ তুলি, বোলত হরি হরি অন্তর গর গর।
মঙ্গলময় কোমল সুললিত পদ, বিবিধ ভঙ্গী সঞে ধরয়ে ধরণীপর॥
বাজত ঝাঁঝ সুখমক খোল কত, গায়ত মধুর মধুর সুর-পরিকর।
বিতরত প্রেমরতন ধন জগভরি, বঞ্চিত কুমতি এ নরহরি পামর॥

৫৭ পদ। দেবকিরি।

বলি-কলি-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদন, গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়।
জয় জয় রব সব ভুবন বিয়াপিত, নিখিল লোক মিলি চৌদিকে ধায়।
গায়ত পরম প্রবল প্রিয় পরিকর, কিন্নর দুরগম তাল তরঙ্গ।
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ দৃমিকি দৃমি, দাঁদাঁ দ্রিমিকট ধিকট ধিলঙ্গ॥
কম্পই ধরণী ধরত পদপঙ্কজ, ডগমগি অঙ্গভঙ্গী অনুপাম।
লোচন তরু অরুণ রুচি গঞ্জই চাহনি চারু চমকে কত কাম॥
শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম, হাসত লহু লহু অমিঞা উগারি।
প্রেম বিতরি নরহরি পহুঁ পামরে, করই কোরে ভুজযুগ পসারি॥

৫৮ পদ। ভূপালী।

নাচত গৌর নটন জনরঞ্জন, নিখিল মদনমদভঞ্জন অঙ্গ।
পুলকিত ললিত কম্প ঘন উনমত, শুনইতে পূরুব পীরিতি পরসঙ্গ॥
লোচন অরুণ কমলদল ছল ছল, জল ঝলকত জনু মোতিমদাম।
হসইতে দশন বিজুরী সম চমকত, ঢর ঢর মধুর অধর অনুপাম॥
কুঞ্জর করবর গরব বিমোচন, মঞ্জু বিপুল ভুজযুগল পসারি।
নিরখি গদাধরে, করই কোরে পুনঃ, ভণই মরম ধৃতি ধরই না পারি॥
উথলই প্রেম-পয়োনিধি নিরুপম, প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায়।
পামর পতিত দুখিত সুখে ভাসই, নরহরি পাপী পরশ নহ তায়॥

৫৯ পদ। নটনারায়ণ।

নাচত গৌর পরম সুখ-সদনা।
অবিরল বিপুল পুলক কুল ঝলমল, সুললিত অঙ্গ মদনমদ-কদনা॥ ধ্রু॥
টলমল অমল কমলদল-লোচন, চাহনি, করুণ অরুণ-রুচি রুচিরে।
নিরসি শরদশশী হসিত লপন লস, দশন সুচিকণ হর চিত অচিরে॥

গজবর-গরব-হরণ-গতি নব নব, ধরইতে চরণ ধরণী অতি মুদিতা।
গদ গদ হৃদয় বদত ঘন হরি হরি, নিরুপম ভাব বিভব ভর উদিতা॥
উনমত অতুল রতনধনবিতরণে, হরল বিপদ যশ ভরল এ ভুবনে।
পূরিল সকল মনোরথ ইথে বঞ্চিত, নরহরি বিফল জনম ধিক জীবনে॥

৬০ পদ। নট।

নাচত শচীতনয় গৌরমাধুরী মন মোহে।
কনকাচল দলন দেহে পুলকাবলী শোহে॥
ঝলমল বিধুবদন অমিয় বরষত মৃদুহাসে।
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত কত রস পরকাশে॥
পদতলে ধরু তাল ঝনন, নূপুর ঘন বাজে।
অভিনব বহু ভঙ্গী নিরখি, মনমথ মরু লাজে॥
গায়ত গুণ জগজন নিমগন সুখ পরবাহে।
বঞ্চিত নরহরি দীনহীন, দহে ভবদবদাহে॥

৬১ পদ। নটী।

কিবা খোল করতাল বাজে। চারি পাশে পরিকর সাজে॥
আজু গায়ত মধুর লীলা। শুনি দরবয়ে দারুশিলা॥
রঙ্গে নাচয়ে সুন্দর গোরা। কে বা জানে কি বা ভাবে ভোরা॥ধ্রু॥
নব পুলক-বলিত তনু। শোহে কনক-পনশ জনু॥
সুরসরিত-প্রবাহ পারা। দুটী নয়নে বহয়ে ধারা॥
ঘন ঘন ভুজযুগ তুলি। গরজয়ে হরি হরি বলি॥
অতি পতিত পামরে হেরি। ধরি কোরে করে বেরি বেরি॥
প্রেমধন দেই জনে জনে। ছাড়ি একা নরহরি দীনে॥

৬২ পদ। মালবশ্রী।

নাচয়ে শচীসুত, বিপুল পুলকিত, সরস বেশ সুশোহয়ে।
কনক জিনি অনু, মদনময় তনু, জগতজন-মন মোহয়ে॥
ললিত ভুজ তুলি, গরজে হরি বুলি, পুরুব প্রেমরসে ভাসয়ে।
কত না বারে বারে, নিরখি গদাধরে, মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে॥
শ্রীবাস আদি যত, অধিক উনমত, অতুল গুণ গণ গায়য়ে।
মৃদঙ্গ করতাল, থমক সুরসাল, তাদৃমি দৃমি দৃমি বায়য়ে॥

গগনে সুরগণ, মগন ঘন ঘন, বরিষে কুসুম সু ভাঁতিয়া।
সঘনে জয় জয়, ভণত অতিশয়, ঘনশ্যাম মুদ মাতিয়া॥

৬৩ পদ। বরাটী বা ধানশী।

ভুবনমোহন[১] গোরাচাঁদ। অখিল লোকের[২] মনোফাঁদ॥
নাচে পহুঁ প্রেমের আবেশে। অরুণ-নয়ন জলে ভাসে॥
ভুজ তুলি হরি হরি বোলে। পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥
নিজ রসে সভায় ভাসায়। চারি পাশে পারিষদ গায়॥
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া। গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া॥
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে। নরহরি হিয়া নাহি বাঁধে॥

৬৪ পদ। মেঘরাগ।

আজু সুরধুনী তীরে, নাচত গৌর ঘন অবতার।
ঝুমি রহু রহু ওর শীতল হরত উৎপত ভার॥
ললিত তনুদ্যুতি দমকে দামিনী চমকে অলি আঁধিয়ার।
সঘনে হরি হরি বোল গরজন, হোয়ত জগত বিথার॥
ভকত শিখী অতি মত্ত গায়ত ষড়জসুর-পরচার।
তৃষিত চাতক অখিল জন পীয়ে প্রেমজল অনিবার॥
ধন্য ধরণী সুভাগ ভর বিহি, তুলহ মোদ অপার।
ভণত ঘন ঘনশ্যাম ঐছন দিন কি হোয়ব আর॥

৬৫ পদ। ধানশী।

নাচত গৌরকিশোর। সুরধুনীতীরে উজোর॥
কত শত পরিকর সঙ্গ। কীর্ত্তনে অতুলিত অঙ্গ॥
নিজ পর কাহু না জান। প্রেমরতন করু দান॥
নিরুপম ভাবে বিভোর। অরুণ-নয়নে ঝরে লোর॥
কহি কত গদ গদ বাণী। ধরই গদাধরপাণি॥
ঘন ঘন কাঁপয়ে অঙ্গ। নরহরি কি বুঝব রঙ্গ॥

৬৬ পদ। গৌরড়ী।

গৌর সুরধুনীতীরে নাচত, সুঘর পরিকর সঙ্গ।
হেম ভূধর গৌরব ভর হর; পরম মধুরিম অঙ্গ॥

---

(১) পাবন। (২) জীবের—পাঠান্তর।

অতুল কুন্তল বলিত কেতকী, কুন্দ কুসুম সুরঙ্গ।
বাহু বলনি বিশাল বক্ষ বিলোকি বিকল অনঙ্গ॥
ভাবে গর গর গমন গজপতি, গঞ্জি গরজে অভঙ্গ।
কুঞ্জ লোচনে লোর ঢলকত, প্রকট জনু যোগ গঙ্গ॥
তরল পদতলে তাল ধরইতে, ধরণী অধিক উমঙ্গ।
দাস নরহরি করত জয় জয় কার কি করব রঙ্গ॥

৬৭ পদ। বেলাবলী।

বলি-কলিদমনশমনভয়ভঞ্জন, নিখিল ভুবন-জনরঞ্জনকারী।
দুলহ প্রেমধন বিতরণ পণ্ডিত, সুরতরুনিকর-গরব-ভরহারী॥
নাচত শচীসুত কীর্ত্তন মাঝ।
কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু, বিলসত জনু নব মনমথরাজ॥ধ্রু॥
পদতল তালে ধরণী করু টলমল, ললিত ভঙ্গী ভুজ রহত পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু, অধর কম্প অতি অথির গদাধর বদন নেহারি॥
ডগমগ নয়ন কমল ঘন ঘূরত, নিরুপম পূরব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ, ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস॥

৬৮ পদ। কামোদ।

আজু গোরা নগরকীর্ত্তনে। সাজিয়া চলয়ে প্রিয় পরিকর সনে।
অঙ্গের সুবেশ ভাল শোহে। নাচে নানা ভঙ্গীতে ভুবনমন মোহে॥
প্রেম বরিষয়ে অনিবার। বহয়ে আনন্দ-নদী নদীয়া মাঝার।
দেবগণ মিশাই মানুষে। বরিষে কুসুম কত মনের হরিষে॥
নগরিয়া লোক সব ধায়। মনের মানসে গোরাচাঁদ গুণ গায়॥
মূঢ়গণ শুনি সিংহনাদ। হইয়া বিরস মন গণয়ে প্রমাদ॥
লাখে লাখে দীপ জলে ভাল। উপমা কি অবনী গগন করে আলো॥
নরহরি কহিতে কি জানে। মাতিল জগত কেউ ধৈরজ না মানে॥

৬৯ পদ। কামোদ।

শচীর দুলাল গোরা নাচে। দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে যাচে॥
পণ্ডিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ। ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ॥
ঝলমল করয়ে কনক জিনি আভা। বিপুল পুলকাবলী বলিত কি শোভা॥
ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক নয়নের জলে। দুটী বাহু তুলিয়া সঘন হরি বোলে॥

উনমত ভকত ফিরয়ে চারি পাশে। জয় জয় কলরব এ ভূমি আকাশে ॥
পহুঁ পানে হেরি কেহ ধৈরজ না বাঁধে। নরহরি ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কাঁদে ॥

৭০ পদ। কামোদ।

নাচে গোরা গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি, প্রিয় পরিকর চারি পাশ।
শোভা অপরূপ যেন, উড়ুগণ মাঝে যেন, কনক-চন্দ্রমা পরকাশ ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি, সুকোমল তনুখানি, পুলক বলিত মনোহর।
প্রফুল্ল কমল দূরে, বদনে মদন ঝুরে, হাসি মাখা অরুণ অধর ॥
কত না ভঙ্গিমা করি, ভুজ তুলি বোলে হরি, বরিষে অমিয়া অনিবার।
অতি সকরুণ হিয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আঁখি বহে সুরধুনী ধার ॥
বাজে খোল করতাল, চলন চালনি ভাল, দেখি কে বা না হয় মোহিত।
না রহিল দুখ শোক, মাতিল সকল লোক, নরহরি এ সুখে বঞ্চিত ॥

৭১ পদ। মেঘরাগ।

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। সংকীর্ত্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর ॥
পরিকর মাঝে সাজে ভাল। অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলো ॥
নাচয়ে কত না ভঙ্গী করি। কেবা বা ধরিবে হিয়া সে মাধুরী হেরি ॥
বায়ে করতাল মৃদঙ্গ। গায়এ মধুর গীত অমিয়া তরঙ্গ ॥
কেহ হাসে কেহ কেহ কাঁদে। ভূমে গড়ি যায় কেহ থির নাহি বাঁধে ॥
জয়ধ্বনি এ ভূমি আকাশ। মাতিল পামর হীন নরহরি দাস ॥

৭২ পদ। সুহই।

নাচত নটবর গৌরকিশোর। অভিনব ভঙ্গী ভুবন করু ভোর ॥
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ অনুপাম। হেরইতে মূরছত কত কত কাম ॥
টলমল লোচনযুগল বিশাল। দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥
ঝরত অমিয় বিধু-বরণ উজোর। পীবই নয়ন ভরি ভকত-চকোর ॥
ঘন ঘন বোলয়ে মধুর হরিনাম। শুনইতে কো ন রোয়ই অবিরাম ॥
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি। না দরবে কঠিন এ নরহরি ছাতি ॥

৭৩ পদ। মঙ্গল।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে। কম্পিত-অধরে গোরা গদ গদ ভাষে ॥
ভালি রে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ। অবনী ভাসল প্রেমে গায় রামানন্দ ॥
মুরারি মুকুন্দ আসি হের আইস বলি। তোমা সবার গুণে কাঁদে পরাণ-পুতলী ॥
আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর। বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥

৭৪ পদ। পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি। বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি ॥ ধ্রু॥

প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। হুহুঙ্কার দিয়া ক্ষণে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥

ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধ বাহু করি। পতিত জনারে পহুঁ বোলয় হরি হরি ॥

হরিনাম করে গান জপে অনুখন। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥

অপার মহিমা গুণ জগজনে গায়। বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥

৭৫ পদ। ধানশী।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায় ॥ ধ্রু ॥

কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলি। সেই পহুঁ বাহু তুলি কাঁদে হরি বলি ॥

যে অঙ্গ নেহারি অনঙ্গ ভেল কাম। সো অব কীর্ত্তন-ধূলি-ধূসর অবিরাম ॥

খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া। গদাধর নরহরি উঠে মুখ চাঞা ॥

পুরুব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ। রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও না রঙ্গ ॥

৭৬ পদ। সুহই।

নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে নাচে পারিষদ ভক্তবৃন্দ ॥

অবনী ভাসিয়া যায় নয়নের জলে। দুবাহু তুলিয়া সভে হরি হরি বোলে ॥

ভাবে গর গর অঙ্গ কত ধারা বয়। পতিতের গলে ধরি রোদন করয় ॥

আপনার ভক্তগণে ডাকয়ে আপনে। গদাইর গলা ধরি কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে ॥

গোবিন্দ মাধব বাসু হের আইস বলি। যদু কহে কাঁদে প্রভুর পরাণ-পুতলী ॥

৭৭ পদ। ধানশী।

ভাবভরে গর গর চিত। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পান সম্বিত ॥

হরি রসে নাহি বাঁধে থেহ। সোঙরি সোঙরি কাঁদে পুরুব সুলেহ ॥

নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ। কি লাগি গোকুলপতি সংকীর্ত্তন মাঝ ॥

প্রিয় গদাধরকরে ধরি। মরম কথাটী কহে ফুকরি ফুকরি ॥

ডগমগ আনন্দ-হিল্লোল। লুটিয়া লুটিয়া পড়ে পতিতের কোল ॥

গোরারসে সব রসময়। না দরবে বলরাম কঠিন হৃদয় ॥

৭৮ পদ। শ্রীরাগ।

মরি আলো নদীয়া মাঝারে ও না রূপ।

কেবল মূরতি নব পিরীতের কূপ ॥ ধ্রু ॥

বদনমণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, কনক-দরপণ নিন্দিতে।

চাঁদমুখে হরি, বোলে ভাবভরে, প্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥

তেজি সুখময় শয়ন আসন, নামডোর গলে শোভিতে।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গতে লেপন, সংকীর্ত্তন রসে ভূষিতে ॥
ভাবে গর গর, না চিহ্নে আপন পর, পুলক আবলী অঙ্গেতে।
"রা" বলিয়া গোরা, ধা বোল না পারে, ভাবভরে আর বলিতে ॥
বাজহি মাদল, করহি করতাল, কলিকলুষ ভয় নাশিতে।
ভকতগণ মেলি, দেই করতালি, ফিরয়ে চৌদিকে নাচিতে ॥
চরণপল্লব দিতে ভক্তগণে, হরিনাম জীবে প্রকাশিতে।
দয়াল গৌরাঙ্গ আসিলা অবনী বৈষ্ণব দাসেরে ভবে তারিতে ॥

৭৯ পদ। সুহই।

নদীয়া-আকাশে সংকীর্ত্তন-মেঘ সাজে। খোল করতাল মুখে গভীর গরজে ॥
হুহুঙ্কার বজ্রধ্বনি হয় মুহুর্মুহু। বরিখয়ে নাম-নীর ঘন দুই পহুঁ ॥
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে। ভাবের বিজুলী তায় সঘন চমকে ॥
প্রেমের বাদলে নৈদা শান্তিপুর ভাসে। রায় অনন্তের হিয়া না ভুলিল রসে ॥

৮০ পদ। কেদার।

সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ। বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ ॥
সুরধুনীতীরে পুলিন মনোহর। গৌরচন্দ্র ধরি গদাধর-কর।
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি। বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি ॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল। হেরি হরষিত কো কহে ভাল ॥
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি। রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারি ॥

৮১ পদ। সুহই।

সংকীর্ত্তন ছলে গৌর নিতাই নগরে বাহির হৈল।
জগাই মাধাই যথা বসিয়াছে তথা উপনীত ভেল ॥
খোল করতাল বিষম জঞ্জাল, ভাবিল সে দোন ভাই।
মারিবার তরে, সুরাভাণ্ড করে, চলিল পশ্চাৎ ধাই ॥
প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস আর, দাঁড়াইল হস্ত মেলি।
সুরাভাণ্ড কান্ধা হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি ॥
নিতাই ললাটে সে কান্ধা লাগিল, ছুটিল শোণিত নদী।
তবু অবধূত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভব যদি ॥
আয় দেই কোল, বোল হরি বোল, আয় রে মাধাই ভাই।
শ্যামদাস কহে, এমন দয়াল, কোন কালে দেখি নাই ॥

৮২ পদ। ধানশী।

মাধা দেখ রে এ ত সুধা গৌর নয়।
উহার গোরারূপের মাঝে মাঝে কালবরণ ঝলক দেয় ॥ধ্রু॥
অরুণ-বসন পরা যেন পীত ধড়ার প্রায়।
উহার মাথার চাঁচর কেশ চূড়ার মত দেখা যায় ॥
তুলসীর মালা যেন বনমালা শোভা পায়।
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি তায় ॥
হরি হরি বলে মুখে রাধা রাধা শুনা যায়।
দীন নন্দরাম কহে ব্রজের রতন নদীয়ায় ॥

৮৩ পদ। ধানশী।

হরি বোল হরি বোল হরি বোল বলি।
দেখ রে মাধাই পথে কেবা যায় চলি ॥
বজর সমান যেন রব আইসে কাণে।
মরমে দারুণ ব্যথা শেল বাজে প্রাণে ॥
নামেতে ঢালিছে বিষ করিছে অস্থির।
দেখ রে মাধাই ভাই কাঁপিছে শরীর ॥
হরিনামে সুধা ঝরে শুনিবার পাই।
মোদেরে বিষের মত কেন লাগে ভাই ॥
অজামিল নামে তরে কহিলা নিতাই।
তা হ'তে অধিক পাপী মোরা কি দু-ভাই ॥
বুঝিনু রে এত দিনে বুঝিনু সকল।
পাপের পরশে হৈল অমৃত গরল ॥
চল রে চল রে মাধা চল রে ত্বরায়।
লোটাইয়া পড়ি গিয়া দু-ভাইর পায় ॥
মাইর খেয়ে দয়া করে দয়াল নিতাই।
এমন দয়াল দাতা কোথা দেখি নাই ॥
কি করিবে ধনে জনে বিষয় বৈভবে।
মোদের পাপের ভাগী কেহ ত না হবে ॥
গৌরাঙ্গ নিতাই ভক্তি পূর্ণ হবে কাম।
কাঙ্গালের ঠাকুর দোঁহে কহে নন্দরাম ॥

৮৪ পদ। যথারাগ।

হরি বোল বোল রব কেন শুনি নদীয়ায়।
মাধা জেনে আয়। জেনে আয়, মাধা জেনে আয়॥ ধ্রু॥
শচীর গৃহে জন্ম নিলেন গৌর গুণমণি।
সেই অবধি নবদ্বীপে শুনি হরিধ্বনি॥
শ্রীবাস বাম্‌না বেটার নিজে জাতি নাই।
জাতিনাশা১ অবধূত ঘরে দিল ঠাঁই॥
শান্তিপুরের বুড়া গোসাঞী আগে ছিল ভাল।
পাগলের সঙ্গ ধৈরে সেও ত পাগল হৈল॥
নিতাই পাগল চৈতা পাগল আর এক পাগল অদে।
তিন পাগলে নৈদে মিলি রাধা ব'লে কাঁদে॥
যারে মাধা কাজিপাড়া আন্‌গে কাজিগণ।
একেকালে ভেঙ্গে দিব সাধের২ সংকীর্ত্তন॥
চল সকলে একই কালে বাম্‌নাপাড়া৩ যাই।
শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গাতে ভাসাই॥

৮৫ পদ। রামকেলি।

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজল বৈষ্ণবগণ, করি হরি-সংকীর্ত্তন, মূঢ়মতি:গণিল প্রমাদ॥ ধ্রু॥
গৌরচন্দ্র মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি,৪ অদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ান।
প্রেমডোরে ফাঁস করি, বাঁধিল অনেক অরি, নিরন্তর গর্জ্জে হরিনাম॥
শ্রীচৈতন্য করে রণ, কলি-গজে আরোহণ, পাষণ্ডদলন বীর-রাণা।
কলিজীব তরাইতে, আইলা প্রভু অবনীতে, চৌদিকে চাপিয়া৫ দিল থানা॥
উত্তম অধম জন, সবে পাইল প্রেমধন, নিতাই-চৈতন্য-কৃপালেশে।
সম্মুখে শমন দেখি, কৃষ্ণদাস বড় দুখী, না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশে॥

৮৬ পদ। মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল, ভরল ক্ষিতিমণ্ডল, রসময় রতন পসার।
নিজগুণ-কীর্ত্তন, প্রেমরতন ধন, অনুখন করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অনুখন ভাবে, বিভাবিত অন্তরে, প্রেম সুখের নাহি ওর॥ ধ্রু॥

---

১ কোথাকার। ২ হরি। ৩ নবদ্বীপে। ৪ সেনাপতি। ৫ বেড়িয়া—পাঠান্তর।

কুন্দন কনয়, বিরাজিত কলেবর, বিহি সে করল নিরমাণ।
মুরছিত মনমথ, অঙ্গহি অঙ্গ কত, রূপ দেখি হরল গেয়ান ॥
যাকর ভজন, শিব চতুরানন, করু মন মরম সন্ধান।
হেন নাম হার, যতন করি গাঁথই, পতিত-জনেরে করে দান ॥
অন্ধকার কূপে, মগন দেখিয়া জীব, নবদ্বীপে পহুঁ পরকাশ।
প্রেম-রতন ধন, জগ ভরি বিতরণ, বঞ্চিত বলরাম দাস ॥

৮৭ পদ। শ্রীমল্লার।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে। মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে ॥
শুনিয়া পূরব গুণ উনমত হৈয়া। কীর্ত্তন-আনন্দে পহুঁ পড়ে মুরছিয়া ॥
কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়। গোলোকনাথ হৈয়া ধূলায় লোটায় ॥
ভাবে গরগর চিত গদাধর দেখি। কাঁদিয়া আকুল পহুঁ ছল ছল আঁখি ॥
শ্রীপাদ বলি পহুঁ ধরণী পড়ি কাঁদে। বুঝিয়া মরম কথা কাঁদে নিত্যানন্দে ॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক* কাঁদে গোরারসে। এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে ॥

৮৮ পদ। মঙ্গল।

শ্রীবাস-অঙ্গনে, বিনোদ বন্ধনে, নাচত গৌরাঙ্গ রায়।
মনুজ দৈবত, পুরুষ যোষিত, সবাই দেখিবার ধায় ॥ ধ্রু ॥
ভকতমণ্ডল, গায়ত মঙ্গল, বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত, নিতাই নাচত, ভাইয়ার ভাবে মাতোয়াল ॥
গরজে পুন পুন, লম্ফ ঘন ঘন, মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ-লোচনে, প্রেম বরিখয়ে, অবনীমণ্ডল সিঞ্চই ॥
ধরণীমণ্ডল, প্রেমে বাদল, করল অবধূত চাঁদ।
না জানে দশ চারি, সবাই নর নারী, ভুবন-রূপ হেরি কাঁদ ॥
শান্তিপুরনাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥
মুকুন্দ কুতূহলি, কাঁদয়ে ফুলি ফুলি, ধরিয়া গদাধর কোর।
নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বোল ॥
না জানে দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি, সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবন দাস, প্রেম পরকাশ, নিতাই চরণারবিন্দ ॥

---

* উত্তম, মধ্যম, অধম।

৮৯ পদ। পাহিড়া।

নাচে বিশ্বম্ভর, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, ভাগীরথীতীরে তীরে।
যার পদধূলি, হই কুতূহলি, অনন্ত ধরেন শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার, হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া, বলে হরি-হরি-ধ্বনি॥
মদন সুন্দর, গৌর-কলেবর দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে, যেন দেখি পাঁচ বাণ॥
চন্দনচর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত, গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে, আনন্দে শচীর বালা॥
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ পত্তন, ভালে মলয়জ বিন্দু।
মুকুতা দশন, শ্রীযুত বদন, প্রকৃতি করুণাসিন্ধু॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত, কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য, জানি কতেক হয়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কবহুঁ বাহিয়া, অঙ্গুলী মুরলী বায়।
জিনি মত্তগজ, চলই সহজ, দেখি নয়ান জুড়ায়॥
অতি মনোহর, যজ্ঞসূত্রধর, সদয় হৃদয় শোভে।
যে বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত, রহিলা পরশ লোভে॥
নিত্যানন্দ চাঁদ, মাধব নন্দন, শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়গণ, করয়ে কীর্ত্তন, সবা চাহি চাহি হাসে॥
যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ, শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে, করিয়া নর্ত্তনখেলা।
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ, কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়, প্রতি নগরে নগরে॥
যেই দিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়, সেই দিকে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গায় বৃন্দাবন দাসে॥

৯০ পদ। পাহিড়া।

লক্ষ কোটি দীপে, চন্দ্রের আলোকে, না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, হরি বহি আর, না বোলই কার মুখে॥

অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্বলোক, আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন, বলে ভাই হরি বোল॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ, যখন যে রূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে, যেন অঙ্গে প্রভু রয়॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি, ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বামকক্ষে তালি, দিয়া কুতুহলি, হরি হরি বলি হাসে॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে, মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি, বলি ছলিয়া বামন॥
সেতুবন্ধ করি, রাবণ সংহারি, মুঞি সে রাঘব রায়।
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার, কহে চারি দিকে চায়॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব, সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, প্রভু প্রভু করি, মাগয়ে ভকতি দান॥
যখন যে করে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে, সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে, অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর, সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খাদি মোচঙ্গ, না জানি কতেক বাজে।
হরি হরি ধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥
জয় জয় জয়, নগরকীর্ত্তন, জয় বিশ্বম্ভর নৃত্য।
বিংশতি পদ গীত, চৈতন্যচরিত, জয় জয় চৈতন্যভৃত্য॥
যেই দিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়, সেই দিকে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গায় বৃন্দাবন দাসে॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

(ভাবাবেশ ও প্রলাপ।)

১ পদ। পঠমঞ্জরী।

গদাধর মুখ হেরি কিবা উঠে মনে। সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ বৃন্দাবনে১ ॥
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়া২। হারাইল দুঃখী যেন পরশ-মণিয়া ॥
হরি হরি বলে পহুঁ কাঁদিতে কাঁদিতে। না জানি কাহার ভাব উপজিল চিতে॥
টলমল করয়ে সোণার বরণখানি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে লোটায় ধরণী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর আগে। এত পরমাদ হৈল কার অনুরাগে ॥

২ পদ। সুহই।

ওরূপ সুন্দর গৌরকিশোর। হেরইতে নয়ানে আরতি নাহি ওর ॥
কর পদ সুন্দর অধর সুরাগ। নব অনুরাগিণী নব অনুরাগ ॥
লোল বিলোচন লোলত লোর। রসবতীহৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর ॥
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথরাজ। কাঞ্চনগিরি কিয়ে কুসুম সমাঝ ॥
তছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥
পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ। প্রেমবতী আলিঙ্গনে লহলী তরঙ্গ॥
তছু পদে পঙ্কজ অলি সহকার। করল নয়নানন্দ চিত বিহার ॥

৩ পদ। বালা ধানশী।

আওত পিরীতি, মুরতিময় সাগর, অপরূপ পহুঁ দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত, ভকতি নব রতন সু, যাচত নটন সমাজ ॥
ভালি ভালি নদীয়া বিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন সম্পদ, সকল সুখ সার ॥ধ্রু॥
ধনি ধনি অতি ধনি, অব ভেল সুরধুনী, আনন্দে বহে রসধার।
স্নান পান অব গাহ আলিঙ্গন, সঙ্গম কত কত বার ॥
প্রতি পুর মন্দির, প্রতি তরু কুল তল, প্রতিকূল বিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ, প্রেমে বিশ্বম্ভর, সভাকরে পূরল আশ ॥

৪ পদ। বিভাস।

নিজ নামামৃতে পহুঁ মত্ত অনুক্ষণ। পিয়ার সভারে নাম বিশেষে হীন জন ॥
অতি অরুণিত আঁখি আধ আধ বোলে। কান্দে উচ্চনাদে যারে তারে করে কোলে।

(১) কাননে। (২) স্মরিয়া।

অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
খেনে বোলে মুই পহুঁ খণে বোলে দাস ॥ ধ্রু॥
খেনে মত্তসিংহ গতি খেনে ভাব স্তম্ভ। খেনে ধরু ধরণী পাইয়া অঙ্গ সঙ্গ ॥
খেনে মালসাট মারে অট্ট অট্ট হাসে। খেনেক রোদন খেনে গদ গদ ভাসে ॥
খেনে দেখি শ্যামসুন্দর তিরিভঙ্গ। কানু দাস কহে কেবা বুঝে ওনারঙ্গ ॥

৫ পদ। সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি। প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী।
খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া।
খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হরি। রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকারি ফুকারি ॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস। ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দ দাস ॥

৬ পদ। শ্রীরাগ।

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি ॥ ধ্রু॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কাঁন্ধে।
চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলিয়া কাঁন্দে ॥
প্রেমে ছল ছল, নয়ানযুগল, কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল সব কলেবর, ধরণী ধরিতে নারে ॥
সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বলে।
সখার কাঁন্ধে, ভুজ যুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে ॥
ভুবন ভরিয়া প্রেম উথারিল, পতিতপাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের, মনেতে না লয় আন ॥

৭ পদ। কল্যাণী।

গোরা তনু ধূলায় লোটায়।*
ডাকে রাধা রাধা বলি, গদাধর কোলে১ করি, পীতবসন বংশী চায় ॥ ধ্রু।
ধরি নটবর বেশ, সমুখে বাঁধিয়া২ কেশ, তাহে শোভে ময়ুরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করি,৩ সঘনে বোলয়ে হরি, চাহে গোরা কদম্বের শাখা ॥
শুনি বৃন্দাবনগুণ, রসে উনমত মন, সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
তা বুঝিয়া রোষ৪ বোধ, প্রিয় সব পারিষদ, গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায় ॥

* "কি ভাব উঠিল মনে, কাঁদিয়া আকুল প্রেমে, সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।" পাঠান্তর।
(১) বামে। (২) হেলায়ে। (৩) ধরি। (৪) রস।

কেহো৫ বলে সাবধান, না করিহ রসগান, উথলিলে নাধরে ধরণী৬।
নিজ মন৭ আনন্দে, "কহয়ে পরমানন্দে,"৮ "কেবা দোহে ধরিবে পরাণি ॥" ৯

৮ পদ। পঠমঞ্জরী।

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া। বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে। রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখ খানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এদোহার রসে। না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে ॥

৯ পদ। মল্লার।

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে। ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥
সুরধুনি দেখি পহুঁ যমুনার ভাণে। ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥
পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে। পীতবসন আর মুরলী চাহে ॥
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে। কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদ গদ বোলে ॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে। না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে ॥

১০ পদ। বালা ধানশী।

সজনি অপরূপ রূপ দেখসিয়া।
পূরুব পরোক্ষ ভাব, পরতেকে দেখ লাভ, সেই এই গোরা বিনোদিয়া ॥ধ্রু॥
সুগন্ধি চন্দন সার, গন্ধ করবীর মাল, দোলমাল করে সদা তনু।
কত কুলশর তায়, মধুকর হৈয়া ধায়, ভাবে বিভোর গোরাতনু ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রয়, মোহন মুরলী বায়, উভ করি চাঁচর চিকুর।
রাধা রাধা বলি ডাকে, মালসাট মারে বুকে, বলে মুঞি সবার ঠাকুর ॥
জাহ্নবী যমুনাভ্রম, তীরে তরু বৃন্দাবন, নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ, সেই সখা সখীবৃন্দ, বরণখানি কার ভাবে গোরা ॥

১১ পদ। তুড়ী।

কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে, সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন, করে গোরা সোঙরণ, ললিতা বিশাখা বলি ধায় ॥
রাধাভাব অঙ্গে করি, রাধার বরণ ধরি, রাধা বিনা আর নাহি ভায়।
সুরধুনীতীরে বন, দেখি মনে বৃন্দাবন, যমুনা পুলিন বলি ধায় ॥
রাধিকা রাধিকা বলি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, রাধা নাম জপয়ে সদায়।

(৫) অদ্ভুত। (৬) পরাণি। (৭) মনের। (৮) কহে রামানন্দে। ৯ প্রেমের সাগর গৌরমণি। পাঃ।

প্রেমরসে হৈয়া ভোরা, সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা, রাধা নাম জীবেরে বুঝায়।
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা, দু-নয়নে প্রেমধারা, পীতবসন বংশী চায়॥
প্রেমধন অনুক্ষণ, দান করে জনে জন, এ লোচন দাস গুণ গায়।

১২ পদ। সুহিনী।

কি বলিব বিধাতারে এ দুঃখ সহায়। গোরামুখ হেরি কেনে পরাণ না যায়
মলিন বদনে বসি আঁখিযুগ ঝরে। আকাশ-গঙ্গার ধারা সুমেরুশিখরে॥
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধায়। অতি দুরবল ভূমে পড়ি মুরছায়॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সব কাঁদে। চৈতন্যদাসের হিয়া থির নাহি বাঁধে॥

১৩ পদ। শ্রীগান্ধার।

গদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি, প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় তহুঁ ফুকরি ফুকরি পহুঁ, বৃন্দাবিপিন গুণ গায়॥
নিজ লীলা নিধুবন, সোঙরিয়া উচাটন, কাঁদে পহুঁ যমুনা বলিয়া।
নয়ানে বহিছে কত, সুরধুনী ধারা মত, দর দর শ্রীবুক বাহিয়া॥
সুবলের শুদ্ধ সখ্য, বৃন্দাদেবীর প্রিয়বাক্য, ললিতার ললিত সুলেহ।
বিশাখার প্রেমকথা, সোঙরি মরমে ব্যথা, কহি কহি না ধরয়ে দেহ॥
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধনগিরি, কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগত ভরিয়া গেল, না বুঝিল যদুনাথ দাস॥

১৪ পদ। গৌরী।

সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া। প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা। নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা।
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবনগুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

১৫ পদ। মঙ্গল।

শ্রীদাম সুবল সঙ্গে, যে রস করিনু রঙ্গে, বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি, মুরছিত গৌরহরি, পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥
রাসরস বৃন্দাবন, প্রিয় সখা-সখীগণ, উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ, নাচে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥
রাধাভাবে বিভোরা, বরণ হইল গোরা, রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি, পহুঁ জান গড়াগড়ি, কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥

কাঁহা যমুনার তট, কাঁহা মোর বংশীবট, বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে, না পাওল লব লেশে, ধিক্ রহুঁ এ ছার জীবন॥

১৬ পদ। কামোদ।

কাঁচা কাঞ্চন মণি, গোরারূপ তাহে জিনি, ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ॥
ও নব কুসুমদাম, গলে দোলে অনুপাম, হেলন নরহরি অঙ্গ॥
বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, যমুনা পুলিন রঙ্গে, হরি হরি বোলে নিজবৃন্দে॥ ধ্রু॥
ভাবে অবশ তনু, পুলক কদম্ব জনু, গরজই যৈছন সিংহে।
নিজ প্রিয় গদাধর, ধরিয়াছে বাম কর, নিজগুণ গাওই গোবিন্দে॥
ঈষত অধরে পহুঁ, লহু লহু হাসত, বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা, বৃন্দাবন রসলীলা, কি বলিব বাসুদেব ঘোষে॥

১৭ পদ। বরাড়ী।

কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে। পহি লহি পূরব পিরীতি পরসঙ্গে॥
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ কাননে। উপজল দুহুঁ প্রেমভাব মনে মনে॥
সুগন্ধি চন্দন মালা তুলসী দূর্ব্বা লৈয়া। দুহুঁ দুহুঁ সম্ভাষণে মিলল আসিয়া॥
হাসি হাসি পরশি পরশি করু কোর। দুহুঁ রসে ভাসল না বুঝিলুঁ ওর॥
না জানি পুরুষ নারী না জানি ভকত। দোঁহার আবেশে তিন লোক উনমত॥
কহয়ে নয়নানন্দ নিগূঢ় বিচার। অমিয়া পুতলি যেন অমিয়া আকার॥

১৮ পদ। কেদার।

গৌর গদাধর, দুহুঁ তনু সুন্দর, অপরূপ প্রেমবিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে, পরশে যব বিলসয়ে, অমিয়া বরিখে অনিবার॥
দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁ জন লেহ।
কো অদ্ভুত ভাব, প্রেমময় চাতুরী, নিমজিয়া পাওব থেহ॥ ধ্রু॥
করে কর নয়নে, নয়নে যোই মাধুরী, সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি, তনু চমকাইত, অখিল ভুবনে অনুপাম॥
অমিয়া পুতলী কিয়ে, রসময় মূরতি, কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগজন, তনু মন ভুলয়ে, যদু কিয়ে পাওব পার॥

১৯ পদ। ভাটিয়ারি।

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া। ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া।
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম। ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥

ধবলী শাওলী বলি করয়ে ফুকার। পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনাবলি প্রেমজলে ভাসে। পূরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥

২০ পদ। কানাড়া।

কনক পূর্ণচাঁদে, কামিনীমোহন ফাঁদে, মদনের মদগর্ব্বচূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা, ঈষৎ উন্নত নাসা, দাড়িম্ব কুসুম জিনি বর্ণ॥
করে নয়নারবিন্দে, পুষ্পক নামক রন্ধ্রে, তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু, কভু বলে হাহা প্রভু, আপাদ মস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখিয়া বাট, ক্ষণে মারে মাল সাট, ক্ষণে কৃষ্ণ বলে ক্ষণে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায়, সবে দেখিবার যায়, কর্ম্মবন্ধে পড়ি গেল বাধা॥
পাই হেন প্রেমধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ, আনন্দ-সাগরে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি, চাতক করিয়া কেলি, চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতোয়াল গোরা, জগত করিল ভোরা, পাইল সব জীবন আশ।
জড় অন্ধ মূক মাত্র, সভে ভেল প্রেমপাত্র, বঞ্চিত এ বৃন্দাবন দাস॥

২১ পদ। কামোদ।

প্রভু বিশ্বম্ভর, প্রিয় পরিকর, প্রতি কহে শুন স্বপন-কথা।
কি বা সে নির্ম্মিত, অতি সুশোভিত, তালধ্বজ রথ আইল এথা॥
দেখিনু সুন্দর, দীর্ঘ কলেবর, পুরুষ এক কি উপমা তাহে।
এক কর্ণে কিবা, কুণ্ডল সে গ্রীবা, কিবা মুখশশী ভুবন মোহে॥
কালকুম্ভ হাতে, নীল বস্ত্র মাথে, নীলবাস পরিধান সুছাঁদে।
চৌদিকে নেহালে, হেলি দুলি চলে, সে ভঙ্গীতে কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
মোর নাম ধরি, পুছে বেরি বেরি, বুঝি হলধর গমন কৈলা।
এত কহি নরহরি প্রভু বর, বলরাম ভাবে বিভোল হৈলা॥

২২ পদ। মালবশ্রী।

আজু শঙ্করচরিত শুনি শচীতনয় শঙ্কর ভেল।
রজত গিরি জিনি, জ্যোতি ডগমগ, জগতধৃতি হরি নেল॥
ভসম ভূষিত, অঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গ মদহরহারী।
কাঁচর কর গাছি, শৃঙ্গ রায়ত ডুমুর রব রুচিকারী॥
লোল ললিত ত্রিলোচনাঞ্চল, লসত বয়ন ময়ঙ্ক।
গণ্ডমণ্ডল বিমল মৃদুতর, ভালে ভুরুযুগ বঙ্ক॥

বিপুল পন্নগ ভূষণার্ণব, চরম পরম উজোর।
শিরসি মঞ্জু জটা লট পট ভর, পেখি নরহরি ভোর ॥

২৩ পদ। তুড়ী।

নাচেরে ভালি গৌরকিশোর রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া গৌর সুন্দর তনু প্রেম ভরে ভেল ডগমগিয়া ।ধ্রু॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন, সোঙরি সোঙরি পড়ে ঢুলিয়া।
মুরলী মুরলী বলি, ঘন ঘন ফুকারই, রহল মুরলী মুখ হেরিয়া ॥
রাধার ভাবে গোরা, রাধার বরণ ভেল, রাধা রাধা বয়নক ভাষ।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রিয় গদাধর বামে রহে, কহে নয়নানন্দ দাস ॥

২৪ পদ। গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেন কাঁদে।
নিজ সহচরগণ, পুছই কারণ, হেরই গোরা মুখচাঁদে ॥ধ্রু॥
অরুণিত লোচন, প্রেম ভরে ভেল ভূন, ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
যৈছন শিথিল, গাঁথল মোতিম ফল, খসয়ে উপরি উপরি ॥
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুন পুন, আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি, ধরণী পড় মুরছিয়া ॥
তঁহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়া করিল কোর, কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগজন মন তোষে, বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

২৫ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, প্রেমে গর গর, ভ্রময়ে যমুনাতীরে।
কৃষ্ণদাস সহ, পুরুব রভস, ধাম দেখিয়া ফিরে ॥
দেখিতে দেখিতে উনমত চিতে, ভ্রমিতে মোহন বন।
কৃষ্ণদাস কহে, হের কালিদহ, আগে কর দরশন ॥
এই ত কদম্ব তরুর উপরে, চড়িয়া দিলেন ঝাঁপে।
এথা শিশু কুল, কাঁদিয়া আকুল, সুরগণ হেরি কাঁপে ॥
ব্রজপুরে কত দেখি উৎপাত, যতেক ব্রজের বাসী।
নন্দ যশোমতি, হৈয়া উনমতি, কাঁদিয়া এথায় আসি ॥
গোপ-গোপীগণ, করয়ে রোদন, লোটাঞা অবনী মাঝ।
ব্রজবাসিকুল, হেরিয়া আকুল, উঠিলা নাগররাজ ॥

একথা শুনিয়া, বিভোর হইয়া, পড়িলা গৌরহরি।
পুলকে পূরিল সব কলেবর, ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥
কাঁহা মোর মাতা শ্রীদামাদি সখা, কাঁহা মোর গোপীগণ।
ইহা বলি কাঁদে, থির নাহি বাঁধে, মাধব আকুল মন ॥

২৬পদ। যথারাগ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা যমুনার কূলে।
কৃষ্ণদাস কোলে করি ভাসে প্রেমজলে ॥
কৃষ্ণদাস বোলে হের দেখ নন্দঘাট। বরুণে হরিয়া নন্দ নিল নিজপাট ॥
পিতার উদ্দেশে কৃষ্ণ জলে প্রবেশিলা। গোপ-গোপীগণ মেলি কাঁদিতে লাগিলা ॥
শুনি গোরাচাঁদের ধারা বহে দুনয়নে। সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া কাঁদেন আপনে ॥

২৭ পদ। কামোদ।

ছল ছল চারু নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল, গোরা কলেবর ধরণী ধরিতে নারে ॥
পহুঁ করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরেতে, অঙ্গ টলমল, গমনে ভুবন ভোরা ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করিয়া গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া আকুল হৃদয়, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥
চরণকমল, অতি সুচঞ্চল, অথির তাহার রীত।
বদনকমলে, গদ গদ স্বরে, গায় রাসকেলি গীত ॥
আহা আহা করি ভুজযুগ তুলি, বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি, ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোল ॥
মুরলী মুরলী খেনে খেনে বুলি স্বরূপ মুখ নেহারে।
শিখিপুচ্ছ বলি, উঠে ফুলি ফুলি, যদু কি বুঝিতে পারে ॥

২৮ পদ। আভিরী।

কীর্ত্তন লম্পট ঘম ঘন নাট। চলইতে আঁখি জলে নাহে রই বাট ॥
সুন্দর গৌরকিশোর। পূরব পীরিতি রসে ভৈগেল ভোর ॥
বলিতে না পারে মুখে অধিক বাণী। চলিতে ধরয়ে দাস গদাধরপাণি ॥
অরুণ চরণতল না বাঁধয়ে থেহ। কিবা জল কিবা থল কিবা বন গেহ।
জপে হরি হরি নাম আলাপে আভিরী। সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গী করি ॥

কি লাগিয়া কিবা করে কেবা জানে ওর। পতিত দুর্গত দেখি ধরি দেয় কোর॥
অজ ভব আদি দেব পদে করি নতি। যদু কহে কৃপা বিনে কে জানিবে মতি॥

২৯ পদ। তুড়ী—কন্দর্প তাল।

হেম সঞে রতি গোরা, সুমধুর হাস থোরা, জগজন নয়ন আনন্দ।
পীরিতি মূরতি কিয়ে, রূপ স্বরূপ ধর, ঐছন প্রতি অঙ্গ বন্ধ॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ।
কামিনী কাজ কলিত তছু মানস গতি অছু গজ জিনি মন্দ॥ধ্রু॥
মাঝ দিনহি পুন, বসনে আবৃত তনু, কহ কহি পূজব সুর।
পুলক ঘাম স্বরভঙ্গ অনুপাম নয়নহি জল পরিপূর॥
বাম ভুজহি বসনে মুখ ঝাঁপই বামনয়নে ঘন চায়।
রাধামোহন দাস, চিতে অভিলাষই, সোই চরণ জনু পায়॥

৩০ পদ। বিভাস।

সহজে গৌরপ্রেমে গর গর, এ রাঙ্গা যুগলআঁখি।
দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণ কিরণ দেখি॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ, সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কিবা সাজাইয়া কেন কৈল হেন রীতে॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু সুতা রসে ভেল ভোর।
হেন ছলে বলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর॥

৩১ পদ। মল্লার।

ভাবহি গদ গদ, কহত শচীসুত, কো ইহ আনন্দ ধাম।
নীল উতপল নিন্দি কলেবর, অপরূপ মোহন শ্যাম॥
সজনি, অদভুত প্রেম উন্মাদ।
ঐছন নব ভাব, দেখি ভকত সব, ভাবহি করত বিষাদ॥ধ্রু॥
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত, ক্ষণে ক্ষণে হাসত, বিপুল পুলক ভরু ভঙ্গ অঙ্গ।
নয়নক নীর ঢরকত ঝর ঝর যৈছন গঙ্গাতরঙ্গ॥
অনিমিখ নয়নেহি নীরখই দশদিশ ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন, সো পদ অনুক্ষণ, হোয় জনু বড় অভিলাষ॥

৩২ পদ। মল্লার—সমতাল।

হোরে দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী, রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু যৈছন মোতিম দাম॥

নয়নহি নীরবহ, কম্পই থির নহ, হাস কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে, ঘর সঞে আয়নু, ঠেকি গেনু শ্যামের হাত ॥
বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে, কাহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন, গোবৰ্দ্ধন লুটবি, তুঁহু বাট পার ॥
কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত, কিঙ্কর পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে, আনন্দে ডুবব, ও রস মাধুরী দেখি ॥

৩৩ পদ। কামোদ।

হের দেখ সজনি গৌরাঙ্গের অকূল নদী যেন ঝরয়ে নয়ান।
কোই ভাবে ভাবিত, অন্তর হেরি হেরি, ঝুরয়ে পরাণ ॥
সজনি ক্ষণে কহই বাত।
ঐছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ যৈ জানে নহে পরভাত ॥ধ্রু॥
তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই না পারব, নিকষয়ে পাপ-পরাণ।
কি করব কৈছনে, ইহ দুখ মিটব, তুরিতে করহ বিধান ॥
এত শুনি ভকতগণ কাঁদহি তহি করব অনুবাদ।
রাধামোহন দীন, কিছুই না জানত, অতয়ে যে করত বিষাদ ॥

৩৪ পদ। শ্রীরাগ।

যোমুখ জিতিল, কমল অতি নিরমল, সোঅব হেরিসে মৈলান।
যোবর অধর বিম্বফল নিন্দল, তছু রাগ হেরি আন ভাণ ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী, নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান ॥ধ্রু॥
কাঞ্চন বরণ, মলিন হেন হেরইতে, মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কহ সই যুকতি যাহে পুন গৌরক, বিরহক তাপ পলায় ॥
যৈছন ভাতি, ভকতগণ অনুভাবি, করতহি বিরহ হুতাশ।
নবদ্বীপচাঁদক, ভাবহি ঐছন, কহ রাধামোহন দাস ॥

৩৫ পদ। কামোদ।

আজুক প্রাতর কাঁদি শচীনন্দন, কহতহি গদ গদ বাত।
হেরে দেখ অকুর, লেই চলু প্রাণপতি, অবুধ গোপকুল সাথ ॥
সজনি কঠিন পরাণ নাহি যায়।
হেরইতে ও মুখ, নিমিখ দেই দুখ, সো অব বহু অন্তরায় ॥ধ্রু॥

কি করব গুরুজন, আর যত দুরজন, বারহ নাহ আগোরি।
ঐছন ভাতি কহই গৌরাঙ্গ পহুঁ, তৈখন পড়ল হি ভোরি॥
নয়নক নীর বহই জনু সুরধুনী, ঐছন হোয়ত ভাণ।
রাধামোহন কাঠ কঠিন মতি ও রস যতি করু গান॥

৩৬ পদ। সুহই।

আজু শচীনন্দন, নব বিরহিণী জনু, রহি রহি রোয় অনিবার।
কহে মঝু বল্লভ, কো হেরি নেওল, হিয়া গেহ করু আঁধিয়ার॥
আহা কানু যব ছোড়ি গেল।
কাহে এ পাষাণ হিয়া, ফাটি নাহি গেও তব, কাহে ম মরণ না ভেল॥ধ্রু॥
যছুকা গরবে হাম, গরবিণী গোকুলে, সো যদি বিছুরল মোহে।
বিনু নবঘন জল, আন নীরে কো ফল, চাতক পীয়ব বারি কাহে॥
চাঁদ চন্দিমা লাগি, চকোরিণী আকুলি, রাহু যদি গরাসল চাঁদে।
চকোরিণী পিয়াস, তবে কাহে মিটব, কাহে সোই হিয় থির বাঁধে॥
যদি প্রাণপিয় মোহে, ছোড়ি গেও মধুপুর হাম কাহে জীয়ব জীয়ে।
কহ রাধামোহন পহুঁ সঞে তেজব এ পরাণ কালকূট কিয়ে॥

৩৭ পদ। ধানশী।

যছু মুখলাবণি, হেরি কত কামিনী, হেরই মদন আগোর।
সো অব বরজক, রমণী-শিরোমণি, নব নব ভাবে বিভোর॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেমধনে, বিতরই জগজনে, তারল সকল সংসার॥ধ্রু॥
গদ্গদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ, নাগর করুণা সীম।
অখিল রসামৃত, সকল সুধাকর, বিদগধ গুণ গরীম॥
এত কহি তৈখনে, করল প্রিয়ক ফেরি, দশমী দশা পরকাশ।
কাঁদি ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত, কহ রাধামোহন দাস॥

৩৮ পদ। গুর্জ্জরী।

পুরবহি শচীসুত, ভাবহি উনমত পেখলু কত কত বেরি।
এবে দিনে দিনে পুন, নব শত গুণ, বাঢ়ল অব হাম হেরি॥
সজনি কোই না পাওই ওর।
হেরে দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে, ভূতলে পড়লহি ভোর॥ধ্রু॥

মধুর ভকতগণ তাবি বেয়াকুল, যব হরি বোলয়ে কাণে।
তবহি পুলকাকুল তনু যাহা উয়ল থির ভেল সকল পরাণে॥
ঐছন ভাব রতন পুন পূরল কাহুক কহি নাহি দেখি।
কাঠ পুতুল জনু কুহকে নাচাওত ঐছে রাধামোহন পেখি॥

৩৯ পদ। গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেন কাঁদে, না জানি ঠেকিলা পহুঁ কার প্রেমফাঁদে॥
তেজিয়া কালিন্দীতীর কদম্ব বিলাস। এবে সিন্ধুতীরে কেন কিবা অভিলাষ॥
যে করিল শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস। এবে সে কাঁদয়ে কেন করিয়া সন্ন্যাস॥
যে আঁখি ভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মুরছে। এবে কত জলধারা বাহিয়া পড়িছে॥
যে মোহন চূড়াফাঁদে জগত মোহিত। সে মস্তক কেশশূন্য অতি বিপরীত॥
পীতবাস ছাড়ি কেন অরুণ বসন। কালরূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ॥
কহে বলরাম দাস না জানি কারণ। তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ॥

৪০ পদ। বরাড়ী।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে। অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে॥
নাহি দিগ বিদিক্ নাহি নিজ পর। ধরিয়া কাঁদে পতিত পামর॥
শ্রীদাম বলিয়া পহুঁ মাগে পদধূলি। ভূমে পড়ি কাঁদে নিতাই নিতাই ভাই বলি॥
প্রিয় গদাধর কাঁদে রায় রামানন্দে। দেখিয়া গৌরাঙ্গ মুখ থির নাহি বাঁধে॥
কাঁদে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। আনন্দে চলয়ে সেহ বাল বৃদ্ধ নারী॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি। ভুবন মগন সুখে কাঁদে পশু পাখী॥
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত। বলরাম দাস মাত্র এ রসে বঞ্চিত॥

৪১ পদ। শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে। ভাবভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান। যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পূরুব চরিত যত পীরিতি কাহিনী। শুনি পহুঁ মুরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কাঁদে নাহি হয় থির। কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটী আঁখি। ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে বনের পশু পাখী॥
যার প্রেমে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ। বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ॥

৪২ পদ। ধানশী-দশকুশী।

ভাবাবেশে গৌরকিশোর।

স্বরূপের মুখে শুনি মানলীলা দ্বিজমণি, ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর ॥ধ্রু॥

রাধাকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলি নাচে ভুজদণ্ড, প্রেমধারা বহে দুনয়নে।

না বুঝি ভাবের গতি, ধীরে ধীরে করে গতি, গজরাজ জিনিয়া গমনে ॥

যাইয়া যমুনাতটে, বসি জলসন্নিকটে, ভাবনা করয়ে মনে মনে।

সে ভাব তরঙ্গ হেরি, কিছুই বুঝিতে নারি, রহিয়াছে হেট শ্রীবদনে ॥

বাসুদেব ঘোষ ভণে, অনুভব যার মনে, রসিকে জানয়ে রস মর্ম্ম।

অনুভব নাহি যার, বেস্থ নাহি হয় তার, বৃথা তার হইল এ জন্ম ॥

৪৩ পদ। শ্রীরাগ—বড় দশকুশী।

কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদাসে ধরি। অবশ হইল অঙ্গ বলিয়া কিশোরী ॥

রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনীধারা বহে অরুণ নয়নে ॥

তুমি হে মরম সখা পরম সুহৃৎ। আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত ॥

রাধা রাধা বলি প্রেমে হইনু বিকল। রাধারে আনিয়া মোরে দেখারে সুবল ॥

এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভাষ। গোপত গৌরাঙ্গ-লীলা হইল প্রকাশ ॥

৪৪ পদ। শ্রীরাগ—বড় দশকুশী।

রাধা বলি নাচে গোরা রাধা বলি গায়। হা রাধা হা রাধা বলি ইতিউতি ধায় ॥

রাধা বলি গোরা মোর নেত্রনীরে ভাসে। রাধা বলি ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে হাসে ॥

রাধা রাধা বলি গোরা করয়ে হুঙ্কার। দেহ রে সুবল মোর রাধা প্রেমাধার ॥

মোহন-মুরলী মোর রাধানামে সাধা। দেহ রে মুরলী করে ডাকি রাধা রাধা ॥

মরম জানহ ভাই এবে কেন দেরি। দেখারে রাধায় আনি নৈলে প্রাণে মরি ॥

প্রভু লৈয়া গৌরীদাস নামিলেন জলে। ছায়া দেখাইয়া অই তব রাধা বলে ॥

নিজ মুখপ্রতিবিম্বে ভাবি রাধামুখ। প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ ॥

এ রাধামোহন কহে গৌরীদাস বিনে। মনের মরম পহুঁর আর কেবা জানে ॥

৪৫ পদ। ধানশী।

পূর্ব্বভাব গৌরাঙ্গের হইল স্মরণ। পৌর্ণমাসী রাই সনে একদা গমন ॥

ব্রজে যাই পৌর্ণমাসী কহিছে কথন। দেখ রাই কৃষ্ণপ্রিয় এই বৃন্দাবন ॥

রাই কহে দেবি কিবা কর উচ্চারণ। কখন এমন নাম করি নাই শ্রবণ ॥

মধুতে মিশ্রিত কিবা অমৃতে গঠন। যে নাম শ্রবণে মত্ত হৈল মম মন ॥

সে ভাব হেরিয়া গোরা করেন নর্ত্তন। পুছে কি কহিল নাম কহ সর্ব্বক্ষণ ॥

৪৬ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গের ভাব কিছু বুঝন না যায়। ক্ষণে রাধা রাধা বলি ডাকে উভরায়॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর্ত্তনাদ করে। কত মন্দাকিনী ধারা নয়নেতে ঝরে॥
ক্ষণে কৃষ্ণভাবে গোরা বলে রাই রাই। ক্ষণে রাধাভাবে বলে কোথায় কানাই॥
অদভূত ভাবে বিভাবিত গৌরচন্দ্র। দেখি সঙ্কর্ষণ মনে লাগি রহু ধন্দ॥

৪৭ পদ। সুহই।

রজনী জাগিয়া গোরা থাকে। হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়। চঞ্চল নয়ানে সদা চায়॥
নমিত বদনে মহী লেখে। আঁখিজলে কিছুই না দেখে॥
লোচন কহে এই রস গূঢ়। বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মূঢ়॥

৪৮ পদ। কামোদ।

প্রাণ কিয়া ভেল বলি, কাঁদিতে গৌরাঙ্গ পহুঁ, নয়ান বহিয়া পড়ে ধারা।
দিবা নিশি অবশ অঙ্গ, অরুণ আঁখিয়া গো, ছল ছল জল চিরবিরহিণী পারা॥
সখি হে না বুঝিয়ে কি রস রাধার।
বিনোদ নাগর গোরা, ধূলা বেশ মাথে গো, চন্দন মাখা গায়ে আর॥ধ্রু॥
পূরুবের ভাব গোরা, বিলসই নিরবধি, তাহা বিনু আন নাহি ভায়।
সূক্ষ্ম পট্ট পরিহরি এডোর কৌপীন পরি, অকিঞ্চন বেশে গোরা রায়॥
ত্যজিয়া সকল সুখে, বিরলে বসিয়া থাকে, ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
এহেন গৌরাঙ্গ রীতি, বুঝই না পারই, কুমত এলোচন দাস॥

৪৯ পদ। ধানশ্রী দশকুশী।

গৌরীদাস সঙ্গে, কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, বসিলা গৌর হরি।
ভাবে হিয়া ভোর, ঘন দেয় কোর, দোঁহে গলা ধরাধরি॥
ভাব সম্বরিয়া, প্রভুরে বসাঞা, গৌরী দাস গৃহ হৈতে।
চম্পকের মাল, আনিয়া তৎকাল, গলে দিল আচম্বিতে॥
চম্পকের হার, চাহে বারে বার, আমার গৌর রায়।
রাধার বরণ, হইল স্মরণ, প্রেমধারা বহে গায়॥
প্রভু কহে বাস, শুন গৌরীদাস, মনেতে পড়িল রাধা।
বাসু ঘোষ কয়, রাই রসময়, দেখিতে হইল সাধা॥

৫০ পদ। ভাটিয়ারি দশকুশী।

গৌরী দাস করি সঙ্গে, আনন্দিত তনু রঙ্গে, চলি যায় গোরা গুণমণি।
ভাবে অঙ্গ থরহরি, দুনয়নে বহে বারি, চাহে গৌরী দাসের মুখখানি॥
আচম্বিতে অচৈতন্য, প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য, পড়ি গেলা সুরধুনীতীরে।
গৌরী দাস ধীরে ধীরে, ধরিয়া করিল কোরে, কোন দুখ কহত আমারে॥
কহিবার কথা নয়, কেমনে কহিব তায়, মরি আমি বুক বিদরিয়া।
বাসু কহে আহা মরি, রাধা ভাবে গৌরহরি, ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া॥

৫১ পদ। পাহাড়ী।

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে, নয়নে গলয়ে লোর॥ধ্রু॥
হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, গদ গদ মৃদু কহে।
"সকল অকাজ, করে মনসিজ, এত কি পরাণে সহে॥
অবলা নারীরে করে জর-জর, বুকের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন, পূরুব বচন, অবনত মুখশশী॥"
প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা, মরম কেহ না জানে।
পূরুব চরিত সদা বিভাসিত, দাস নরহরি ভণে॥

৫২ পদ। মল্লার।

কৃষ্ণ ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে। ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে॥
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি। ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি॥
সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ। মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
রাধা ভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে। অনিমিখে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে।
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে। না বুঝয়ে ইহ নরহরি দাসে॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ)

১ পদ। কামোদ।

সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উরে কর ধরি ফুকরি, ফুকরি, হা নাথ বলিয়া কাঁদে ॥ ধ্রু॥
গদাধর মুখে ছল ছল চোকে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, থির নয়নে নেহারি ॥
বিরহ অনলে, দহয় অন্তর, ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব, কোথাবা যাইব, কিছু নাহি বোলে কেহ ॥
কহে হরি দাস, কি বলিব ভাষ, কেন হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পীরিতে, সতত সে রসে ভোরা ॥

২ পদ। সুহই।

আবেশে অবশ গোরার ঢুলু ঢুলু আঁখি। পদনখে থাকি থাকি কি জানি কি লিখি।
কি ভাবে ভাবিত সদা নাহি বুঝি গোরা। পূরুব পীরিতি রসে বুঝি হৈল ভোরা।
দীন নয়নে অবনত-মাথে রহে। থাকি থাকি গদাধরের মুখপানে চাহে ॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত দাঁড়াল বাম পাশে। শ্যাম বামে রাই যেন কহে জ্ঞানদাসে।

৩ পদ। মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরাচাঁদ। হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ ॥
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস বিলাস ॥
কি কহব পহুঁক চরিত। রোদইতে উদয় পীরিত ॥
পলকই প্রেম অঙ্কুর। প্রতি অঙ্গে সুখ ভরপূর ॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন। সঘনে প্রেম বরিষণ ॥
পুলকবলিত সব তনু। কেশর কদম্ব ফুল জনু ॥
করুণায় কাঁদে সব দেশ। জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ ॥

৪ পদ। ভাটিয়ারি।

শচীর নন্দন গোরাচাঁদ। সকল ভুবন-মনোফাঁদ ॥
নব অনুরাগে ভেল ভোর। অনুখন কত নয়নে বহে লোর ॥
পুলকে পুরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ক্ষণে উতরোল ॥
ঐছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ। পরমানন্দ কহে প্রেম-তরঙ্গ ॥

৫ পদ। ভূপালী।

দেখ দেখ গোরাচাঁদে।
কাঞ্চন রঞ্জন, বরণ মদন, মোহন নটনছাঁদে ॥ধ্রু॥
পূরব পীরিতি কহে। কিশোর বয়সে, ভাবের আবেশে, পুলক পূরল দেহে ॥
কে জানে মরম ব্যথা। যমুনা পুলিন, বন বিহরণ, কহয়ে সে সব কথা ॥
নীরজনয়নে নীর। রাধার কাহিনি, কহয়ে আপনি, তিলেক না রহে থির ॥
গদাধর করে ধরি। কাঁদন মাখন, কহিতে বচন, বোলে হরি হরি হরি ॥
ভাবে জর জর তনু। ছুটল মাতল, কুঞ্জরগমনে, বানর দলন জনু ॥
ক্ষণে হাসে কাঁদে নাচে। অধর কম্পিত, রহয়ে চকিত, খেনে প্রেমধন যাচে।
এ যদুনন্দন কহে। তুমি কি না জান, গোকুলমোহন, গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে ॥

৬ পদ। ধানশী।

কাহেত গৌরকিশোর।
জাগত যামিনী, জনু ব্রজকামিনী, নব নব ভাবে বিভোর ॥ধ্রু॥
কাঞ্চন বরণ, পুন ভেল বিবরণ, গদ গদ হরি হরি বোল।
মুখ অতি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে, মনমথ-মথন হিল্লোল ॥
স্বেদ কম্প অরু, অঙ্গে পুলক ভরু, উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস, বহত লুঠত মহী, নয়নহি বহে ঘন নীর ॥
ঐছন ভাতি, করত কত বিতরণ, প্রেমরতন বরদিনে।
আপন করম দোষে, ও ধনে বঞ্চিত, রাধামোহন দীনে ॥

৭ পদ। ধানশী।

কাঞ্চন কমল, নিন্দি মুখ সুন্দর, কাহে পুনঃ কামর তেলি।
করতলে সতত করই অবলম্বন, ছোড়ল কৌতুক কেলি ॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
অভিনব ভাবে বেকত কিয়ে করতহি, কিয়ে ইত সকল প্রকাশ ॥ধ্রু॥

কহতহি গদ গদ, কৈছনে বিছুরব, ভেল শোহে শ্যামর রায়।
ইহ দুখ হাস কহিয়ে নাহি পারিয়ে, হৃদি নৈয়া কৈছে বাহিরায়॥
ক্ষণে করু খেদ, ক্ষণে নিরবেদ, অসূয়াদি কতয়ে সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী, কিছু নাহি বুঝল, ওরূপ জগমনোহারী॥

৮ পদ। বরাড়ী।

লাখবাণ হেম জিতি, অপরূপ গোরা জ্যোতি, দিশই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেমতপত তপততনু, নব অনুরাগিণী ভাঁতি॥
ইহ দুঃখ বড়ই হামারি।
ও সুখময়তনু, মদনমোহন জনু, তাহে এত কো সহু পারি॥ধ্রু॥
কোই জন মুখভরি, যব কহু হরি হরি, তব বহ শ্বাসতরঙ্গ।
সজল কমলদল, পরশে ভসম তুল, দেখি মবু কাঁপই অঙ্গ॥
ঐছন ভাতি ভকতগণ তছুগুণ, অহর্নিশি করত আলাপ।
রাধা-মোহন পুনঃ, ও রস না বুঝিয়ে, মনহি করত অনুতাপ॥

৯ পদ। সুহই।

কানু কানু করি কাতরে কাঁদই, কত কত করুণা ছাঁদে।
খনে খনে খরতর, খেদ বিখাদ করু, খনমি খনমি থির নাহি বাঁধে॥
গোকুল গোপ-গেহিনী জনু গোরা।
ঘন ঘন ঘোর বিঘটন ঘোষয়ে, নবঘন ভাবে বিভোরা॥ধ্রু॥
চঞ্চল চারু লোচনে, বিলোচনে, বিরহিণী ভাব পরচার।
ছল ছল আঁখে, ছাড়ত দীঘ নিশ্বাস, জনু হিয়া ভেল ছারখার॥
ঝর ঝর ঝরত, ঝলকে ঝলকে লোর, জনু ভেল ঝামর দেহা।
এ রাধামোহন মনে অনুমানিয়ে, গোরা সনে গোপত লেহা॥

১০ পদ। কানড়া—বড় দশকুশী।

আজু হাস পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র। করতলে করই বয়ন অবলম্ব॥
পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন কমলসুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ। এ রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

১১ পদ। বরাড়ী।

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। হরিনাম জপে নিরন্তরে॥
সব অবতার শিরোমণি। অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি॥

সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। এবে ধূলি বিনু আন নাহি ভায়॥
মণিময় রতন ভূষণ। স্বপনে না করে পরসন॥
ছাড়ল লখিমী বিলাস। কিবা লাগি তরুতলে বাস॥
ছোড়ল মোহন করে বাঁশী। এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
বিভূতি করিয়া প্রেমধন। সঙ্গে লই সব অকিঞ্চন॥
প্রেমজলে করই সিনান। কহে বাসু বিদরে পরাণ॥

১২ পদ। কেদারা।

না জানিয়া না শুনিয়া পিরীতি করিনু গো, পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন বরিষয় গো, ঐছন ঝুরয়ে দুটী আঁখি॥
এই যে আমারে দেখ মানুষ আকারে গো, মনের আগুণে আমি পুড়ি।
তুষের অনল যেন পুড়িয়া রয়েছে গো, পাকাইয়া পাটুয়ার ডুরি॥
আধুয়া পুকুরের যেন ক্ষীণ হেন মীন গো, উকাস ছাড়িতে নাহি চাই।
বাসুদেব ঘোষে কহে ডাকাতের পিরীতি গো, তিলে তিলে বঁধুরে হারাই॥

১৩ পদ। বিভাস।

আজু প্রেমক নাহি ওর। স্বপনহি শুতল গোরকি কোর॥
পহুঁ মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর। চরকি চরকি বহে লোচনে লোর॥
উচকুচ কাজরে হারে উজোর। ভীগল তিলক বসন রুচি মোর॥
মিটল অঙ্গ বেশ বহু খোর। বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥

১৪ পদ। সুহই।

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরাচাঁদ না দেখিলে, মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেমকান্তি কলেবর, হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥
পলকে না হেরি তায়, পাজর ধসিয়া যায়, ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের তুলি দিয়ে, অন্তর বাহির হিয়ে, না জানি তার কত ধারধারি॥
সুরধুনীর নীরে যেয়ে, কুল দিব ভাসাইয়ে, অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সমুখে করি, দেখিব নয়ান ভরি, বাসু নাহি চায় আন কাজে॥

১৫ পদ। কামোদ।

কুসুমিত কানন, হেরি শচীনন্দন, ভারত কাহে ঘন শ্বাস।
ক্ষণে করতলে, অবলম্বই মুখশশী, ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস॥
দেখ নবভাব তরঙ্গ।
যো অভিলাষহি, প্রকট নবদ্বীপে, তাকর নাহিক ভঙ্গ॥ধ্রু॥

চঞ্চল নয়নে, চাহে চপলমতি, গতিজিত মত্ত গজরাজ।
পুন পুন ঐছন, হেরত ফুলবন, কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ॥
ঐছন ভাঁতি করি, তারল জগজন, ভাসায়ল প্রেমামৃত-দানে।
রাধামোহন, বিন্দু না পাওল, আপন করম বিধানে॥

১৬ পদ। জয়জয়ন্তী।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। কত সুরধুনী বহে অরুণনয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥

১৭ পদ। পাহিড়া।

কি মধুর মধুর, বয়স নব কৈশোর, মূরতি জগমনহারী।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরাতনু, আকুল কুলবতী নারী॥ ধ্রু॥
বিফল উদয় করে, গগনে সে শশধরে, গোরারূপে আলা তিন লোকে।
তাহে এক অপরূপ, যেবা দেখে চাঁদমুখ, মনের আঁধার নাহি থাকে॥
চলচল প্রেমমণি, কিয়ে থির দামিনী, ঐছন বরণক আভা।
তাহে নাগরালী বেশ, ভুলাইল সব দেশ, মদনমনোহর শোভা॥
যতী সতী মতি হত, শেষ যেন কুলব্রত, আইল ভুবন-চিত-চোর।
হরেকৃষ্ণ দাসে কয়, গোরা না ভাজিলে নয়, এধর কারণে দেহ ডোর॥

১৮ পদ। শ্রীরাগ বা ধানশী।

পৌগণ্ড বয়স শেষে গৌরাঙ্গ সুন্দর। ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটী। বুঝিতে নারিনু এই তার পরিপাটী॥
বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়। মধুর মধুর স্মিত বুঝিল না হয়॥
কুন্দ কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি। রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতূহলি॥

১৯ পদ। সিন্ধুড়া।

কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন, করতলে নখশশী ঝাঁপি।
অনুভাবে বেকত করত কত অনুরাগ, তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥
অপরূপ গৌরবিলাস।
যো বর ভাব, বিভাবিত অন্তর, সোই রতিক পরকাশ॥ ধ্রু॥

ঘামহি ভীগল, সকল কলেবর, বিবরণ দীশই কাঁতি।
নয়নক নীরহি সিঁচল ভূতল, শাঙল মেঘক ভাঁতি।
গদ গদ কণ্ঠে করত হরিকীর্ত্তন অদ্ভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ, কুহকে নাচায় জনু, না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ ॥

২০ পদ। বিহাগড়া।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম।
যো রূপ লাবণি, দেহ সুগঠনি, দেখি ঝুরে কোটি কাম ॥ধ্রু॥
সোই ভাব ভরে ক্ষীণ দীশই, পরম দুবর দেহ।
তবহুঁ দীপিত উজর ঐছন, বৈছন চাঁদকি রেহ ॥
শ্যাম নব রস করত কীর্ত্তন, স্মরই ও নব রূপ।
তেজি অহনিশি ভ্রমই দশদিশি স্নাত নবরস কূপ ॥
ঐছে নিতি নিতি বিহরে দ্বিজপতি, আশু পূরুবক প্রেম।
রাধামোহন চিতহিঁ অনুমান, ও রূপ জগজনে ক্ষেম ॥

২১ পদ। বেলাবলী।

আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজে পেখলুঁ, নব নব ভাবে বিভোর।
দিনরজনী কিয়ে, কছু নাহি জানত, নয়নহি অবিরত লোর ॥
সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ।
ঐছন প্রেম কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে, নিরুপম নবরস কন্দ ॥ধ্রু॥
শত শত ভকত উচকরি বোলত, কছুই না শুনত বাত।
হুহুংকৃতি শবদ করত পুন ঘন ঘন, প্রেমবতী নারীক যাত ॥
হরি হরি শবদ কাণহি যব পৈঠত, তবহি ডারত ঘনশ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে, কহ রাধামোহন দাস ॥

২২ পদ। শ্রীরাগ।

পহুঁ করুণাসাগর গোরা।
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর, হেরিয়া ভুবন ভোরা ॥ধ্রু॥
হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি, গদাধর হেরি ভোর ॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করত, গরজে গভীর নাদে।
পণ্ডিত দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥

২৩ পদ। সুহই।

দেখি গোরা নীলাচল নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইয়া গোপীভাবে। কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
"আমি তোমা না দেখিলে মরি। উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ। হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।" * কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান। বিরস সে সরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। কহে কিছু নরহরি দাস॥

২৪ পদ। সুহই।

রামানন্দ স্বরূপের সনে। বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি। খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে। বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে॥
ধ্বনি কাণে পশিয়া রহিল। বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে। দেখি এই গৌরাঙ্গবিলাসে॥

২৫ পদ। তুড়ী।

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়। বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে। কহে মুই ঝাঁপ দেই যমুনার নীরে॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি। দুকূলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস। মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

২৬ পদ। সুহই।

আরে মোর গৌর কিশোর। পূরব প্রেম রসে ভোর॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়। করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদ গদ ভায। ঘন বহে দীঘল নিশ্বাস॥
মরম না বুঝে কেহ মোর। কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
কেনবা এ প্রেম বাঢ়াইনু। জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইনু॥
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান। নরহরি মলিন বয়ান॥

---

* চণ্ডীদাসের এই পদের সহিত ভাবের ও ভাষার ঐক্য আছে—"যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা, এবে তোমা দেখিতে সন্দেহ।"

(.)'কহয়ে পাঠান্তর'।

২৭ পদ। সুহই।

কনক চম্পক গোরা চাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে॥
ক্ষণে উঠে কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়রে সদা গালি॥
কহে ধিক বিধির বিধানে। এমত জোটন করে কেনে॥
কোন ভাবে কহে গোরা রায়। নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

(অভিসার, রসোদ্গার ও উৎকণ্ঠিতা।)

১ম পদ। কামোদ।

গৌরাঙ্গ-চরিত কিছু কহনে না যায়। পূরব সোঙরি প্রভু মৃদু মৃদু ধায়॥
নিজ জনে কহে চল সুরধুনীতীরে। পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছন বচন সবে রচন করিয়া। অগোর চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া॥
নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি। কহে বিশ্বম্ভর গোরার যাই যে নিছনি॥

২ পদ। মল্লার।

বিরলে বসিয়া গোরারায়।
আপাদ মস্তক, পুলকে পূরিত, প্রেমধারা বহি যায়॥ ধ্রু॥
সহচরগণে, কহয়ে বচনে, রহিতে নারিএ ঘরে।
নন্দের নন্দন, পাই দরশন, তবে সে পরাণ ধরে॥
কস্তূরি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, গলে নীলমণি মালা।
এ সাজ সাজয়ে, অঙ্গের ছটায়ে, ভুবন করিল আলা॥
দেখিয়া গৌর, ভাবিয়া অন্তর, বসনে ঝাঁপয়ে তনু।
চাঁচর চিকুর, বেড়ি নানা ফুল, জলদে বিজুরী জনু॥
সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ সুন্দর, সুরধুনী তীরে চলে।
ভাবাবেশে মন, আকুল বচন, এদাস মোহন বলে॥

৩ পদ। সারঙ্গ।

লাখবাণ হেমচম্পক জিনি গোরাতনু, লাবণি অবনী উজোর।
চন্দন চরচিত, মালতীমণ্ডিত, হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহি আজু গৌরকিশোর।
বসনহি ঝাঁপি নিজ আপাদ-মস্তক যাঅত সুরধুনী ওর॥ ধ্রু॥
বামনয়নে ঘন, চাহত দশদিশ, বামপদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে, বসন আগোরই, গজগতি চলু অনিবার॥
গদগদ শবদে, করত হরিকীর্ত্তন, অনুমানি মুখশশী ছাঁদে।
রাধামোহন দাস, না বুঝিয়ে ও রস, নিজ দোষ ভাবিয়া কাঁদে॥

৪ পদ। মল্লার।

কাণ পাতি গৌরহরি।
বলে অই শুন, নিকুঞ্জ মন্দিরে, বাজিছে শ্যামের বাঁশরী॥ধ্রু॥
মুরলীর নাদ, কাণেতে পশিয়া, মরমে বাজিল মোর।
আয় সখি আয়, গৃহে থাকা দায়, যাওব বঁধুর ওর॥
শ্যাম অভিসারে, যাওব এখনি, কলঙ্কে নাহিক ডরি।
বঁধুয়া নিকুঞ্জে, আমি গৃহমাঝে, কভু কি রহিতে পারি॥
ইহা বলি মুখে, অরুণ বসনে, আবরি সকল অঙ্গ।
ধায় গোরাচাঁদ, এ রাধামোহন, পাছে ধায় তার সঙ্গ॥

৫ পদ। কামোদ।

ব্রজ-অভিসারিণী ভাবে বিভাবিত, নবদ্বীপচাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন করত পুলকি তনু, নয়নহি আনন্দ-লোর॥
দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু অবতার।
তঁহি পুন নিমগন, নাহি জানে রাতি দিন, বুঝি সো মহাভাব সার॥ধ্রু॥
নিশবদ মণ্ডন, অঙ্গহি পহিরণ, গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন ভাণে, চকিত বিলোকনে, পাওল সুরধুনীতীর॥
কেবল কৃষ্ণনাম-গুণকীর্ত্তন করতহি, পরম আনন্দে।
রাধামোহন দাস, আশ রাখত জানি, সো প্রভু চরণারবিন্দে॥

৬ পদ। কামোদ।

গোরাচাঁদ রাধার ভাবেতে ভোরা।
অভিসারভাবে, যায় ত্বরা করি, যেন পাগলিনী পারা ॥ ধ্রু ॥
এ দিক্ ও দিক্, চৌদিক্ নেহারে, থমকি থমকি চলে।
কাঁহা শ্যাম বঁধু, কাঁহা কুঞ্জবন, রহিয়া রহিয়া বোলে ॥
সব ভক্তগণ, ধাওল পশ্চাতে, উচরি শ্যামের নাম।
সে নাম শুনিয়া, মুচকি হাসিয়া, যায় গোরা প্রেমধাম ॥
বসন অঞ্চল, ঘোঙুটের মত, করিয়া দেওল মাথে।
সে ভাব দেখিয়া, এ রাধামোহন, চলু গোরা সাথে সাথে ॥

৭ পদ। যথারাগ।

চলু নব নাগরীমালা। গোরারূপ হিয়া উজিয়ারা ॥
গুরুজন ভয় নাহি মান। হেরইতে কয়ল পয়ান ॥
অপরূপ সুরধুনীতীর। বহতহিঁ মলয় সমীর ॥
সকল ভকতগণ মাঝ। নাচত গোরা দ্বিজরাজ ॥
হেরি সবে চমকিত ভেল। নয়ন নিমিখ হরি গেল ॥

৮ পদ। মায়ুর।

কাঁচা কাঞ্চন কান্তি কলেবর, চাহনি কোটি সুধীর।
অতি সুখ বসনহি, আবৃত সব তনু, যায়ত সুরধুনীতীর ॥
সজনি গৌরাঙ্গ নখই না পারি।
চাঁদকিরণ সনে, মিলল গৌরদ্যুতি, গজগতি চলু অনিবারি ॥ ধ্রু ॥
নারীক যৈছন, বামচরণ আগু, ঐছন করত সঞ্চার।
কৈছন ভাব, কি রীতি অছু অন্তর, কছু নাহি বুঝিয়ে পার ॥
চকিত বিলোচনে, চাহই দশদিশ, অলখিত দ্বিজমুখ হাস।
সো পহুঁ চরণ, শরণ কিয়ে পাওব, ইহ রাধামোহন দাস ॥

৯ পদ। বিভাস।

আবে মোর গৌরকিশোর। রজনী বিলাসরস ভাবে বিভোর ॥
কহইতে গদগদ কহই না পার। নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার ॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ-নয়ান। কহই সরস রস বিরস বয়ান ॥

চকিত নয়নে পহুঁ চৌদিক্‌ নেহারে। চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে ॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়। এ রাধামোহন পহুঁ গোরাগুণ গায় ॥

১০ পদ। বিভাস।

অপরূপ গোরাচাঁদে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে, তার গুণ কহি কাঁদে ॥ধ্রু॥
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা, পুলক পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে, উথলে ভাবতরঙ্গ ॥
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, যে লাগি আইলা এথা ॥

১১ পদ। মল্লার।

এহেন সুন্দর বেশ কেন বনাইলুঁ। নিরুপম গোরারূপ দেখিতে নারিলুঁ ॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল। নিশ্চয় জানিলুঁ মোরে বিধি বিড়ম্বিল ॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন। গৌর বিনু কার অঙ্গে করিব লেপন ॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া দিব কার মুখে। বাসু ঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুঃখে ॥

১২ পদ। কেদার।

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চব রে, মোহে বিমুখ নটরাজ।
নব অনুরাগে, আশ নাহি পূরল, বিফল ভেল সব কাজ ॥
সজনি কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত, যুগ বহি যায়ত, ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ ॥ধ্রু॥
গুরুজন গৌরব, দূরে হি ডারলুঁ, গৌর-প্রেমরস লাগি।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চল, মঝু ভালে দেয়ল আগি ॥
প্রেমরতন ফল, জগভরি বিথারল, হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগে, ভরমে হাম ভুলল, বাসু ঘোষের না পূরল আশ ॥

১৩ পদ। বিভাস।

গৌরবরণ, হিরণকিরণ, অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল, নয়নযুগল, প্রেমধারা বহি যায় ॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ-দ্বিজরাজ।
ভাবে বিভোর, সদা গরগর, মধুর ভকত মাঝ ॥ধ্রু॥

কহয়ে আবেশে, পুরুব বিলাসে, মধুর রজনী-কথা।
অমিয়া ঝরণ, ঐছন বচন, হরল মনের ব্যথা॥
শুনি হরষিত, সকল ভকত, প্রেমের সাগরে ভাসে।
সে সব সোঙরি, কাঁদয়ে গুমরি, দীন গোবর্দ্ধন দাসে॥

১৪ পদ। বিভাস।

উঠিয়া বিহান বেলি। সকল ভকত মেলি।
ভেটিল গৌরাঙ্গচাঁদ। ত্রিভুবন মন-ফাঁদ॥
বিরলে বসিয়া গোরা। ব্রজভাবে হয়ে ভোরা॥
কহে সে শ্যাম নাগর। শুধই রসসাগর॥
মো সঞে নিকুঞ্জ বাস। কয়ল নানা বিলাস॥
আদরে মু কৈল কোলে। তুষিল মধুর বোলে॥
কি সুখ সে হরি হরি। বালাই লইয়া মরি॥
কহে গোবর্দ্ধন দাস। এ দীনের পূরিবে কি আশ॥

১৫ পদ। বিভাস।

অতি উষাকালে, শেজ তেয়াগিয়া, উঠিলেন গৌরবিধু।
বিগলিত বেশ, আলুথালু কেশ, জনু নব কুলবধূ॥
ভকতগণেরে, হেরিয়া নিয়ড়ে, সাহসে তুলিয়া মাথা।
ঢালে জনু মধু, কহে মৃদু মৃদু, রজনী বিলাস কথা॥
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি অপার, কহিতে সজল আঁখি।
করে আহা আহা, বলে পিয় কাঁহা, উড়িল কি প্রাণপাখী॥
মনোভাব যাহা, অনুভবি তাহা, কহে গোবর্দ্ধন দাসে।
আসিলে রজনী, পাবে গুণমণি, শুনি গোরা সুখে ভাসে॥

১৬ পদ। বিভাস।

দেখ দেখ গৌর প্রেম-রসধাম।
পদনখে জিতল, কতহুঁ শশিকুল, লাখ লাখ মদযুত কাম॥ধ্রু॥
চকিত বিলোকনে, সব দিশ চাহই, ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।
আপাদ-মস্তক পুলকহিঁ পূরিত, নিরুপম ভাব তরঙ্গ॥
খেনে মৃদু হাসি কহই সো পিরীতি, যৈছন হেম দশবাণ।
"শ্যাম নাগর মোর, প্রাণ-মনোহর" কহইতে ঝরয়ে নয়ান॥

ভাবহি বিবশ কহই বরজরস, অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার মহাভাব অবতার, ভণ রাধামোহন দাস ॥

১৭ পদ। বিভাস—লোফা।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু। পুরুব প্রেমরস কহই মধু ॥
ভাবভরে গদগদ আধ আধ বাণী। অমিয়ার সার যেন পড়ে থানি থানি ॥
পুলকে পূরল তনু পিরীতি রসে। ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে।
আনন্দজলে ডুবে নয়ন রাতা। রাধামোহন দাসের শরণদাতা ॥

১৮ পদ। ধানশী।

আপন জানি বনায়লুঁ বেশ। বাঁধল যতনে উদাস করি কেশ ॥
চন্দন-তিলক দেয়ল মঝু ভাল। কণ্ঠে চড়ায়ল মোতিম মাল ॥
মৃগমদ চিত্র কয়ল কুচমাঝ। অঙ্গহি অঙ্গ বনায়লুঁ সাজ ॥
গৌরক লেহ কহনে না যায়। বাসুদেব ঘোষে রস ওর নাহি পায় ॥

১৯ পদ। ধানশী বা ভূপালী-দশকুশি।

সুরধুনীতীরে নব ভাণ্ডীর তলে। বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে ॥
রজনী কৌমুদী আর হিম-ঋতু তায়। হিম সহ পবন বহয়ে মন্দ১ বায় ॥
তাঁহি বৈঠহি২ পহুঁ ললিত শয়নে৩। হেরই দশদিশ৪ চকিত-নয়নে৫ ॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে। বাসক সজ্জার ভাব বাসু ঘোষ কহে ॥

২০ পদ। মঙ্গল।

সুরধুনীতীরে তরুণতর তরুতল তলপিত মালতীমালে।
বৈঠি বিনোদবর, বাসিত কুঙ্কুমে, তিলক বনাঅত ভালে ॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
গোকুল-নায়ক বিহরই নবদ্বীপে, তরুণী ভাব পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
চমৎকৃত চারু চন্দ্র যুত চন্দন, চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজবর ভাব বিভাসিত অন্তর, ঐছে ভকতগণ সঙ্গে ॥
বাকা রজনী রবজীকর রমণক, রাতুল পদনখ ফাঁদে।
রাধামোহন দুষ্ট দ্বিরেফ, চিতদমন৬ দাস করি বাঁধে ॥

(১) মৃদু (২) রচয়ে (৩) শয়াম (৪) ঘন ঘন (৫) নয়ান (৬) মদন—পাঠান্তর।

২১ পদ। সুহই।

অরুণ নয়নে ধারা বহে। অবনত-মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে। ভূমে গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
কমল পল্লব বিছাইয়া। রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসক সজ্জার ভাব করে॥
বাসু দেব ঘোষ তা দেখিয়া। বোলে কিছু চরণে ধরিয়া॥

২২ পদ। ধানশী।

কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ সাজয়ে অঙ্গের সাজে॥
আপন বপুর ছাহ হেরিয়া চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ, এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল-নয়নে, চাহে পথ পানে, কহে গদ গদ ভাষা॥

২৩ পদ। ধানশী।

পালঙ্ক উপরে গৌরাঙ্গ সুন্দর, বসিয়া বিরসমনে।
রাধার ভাবেতে, ভাবিত অন্তর, বাসক সজ্জার ভাণে॥
কহে শ্যাম বঁধু, আসিবে বলিয়া, শেজ সাজাইনু ফুলে।
গতপ্রায় নিশি, কোথা কালশশী, রজনী গেল বিফলে॥
না আসিল কালা, আর প্রেমজ্বালা, কত বা সহিবে প্রাণে।
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পিরীতি, সে শ্যাম নিঠুর সনে॥

২৪ পদ। সুহই।

স্বরূপের কাছে গৌরহরি। কাঁদি কহে ফুকরি ফুকরি॥
বৃথাই পাতিলুঁ প্রেমফাঁদ। কুঞ্জে না আয়ল কালাচাঁদ॥
টুপটাপ পড়িছে শিশির। রজনী ভেল ত সুগভীর॥
আশাপথ বৃথাই চাহিনু। বৃথা ইহ যামিনী যাপিনু॥
ইহা কহি ধরণী লোটায়। বাসু ঘোষ করে হায় হায়॥

২৫ পদ। কামোদ।

স্বরূপের করে ধরি, ব'লে কাঁদি গৌরহরি, বিহনে আমার শ্যাম রায়।
বিফলে বঞ্চিলু নিশি, অতমিত ভেল শশী, এ পরাণ ফাটি মনু যায়॥

কোথায় আমার শ্যাম বঁধু।
ফুল-শেজ বাসি ভেল, ফুলহার শুখাওল, না মিলল শ্যাম-প্রেমমধু ॥ধ্রু॥
চল রে স্বরূপ চল, যাই সুরধুনী জল, এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক্ কুলমান, আর না রাখিব প্রাণ, তেজিব সলিলে ঝাঁপ দিয়া ॥
আমার সে কালশশী, কার কুঞ্জে বঞ্চে নিশি, কাঁহে মুঝে ভেলত বৈমুখ।
বাসু দেব ঘোষ কহে, এ দুখে পরাণ দহে, কাঁহা মিটায়ব হিয়াদুখ ॥

২৬ পদ। গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর। নিজ রসে ভেল ভোর ॥
অবনত করি মুখ। ভাবয়ে পূরুব দুখ ॥
বিহি নিকরুণ ভেল। আধনিশি বহি গেল ॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা। নিজ রসে ভেল ভোরা ॥

২৭ পদ। ভৈরবী।

হেম-দরপণি, গৌরাঙ্গ-লাবণি, ধূলায় ধূসর কাঁতি।
আসন বসন, তেজিয়া রোদন, ব্রজবিলাসিনী ভাঁতি ॥
হরি হরি বলি, প্রাণনাথ করি, ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব, কাহারে কহিব, পরাণ ফাটিয়া উঠে ॥
সহচরগণে, করিয়া রোদনে, কহয়ে বদন তুলি।
আমার পরাণ করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি ॥
নরহরি দাসে, গদ গদ ভাসে, কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর।
আন ছলে বুলে, উদ্ধারে সকলে, সদা রাধাপ্রেমে ভোর ॥

২৮ পদ। কেদার।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
যছু গুণ গানে, গবাশনগণ সঞ্জে, গরব হি পাঅল পার * ॥ধ্রু॥
গোপীগণ-প্রাণবল্লভ যোজন, সো শচী নন্দন হোই।
গোপীগণ গুণ গানে, গৌর পুনঃ হোই, রজনী বলি রোই ॥ †

---

* যাহার গুণগানে সবান্ধবে চণ্ডালও ভবার্ণব সাগরের পার হয়।

† গোপীগণানাং গুণগ্রামাদ্ গৌরবর্ণো ভূত্বা রাত্রৌ বলিপ্রস্তুতবেশং কৃত্বা রোদনমুৎকণ্ঠয়া করোতি। ইতি পদামৃতসমুদ্রঃ।

চৌদিকে চাঁদ, চাঁদনি চাহি চমকিত, চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে, কানু নাহি মিলল, বিফল কায় বিলাস॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহিঁ কীর্ত্তন, কান্তক কামন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন, ভাবে ভোর পহুঁ, ভণ যুগপাবন ধর্ম্ম।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা।

১ পদ। বিভাস বা তুড়ী।

আজি কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান॥
মুখচাঁদ শুখায়েছে কিসের কারণে। অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়। ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায়॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল। কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল।

২ পদ। বিভাস।

কি লাগি আমার গৌর রায়। আবেশে শ্রীবাসমন্দিরে যায়॥
কি ভাবে গোরা জাগিল নিশি। কি লাগি মলিন বদনশশী॥
অলসে এলাঞা পড়েছে গা। চলিতে না চলে কমল পা॥
গৌরবরণ ঝামর ভেল। নিশিশেষে কেবা এ দুখ দেল॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ। রাধার ভাবে বিভাবিত মন॥
পরসাদ কহে আমার গোরা। কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা॥

৩ পদ। বিভাস।

সহজে গৌর, প্রেমে গর গর, ফিরাঞা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণকিরণ দেখি॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া, কেবা সাজাইয়া, কেন কৈল হেন রীতে॥

এ রাধামোহন কহে বৃষভানুসুতা রসে পহুঁ ভোর।
হেন ছলে বুলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর॥

৪ পদ। সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়। পূরুব প্রেমভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ-নয়ন মুখ বিরস হইয়া। কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥
জানলুঁ তোহারে, তোর কপট পিরীতি। যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন। ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধা ভাবে হৈল হেন। পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন॥

৫ পদ। গান্ধার।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি। রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস বদনে কহে বাণী। আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরা রায়। এ দুখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে করয়ে সবিষাদ। নরহরি মাগে পরসাদ॥

৬ পদ। বিভাস-দশকুশি।

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন্ স্থানে।
বদন সরসী-রুহ মলিন যে হইয়াছে, সারা নিশি করি জাগরণে॥
তুয়া সনে কিসের পিরীতি।
এমন সোণার দেহ, পরশ করিল কেহ, না জানি সে কেমন রসবতী॥ধ্রু॥
নদীয়া নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছে ওহে, অবহি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনীতীরে গিয়া, মার্জ্জন করহ হিয়া, তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি, কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিঞা সাগরে ভাসি, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

৭ পদ। সুহই।

প্রেম করি কুলবতী সনে। এত কি শঠতা কানুর মনে॥
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল। ঘরের বাহির মুই আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন। তাই মুই আইনু কুঞ্জবন॥
বেশ বনাইনু কত মতে। আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে। রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥

স্বরূপেরে এত কহি গোরা। অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা ॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে। কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে ॥

৮ পদ। সুহই।

স্বরূপের করে ধরি গোরারায়। গালি কত পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায় ॥
সে শঠ লম্পট রতিচোর। কত না দুর্গতি করে মোর ॥
কুলমান সকলি নাশিল। পতি গেহে আনল ভেজাইল ॥
শেষে কালা মোহে পরিহরি। কেলি করে লৈয়া অন্যনারী ॥
মুই কি হইনু তার পর। ইহা কহি গৌরহরি কাঁদিয়া ফাঁফর ॥
বাসু কহে কি বুঝিব আমি। যার লাগি কাঁদ পহুঁ সেই ধন তুমি ॥

৯ পদ। বরাড়ী।

রোষভরে গৃহে পহুঁ আসি। মানে মলিন মুখশশী ॥
শেজ পাতি কয়ল শয়ান। বলে একি ছিয়ে ছিয়ে কান ॥
সব তেজি ভজিনু তোমারে। তাই বুঝি হেন ব্যবহারে ॥
আন সনে বিহারের সাধ। হাম কি করিনু অপরাধ ॥
হেরি হেন অহেতুক মানে।* হরি রাম হাসে মনে মনে ॥

১০ পদ। সুহই।

মানে মলিন মুখ-শশাঙ্ক, নয়নে ঝরত লোর।
অবনত মাথ, না কহ বাত, গৌরহরি পহুঁ মোর ॥
কোকিল কাকলি, ভোমরা গুঞ্জন, শ্রবণে পৈঠত যব।
দুহুঁ হাত তুলি, দুহুঁ কাণ ঝাঁপই, উহু উহু করি তব ॥
আকাশ পানে, ভরমে চাহিলে, দুহাতে ঝাঁপই আঁখি।
মাথাক কেশ, লুকায়ত বসনে, কালবরণ তছু দেখি ॥
কহে পহুঁ আর, না হেরব কাল, কাল মোহে দুঃখ দিল।
প্রেমদাস কহ, মানভরে গোরা, কাল সবহুঁ তেয়াগল ॥

---

* অহেতুক মানের লক্ষণ যথা:—"প্রেম্ণঃ কুটিলগামিত্বাং কোপায়ঃ কারণং বিনা।" (সাহিত্যদর্পণ) "দেখ দেখ সখি কুটক মান। কারণ কছু দুহুঁ বুঝই না পারই, তব কাহে রোখল কাণ।"(বিদ্যাপতি) কিন্তু পদাকর্ত্তা ইহাকে অন্যভাবে অহেতুক মান জানিয়া হাসিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, যিনি নায়িকা, তিনিই নায়ক, তবে কে কাহার উপর মান করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, আপনার উপর আপনি মান করিতেছেন, অতএব ইহাও অহেতুক মান।

১১ পদ। সুহই।

কি লাগি ধূলায় ধূসর, সোণার বরণ শ্রীগৌর:দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল, না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গচাঁদে।
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাণি ধরি কাঁদে॥ধ্রু॥
তিতিয়া গেয়ল সব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস॥

১২ পদ। পঠমঞ্জরী।

বরণ কাঞ্চন দশবাণ। অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে। অরুণ-নয়ানে ধারা বহে॥
ক্ষণে শির করতলে রাখি। ক্ষণে ক্ষিতি তল নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়। সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়॥
বাসু দেব ঘোষে গুণ গায়। নিশি দিশি আন নাহি ভায়॥

১৩ পদ। পঠমঞ্জরী।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া॥
পদনখে ক্ষিতিপর লেখি। নয়ন-লোরে নাহি দেখি॥
মানে মলিন মুখচাঁদ। হেরি সহচর মন কাঁদ॥
কাহে না কহ কছু বাত। প্রেমদাস শিরে দেই হাত॥

১৪ পদ। পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদনচাঁদ। হেরি সহচর-হৃদয় কাঁদ॥
অবনত করি রহয়ে শির। সঘনে নয়নে বহয়ে নীর॥
নখে গোরাচাঁদ লিখই মহী। থির নয়নে রহল চাহি॥
সঙ্গিগণে কছু না কহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত॥
কুয়ল বসন না পরে তায়। কাতরে শেখর দাঁড়ায়া চায়॥

১৫ পদ। সুহই।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে। কত সুরধুনী বহে অরুণ-নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়। ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না তায়। রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ না যায়। মানভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥

১৬ পদ। বরাড়ী।

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা। সুরধুনী-সিনানে চলিলা॥
রাধিকার ভাব হৈল মনে। ঘন চাহে কাল জল পানে॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে। কুপিত অন্তরে কিছু বলে॥
"ঢীট নাগর শ্যাম রায়। আন জন সহিত খেলায়।"
কোপ করি চলে নিজবাসে। কহে কিছু হরিরাম দাসে॥

১৭ পদ। পাহির্শা।

সকল ভকত মেলি, আনন্দে হুলাহুলি, আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুতিয়া আছে, কেহ ত নাহিক কাছে, নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি, ভুমেতে বসিয়া ফেরি, না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ, চমকিত হৈল মন, বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায়, কিছুই না বুঝা যায়, কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহ লহু লহু করে, মুখানি পাখালে নীরে, কেহ করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা, ভাবের মূরতি গোরা, বাসু ঘোষ মলিন বদন॥

১৮ পদ। তুড়ী।

মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর। ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গচাঁদ। অখিল জীবের মনে লোচন ফাঁদ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা। প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥
হাসিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক্ মোর বুদ্ধি। অভিমানে উপেখিলুঁ কানু গুণনিধি॥
হৈল মনের দুখ কি বলিব কায়। মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী। এ রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি॥

১৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বৈমুখ ভৈগেল॥
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি দুখ দেল॥
কাহে কহব ইহ দুঃখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরব গোরা মুখ। তব জীবনে কিয়ে সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান। গোরা বিনু না রহে পরাণ॥

২০ পদ। সুহই।

কেন মান করিনু লো সই। গোরা গুণনিধি গেল কই ॥
তেজিলাম যদি বঁধুযায়। কেন প্রাণ নাহি বাহিরায় ॥
আমি ত তেজিনু গৌরহরি। তোরা কেনে না রাখিলি ধরি ॥
এবে গেহ দেহ শূন ভেল। গৌর বৈমুখ ভৈগেল ॥
এবে কেন মিছা হা হুতাশ। বাসু কহে পুরিবেক আশ ॥

২১ পদ। সুহই।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল। অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল ॥
কি করিব কহ না উপায়। কেমনে পাইব সেই মোর গোরারায় ॥
কি করিতে কি না জানি হৈল। পরাণ-পুতলি গোরা মোরে ছাড়ি গেল ॥
কে জানে যে এমন হইবে। আঁচলে বাঁধিতে ধন সায়রে পড়িবে ॥
চৈতন্য দাসের সেই হৈল। পাইয়া গৌরাঙ্গচাঁদ না ভজি পাইল ॥

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

——(*)——

(বিরহ)

১ পদ। সুহই-কন্দর্প।

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। কে আইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান ॥
চৌদিকে ভকতগণ কাঁদি অচেতন। গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝি কারণ ॥
সে মুখ চাইতে হিয়া কেমন জানি করে। কত সুরধুনী-ধারা আঁখিযুগে ধরে ॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শিরে কর হানে বাসু গদ গদ ভাষ ॥

২ পদ। কামোদ।

সাঁজহি শচীসুত, হেরিয়ে আন মত, কি কহত কছু নাহি জানি।
নগর গমন লাগি, বোলত রাজদূত, বড় ইহ দারুণ বাণী ॥
কাঁদি কহত পুন রোই।
লাখে লাখে বিঘিনি, মনু পর বেড়উ, পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই ॥ ধ্রু ॥

কাহে মঝু দক্ষিণ, নয়ন ইহ ফূরই, কাহে মঝু হৃদয় কাঁপ।
কাহে মঝু চিত, করত উচাটন, এত কহি করত বিলাপ ॥
ঐছন হেরি, পরাণ মঝু ঝুরয়ে, কি করয়ে নাহিক থেহ।
এ রাধামোহন কহ, ইহ আনমত নহ কাঠ কঠিন মঝু দেহ ॥

৩ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌরচরিত।
অক্রূর অক্রূর বলি, পুন পুন ধাবই, ভাবহি পূরুব পিরীত ॥ধ্রু॥
কাহা মঝু প্রাণনাথ, লেই যাওই, ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন, বোলে নাহি ঐছন, সব জন রহল নিচুপে ॥
রোই কত গণে, বোলই পুনঃ পুনঃ তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

৪ পদ। সুহই।

রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণনাম-মধু। অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু।
শিব বিহি নাহি পায় যার পদে ভজি। তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি ॥
ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি। সাতকুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি ॥
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কাঁদে। বাসুদেব ঘোষ হিয়া থির নাহি বাঁধে ॥

৫ পদ। যথারাগ।

গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়। জাগিয়া রজনী পোহায় ॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ। খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে। কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে ॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত। কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥
নরহরি কহে মোর গোরা। রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥

৬ পদ। সুহই।

সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়।
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়। মাঝে কনয়া গিরি ধূলায় লোটায় ॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায়।
উত্তান শয়ন মুখে ফেন বহি যায়। বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায় ॥

৭ পদ। শ্রীরাগ।

চেতন পাইয়া গোরারায়। ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রাম রায়। দেখি পহুঁ করে হায় হায়॥
কাঁহা মোর মুরলি-বদন। এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ। কৃপা করি দেহ দরশন॥
এত বিলাপয়ে গোরাচাঁদে। দেখিয়া ভকতগণ কাঁদে॥
বাসু ঘোষ কহে মোর গোরা। কৃষ্ণপ্রেমে হইল বিভোরা॥

৮ পদ। পাহিড়া।

আরে আমার গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবা নিশি, কারণ বিহনে হাসি, মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥ধ্রু॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়, কারে পহুঁ কি সুধায়, কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ, কাঁহা পাও যাও কার সাথ।
ক্ষণে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।১
ক্ষণে আঁখিযুগ মুন্দে, হা নাথ বলিয়া কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি, রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে, বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন॥

৯ পদ। পাহিড়া।

কাহে পুন গৌরকিশোর।
অবনত-মাথে লিখত মহীমণ্ডল, নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥ধ্রু॥
কনক-বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু, জাগ রে নিঁদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন, ছলছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই, ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নর নারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

১০ পদ। কামোদ।

আজু হাম পেখলুঁ, চিন্তায় নিমগন, গৌরাঙ্গ নবদ্বীপচাঁদ।
তাহে মঝু মানস, কাঁপয়ে অহনিশ, ঝর ঝর নয়নহি কাঁদ॥
ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
গোকুল-নায়ক, গোপিকা ভাবহি, কত শত করত বিলাপ॥ধ্রু॥

---

(১) প্রলাপ—পাঠান্তর।

ঘন ঘন শ্বাস, ডারত মহী লিখত, বিবরণ ভেল অরুক্ষীণ।
বামকরে অবলম্বই মুখবিধু লোচননীর ঝরু চিন॥
জগভরি করুণায়ে, দেওল প্রেমধন, দরিদ না রহ কোই।
রাধামোহন পুন, তহি ভেল বঞ্চিত, আপন করম-দোষে রই॥

১১ পদ। ধানশী।

যামিনী জাগি, জাগি জগজীবন জপতহি যদুপতি-নাম।
যাম যাম যুগ, যৈছন জানত, জয় জয় জীবন মান॥
ঝুরত গৌরকিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে, ঝর ঝর লোচনে, বুঝি পূরব রসে ভোর॥ ধ্রু॥
চমপক গৌর, চাঁদ হেরি চমকই, চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে, চলই নাহি পারই, চকিতহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন, ছাপি করযুগল, ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি, কবহুঁ জগজীবন, ছদ না কহতহি দাস গোবিন্দ॥

১২ পদ। নাটিকা।

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিহার।
কত কত অনুভব, প্রকট হোয়ত, কত কত বিবিধ বিকার॥ ধ্রু॥
বিরস বদন ভেল, শচীনন্দন হেরি, মোহে লাগয়ে ধন্দ।
বিরহভাবে জনু, গোপীগণ বোলত, তৈছন বচনক বন্ধ।
নয়নক নিদঁ, গেও মঝু বৈরিণী, জনমহি যো নাহি ছোড়।
স্বপনহি সো মুখ, দরশন দুলহ, অতএ নহত কভু মোর।
এত কহি হরি হরি, বলি পুন কাঁদই, ভাবে স্থকিত ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন, হাম নাহি বুঝিয়ে, সো বর প্রেমতরঙ্গ॥

১৩ পদ। নাটিকা।

সজনি, অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচীনন্দন, পুরুবহি গোকুলে, আনন্দ সকল নিদান॥ ধ্রু॥
সোই নিরন্তর, কাতর অন্তর, বিবরণ বিরহক ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর, সকল কলেবর, অহনিশি শুতি রহুঁ ভূমে॥
নিরবধি বিকল, জ্বলত মঝু মানস, করতহি কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত, সোই যুকতি কহ, তিলে এক হোত সম্বিত॥

এত কহি গৌর, ফুকরি পুন রোয়ত, ডুবত বিরহতরঙ্গে।
রাধামোহন, কছু নাহি বুঝত, নিমগন যো রসরঙ্গে॥

১৪ পদ। সুহই।

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া। চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়। ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়।
কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কাঁদে। পুরুব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি। জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি

১৫ পদ। ধানশী।

সো শচীনন্দন, চাঁদ জিনি উজোর, সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
কাম কোটি কোটি, জিনি তছু লাবণি, মত-গজ জিনি গতি ভঙ্গ।
সজনি, কো ইহ দুখ সহ পার।
সো অব অসিত, চাঁদ সমক্ষীয়ত, লোচন ঝর অনিবার॥ধ্রু॥
মথুরা মথুরা বলি, পুন পুন কাঁদই, অতিশয় দুবর ভেল।
হাসকলারস, দূরহি সব গেও, না রহ ভকতহি মেল॥
ইহ বড় শেল, রহল মঝু অন্তর, কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন, প্রাণ কঠিন জনু, যতনে নাহি বাহিরায়॥

১৬ পদ। গান্ধার।

যো শচীনন্দন, ভুবন-আনন্দন, করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি, কলারসে নিমগন, সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে, বেয়াকুল অন্তর, করতহি কতএ প্রলাপ॥ধ্রু॥
গদ গদ কহত, কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন, ধারণ মহৌষধি, কাঁহা মঝু সুধারস কন্দ॥
পুন পুন ঐছন, পুছত নিজজনে, রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখী, ভকতবচন দেখি, কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ॥

১৭ পদ। কামোদ।

সোণার বরণ, গৌর সুন্দর, পাণ্ডুর ভৈগেল দেহ।
শীতে ভীত কেন, কাঁপয়ে সঘন, সোঙরি পুরুব লেহ॥

কিছু না কহই, দীঘ নিশ্বাসই, চিত্রের পুতলি পারা।
নয়নযুগল, বাহি পড়ে জল, যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত, কখন রোদন, কিবা করে পরলাপে॥
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, চাহয়ে রঙ্কের পারা।
হরি হরি বোলে, ভুজযুগ তোলে, মরম বুঝিবে কারা॥

১৮ পদ। সুহই।

শুনইতে গৌরাঙ্গ খেদ। মঝু বুক নহে কাহে ভেদ॥
রোই কহয়ে শুন মাই। বিরহ জ্বরহি জ্বরি যাই॥
পুটপাক শত গুণ লেখ। মঝু তাপ আগে সোই রেখ॥
কালকূট শত গুণ মান। সো নহ অছুক সমান॥
বজরক শত গুণ আগি। সেই ইহ আগে রহুঁ ভাগি॥
হৃদয় নিমগন শেল, তাসঞে অধিকহি ভেল॥
শতগুণ বিশূচি বেয়াধি। তাসঞে ইহ বড় আধি॥
গৌরক শুনি ইহ ভাষ। ভণ রাধামোহন দাস॥

১৯ পদ। ধানশী।

ভ্রমই গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে বেয়াকুল। প্রেম-উনমাদে ভেল যৈছন বাউল।
হেরই সজনি লাগয়ে শেল। কাঁহা গেও সে সব আনন্দ কেল॥ধ্রু॥
স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই। বরজ-সুধাকর কাঁহা তাহে পুছই।
ক্ষণে গড়াগড়ি কাঁদে ক্ষণে উঠি ধায়। রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায়।

২০ পদ। পাহিড়া।

আরে মোর গৌরকিশোর।
সহচর কন্ধে পহুঁ, ভুজযুগ আরোপিয়া, নবমী দশায় ভেল ভোর॥ধ্রু॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে, মুখে বাক্য নাহি সরে, সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি, কহে হায় মরি মরি, তন্তক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি, মথুরার নাম ধরি রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে, গৌরাঙ্গ এমন কেনে, না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

২১ পদ। ধানশী।

কেলিকলানিধি, সব মনোরথ সিধি, বিহরই নবদ্বীপধাম।
বিদগধশেখর, সব গুণে আগর, মথুরায় সতত বিরাম ॥
হরি হরি হৃদি মাঝে বড় শেল মোর।
যো শচীনন্দন, হৃদয় আনন্দন, মাথুর বিচ্ছেদে ভোর ॥ধ্রু॥
গুরুতর গান, গরিমগণসূচক, নিমগন সোই তরঙ্গে।
চিন্তা-সন্ততি, সবহুঁ দূরে গেও, আর উনমাদ বর ভঙ্গে ॥
নয়নক নীর, অধিক থাকিত ভেল, হোয়ত সো বর মোহ।
রাধামোহন ভণ, যো লাগি বিহরণ, মূরতিমন্ত ভেল সোহ ॥

২২ পদ। সুহই।

সে যে মোর গৌরকিশোর। মূরছি মূরছি পড়ে ভকতের কোর ॥
সোণার বরণ তনু হইল মলিন। দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥
বচন না নিকসয়ে সে চাঁদবদনে। অবিরত ধারা বহে থির নয়নে ॥
কাঁদে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া। পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মিলিঞা ॥

২৩ পদ। সুহই।

নবদ্বীপচাঁদ, চাঁদ জিনি সুন্দর, নাগরী-বিদগধরাজ।
আনন্দ রূপ, অনুপম গুণগণ, আনন্দ বিতরণ কাজ ॥
হরি, হামারি মরণ এবে ভাল।
সো যদি সুখময়, কেলি উপেখিয়া, বিরহভাবে খেপু কাল ॥ধ্রু॥
কত অনুতাপ, প্রলাপহুঁ কতবিধ, অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ, হোয়ত পুন ঘন ঘন, দশমী দশা পরমাদ ॥
আগে ভকতগণ, উচ হরি বোলত, তৈঞ্জি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধা মোহন, অনুবাদ ঐছন, যাতে করু ইহ রস গান ॥

২৪ পদ। শ্রীরাগ।

আজু বিরহভাবে গৌরাঙ্গ সুন্দর। ভূমে পড়ি কাঁদি বোলে কাঁহা প্রাণেশ্বর ॥
পুন মূরছিত ভেল অতিক্ষীণ শ্বাস। দেখিয়া লোকের মনে হয় বড় ত্রাস ॥
উচ করি ভকত করল হরিবোল। শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর ॥
ঐছন হেরইতে কাঁদে নরনারী। এ রাধামোহন মরু যাই বলিহারি ॥

২৫ পদ। তুড়ী।

কিবা কহ নবদ্বীপচাঁদ। শুনইতে সব মন বান্ধ॥
আনহ নীল নিচোল। সব অঙ্গ ঝাঁপই মোর॥
চিরদিনে মিলব তায়। এত কহি কোন দিশ চায়॥
সোই ভাবে অবতার। রাধামোহন পহুঁ সার॥

২৬ পদ। বসন্ত বা সুহই-কন্দর্প তাল।

মধুঋতু সময় নবদ্বীপ ধাম। সুরধুনীতীর সবহুঁ অনুপাম॥
কোকিল মধুকর পঞ্চমভাষ। চৌদিশে সবহুঁ কুসুম পরকাশ॥
ঐছন হেরইতে গৌরকিশোর। পূরুব প্রেমভরে পহুঁ ভেল ভোর॥
ঝর ঝর লোচন ঢরকত লোর। পুলকে পূরল তনু গদগদ রোল॥
শুনহ মুকুন্দ মরম অভিলাষ। আজু নন্দ-নন্দন করত বিলাস॥
সো মুখ যদি হাম দরশন পাও। তব দুখ খণ্ডয়ে তছু গুণ গাও॥
মোহে মিলাহ ব্রজমোহন পাশ। এত কহি গৌরক দীঘ নিশ্বাস॥
বুঝই না পারই ইহ অনুভাব। বৈষ্ণবদাসক অব দুখলাভ॥

পঞ্চম তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

দ্বাদশ মাসিক লীলা।

(রথযাত্রা)

১ পদ। সুহই।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচামন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গোরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য-চন্দন সবে নিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গোরারায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়। মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ। যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে। কত দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবদাস॥

২ পদ। ইমন।

অপরূপ রথ আগে।
নাচে গোরারায়, সবে মিলি গায়, যত যত মহাভাগে॥ধ্রু॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথমুখ, দেখি মহাসুখ, নাচে গর গর মনে॥

খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি, সুরমণ মণি, গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচলবাসী, আর নানা দেশী, লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে, সদাই সাঁতারে, দুখী যদু অভাগিয়া॥

৩ পদ। মঙ্গল-কন্দর্পতাল।

চৌদিকে মহান্ত মেলি, করয়ে কীর্ত্তন কেলি, সাত সম্প্রদায় গায় গীত।
বাজে চতুর্দ্দশ খোল, গগন ভেদিল রোল, দেখি জগন্নাথ আনন্দিত॥
উনমত নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র, পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস।
এ সভারে সঙ্গে করি, মাঝে নাচে গৌরহরি, ভকতমণ্ডল চারিপাশ॥
হরি হরি বোল বলে, পদভরে মহী দোলে, নয়ানে বহয়ে জলধার।
প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার॥
ভাবাবেশে গোরারায়, নাচিতে নাচিতে যায়, ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন, দেখি প্রেমসংকীর্ত্তন, নিজ পরিকরগণ সাথ॥
দূরে গেল দুঃখ শোক, প্রেমায় ভাসিল লোক, স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী।
যে প্রেম-বিলাস ধাম, যদু কহে অনুপাম, যে দেখিল সেই তার সাখী॥

৪ পদ। শ্রীরাগ।

আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল। সাত সম্প্রদায় লয়ে একত্র করিল॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার। চক্র ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার॥
নৃত্যে যাঁহা যাঁহা প্রভুর পড়ে পদতল। সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥
স্তম্ভস্বেদ পুলকাশ্রু স্বেদ বৈবর্ণ্য। নানা ভাবে বিবশ গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে। সে আনন্দে ভাসি যায় যদুনাথ দাসে

৫ পদ। ইমন।

লীলাকারী জগন্নাথ।
চলিতে চলিতে, যেয়ে অর্দ্ধপথে, রথ থামে অকস্মাৎ॥ধ্রু॥
সুরাসুর নরে, টানিল রথেরে, তবু না চলয়ে রথ।
পরিছা পূজারি, বেত্র হস্তে করি, গালি পাড়ে কত মত॥
রাজার আদেশে, জোড়ে দুই পাশে, শত শত করিবর।
টানে রথ বলে, তথাপি না চলে, এক পদ রথবর॥

তবে গোরারায়, রথ পাছে যায়, শিরেতে ঠেলিছে রথ।
বায়ুর বেগেতে, নিমেষ মাঝেতে, চলিল যোজন শত॥
জয় গৌর বলি, দুই বাহু তুলি, করে রোল যাত্রিগণ।
দুঁহার প্রভাব, করি অনুভব, যদুর বিস্মিত মন॥

৬ পদ। রামকেলি।

চৈতন্য নিতাই আরে দোন ভাই নাচে রে।
খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, তা থৈয়া তা থৈয়া বাজে রে॥
সোণার কমল, করে টলমল, প্রেম-সুধাসিন্ধু মাঝে রে।
উত্তম অধম, দীনহীন জন, এ ঢেউ সভারে বাজে রে॥
সাত সম্প্রদায়, অতি উভরায়, জগন্নাথ গায় রে।
সভায় দেখিছে, সর্ব্বত্র নাচিছে, এককালে গোরারায় রে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, প্রকটিত এ লীলায় রে।
যদুনাথ দাসে, প্রেমানন্দে ভাসে, পহুঁ কৃপালব চায় রে॥

৭ পদ। গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন, দেখি রূপ সনাতন, গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ, বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরি দাসে, বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাঞা পড়য়ে কভু, ভাবাবেশে ধরে দুঁহার কর॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বলে পহুঁ হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন, পরশ করয়ে রায়ের করে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস, নাচে গায় প্রেমোল্লাস, প্রভুর সাত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন, পাওল জগজন, গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ॥

(ঝুলন)

৮ পদ। জয়জয়ন্তী।

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত ভকতবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন জয় জয় রব উঠত নাগর নদীয়া॥

নয়ন-কমল, মুখ নিরমল, শারদ চন্দ্র জিনিয়া।
গদাধর সঙ্গে, ঝুলত রঙ্গে, শিব রাম ধন্য হেরিয়া ॥

৯ পদ। কামোদ—দশকুশি।

দেখ দেখ১ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
ঝুলত যুগল কিশোরক যৈছন, চলত সোই করি ভঙ্গী ॥ধ্রু॥
রচত শিঙ্গার, ঝুলন সুখ হোয়ব, মনহি ভেল উপনীত।
যৈছন সহচর গাওত আনন্দে, গৌরপহুঁক মনোনীত ॥
হেরি গদাধর লহু লহু বোলত, মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব সহচরগণ করি সঙ্গ ॥
ঐছে বিলাস, গোরা পহুঁ বিলসয়ে, পূরব প্রেমরসে ভোর।
কহ শিবরাম, মনহি সুখ ঐছন, কোই করব অব ওর ॥

১৪ পদ। মল্লার বা ইমন।

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনীতীর, তুঙ্গ তরুতলহি, বিরচিত নিরুপম ললিত হি ডোঁর ॥ধ্রু॥
পরিকর সুঘন, ঝুলায়ত লঘু লঘু, গায়ত সরস তাল রস মাতি।
উচরত রুচির, বচন ধিক ধিক ধিনি, বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাঁতি ॥
নদীয়াপুর-নরনারীনিকর, ঘর তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি ॥
লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চরু, হাস মিলিত বিধুবদন নেহারি ॥
সুরগণ গগনে, মগন গণ সহ, বরষত কুসুম করত জয় কারি।
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনমত, ভণত নিয়ত গুণ গণই না পারি ॥

১১ পদ। মল্লার।

আজু সুরধুনী তীরে গোরারায়। ঝুলে, কত না ভঙ্গীতে ঝুলনায় ॥
প্রিয় গদাধর মুখ পানে চাঞা। রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈঞা ॥
সবে পূরব ঝুলন লীলা গায়। শোভা দেখিতে কেবা বা নাই ধায় ॥
নরহরি প্রাণনাথে আঁখি দিয়া। স্নেহ কহে কত সুখী ঘরে গিয়া ॥

১২ পদ। মল্লার, বা বেলোয়ার।

ঝুলত২ সুন্দর রসময় গোরা, অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো।
হেরি হেরি গদাধর মুখ আঁখি,৩ ভঙ্গী করে কত ভাঁতিয়া গো ॥

---

১ সখি (২) ঝুলয়ে (৩) অতি—পাঠান্তর।

"নিরুপম সব সঙ্গিগণ তারা"১ মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো।
"সুরচিত চারু হিণ্ডোল ঝুলায়, না জানি"২ কি সুখে ভাসিয়া গো ॥
মধুর সুস্বরে গায় কেহ কেহ, কে ধরে ধৈরজ শুনিয়া গো ॥
সে শোভা নিরখি,৩ আঁখি কে ফিরাবে, "মনু মনু মনে" ৪ গুণিয়া গো ॥
এত দিনে কুললাজ যাবে সব, বলিয়ে শপথ খাইয়া গো ॥
নরহরিনাথে নেহারি বারেক সুরধুনীতীরে যাইয়া গো ॥

১৩ পদ। মল্লার।

আজু গোরা সুরধুনীতীরে। ঝুলে কিবা ললিত হিণ্ডোরে ॥
কিবা সে বরষা ঋতু তায়। অন্ধকারে মেঘের ঘটায় ॥
গোরারূপ চমকে বিজুরী। জগতের প্রাণ করে চুরি ॥
পারিষদ সুমধুর গায়। যেন কত সুধা বরষায় ॥
বাজয়ে মৃদঙ্গ গরজনি। নাচে শিখিকুলের রমণী ॥
নদীয়ানগর উলসিত। লতাতরুকুল পুলকিত ॥
সব লোক ধায় দেখিবারে। কেহ কত মনোরথ করে।
নরহরি পহুঁ মুখ হেরি। ঝুলায় ঝুলনা ধীরি ধীরি ॥

১৪ পদ। কামোদ

গোরা পহুঁ দোলে হিণ্ডোলেতে। কত সুখ সে ভাব ভাবিতে ॥
গদাধর মুখ পানে চায়। পুলক ভরয়ে হেম গায় ॥
পারিষদ উলসিত চিতে। নামাইয়া হিণ্ডোলা হইতে ॥
বসাইতে নীপতরু মূলে। নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে ॥
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার। বাঢ়ে মহা সুখের পাথার।
শ্রীবাসাদি যতন করিয়া। দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া ॥
সভার পরাণ গোরারায়। ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায় ॥
যে কৌতুক কহিতে কি পারি। অবশেষ ভুঞ্জে নরহরি ॥

১৫ পদ। ইমন বা কামোদ।

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর।
সুরধুনীতীরে গদাধর সঙ্গহি, চাঁদ রজনী উজোর ॥ ধ্রু ॥

---

(১) গদাধর-মুকুন্দাদি সঙ্গিগণে (২) নবহি দোলা যতনে ঝুলায়ত (৩) হেরিয়া
(৪) মৈনু শুণ—পাঠান্তর।

শাঙণ মাস, গগনে ঘন গরজন, নলপতি দামিনীমাল।
বরখত বারি পবন মৃদু মন্দহি, গরজত রঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ রচতহি দোলা, খচিত কুসুমচয় দাম॥
বটতরু ডালে ডোর করি বন্ধন, মালতীগুচ্ছ সুঠান॥
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি, দোলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরিয়া দ্বোপাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ পুরুবরস পাওত, সংকীর্ত্তন পুররঙ্গ।
নিত্যানন্দ শান্তিপুর-নায়ক, হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয়, আদি বরখত, কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল॥

১৬ পদ। ইমন।

আজু রচিত নব রতন-হিডোঁর।
সুরধুনীতীরে তুঙ্গ-তরুতলহি রসময় গৌরকিশোর॥ ধ্রু॥
পরিকর সুঘড়, ঝুলায়ত লহু লহু, গাওত তানরস যাতি।
উঘটত থোঙ্গ থোঙ্গ কত, থৈ থৈ নাচত, মধুর বাওন ভাতি॥
নদীয়ানগর না রহে কেহ ঘর, তেজি চলত চৌদিকে নরনারী।
অধিক উদাস হোয়ত হিয়া পহুঁকর হাস মিলিত মুখচাঁদ নেহারি॥
সুর গগনে স্বগণসহ সুখে বরিখত কুসুম করত জয়কার।
নরহরি ভণত, ভুবন উমতায়ল, কোবহু অদভূত রঙ্গ অপার॥

১৭ পদ। ধানশী।

ঝুলত গোরাচাঁদ সুন্দর রঙ্গিয়া। প্রেমভরে হৈয়া ডগমগিয়া॥
রাধার ভাবেতে ধারা বয়ানেতে ভাসে। ভাব বুঝি গদাধর ঝুলে বাম পাশে॥
মুরলী বলিয়া চাহে বদন হেরিয়া। বাসু ঘোষ গায় গোরাগুণ সোঙরিয়া॥

১৮ পদ। সারঙ্গ।

সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর। ঝুলন-রঙ্গরসে পহুঁ ভেল ভোর।
বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিন্দোল। সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ। তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ॥
মুকুন্দমাধব বাসু হরিদাস মেলি। গাওত পুরুব রভসরস কেলি॥
নদীয়ানগরে কহ ঐছে বিলাস। রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥

(জন্মলীলা)

১৯ পদ। কামোদ বা মঙ্গল।

পূরুব জনমদিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাঙ্গরায়।
দ্বিজগণ লৈয়া হরষিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজায় রসাল, কীর্ত্তন জনমলীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাচে॥
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দসাগরে, দীন জগন্নাথ দাসে॥

২০ পদ। কামোদ।

গোরা মোর গোকুলের শশী। কৃষ্ণের জনম আজি কহে হাসি হাসি॥
আবেশে থির হইতে নারে। ধরি গোপবেশ নাচে উল্লাস-অন্তরে॥
নিতাই গোপের বেশ ধরি। হাতে লৈঞা লগুড় নাচয়ে ভঙ্গী করি॥
গৌরীদাস রামাই সুন্দর। নাচে গোপবেশে কাঁধে ভার মনোহর॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে। ছড়ায় হলদি দধি মনের হরিষে॥ [১]
কেহ কেহ নানা বাদ্য বায়। মুকুন্দ মাধব সে জনমলীলা গায়॥
করে সুমঙ্গল নারীগণ। শ্রীবাস-আলয় যেন নন্দের ভবন॥
জয়ধ্বনি করি বারে বারে। ধায় লোক ধৈরজ ধরিতে কেহ নারে॥
কত সাধে দেখে আঁখি ভরি। শোভায় ভুবন ভুলে ভণে নরহরি॥

২১ পদ। ধানশী।

গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পূরুব জনমদিনে।
কত না উলাসে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব আবেশমনে॥
নিতাই আনন্দে, নাচে গোপছন্দে রামাই সুন্দর সাথে।
অদ্বৈত ধাইয়া, দধি-ভাণ্ড লৈয়া, ঢালয়ে নিতাই মাথে॥

---

(১) আবেশে—পাঠান্তর।

শ্রীবাসাদি রঙ্গে, অদ্বৈতের সঙ্গে, হরিদ্রা সিঞ্চিয়া হাসে।
শঙ্কর মুরারি, কাঁধে ভার করি, নাচয়ে গোপের বেশে॥
মুকুন্দাদি গায়, নানা বাদ্য বায়, হেরি গোরা-মুখ-ইন্দু।
নরহরি ভালে, ভণে তিলে তিলে, উথলে আনন্দ-সিন্ধু॥

২২ পদ। মায়ূর।

গৌরগুণমণি, বরজ শশধর, পূরুব প্রকট সু অটমী ভাদর,১
আদরই প্রিয়বৃন্দ সহ, শিরিবাস ২ ভবনে বিরাজয়ে।
বাঁধি নটপটি পাগ মৃদুতর, কুসুম পল্লব ধরত শির-পর,
বলয় কর কটি-বসননব ব্রজ গোপ সম সাজয়ে॥
ভাণ্ড দধিযুত চিত্র বাহুঁক, কাঁধে কত করে লগুড় কাহুক,
ভঙ্গী সঞে চলি হলদি দধিকৃত পঙ্ক অঙ্গনে শোহয়ে।
হি হি শবদ উচারি ঘন ঘন, বিপুল পুলকিত তরল তনুমন,
করত সুললিত নৃত্য নিরুপম, নিখিল ভুবন বিমোহয়ে॥
হাসি হরষে নিতাই কহি কত, হলদি দধি পহুঁ অঙ্গে ছিবরত,
তুরিতে তহি অদ্বৈত নবনী নিতাই বদনে বিলেপয়ে।
ধরল প্রবল নিতাই কৌতুকে, ভারি কর্দ্দমে যাত গড়ি সুখে,
লপটি ঝট অদ্বৈত নটতহি, গগনে ভুজ বিক্ষেপয়ে॥
বাসুদেব মুকুন্দ মাধব, আদি গায়ত জনম-উৎসব,
ধা ধি ধি কিতক ধিনি নি নি বহু, বাদ্য বাদক বায়ই।
দেবগণ ঘন কুসুম বরষত, দাস নরহরি নাথে নিরখত,
কোই ধরই ন থিরজ ভর নরনারী বহুদিশ ধায়ই॥

২৩ পদ। কামোদ।

আজু গোরাচাঁদ গণসহ গোপবেশে। তিলে তিলে অধিক বিভোল সে না রসে॥
হাসে লহু লহু চাহে গদাধর পানে। বহয়ে আনন্দ-বারিধারা দুনয়নে॥
মুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস হিয়ায়। রাধিকা-জনম চরিত সবে গায়॥
বাজে খোল করতাল ভুবনমঙ্গল। নাচে পহুঁ ধরণী করয়ে টলমল॥
গৌরীদাস আদি নাচে ভার করি কাঁধে। দেখিতে গোপবেশ কেবা থির বাঁধে॥
কত সাধে নাচে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ছড়াইয়া নবনী হলদি দুধ দধি॥

---

(১) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী। (২) শ্রীবাস পণ্ডিতের—পাঠান্তর।

নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি। ভাসে সুখ-সমুদ্রে ফিরাতে নারে আঁখি ॥
কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে। দাঁড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারি ভিতে ॥
দেখি গোরারূপের মাধুরী অনুপাম। কেহ কহে নাচে এ কি কনকের কাম ॥
দেবগণ নাচয়ে কুসুমবৃষ্টি করি। জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥

২৪ পদ। ধানশী।

আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি-ঘরে, রাধিকা-জনমচরিত গানে।
নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা, সে নবভঙ্গী কি উপমা আনে ॥
চারি পাশে গোপবেশে পরিকর, কাঁধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে।
নবনীত দধি হরিদ্রাদি দেই, হাসি হাসি সভে সবার অঙ্গে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল, নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে।
সে মধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন কে না নাচে ধিক ধিক ধেন্নানা তালে ॥
বিবধ মঙ্গল, করে নারীকুল, পুলকিত চিত উলুলু দিয়া।
বৃকভানুপুর সম শোভা ভণে, ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া ॥

২৫ পদ। ধানশী।

রাধিকা-জনম-উৎসবে মাতিছে শচীর দুলাল গোরা রঙ্গিয়া।
গোপবেশ ধরি নাচে তার সাথে, নটন-পণ্ডিত সুঘড় সঙ্গিয়া ॥
বাজিছে মাদল তাদৃম্ তাদৃম্, ধিক ধিন্না তালে বাজিছে খোল।
ঝানানা ঝনান্ ঝাঁঝরির বোল, বাজে করতাল করি ঘোর রোল ॥
গাব্ গাব্ গাব্ ধমক গমকে, ভেউ ভেউ ভোঁ ভোঁ রামশিঙ্গা বাজে।
ডিম্ ডিম্ ডিম্ গোপীযন্ত্র বাজে, তাক্‌তা তাধিন্ খঞ্জরি বাজে ॥
খরজে গায়ত মুকুন্দাদি সব, পঞ্চমে বালক ধরয়ে তান।
রহি রহি রহি উঠে তিন গ্রামে সপ্তস্বর সঙ্গে মূর্চ্ছনা মান ॥
শঙ্খ কাংস্য রব তা সহ মিশিছে, তা সহ মিশিছে আবাবা ধ্বনি।
তা সহ গাইছে দাস নরহরি, বলিহারি যাই গোরার নিছনি ॥

২৬ পদ। কল্যাণ—দশকুশি।

প্রিয়ার জনমদিবস আবেশে আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়ানগরে, বৃষভানু পুরে, উদয় করল জনু ॥
গদাধর মুখ হেরি পুনঃ পুনঃ, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎসব গায় ॥

দধির সহিত হলদি মিলিত কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাছ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি।
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এ হেন আনন্দে, এ দাস বল্লভ গায়॥

(গোষ্ঠ-যাত্রা)

২৭ পদ। ভাটিয়ারি—বড় দশকুশি।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে। ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাইচাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান। শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম। ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ। শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবরবেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন॥

২৮ পদ। ধানশী।

বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনি। আবা আবা রবে ডাকে গোরা গুণমণি॥
ভাবিছেন গোরাচাঁদ সেই ভাবাবেশে। বৃন্দাবনের ভাবে গোরার হইল আবেশে॥
শচী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে। বিপিনে যাইবে গোরা গোষ্ঠ করিবারে॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী ধাইয়া চলিল। বাসুদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল॥

২৯ পদ। ললিত।

অভিরাম ডাকে দ্বারেতে, আরে রে গৌর যাবি খেলাতে॥
গৌরব ক'রে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে॥
ব্রজের খেলা গোচারণ, নৈদাব খেলা সংকীর্ত্তন, যাতে মত্ত শিশুগণ।
হারে রে রে জানা যাবে, যেয়ে সুরধুনীর তীরেতে।
সময়ে অসময় হলো, গোঠে যাওয়ার সময় গেল, গৌর যাবি কি না বল।
অভিমানে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে॥
শুনে অভিরামের কথা, কহিছেন শচী মাতা, তোরা যাবি রে কোথা।
গোঠে যাবে গোরাচাঁদ, বাসু যায় নিয়া ছাতা॥

৩০ পদ। ললিত।

শ্রীনন্দনন্দন, শচীর দুলাল, চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিণী-কোঙর নিত্যানন্দ রায়, ভাইয়ার অগ্রেতে ধায়॥

শ্রীদাম সাঙ্গাইত, অভিরাম স্বামী গাভী বৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি তুরিত মিলিল দলে ॥
নবদ্বীপ আজি গোকুল হইল যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে লইল পাঁচনি ধরিয়া রাখাল বেশ ॥
আবা আবা রবে ছাইল গগন সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ গোঠেতে চলিল পামর এ বংশীদাসে ॥

৩১ পদ। সুহই বা ভাটিয়ারি।

লাখবাণ হেম বরণ গৌরদ্যুতি মুখবর শারদ চাঁদ;
অখিল ভুবন মনোমোহন মনমথ, মনোরথ১ রাজকি ছাঁদ ॥
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দসার, মিলিত নবদ্বীপে, প্রকটভাব অভিরাম ॥ধ্রু॥
সঙ্গর সুসময় হেরি ক্ষণে বোলত হোয়ব২ গোষ্ঠবিহার।
পুন তব বোলত, সফল জীবন তছু, যে ইহ রূপ নেহার ॥
ব্রজপতি নন্দন, চাঁদ চলত বন, সোধ উপরে চল যাই।
রাধামোহন, ও রস মাগয়ে, সোই চরণ জনু পাই ॥

৩২ পদ। ভূপালী।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল। পূরব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল ॥
গৌরীদাস মুখ হেরি উলসিত হিয়া। আনহ ছাঁদন ডুরি বলে ডাক দিয়া ॥
আজি শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব। আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব ॥
ধবলী শামলী কোথা ছিদাম সুদাম। দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম।
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন। নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেইক্ষণ ॥
চৈতন্যদাস বোলে ছাঁদনের ডুরি। হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈলা চুরি ॥

৩৩ পদ। মায়ূর।

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। ধবলী শাওলী বলি সঘনে ডাকিল ॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি। হৈ হৈ "করিয়া ঘন"৩ ঘুরায় পাঁচনি ॥

---

(১) মনমথ। (২) হেরব—পাঠান্তর।
(৩) বলিয়া গোরা—পাঠান্তর।

রামাই সুন্দরানন্দ "সঙ্গেতে মুকুন্দ"১। গৌরীদাস "আদি সবে পাইল"২ আনন্দ
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে। গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে ॥

৩৪ পদ। ভাটিয়ারি।

ভালিয়ে নাচে রে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি, সুরধুনীতীরে কেলি, হরিবোল দিয়া করতাল ॥ ধ্রু।
"উভঝুটি শোভে"৩ শিরে, বদনে অমিঞা ঝরে, রূপ জিনি সোণা শত বাণ।
যতন করিয়া মায়, ধড়া পরাঞাছে তায়, কাজরে উজোর দু-নয়ান ॥
করে শোভে তার বালা, গলে মুকুতার মালা, কর পদ কোকনদ জিনি।
সবে কহে মরি মরি, সাগরে কামনা করি, হেন সুত পাইল শচী রাণী ॥
পরিকরগণ সাথে, সবার পাঁচনি হাতে, বামহাতে ছাঁদনের দড়ি।
কহিছে চৈতন্যদাসে, রাখালরাজের বেশে, থাক এ হৃদয়ে গৌরহরি ॥

৩৫ পদ। ভাটিয়ারি।

গৌরকিশোর, পুরুব রসে গর গর, মনে ভেল গোঠবিহার।
দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার ॥
বেত্র বিষাণ, সাজ লেই সাজহ, যাইব ভাণ্ডীর সমীপে।
গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত
ভাই অভিরাম, বদনে ঘন বাওই, নূপুর চরণহি দেল।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, পহুঁ আগুসরি, ধবলী ধবলী ধ্বনি কেল ॥
নদীয়ানগর, লোক সব ধাওত, হেরইতে গৌরক রঙ্গ।
দাস জগন্নাথ, ছান্দ দোহনি লেই, যাওব সব অনুরঙ্গ ॥

৩৬ পদ। সুরট, সারঙ্গী, বা গৌরী।

জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দ।
আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে, উয়ল নবরস কন্দ ॥ ধ্রু ॥
গোখুর ধূলি দিশহ উহ অম্বর, শুনি রব বেণু নিসান।
অপরূপ শ্যাম মধুর মধুরাধর, মৃদু মৃদু মুরলীক গান ॥
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতনু, পুন কহ গদ গদ বাত।
শ্যাম সুনাগর, বন সঞে আওত, সমবয়ঃ সহচর সাথ ॥
মঝু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, মূরতিমন্ত সেই লেহ ॥

---

(১) সঙ্গে নিত্যানন্দ। (২) অভিরাম সভার। (৩) কুটিল কুন্তল—পাঠান্তর।

৩৭ পদ। তুড়ী।

বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহি গদ গদ বোল।
কানুক গমন, সময় এবে হোয়ল, শুনিয়ে বেণুক রোল॥
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস।
প্রেমহি নিমগন, রহত অনুখন, কতিহুঁ নাহি অবকাশ॥ধ্রু॥
ক্ষণে পুলক হোই, নিকট শুনিয়ে, অব হম্বারব রাব॥
হেরইতে শ্যাম চন্দ্র, অনুমানিয়ে, গোকুল জন কত ধাব॥
ঐছন ভাতি করত, কত অনুভব, যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পহুঁ, সোবর শেখর, তৈছন সতত বিহার॥

(দানলীলা)

৩৮ পদ। তুড়ী

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে। সুরধুনীতীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে। পূরুব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে হাসে। বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥

৩৯ পদ। মায়ুর।

"আজু রে গৌরাঙ্গের"১ মনে কি ভাব উঠিল। নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
"দান দেহ বলি ডাকে"২ গোরা দ্বিজমণি। বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরণী॥
"দান দেহ কেহ বলি ঘন ঘন ডাকে৩।" নদীয়া "৪নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ-অবতারে অমি সাধিয়াছি দান। সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥

৪০ পদ। ধানশী।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধুনী মাঝে যাঞা, নবীন নাবিক হৈঞা, সহচর মিলিয়া খেলায়॥ধ্রু॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পূরুব রভস রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে না, বহয়ে বিষম বা, দেখি হাসে গোরা বনমালী॥

---

(১) গৌরাঙ্গচাঁদের। (২) কিসের দান চাহে। (৩) দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
(৪) নগরের—পাঠান্তর।

কেহ করে উতরোল, ঘন ঘন হরি বোল, দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবনমোহন নাইয়া, দেখিয়া বিবশ হৈয়া, যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজ্জন-চিতচোর, গৌর সুন্দর মোর, যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দীন রামানন্দে, এহেন আনন্দ কন্দে, বঞ্চিত রহিনু মুই এক॥

৪১ পদ। মল্লার।

হেরে দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী, রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ, ঘামকুল সঙ্কুল, যৌছন মোতিম দাম॥
নয়নহি নীর বহ, কম্পই থির নহ, হাসি কহত মৃদুবাত।
কে জানে কি ক্ষণে, ঘর সঞে আয়লু, ঠেকি গেনু শ্যামর হাত॥
বেশক উচিত, দান কভু না শুনিয়ে, কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন গোবর্দ্ধন, লুঠবি তুহুঁ বাট পার॥
কো ইহ ভাব, ভরহি ভরমাইত, কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে, আনন্দে ডুবব, ও রসমাধুরী পেখি॥

৪২। পদ বেলোয়ার।

সোঙরি পুরুব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া। মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিল গোরাচাঁদ। অঙ্গুলী না চাঞা করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত। সুরধুনী তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবনমোহন গোরা মুরলীর স্বরে। বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥

(রাস ও মহারাস)

৪৩ পদ। শ্রীরাগ।

সরল সুরধুনী পুলিন বন, অবলোকি গৌরকিশোর।
পুরুব রাস বিলাস সোঙরি, উলাসে ভৈগেল ভোর॥
মদন-মদভর-হরণ তনু জনু, দমকে দামিনী দাম।
বদন-বিধু বিধু কদন মাধুরী, অমিঞা ঝরে অবিরাম॥
আজু নিরুপম নটন ঘটইতে, হোত ললিত ত্রিভঙ্গ।
দৃমিকি দৃমি দৃমি দৃঙ্কু বাজত, মধুর মধুর মৃদঙ্গ॥
সুঘড় পরিকরবৃন্দ গায়ত, রাসরস মুদ মাতি।
দেব-দুলহ যে বিপুল কৌতুকে, উথলে নরহরি ছাতি॥

৪৪ পদ। কেদার।

কি মধুর মধুনিশা, চাঁদে আলো কৈল দিশা, বহে মন্দ মলয় সমীর।
জাহ্নবী যমুনা প্রায়, নির্ম্মল পুলিন তায়, কুহকে কোকিল শিখিকীর॥
আজুকি কৌতুকে নদীয়াতে।
সোঙরি পুরুব রঙ্গ, নিতাই পুলক অঙ্গ, তিলেক নারয়ে থির হৈতে॥ধ্রু॥
দেখিয়া নিতাইর রীতি, শ্রীগৌর সুন্দর অতি, প্রেমাবেশে অবশ হইল॥
কেহ না ধৈরজ বাঁধে, গায় সবে নানা ছাঁদে, বলাইচাঁদের রাসলীলা॥
দেবতা মানুষে মিলি, নাচে বাহু তুলি তুলি, নানা বাদ্য বায় অনিবার॥
দাস নরহরি কয়, জগ ভরি জয় জয়, নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার॥

৪৫ পদ। গান্ধার।

দ্রাং দৃমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, কতহুঁ তাল সুতালুয়া।
অখিল ভুবনক নাচ নাচত, শ্রীবাস আদি সভে গানুয়া॥
জানু লম্বিত, বাহুযুগল, কলিত কল ধৌত ঠানুয়া।
অরুণ অমবরে, ভুবন ভগমগি, যৈছে পাতর ভানুয়া॥
ক্ষণহি কম্পিত, ক্ষণহি পুলকিত, ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচ করি, বলই হরি হরি, পুরুব প্রেম পালনা॥
চাঁদ অবধূত, ঠাকুর অদ্বৈত, সঙ্গে সহচর মিলিয়া।
কহে রামানন্দ, কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবিত কেলিয়া॥

৪৬ পদ। তুড়ী।

বৃন্দাবনের লীলা গোরার মনেতে পড়িল। যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান। সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া। তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া।
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস। রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

৪৭ পদ। কামোদ।

নাচত গৌর, রাসরস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ সমাজ, রমণীগণ যৈছন; তৈছন অভিনয় রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
"গাওত বাওত,"১ মধুর ভকতশত, মাঝহি বর দ্বিজরাজ॥ধ্রু॥

(১) ধাওত গাওত—পাঠান্তর।

তাতা দৃমি দৃমি. মৃদঙ্গ বাজত, ঝুমু ঝুমু নূপুর রসাল।
বরাব বীণ, আর শরমণ্ডল, সুমিলিত করু করতাল॥
এহেন আনন্দ, না হেরি ত্রিভুবন, নিরুপম প্রেমবিলাস।
ও সুখসিন্ধু, পরশ কিয়ে পায়ব, কহ রাধামোহন দাস॥

৪৮ পদ। কেদার।

সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ। বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন সমাজ॥
সুরধুনীতীর পুলিন মনোহর। গৌরচন্দ্র ধরি গদাধরকর॥
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি। বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল। হেরি হরষিত কোই কহে ভালি ভাল।
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি। রায় শেখর কহে যাও বলিহারি॥

৪৯ পদ। তুড়ী।

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈতবর, পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥ ধ্রু
বাজে খোল করতাল, মধুর সঙ্গীত ভাল. গগন ভরিল হরিধ্বনিয়া॥
চন্দন চর্চ্চিত গায়. ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়, বনমালা দোলে ভাল বলিয়া
গলে শুভ্র উপবীত, রূপ কোটি কামজিত, চরণে নূপুর রণ রণিয়া।
দুই ভাই নাচি যায়, সহচরগণ গায়, গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া॥
পূরুব রভসলীলা, এবে পহুঁ প্রকাশিলা, সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গাতীরে, সেই ধীর সমীরে, বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া॥

৫০ পদ। কল্যাণী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচে।
শিব বিরিঞ্চির অগোচর প্রেমধন, ভাবে বিভোর হৈয়া যাচে॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে, অঙ্গ ঢর ঢর, চলিতে আলাঞা পড়ে।
সোণার বরণ, ননীর পুতলী, ভূমে গড়াগড়ি বুলে॥
শুনিয়া পূরব, নিজ বৈভব, বৃন্দাবন রসলীলা।
কীর্ত্তন-আবেশে, প্রেমসিন্ধু মাছে, ডুবিলা শচীর বালা॥
হেন অবতারে, যেজন বঞ্চিত, তারে কর কৃপালেশে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে। রঙ্গণ মালতীমালা দেই গোরা-গলে॥
কুঙ্কুম কস্তূরি আর সুগন্ধি চন্দন। গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন॥
রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কোচার বলনি। ঝলমল ঝলমল করে অঙ্গের লাবণি॥
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা। উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ চন্দনের ফোটা॥
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে। মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে॥
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে। দেখ সবে গোরাচাঁদ শ্রীবাস-অঙ্গনে॥

৫২ পদ। বসন্ত।

মধু ঋতু বিহরই গৌরকিশোর।
গদাধরমুখ হেরি, আনন্দে নরহরি, পূরব প্রেমে ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
নবীন লতাবন, পল্লব তরুকুল, নওল নবদ্বীপ মাঝ।
ফুল্ল কুসুমচয়ে, ঝঙ্কৃত মধুকর, সুখোদয়ে ঋতুপতি রাজ॥
মুকুলিত চূত গহন অতি সুললিত, কোকিল কাকলি রাব।
সুরধুনীতীরে সমীর সুগন্ধিত, ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥
মনমথ রাজ, সাজ লই ফিরয়ে, বনফুল অতি শোভা।
সময় বসন্ত, নদীয়া পুরন্দর উদ্ধব দাস মনোলোভা।

৫৩ পদ। বসন্ত বা সুহই।

মধুঋতু-যামিনী সুরধুনীতীর। উজোর সুধাকর মলয় সমীর॥
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ। বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোল করতাল ধ্বনি নটন হিল্লোল। ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গে। নাচত গাওত করহুঁ বিভঙ্গে॥
কোকিল মধুর পঞ্চম ভাষ। বলরাম দাস পহুঁ করয়ে বিলাস॥*

(দোলযাত্রা)

৫৪ পদ। বসন্ত।

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়। সহচর সঙ্গে বিহরে গোরারায়॥
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে। যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা-গায়। কুঙ্কুম পেচকা লেই পিছে পিছে ধায়॥

* গীতচিন্তামণি গ্রন্থে এই পদটী "নয়নানন্দের" বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস। গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস। বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥

৫৫ পদ। বসন্ত।

বসন্ত সময় সুশোভিত। নদীয়ার কিবা তরু লতা প্রফুল্লিত॥
কুহরে কোকিল অনিবার। ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞ্জার॥
বহে মন্দ মলয় সমীর। উথলয়ে হিয়া, কেহ হৈতে নারে থির॥
গোকুলনাগর গোরা রঙ্গে। সুরধুনীতীরে বিহরয় গণ সঙ্গে॥
মুকুন্দ মাধব আদি গায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায়॥
পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া। হাসে মন্দ মন্দ কেহ গোরা-গায়ে দিয়া।
কেহ কেহ নাচে নানা ছাঁদে। সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদে॥
নিতাই অদ্বৈত গদাধর। শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর॥
দেখি এনা অদ্ভুত বিহার। দেবগণ নারয়ে ধৈরজ ধরিবার॥
কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি। নরহরি ভণে সুখে ভরল অবনী॥

৫৬ পদ। বসন্ত।

ফাগু খেলেত গৌরকিশোর। বলি, বেশ বিশেষ উজোর॥
তনুরুচি জিনি দামিনীদাম। তঁহি মুরছত কত শত কাম॥
গহি, কর কাঞ্চন পিচকারি। বর, বয়ষত কেশর বারি॥
ঘন, উড়ায়ত আবীর গুলাল। সুরপুর পরশত মহীলাল॥
লখি, পহুঁ কর বয়ন ময়ঙ্ক। পরিকরগণ নটত নিশঙ্ক॥
মিলি, গায়ত বরজবিহার। ধরু, ধৈরজ ধরই ন পার॥
বহু, বায়ত যন্ত্র রসাল। উঘটত ধিকি ধিকি তক তাল॥
কহি, হো হো হরি বিভোর। নরহরি কি ভণব মতি থোর।

৫৭ পদ। বসন্ত।

ফাগুয়া খেলত গৌরকিশোর। বিলসত পরিকর পহুঁ চহু ওর॥
নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার। নিরখই পহুঁক সরস শিঙ্গার॥
শ্রীঅদ্বৈত মধুর মৃদু হাসি। পহুঁ মুখ অমিয়া পিয়ই রস ভাসি॥
চতুর গদাধর স্বরূপ সুলেহ। ডারত ফাগু নিরখি পহুঁ দেহ॥
নরহরি শ্রীবাস মুরারি। বরিষে রঙ্গ কর গহি পিচকারি॥
কেশর মৃগমদ মলয়জ পঙ্ক। দাস গদাধর লপটে নিশঙ্ক॥

হো হো হরি কহে কি উলাস। নাচত বক্রেশ্বর চহু পাশ॥
গৌরীদাস অতি পুলক-শরীর। উচরত জয় জয় শবদ গভীর॥
মাধব বাসু মুকুন্দ উদার। গায়ত সুমধুর বরজবিহার॥
সঞ্জয় বিজয় বাজাওত খোল। দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল॥
নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঁঝ। শ্রীহরিদাস হরষ হিয়া মাঝ॥
শঙ্কর যদু আদিক সুখী ভেলি। করলহি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি॥
ধাই চলল নদীয়া-নরনারী। সুরধুনীতীরে রঙ্গ ভেল ভারি॥
ধৈরজ ধরত ন দেব-সমাজ। ভণ ঘনশ্যাম সকল ঋতুরাজ॥

৫৮ পদ। বসন্ত।

গৌর গোকুল নাহ নটবর, বেশ বিরচি অশেষ পরিকর,
সঙ্গে সুরধুনীতীরে বিহরে, বসন্ত ঋতু মুদবর্দ্ধন।
কনক-পর্ব্বত খর্ব্বকৃত তনু, কিরণ মঞ্জু মনোজময় যনু,
ঝরত অমিয় সুহাস ঝলকত, বদনবিধু মদমর্দ্দনা॥
কঞ্জ লোচনযুগল সুললিত, বঙ্ক চাহনি চপল অতুলিত,
ভঙ্গী সঞে পিচকারী গহি ফাগু, ফেট ভরত উড়ায়ই।
লসত চহুদিশ সুঘড় প্রিয়গণ, সাজি অতিশয় মগন ঘন ঘন,
হোরি কহি কোই পেখি পহুঁ মুখ, কোন না নয়ন জুড়ায়ই॥
পরশ পরবশ মাতি খেলত, গগন পন্থহি গুলাল মেলত।
ঝাঁপি দিনকর কিরণ অম্বর, অরুণ অতিশয় শোহয়ে।
দলিত মৃগমদ পঙ্ক কেশর, ডারি হরষে নিতাই শিরপর,
ভ্রূকুটি করি করতালিকা রচি, অদ্বৈত জন-মন মোহয়ে॥
নটনপটু নট উঘটি থুক্কুট, থেতা তক তক থোদি দৃমিকট,
দ্রাঁ দৃমিকি দৃমি দৃমিকি মুরজ, মৃদঙ্গবাদক বায়ই।
ভণত নরহরি বলিত শ্রুতি সুর, গান কর গতিবৃন্দ সুমধুর,
ধিরজ পরিহরি নিখিল সুরনর, নারী কৌতুকে ধায়ই॥

৫৯ পদ। বসন্ত—একতালি।

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ। গদাধর নরহরি দুহুঁক সমাজ॥
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল। ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ। শ্রীবাস স্বরূপ সঙ্গে মুরারি মুকুন্দ॥

দোঁহে দোঁহে ফাগু খেলে হোরি হোরি ধ্বনি। গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি॥
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া। দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া॥

৬০ পদ। বসন্ত—একতালি।

ফাগু খেলেত গোরা গদাধর সঙ্গে। কুঙ্কুম মারত দুহুঁ দোঁহা অঙ্গে॥
মারে পিচকারি গুলি গুলাল। ফাগুয়ে দুহুঁ তনু লালহি লাল।
খেলে ব্রজে জনু, কানু পেয়ারী। দুহুঁ বদনে ঘন হোরি হোরি॥
চৌদিকে ভকত ফাগু যোগায়। কোহি নাচত কোহি আনন্দে গায়॥
কৃষ্ণদাসক চিতে রহল শেল। হেন সুখসময়ে জনম না ভেল॥

৬১ পদ। কামোদ।

হোলি খেলত গৌরকিশোর। রসবতী নারী গদাধর কোর॥
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর। ভাব ভরে গলতহি নয়নে নীর॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
খেনে খেনে মূরছই পণ্ডিত কোর। হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জ-মন্দিরে পহুঁ কয়ল বিথার। ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল। কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী। যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখনি॥

৬২ পদ। বসন্ত।

দেখ দেখ অপরূপ বসন্তের[১] লীলা।
ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মিলি, জলনিধিতীরে চলিলা॥ধ্রু॥
একদিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর, বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মিলি।
গৌরীদাস আদি করি, চন্দন পিচকা ভরি, গদাধর অঙ্গে দেয় পেলি॥
স্বরূপ নিজগণ সাথে, আবীর লইয়া হাতে, সঘনে পেলায় গোরা-গায়।
গৌরীদাস খেলি খেলি, গৌরাঙ্গ জিতল বলি, করতালি দিয়া আগে ধায়॥
রুষিয়া স্বরূপ কয়, হারিলা গৌরাঙ্গরায়, জিতল আমার গদাধর।
করতালি দিয়া কেহ, নাচে গায় ঊর্দ্ধবাহু, এ দাস মোহন মনোহর॥

৬৩ পদ। ধানশী বা বসন্ত।

সুরধুনীতীরে তরুণ তরু-বল্লরী, পল্লব নব নব কুসুমবিকাশ।
পরিমলে মুগধ, মধুপকুল কূজত, কোকিল কীর ফিরত চহু পাশ॥

(১) গৌরাঙ্গের—পাঠান্তর।

নাচত তঁহি নট গৌরকিশোর।

কেশর মৃগমদ, চন্দন-চরচিত, ফাগু অরুণ তনু অধিক উজোর ॥ধ্রু॥

নিরুপম বেশ, বসন মণিভূষণ, ঝলকত চারু চপল বনমাল।

অভিনব ভঙ্গী, ভুবন-মনমোহন, ঘন ঘন ধর চরণতলে তাল ॥

গায়ত পরম মধুর পরিকরগণ, নিরখি বদনশশী উলস অভঙ্গ।

সুরগণ গগনে, মগন ভেল জয় জয়, বায়ত নরহরি মধুর মৃদঙ্গ ॥

৬৪ পদ। তুড়ী।

আজু রে কনকাচল নীলাচলে গোরা। গোবিন্দের সঙ্গে ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা ॥

কণ্ঠে লোহিত দোলে বকুলকি মাল। অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল ॥

কত কত ভাব উঠে বিথারল অঙ্গ। নয়ন ঢুলু ঢুলু প্রেমতরঙ্গ ॥

গদাধরে হেরিয়া লহু লহু হাসে। সো নাহি সমুঝল বাসুদেব ঘোষে ॥

৬৫ পদ। বসন্ত।

জয় জয় শচীর নন্দন বড়১ রঙ্গী।

বিবিধ বিনোদ, কলা কত কৌতুক, করত হি প্রেমতরঙ্গী ॥ধ্রু॥

বিপুল পুলক কুল, সঞ্চরু সব তনু, নয়নহি আনন্দনীর।

ভাবহি কহত, জিতল মঝু সখীকুল, শুন শুন গোকুলবীর ॥

মৃদু মৃদু হাসি, চলত কত ভঙ্গিম, করে জনু খেলন যন্ত্র।

যুগলকিশোর, বসন্তহি ঐছন, বিতানিত মনসিজ তন্ত্র ॥

যো ইহ অপরূপ, বিরহে নবদ্বীপ, জগদানন্দ বিলাসী।

রাধামোহন দাস মূঢ়চিত, সো নিজগুণ পরকাশী ॥

৬৬ পদ। বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা। গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা ॥

দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে। পুলকে কদম্ব কবম্বিত অঙ্গে ॥

ফাগু খেলত গৌর তনু। প্রেম সুধা-সিন্ধু মুরতি জনু ॥

ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর। বঙ্ক নয়নে ঝরে অরুণহি নীর ॥

কণ্ঠেহি লোহিত অরুণিম মালা। অরুণ ভকতগণ গায় রসালা ॥

কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ। নয়ন ঢুলাঢুলি প্রেমতরঙ্গ ॥

হেরি গদাধর লহু লহু হাস। সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস ॥

---

(১) বর—পাঠান্তর।

৬৭ পদ। বসন্ত।

আজু সুরধুনীতীরে সুন্দর গৌর নৃত্যে বিভোর।
ফাগুবিন্দু সুগন্ধি চন্দন, চর্চ্চিত অঙ্গ উজোর॥
ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুন্তল ভার।
শ্রবণ কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডিত, ভাঙভঙ্গী অপার॥
লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু ময়ঙ্ক জিতি মুখজ্যোতি।
অরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু, দন্ত নিন্দই মোতি॥
বাহু কনক মৃণাল, মনমথমথন বক্ষ বিশাল।
চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল, কণ্ঠে মালতীমাল॥
ক্ষীণ কটিতট জটিত কিঙ্কিণী, পহিরে বসন সুচার।
চরণ নূপুর বনিত নিরুপম, সবমদ সকল শিঙ্গার॥
হেরি অপরূপ রূপ পরিকর, মগন গুণ নহু অন্ত।
ঝাঁঝ মুরজ মৃদঙ্গ বায়ই গায় রাগ বসন্ত॥
শুনত সুরগণ গগনমণ্ডলে, থিরজ ধরই ন পারি।
ধাই ধাই চলু চহু ওর নব, নদীয়ানগর-নরনারী॥
হোত জয় জয় কার জগভরি, উমড়ি প্রেমপ্রবাহ।
ভণত নরহরি ধন্য কলিযুগে বিলসে গোকুল নাহ॥

(ফুলদোল)

৬৮ পদ। বসন্ত।

বসন্তের সমাগমে, পারিষদগণ সহ, ফুল খেলিছে গোরাচাঁদ।
সভে ভেল হরষিত, হেরিয়া হরল চিত, নবীন নাগরী-মনফাঁদ॥
দেখ ফুলদোলে অপরূপ ফুলখেলা।
দুই দলে ভাগ হৈয়া, নানা জাতি ফুল লৈয়া, খেলে সভে অদ্ভুত লীলা॥ ধ্রু॥
কেতকী, সেউতি, জাতী, রঙ্গণ মধু মালতী, যূথী বেলি, চামেলি, টগর।
রজনীগন্ধ শেফালি, গন্ধরাজ কৃষ্ণকেলি, অতসী পারুলী নাগেশ্বর॥
কত বা কহিব নাম, নানাফুল অনুপাম, দুই দলে করে ফেলাফেলি।
নেহারি মোহনদাস, বড় মনে উল্লাস, গৌরাঙ্গচাঁদের ফুলকেলি॥

৬৯ পদ। তুড়ী।

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে। ফুলের সময় গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে। গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥

প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ। ফুলের সময়ে গোরায় হইল আনন্দ ॥
গদাধর সঙ্গে পহু করয়ে বিলাস। বাসুদেব ঘোষ তাই করিল প্রকাশ ॥

৭০ পদ বসন্ত।

কো কহু আজুক আনন্দ ওর। ফুলবনে দোলত গৌরকিশোর ॥
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে। শান্তিপুরনাথ গাওই রঙ্গে ॥
সহচর ফাগু লেপত গোরা-গায়। ধাওই শুনি সব লোক নদীয়ায় ॥
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল। নয়নানন্দ দীন আনন্দে বিহ্বোল ॥

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

(অষ্টকালীয়লীলা)

১ পদ। যথারাগ।

জাগহ জন মনচোর চতুরবর সুন্দর নদীয়া-নগর-বিহারী।
রাধা রমণী-শিরোমণি রসবতী তাকর হৃদয় রতনরুচিকারী ॥
কি কহব পুন পুন নিশি ভেল ভোর।
কৈছন অলস কিছুই নাহি সমুঝিয়ে হৃদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর ॥ধ্রু॥
ব্রজপুর-চারুচরিত গুণ শুনইতে ভোজন শয়ন করহি নাহি ভায়।
ভণইতে দিবস রজনী বহি যাওয়ে তাহে কৈছে অব ঘুম শোহায় ॥
প্রাণ-অধিক করি মানহ অনুখন নিরুপম সংকীর্ত্তন সুখ কন্দ।
তা বিনু পলক কল্প সম অনুভব ইথে নরহরি চিতে লাগয়ে ধন্দ ॥

২ পদ। যথারাগ।

উঠ উঠ আজি একি অদভূত ঘুম ঘুমায়াছ চতুর ওহে।
এরূপ কখন না দেখিয়ে তুয়া রীতি আর কত বুঝাব তোহে ॥
এ সময়ে এত অলসে কি সুখ আনে হাসি করে তোমার কাজে।
পূরুবের মত হইলে এখন জাগাতে না হৈতো পালাইতে লাজে ॥

তেমতি তোমার গদাধর নরহরি আদি সব আছয়ে শুঞা।
সে সকল ভয় নাহি তেঞি ভালো নহিলে পলাইত তোমারে থুঞা॥
কি বলিব নিজ প্রিয়গণে লৈয়া শুয়ে থাক ইথে কিসের যাবে।
বেলাধিক হৈলে নরহরি প্রতি পাছে কিছু দোষ দিতে না পাবে॥

৩ পদ। ললিত।

শুন শুন ওহে কিছু না বুঝিয়ে কি রসে হৈয়াছ ভোরা।
নিশি ভোর তমু ঘুমাঞা রৈয়াছ ভুবনমোহন গোরা॥
আর দেখ গদাধর আঁখি দিয়ে গৌরাঙ্গচাঁদের মুখে।
চরণ নিকটে বসি হাসি হাসি চরণ চাপয়ে সুখে॥
নরহরি সুখ-সায়রেতে ভাসে চাহিয়া গৌরাঙ্গ পানে।
অপরূপ ভঙ্গী করি কিবা কথা কহে গদাধর কাণে॥
কেহ কেহ ঢুলি পড়ে গোরা রসে মাতিয়া হৈয়াছে ধন্দ।
নরহরি প্রাণনাথে জাগাইতে কেহ করে অনুবন্ধ॥

৪ পদ। যথারাগ।

জাগ জাগ ওহে গৌরশশী, কত ঘুম যাও পোহাইল নিশি।
গৃহ পরিহরি তুয়া পরিকর তুরিতে আঙ্গিনা বেঢ়ল আসি॥
এ সভার সম কাহু না দেখি, চাঁদ বিনা জনু চকোর পাখী।
তাহে শীঘ্র শেজ তেজি দেখা দিয়া তিরপিত কর তৃষিত আঁখি॥
কি কহব চারু চরিত কথা, নীরব হইয়া আছয়ে হেথা।
সুধামাখা মৃদু বচন বারেক শুনাঞা ঘুচাহ হিয়ার বেথা॥
চারি পাশে চাহে চঞ্চল মতি অতিশয় ক্ষীণ বুঝিনু রীতি।
আলিঙ্গন দিয়া দেহ-দুঃখ দূর কর নরহরি-পরাণপতি॥

৫ পদ। যথারাগ।

পোহাইল নিশি পাইল পরাণ পরস্পর নারী-পুরুষগণে।
তুয়া সুচরিত চয় চারু চিন্তি গৃহকর্ম্ম কারু নাহিক মনে॥
অতি ত্বরা করি তিরপিত হৈতে আইল সকলে তোমার কাছে।
না জানহ তুমি এ বড় বিষম না জানি কি সুখ ঘুমেতে আছে॥
নদীয়ার যত দ্বিজ নিজকাজে সুরধুনীতীরে চলিলা ধাঞা।
তারা পরস্পর করে হাসি দেখ নিমাই পণ্ডিত রৈয়াছে শুঞা॥

তাহে বলি শেজ তেজি প্রাতঃক্রিয়া কর ওহে গোরা গুণের মণি।
নহে তুয়া অপযশ সবে গাবে পাবে লাজ নরহরি তা শুনি ॥

৬ পদ। ভৈরব।

জাগহ জগজীবন নব নদীয়াপুরচাঁদ হে।
মঙ্গলময় মদন ভূপ, গোরোচনা রুচির রূপ ॥
রসময় রস বিবশ রসিকভূষণ রসকন্দ হে ॥ধ্রু॥
সুন্দর বর কুন্দরদন, রঙ্গদ মৃদু মঞ্জুবদন,
চারু চপল লোচন জন লোচন মন-ফন্দ হে ॥
বন্ধুর উর মধুর দাম, চঞ্চল ললনাভিরাম,
ধৃতি ভরহর ধৈর্য্যধাম কাম-দলত শন্দ হে ॥
শোভাকর কুটিল কেশ, নিরুপম ধৃত ললিত বেশ,
ভভক্তহৃদয় সরসিহেম সরসিজকৃত দ্বন্দ্ব হে।
সিংহগ্রীব বিমল কর্ণ, তিলকিত চন্দন সুবর্ণ,
মেঘাম্বর ধর নটেন্দ্রনন্দিত প্রিয়বৃন্দ হে ॥
গুণমণি মন্দির মনোজ্ঞ, গতি জিত কুঞ্জর কৃতজ্ঞ,
ভবভয় ভর ভঞ্জন পদ বৃন্দারক বন্দ্য হে।
নরহরি প্রিয় হিয়াকি বাত, কি কহব কছু কহি ন জাত,
আজু তোহারি শয়ন হেরি লাগত মোহে ধন্দ হে ॥

৭ পদ। যথারাগ।

তেজহ শয়ন গৌর গুণধাম। চাঁদ মলিন গত যামিনী যাম ॥
পুরুষ দিশা সখি সব ভুলি গেল। অনুরাগহি রক্তাম্বরি ভেল ॥
মুদিত কুমুদ তহি মধুপ নিবাস। বিকশিত কমল চলত তছু পাশ ॥
চক্রবাকী উলসিত পতি সঙ্গ। নরহরি হেরি হসত বহু রঙ্গ ॥

৮ পদ। যথারাগ।

নিশিগত শশী দরপ দূরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে ॥
পতি বিড়ম্বিত লজ্জিত মনে। লুকাইল তারা গগন-বনে ॥
নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেজি বলি শেজ তেজহ গোরা ॥
মোরে না প্রত্যয় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥

৯ পদ। যথারাগ।

জাগ জাগ ওহে জীবন গোরা, জগজন-মন-নয়নচোরা,
না জানিয়ে কিসে হইয়া ভোরা, ঘুমাঞা রয়েছ বিয়ান বেলে।
আঁখি খুলি দেখ পোহাইল নিশি, জাগিল এ সব পড়বাসী,
তেজি দুখ সুখ-সায়রে ভাসি, হাসি করে তারা কতেক ছলে॥
আর বলি এই নদীয়াপুরে, কত রূপে সভে প্রশংসা করে,
ধাইয়া আইসে তারা তোমার ঘরে, ইথে কিছু লাজ না বাস মনে।
এ কি বিপরীত অলস ধর, প্রভাত হইলে উঠিতে নার,
বল দেখি রাতে কি কাজ কর, সুঘর হইয়া এমন কেনে॥
ময়ূর ময়ূরী পৃথক্ আছে, কেহ না আইসে কাহার কাছে।
বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে, তুমি না দেখিলে না নাচে তাহারা।
ভ্রমরা ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে, ভুলি না বৈসয়ে কুসুমপুঞ্জে,
কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে, ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুল পারা॥
চকোর ও মুখশশীর ছাঁদে, রত হৈয়া ছিল গগনচাঁদে,
সে হৈল ম্লান এ পড়িয়া ধান্দে, কান্দে অতি দুখে বলে কি হবে।
তারে সুখী কর সুখের রাশি, উঠি আঙ্গিনাতে দাঁড়াহ আসি,
নহিলে বিষম মনেতে বাসি, নরহরি দোষ ধুলে না যাবে॥

১০ পদ। ভৈরব।

আজু রজনীশেষ সময় সুখ সমাঝ সাজে।
কিন্নরকুল দুলহ তান, কীরনিকর করত গান,
কোকিলকুল কলিত ললিত পঞ্চম সুর রাজে॥ধ্রু॥
বিকশিত নব কুসুমকুঞ্জ, তহি মধুকর পুঞ্জ পুঞ্জ,
গুঞ্জত অতি মঞ্জুল জনু মধুর যন্ত্র বাজে।
ষড়জ যুগ গমক সুঢঙ্গ উঘটত ধিধি কিটি ধিলঙ্গ,
নৃত্যাতি শিখী নিরখত সুর-নর্ত্তকীগণ লাজে॥
হংস করত সাধু ধ্বনি, ক্রৌঞ্চ ধৈর্য্য তেজত শুনি,
অঙ্কুরছল পুলক বল্লীশ্বর ভূমি নমিতায়ে।
অদ্ভুত উহ প্রেমে মাতি, লসত শত কপোত পাঁতি,
ঘুঘু ইতি শব্দ ছন্দ হুঙ্কৃতি ঘন গাজে॥

পবন মিশ শিঙ্গার হার, ধূনত পল্লব রিঝ অপার,
কুসুম মিশ প্রবাল মোতি রীঝ দেত ভ্রাজে।
যবস ওস বিন্দু পড়ত, জনু আনন্দ অশ্রু ঝরত,
নরহরি ভণ অনুপম নদীয়া পুর মহী মাঝে॥

১১ পদ। ধানশী।

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল। নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল॥
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি। কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ। শশধর তেজল কুমুদিনীবাস॥
বসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে। কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের অলসে॥

১২ পদ। বিভাস।

ও মোর জীবন সরবস ধন সোণার নিমাইচাঁদ।
আধতিল খন, ও চাঁদবদন, না দেখি পরাণ কাঁদ॥
অরুণকিরণ হৈল পরসন্ন, উঠহ শয়ন সনে।
বাহির হইয়া, মুখ পাখালিয়া, মিলহ সঙ্গিয়াগণে॥
গদ গদ কথা, কহি শচীমাতা, হাত বুলাইয়া গায়।
শুনি গৌরহরি, আলস সম্বরি, উঠিয়া দেখয়ে মায়॥
পাখালি বদন, করিলা গমন, সবসহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ দাস, চিরদিনে আশ, দেখিতে ও রস রঙ্গে॥

১৩ পদ। কামোদ।

শেষ রজনী মাহা, শুতল শচীসুত, ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে, ডুহুঁ নাহি সমুঝই, নয়নহি আনন্দ লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল-নায়ক-কোরহি, নাগরী শয়ন বিভঙ্গ॥ধ্রু॥
বামচরণ ভুজ, পুনঃ পুনঃ আগোরই, যাতহি দক্ষিণপাশ।
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আঁখি মুদি, বচন রসাল সহাস॥
যাকর ভাবহি প্রকট নন্দসুত, গৌর-বরণ পরকাশ।
সতত নবদ্বীপে, সোই বিহরই, কহ রাধামোহন দাস॥

১৪ পদ। ললিত।

রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন, শুনইতে অলি পিকুবার।
সহজই নিজ ভাবে, গর গর অন্তর, উঠি উঠি রীতির বিভাব॥

বেকত গৌর অনুভাব।
পূরুব রজনীশেষে, জাগি দুহুঁ যৈছন, উপজল তৈছন ভাব ॥ধ্রু॥
নয়ন অমিয় জল, অমিয় বচন খল, পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদে, শঙ্কাদি পুনঃ উয়ত, কোকহ ভাব তরঙ্গ ॥
ঐছন অনুদিন, বিহরে নদীয়াপুরে, পূরুব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব, মঝু মনে হোয়ব, কহ রাধামোহন দাস ॥

১৫ পদ। ভৈরবী।

নিশি অবসান, শয়নপর আলসে, বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরুপম হেম, জিনিয়া তনু মুখশশী, মুদিত কমল দিঠি সাজ ॥
জয় জয় নদীয়ানগর-আনন্দ।
সহজেই বিম্বাধর, অছু পরি শোভিত, তাম্বুলরাগ সুছন্দ ॥ধ্রু॥
বালিস পর শির অলসে, নাসায় বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর কেশ শেষোপর, বদনে মিশা মৃদু হাস ॥
কোকিল কপোত, আদি ধ্বনি শুনইতে, জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধব দাস করে বারি ঝারি লই সমুখহি দেওব যোগাই ॥

১৬ পদ। যথারাগ।

অলস অবশ পহুঁ রসিক-শিরোমণি কহত স্বপন সম রস রস বাত।
রাধারমণ দরশরস বিরহিত, অব জ‍ জীউ জীউ জরি যাত ॥
শুনহ গৌরী হরিদাস ধনঞ্জয় সঞ্জয় বিজয় মুকুন্দ মুরারি।
মাধব বাসুদেব পুরুষোত্তম, শ্রীধর কৃষ্ণদাস সুখকারী ॥
শ্রীনিধি মধুসূদন বক্রেশ্বর সত্যরাজ কবিচন্দ্র সুধীর।
শঙ্কর গড়ুর ভাগবত নন্দন চন্দ্রশেখর সারঙ্গ গভীর ॥
শুক্লাম্বর যদুনাথ নকুল বনমালী মহেশ শ্রীনিধি গুণধাম।
বিধি অতি সদয় সমুঝি মঝু অন্তর তুয় সব সঙ্গ দেয়ল অবিরাম ॥
তাহে মানি মম বিনতি বাণী উহ ব্রজজন চারু চরিত রসপুর।
মধুর রাগ পর ভাগ গাই ইহ দারুণ হৃদয়তাপ করু দূর ॥
মরমবাত বেকত কত করব এ প্রবল খলহ রিপু করল অধীন।
ধরিমু দেহ বিফল কছু না বুঝলু হোয়ল প্রেম ভরাতি পথহীন ॥
ন কর জোড়ি কহিয়ে সুখ সঞে সভে পুরহ নিজ জন মনো অভিলাষ।
জনম জনম অবিরোধে হইয়ে জনি গোপী-পতিক-পদ পঙ্কজ দাস ॥

ঐছন বচন ভণত পুন কিঞ্চিত ঘুমে নীরব ভেল দ্বিজকুল ভূপ।
নরহরি ধন্দ ন বরণে শকত, কছু সুরগণ দুলহ সুচরিত অনুপ॥

১৭ পদ। যথারাগ।

কি কহব আজুক সুখ নাহি ওর।
রজনীক শেষ শয়ন-মন্দির মধি, শুতি রহু সুন্দর গৌরকিশোর॥ ধ্রু॥
লসত ললিত সুরচিত পরিযঙ্ক, সুমৃদুল ধবল পয়ঃফেন সমান।
তাপর গৌর-অঙ্গ ঝলমল করু, নিরসত কত কত মদনক মান॥
কুন্দ কুসুমসমূহ সহ চম্পক জনু জাহ্নবীজলে জলজ-বিকাশ।
পরিসর কপূর শ্বেত মধি অধিক, পীত লতিকা জনু করত বিলাস॥
জনু সতী যুবতী কীরতি অতিযতনহি, হাটক হার হরষে উরধারি।
ভণ ঘনশ্যাম মঞ্জু শোভা নব, তিরপিত নহু রহু নয়নে নেহারি॥

১৮ পদ। সুহই।

প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ। হেরই সকলে আন ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা। অলসে ঈষৎ মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলি মুড়িয়া মোড়য়ে তনু। যৈছন অতনু কনক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকতগণে। মিলিল বিহানে হরিষমনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌরহরি। বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি॥
নদীয়ানগরে হেন বিলাস। যদুনাথ দেখে সদাই পাশ॥

১৯ পদ। যথারাগ।

শুতি রহুঁ সুন্দর গৌরকিশোর।
দিনকর পূরুব দিশাগত গতি পর জাগত জন যামিনী ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
কোই মধুরতর গন্থ পদ্ম করু পাঠ নিরত পরমাদ্ভুত রীত।
কোই যন্ত্রকুল মিলিত সুগাওত পহুঁকর প্রীতি-চরিতময় গীত॥
কোই রুচির রচনা করু নিয়মিত উচরত নাম উচ্চ করি কোর।
কোই দৈন্যযুত মাতি ভক্তিরসে শরদ ঘটা পটতর নাহি হোয়॥
গরজত গাভী লেই ভর আতুর নিজ নিজ রত সপিয়া অন লাগি।
তাকর শবদ শুনত:অতি তুরিতহি শেজ উপরি পহুঁ বৈঠল জাগি॥
পুন কর মোড়ি চারু করযুগে যুগ লোচন ঝাঁপি জিম্ভায়ত থোর।
মন্দির তেজি চলত চিত চঞ্চল মাগত ঘন ঘন ছাঁদন ডোর॥

নিরখি গৌরীদাসাদিক জনে জনে পূরুব নাম লই বদত উলাস।
নরহরি ভণ সুচরিত্র চিত্র ইহ ঘুম ঘোর কি এ প্রেমবিলাস॥

২০ পদ। যথারাগ।

পেখহ গৌরচন্দ্র অপরূপ।
ঝলমল ললিত সুরতন পীঠ পরি বিলসিত নিরুপম মনমথ-ভূপ॥ ধ্রু।
সুরগিরিশিখর দরপহর বরতনু তেজ প্রবল ত্রিভুবন ভরি পূর।
নিজ জন হৃদয় উদয় করু অবিরত রবি শশী কোটি গরব করু চূর॥
মৃদু মৃদু হাস মিলিত মুখ মঞ্জুল বিকসিত কঞ্জ বিপিন নহ তুল।
ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলত অরুণ দিঠে নাশত যুবতী লাজ ভয় কুল॥
শিথিল কেশতহিঁ গিরত কুন্দ জনু গগন তেজি উড়ু পড়ু খিতি মাহি।
কো কবি রচব ভঙ্গী অতি অদভুত নরহরি নিরমঞ্ছন বহু তাহি॥

২১ পদ। ললিত।

শ্রীশচীভবনে অধিক সুখ আজ।
অনুপম পাদ পীঠ পরি বিলসত সুন্দর গৌরচন্দ্র দ্বিজরাজ॥ ধ্রু॥
পহুঁ চহুদিশ প্রিয়পরিকরমণ্ডল-মণ্ডলী অতি অপরূপ রুচিকারী।
জনু সুমেরু গিরিবেষ্টিত সুরগণ শোভা শেষ বরণে নাহি পারি॥
কাহুক করে কর করি অবলম্বন চিত্রক পুতরি সদৃশ বহু কোয়।
কাহুক বসন খসত নাহি সমবরু কৈছন ভাবন অনুভব হোয়॥
কোই সচকিত শেজ তেজি উপনীত ঘুম ঘোরে ঢুলু ঢুলুই নয়ান।
নরহরি ভণ উহ সুখ পঙ্কজ মধুপানে মত্ত মধুকর অনুমান॥

২২ পদ। যথারাগ।

আজু আনন্দ পরভাত শচী অঙ্গনহি ভঙ্গনহু নেহ নবরঙ্গ বহু ভাঁতি রে।
কোই আওত যাত কোই গাওত ললিত রাগ অদ্ভুত নিরত ফিরত রস মাতি রে
কোই কাহুক কর্ণ লাগি বহু বচন মৃদু পড়ত হসি হসি তনু ন জাত ধরণে।
কোই কাহুক পকারি করত আলিঙ্গনই কোই পরণাম করু কাহু চরণে॥
কোই কাহুক পুছত রজনীমঙ্গল কোই কহত অব মঙ্গল সু পহুঁক দরশে।
কোই কাহুক কহত ধন্য তুহু ধন্য তুহু দুখ মিটব তব অঙ্গ-পবনপরশে॥
কোই নর পদ্য-গদ্যাদি উচ্চারু করু কোই ফুৎকারি তৃণ ধরত রদনে।
পরিকর অসংখ্য অতি জনু সু উথলল সিন্ধু নরহরি কি রচব ইহ এক বদনে

২৩ পদ। যথারাগ।

কি কহব আজুক অপরূপ রঙ্গ।
পরিসর অঙ্গন মধ্য গৌরহরি প্রিয় পরিকরগণ লসত অভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
উড়ুগণ বিহীন বিমল কিয়ে উড়ুপতিবৃন্দ বিমল পরকাশ।
জগত তাপত্রয় ঘোর কঠিনতম তম নিশ্চয় বুঝি করব বিনাশ ॥
ভবভয়ভরহর রঙ্গভূমি কিয়ে প্রবল মল্লকুল ললিত সমাজ।
পহু পদবিমুখ অসুর অতি দুর্জ্জয় জয় করি বুঝি সাধব নিজকাজ ॥
বাধ করি রহিত বিহিত খেত কিয়ে প্রকট কলপতরু প্রফুলিত হোই।
বিতরব অতুল অমূল ফল নরহরি ভণ বুঝি বঞ্চিত না রহব কোই ॥

২৪ পদ। ধানশী।

বায়স কোকিলকুল ঘুঘু দহিয়াল-রব। তাসহ মিলিয়া ডাকে পরিকর সব ॥
অলস তেজিয়া গোরা উঠে শেজ হৈতে। আঁখি কচালিয়া হাতে চায় চারি ভিতে॥
পরিকর সহ গোরা প্রাতঃকৃত্য সারি। অঙ্গেতে সুগন্ধি তৈল মাখে ধীরি ধীরি ॥
তৈল মাখি যায় সবে গঙ্গা-অভিমুখে। বাসুঘোষ স্নানলীলা গায় মনসুখে ॥

২৫ পদ। তুড়ী।

জলকেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল ॥
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে। গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে ॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে। হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহন না যায়। বাসুদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায় ॥

২৬ পদ। শ্রীরাগ।

গোরাচাঁদের কিবা এ লীলা। পূরুবে গোপিকা-চীর হরে, এবে সে ভাবে বিভোল হৈলা ॥
চাহি প্রিয় পরিকর পানে। ভঙ্গী করি চীর হরে সে সভার, কেবা এ মরম জানে ॥
যেন হৈল সকল সেই। সুখের অবধি সাধি নিজকাজ, সবারে বসন দেই ॥
দেখি দাস নরহরি ভণে। ভুবনের মাঝে কে না উনমত এ চারু চরিত গানে।

২৭ পদ। সারঙ্গ।

সুরধুনীতীরে কত রঙ্গে। বিহরয়ে গৌর প্রিয়-পারিষদ সঙ্গে ॥
হইল প্রহর দুই দিবা। সে সময় না জানি প্রভুর মনে কিবা ॥
শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে। আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে ॥
উলসিত নদীয়ার শশী। চাহে সীতানাথ পানে লহু লহু হাসি ॥

অদ্বৈত পরমানন্দ মনে। বসাইলা সবে কিবা মণ্ডলিবন্ধানে॥
পাতিয়া পলাশ পাত তায়। বিবিধ সামগ্রী পরিবেশয়ে সভায়॥
অনুমতি পাইয়া ভোজনে। সভে এক দিঠে চায় গোরা-মুখপানে॥
নিতাই ধরিতে নারে থেহা। উমড়য় হিয়ায় কে জানে কিবা লেহা॥
ক্ষীরসর নবনীত ছানা। গোরার বদনে দিয়া পাসরে আপনা॥
অদ্বৈত লইয়া নিজ করে। পিয়াইল ছানাপানা নিতাইচাঁদেরে॥
নিতাই সুন্দর মহাবলী। মোদকাদি অদ্বৈত-বদনে দিল তুলি॥
ও না তনু পুলকে ভরিল। পরিকর মাঝে কি কৌতুক উপজিল॥
কেহ খায় কারু মুখে দিয়া। কেহ লেন কারু পত্র হইতে কাড়িয়া॥
মিঠাই অনেক পরকার। খাইতে সভার সুখ বাড়িল অপার॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি। পীয়ে সভে সুশীতল সুরধুনী-বারি॥
পত্র শেষ যে কিছু রহিল। দাস নরহরি তা যতন করি নিল॥

২৮ পদ। সারঙ্গ।

আজু গোরা পরিকর সঙ্গে।
ভোজন কৌতুক সারি, সুরধুনীতীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে॥ ধ্রু॥
রহি অতি উচ্চতর ছায়।
কহি কি মধুর, বাণী ঘন ঘন, সুরধুনী পানে চায়॥
ধীরে ধরিয়া গদাই করে।
লহু লহু হাসে কি সুধা বরষে, তাহা কে ধৈরজ ধরে॥
আহা মরি কি মধুর রীত।
নরহরি ভণে, মনে অভিলাষ' এ রসে মজুক চিত॥

২৯ পদ। যথারাগ।

শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান। ভোজন-মন্দিরে পহুঁ করহ পয়ান॥
বসিতে আসন দিল রত্নসিংহাসন। সুবাসিত জল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই। মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞী॥
চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল। ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ॥
শাক সুকুতা অম্ল লাফ্ড়া ব্যঞ্জন। আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার। আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীকুমার॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি। ভৃঙ্গার ভরিয়া দিলা সুবাসিত বারি॥

জলপান করি প্রভু কৈলা আচমন। সুবর্ণ খড়কা দিয়া দন্ত ধাবন ॥
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে। প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বূল সেবনে।
তাম্বূল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন। সীতা ঠাকুরাণী করে চরণসেবন ॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারি। ফুলের পালঙ্কে ফুলের চাঁদোয়া মশারি ॥
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস। তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস ॥
ফুলের পাঁপড়ি যত উড়ি পড়ে গায়। তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
অদ্বৈতগৃহিণী আর শান্তিপুর-নারী। হুলু হুলু জয় দেয় প্রভু মুখ হেরি ॥
ভোজনের অবশেষ ভকতের আশ। চামর বীজন করে নরোত্তম দাস ॥

৩০ পদ। ধানশী।

'ক আনন্দ খণ্ডপুরে, ঠাকুর নরহরির ঘরে, মহোৎসবের কে করে আনন্দ।
সকল মহান্ত আসি, প্রেমানন্দ রসে ভাসি, নিরখয়ে গৌরমুখচন্দ ॥
দ্বাদশ গোপাল আর, চৌষট্টি মহান্ত সাথ, আর ক্রমে ছয়টী গোসাঞী।
শাখা উপশাখা যত, আইল সকল ভক্ত, আনন্দেতে গৌরগুণ গাই ॥
শ্রীনিবাস জনে জনে, বসাইল স্থানে স্থানে, বসিল মহান্ত সারি সারি।
যার যৈছে অনুমানে, বসাইল স্থানে স্থানে, দুই প্রভুর মধ্যে গৌরহরি ॥
দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ, বামেতে অদ্বৈত চন্দ, তার বামে গদাধরাচার্য্য।
ভোজনে বসিলা সভে, রঘুনন্দন আসি তবে, করে পরিবেশনের কার্য্য ॥
মহাপ্রভু সুখোল্লাসে, করে লৈয়া এক গ্রাসে, দেন প্রভু নিতাইর মুখে।
এইরূপ পরস্পর, নরহরি গদাধর, ভোজন করয়ে প্রেমসুখে ॥
ভোজনান্তে জয়ধ্বনি, 'জয় গৌর দ্বিজমণি,' সভে মিলি কৈল আচমন।
শ্রীনিবাস সুখোল্লাসে, করে লৈয়া মুখবাসে সভে দিল মাল্য চন্দন ॥
নরহরি ঠাকুর ধন্য, যার গৃহে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ সহিত আপনি।
তা দেখি বৈষ্ণবগণ, হরি বোলে ঘন ঘন, বাসু মাগে চরণ দুখানি ॥

৩১ পদ। যথারাগ।

সহচর সঙ্গহি গৌরকিশোর। আজু মধুপান রভস রসে ভোর ॥
কি কহিতে কি কহব কিছু নাহি থেহ। আন আন মত দেখি গৌর সুদেহ ॥
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান। গদ গদ আধ আধ কহই বয়ান ॥
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে রহই বিভোর। হেরি গদাধর করু নিজ কোর ॥
কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ। নদীয়ানগরে নিতি ঐছে বিলাস ॥

৩২ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব হইল। পাশা সারি[১] লৈয়া প্রভু খেলা আরম্ভিল ॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি। ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি করি ॥
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর। পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর ॥
দুই জন মগন হইল পাশা রসে। জয় জয় দিয়া গায়ে বাসুদেব ঘোষে ॥

৩৩ পদ। বিহাগড়া।

দেখ সখি গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা, সুরবর নায়িকা, ভাবে বুঝি ভেল ভোর ॥ ধ্রু ॥
কহত গদ গদ, শুনহ বিদগধ প্রাণবল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর, সীথেঁ সিন্দুর, ভালে তিলক উজোর ॥
পীন পয়োধরে নখরে বিদরে, পূরহ মৃগমদ সার।
কাণে কুণ্ডল, কোমল কুবলয়, গলহি মোতিম হার ॥
এতহুঁ কহি পুন, কাঁপয়ে ঘন ঘন, নয়নে আনন্দ লোর।
এ রাধামোহন, দাস চিত তহিঁ কছু না পাওল ওর ॥

৩৪ পদ। কামোদ।

গৌর বিধুবর, বরজমোহন, ভ্রমণ করু নদীয়ায়।
বৃদ্ধ পুরুষ অসংখ্য পথগত, নিরখে হরিষ হিয়ায় ॥
কেউ কহে কিয়ে, অনঙ্গ সুগঠন, কো নে সিরজন কেল।
ঐছে অপরূপ রূপক বহুল, নয়নগোচর ভেল ॥
কোই কহ কিয়ে, নেহ ঘটই কি, কহব কহই না যায়।
হৃদয় সমপুটে ধরয় অনুক্ষণ, কহ কি করব উপায় ॥
কোই কত কত, ভাঁতি ভণত, অনিবার আশীষ দেত।
দাস নরহরি, পহুঁক মাধুরী, নিয়ত দিঠি ভরি লেত ॥

৩৫ পদ। কামোদ।

আজু কি আনন্দ নদীয়ায়।
পথে কত বৃদ্ধা নারী, দাঁড়াইয়া সারি সারি, শচীর দুলাল পানে চায় ॥ ধ্রু ॥

---

১ ছসি—পাঠান্তর।

কেহ কারু প্রতি কয়, এ কভু মানুষ নয়, বুঝিলাম চিতে বিচারিয়া।
এমন বালক যেন, না দেখি না শুনি হেন, ভারতভূমেতে জনমিয়া॥
কেহ পুন পুন ভণে, কি বলিব এত দিনে, হইল সকল দুঃখ নাশ।
কেহ কহে মনে যাহা, কহিতে নারিয়ে তাহা, ধন্য এই নদীয়ার বাস॥
কেহ কহে শচী ধন্য, করিলে যতেক পুণ্য কহিতে না জানি স্নেহ তার।
এ চাঁদবদনে যাকে, সদা মা বলিয়া ডাকে, হেন ভাগ্য আছে আর কার?
কেহ কহে এই মতে, বেড়াউক নদীয়াতে, সকল প্রকৃতি সঙ্গে লৈয়া।
কেহ কহে মনে হেন, সোণার নিমাই যেন, কখন না ছাড়য়ে নদীয়া॥
কেহ কহে নদীয়াতে, সদা রহু কুশলেতে, বিধিরে প্রার্থনা এই করি।
নরহরি প্রাণ গোরা, কেবল আঁখের তারা, ইহার বালাই লইয়া মরি॥

৩৬ পদ। ভূপালী।

গৌরাঙ্গগমন, শুনি অন্ধগণ, বাহিরে বাড়ায় পা।
চাহে ঘন ঘন, পাইয়া নয়ন, উলসে ভরয়ে গা॥
কেহ কারু করে, ধরি কহে ধীরে, আজু সে সফল হৈল।
দিতে মহানন্দ, বিধি কৈল অন্ধ, আনে না দেখিতে দিল॥
এরূপ অমিঞা, পিয়াএ না হিয়া, কি করে না যায় জানা।
হেন রূপ যেহ, না দেখিল সেহ, নয়ন থাকিতে কাণা॥
সদা দেখিবারে, ধায় বারে বারে, আঁখি না ধৈরজ বাধে।
নরহরি সাখী, সঁপিলু এ আঁখি, সোণার নিমাইচাঁদে॥

৩৭ পদ। তুড়ি।

নদীয়া ভ্রময়ে, গোরা গুণমণি, শুনি পঙ্গু পথে গিয়া।
অনিমিষ আঁখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উথলে হিয়া॥
কেহ কহে শুন, বিধি সকরুণ, এবে সে বুঝিনু মনে।
যে লাগিয়া পঙ্গু, করিলে সফল, ফলালে এতেক দিনে॥
পঙ্গু না হইলে. গৃহ কাজ ছলে, যাইতাম দূর দেশ।
না জানিয়া তথা, মরণ হইলে, দুঃখের নহিত শেষ॥
পঙ্গু হৈয়া যেন, থাকি মেন হেন, বিধিরে প্রার্থনা করি।
নরহরি নাথে, সদা নদীয়াতে, দেখি এ নয়ন ভরি॥

৩৮ পদ। কামোদ।

ভুবনমোহন, গোরা গুণমণি, রাজপথে কত ভঙ্গীতে চলে।
কত কত শত, মদন মূরছি, লোটায়ে চরণ-কমলতলে॥
চারি দিকে লোক, করে ধাওয়া ধাই, অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া।
তনু মন প্রাণ, কেবা না নিছয়ে, পরস্পর চারু চরিত কৈয়া॥
নদীয়ানগরে, নাগরালি বেশে, ফিরিয়ে নবীন নাগর যত।
গোরাচাঁদ পানে, চাহি তাসবার, নাগর গরব হইল হত॥
জগতের মাঝে, প্রবীণতা অতি, রসিকতামোদে বিভোর যারা।
নরহরি ভণে, খদ্যোত যেমন, কিছু আগে হৈল তেমন তারা॥

৩৯ পদ। ধানশী।

নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে, হেলি দুলি চলে পুলক হিয়া।
অলখিত যত, যুবতী অথির, সাধে আধ দিঠি সে অঙ্গে দিবা॥
কেহ কহে দেখ, দেখ সখি এই, গোরারূপ কিয়ে অমিয়ারাশি।
তাম্বূলের রাগে, অধর উজ্জল, তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি॥
রঙ্গণ ফুলের মালা দোলে কিবা, আঁখের ভঙ্গীতে ভুবন মোহে।
চাচর চিকুরচয় চারু কিবা, কপালে চন্দন তিলক শোহে॥
কিবা জানু ভুজযুগের বলনি, পরিসর বুকে কেবা না ভুলে।
নরহরি-পহু রসে মু মজিনু, দিনু তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে॥

৪০ পদ। ধানশী।

নগরভ্রমণে, বাহির হইয়া, নানা ব্যবসায়ী গৃহে যান গোরা।
ব্যবসায়িগণ, নানা দ্রব্য আনি, দেয় তারে হৈয়া আনন্দে ভোরা॥
কহেন গৌরাঙ্গ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আমি হই ওহে দরিদ্র অতি।
যে সব সামগ্রী, দিতেছ তোমরা, তার মূল্য মুই পাইব কতি॥
ব্যবসায়িগণ, কহয়ে এ সব, দয়া করি তুমি করহ গ্রহণ।
যখন পারিবে, মূল্য দিহ তুমি, না পারিলে মোরা নাহি চাহি পণ॥
যে হইতে তুমি, জনম লভিলা, স্ত্রী পুত্র লইয়া আছি মোরা সুখে।
কর শুভ দৃষ্টি, কর আশীর্ব্বাদ, দেও পদধূলি শিরেতে বুকে॥
তা সবার বাক্যে, সন্তুষ্ট হইয়া, গৃহেতে চলিলা নদীয়াশশী।
কহে নরহরি, ধন্য ব্যবসায়ী, ধন্য ধন্য সব নদীয়াবাসী॥

৪১ পদ। সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ বিনোদ রঙ্গে, বিহরই সুরধুনীতীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায়, প্রেমে ধারা বহি যায়, ক্ষণে মালসাট মারি ফিরে ॥ধ্রু
অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
দেখি তরুগণ সঙ্গে, প্রিয় গদাধর রঙ্গে কৌতুকে করয়ে কত খেলা ॥ধ্রু॥
অঙ্গে পুলকের ঘটা, কদম্ব কুসুম ছটা, সুদশন মুকুতার পাঁতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি, বরখে অমিয়ারাশি, সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি ॥
সদা নিজ প্রেমে মত্ত, গায় কৃষ্ণলীলামৃত, মধুর ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইলুঁ অন্ধ, না ভজিলাঙ্ গৌরচন্দ, কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

৪২ পদ। যথারাগ।

মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার।
শয়নে স্বপনে, গৌরাঙ্গ বিহনে, কিছু না জানয়ে আর ॥
ও চাঁদমুখের মৃদু মৃদু হাসি, অমিয়া গরব নাশে।
তিল আধ তাহা না দেখি কলপ অলপ করিয়া বাসে ॥
কি কব সে সব, শয়ন বিচ্ছেদে, অধিক আকুল মনে।
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন পানে ॥
ময়ূর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিতে পাতয়ে কাণ।
নরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিতে ব্যাকুল প্রাণ ॥

৪৩ পদ। যথারাগ।

কো বরণব পরিকরগণ লেহ।
নিরখি নিতান্ত নিশান্ত সুঅন্তর, অন্তরহিত অতি পুলকিত দেহ ॥ধ্রু॥
সাহস করি কত, করত মনোরথ, যাত রজনী অব হোত বিহান।
গৌর সুশয়নোত্থান ভঙ্গিনব নিরখি করব ইহ তৃপত নয়ান ॥
মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত, শ্রবণে চমক ভরি পিয়ব ভূরী।
করযুগে যুগপদ পরশি প্রচুরতর অন্তরখেদ করব অবদূরি ॥
ঐছে আশ কত উপজত হিয় মধি অধিক মগন গুণ গণ করি গান।
নরহরি ভণ ঘন চাতক সমচিত, উৎকণ্ঠিত (নাহি) সমুঝত অনিদান ॥

৪৪ পদ। সুহই।

কনক-ধরাধর-মদহর দেহ। মদনপরাভব সুবরণ গেহ॥
হেরে দেখ অপরূপ গৌরকিশোর। কৈছনে ভাব নহএ কিছু ওর॥
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার। উরধ নেহারী রচই ফুৎকার॥
নিরুপম নিরঞ্জন রাস বিলাস। অচল সুচঞ্চর গদ গদ ভাষ॥
কিয়ে বর মাধুরী বাঁশী নিশান। ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ কাণ॥
সদন তেজি তব চলত একান্ত। মিলব অব জানি কিয়ে কৃষ্ণকান্ত॥

৪৫ পদ। মঙ্গল।

বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে পহুঁ মোর বৈঠল সহচর কোর।
সুশীতল মলয় পবন বহে মৃদু মৃদু, হেরইতে আনন্দ কো করু ওর॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌর দ্বিজরাজ।
সুন্দর বদনে স্বেদকণ শোভন, হেম মুকুরে জনু মোতি বিরাজ॥ধ্রু॥
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে, প্রেমজল সকল কয়ল তব দূর।
নিজ গৃহে আওল, গৌর দয়াময়, পরিজন হিয়া আনন্দ পরিপূর॥
সব সহচরগণে গেও নিজ নিকেতনে নিতি ঐছন করয়ে বিলাস।
সো সুখসিন্ধু বিন্দু নাহি পাওল, রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥

৪৬ পদ। তুড়ী—রূপক।

সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর। সহচরগণ মেলি আনন্দে বিভোর॥
খেলায় বিনোদ খেলা গৌর বনমালী। পুলিন বিহার করে ভকতমণ্ডলী॥
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চলিলা। জননী-চরণে আসি প্রণাম করিলা॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ গদ গদ ভাষ। এ রাধামোহন পদ করতহি আশ॥

৪৭ পদ। যথারাগ।

নিশি অবশেষে লসত নদীয়াশশী শয়ন শেজে নিজ মন্দির মাহি।
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ জন রঞ্জন, মনমথমথন ভঙ্গী সম নাহি॥
প্রাতঃ সময়ে সুক্রিয়ারত সুরধুনী অবগান করু পরম উলাস।
গণ সহ বিবিধ ভাঁতি করি ভোজন পলছন শয়ন সেবই সব দাস॥
পূর্ব্বাহ্নে পরিতোষ করই সবে, ধরি নব বেশ নিকশে চিতচোর।
পরিকর সহ পরিকর গৃহে বিলসত, বুঝিব কি প্রেম কি গতি নাহি ওর॥

ধন্য সময় মধ্যাহ্নে সরসি-বন-রাজী সুশীতল সুরধুনী তীর।
বিবিধ কেলি তহিঁ কো কবি বরণব, নিরখত সুরগণ হোত অধীর ॥
অতি অপরূপ অপরাহ্ণ সময়ে, নদীয়া মধি ভ্রমণ করয়ে গণ সঙ্গ।
শোভা ভুবনবিজয়ী রস বাদর নিরখি নগর নরনারী উমঙ্গ ॥
সাঁজ সময়ে, নিজভবন গমন করু শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি।
অদভুত রঙ্গ প্রকট পহুঁ দরশনে, কত শত লোক আয়ত কত বেরি ॥
সময় প্রদোষহি তুষি জননীমন, প্রিয় শ্রীবাস মন্দিরে উপনীত।
অধিক উছাহ ভকতগণ তহি পহুঁ রচই সুবেশ মধুরতর রীত ॥
বিমল নিশার সময়ে, সংকীর্ত্তনে মাতি, মুদিত হিয় কৌতুক জোর।
গণ সহ পুন নিজভবনে শুতই, নরহরি পহুঁ রসময়, গৌরকিশোর ॥

৪৮ পদ। তুড়ী।

নিশিশেষে গোরা ঘুমের আবেশে শয়ন পালঙ্কোপরে।
হেন জন নাহি বারেক সে শোভা হেরিয়া পরাণ ধরে ॥
প্রভাতে জাগিয়া নিজ পরিকর-বেষ্টিত অঙ্গনে বসি।
জগজন মন হেলাতে হরিয়া হিয়াতে থাকয়ে পশি ॥
দন্তধাবনাদি সারি সুরধুনী সিনান আনন্দাবেশে।
নিজগৃহে গণ সহিত ভোজন কৌতুক শয়ন শেষে ॥
পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে শুক্লাম্বর আদি ভকতগণের ঘরে।
প্রেমের আবেশে অবশ হইয়া বিবিধ বিলাস করে ॥
মধ্যাহ্ন কালেতে অতি মনোহর পুষ্পের উদ্যান মাঝে।
কত কত রঙ্গ তরঙ্গে বিভোর সঙ্গে পারিষদ সাজে ॥
অপরাহ্ণ সময়ে ধরিয়া ভুবনমোহন বেশ।
নদীয়ানগরে ভ্রমণ বিবাদ শোভার নাহিক শেষ ॥
সন্ধ্যাকালে নিজ ভবনে গমন অতি অপরূপ রীত।
দেব বন্দনাদি করিয়া যতনে যাহাতে মায়ের প্রীত ॥
প্রদোষে শ্রীবাস মন্দিরে প্রবেশ অধিক উলাস হিয়া।
তথা প্রিয়গণ মন অনুরূপ করয়ে অদ্ভুত ক্রিয়া ॥
নিশায় সকল পরিকর সহ সংকীর্ত্তন করি।
পুনঃ নিজ গৃহে শয়ন আনন্দে ভণে দাস নরহরি ॥

৪৯ পদ। শঙ্করাভরণ।

ভুবনমোহন গৌর নটবর, বরঙ্গমোহন রসিকশেখর,
আজু রুক্মিণী বেশে করু নব নৃত্য, নিরুপম ভ্রাজয়ে।
অঙ্গ রুচি জিনি কনক দরপণ, করত ঝলমল ললিত চিকণ,
রুচির পরম বিচিত্র পহিরণ, বিবিধ অংশুক সাজয়ে॥
চিকুরচয় কমনীয় বন্ধন, গোরি মৃগমদ চিত্রচন্দন,
সরস লসত ললাট তট মণি, বন্ধনী মন মোহয়ে।
কর্ণভূষণ তরল মৃদুতর, গণ্ডযুগ জনু ভ্রমর ভুরুবর,
কঞ্জ লোচন মঞ্জু অঞ্জন, রঞ্জিতাধিক শোহয়ে॥
বিম্বফলমিব বন্ধুরাধর, নাসিকা শুক-চঞ্চু বেশর,
বলিত বয়ন-ময়ঙ্ক দশন মুকুন্দ মদভরভঞ্জন।
কঞ্চু অঞ্চিত বক্ষ মৃদুতর, হার রতন অনঙ্গ-ধৃতি-হর,
শঙ্খ সরুকর কঙ্কণাঙ্গুলি অঙ্গুরী জনু রঞ্জন॥
অতুল উদর সুঠাম রস ঝরু, নবীন কেশরি-গৌরব দূর করু,
ক্ষীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী কনক কিঙ্কিণী রাজয়ে।
ভঙ্গী সঞে পদ ধরণী ধরু যব,অতিহি কোমল হোত ক্ষিতিতব,
নিছুই নরহরি-জীবন ঘন মঞ্জীর ঝননন বাজয়ে॥

৫০ পদ। মায়ূর।

আজু শুভ আরম্ভ কীর্ত্তনে, গৌর সুন্দর মুদিত নর্ত্তনে,
সুঘর পরিকর মধ্য মধুর শ্রীবাস অঙ্গনে শোহয়ে।
কনক কেশর গরব গঞ্জন, মঞ্জু তনু রুচি অতনু রঞ্জন,
কঞ্জ লোচন চপল চহু দিশ, চাহি জনমন মোহয়ে॥
নটন গতি অতি তরুণ পদতল, তাল ধরইতে ধরণী টলমল,
করই হস্তক ত্রস্ত কলিত সুললিত কর কিশলয় ছটা।
দশন মোতিম পাঁতি নিরসত, হাস লহু লহু অমিয়া বরষত,
সরস লসত সুবদন মাধুরী জিতই শারদশশী ঘটা॥
চিকণ চাঁচর চিকুর বন্ধন, চারু রচিত সুতিলক চন্দন,
ভূরি ভূষণ ঝলকে অঙ্গ বিভঙ্গী ভণত না আয়য়ে।
বামে পহুঁ পণ্ডিত গদাধর, দক্ষিণেতে নিতাই সুন্দর,
সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত উনমত পেখি সুরগণ ধায়য়ে॥

বাসুদেব শ্রীবাসনন্দন, বিজয় বক্রেশ্বর নারায়ণ,
গোপীনাথ মুকুন্দ মাধব গায়ত এ অদ্ভুত গুণী।
রাম বামে গোবিন্দ গরুড় আদিক, বায় মর্দ্দল ধিকতা তাধিক,
ধিনি নি নি নি নি নি ভণত নরহরি ভুবন ভরু জয় জয় ধুনি ॥

৫১ পদ। আশাবরী।

নাচত শচীতনয় গৌরসুন্দর মনমোহনা।
বাজত কত কত মৃদঙ্গ উঘটত, ধিধিকট ধিলঙ্গ,
গায়ত সুর মধুর, অঙ্গভঙ্গী পরম শোহনা ॥ধ্রু॥
নিরুপম রস উলস আজ, বিলসত প্রিয় ভকত মাঝ,
ঝলকত অতি ললিত সাজ, যুবতী ধীরজ মোচনা।
কুসুমাঞ্চিত চারু চিকুর, কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড মুকুর,
ভালতিলক মঞ্জুলভুরু, ভৃঙ্গ কমললোচনা ॥
নাসাপুট মোদ সদন, ইন্দুনিকর নিন্দি বদন,
মন্দ মন্দ হসনি কুন্দ, দশন মধুর বোলনা।
কণ্ঠ মদন মদভর হর, ভুজযুগ জিনি কুঞ্জরকর,
কক্ষ মৃদু বিলাস বক্ষ, মাল অতুল দোলনা ॥
নাভি ত্রিবলী বলিত ভাঁতি, লোমাবলী ভুজগ পাঁতি,
রসনা যুত কৃশ কটি নব, কেশরি-মদ-ভঞ্জনা।
পহিরে বর বসন বেশ, উরু বরণী নাশকত শেষ,
নরহরি পহুঁ পদতলে করু, তরুণারুণ গঞ্জনা ॥

৫২ পদ। পঠমঞ্জরী।

গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া। গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া ॥
অনন্ত অনঙ্গ হয় দেহের বলনি। মুখচাঁদ কি কহিব কহিতে না জানি ॥
নাচেন গৌরাঙ্গচাঁদ গদাধরের বাসে। গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গবিলাসে ॥
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ মত্ত মুখে হরেনাম। আনন্দে সঙ্গেতে নাচে দাস ঘনশ্যাম ॥

৫৩ পদ। বিভাস।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে। বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে ॥
আবেশে[১] অবশ তনু গোরা নটরাজ। কি কহব অঙ্গশোভা কহন না যায় ॥

(১) আলসে।

মেঘ বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে। কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে২। বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥

৫৪ পদ। যথারাগ।

অপরূপ পহুঁ করু শয়ন বিলাস।
অলস যুত যুগনেত্র রুচিরতর, তারক কর কুঞ্চিত পরকাশ॥ধ্রু॥
রজত পাত্র মধি শোহত জম্বুজনু তিমির শরদ শশী কিরণ মাঝার।
কুন্দ কুসুম মধি অতসী পুষ্প জনু কপূরপূর মধি মৃগমদসার॥
দুগ্ধসিন্ধু মধি অসিত দ্বীপ জনু নীলমণি মণ্ডপ সিত ক্ষিতি মাঝ।
হর গিরি পর নব মেঘ খণ্ড জনু বিশদ কুমুদ মধি মধুপ বিরাজ॥
নির্ম্মল যশ সুপতাক মধ্যজনু যুবতী নয়ন-অঞ্জন জিতকাম।
পদ্মরাগ মণি আসনে জনু বিলসত রস মধুর ভণত ঘনশ্যাম॥

৫৫ পদ। যথারাগ।

কো বরণব বর গৌর উত্তান শয়ন শোভা সুখকারী।
ঝলকত অঙ্গ সুবলিত ললিত থির যামিনী পুঞ্জ পুঞ্জ মদহারী॥
শরদ-সুধাকর-নিকর বিনির্জ্জিত যুবতী বিজয় মুখ মধুরিম জ্যোতি।
শ্রুতি অতি বিমল গণ্ড মণ্ডিত নব কুণ্ডল অতুল জড়িত মণি মোতি॥
বিম্ব অরুণকর কদন বদন ছদ কিঞ্চিদ মিলন রুচির রুচিপুর।
বিকসত দন্তকিরণ সিত সুন্দর তারকবৃন্দ কুন্দ রহু দূর॥
প্রসর বক্ষ পরিহার প্রচুর তহি কর করযুক্ত লসত অনিবার।
নরহরি ভণ অনুভব নোহত বুঝি মানিনী নিকট করত পরিহার॥

৫৬ পদ। ললিত।

কি কহব গৌর শয়ন অনুপাম।
সুবলিত অঙ্গ অঙ্গ ঝলকত জনু বিলসিত সোই মূরতিময় কাম॥ধ্রু॥
কনক ক্ষীরোদ দধি মন্থন নব নবনী পিণ্ডসম কোমল কায়।
অতি অপরূপ ইহ তপনতাপ বিনু শেজ উপরি জনু জাত মিলায়॥
অলসে অবশ মৃদু চলত নিশাসহি উচ নীচ হোয়ত উদর উজোর।
মলয় পবন জনু পরশ সুমেরুসু সরিত তরঙ্গ বহত বহু থোর॥

---

(২) বিলাসে—পাঠান্তর।

বচনক দূর বিরচন কৌন পুনি নিরখত নয়ন তৃপিত নহি হোয়।
নরহরি ভণ মঝু হৃদয় তল্পকব বিলসব ঐছে দেয়ব সুখ মোয় ॥

৫৭ পদ। ললিত।

কি কব অনল্প তল্প ঝলকত অতি, শরদ কাল সম বিরহিত মলিনা।
সুরপতি স্বপন অগোচর অপরূপ রচিত মনোজ্ঞ মনোভব বলিনা।
আলস ধর জল লালস করবর, বালিস বিলসত জগত অদৃশ রে।
হরগিরি খণ্ড অখণ্ড সদ্য দধি পিণ্ড গঙ্গ থির তরঙ্গ সদৃশরে ॥
তহি বন্ধুরে করবীর কুন্দ কেতকী, কনকাব্জ জাতীকৃতনয়না।
তনু অব যব সব সমন গন ঝটিত অনুভব ন হোই গৌরহরিশয়না ॥
বুঝি শশী করপটে বিরচি চিত্র বিহিমন্দির দেবে দেওল বহু যতনে।
নরহরি ভণব সুমতি উরথিত ইহ, রজত চতুষ্কি জটিত হেম রতনে ॥

৫৮ পদ। বিভাস।

মরি মরি গৌর-মূরতি অপরূপ। ভুবন বিমোহন মনমথ ভূপ ॥
কি করব অগণিত নয়ন না ভেল। দারুণ দৈব দরশে দুখ দেল ॥
রাখি হৃদয় ভরি ইহ অভিলাষ। অমূল রতন সম না করি প্রকাশ ॥
কৌনে গঢ়ল তনু বলনি সুঠাম। মঝু সরবস এ জগতে অনুপাম ॥
অনুদিন রজনীশেষে হাম পেখি। ঐছন শয়ন কবহুঁ নাহি দেখি ॥
তাহে বুঝলু নব ঘুম বিরাজ। নরহরি ইথে কি জাগাওব আজ ॥

৫৯ পদ। ভৈরব।

ধনি ধনি আজু রজনী ধনি লেখি।
সংকীর্ত্তন রস লম্পট পহুঁ কর ঐছন শয়ন কবহি নাহি দেখি ॥ধ্রু॥
যো নিজ পূরুব ভাব ভরে উনমত অনুক্ষণ ভণই সুব্রজপুর-বাত।
লোচন পলক অলপ নাহি লাগত যামিনী জাগি করত পরভাত ॥
সো অব অতুল নিঁদ গত অতিশয় জাগব কিয়ে অরু অধিক বিলাস।
অদ্ভুত ঘুম করীত স্বপন সম অমিয় সদশ করু বচন প্রকাশ ॥
নিশি চলি যাও প্রাত ভেল উপনীত তবহি ন জাগত নদীয়া-বিহারী।
বুঝবি কি নরহরি নাথ চরিত ইহ ঘুমক ভাগব বলি নাহি পারি ॥

৬০ পদ। ললিত।

পেখহ অপরূপ পহুঁক বিলাস।
শয়ন সুছন্দ অমন্দ মধুর উপজাওত তনুমন নয়ন উলাস ॥ধ্রু॥

যাকর তনুরুচি কিঞ্চিৎ সুরহিয়ে নহ পরকাশ যতন কত ভাঁতি।
সুরুচি পুঞ্জ সুকৃতি ইহ মন্দিব মাব ঝলকে জিনি দিনকর পাঁতি।
মুনিগণ-হৃদয় সুতলপে কলপয়িতে করু কত কলপ কলপ ভরি জাগ
তাকর দুলভ সুলভ এ তলপ পরিকলপন কবি কি রচব অছু ভাগ॥
বিহি ভব বচনে হরষ নহ অব নব পিঞ্জরে শুক বহু ভণ শুনি প্রীত।
নরহরি নাথ গুপত কত করব সুপ্রকট হোত উহ পূরবক রীত॥

৬১ পদ। বিভাস।

হের চাঞা দেখ রজনী পানে। এরূপ শয়ন কেবা বা জানে॥
কিবা করপদ ভঙ্গিমাখানি। ঘুমে কি এরূপ কভু না জানি॥
লোচন সুভাঁতি ভঙ্গিমা তাহে। অলসে এমতি হইবে কাহে॥
মুখ শশিশোভা অধিক হেন। মৃদু হাসি সুধা খসিছে যেন॥
নিদঁ অনিদঁ না চিনিতে পারি। মনে যাহা তাহা কহিতে না পারি।
নরহরি ইথে কত বা কবে। বুঝি জাগাইতে বিষম হবে॥

৬২ পদ। বিভাস।

গোরাচাঁদের রজনী শয়ন। হেরি হেরি সভে জুড়ায় নয়ন॥
পরস্পর অতি আনন্দ হৃদয়। কত ভাঁতি কথা কৌতুকে কহয়॥
তাহা কি রচিতে পারে কবিজন। অনুপম গৌরাঙ্গের গুণগণ॥
পুন পুন নিরিখয়ে আঁখি ভরি। নরহরি পহুঁ শয়ন-মাধুরী॥

৬৩ পদ। ভৈরব।

কিবা সে নিশির শোভা শুভ রাশি পূরা সে নদীয়াপুর।
রজনী-কর-রজক নিজ করে করিল মলিনতা দূর॥
বিচিত্র তরুণ তরুলতা মুনিমোহন-মাধুরী লসে।
প্রফুল্লিত নবকুসুমে ভ্রময়ে মধুর আশে॥
শীতল পবন মন্দ মন্দ বহে উগারে সুগন্ধ রাশি।
পরম আনন্দে ঘুমায়ে রয়েছে সকল নদীয়াবাসী॥
গভীর আলয় সদা সুখময় শোভার নাহিক পার।
ত্রিজগত মাঝে দেখিনু কোথাহ উপমা নাহিক যার॥
পহুঁর মন্দিরে বেড়িয়া সকল প্রিয় পরিকর স্থিতি।
কেহ শুঞা কেহ জাগিয়া রয়েছে কে বুঝে এ সব প্রীতি॥

আজ্ঞা অনুসারে কেহ নিজ ঘরে কাতরে শুতিয়া আছে।
নরহরি হেন দশা হবে কবে সে সময় রহিব কাছে॥

৬৪ পদ। ললিত।

জনমন ময় মদনময় মন্দির কৌনে গঢ়ল অনুভব নাহি হোই।
রজনীক শেষ অশেষ শোহে তছু লস ন বরণি শকত কবি কোই॥
দ্বার-বেদ, বসু-বিহিত-গবাক্ষ, বিরাজিত বিহি সম সম সুখকারী।
ললিত লাস্য নব কুঞ্জ কেলি বহু চিত্রিত ভীত ভীত ভ্রমহারী॥
পরিসর গর্ভ রুচির সুরধুনী জনু অনুপম রতন দীপ চহু ওর।
ঊর্দ্ধ অতুল চন্দ্রাতপতর পরিযঙ্ক মধ্য লস গৌরকিশোর॥
তা কর প্রতি অঙ্গ-কিরণ অদ্ভুত ঝলকত অন্তর বহিরনুপাম।
মন্দির নহু ইহ স্বর্ণপুঞ্জ মণি জটিত সুসম্পুট ভণ ঘনশ্যাম॥

৬৫ পদ। তুড়ী।

রতন মন্দির মধি শুতি গোর সুন্দর ভুঞ্জই শয়নবিলাস।
প্রিয় পরিকরসমূহ শুতি রহু পিয় পহুঁক চহু পাশ॥
প্রসর গগন মধি তারকাবলী বেষ্টিত জনু শশধর।
সো অদভুত শোভা কো কবি বরণনে শকতিধর॥
যামিনী অবসান পেখি পরিকর গাওত মঙ্গল গান।
জনু নৃপ কোঙর নিঁদ ভাঙ্গাইতে বৈতালিক মাগধ ধরু তান॥
নিঁদ পরিহরি বৈঠল শেজ পরি সুনব নদীয়াবিহারী।
মুগধ নরহরি মুগধল অতিশয় সো আনন্দ নেহারি॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাস, সন্ন্যাসগ্রহণ ও বৃন্দাবনভ্রমে মহাপ্রভুর শান্তিপুর-গমন।

১ পদ। পাহিড়া।

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥ধ্রু॥
ইহাত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা, অবনত-মাথে আছে বসি।
নিঝোরে নয়ন ঝুরে, বুক বাহি ধারা পড়ে, মলিন হইয়াছে মুখশশী॥
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আনচান, সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হৈল, তবে মুই নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন এ উত্তর॥
আমিত বিবশ হৈঞা, তারে কিছু না কহিয়া, ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি, মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে, গদাধরের বদন হেরিয়া।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয়, ইহা যেন নাহি হয়, তবে মুই যাইব মরিয়া॥

২ পদ। পাহিড়া।

প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি সুধাও আমায়।
যে দুঃখ মরমে পাই, কহিবার নাহি ঠাঁই, ইহা কহি কাঁদে গোরারায়॥ধ্রু॥
দেখিয়া জীবের দুখ, ছাড়িনু গোলোক সুখ, লভিলাম মনুষ্য জনম।
পাইলাম কষ্ট যত, তোমরা পাইলা তত, হইল সব পণ্ড পরিশ্রম॥
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা, আমারে না মানে তারা, মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধিহারা, কিরূপে তরিবে তারা, দূর হবে নরকের ভয়॥
অনেক চিন্তার পর, দঢ়ায়িনু এ অন্তর, আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস।
মস্তক মুণ্ডন করি, এ ডোর কৌপীন পরি, অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস॥
তবে ত পাষণ্ডী সব, শুনি হরি হরি রব, নামে প্রেমে হইবে পাগল।
সবে যাবে নিত্যধাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, অবতার হইবে সকল॥
প্রভু যবে হেন কৈল, মুকুন্দ মূর্চ্ছিত হৈল, কতক্ষণে সম্বিত পাইলা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয়, এ তব উচিত নয়, সাঙ্গ করা নদীয়ার লীলা॥

৩ পদ। সুহই।

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তোসবারে কে আর করিবে নিজ কোরে। কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া। পাষাণ গোবিন্দঘোষ না যায় মরিয়া॥

৪ পদ। ধানশী।

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে। ব্যাকুল হিয়ায় গদ গদ কিছু বলে॥
আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে। অঙ্গে নাহি পাই সুখ দুটী আঁখি ঝুরে॥
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ-নয়ন। খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা। ভ্রমর না খায় মধু শুকাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা। কোকিলের রব নাহি হৈল মূক পারা॥
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে। নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা দ্বিজরাজে॥

৫ পদ। ধানশী।

বিষ্ণুপ্রিয়া সখী সনে কহে ধীরে ধীরে। আজ কেন প্রাণ মোর অকারণ ঝুরে॥
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি যেন স্ফুরে অঙ্গ। না জানিয়ে বিধি কিয়ে করে সুখভঙ্গ॥
আর কত অস্ফুরান স্ফুরয়ে সদায়। মনের বেদন কহিবার পাই ভয়॥
আরে সখি পাছে মোর গৌরাঙ্গ ছাড়িবে। মাধব এমন হৈলে পরাণে মরিবে॥

৬ পদ। ধানশী।

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে। ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর। শচী বোলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননি। চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর। ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডানি আঁখি। দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুঘোষ কি কহিব সতি। আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

৭ পদ। আশাবরী বা দেশপাল।

গোরাচাঁদ ছাড়ি যাবে নৈস্থা ইথে, তরঙ্গরহিত জাহ্নবী ধারা।
শম্ভু ভগবতী গণপতি মূর্ত্তি যত ছিল, হৈল মলিনপারা॥

তরুলতা ফুল পল্লবিত নহে, না বিকাশে পুষ্প সুগন্ধহীনা।
তাহে না বৈসে না পিয়ে পুষ্পরস, না গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী দীনা॥
পিককুল কলরব বিরহিত, না নাচে ময়ূর ময়ূরী সনে।
সারি শুক নানা পাখী আঁখি ঝুরে, নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে॥
ধেনুগণ হাম্বা রবে না ধায়য়ে, মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভণে নরহরি শোভা দূরে, দুঃখ সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি॥

৮ পদ। বিভাস।

শয়নমন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর উঠিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া মন্দির ত্যজিয়া, আইলা সুরধুনীতীরে।
দুই কর জুড়ি নমস্কার করি, পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন, শুনি সবজন, বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সেহ শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয় পাথরে, এ দাস লোচন গায়॥

৯ পদ। ধানশী।

কন্টক নগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর। যেখানেতে বসিয়া ভারতী ন্যাসিবর॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে। সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
কোথা হইতে আইলা তুমি যাবে কোথাকারে। কি নাম তোমার সত্য কহ ত আমারে॥
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতী গোসাঞী। কৃপা করি নাম মোর রেখেছি নিমাই॥
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস। তোমার নিকটে আইলাম দেওত সন্ন্যাস॥
লোচন বোলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত বড় দায়॥

১০ পদ। শ্রীরাগ।

কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর। সুরধুনীতীরে তরু ছায়া যে সুন্দর।
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গসুন্দর। কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তকলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী। সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি॥
কাঁকে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া রয়। চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর কোন্ দেশে ছিল। সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া। কেহ বলে মা-বাপেরে এসেছে বধিয়া॥

কেহ বলে ধন্যা মাতা ধৈরাছিল গর্ভে। দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে ॥
কেহ বলে কোন্ নারী পেয়েছিল পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী ॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে। সন্ন্যাসী না হও বাছা না মুড়াও কেশে ॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা। সাধ কৃষ্ণপদে বেচিব মোর মাথা ॥
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি। দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি ॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞী দেও ভক্তিবর। বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ুক বজর ॥

১১ পদ। শ্রীরাগ।

প্রভু কহে "নিজগুণে দেওত সন্ন্যাস।" "হৈয় না সন্ন্যাসী নিমাই না মুড়াও কেশ।"
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে। "সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরা যাও ঘরে ॥"
"পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি। তবে ত সন্ন্যাস দিতে শাস্ত্রে অনুমতি ॥"
এবোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী। "তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি ॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ। তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন ॥"
এ বোল্ শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞী। "সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুনরে নিমাই ॥"
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ উল্লাস। নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ ॥
নাপিত বলয়ে "প্রভো" করি নিবেদন। এরূপ মনুষ্য নাহি এ তিন ভুবন ॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোব কার পায়। যে বোল সে বোল প্রভো কাঁপে মোর কায় ॥
কার পায় হাত দিয়া কামাইব নিতি। অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি ॥
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়। "না করিও নিজবৃত্তি" ঠাকুর কহয় ॥
"কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোয়াইবা সুখে। অন্তকালেতে গতি হবে বিষ্ণুলোকে ॥"
কাঞ্চন নগরের লোক সদয় হৃদয়। বাসুঘোষ জোড় হাতে ভারতীরে কয় ॥

১২ পদ। শ্রীরাগ।

মধুশীল বলে "গোসাঞী না ভাঁড়াও মোরে। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু জানিনু অন্তরে ॥
পূরাব তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়। পালিব তোমার আজ্ঞা নাহিক সংশয় ॥
বলিতেছ কৃষ্ণের প্রসাদে রব সুখে। মরণের পরে গতি হবে বিষ্ণুলোকে ॥
যে কৃষ্ণ রাখিবে সুখে সেই কৃষ্ণ তুমি। তব পদ বিষ্ণুলোক কিবা জানি আমি ॥
মুড়াব চাঁচর কেশ হাত দিব মাথে। কিন্তু প্রভু শ্রীচরণ দেও আগে মাথে ॥"
মধুর বচনে প্রভু দিলা শিরে পদ। বাসু কহে যার কাছে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ ॥

১৩ পদ। ধানশী।

তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি, ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব, কান্দে যত লোক সব, নয়ানের জলে দেহ ভাসে ॥

হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগরবাসী, দিবসে দেখয়ে নিশি, প্রবেশিল শোকের সাগরে ॥ধ্রু॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ, নাপিত কাঁদয়ে উচ্চরায়।
"কি হৈল ? কি হৈল ?" বলে, হাতে নাহি ক্ষুর চলে, "প্রাণ মোর বিদরিয়া যায় ॥"
মহা উচ্চ রোল করি, কাঁদে কুলবতী নারী, সবাই প্রভুর মুখ চাঞা।
ধৈরজ ধরিতে নারে, নয়ানযুগল ঝরে, ধারা বহে নয়ান বহিয়া ॥
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ, কাঁদিছেন অবধূত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ, শোকানলে আনচান, এ দুখ ত সহন না যায় ॥

১৪ পদ। পাহিড়া।

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে, বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ, উচ্চস্বরে করেন রোদন ॥
অরুণ দুইখানি ফালি, ভারতী দিলেন আনি, আর দিল একটী কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহরি, আপনাকে মানে অতি দীন ॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর, নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস, ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে ॥
এত বলি গৌর রায়, উর্দ্ধমুখ করি ধায়, দিক বিদিক নাহি মানে।
ভক্ত জনার কাছে, লোটাঞা লোটাঞা কাঁদে, বাসুদেব হা কান্দ কান্দনে ॥

১৫ পদ। পাহিড়া।

প্রভুর মুণ্ডন দেখি, কান্দে যত পশু পাখী, আর কান্দে যত শ্রীনিবাসী।
বৎস নাহি দুগ্ধ খায়, তৃণ দন্তে গাভী ধায়, নেহালে গৌরাঙ্গ মুখ আসি ॥
আছে লোক দাঁড়াইয়া, গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া, কারো মুখে নাহি সরে বাণী।
দুনয়নে জল সরে, গৌরাঙ্গের মুখ হেরে, বৃক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী ॥
ডোর কৌপীন পরি, মস্তকে মুণ্ডন ডুরি, মায়া ছাড়ি হৈল উদাসীন।
বৈসে ডগমগি হৈয়া, করেতে দণ্ড লইয়া, প্রভু কহে আমি দীন হীন।
তোমরা বৈষ্ণববর, এই আশীর্ব্বাদ কর, দুই হাত দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস, ব্রজে গেলে পাই ব্রজনাথে ॥
এত বলি গোরা রায়, প্রেমে উর্দ্ধমুখে ধায়, কোথা বৃন্দাবন বলি কাঁদে।
ভ্রমে প্রভু রাঢ় দেশে, নিত্যানন্দ তান পাশে, বাসু ঘোষ উচ্চস্বরে কাঁদে ॥

১৬ পদ। পাহিড়া।

কহে মধু শীল, আমি কি দুঃশীল, কি কর্ম্ম করিনু আমি।
মস্তক ধরিনু, পদ না সেবিনু, পাইয়া গোলোকস্বামী॥
যে পদে উদ্ভব পতিতপাবনী, তাহা না পরশ হৈল।
মাথে দিনু হাত, কেন বজ্রাঘাত, মোর পাপ মাথে নৈল॥
যে চাঁচর চুল, হেরিয়া আকুল, হইত রমণী মন।
হৈনু অপরাধী, পাষাণে প্রাণ বাঁধি, কেন বা কৈনু মুণ্ডন॥
নাপিত ব্যবসায়, আর না করিব, ফেলিনু এ ক্ষুর জলে।
পহুঁ সঞে যাব, মাগিয়া খাইব, রসিক আনন্দ বলে॥

১৭ পদ। সুহই।

আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর(১)। প্রেমজলে তিতিল সোণার কলেবর॥
কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিক বিদিক ধায়। প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়।
যত যত অবতার অবনীর মাঝে। পতিতপাবন নাম তোমার সে সাজে॥
বাসু বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে। সে সব অধিক হয় আমা উদ্ধারিলে॥

১৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা॥
পহুঁ কহে গুরু মোর পূরাহ মন-সাধ। কৃষ্ণে মতি হউক এই দেও আশীর্ব্বাদ॥
ভারতী কাঁদিয়া বোলে মোর গুরু তুমি। আশীর্ব্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু। রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল। বাসু কহে দেখিলাম চরণকমল॥

১৯ পদ। সিন্ধুড়া।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শিরে করে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর, সোণার নূপুর, গলায় সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া, জীতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া॥

---

(১) বায়র।

কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বম্ভর, জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগদগি মন, শচী না পাইলা দেখিবারে ॥

২০ পদ। বিভাস বা করুণ।

সুধা খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত, বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশবেশ নাহি বান্ধে, শচীর মন্দির কাছে গেল ॥
শচীর মন্দিরে আসি, "দুয়ারের কাছে"১ বসি, ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়নমন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে২ কোথা গেল, মোর "মুণ্ডে বজর পড়িয়া"৩ ॥
গৌরাঙ্গ জাগয় মনে, নিদ্রা নাহি দুনয়নে, শুনিয়া৪ উঠিল শচীমাতা।
"আলু থালু"৫ কেশে যায়,৬ বসন না রহে গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥
তুরিতে৭ জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি, "কোন ঠাঁই"৮ উদ্দেশ না পাইয়া৯
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিয়া কান্দিয়া১০ পথে, ডাকে শচী "নিমাই বলিয়া"১১
তা শুনি নদীয়ার লোকে, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শোকে, যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে ধায়, দশজন পুছে তায়, গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ॥ ১২
সে বলে দেখেছি যেতে, "আর কেহ নাহি"১৩ সাথে, কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার শ্রীগৌর১৪ হরি, পাছে জানি১৫ মস্তক মুড়ায় ॥

২১ পদ। করুণ।

পড়িয়া ধরণীতলে, শোকে শচী কাঁদি বলে, লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল, কোন্ বিধি হরি নিল, পরাণ-পুতলী গোরাচাঁদে ॥
অঙ্গের অঙ্গদবালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা, খাট পাট সোণার দুলিচা।
সে সব রহিল পড়ি, গৌর মোরে গেল ছাড়ি, আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা ॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদীয়া আঁধার ভেল, ছটফটি করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, গৌরাঙ্গ যথায় পাব, কাঁদিব তার গলায় ধরিয়া ॥
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব, বিনামূলে বিকাইব, হৈব তার দাসের অনুদাসী।
বাসুদেব ঘোষে ভণে, কাঁদ শচি কি কারণে, জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী ॥

---

১ কপাট নিকটে। ২ ভাগে। ৩ শিরে বজ্রাঘাত দিয়া। ৪ জাগিয়া। ৫ আউদড়। ৬ ধায়। ৭ ত্বরায়। ৮ গৌরাঙ্গ। ৯ পায়। ১০ চলিছে। ১১ অতি দীর্ঘরায়। ১২ তাহা পুছে শচীমায়, কোথা গৌর চলি যায়, কহে কন্যা কান্দিতে কান্দিতে। গৌরাঙ্গ নয়নতারা, প্রভাতে হৈয়াছি হারা, দেখেছ কি গৌরাঙ্গ যাইতে। ১৩ জনেক সন্ন্যাসী। ১৪ গৌরাঙ্গ। ১৫ নাকি—পাঠান্তর।

২২ পদ। পাহিড়া।

সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি, আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি, শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥
শচী কহে শুন মোর নিমাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন্ তন্ত্র, কি হইল কিছুই না জানি ॥ধ্রু॥
গৃহমাঝে গিয়াছিনু, ভালমন্দ না জানিনু, কিবা করি গেলে রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসাঞা গেল, রহিব কাহার মুখ চাহিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষের ভাষা, শচীর এমন দশা, মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি, গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥

২৩ পদ। রামকিরি।

করিলেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন। শিখা সোঙরিয়া কাঁদে ভাগবতগণ ॥
কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর-চিকুরে। আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে ॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। কি মতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর। এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥
কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কি করিব সংস্কার ॥
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে। ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান ॥

২৪ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া-নগরে।
কেশব ভারতী আসি, কুলিশ১ পড়িল গো, রসবতী পরাণের ঘরে ॥ধ্রু॥
প্রিয় সহচরীগণে,২ যে সাধ করিল মনে,৩ সো সব স্বপন সম ভেল।
গিরিপুরী ভারতী, আসিয়া করিল যতি, আঁচলের রতন কাড়ি নেল ॥
নবীন৪ বয়স বেশ, কিবা সে৫ চাঁচর কেশ, মুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা।
আমরা পরের নারী, পরাণ ধরিতে নারি, কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
সুরধুনীতীরে তরু, কদম্বখণ্ডেতে উরু৬, প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দে ছিল, "গোকুলের পারা"৭ হৈল, বাসুদেব৮ মরয়ে ঝুরিয়া ॥৯

---

১ বজর। ২ সঙ্গে। ৩ রঙ্গে। ৪ কিশোর। ৫ মাথায়। ৬ বক্ষ। ৭ এবে শোকাকুল। ৮ লক্ষ্মীকান্ত। ৯ কাঁদিয়া—পাঠান্তর।

২৫ পদ। পাহিড়া।

স্বপনে গিয়াছিনু ক্ষীরোদ-সাগরে, তথা না পাইনু গুণনিধি।
পাতিয়া হাটখানি, বসাইতে না দিলি, বিবাদে লাগিল বিধি॥
কোথা হৈতে আইল কেশব ভারতী, ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ।
পড়াইয়া শুনাইয়া পণ্ডিত করিনু, কেবা লৈয়া গেল দূরদেশ॥
শচীমায়ে ডাকে নিমাই আয় রে শূন্য ঘরেতে যাদুধন।
বাসু ঘোষ কহে, ঐ গোরাচাঁদ, মায়ের জীবন॥

২৬ পদ। ভাটিয়ারি।

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখচাঁদে, রাধা রাধা বলি কাঁদে, কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাষাণ মিলাঞা যায়, গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত ঘরে, বিধাতা বুঝাঞা ফিরে, তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন, কি লাগি ত্যজিল তার লেহ॥
কি কব দুখের কথা, কহিতে মরমে ব্যথা, না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবা নিশি নাহি জানি, বিরহে আকুল প্রাণি, বাসুঘোষ পড়ে মূরছিয়া॥

২৭ পদ। সুহই—সোমতাল।

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে। ডুবল ভকত সব শোকের সাগরে॥
কাঁদিছে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর। বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর॥
বাসুদেব নরহরি কাঁদে উচ্চ রায়। শ্রীরঘুনন্দন কাঁদি ধূলায় লোটায়॥
কাঁদিছেন হরিদাস দু-আঁখি মুদিয়া। কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া।
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়। সোঙরি সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায়॥

২৮ পদ। শ্রীরাগ।

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি। আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়। কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল। পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥
শাস্ত্রমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল। অবতার সার তারা স্বীকার না কৈল॥
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন। তাদেরে তরাইতে তার হইল মনন॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস। মরমে মরিয়া রোয় বৃন্দাবন দাস॥

২৯ পদ। শ্রীরাগ।

নিন্দুক পাষণ্ডীগণ প্রেমে না মজিল। অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল ॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে। তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে ॥
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস। ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস ॥
বৃদ্ধা জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া। পরিলা কৌপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া ॥
সর্ব্বজীবে সমদয়া দয়ার ঠাকুর। বঞ্চিত এ বৃন্দাবন বৈষ্ণবের কুকুর ॥

৩০ পদ। শ্রীরাগ।

কাঁদয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়। একবার নৈস্থা এলে ধরিব তার পায় ॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত। এইবার লাগাইল পাইলে হব অনুগত ॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি। চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। এইবার পাইলে তার লইব শরণ ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ। তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল প্রকাশ। কাঁদিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥

৩১ পদ। শ্রীরাগ।

নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন। মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাঁদিয়া বিকলে। হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে ॥
লইল হরির নাম জীব শত শত। কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥
যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ। না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন ॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার। পতিতপাবনে কেন কৈনু অস্বীকার ॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে। চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে ॥

৩২ পদ। ভাটিয়ারি।

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন, হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে ॥
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন, প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত, হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবে না বলিলা, কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাঁদে অবিরত, শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস ॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব, দেখিতে আইসে সবে ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক, কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥

নগরিয়া ভক্ত যত, সব শোকে বিগলিত, বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রীপুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে, বৃন্দাবন করে হাহাকার॥

৩৩ পদ। কল্যাণী।

বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়, নিশি অবসারে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী, আঁচল পাতিয়া শুইলা ভূমে॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি রাত্র দিনে, মালিনী বাহির হৈয়া ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পৈড়া আছে, অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥
উথলিল হিয়ার দুখ, মালিনীর ফাটে বুক, ফুকরি কাঁদয়ে উভরায়।
দুহুঁ দোহা ধরি গলে, পড়িয়া ধরণীতলে, তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥
দেখিয়া দোহার দুখ, সবার বিদরে বুক, কত মত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে, প্রেমদাস যাউক মরিয়া॥

৩৪ পদ। ধানশী।

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পীয়ে গোরা নাম সুধাখানি। কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে। দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী। গৌরাঙ্গ-বিরহে কাঁদে দিবস রজনী॥
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা। প্রেমদাস-হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥

৩৫ পদ। ধানশী।

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্করি। প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরহরি॥
তিন দিন রাঢ়দেশে করিয়া ভ্রমণ। কৃষ্ণনাম না শুনিয়া করেন রোদন॥
গোপবালকের মুখে শুনি হরিনাম। প্রেমানন্দে তথা প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইলা নবদ্বীপে। নিত্যানন্দ সঙ্গে আইলা গঙ্গার সমীপে॥
গঙ্গাস্নান করিয়া আনিলা শান্তিপুরে। শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়ানগরে॥
সবাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস। কাঁদয়ে নদীয়ার লোক কাঁদে প্রেমদাস॥

৩৬ পদ। কানাড়া।

নবীন সন্ন্যাসিবেশে, বিশ্বম্ভর উর্দ্ধশ্বাসে, বৃন্দাবন পানেতে ছুটিল।
কটিতে করঙ্গ বাঁধা, মুখে রব রাধা রাধা, উধাউ হইয়া পহুঁ ধাইল॥
দুনয়নে প্রেমধারা বহে।
বলে কাহ্ন মরু রাই, কাঁহা যশোমতি মাই, ললিতা বিশাখা মরু কাহে॥ধ্রু॥

কাঁহা গিরি গোবর্দ্ধন, কাঁহা সে দ্বাদশবন, শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কই?
ছিদাম সুবল সখা, কাঁহা মুঝে দেও দেখা, কই মোর নীপতরু কই?
কাঁহা নব লক্ষ ধেনু, কাঁহা মেরি শিঙ্গা বেণু, কাঁহা মোর যমুনা পুলিন?
বৃন্দাবন কাঁদি কয়, আমার গৌরাঙ্গ রায়, কেন হেন হইল মলিন?

৩৭ পদ। সুহই।

করি বৃন্দাবনভাণ নিত্যানন্দ রায়। পহুঁকে লইয়া আচার্য্যের গৃহে যায়॥
অদ্বৈত অচৈতন্য ছিল প্রভুর বিরহে। চাঁদমুখ হেরি প্রাণ পাইল মৃতদেহে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পহুঁ কহে সীতাপতি। কি জানি নিদয় হৈলা মোসবার প্রতি
কহ প্রভু কি দোষে ছাড়িয়া সবে গেলে। তোমার সুখের হাট কেন বা ভাঙ্গিলে
প্রভু কহে মোরে নাড়া অনুযোগ দেহ। তুমি ত নাটের গুরু নহে আর কেহ॥
হাতে তুড়ি দিয়া যেন পায়রা নাচায়। তুই কিনা সেইরূপ নাচাস্ আমায়॥
সুখেতে গোলোকে ছিনু তুই ত আনিলি। সব ছাড়াইয়া মোরে কাঙ্গাল করিলি
বৃন্দাবন দাস কহে কি দোষ নাড়ার। নতু কৈছে হবে সব জীবের উদ্ধার॥

৩৮ পদ। ভাটিয়ারি রাগ।

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্রবদন। অধর সুন্দর কুন্দ মুকুতা দশন।
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন। না দেখি বাঁচিব কিসে গজেন্দ্রগমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের সোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রাখি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমনে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু। তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর পাশ। প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ বৃন্দাবন দাস।

৩৯ পদ। ভাটিয়ারি রাগ।

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ, অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুয়ায়।
ঘরে বৈয়া কর তুমি অজনে কীর্ত্তন, তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥

তোমার প্রেমময় দুই আঁখি, দীর্ঘভুজ দুই দেখি, বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গে উজোর, রাঙ্গা পায় কত মধু বরিষে॥
প্রেমশোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি, যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস রস গায়॥

৪০ পদ। ধানশী।

প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়ানগরে॥ ধ্রু॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়। পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
বেগে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে। শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস। প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই। কাঁদি বলে "কোথা আছে আমার নিমাই?
না কাঁদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী। সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে। আমারে পাঠাঞা দিলা তোমা লইবারে
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা। অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচী মাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ "চল শান্তিপুরে। তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥"
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়ানিবাসী। সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদে না দেখিলে। নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে॥*

৪১ পদ। সুহই।

হাদে গো থামিলি সই চল দেখি[১] যাই। নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব। "না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব"[২]॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া। শান্তিপুর মুখ ধায় নিমাই বলিয়া॥
ইল সকল[৩] লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। "বাসুদেব সঙ্গে যায়"[৪] কান্দিতে কান্দিতে

৪২ পদ। ধানশী।

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে। নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া। নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥

---

* কোন কোন গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইরূপ;—
বাসু ঘোষ বলে না কাঁদিও শচীমাতা। জীবের লাগি তোমার গৌর হৈছে প্রেমদাতা॥

১ চলিয়া। ২ দণ্ডকমণ্ডলু দেখি পরাণ ত্যজিব। ৩ নদীয়ার। ৪ দুঃখিত বাসুদেব ঘোষ।

হেরিতে গৌরাঙ্গমুখ মনে অভিলাষ। শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া ঊর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী। সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥

৪৩ পদ। পাহিড়া।

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন১ অনুরাগে, "আইল সবাই" ২ শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার ৩ কেশ, ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ, দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে॥
এ মত হইল কেনে, শিরে কেশ দেখি হীনে, পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি, মায়েরে অনাথ করি, কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥
"কর জোড়ি অনুরাগে, দাঁড়াল মায়ের আগে"৪, পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাতে তুলি বুকে৫, চুম্ব দিলা চাঁদমুখে, কাঁদে শচী "গলাটী ধরিয়া"৬॥
"ইহার লাগিয়া যত"৭ পড়াইলাম ভাগবত, এ দুখ ৮ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করি মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি ৯।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাকি সহা ১০ যায়, কার বোলে হৈলা বৈরাগী ১১॥
গৌরাঙ্গের "বৈরাগে"১২, ধরণী "বিদায় মাগে"১৩ "আর তাহে"১৪ শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে, ত্রিজগতে ১৫ রহিল ঘোষণা॥*

৪৪ পদ। পাহিড়া।

শুনিয়া মায়ের বাণী, কহে প্রভু গুণমণি, শুন মাতা আমার বচন।
জন্মে জন্মে মাতা তুমি, তোমার বালক আমি, এই সব বিধির লিখন॥
ধ্রুবের জননী ছিল, পুত্রকে বৈরাগ্য দিল, ভজে তেঁই দেব চক্রপাণি।
রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে, বনে বনে ফিরে লোকে, ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী॥
তবে শেষে দ্বাপরে, কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে, ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা।
সর্ব্ব পরে এই হয়ে, এ কথা অন্যথা নহে। মিথ্যা শোক কর শচী মাতা॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যাহা, কেবা খণ্ডাইবে তাহা, এত জানি স্থির কর মন।
ভজ কৃষ্ণ কর সার, আর নাহি সংসার, পাইয়া পরম পদধন॥

---

১ ধায় শচী। ২ সবে মিলি গেল। ৩ চাঁচর। ৪ কর জোড় করি আগে, মায়ের চরণ যুগে। ৫ নিমাই লইয়া বুকে। ৬ নিমাই বলিয়া। ৭ কি লাগিয়া এই মত। ৮ কথা—পাঠান্তর। ৯ করি। ১০ দেখা। ১১ ভিখারী ১২ বৈরাগ্য। দেখি। ১৩ ধরণী। মুদিল আঁখি। ১৪ মাথে হাত। ১৫ জগভরি—পাঠান্তর।

* এই ভণিতা অপর দুই সংগ্রহে দুই প্রকার, যথাঃ—(১) কহয়ে বসন্ত দাস। (২) কহে রাধ মোহন দাস।

রোদন করিলে তুমি, ডাকিলে আসিব আমি, এই দেহ তোমার পালিত।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যাই নীলাচলপুরে, তুমি চিত্তে কর সন্নিহিত॥
প্রভু স্তুতি বাণী কহে, শচী নির্ব্বাচনে রহে, পড়ে জল নয়ন বহিয়া।
বাসু কহে গৌরহরি, এই নিবেদন করি, পুনরপি চলহ নদীয়া॥

৪৫ পদ। ধানশী।

নানা প্রকারে প্রভু মায়েরে সান্ত্বায়। অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়॥
চীর সহিত যত নদীয়ার লোক। শুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি। অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত। নিতাই ধরিয়া কাঁদে নিমাই পণ্ডিত॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে পাছে পাছে। আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে
চৌদিকে ভকতগণ বোলে হরি হরি। শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপ পুরী॥
প্রভু সঙ্গে কোটিচন্দ্র দেখিয়ে আভাস। এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়। বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হিয়ায়॥
বুঝায় শচীর মন অবধূত রায়। সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়॥
এইরূপ দশ দিন অদ্বৈতের ঘরে। ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া। অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

৪৬ পদ। রামকেলি বা তুড়ী।

ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর॥ধ্রু॥
আচার্য্য গোসাই, দেখিও নিতাই, আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্ত্তনে, পরাণে হইব হারা॥
শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোণার বরণ, ননীর পুতলি, ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন, হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, দেখহ মায়ের দশা॥

৪৭ পদ। শ্রীগান্ধার।

শ্রীপ্রভু করুণস্বরে, ভকত প্রবোধ করে, কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটী হাত জোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি, সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে॥

ছাড়ি নবদ্বীপবাস, পরিমু অরুণ বাস, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচলে বাস, তোমা সবার অনুমতি লৈয়া॥
নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে, তাহাতে পাইবা তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ স্মরি, অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর॥
শচীরে প্রবোধ দিয়া, তার পদধূলি লৈয়া, নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
বাসুদেব ঘোষ বলে, গোরা যায় নীলাচলে, শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল॥

৪৮ পদ। সুহই।

আচার্য্যমন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য। পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য।
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন। সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত-জীবন॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে। নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈতমন্দিরে॥
আচার্য্য গোসাঞী নাচে দিয়া করতালি। চিরদিন মোর ঘরে গোরা বনমালী॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে। কিবা ছিল, কিবা হৈল, আর কিবা আছে॥

৪৯ পদ। সুহই।

সকল ভকত ঠাঁই হইয়া বিদায়। নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায়॥
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া। অদ্বৈত আচার্য্য ঠাঞি বিদায় হইয়া॥
চলিলা গৌরাঙ্গ পহুঁ বলি হরিবোল। আচার্য্যমন্দিরে উঠে কীর্ত্তনের রোল॥

৫০ পদ। ধানশী।

চলিলা নীলাচলে গৌরহরি। দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি। প্রেমজলে হিয়ে বহয়ে নদী॥
অরুণ অম্বর শোভয়ে গায়। প্রেমভরে তনু দোলাঞা যায়॥
দণ্ড করে দেখি নিতাইচাঁদ। পাতয়ে অমিঞা পিরীতিফাঁদ॥
আপন করে লৈয়া প্রভুর দণ্ড। ফেলিলা জলে করিয়া খণ্ড॥
আসিয়া যবে প্রভু চাহিলা দণ্ড। নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড॥
দণ্ড ভঞ্জন শুনিয়া কথা। কোপ করি পহুঁ না তোলে মাথা॥
কে বুঝে দুহুঁ জন মরম বাণী। প্রেমদাস কহে মুঞি না জানি॥

৫১ পদ। পাহিড়া।

পহুঁ মোর অদ্বৈতমন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দুটী হাত, কাঁদে শান্তিপুরনাথ, কিবা ছিল কিবা হৈল বলে॥ধ্রু॥

কৃপা করি মোর ঘরে, অবধূত বিশ্বম্ভরে, কত রূপ করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই, কি দোষে ছাড়িয়া যাই, শান্তিপুর করিয়া আঁধার॥
অদ্বৈত ঘরণী কাঁদে, কেশপাশ নাহি বাঁধে, প্রভু বলি ডাকে উচ্চস্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, প্রেমকীর্ত্তন রঙ্গে, কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥
শান্তিপুরবাসী যত, তারা কাঁদে অবিরত, লোটাঞা লোটাঞা ভূমিতলে।
এ শচীনন্দন ভণ, শান্তিপুর হৈল যেন, পূরুবে শুনিল যে গোকুলে॥

৫২ পদ। মঙ্গল।

দয়াময় গৌরহরি, নৈদ্যালীলা সাঙ্গ করি, হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে, এ দাসেরে একা ফেলে, না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥
আদেশ করিলা যাহা, নিচয় পালিব তাহা, কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত, তোমা বিনা কি মতে গোঙাব॥
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে, বৎসরান্তে দরশনে, কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব, যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান্, কর অনুমতি দান, নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, অহে প্রভু বিশ্বম্ভর, আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥

৫৩ পদ। ধানশী।

অদ্বৈতবিলাপে প্রভু হইলা বিকল। শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম। তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা। বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার। কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর। তব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস কর॥
প্রভুবাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ। জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসু ঘোষ॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

——*——

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ)

১ পদ। ভাটিয়ারি।

আমার নিমাই গেল রে, কেমন করে প্রাণ।
তুলসীর মালা হাতে, যার নিমাই ভারতীর সাথে,
যারে দেখে তারে নিমাই বিলায় হরিনাম ॥ধ্রু॥
কান্দে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, ধূলায় অঙ্গ আছাড়িয়া,
কেমনে দঁড়াবে হিয়া, না হেরে বয়ান।
বাসুদেব ঘোষের বাণী, শুন শচী ঠাকুরাণী,
জীব নিস্তারিতে ন্যাসী হৈলেন ভগবান্ ॥

২ পদ। সুহই।

হেদে রে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই। অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে। স্নেহভরে চুম্ব দেয় বদনকমলে ॥
মুই বৃদ্ধ মাতা তোর মোরে ফেলাইলা। বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলা গলায় গাঁথিয়া ॥
তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক। ঘরেরে চল রে বাছা দূরে যাকু শোক।
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ। তাসবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্ত্তন ॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস। এ সব ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস ॥
যে করিলা সে করিলা চল রে ফিরিয়া। পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষে কয় শুন মোর বাণী। পুনরায় নৈদ্যা চল গৌর গুণমণি ॥

৩ পদ। সুহই।

ভাবে গদ গদ১ বুক, গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ, ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনক কষিত তনু, গৌর সুন্দর জনু, আচম্বিতে দরশন পায় ॥
মায়েরে দেখিয়া গোরা, অরুণ-নয়নে ধারা, চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠি মায়, ধাইয়া কোলে করে তায়, ঝর ঝর নয়নের নীরে ॥

---

১ দরদর।

দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ কাঁদে, দুহুঁ থির নাহি বাঁধে, কহে মাতা গদ গদ ভাষে।
আকুল করিয়া মোরে, ছাড়ি গেলা দেশান্তরে, প্রাণহীন তোমার হুতাশে॥
যে হউ সে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা, ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর, পরম বৈষ্ণববর, কি মরম সন্ন্যাসকরণ॥
এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচীমাতা, আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কাঁদিয়া উঠে, ধারা বহে দুই দিঠে, প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥

৪ পদ। ধানশী।

নিদ্রা ভঙ্গে শচীমাতা, নিশি অবশেষে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে নিমাইর উদ্দেশে॥
দুঃখিনী মায়েরে যদি করিলি স্মরণ। দেখা দিয়া কেন তবে লুকালি বাপধন॥
মরমে মরিয়াছিনু হারাঞা বিশাই*। তোরে পাইয়া প্রাণ পুনঃ পাইনু নিমাই॥
নিমাই পণ্ডিত সবে কহিত সংসারে। মাতৃবধ করিতে কি পড়াইনু তোরে॥
বৃদ্ধকালে পালে করে মৈলে পিণ্ডদান। কামনা করয়ে লোকে এ লাগি সন্তান॥
আমার কপালক্রমে সব বিপরীত। সন্ন্যাসী হইলি বাছা এই কি উচিত॥
সন্ন্যাসী হইলি তবু পাইতাম সুখ। দেখিতাম দিনান্তে যদ্যপি তোর মুখ॥
আমি যে মরিব বাছা তার নাহি দায়। অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়।
এ নব যৌবন বধূর জ্বলন্ত আগুনি। জ্বালি কিরে গেলি বাছা পোড়াতে জননী॥
জগতের জীব লাগি পরাণ কাঁদিল। জননী গৃহিনী তোর কি দোষ করিল॥
শচীর বিলাপ শুনি বৃক্ষপত্র ঝরে। পশু পাখী কাঁদে আর পাষাণ বিদরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা সম্বিত হারায়। তা দেখি মালিনী দুঃখে করে হায় হায়॥
কি করিলে গোরাচাঁদ কহে প্রেমদাস। মাতৃহত্যা করিবে কি লইয়া সন্ন্যাস॥

৫ পদ। সুহই।

শুন লো মালিনী সই দুখের বিবরণ।
আজুকার নিশিশেষে, নিদারুণ নিদ্রাবেশে, দেখিয়াছি দুখের স্বপন॥ধ্রু॥
যেন বহুদিন পরে, আমায় মনেতে কৈরে, মা বলি আসিয়াছিল নিমাই রতন।
কিন্তু যে মেলিনু আঁখি, আচম্বিত চাঞা দেখি, প্রাণের নিমাই হৈল অদর্শন॥
নাই সে চাঁচর কেশ, অস্থি চর্ম্ম অবশেষ, বহির্ব্বাসে কৌপীন পিন্ধনে।
ধূলায় সে অঙ্গভরা, যেমন পাগল পারা, প্রেম ধারা বহে দুনয়নে॥

---

* বিশ্বরূপ।

হারা হইয়া বিশাই, পাইনু সোণার নিমাই, পূর্ব্ব-সুখ ছিনু পাসরিয়া।
কিন্তু হৈল সর্ব্বনাশ, কৈল নিমাই সন্ন্যাস, রাখি ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া॥
এ পূর্ণ যৌবন তার, যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, তাহা লৈয়া সদা করি বাস।
বিনে প্রাণের নিমাই, মা বলিতে আর নাই, শুনি ঝুরে এ বল্লভ দাস॥

৬ পদ। ধানশী।

আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোণা। কহিতে পরাণ কাঁদে পাসরি আপনা॥
কহইতে বাণীর সনে পরাণ না গেল। কি সুখ লাগিয়া প্রাণ বাহির না হৈল॥
নয়নের তারা গেলে কি কাজ নয়নে। আর না হেরিব গোরার সে চাঁদবদনে॥
হাসিমুখে সুধামাখা বাণী না শুনিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া। মুঞি কেন সভার আগে না গেনু মরিয়া॥

৭ পদ। সুহই।

কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া। মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ। সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয় বুক।
না জীব মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস। আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া। ছট ফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি। এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥

৮ পদ। সুহই।

হরি হরি গোরা কোথা গেল। মরমে পশিল শেল বাহির না ভেল॥
কাহারে কহিব দুঃখ না নিঃসরে বাণী। অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
মো যদি জানিতাঙ গোরা যাবেরে ছাড়িয়া। পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে। এ রাধামোহন দাস পরাণে মরিবে॥ *

৯ পদ। গান্ধার।

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে, নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে, সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে, আর না দেখিব চাঞা॥

---

* এক খানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইরূপঃ—"এতদিনে বাসু ঘোষ পরাণে মরিবে।"

আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদায়, নিমাই কোথায় নাই॥
নিদয় কেশবভারতী আসিয়া, মাথায় পড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥

১০ পদ। সুহই।

সোণা শতবাণ যেন গৌরাঙ্গ আমার। সুন্দর চাঁচর মাথে কুন্তলের ভার॥
কি লাগি মুড়ায়ে মাথা গেলা কোন দেশে। কার ঘরে রহিলেক এই চতুর্ম্মাসে॥
সোঙরি সোঙরি হিয়া বিদরিয়া যায়। কোথা গেলা পরাণপুতলী গোরা রায়॥
কাঁদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস। ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস॥

১১ পদ। পাহিড়া।

আজিকার স্বপনের কথা, শুনো লো মালিনী সই, নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে নেহারিয়া, মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুইয়া ছিলাম, অচেতনে বাহির হৈলাম, নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণের ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি, পুনঃ কাঁদে গলাটী ধরিয়া॥
"তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে, রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে, আসিলাম নৈস্তাপুরে, কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে।"
আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি, হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে, কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেবঘোষে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়, নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

১২ পদ। সুহই।

গোরা-অনুরাগে মোর পরাণ বিদরে। নিরবধি ছল ছল আঁখিজল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি। নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা-অনুরাগে। অনুখন গোরাপ্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥
গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম। বাসু কহে নাহি রয়ে কুলের ধরম॥

১৩ পদ। সুহই।

কি জানি কি হবে হিয়া দিন দুই চারি। ধক ধক করে সদা পরাণ হামারি ॥
অবিরত লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি। দক্ষিণ অঙ্গ মোর অবিরত কাঁপি ॥
লাখে লাখে অমঙ্গল তাহা নাহি মানি। গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ মোর পাছে হয় জানি ॥
জগন্নাথ দাস কহে কহলা বিচারি। এত কি পরাণে সহে বিঘিনি বিথারি ॥

১৪ পদ। সুহই।

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ। কবে মোর মনের মিটব সব দুখ ॥
কত দিনে গোরা পহুঁ করবহি কোর। কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর ॥
কত দিনে শ্রবণে হইবে শুভ দিন। চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশি দিন ॥
বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া। ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া ॥

১৫ পদ। সুহই।

গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। দুর্ল্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া। গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া। কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ॥

১৬ পদ। পঠমঞ্জরী।

মঝু মনে লাগল শেল। গৌর বিমুখ ভৈ গেল ॥
জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি দুঃখ দেল ॥
কাহে কহব ইহ দুখ ॥ কহইতে বিদরয়ে বুক ॥
আর না হেরব গোরা-মুখ। তবে জীবনে কিবা সুখ ॥
বাসুদেবঘোষ রস গান। গোরা বিনু না রহে পরাণ ॥

১৭ পদ। পাহিড়া।

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি কহিলে, পাথারে ভাসাঞা গেলে, কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মোরে১ অনাথিনী করি,২ কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে৩ শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ, তবে সে করিলা বনবাস ॥
পূরুবে নন্দের বালা, যবে মধুপুর গেলা, এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজতত্ত্ব জানাইয়া, রাখিলেন তাসবার প্রাণে ॥

১ মুই। ২ এড়ি। ৩ রামায়ণে—পাঠান্তর।

চাঁদমুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, না করিব সে সুখবিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব, বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

১৮ পদ। করুণ।

গেল গৌর না গেল বলিয়া। হাম অভাগিনী নারী অকূল ভাসাইয়া॥ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর। জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি। প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার। বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছার খার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব। গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥

১৯ পদ। সুহই।

হরি হরি গোরা কোথা গেল। কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল॥ধ্রু॥
হিয়া মোর জর জর পাঁজর ধসে। পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে॥
ফুকরি কাঁদিতে নারে চোরের রমণী। অনুখন পড়ে মনে গোরা-মুখখানি॥
ঘরের বাহির নহি কুলের ঝি। স্বপনে না হয় দেখা করিব কি?
সেরূপ-মাধুরী লীলা কাহারে কহিব। গোরা পহুঁ বিনে মুই অনলে পশিব॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ। বাসু কহে কেন মুণ্ডে না পড়য়ে বাজ॥

২০ পদ। সুহই।

কহ সখি কি করি উপায়। ছাড়ি গেল গোরা নটরায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ। বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গবদন। কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে। চিরি দেখি কি আছে কপালে॥
হিয়া জর জর অনুরাগে। এ দুখ কহিব কার আগে॥
কহে বাসু ঘোষ নিদান। গোরা বিনু না রহে পরাণ॥

২১ পদ। ভূপালী।

হেদে রে পরাণ নিলজিয়া। এখন না গেলি তনু তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে। মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণি॥

২২ পদ। বিভাস।

থিক্ যাউ এ ছার জীবনে। পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন্‌খানে ॥
গোরা বিনু প্রাণ মোর আকুল বিকল। নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল ॥
না হেরিব চাঁদমুখ না শুনিব বাণী। "মনে করে গোরা বিনু"১ পশিব ধরণী।
গেল সুখ "সমপদ যত পহুঁ কৈল"২। "শেল সমান মোর হৃদয়ে রহি গেল"৩ ॥
গোরা বিনু নিশি দিশি আর নাহি মনে। নিরবধি চিন্ত মুই নিধনিয়ার ধনে ॥
"রাতুল চরণতল অতিশয়"৪ শোভা। যাহা৫ লাগি মন মোর অতিশয় লোভা ॥
ডাহিনে আছিল বিহি এবে ভেল বাম। কহে বাসুদেব ঘোষ "না রহে পরাণ"॥

২৩ পদ। পাহিড়া।

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা, পুন যদি বাহুরিলা, নাহি আইলা নদীয়ানগরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি, নিজ পর এক করি, তার মুখ দেখিবার তরে ॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা।
সবারে সদয় হৈয়া, মুই নারীরে বঞ্চিয়া, এ শোকসাগরে ভাসাইলা ॥ধ্রু॥
এ নবযৌবন কালে, মুড়াইলা চাঁচর চুলে, কি জানি সাধিলা কোন সিঁধি।
কি জানি পরাণ যে, পশুবৎ পণ্ডিত সে, গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসে দিলা বিধি ॥
অক্রুর আছিল ভাল, রাজ বোলে লৈয়া গেল, থুইল লৈয়া মথুরানগরী।
নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়, ভারতী করিল দেশান্তরী ॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, মরমে বেদনা পাঞা, ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেবানন্দে কয়, মোসম পামর নাই, তবু হিয়া বিদরে আমার ॥

২৪ পদ। ধানশী।

গৌরগরবে হাম, জনম গোঁয়ায়নুঁ, অব কাহে নিরদয় ভেল।
পরিজন বচনহি, গরলে গরাসল, গেহ দহন সম কেল ॥
সজনি অবদিন বিকলহি ভেল।
সোঙরিতে সোমুখ, হৃদয় বিদারত, পাঁজরে বজরক শেল ॥ধ্রু॥
উঠ বোস করি কত, ক্ষিতি মাহা লুঠত, পবন আনল দহ অঙ্গ।
কি করব কা দেই, সমবাদ পাঠাওব, মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ ॥

---

১ হেন মনে করি আমি। ২ বৈভব সে সকল কেলি। ৩ এই শেল-সন্দেহ হৃদয়ে রহি গেল। ৪ মৃদুল কোমল পদে না হেরিব। ৫ শুনি গুণগ্রাম—পাঠান্তর।

ব্যথিত বেদনি জন, বোধায়ত অনুখন, ধৈরজ ধরু হিয়া মাঝ।
নিরবধি সো গুণ, করু অবলম্বন, মাধব শিরে হানে বাজ॥

২৫ পদ। ধানশী।

জনমহি গৌরগরবে গোঙায়লু, সো কিয়ে এদুখ সহায়।
উর বিনু শেজ, পরশ নাহি জানত, সো তনু অব মহী লোটায়॥
বদনমণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহুভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি, ঐছন উপজল মোহে॥
পদ অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতি পর লেখই, যৈছন বাউরি পারা।
ঘন ঘন নয়নে, নিঝর বারি ঝরু, যৈছন সাঙল ধারা॥
ক্ষণে মুখ গোই, পাণি অবলম্বই, ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সোই গৌর হরি, পুনহি মিলায়ব, নিয়ড় হি মাধবদাস॥

২৬ পদ। সুহই।

পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস। তবহি গেও মঝু জীবন-আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন। গোরা বিনু কত দিন ধরিব জীবন॥
অবহুঁ বসন্ত বসহুঁ সুখময়। এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পিরীতি করল পহুঁ মোর। সোঙরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর॥
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ। কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥

২৭ পদ। ধানশী।

হে সখি হে সখি শুন মঝু বাণী। গোরা বিনু এ দেহে না রহে পরাণি॥
মোহে বিছুরি সো রহল পরদেশ। তব কাহে না হোয়ত এ পরাণ শেষ॥
আয়বে করি কত গণলু দিন। ক্ষিতি পর লেখনে অঙ্গুলি ছিন॥
দিন দিন গণি হোয়ল মাহ। তব কাহে না ফিরল নিকরুণ নাহ॥
মাহ মাহ গণি পূরল বরষ ছিড়ল আশাপাশ জীউ বিরস॥
গোবর্দ্ধন কহে কাহে ছোড় আশ আছয়ে তোহারি পিয় তোহারি পাশ॥

২৮ পদ। ভাটিয়ারি।

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে। কে রাখে এতরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥
জ্যৈষ্ঠে রসালরস সবে পান করে। বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে॥
আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য। আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥
শ্রাবণে নূতন বন্যা জলে ভাসে ধরা। কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা।

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস। সবার আনন্দ কিন্তু মোর হা হুতাশ ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা সুখী সব নারী। কাঁদিয়া গোঙাই আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত। ভয়ে মরে বিষ্ণুপ্রিয়ার শিরে বজ্রাঘাত ॥
আঘনে নবান্ন করে নূতন তণ্ডুলে। অন্ন জল ছাড়ি মুঞি ভাসি এ অকূলে ॥
পৌষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে। বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥
মাঘের দারুণ-শীতে কাঁপয়ে বাঘিনী। একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী ॥
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে। কান্ত বিনু অভাগী ঢুলিবে কার কোলে ॥
চৈত্রে বিচিত্র সব বসন্ত উদয়। লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥

২৯ পদ। পঠমঞ্জরি বা কৌ রাগিণী।

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে। উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপদীপগন্ধে। সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার জন্মতিথি পূজা। আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা ॥
চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে। তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে ॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু। তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু ॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে। তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে ॥*
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে আমি কি বলিতে জানি। বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥
বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলিবসনের কোচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে। সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র। তোমা না দেখিয়া মোর বিরহসমুদ্র ॥
জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা। কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজরাতা ॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশি দিন। ছট্‌ফট্ করে যেন জল বিনু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে নিদারুণ হিয়া। আনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে। দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট। কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও। যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥
শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা। কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা ॥

---

* এই বিরহবর্ণনটীর প্রত্যেক মাসবর্ণনে লোচন দাস ছয়টী চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু চৈত্রমাসবর্ণনে আটটী চরণ দেখা যায়। ইহাতে আমাদের সন্দেহ হয় যে * চিহ্নিত চরণদ্বয় সুন্দর হইলেও প্রক্ষিপ্ত।

লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন। সে চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তুমি বড় দয়াবান। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥
ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়। কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে। হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে বিষম ভাদ্রের খরা। প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গা মহোৎসবে। কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে। হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ মোরে কর উপদেশ। জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা। কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা।
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী। এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে অন্তরযামিনী। তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে। সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে। সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে। কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে। বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে পরবাস নাহি শোহে। সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে॥
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এইত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি। পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে মোরে লেহ নিজ পাশ। বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥

৩০ পদ। সুহই।

মাঘ। ইহ পহিল মাঘ কি মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ॥
জিনি কনককেশরদাম। পহুঁ গৌর সুন্দর নাম॥
কেশ চামর শোহই।
কুসুম-শর-বর, জিনিয়া সুন্দর, কতিহুঁ ভাবিনী মোহই॥ ধ্রু॥
না হেরিয়া সোমুখ ফাটি যায়ত বুক, প্রাণ ফাঁফর হোয়রি।
কেশব ভারতী, মন্দমতি অতি, কয়ল প্রিয় যতি সোঁয়রি॥
ফাল্গুন। ইহ মাহ ফাল্গুন ভেল। পবহি নাহ কাহে লেই গেল॥
উহি আওয়ে পূর্ণমিক রাতি। দিন সোঙরি ফুরত ছাতি॥

জন্মদিন ইহ গারিয়া।
ভকত চাতক, অঝোরে লোচন, রোয়ত সোমুখ ভাবিয়া॥
হাম কৈছে রাখব, পামর পরাণ, গৌরতনু নাহি হেরিয়া ১।
ঐছে মাধুরী, প্রেম-চাতুরী, সোঙরি ফাটত ছাতিয়া *॥

চৈত্র। ইহ আওয়ে চৈতক মাহ। ঋতুরাজ বাঢ়ায়ত ২ দাহ॥
ইহ ভকতবৃন্দক মেলি। পহুঁ করত কীর্ত্তন কেলি॥
কাঞ্চন-বল্লী-মাধুরী গঞ্জিয়া।
বাহুযুগ তুলি, কুষত হরি বলি, লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া॥ ধ্রু॥
কান্ত লাগি প্রাণ, করে আনচান, কাহে কাটাব দিন রাতিয়া।
বিরহক আগি, হিয়া দগদগি, মরমে জ্বলত বিরহক বাতিয়া॥

বৈশাখ। ইহ মাধবী পরবেশ। পিয়া গেল কিয়ে দূর দেশ॥
ইহ বসন তনু সুখ ছোড়। অবধারণ কৌপীন ডোর॥
অরুণ বাস ছোড়লহি চন্দনে।
তেজি সুখময় শয়ন আসন, ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে॥ ধ্রু॥
যো বুকপরিসর, হেরি কামিনী, রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর, পতিত কোলে করি, অবনী মূরছিত রোঅই॥

জ্যৈষ্ঠ। অব জেঠ মাহ ইহ আই। পহুঁ সঙ্গী নাহি পাই॥
হাম কৈছে রাখব দেহ। সখি, বিছুরি সো পহু লেহ॥
দারুণ দেহ রহে কিবা লাগিয়া।
নিদসে ভাসল, বিরহ ভয়ে হাম, রজনী দিন রহি জাগিয়া॥ধ্রু॥
যো পদতল থল-কমল-সুকোমল, কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে।
সো পদ মেদিনী, তপত কুশবনে, ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥

আষাঢ়। ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়। তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ়॥

---

* অমৃতবাজার আফিস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থে "সোঙরি ফাটত ছাতিয়া" স্থলে "কনক লজ্জিত দেখিয়া" আছে এবং তৎপর নিম্নলিখিত দুটী চরণ আছে :—ওরূপ মাধুরি, মুকুর চম্পক, সোঙরি ফাটত ছাতিয়া। ভাবিয়া সেরূপ তনু জর জর, কবে সে যাইব মরিয়া।" সমগ্র বিরহ বর্ণনটী পাঠ করিলে ইহা নিশ্চয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পাঠকমাত্রেরই প্রতীতি হইবে নিশ্চয়।

১ পেখিয়া। ২ রাজক।

তাহে গগনে নব নব মেহ। সংবলাক১ আওল গেহ॥

দারুণ ঐছে বাদর হেরিয়া।

হামসে পাপিনী, পুরুব তাপিনী, পহুঁ না আওল ফিরিয়া॥ ধ্রু॥

কিবা সে চাঁচর চিকুর শ্যামর, চূর্ণকুন্তল-শোভিতা।

ভালে চন্দন, তাহে মৃগমদ, বিন্দু রতিপতি মোহিতা॥

শ্রাবণ। ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ। তাহে আওয়ে শাঙন মাহ॥

ইহ মত্ত-দাদুরী-রোল। শুনি প্রাণ ফাটয়ে মোর॥

দামিনী চমকি চমকিত ২ কাঁতিয়া।

মেহ বাদর, বরিখে ঝর ঝর, হামারি লোচন ভাঁতিয়া॥ ধ্রু॥

এ দুরদিনে প্রিয়া, দেশে দেশে ফিরত, ভিগুত সোণার কাঁতিয়া॥

হাম অভাগিনী, কৈছে রহব গেহ, এ হেন পিয়াক বিছুরিয়া॥

ভাদ্র। মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর। তাহে আওয়ে ভাদর ঘোর॥

মঝু প্রাণ জ্বলি জ্বলি যায়। দেহ ছাড়ি নাহি বাহিরায়॥

সো চাঁদমুখ অব নাহি পেখিয়া।

হায়ে রে বিধি, না জানি করমহি, আর কি রাখিয়াছে লিখিয়া॥

আজানুলম্বিত, বাহুযুগল, কনক-করিবর-শুণ্ড রে।

হেরি কামিনী, থির-দামিনী, রোই ছোড়ল মন্দিরে॥

আশ্বিন। এ দুঃখ কহব কাহ। তাহে আওয়ে আশিন মাহ॥

ইহ নগর-নবদ্বীপ মাঝ। তাহে ফিরত নটবররাজ॥

কীর্ত্তনে প্রেম-আনন্দে মাতিয়া।

নাগর নাগরী, ও মুখ হেরি, পতিত ঘাততি ছাতিয়া॥ ধ্রু॥

আর পুনঃ কি, আওব সোপিয়া, নগর কীর্ত্তন গাইয়া।

খোল করতাল, গান সুমধুর, রোই ফিরব কি চাহিয়া॥

কার্ত্তিক। এত দুঃখ সহকিয়ে৩ ছাতি। তাহে আওয়ে কাতিক রাতি॥

তাহে শরদ চাঁদ উজোর। তহি ডাকে অলিকুল ঘোর ৪॥

কুসুমসমূহ নিগন্ধরাজ বিকশয়ে।

শ্রীবাস আদি কত, ভকত শত শত, করল কীর্ত্তন বাসয়ে॥ ধ্রু॥

---

১ সব লোক। ২ ঝমকিত। ৩ কেন সহে। ৪ মোর—পাঠান্তর।

সে হেন সুখদিন গেল, দুরদিন ভেল, বিহি অব বাম রে।
থাকুক দরশন, অঙ্গ পরশন, শুনিতে দুলহ নাম রে॥
অগ্রহায়ণ। মঝু প্রাণ কর আনচান। যব শুনিয়ে আঘন নাম॥
পহুঁ অধুনা না আওল রে। মোরে বিধাতা বঞ্চল রে॥
আঘন যে দারুণ প্রাণ চলতছু পাশরে।
এ ঘর ছাড়িয়া, দণ্ড করে লৈয়া, কাহে কয়ল সন্ন্যাস রে॥ধ্রু॥
এ নব যুবতী পরাণে বধিয়া, সন্ন্যাসে কি ফল পাও রে।
কাণে কুণ্ডল পরি, যোগিনী হইয়া, পিয়া পাশ হাম যাওব রে॥
পৌষ। যব দেখি পৌষহি মাস। তব তেজলু জীবনক আশ॥
অব ধন্য সো বর-নারী। যোদেশে পহুঁ পরচারি॥
ভেলহ গেল তাসব দুখ রে।
মঝু প্রাণ পামর, জর জর বিরহে, দেহে জনু তনু শুক রে॥ধ্রু॥
কাঁদিয়া আকুলি, বিরহে ব্যাকুলি, দশমী দশা পরবেশ রে।
এ শচীনন্দন দাস-নিবেদন, কেন বা ছাড়িল দেশ রে॥

৩১ পদ। ধানশী।

মাঘ।

পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর, দুখ-সাগরে মুঝে[1] ডালি।
রজনীক শেষ, শেজ সঞে ধায়ল, নদীয়া করিয়া আঁধিয়ারি॥
সজনি কিয়ে কেল[2] নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ, এবে ভেল দুখ পরচুর॥ধ্রু॥
নিজ সহচরীগণ, রোয়ত অনুখন, জননী রোয়ত মহী রোই।
আহা মরি মরি করি, ফুকরই বেরি বেরি, অন্তর গর গর হোই।
সো নাগর বর,[3] রসময় সাগর, যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জীউ, ধরব হাম সুন্দরী, জনম গোঙায়ব রোই॥
ফাল্গুন।
দোসর ফাল্গুন, গুণ সঞে[4] নিমগন, কাণ্ড-সুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সঙ্গিয়া যত, মৃদঙ্গ বাজাওত, গাওত কতহুঁ তরঙ্গ॥

---

১ হাম। ২ ভেল। ৩ নবনাগর। ৪ গণে।

সজনি সুন্দর গৌরকিশোর।
রসময় সময়, জানি করুণাময়, এবে ভেল নিরদয় মোর ॥ধ্রু॥
কুসুমিত কানন, মধুকর গাওন, পিককুল ঘন ঘন রোল[১]।
গৌরবিরহ-দাবদহে দগধ হাম, মরি মরি করি উতরোল ॥
মৃদু মৃদু পবন, বহই চিত্তমাদন, পরশে গরলসম লাগি।
যাকর অন্তরে, বিরহ বিথারল, সো জগ মাঝে[২] দুখভাগী ॥

চৈত্র।

মধুময় সময় মাস, মধু আওল, তরু নবপল্লবশাখ।
নব লতিকা-পর, কুসুম বিথারল, মধুকর মৃদু মৃদু ডাক ॥
সহচরি দারুণ সময় বসন্ত।
গোরা বিরহানলে, যো জন জারল, তাহে পুনঃ দগধে দুরন্ত ॥ধ্রু॥
নব নদীয়াপুর, নব নব নাগরী, গৌরবিরহদুখ জান।
নিজ মন্দির তেজি, মোহে সমুঝাইতে, তব চিত ধৈরজ না মান ॥
কাঞ্চনদহন, বরণ অতি চিকণ, গৌর বরণ দ্বিজরায়।
যব হেরব পুন, তব দুখ বিমোচন, করব কি মন পাতিয়ায় ॥

বৈশাখ।

দুখময় কাল, কাল করি মানিয়ে, আওল মাহ বৈশাখ।
দিনকরকিরণ, দহন-সম দারুণ, ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥
খরতর পবন, বহই সব নিশিদিন, উমরি গুমরি গৃহমাঝ।
গোরা বিনু জীবন, রহয়ে তছু অন্তরে, তাহে দুখসমূহ বিরাজ ॥
মন্দ-তরঙ্গিত, গন্ধ-সুগন্ধিত, আওত মারুত মন্দ।
গৌর-সুসঙ্গ, বিভঙ্গ যদঙ্গহি, লাগয়ে আগি প্রবন্ধ ॥
কো করু বারণ বিরহ[৩] নিদারুণ, পরকারণ দুখভাগী।
করুণা বরুণালয়[৪], সো শচীনন্দন, যাকর হোই বিরাগী ॥

জ্যৈষ্ঠ।

গণি গণি মাহ জেঠ অব পৈঠল আনল সম সব জান।
কানন গহন, দাব ঘন দাহন, রয়ে মৃগী করত পয়ান ॥

---

১ বোল। ২ ভরি—পাঠান্তর। ৩ বিরহী। ৪ অতি করুণালয়।

মধুরিম আম্র পনস সরসাবলী, পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন, কুহু কুহু বোলত, শুনি যেন বজর বিশাল ॥
ইথে যদি কাঞ্চনবরণ গৌরতনু, দরশন আধতিল হোই।
তব দুখ সকল, সকল করি মানিয়ে, কি করব ইহ সব মোই ॥
মধুকর-নিকর, সরোরুহ মধুপর, বেরি বেরি পীবে১ করু গান।
ঐছন গৌরবদন২ সরসীরুহ, মধুহাম করব কি পান ॥

আষাঢ়।

ঘন ঘন মেঘ, গরজে দিন যামিনী, আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর, দামিনী ঝলকয়ে, দাহ দ্বিগুণ তঁহি বাঢ় ॥
সহচরি দৈবে দারুণ মোহে লাগি।
শরদ-সুধাকর, সমমুখ সুন্দর, সোপহুঁ কাঁহা গেও ভাগি ॥ধ্রু॥
অন্তর গর গর, পাঁজর জর জর, ঝর ঝর লোচনবারি।
দুখকুল জলধি, মগন অছু অন্তর, তাকর দুখকি নিবারি ॥
যদি পুন গৌরচাঁদ নদীয়াপুর, গগনে উজরোয়ে নিত।
তব সব দুখ বিফল করি মানিয়ে, হোয়ত তব থির চিত ॥

শ্রাবণ।

পুন পুন গরজন, বজর নিপাতন, আওল শাঙন মাহ।
জলধর তিমির, ঘোর দিন যামিনী, ঘর বাহির নাহি যাহ ॥
সজনি কো কহে বরিষা ভাল।
ধরাধর জল, ধারা লাগয়ে, বিরহিণী জীব বিশাল ॥ধ্রু॥
একে হাম গেহি, লেহি পুন কোকরু, ফাঁফর অন্তর মোর।
তিতি খনে মরি মরি, গৌর গৌর করি, ধরণী লোঠহি মহাভোর ॥
গণি গণি দিবস, মাস পুন পূরল, মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌরচন্দ্র নাহি আওল নিচয় মরণকি বাত ॥

ভাদ্র।

আওল ভাদর, কো করু আদর, বাদর তবহি লজাত।
দাদুর দাদুরী, রব শুনি বেরি বেরি, অন্তরে বজরবিঘাত ॥

---

১ ফিরি। ২ বরণ—পাঠান্তর।

কি কহব রে সখি হৃদয়কি বাত।
পরিহরি গৌরচন্দ্র কাঁহা রাজত, দুয় এক সহচর সাথ ॥ ধ্রু ॥
যদি পুন বেরি, শান্তিপুর আওল, কাহে না আওল নিজধাম।
তাঁহা সংকীর্ত্তন প্রেম বিথারল, পূরল তছু মনকাম ॥
দূরগত পতিত, দুখিত যত জীবচয়, তাহে করুণা করু যোই।
তাহে পুন তাপ, রাশি পরিপূরিয়া, মোহে কাহে তেজল সোই ॥

আশ্বিন।

আওল আশ্বিন, বিকসিত সব দিন, জলথল-পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লিকা, কুসুমভরে পরিমলে, গন্ধিত শরতকাল ॥
সজনি কত চিত ধৈরজ হোই।
কোমল শশিকর নিকর সেবন পর,১ যামিনী রিপু সম হোই ॥ধ্রু॥
যদি শচীনন্দন, করুণাপরায়ণ, যাপর নিদয় ভেল।
তাকর সুখময়, সময় বিপদময়, লাগয়ে যৈছন শেল।
ঘুম২ হীন লোচন, বারি ঝরত ঘন, জনু জলধরে বহে৩ ধার।
ক্ষিতি পর শুই, রোই দিন যামিনী, কো দুখ করিব নিবার ॥

কার্ত্তিক।

আওল কাতিক, সব জন নৈতিক, সুরধুনী করত সিনান।
ব্রাহ্মণগণ পুন, সন্ধ্যা তর্পণ, করতহি বেদ বাখান ॥
সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান।
গৌর-চরণযুগ, বিমল৪ সরোরুহ, হৃদে করি অনুখন ধ্যান ॥ধ্রু॥
যদি মোর প্রাণনাথ বহু বল্লভ, বাহুরায় নদীয়াপুর।
ধরম করম তব৫ কছু নাহি খোজব, পীয়ব প্রেম মধুর ॥
বিধি বড় নিদারুণ অবধি করয়ে৬ পুন, সরবস যাহে দেই যোই।
তাকর ঠামে, লেই পুন পরিহরি, পাপ করয়ে পুন সোই ॥

অগ্রহায়ণ।

আওল আঘন, "মাহ নিরায়ণ"৭, কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণী জন, দেহ বিঘাতন, তাহে৮ ঘন শীত কৃতান্ত ॥

---

১ শিশির। ২ মধু। ৩ বরষে। ৪ মিলন। ৫ আদি। ৬ করব। ৭ মাবনিবারণ।
৮ বাহে—পাঠান্তর।

শুন সহচরি এবে ভেল মরম বিশেষ।
পুনরপি গৌরকিশোর চিতে হোয়ত, ভরসা দুখ-অবশেষ ॥ ধ্রু॥
তব কাহে ধৈরজ, মানব অন্তর মাহ,
অতএব মরণ অবঘাত।
নিজ সহচরীগণ, আওত নাহি পুন,
কার মুখে না শুনিয়ে বাত॥
যদি পুন স্বপনে, গৌর মুখপঙ্কজ,
হেরিয়ে দৈববিধান।
তবহি বিফল করি, মানিয়ে নিশিদিনে,
আধতিল ধৈরজ মান॥

পৌষ।

আওল পৌষ, মাহ অতি দারুণ, তাহে ঘন শিশির-নিপাত।
থরহরি কম্পি, কলেবর পুনঃ পুনঃ, বিরহিণী পর উতপাত॥
সজনি অবহি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ, বরষ অব পূরল, ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥ ধ্রু।
তোমারে কহিয়ে পুন, মরমক বেদন,
চিত মাহা কর বিশআস।
গৌর-বিরহজ্বরে, ত্রিদোষ হইয়া যারে,
তাহে কি ঔষধ অবকাশ॥
এত শুনি কাহিনী, নিজ সব সঙ্গিনী,
রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবনে ভণে, ধৈরজ করহ মনে,
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি॥

৩২ পদ। ধানশী।

তছু দুখে দুখী, এক প্রিয়সখী, গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া, চলিল ধাইয়া, যেমনি বাউরি পারা॥
নদীয়ানগরে, সুরধুনীতীরে, যেখানে বসিতা পহুঁ।
তথায় যাইয়া, গদ গদ হৈয়া, কি কহয়ে লহু লহু॥
সে সব প্রলাপ, বচন শুনিতে, পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে, যৈছন গৌড়ে, যাইয়া দেখিতে পায়॥

আঁখি ঝর ঝর, হিয়া গর গর, কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের, হিয়া বেয়াকুল, শুনিতে মরমে বেথা ॥*

৩৩ পদ। পাহিড়া।

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া, মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ, ঘিরি করে রোদন, তূল ধরি নাসার উপরে ॥
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জর জর, দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেল মূরছিত, না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণ ছাড়া, তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ, কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥
যত সহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর, শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর, চল হে নদীয়াপুর, কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥*

৩৪ পদ। শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া। প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত। সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া। ধূলায় পড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া।
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি। তিলেক বিলম্ব, আমি আগে যাই মরি ॥*

---

* পদকর্তা মাধব ঘোষ এই তিনটী পদে সুন্দর বিরহোন্মাদ বর্ণন করিয়াছেন। কল্পনাটী এই যে, শ্রীমতী যখন দশম দশায় উপনীতা, তখন যেমন বৃন্দাদূতী মধুপুরে যাইয়া শ্রীরাধার চরম দশা এবং ব্রজবাসীর চূড়ান্ত দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়াছিলেন, প্রিয়াজীর জনৈক সখী তদ্রূপ সুরধুনীতীরে মহাপ্রভুর নিত্য উপবেশনস্থলে যাইয়া, তিনি যেন তথা আছেন, এই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাছে প্রিয়াজীর ও নবদ্বীপবাসিগণের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। সখী যেন "পাগলিনী" (বাউরি পারা) হইয়াছেন এবং পাগলিনীর ন্যায় "প্রলাপ" বকিতেছেন। কল্পনাটী যার পর নাই স্বাভাবিক ও মধুর।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

(অন্ত্যলীলা*)

১ পদ। সুহই।

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহুঁ চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে ১ ভকতগণ, হইয়া বিষণ্ণ ২ মন, পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ৩॥
নিতাইর "বিরহে নয়ান" ৪ ভেল অন্ধ।
আঠার"নালাতে" ৫, "কাঁদি যান" ৬ পথে, নিত্যানন্দ ৭ অবধূতচন্দ।ধ্রু॥
সিংহদ্বারে গিয়া, মরমে বেদনা পাঞা, দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
"সব অতি অনুরাগে উদ্দেশ পাবার লাগি"৮, নীলাচলবাসীরে সুধায়॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ৯ জিনি, গৌর বরণখানি, অরুণ "বরণ পীতবাস" ১০।
"অনুক্ষণ লোচনে, প্রেমবারি"১১ ঝর ঝর, "ধরণী রহত দোপাশ।"১২
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, সঘনে বোলত, নূতন কিশোর বয়েস"। ১৩
"গোবিন্দ দাস কহ, হামু সে দেখল, সার্ব্বভৌমের মন্দিরে"+ প্রবেশ॥ ১৪

---

* এই পল্লবে মহাপ্রভুর নীলাচলগমন, তথায় অবস্থিতি, জগদানন্দ-প্রেরণ, নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ, নবদ্বীপে গমন, ভাবোল্লাস ও ভাবসম্মিলনের পদগুলি, অর্থাৎ মহাপ্রভুর চরিত সম্বন্ধে সমস্ত পদ গ্রহণ করিলাম।

+ পদকল্পতরুতে এই পদ মাধবী দাসীর বলিয়া ধৃত এবং বহু পাঠান্তর আছে, যথা—

(১) চাতক (২) সকরুণ (৩) যায় (৪) বিরহ আনলে (৫) মালা হৈতে (৬) কান্দিতে-কান্দিতে (৭) যান নিতাই (৮) হরেকৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে (৯) হেম (১০) বসন শোভে গায় (১১) প্রেমভরে গর গর আঁখিযুগ (১২) হরি হরি বলি ধায় (১৩) ছাড়ি নাগরালি বেশ, ভ্রমে পহুঁ দেশ দেশ, এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ (১৪) শ্রীমাধবী দাসী কয়, অপরূপ গোরারায়, ভক্তগৃহে করিলা প্রবেশ। "কলহ করিয়া ছলা" শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়াছিলেন, ধলিয়া কলহ। ৩য় উচ্ছ্বাসের ৪৭ পদ দেখ। "ছল" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রভু একাকী অগ্রে যাইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিবেন এই সংকল্প করিয়া অগ্রে যাইতেনই, সুতরাং দণ্ড-ভঙ্গ উপলক্ষে কলহ নিশ্চয়ই ছলমাত্র। আর এই কলহটাও ভাক্ত। মহাপ্রভু যেজন্য দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই নিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন, এ কথা মহাপ্রভুর বুঝিবার বাকী ছিল না, সুতরাং কলহের কোনও কারণ ছিল না।

২ পদ। সুহই।

অচৈতন্ত শ্রীচৈতন্ত সার্ব্বভৌম-ঘরে। গোপীনাথ পাশে বসি পদসেবা করে॥
সার্ব্বভৌম প্রভুমুখ আছে নিরখিয়া। ইনি কোন্ বস্তু কিছু না পায় ভাবিয়া॥
নরসিংহরূপ প্রভুর দেখে একবার। বটুক বামনরূপ দেখে পুনর্ব্বার॥
পুন দেখে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকার। পুন ভৃগুরাম হস্তে ভীষণ কুঠার॥
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখয় কখন। কখন মুরলীধর নীরদবরণ॥
এ সব দেখিয়া তাঁর সন্দেহ ঘুচিল। ষড়্ভুজরূপে প্রভু উঠি দাণ্ডাইল॥
শচীর দুলাল যেই সেই ননীচোর। অন্তরেতে কালা কানু বাহিরেতে গৌর॥
ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্ব্বভৌম। বাসু ঘোষ বলে আর কেন মিছা ভ্রম॥*

৩ পদ। বরাড়ী।

নিত্যানন্দ সংহতি মুকুন্দ গদাধরে। দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম-ঘরে॥
প্রতপ্ত কাঞ্চনকান্তি অরুণ বসন। প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত। উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ তিলকমণ্ডিত॥
গোপীনাথাচার্য্য আর সার্ব্বভৌম কাশী। গোরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর। মিলিলেন গোরাচাঁদের যত অনুচর॥
যে দেখয়ে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে। মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥

---

* মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে যেরূপ দেখাইয়া স্বীয় ভক্ত করেন, তাহা শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে এইরূপ—"শ্লোকব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। আত্মভাবে হৈলা ষড়্ভুজ অবতার॥" শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে যথা—"দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥" বাসুদেব ঘোষ এই দুই মতই স্বীকার করিয়া দশাবতাররূপ ও ষড়্ভুজ রূপ উভয়ই এই পদে বর্ণন করিয়াছেন। অচেতনাবস্থায় মহাপ্রভু যেরূপে সার্ব্বভৌমগৃহে নীত হইয়াছিলেন, তাহা চরিতামৃতে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে যথা—"আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে। জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥ জগন্নাথে আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া। মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥ দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন। পড়িছা মারিতে তেঁহ কৈল নিবারণ॥ * * বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥ শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া। ঘরে আনি পবিত্রস্থানে থুইল শোয়াইয়া॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদরস্পন্দন। দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥ সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥"

৪ পদ। ভাটিয়ারি।

ত্রিভুবন-মনোহর, শচীর নন্দন মোর, নদীয়ানগরে যার বাস।
সকল সম্পদ্ ছাড়ি, সন্ন্যাস গ্রহণ করি, নীলাচলে জগন্নাথ পাশ॥
যে চাঁচর কেশ দেখি, মোহ যায় রতিপতি, মুণ্ডন করিলা হেন কেশ।
কনক অঙ্গদ বালা, মণি মুকুতার মালা, তেয়াগিয়া সে মোহন বেশ॥
জীবে হৈয়া দয়াবান্, সভে দিয়া হরিনাম, পরম পাতকী উদ্ধারয়ে।
দেবের দুর্লভ যে লক্ষ্মী আদি বাঞ্ছে যে, সে প্রেম পতিতে বিতরয়ে॥
সকল ভকত সঙ্গে, সংকীর্ত্তন মহারঙ্গে, বিহার করয়ে সিন্ধুতীরে।
স্বরূপ রামানন্দ, গোবিন্দ পরমানন্দ, মিললা সকল সহচরে॥
কহে দাস নরহরি, আমার গৌর হরি, রাধার পিরীতে হৈল হেন।
এমন প্রেমের বন্যা, জগত হইল ধন্যা, বঞ্চিত হইনু মুই কেন॥

৫ পদ। ধানশী।

শ্রীশচীনন্দন নদীয়া অবতারি। উজ্জ্বল বরণ গৌররূপ মাধুরী॥
আগে নাম জগতে পরচারি। সকরুণ ঐছে পতিত-জন-তারি॥
সংকীর্ত্তন-রস-নৃত্যবিহারী। অবিরল পুলক ভকতহিতকারী॥
হাসত নাচত গাওত ত্রিভুবন ভরি। ত্রিজগত জন বোলত বলিহারি॥
বামে গদাধর রাজত রঙ্গী। চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী॥
অবিরত নয়নে বহত প্রেমধারা। মোহত ভাগত কলি আঁধিয়ারা॥
করই আলিঙ্গন নাহি বিচার। নিরুপম গুণ গণ ভাব অপার॥
নীলাচলে বসত শচীনন্দন। দরশন করু নিতি দেব যদুনন্দন॥
অঙ্গে বিলেপিত সুগন্ধি চন্দন। রূপক সবহি করত অভিনন্দন॥
করুণাময় পহুঁ প্রেমহি যাবত। পরমানন্দক ভয় দূরহি ভাগত॥

৬ পদ। বরাড়ী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ, কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়ানে দেখিবে যারে, কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়, মুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ, জন্মে জন্মে ভকতিবিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥

সংকীর্ত্তন-প্রেমরসে, ভাসাইল গৌড়দেশে, পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে, কি করিবে বলরাম দাস॥

৭ পদ। বরাড়ী।

বিরলে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া, মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া, হরিনাম লওয়াও গিয়া, যাও নিতাই সুরধুনীতীরে॥
নামপ্রেম বিতরিতে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে, অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব, করিতে তাদের শিব, তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া, গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া, দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার, করিতে নাম প্রচার, ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা, তুমি ত পারিবে তাহা, প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ, দোঁহার সমান দুহুঁ, তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল॥

৮ পদ। মঙ্গল।

চৈতন্য-আদেশ পাঞা, নিতাই বিদায় হৈয়া আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে॥
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম, কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ, সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি, রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া, বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি, হইয়া করুণ আঁখি, প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী, পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষয়ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে, প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

৯ পদ। সুহই।

সকল ভকতগণ শচী মারে দেখি। সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আঁখি॥
থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে। নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে॥
আমরা যাইব সব নীলাচলপুরী। গঙ্গাস্নান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি॥
ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা। সবে মিলি থির করি ঘরে বসাইলা॥
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি। কি করি ছাড়িলা গৌর না বুঝিনু রীতি॥

১০ পদ। সুহই।

নদীয়ানগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচীমাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কাঁদয়ে করুণে। নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥

ফুকরি ফুকরি কাঁদে কাতর হিয়ায়। গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন। কুশলে আছএ সুখে তোমার নন্দন॥
তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিলা। তোর পদযুগে কত প্রণতি করিলা॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঞি। তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গগোসাঞি॥

১১ পদ। মল্লার।

কহ কহ অবধোত নিমাই কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া, তোমারে কখন কিছু যাচে॥ ধ্রু॥
যে অঙ্গ কোমল, ননীর পুতুল, আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশে গ্রামে, কেমনে ভ্রময়ে সে॥
একতিল যারে, না দেখি মরিতাম, বাড়ীর বাহির দুরে।
সে এখন মোরে, ছাড়িয়া আছয়ে, কোথা নীলাচলপুরে॥
মুঞি অভাগিনী, আছি একাকিনী, জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি বলিব, প্রেমদাস জ্ঞানহারা॥

১২ পদ। ধানশী।

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন। নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণবন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিলা নিতাই। গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সভাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই। একে একে সভা সনে মিলিলা নিতাই॥
সকল ভকত মিলি নিতাই লইয়া। গোরাগুণ গাথা শুনি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুঞি কি বলিতে জানি। গলায় গাঁথিয়া নিতাই-চরণখানি॥

১৩ পদ। ধানশী।

ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর।
প্রাণের হরিদাস ছিল, সেই লীলা সম্বরিল, কার সঙ্গে করিব বিহার॥ ধ্রু॥
অদ্বৈত শ্রীশ্রীনিবাস, পুরী দামোদর দাস, তারা গেল এ সুখ ছাড়িয়া।
কেবা পাবে রস রঙ্গ, ভ্রমিব কাহার সঙ্গ, গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা॥
বিশ্বরূপ মোর ভাই, তাহার উদ্দেশ্য নাই, সেই গেল বৈরাগ্য করিয়া।
কৃষ্ণদাস রসখান, না শুনিব তার গান, সেহ গেল বুকে শেল দিয়া॥
নিতাই কর গৃহবাস, যাহ হে পণ্ডিতপাশ, তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে দুই কন্যা বরি, নিজরূপ তাহাকে দেখাবে॥
পতিত অধম মুখ, ইহারে না দিবে দুখ, করুণা করিবা সবা পানে।
আপনা বলিয়া বলো, জীবে দেখি দয়া করো, করুণা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥

সেহ মোর নিজ ধাম, যশ রাখ বলরাম, করুণা করিয়া প্রভু কাঁদে
নিতাইচাঁদের করে ধরি, প্রভু বোলে হরি হরি, রামানন্দ বুক নাহি বাঁধে ॥

১৪ পদ। ধানশী বা ভাটিয়ারি।

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, নিত্যানন্দ বোলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে, কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকানগরে থাক, এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি, রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥
তোমরা যে দুটী ভাই, থাক মোর একঠাঁই, তবে সবার হবে পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িব গৌরহরি, তবে জানি পতিতপাবন ॥
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ, প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস, ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ করিয়া তায়, তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরণে আশ, দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে, ভকতবৎসল তেঁই গায় ॥

১৫ পদ। কামোদ।

আকুল দেখিয়া তারে১, কহে অতি ধীরে ধীরে, আমরা থাকিলাম তোমার ঠাই ॥
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি, রহিলাম বন্দী দুই ভাই ॥
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুইখানি মূর্ত্তি লৈয়া, আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় হৈল, ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥
পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে, সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঁই খাব মাগি, সত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ, চারিজনে ভোজন করিয়া।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বূলাদি সমর্পিয়া, সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া ॥
নানা মতে পরতীত, করি ফিরাইল চিত, দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেমলাগি, দুই ভাই খাই মাগি, দোহে গেলা নীলাচলপুরে ॥
পণ্ডিত করয় সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা, সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ, কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস৩ ॥

---

১ গৌরীদাস পণ্ডিতকে। ২ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, ও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়। ৩ পদকল্পতরুতে এই পদ হরিদাসের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

১৬ পদ। ধানশী।

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাঁহা সবাকারে, কাঁদিয়া সুধায়, যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাহার নাম, তারে কি ভেটিয়াছ? ধ্রু॥
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণনাম, বলয়ে সঘনে, নয়নে গলয়ে ধারা॥
কখন হাসন, কখন রোদন, কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা, শিমুলের কাঁটা, ঐছন সোণার গায়॥
তারা বোলে আহা, দেখিয়াছি তাহা, থাকেন সমুদ্রকূলে।
তেঁহ জগন্নাথ, আপনে সাক্ষাত, তারে কে মানুষ বলে॥
যেরূপ যে গুণ, যে নাট কীর্ত্তন, যে প্রেম বিকার দেখি।
হেন লয় মনে, তাহার চরণে, সদাই অন্তর রাখি॥
গিয়া নীলাচল, ভাগ্যে সে ফলিল, দেখিনু চরণ তার।
প্রেমদাস গায়, সেই গোরারায়, প্রাণ ইহা সবাকার॥

১৭ পদ। ধানশী।

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অনুমানে যায়॥ধ্রু॥
লতাতরু যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা॥
শাখে বসি পাখী, মুদি দুটী আঁখি, ফলজল তেয়াগিয়া।
কাঁদয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাহি রা।
মাধবীদাসের, ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাড়ি গা॥

১৮ পদ। ধানশী।

ক্ষণেক রহিয়া, চলিল উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ।
নদীয়ানগরে, দেখে ঘরে ঘরে, কাহার নাহিক স্পন্দ॥

না মেলে পসার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী, কাঁদয়ে গুমরি, থাকয়ে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই।
আধমড়া হেন, পড়ি আছে যেন, অচেতনে শচী আই ॥
প্রভুর রমণী, সেহ অনাথিনী, প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিনবসনে, মুদিতনয়নে ধারা ॥
বিশ্বাসী প্রধান, কিঙ্কর ঈশান, নয়নে শোকাশ্রু ঝরে।
তবু রক্ষা করে, শাশুড়ী বধূরে, সর্ব্বদা শুশ্রূষা করে ॥
দাসদাসী সব, আছয়ে নীরব, দেখিয়া পথিক জন।
সুধাইছে তারে, কহ মোসবারে কোথা হইতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দরে, পাঠাইল মোরে, তোমা সবারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন, চলিল তখন, শ্রীবাসমন্দিরে ধাঞা ॥
শুনিয়া উল্লাস, মালিনী শ্রীবাস, যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি ॥
মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠাইল ত্বরা করি।
বলে চাহি দেখ, পাঠাইলা লোক, তত্ত্ব লৈতে গৌরহরি ॥
শুনি শচী মাই, সচকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত দূরে ॥
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কাঁদিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেমে বশ হয় ॥
গৌরাঙ্গ চরিত, হেন নীতরীত, সবাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়ানগরে, সবাকারে সুখ দিয়া ॥
এ চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর, বিষয়-বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ-চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত ॥

১৯ পদ। শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গবিরহে সবে বিভোর হইয়া। সকল ভকতগণ একত্র মিলিয়া ॥
নিত্যানন্দ প্রভু সনে যুকতি করিল। অদ্বৈত আচার্য্য পাশে সবাই চলিল ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে সবে নীলাচল যাব। দেখিয়া সে চাঁদমুখ হিয়া জুড়াইব ॥

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। বাসুদেব নরহরি সেন শিবানন্দ॥
সকল ভকত মিলি যায় নীলাচল। প্রেমদাস কহে সব হইবে সফল॥

২০ পদ। ধানশী।

শচী মার আজ্ঞা লৈয়া, সকল ভকত ধাঞা, চলিলেন নীলাচলপুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য্য পাশ, মিলিলা সকল সহচরে॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, মিলিলা কৌতুক রঙ্গে, নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিয়া গৌরাঙ্গধনে, অনুরাগে আকুল হিয়ায়॥
পথে দেবালয়গণ, করি যত দরশন, উতরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত সাথে, নাচি গাই মনসাধে, যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল, অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি, দেখিবারে ধায় আগে পাছে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, স্বরূপাদি সঙ্গে করি, পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সবার সঙ্গে, প্রেম-পরিপূর্ণ অঙ্গে, প্রেমদাসের আনন্দিত মন॥

২১ পদ। শ্রীরাগ।

অদ্বৈত নিতাইর সনে প্রভুর মিলন। প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্গের মন॥
দোঁহে কাঁদে মহাপ্রভু করি নিজ কোলে। ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥
শ্রীবাসের কোলে বসি কাঁদেন গৌরাঙ্গ। প্রেমজলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ॥
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর। একে একে মিলিলা সকল সহচর॥
সবারে লইয়া জগন্নাথে দেখাইলা। গৌরাঙ্গ নিকটে সব মোহান্ত রহিলা॥
প্রেমাবেশে পূরিল সবার অভিলাষ। বঞ্চিত কেবল প্রেমে দীন প্রেমদাস॥

২২ পদ। শ্রীরাগ।

অপার করুণাসিন্ধু গৌর সিন্ধুসনে। অদ্বৈতাদি মহানদী হইল মিলনে॥
মুকুন্দ মাধব আদি নদী নালা যত। সাগর-সঙ্গমে আসি হইল মিলিত॥
পাইয়া নদীর সঙ্গ সিন্ধু উথলিল। আনন্দ-তুফান তাতে আসিয়া মিলিল॥
উপজিল প্রেমবন্যা উঠে প্রেম-ঢেউ। ডুবিলেক নীলাচল স্থির রবে কেউ?
প্রেমের বন্যায় সব চলিল ভাসিয়া। না ডুবে কেবল প্রেমদাস অভাগিয়া॥

২৩ পদ। ধানশী।

শুনিয়া ভকতদুখ, বিদরিয়া যায় বুক, চলে গোরা সহচর সাথে।
ত্বরিতে গমন যার, নিমেষে যোজন পার, ভকত মিলন নদীয়াতে॥

গদাধর পড়িয়াছে, নরহরি তার কাছে, আর কার মুখে নাহি বাণী।
দেখিয়া ভকতদশা, কহে গদাধর ভাষা, ধরণী লোটাঞা ন্যাসী মুনি॥
হায় কি করিলাম কাজ, সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ, মোর বড় হৃদয় পাষাণ।
নাহি যায় নীলাচলে, থাকিব ভকত মেলে, ইহা বলি হরল গেয়ান॥
সঙ্গে সহচর ছিল, ধাই গৌরাঙ্গ নিল, রাখিলেন গদাধর কোরে।
পরশ পাইয়া দুহুঁ, কথা কহে লহু লহু, ভাসিলেন আনন্দ পাথারে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ দেখি, শীতল হইল আঁখি, পরশেতে হিয়া জুড়াইল।
আর না ছাড়িয়া দিব, হিয়ার মাঝারে থোব, বাসু ঘোষের আনন্দ বাড়িল॥

২৪ পদ। পাহিড়া।

সকল ভকত মেলি, আনন্দে আইলা চলি, শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুইয়া আছে, কেহত নাহিক কাছে, নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি, ভূমেতে বসিয়া ফেরি, না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ, চমকিত হৈল মন, বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায়, কিছুই না বুঝা যায়, কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহ লহু লহু করে, মুখানি পাখালি নীরে, কেহ করে বেশ সম্বরণ।
কিছু না জানয়ে মোরা, ভাবের মূরতি গোরা, বাসু ঘোষ মলিন বদন॥

২৫ পদ। সুহই।

লোচনে ঝর ঝর আনন্দ-লোর। স্বপনহি পেখলু গৌরকিশোর॥
চিরদিনে আওল নবদ্বীপ মাঝ। বিহরয়ে আনন্দে ভকত সমাঝ।
কি কহব রে সখি রজনীক সুখ। চিরদিনে হেরলু গোরাচাঁদের মুখ॥
বিরহে আকুল যত নদীয়ায় লোক। গোরামুখ হেরি দূরে গেল সব শোক।
পুন না দেখিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়। নরহরি দাস কাঁদি ধূলায় লোটায়॥

২৬ পদ। বরাড়ী।

নবদ্বীপচাঁদের আজি আনন্দ দেখিয়া। চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥
শচীসুত উনমত প্রেমসুখে কয়। মোর আজি যত সুখ কহনে না হয়॥
চিরকাল বিরহজনিত যত তাপ। সোঁ মুখ দরশনে ঘুচব আপ॥
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি। রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥

২৭ পদ। ধানশী।

আওত গৌর পুনহি নদীয়াপুর, হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ কন্দ কিয়ে হেরব, করবহি কীর্ত্তনবিলাস॥
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখচাঁদ।
বিরহ-পয়োধি, কবহু দিন পঙরব, টুটব হৃদয়ক ধাঁদ॥ধ্রু॥
কুন্দ কনক কাঁতি, কব হাম হেরব, যজ্ঞ কি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি, হরি হরি বোলব, নটন ভকতগণ মাঝ॥
এত কহি নয়ন, মুদি রহু সবজন, গৌরপ্রেমে ভেল ভোর।
নরহরি দাস, আশকর পূরব, হেরব গৌরকিশোর॥

২৮ পদ। যথারাগ।

আলিরি, হোত মনহুঁ উলাস সুলছণ,
বাম নিজভুজ উরজ ঘন ঘন,
ফুকরই দূর সঞে, প্রাণ পিউ কিয়ে, অদূর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব,
আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূষণ সবহুঁ ভায়ব রে॥
ত্রিপথগামিনীতীরে পহুঁ যব,
অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তেজি কুচ কলস জোর আগোরে সাজব রে।
তবহি হিয় মাহা হার পহিরব,
বেণী-ফণি মণি মাল বিরচব,
চলব জল ছলে কলস লেই সব, কলস ভাজব রে॥
নদীয়াপুরে জয়তূর বাওব,
হৃদয়-তিমির সুদূরে ধাওব,
ভকত নখতক মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে।
গৌর আগ যব আপন আওব,
ঘুঙট দেই উব নিকট যাওব,
দিঠি জলছলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে॥

রঙ্গন শয়নক ভঙন পৈঠব,
পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব,
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ, দশ দোখে দোখব রে।
পীনকুচ করকমলে পরশব
ক্ষীণ তনু মঝু পুলকে পূরব,
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি, রস রাখি রোখব রে॥
বাহু গহি তব নাহ সাধব,
সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুধুই সুধাময় অধর পিধি পিয়া পুন পিয়াওব রে।
মীনকেতন সমরে চেতন,
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন,
অবিরোধ বিনু অনুরোধ পিউ, পরবোধ পাওব রে॥
মিটব কি হিয়া বিষাদ ছল ছল,
নয়নে পহুঁ যব তবহি কলকল,
নাদ সুখদ সমবাদ এক ধনি ধাই লাওলরে।
নাথ আওল এতনি ভাখণ,
মৃতসঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন,
জগত ভণ জনু জীবন-মৃত তনু, জীবন পাওলরে॥

২৯ পদ। তুড়ী।

আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর, নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া, চমকিত হৈয়া, করব মঙ্গল কাজ॥
জল ঘট ভরি, আম শাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া, নারী নদীয়া, আওব দেখিবার তরে
হরি হরি ধ্বনি, জয় জয় বাণী, উঠিবে সকল ঘরে॥
শুনিয়া জননী, ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে, ধুই কলেবরে, তুরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত, দেখি হরষিত, হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ চাঞা, পড়ি লোটাইয়া, লইবে চরণারবিন্দ॥

৩০ পদ। সুহই।

আরে মোর গৌর কিশোর। পুরুব-প্রেম-রসে ভোর॥
দুনয়নে আনন্দ লোর। কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
পাওলু বরজকিশোর। সব দুখ দূরে গেও মোর॥
চিরদিনে পাওলু পরাণ। যৈছন অমিয়া সিনান॥
হেরি সহচর গণ-হাস। গাওই চৈতন্য দাস॥

৩১ পদ। শ্রীরাগ।

ধাওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে। আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে।
চিরদিনে গোরাচাঁদের বদন দেখিয়া। ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর। জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ। গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসু ঘোষ গান॥

৩২ পদ। শ্রীরাগ।

চিরদিনে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার। কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার॥
পুলকে পূরল তনু আপাদমস্তক। সোণার কেশর যেন কদম্ব-কোরক॥
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ। অনেক যতনে বিহি পূরল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন। শুনি চাঁদমুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস। দুঃখী কৃষ্ণদাস তার দাস অনুদাস॥

৩৩ পদ। সুহই।

এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি। আনি মিলায়ল গোরা গুণ-নিধি॥
এতদিনে মিটল দারুণ দুখ। নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেবঘোষে গায় গোরাপবন্ধ। লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

নিত্যানন্দ-চন্দ্র।

১ পদ। ভাটিয়ারি।

আরে মোর নিতাই নায়র।
সংসার সায়র, জীবের জীবন, নিতাই মোর সুখের সায়র॥ধ্রু॥
অবনী-মণ্ডলে, আইলা নিতাই, ধরি অবধূত-বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন, বসু জাহ্নবার জীবন, চৈতন্য লীলায়ে বিশেষ॥
রাম-অবতারে, অনুজ আছিলা, লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ-অবতারে, গোকুল-নগরে, জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম॥
গৌর-অবতারে, নদীয়া বিহরে, ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীনহীন যত, উদ্ধারিলা কত, বঞ্চিত দাস আত্মারাম॥

২ পদ। বেলোয়ার।

জয় জগতারণ-কারণ-ধাম। আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম॥ধ্রু॥
ডগমগ লোচন, কমল ঢুলায়ত, সহজে অথির গতি দিঠি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘন ঘন গরজই, গৌর প্রেম-ভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত, লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন, শ্রীভুজ-মণ্ডন, কনয়-খচিত অবলম্বন-দণ্ড॥
কলিযুগ কাল, ভুজঙ্গম দংশল, দগধল থাবর জঙ্গম পেখি।
প্রেমসুধারস, জগভরি বরিখল, দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি॥

৩ পদ। সিন্ধুড়া।

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার। পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল। যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় কোল॥
ডগমগ লোচন ঘোরায়ে নিরন্তর। সোণার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর॥

দয়ার ঠাকুর নিমাই পর দুঃখ জানে। হরিনামের মালা গাঁথি দিল জনে জনে ॥
পাপী পাষণ্ডী যত করিল দলনে। দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণে ॥
আহা রে গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে। শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল। ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল ॥

৪ পদ। ধানশী।

জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায়। পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায় ॥
পারিষদ সকলে দেখয়ে পরতেক। ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক ॥
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান। দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান ॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে। আজানুলম্বিত বাহু অতি শোভা ধরে ॥
অরুণ কিরণ জানি দুখানি চরণ। হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ॥

৫ পদ। ধানশী।

বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ-কন্দ, ঝলমল আভরণ-সাজে।
দুই দিকে শ্রুতি-মূলে মকর কুণ্ডল দোলে, গলে এক কৌস্তভ বিরাজে ॥
সুবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবর শুণ্ড, তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ অম্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়, দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড।
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ বর্ণ, দুটী আঁখি পদ্ম পর্ণ, তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
হিম-গিরি বাহি যেন, সুরধুনী বাহে হেন, দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক-ছটা, যেন কদম্বের ঘটা, লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীর-দাপ মালসাটে, শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে, দেখি ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি ॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন, দিল পহুঁ পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে, আপনার কর্ম্মদোষে, না ভজিলাম নিতাই-পদদ্বন্দ্বে ॥

৬ পদ। গান্ধার।

জয় জয় পদ্মাবতীসুত সুন্দর, নিত্যানন্দ গুণ-ভূপ।
জগ-জন-নয়ন, তাপ ভয় ভঞ্জন, জিনি কণা কারুণ অপরূপ রূপ ॥ধ্রু॥
শশধর-নিকর-দরপহর আনন, ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদু হাস।
গৌর প্রেম-ভরে, গর গর অন্তর, নিরুপম নব নব বচন বিলাস ॥
টলমল অমল-কমল-লোচন, জল গিরত জনু নিরত সুরধুনী ধার।
পুলক-কদম্ব-বলিত সুললিত অতি, পরিসর বক্ষে তরল মণিহার ॥
কুঞ্জর-দমন গমন মনোরঞ্জন, বাহু পসারি অথির অবিরাম।
পতিত কোলে করি বিতরে সেধন, বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥

৭ পদ। শ্রীরাগ।

রাঢ় দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম, হারাইপণ্ডিত-ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর॥
হারাই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী-মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত, করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হইল প্রসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দীন কৃষ্ণদাসে॥

৮ পদ। সুহই।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, অবতীর্ণ হৈল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ, ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক-চম্পক পাতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি, রূপে জিতল কোটি কাম॥ ধ্রু॥
ও মুখ-মণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি, দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজতল থল-পঙ্কজ, কোটি ক্ষীণ করি অরি জনু॥
চরণ-কমল-তলে, ভকত ভ্রমর বুলে, আধ বাণী অমিঞা প্রকাশ।
ইহুঁ কলি যুগে জীবে, উদ্ধার হইল সবে, কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস॥

৯ পদ। আড়ানা।

উলু পড়ে বারে বারে, হারাই পণ্ডিতের বাড়ী।
পদ্মাবতীর ঘরে নিতাই আইল গোলোক ছাড়ি॥
একচাকার নারী সকল যে যে ভাবে ছিল।
ছাওয়াল দেখিতে, আতে পিতে, তখনি ছুটিল॥
কোলের ছাইলা, গেল ফাইলা, মাই না দিয়া মায়।
চুলায় দুগ্ধ রাখি কেহ, কাঠি হাতে যায়॥
শুষ্ক বসন পরিতে কেহ ভিজা বসন তেজে॥
মনের ভুলে ন্যাংটা গেল পরিহরি লাজে॥
চিরণ লৈয়া চুল বাঁধিতে ছিলেক কোন ধনী॥
ছুটিল অমনি পীঠে দোলে আধ বেণি॥

স্বরূপদাসে বলে দিদী দেখিতে পাগল ছেলে।
কেনে পাগল হলি তোরা কাজ কর্ম্ম ফেলে ॥

১০ পদ। কামোদ।

আহা মরি আজু কি আনন্দ।
কিবা এক চক্রাপুরে, হারাই পণ্ডিতের ঘরে, অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ধ্রু॥
অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জনু, শোভায় ভুবন বিমোহিত।
চন্দ্র মুখ নিরখিয়া, উল্লাসে নাধরে হিয়া, পদ্মাবতী হারাই পণ্ডিত ॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে, গর্জ্জয়ে আনন্দ-ভরে, তিলেক হইতে নারে থির।
নাচে পহুঁ ঊর্দ্ধবাহে, কাঁখতালি দিয়া কহে, আনিলু আনিলু বলবীর ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ, জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, বায় বাদ্য শত শত, গায় গুণ সুখের পাথার ॥
ওঝা মহা ভাগ্যবান, পুত্রের কল্যাণে দান, করে যত লেখা নাই দিতে।
কত না কৌতুক লঞা, লোক সব আসে ধাঞা, মহাভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥
ধন্য রাঢ় মহী আর, ধন্য সে নক্ষত্রবার, ধন্য মাঘ-শুক্লা ত্রয়োদশী।
নরহরি কহে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল, প্রকটে খণ্ডিল দুঃখ-রাশি ॥

১১ পদ। সুহই।

প্রভু নিত্যানন্দ, আনন্দের কন্দ, পূরুবে রোহিণী-তনয় যেহোঁ।
কলি ধন্য কৈলা, শুভক্ষণে হৈলা, পদ্মাবতী-গর্ভে প্রকট তেহোঁ ॥
জয় জয় জয়, ধ্বনি অতিশয়, হারাই পণ্ডিতের ঘরে।
একচক্রাবাসী, লোক সুখে ভাসি, ধাঞা আসে ধৃতি ধরিতে নারে ॥
সূতিকা-মন্দিরে, ঝলমল করে, নিতাইর মুখ-চন্দ্রমা চারু।
সে শোভা দেখিতে, কত সাধ চিতে, দেখে আঁখে নাই নিমিখ কারু ॥
হর্ষে দেবগণ, বর্ষে পুষ্প ঘন, অলখিত নৃত্য ভঙ্গিমা ভালে।
ঘনশ্যাম গায়, নানা বাদ্যবায়, ধা ধা ধিকি ধিকি ধেন্তা না তালে ॥

১২ পদ। ধানশী।

আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ। পাতিলা আসিয়া করুণা ফাঁদ ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়। সভারে করুণ-নয়ানে চায় ॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে। রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে ॥
দেখি সবে মনে বিরাজ করে। এই কোন্ মহাপুরুষ বরে ॥

দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ। ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি। নয়ানে কাজর করিয়া পরি ॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা। এহেন বালক দিলা বিধাতা ॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া। আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া ॥
কারু স্তন বহি দুগধ ঝরে। কেহ যায় তারে করিতে কোরে ॥
এসব বিকার রমনী-গণে। শিবরাম আশা করয়ে মনে ॥

১৩ পদ। সুহই।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম। তাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ। মূলে সর্ব্ব পিতা তানে কৈল পিতা ব্যাজ ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ। সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম। অবতীর্ণ হইল রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল। পুনঃ পুনঃ বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগ গান ॥

১৪ পদ। কামোদ।

কমল জিনিয়া আঁখি, শোভা করে মুখ-শশী,
করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে, আইস আইস করি কোলে,
প্রেমধন সবারে বিলায় ॥
কাঁচনি কটির বেশ, শোভিছে চাঁচর কেশ, বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে, বুক বাহি পড়ে লোরে, ত্রিবিধ জীবের তাপহর ॥
হরি হরি বোল বলে, ডাইন বামে অঙ্গ দোলে, রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখ-চাঁদ, নিতাই প্রেমের ফাঁদ, ভাবসিন্ধু উছলে লহরী ॥
নিতাই করুণা-সিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু, করুণায় জগত ডুবিল।
মদন-মদেতে অন্ধ, প্রসাদ হইল ধন্দ, নিতাই ভজিতে না পারিল ॥

১৫ পদ। গান্ধার।

নাচতরে নিতাই বর চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম-সুধারস জগজনে, অদভুত নটন সুছাঁদ ॥ ধ্রু ॥
পদতল-তাল খলিত মণি-মঞ্জরি, চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু-শিখরে কিয়ে, তনু অনু পাময়ে, ঝলমল ভাব-তরঙ্গ ॥

রোয়ত হসত, চলত গতি মন্থর, হরি বলি মূরছি বিভোর।
খেণে খেণে গৌর গৌর বলি ধাবই আনন্দে গরজত ঘোর ॥
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর, দীন অবধি নাহি মান
অবিরত দুল্লর্ভ প্রেম রতন ধন, যাচি জগতে করু দান ॥
অযাচিত-রূপে, প্রেম-ধন বিতরণে, নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহুঁ মনরথ পূরল, অবলা উনমত ভেল ॥
ঐছন করুণ,-নয়ন অবলোকনে, কাহু না রহ দুরদিন।
বলরাম দাস, কহে ভেল বঞ্চিত, দারুণ হৃদয় কঠিন ॥

১৬ পদ। মঙ্গল।

অঞ্জন গঞ্জন লোচন রঞ্জন, গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন, পুন উঠি গরজন, চাহনি বঙ্ক নয়ান ॥
গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি, কঞ্জ নয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আইস আইস বলি দেই কোর ॥
হুহুঙ্কার গরজন, মাল সাট পুনঃ পুন, কত কত ভাব বিথার।
কদম্বকেশর জনু, পুলকে পূরল তনু, ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥
আগম নিগম পর, বেদ বিধি অগোচর, তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে, না পাইয়া কৃপা-লেশে, রহি গেল পাষাণ-সমান ॥

১৭ পদ। বরাড়ী।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া। পূরব বিলাস রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥
কঞ্জ নয়নে বহে সুরধুনী ধারা। নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥
চন্দনে চর্চ্চিত সর্ব্বাঙ্গ উজোর। রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর ॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর-শুণ্ড। কনক-খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড ॥
শিরোপর পাগড়ী বাঁধে নটপটিয়া। কটি আঁটি পরিপাটী পরে নীলবটিয়া ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ। শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস ॥

১৮ পদ। কামোদ।

কীর্ত্তনরসময়, আগম-অগোচর, কেবল আনন্দ-কন্দ।
অখিল লোক-গতি, ভকত প্রাণপতি, জয় জয় নিত্যানন্দ চন্দ ॥
হেরি পতিত গণ, করুণাবলোকন, জগভরি করল অপার।
ভব-ভয়ভঞ্জন, দুরিত-নিবারণ, ধন্য ধন্য অবতার ॥

হরি সংকীর্ত্তনে, সাজল জগজনে, সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদসার, প্রেম সুধারস, দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন-মঙ্গল-নাম-প্রেম-বলে, দূরে গেল কলি আঁধিয়ার।
শমন-ভবন পথ, সবে এক রোধল, বঞ্চিত রামহুরাচার॥

১৯ পদ। কামোদ।

ভকতি রতনখনি, উঘাড়িয়া প্রেমমণি, নিজ গুণ সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঞি, দান করে জগত বেড়িয়া॥
সোঙরি নিতাইর গুণ, যেমন করয়ে মন, তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ, তবে সে মনের সুখ, ঠাকুর নিতাইর গুণ গাই॥
নামেই আনন্দময়, সকল ভুবন হয়, দেখিবার দায় রহু দূরে।
শুনিয়া নিতাইর গুণ, যেমন করয়ে মন, তারি লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥
পাষাণ-সমান হিয়া, সেহ গেল মিলাইয়া, নিতাইর গুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যামদাস, যার নাহি বিশ্বাস, সেই সে পামর অবনীতে॥

২০ পদ। শ্রীরাগ।

পহুঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র, করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥ধ্রু॥
চৈতন্য অগ্রজ নাম, ত্রিভুবনে অনুপাম, সুরধুনীতীরে করি থানা।
হাট করি পরবন্ধ, রাজা হৈল নিত্যানন্দ, পাষণ্ডিদলন বীর-বানা॥
রামাই সুপাত্র হৈয়া, রাজ-আজ্ঞা চালাইয়া, কোতোয়াল হৈলা হরিদাস।
কৃষ্ণদাস লৈয়া ডাড়্যা, কেহ যাইতে নারে ভাড়্যা, লিখন পড়নে শ্রীনিবাস॥
পসারিয়া বিশ্বম্ভর, আর প্রিয় গদাধর, আশ্চর্য্য চত্বরে বিকি কিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি, বাজার নিকটে বসি, হাটের মহিমা কিছু শুনি॥

২১ পদ। সুহই।

গজেন্দ্রগমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে। যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যেনা লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। শুন ভাই গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার॥
যে পহুঁ গোকুলপুরে নন্দের কুমার। তোঁ সভার লাগি এবে কৈল অবতার॥
শুনিয়া কাঁদয়ে পাপী চরণে ধরিয়া। পুলকে পূরল অঙ্গ গর গর হিয়া॥

তারে কোলে করি নিতাই যাই আনঠাম। হেন মতে প্রেমে-ভাসাওল পুর গ্রাম
দেবকীনন্দনে বোলে মুই অভাগিয়া। ডুবিলুঁ বিষয়-কূপে নিতাই না ভজিয়া ॥

২২ পদ। কল্যাণী।

দেখ অপরূপ চৈতন্য-হাট। কুলের কামিনী করয়ে নাট ॥
হাট বসাওল নিতাই বীর। কাহুঁক চরণ কাহুঁক শির ॥
অবনী কম্পিত নিতাই-ভরে। ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীরস্বরে ॥
গৌর বলিতে গৌরহীন। প্রেমেতে না জানে রজনী-দিন ॥
এ বড় মরমে রহল শেল। নিতাই না ভজি বিফল ভেল ॥
কহয়ে মাধব শুন রে ভাই। নিতাই ভজিলে গৌর পাই ॥

২৩ পদ। ধানশী।

নিতাই-পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল, যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথাই জনম তার, কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
মজিয়া সংসারসুখে, নিতাই না বলিল মুখে, সেই পাপী অধম সভার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া, অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভবসংসার মাঝে, নিতাইচাঁদ যে না ভজে, তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
নিতাইর দয়া হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী, রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ ॥

২৪ পদ। ভূপালী—লোভা।

নিত্যানন্দ অবধূত তারিতে সংসারে। প্রেম বিতরয়ে প্রভু পতিতজনারে ॥
অধম পাতুকী অন্যে ঘৃণা করে যারে। নিতাই যাচিয়া নিজে তারয়ে তাহারে ॥
প্রেমে ডগমগ পদ নাচে বারে বারে। জাতিকুল নাহি মানে তারে যারে তারে ॥
আনন্দে বিভোল ফিরে উন্মাদ আকারে। কভু দণ্ড ভাঙ্গে কভু অদ্বৈতেরে মারে ॥
দয়াল নিতাই বলি ঘোষে ত্রিসংসারে। সঙ্কর্ষণ তবে বলে যদি তারে তারে ॥

২৫ পদ। শ্রীরাগ—লোভা।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা। হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি ॥

এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়। রজত-পর্ব্বত যেন ধূলায় লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল। লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল।

২৬ পদ। মাযুর।

ভাবে গর গর, নিতাই সুন্দর, হেরি গোরাচাঁদের ছটা।
কত উঠে চিতে, নারে থির হৈতে, প্রতি অঙ্গে নব পুলক ঘটা।
কিবা উনমাদ, ক্ষণে সিংহনাদ, ক্ষণে লোটে ধরাতলে।
ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস, ক্ষণে মহাহাস, খসে বাস, ভাসে আঁখের জলে॥
ক্ষণে জোড় লম্ফ, ক্ষণে দেহে কম্প, থেনে যায় কেহ ধরিতে নারে।
ক্ষণে কিবা কৈয়া, বহে ধীর হৈয়া, সামাইয়া বিশ্বম্ভরের কোরে॥
নিত্যানন্দে কোলে, লৈয়া নেত্রজলে, ভাসে কিবা প্রভু প্রেমের রীতি।
কহে নরহরি, শ্রীবাসাদি চারি, পাশে কাঁদে কেহ না ধরে ধৃতি॥

২৭ পদ। ধানশী।

নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন, নিকুঞ্জভবন, অতি দুরাচার তারি॥ ধ্রু॥
ব্রজগোপীরসে, মত্ত যেই রাসে, ছিলেন রসিক রাম।
নিতাই এবে সে, ভিখারীর বেশে, যাচে সভে হরিনাম॥
বসুধা জাহ্নবী সঙ্গেতে লইয়া, শীতল চরণ রাজে।
হেলায় তারিলা এ গীত গোবিন্দ, এ তিনলোকের মাঝে॥

২৮ পদ। ধানশী।

নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ, বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি, বলে হরি হরি, চলন মন্থর তাতিয়া রে॥
কিবা সে মাধুরী, বচন চাতুরী, গদাধর মুখ হেরিয়া রে।
"মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ, গাওত ও রস ভাবিয়া রে" (১)॥
নাচত নিত্যানন্দ চাঁদরে।
কহে[২] গদ গদ, চলে আধপদ, "পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে"[৩]॥ধ্রু॥
ও চাঁদবদনে, হাস সঘনে, অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে॥
কুসুমহার হিয়ার উপর, "সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে"[৪]॥

---

(১) মাধব গৌরীদাস, মুকুন্দ শ্রীনিবাস, গাওত সময় বুঝিয়া রে। (২) প্রেমে (৩) ধরিয়া গদা-ধর হাত রে। (৪) দোলত সঘন সহচর সঙ্গিয়া রে।—পাঠান্তর।

রাতুল চরণে, রতন নূপুর, রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাসসুত, গতিগোবিন্দ ভোর রে॥

২৯ পদ। শ্রীরাগ।

সংকীর্ত্তনে নিত্যানন্দ নাচে। প্রিয় পারিষদগণ কাছে॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান। শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ॥
পতিতের গলায় ধরিয়া। কাঁদে পহুঁ সকরুণ হৈয়া॥
গদ গদ কহে পতিতেরে। শুনি যাহা পাষাণ বিদরে॥
তাসবার ধারি বহু ধার। ধর ধর প্রেমের পসার॥
তাসবার দুর্গতি নাশিব। ব্যাজের সহিত প্রেম দিব॥
তারে পেয়ে চায় মুখচাঁদে। গলায় ধরিয়া তার কাঁদে॥
সে হেন করুণা সোঙরিয়া। বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

৩০ পদ। বালা সুহই।

অরুণ-বসনে, "বিবিধ ভূষণে,"(৫) শিরেতে পাগ লটপটিয়া।
চৌদিকে ফিরি ফিরি, বাহুযুগ তুলি, নাচত হরি হরি বলিয়া॥
নিতাই রঙ্গিয়া(৬) নাচে।
অরুণ-নয়নে, ও চাঁদবয়ানে, কত না মাধুরী আছে॥ধ্রু॥
চলন সুন্দর, মত্ত করিবর, নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া।
ভাবে অবশ, নাহি দিগপাশ, গৌর বলি হুহুঙ্কারিয়া॥
যতেক ভকত, ধরণী লোটত, হেরিয়া ও চাঁদবয়ানিয়া।
"বাসুদেব ঘোষ, কাতর বঞ্চিত, মাগহুঁ প্রেমরস দানিয়া"(৭)॥

৩১ পদ। সিন্ধুড়া।

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীব চির পুণ্যফলে, বিধি আনি মিলায়ল, রঙ্গ মাঝে পিরীতের সিন্ধু॥ধ্রু॥
দিগ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহুঁ গোরারায়, অবনী পড়য়ে মূরছিয়া।
নিজ সহচর মেলে, নিতাই করিয়া কোলে, কাঁদে পহুঁ চাঁদমুখ চাহিয়া॥
নব গুঞ্জারুণ আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি, সুমেরু উপরে মন্দাকিনী।
মেঘ-গভীরনাদে, পুনঃ ভায়া বলি ডাকে, পদভরে কম্পিত ধরণী॥

---

(৫) বিদিত ভুবনে। (৬) সুন্দর। (৭) বসুরামানন্দে, কাঁদে নিরানন্দে, নিতাই চরণ ধরিয়া।—পাঠান্তর।

নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমচয়, যে প্রেম বিধির অবিদিত।
নিজ গুণে প্রেমদানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে, বাসুদেব ঘোষ সে বঞ্চিত॥

৩২ পদ। সিন্ধুড়া।

নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা, জগত করিল ধন্যা, ভরিল প্রেমের নদীখাল॥ধ্রু॥
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ, বাকী না রহিল কেউ, পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া।
সকল ভকত মেলি, সে প্রেমেতে করে কেলি, কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া॥
ডুবিল নদীয়াপুর, ডুবে প্রেমে শান্তিপুর, দোঁহে মিলি বাইছালি খেলায়।
তা দেখি নিতাই হাসে, সকলেই প্রেমে ভাসে, বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায়॥

৩৩ পদ। শ্রীরাগ।

পূরুবে গোবর্দ্ধন, ধরিল অনুজ যার, জগজনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে, আইল কীর্ত্তন রঙ্গে, আনন্দে নিত্যানন্দ নাম॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ, ভুবনমঙ্গল গুণধাম।
গৌরপিরীতি রসে, কটির বসন খসে, অবতার অতি অনুপাম॥
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত, অবিরত গৌর গোপাল।
হাস প্রকাশ, মিলিত মধুরাধরে, বোলত পরম রসাল॥
রামদাসের পহুঁ, সুন্দর বিগ্রহ, গৌরীদাস আর নাহি জানে।
অখিল লোক যত, ইহ রসে উনমত, জ্ঞানদাস নিতাই গুণগানে॥

৩৪ পদ। সুহই।

দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী।
নাম নিতাই, ভায়া বলি রোয়ত, লীলা বুঝই না পারি॥ধ্রু॥
ভাবে বিঘূর্ণিত, লোচন ঢর ঢর, দিগবিদিগ নাহি জানে।
মত্ত সিংহ যেন, গরজন ঘন ঘন, জগমে বাহ না মানে॥
লীলা রসময়, সুন্দর বিগ্রহ, আনন্দে নটন বিলাস।
কলিমল-দলন, গতি অতি পন্থর, কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ, মলয়জ লেপন অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, বিধি আনি মিলায়ল, কলি মাঝে ঐছন রঙ্গ॥

৩৫ পদ। সুহই।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের, অরুণ দুখানি পায়॥

নিতাইচাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসারতাপের, শিরে পদ ধরি, অমিয়া সাগরে মজে ॥
নিতাই যাহা যাহা রহিয়ে।
ব্রহ্মার দুল্লর্ভ প্রেম সুধানিধি, মানস ভরিয়া পিয়ে ॥
যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরপদ সেই, হিয়ার মাঝারে বাঁধে ॥

৩৬ পদ। ভাটিয়ারি।

কলধৌত-কলেবর তনু। তছু রঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জনু ॥
কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙ্গছটা। অবধৌত বিরাজিত চন্দ্রঘটা ॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গমালা। তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আলা ॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে। মকরাকৃতিকুণ্ডল কর্ণে দোলে ॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতী ধর্ম্ম টলে। জ্ঞানদাস আশ তছু পদতলে ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়। আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে। পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রহিল দেশে
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে। ঝলমল করিতেছে নানা আভরণে ॥
সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাই সুন্দর। গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর ॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়। জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায়

৩৮ পদ। শ্রীগান্ধার।

চলে নিতাই প্রেমভরে, দিগ টলমল করে, পদভরে অবনী দোলায়।
পূর্ব্বে যেন ব্রজধাম, মধুমত্ত বলরাম, নানা দিকে ঘুরিয়া খেলায় ॥
আধ আধ কথা কয়, ক্ষণে কাঁদে উচ্চরায়, মকরকুণ্ডল দোলে কাণে ॥
অঙ্গ হেলি দুলি চলে, গৌর গৌর সদা বলে, দিবা নিশি আর নাহি জানে ॥
জিনি করিবর শুণ্ড, শ্রীভুজে কনকদণ্ড, পাষণ্ডেরে করিতে বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র, প্রভু মোর নিত্যানন্দ, গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥

৩৯ পদ। ধানশী।

ঠমকে ঠমকে চলে, পদভরে ধরা টলে, যেন ভেল ভূমিকম্প প্রায়।
আধ আধ বাণী কহে, মুখের বাহির নহে, নিজ পারিষদে গুণ গায় ॥
দেখ ভাই অবনীমণ্ডলে নিত্যানন্দ।
গোরা মুখ দেখি কত বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

পরিধান নীলধটী, আঁটনি না রহে কটি, অভ্যন্তর বাহ্য নাহি জানে।
হেলিয়া দুলিয়া চলে, মুখে ভায়া ভায়া বলে, দিগ বিদিগ নাহি মানে ॥
যুগে যুগে পহুঁ মোর, স্বজন প্রতিপালক, অবিশ্বাসী পাষণ্ডীর নাশে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥

৪০ পদ। দেশরাগ।

সহজে নিতাইচাঁদের রীত। দেখি উনমত জগতচিত ॥
অবনী কম্পিত নিতাই ভরে। ভায়া ভায়া বলে গভীরস্বরে ॥
গৌর বলিতে সৌরহীন। কাঁদে বা কি ভাবে রজনী দিন ॥
নিতাই-চরণে যে করে আশ। বৃন্দাবন তার দাসের দাস ॥

৪১ পদ। শ্রীরাগ।

আরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি।
জীবেরে করুণা করি, দেশে দেশে ফিরি, প্রেমধন নাচে নিরবধি ॥ধ্রু॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গে, ধরণ না যায় অঙ্গে, গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢলিয়া ঢলিয়া চলে, বাহু তুলি হরি বোলে, দুনয়নে বহে নিতাইর পানি।
ভুবনমোহন বেশ, মজাইল সব দেশ, রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস।
প্রভু মোর নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ কন্দ, গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥

৪২ পদ। মঙ্গল।

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে।
বামে গদাধর দাস, মনে বড় সুখোল্লাস, প্রিয় পারিষদগণ দেখে ॥ধ্রু॥
শত ঘট জল ভরি, পঞ্চ গব্য আদি করি, নিতাইচাঁদের শিরে ঢালে।
চৌদিকে রমণীগণ, জয় করে ঘনে ঘন, আর সভে হরি হরি বোলে ॥
বামপাশে গৌরীদাস, হেরই দক্ষিণপাশ, আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।
বাসু আদি তিন ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই, ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন ॥
ঘন হরি হরি বোল, গগনে উঠিছে রোল, প্রেমায় সকল লোক ভাসে।
সোঙরি পরমানন্দ, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥

৪৩ পদ। পাহিড়া বা গান্ধার।

রূপে গুণে অনুপমা, লক্ষ কোটি মনোরমা, ব্রজবধূ অযুতে অযুতে।
রাসকেলি রস রঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে, সো এবে কি লাগি অবধূত ॥
হরি হরি এ দুখ কহব কার আগে।
সকল নাগর গুরু, রসের কলপতরু, কেনে নিতাই ফিরেন বৈরাগে ॥ধ্রু॥

সঙ্কর্ষণ শেষ যার, অংশকলা অবতার, অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে।
শিব বিহি অগোচর, আগম নিগম পর, কেনে নিতাই সংকীর্ত্তন মাঝে॥
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম, মহাপ্রভু বলরাম, কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌররসে নিমগন, করাইল জগজন, দূরে রহু বলরাম মন্দ॥

৪৪ পদ। মঙ্গল।

গজেন্দ্রগমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়, পদভরে মহী টলমল।
মত্তসিংহ গতি জিনি, কম্পমান মেদিনী, পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল॥
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন, করে হরিসংকীর্ত্তন, পতিতপাবন দীনবন্ধু॥ধ্রু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে, প্রেমে ভাসে অমরসমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে, অলখিতে করে সব কাজে॥
শেষশায়ী সংস্কর্ষণ, অবতরি নারায়ণ, যার অংশকলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা সেই রাম রোহিণীনন্দন॥
যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগম নিগমে গান, যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে, উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধ সার, যত যত লীলা আর, পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়, ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥

৪৫ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে। ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
অবান্ধবে সকরুণ নিতাই সুজন। ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বিতরণ॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। আনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখখানে

৪৬ পদ　শ্রীরাগ।

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি। নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
অসার সংসারসুখে দিয়া মেনে ছাই। নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব। নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে। হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু। কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু

৪৭ পদ সিন্ধুড়া।

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী।
পুলকে পূরল তনু, কদম্ব কেশর জনু, বাহু তুলি বোলে হরি হরি ॥ধ্রু॥
শ্রীমুখমণ্ডল ধাম, জিনি কত কোটি কাম, সে না বিহি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্য-সিন্ধু, তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু, সুধা দিয়া মুখানি গড়িল ॥
নব কঞ্জদল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী, ডুবি রহু প্রেম-মকরন্দে।
সেরূপ দেখিল যেহ, সে জানিল রসমেহ, অবনী ভাসল প্রেমানন্দে ॥
পূরুবে যে ব্রজপুরে, বিহরে নন্দের ঘরে, রোহিণীনন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতীসুত, নিত্যানন্দ অবধূত, ভুবনপাবন হৈল নাম ॥
সে পহুঁ পতিত হেরি, করুণাময় অবতরি, জীবেরে বোলায় গৌরহরি।
পড়িয়া সে ভববন্ধে, কাঁদয়ে লোচন অন্ধে, না দেখিয়া সেরূপ মাধুরী ॥

৪৮ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাইচাঁদের গুণ কি কহব আর।
এমন দয়ার নিধি, কভু নাহি হোয়ল, কভু নাহি হোয়ব আর ॥ধ্রু॥
মূঢ় পাষণ্ডী ছিল, জগাই মাধাই দুহুঁ, কাঁধা ফেলি মারিল কপালে।
রুধিরে বহিল নদী, দুবাহু পসারি তনু, পহুঁ দোহে কয়লহি কোলে ॥
গোলোকে দুলহ ধন, আচণ্ডালে বিতরণ, জাতি কুল না করত বিচার।
মুখে হরি হরি বলি, নাচিয়া নাচিয়া চলে, দুনয়নে বহে জলধার ॥
আপহি মাতল, জগত মাতাওল, খেনে কাঁদে খেনে মৃদু হাস।
আপন প্রেমে ভোরা, নিতাই মাতোয়ারা, কি বুঝব পামর দীন হরিদাস ॥

৪৯ পদ। দশরাগ।

দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ। ভুবনমোহন প্রেম আনন্দ ॥
প্রেমদাতা মোর নিতাইচাঁদ। জনে জনে দেই প্রেমের ফাঁদ ॥
নিতাই বরণ কনক চাঁপা। বিধি দিল রূপ অঞ্জলি মাপা ॥
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়। ধরি কোলে নিতে সবারে চায় ॥
নিতাই বলে বল গৌরহরি। প্রেমে নাচে বাহু ঊর্দ্ধ করি ॥
নাচয়ে নিতাই গৌররসে। বঞ্চিত এ রাধাবল্লভ দাসে ॥

৫০ পদ। তুড়ী।

আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ, অরুণ নয়ান বয়ান ছন্দ,
কঙ্কু নূপুর সঘন ঝুর হরি হরি বলি বোল রে।
নটন রঙ্গ ভকত সঙ্গ, বিবিধ ভাষ রসতরঙ্গ,
ঈষৎ হাস মধুর ভাষ সঘনে গীম দোল রে॥
পতিত কোর, জগত গৌর, এ দিন রজনী আনন্দে ভোর,
প্রেমরতন, করিয়া যতন, জগজনে করু দান রে।
কীর্ত্তন মাঝ রসিকরাজ, যৈছন কনয়া গিরি বিরাজ,
ব্রজবিহার, রস বিথার, মধুর মধুর গান রে॥
ধূলি ধূসর, ধরণী উপর, কবহু অট্টহাস রে।
কবহু লোটত, প্রেমে গরগর, কবহু চলিত, কবহু খেলত,
কবহুঁ স্বেদ, কবহুঁ খেদ, কবহুঁ পুলক স্বর অভেদ,
কবহুঁ লম্ফ, কবহুঁ ঝম্প, দীর্ঘশ্বাস রে॥
করুণাসিন্ধু, অখিল বন্ধু, কলিযুগতম পুলক-ইন্দু,
জগতলোচন, পট মোচন, নিতাই পূরল আশ রে।
অন্ধ অধম দীন দুর্জ্জন, প্রেমদানে করল মোচন,
পাওল জগত, কেবল বঞ্চিত, এ রাধাবল্লভ দাস রে॥

৫১ পদ। পঠমঞ্জরী।

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়। কলিজীবে এত দয়া কারু নাহি হয়॥
খেনে কাল, খেনে গোরা খেনে অঙ্গ পীত। খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত॥
খেনে গোঁ গোঁ করে গোরা বলিতে না পারে। গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেই সাঁতারে।
আপনি ভাসিয়া জলে ভাসাওল ক্ষিতি। এ ভব অচলে যদু রহল অবধি॥

৫২ পদ। মঙ্গল।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ, সহজে আনন্দ কন্দ, ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলি যায়।
ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত, জানেন সকল তত্ত্ব, হরি বলি অবনী লোটায়॥
নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
গদাধর মুখ হেরে, লোলিয়া লোলিয়া পড়ে, ধারা বহে সিঞ্চিত ধরণী॥ ধ্রু॥
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ, হেরি নিতাইর মুখচন্দ, হুঙ্কার পুলক শোভা গায়।
হরি হরি বোল বলে, পুন গৌর গৌর বলে, প্রিয় পারিষদগণ ধায়॥

গোলোকের প্রেমবন্যা, জগত করিল ধন্যা, অতুল অপার রসসিন্ধু ॥
মাতিল জগত ভরি, নিতাই চৈতন্য করি, রায় অনন্ত মাগে এক বিন্দু ॥

৩ পদ। সুহই।

বড়ই দয়াল আমার নিত্যানন্দ রায় রে, কাঙ্গালের ঠাকুর।
ঘরে ঘরে প্রেমধন, যাচিয়া বিলায় রে, তরাইল আন্ধল আতুর ॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে প্রেমার আবেশে রে, যেন মদ মত্ত মাতোয়ারা।
খেনে খেনে কাঁদে আর, খেনে খেনে হাসে রে, ভাইয়ার ভাবেতে জ্ঞানহারা ॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু, নিতাই দয়াল রে, অগতির গতি প্রেমদাতা।
অনন্ত দাসের হিয়া, দিবানিশি মাগে রে, নিতাইর পাদপদ্ম রাতা ॥

৫৪ পদ। ধানশী।

প্রেমে মত্ত মহাবলী, চলে দিগ দিগ দলি ধরণী ধরিতে নারে ভার।
অঙ্গভঙ্গী সুন্দর, গতি অতি মন্থর, কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার ॥
প্রেমে পুলকিত তনু, কনক কদম্ব জনু, প্রেমধারা বহে দুটী আঁখে।
নাচে গায় গোরাগুণে, পূরুব পৈড়াছে মনে, ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে ॥
হুহুঙ্কার মালসাটে, কেশরীর রব ছুটে, শুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডীর জনা।
লগুড় নাহিক সাতে, অরুণ কঞ্জক হাতে, হলধর মহাবীর বালা ॥
কেবল পতিতবন্ধু, রত্নের রতন সিন্ধু, অন্ধের লোচন পরকাশ।
পতিতের অবশেষে, রহিলেক গুপ্তদাসে, পুনঃ পহু না কৈল তল্লাস ॥

৫৫ পদ। বেলোয়ার।

ঢর ঢর শোণ কনকতরু সুন্দর, নট পট পাগ শিরোপরি বনিয়া।
জিনি গজরাজ চলত মৃদু মন্থর, মঞ্জীর চরণে বাজত রণঝনিয়া ॥
আয়ত অবধূত নিত্যানন্দ রায়।
গৌর গৌর বলে, ঘন মালসাট মারে, ভাবে অথির তনু থির নাহি পায় ॥ ধ্রু ॥
অবিরল নীপফুল পুলককুলসঙ্কুল, ঢরকত নয়ানে লোর অনিবার।
ভাইয়া অভিরাম বামে অবলম্বই, প্রেমরতন করু জগতে বিথার ॥
দুরগতি অগতি পতিত হেরি জনে জনে, যাচি দেয়ত হরিনামক হার।
ঐছন সদয়হৃদয় নাহি হেরয়ে, বঞ্চিত দুরমতি মোহন ছার ॥

৫৬ পদ। শ্রীরাগ।

মরি যাই এমন নিতাই কেন না ভজিল।
হরি হরি ধিক্ আরে, কি বুদ্ধি লাগিল মোরে, হাতে নিধি পাইয়া হারাইল॥ ধ্রু॥
এমন দয়ার সিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু, ত্রিভুবনে আর দেখি নাই।
অবধূতবেশে ফিরি, জীবে দিল নাম হরি, হাসে নাচে কাঁদে আরে ভাই॥
নিতাইর প্রতাপ হেরি, যম কাঁপে থরহরি, পাছে তার অধিকার যায়।
পাপী তাপী যত ছিল, নিতাই সব নিস্তারিল, এড়াইল শমনের দায়॥
হরে কৃষ্ণ হরিনাম, বলে নিতাই অবিশ্রাম, ভয়ে শমন দূরে পলাইল।
মোহন মদেতে অন্ধ, বিষয়ে রহিল বন্ধ, নিতাই ভজিতে না পাইল॥

৫৭ পদ। পঠমঞ্জরী।

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে। অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে॥
জয় প্রেম-ভক্তিদাতা পতাকা তোমার। উত্তম অধম কিছু না কর বিচার॥
প্রেমদানে জগজ্জনের মন কৈলা সুখী। তুমি দয়ার ঠাকুর আমি কেন দুঃখী॥
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি। এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি॥

৫৮ পদ। বরাড়ী।

আরে মোর পহুঁ নিতাইচাঁদ। ঘরে ঘরে পাতে প্রেমের ফাঁদ॥
তাপিত অখিল সকল জনে। সিঞ্চিত সকল নয়ান কোণে॥
অপার করুণা গৌড়দেশে। নাচিয়া বুলেন ভাবের আবেশে॥
গদ গদ কহে ভাইয়ার কথা। প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা॥
আর কত গৌরসুন্দর তনু। পুলকে কদম্ব কেশ জনু॥
বিবিধ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ। ভকত মিলিয়া করত রঙ্গ॥
ঢলিতে ঢলিতে কত না ভাতি। কমল চরণে খঞ্জন গতি॥
করুণা শুনিয়া বাঢ়ল আশ। প্রেম লাগে পদে এ কানু দাস॥

৫৯ পদ। কল্যাণ।

আয়ত নিত্যানন্দ অদভুত চাঁদ।
সহজ গমন, নটন গতি সুন্দর, ত্রিভুবন জন মোহন ছাঁদ॥ ধ্রু॥
বয়ন নয়ন, সুবিমল সুন্দর, অম্বুজ মধুলিহ ভুরুযুগ ভাতি।
অরুণাধরদ্যুতি, অরুণিহ শোভে অতি, দশন মোতিকল পাঁতি॥

ভবতাপিত জন, সিঞ্চহ সকরুণ, বচন পীযূষ-রস ধারে।
হরেকৃষ্ণ নাম কিরণে নাশই সব, দুর্ব্বাসনা আঁধিয়ারে ॥
চৌদিকে সঙ্গী রঙ্গী উড়ু মণ্ডল, নিশি দিশি চাঁদ পরকাশে।
শ্রীজাহ্নবাবল্লভ, শ্রীপাদপল্লব, আশে শ্রীকানু দাস ভাষে ॥

৬০ পদ। ধানশী।

প্রেমে মাতোয়ারা নিতাই নাগর। অতুলিত প্রেম দয়ার সাগর ॥
প্রেমভরে অন্তর গর গর। না জানেন পহুঁ কে আপন পর ॥
হেন দয়া কোথা এ ধরণী পর। দেয় প্রেম বেদবিধি অগোচর ॥
পাতকী উদ্ধার কার্য্য নিরন্তর। পতিতের দুখে নেত্র ঝর ঝর ॥
যাচি প্রেম দেয় সবে অকাতর। অফুরন্ত যেন ভাণ্ডার সুন্দর ॥
কানু দাস কহে জুড়ি দুই কর। পদে দিহ স্থান এ দীন কিঙ্কর ॥

৬১ পদ। শ্রীরাগ।

নিতাই করুণাময় অবতার।
দেখি দীনহীন, করয়ে প্রেমদান, আগম নিগম সার ॥ ধ্রু ॥
সহজে ঢর ঢর, সজল নিরমল, কমল জিনিয়া দিঠি শোভা।
বদনমণ্ডল, কোটি শশধর, জিনিয়া জগমনলোভা ॥
বচন অমিয়া শ্রবণে দূরে গেল, পাতকীর মন-আঁধিয়ার।
অঙ্গ চিক্কণ, মদনমোহন, কণ্ঠে শোভে মণিহার ॥
নবীন করিকর, জিনিয়া ভুজবর, তাহে শোভে হেমময় দণ্ড।
হেরিয়া সব লোক, পাশরে দুঃখ শোক, খণ্ডয়ে হৃদয়ে পাষণ্ড ॥
নিতাইর করুণায়, অবনী ভাসল, পূরল জগমন আশ।
ও প্রেমলেশ, পরশ না পাইয়া, কাঁদয়ে হরিরাম দাস ॥

৬২ পদ। সুহই।

জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপরাধ পাপ মোর, তাহার নাহিক ওর, উদ্ধারহ নিজ করুণায় ॥ ধ্রু ॥
আমার অসত মতি, তোমার নামে নাহি রতি, কহিতে না বাসি মুখে লাজ।
জনমে জনমে কত, করিয়াছি আত্মঘাত অতএ সে মোর এই কাজ ॥
তুমিও করুণাসিন্ধু, পাতকী জনার বন্ধু, এবার করহ যদি ত্যাগ।
পতিতপাবন নাম, নির্ম্মল সে অনুপাম, তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ ॥

পূরুবে যবন-আদি, কত কত অপরাধী, তরাইছ শুনিয়াছি কাণে।
কৃষ্ণদাস অনুমানি, ঠেলিতে নারিবে তুমি, যদি ঘৃণা না করহ মনে॥

৬৩ পদ। শ্রীরাগ।

অদোষ দরশি মোর প্রভু নিত্যানন্দ। না ভজিনু হেন প্রভুর চরণারবিন্দ॥
হায় রে না জানি মুই কেমন অসুর। পাঞা না ভজিনু হেন দয়ার ঠাকুর॥
হায় রে অভাগার প্রাণ কি সুখে আছহ। নিতাই বলিয়া কেন মরিয়া না যাহ॥
নিতাইর করুণা শুনি পাষাণ মিলায়। হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায়॥
নিতাই চৈতন্য অপরাধ নাহি মানে। যারে তারে নিজ প্রেমভক্তি করে দানে॥
তার নাম লইতে না গলে মোর হিয়া। কৃষ্ণদাস কহে মুই বড় অভাগিয়া॥

৬৪ পদ ধানশী।

গোরাপ্রেমে গর গর নিতাই আমার। অরুণ-নয়নে বহে সুরধুনীধার॥
বিপুল-পুলকাবলী শোহে পহুঁ গায়। গজেন্দ্রগমনে হেলি দুলি চলি যায়॥
পতিতেরে নিরখিয়া দু-বাহু পসারি। কোলে করি সঘনে বোলয় হরি হরি॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর। নরহরি অধম তারিতে অবতার॥

৬৫ পদ। কামোদ।

প্রভু নিত্যানন্দ রাম, রূপে গুণে অনুপাম, পদ্মাবতীগর্ভে জনমিলা।
নিজ গণ লৈয়া সঙ্গে, দ্বাদশ বৎসর রঙ্গে, শ্রীএকচক্রায় বিলাসিলা॥
গোরা অবতীর্ণ হৈলে, সন্ন্যাসীর সঙ্গছলে, বাহির হইলা ঘর হৈতে।
তীর্থ পর্য্যটন করে, বিংশতি বর্ষের পরে, আনন্দে আইলা নদীয়াতে॥
পাঞা প্রাণ গোরাচাঁদে, পড়ি সে প্রেমের ফাঁদে, দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে দূরে।
সদা মতি সংকীর্ত্তনে, ক্ষেত্রে চলে প্রভু সনে, প্রভু দণ্ড তিনখণ্ড করে॥
প্রভুর আদেশ মতে, গৌড়ে আসি ক্ষেত্র হৈতে, প্রভুমনোহিত কর্ম্ম কৈলা।
দাস নরহরি গতি, বসু জাহ্নবার পতি, যারে তারে প্রেম বিলাইলা॥

৬৬ পদ। কামোদ।

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন। বারুণী রেবতী দুই প্রিয়া প্রাণধন॥
ধন্য কলিযুগে সেই নিতাই সুন্দর। চৈতন্য-অগ্রজ পদ্মাবতীর কোঙর॥
বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ-পতি প্রেমময়। নিজগুণে প্রভু জীবে হইলা সদয়॥
গোরা প্রেমে মত্ত দিবানিশি নাহি জানে। পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃতদানে॥

গোরা-অনুরাগে সে অরুণ তনুখানি। ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মুনি-মনোলোভা। আজানুলম্বিত ভুজ নিরুপম শোভা॥
পরিসর বুক দেখি কেবা নাহি ভুলে। সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেয় কুলে।
ও চাঁদবদনে সদা বোলে গোরা গোরা। বুক মুখ বাহিয়া নয়নে বহে লোরা॥
প্রিয় পরিকরগণ সহ সে আবেশে। সংকীর্ত্তন সুখের সায়রে সভে ভাসে॥
ভুবনমোহন ছাঁদে নাচে গুণনিধি। দেবের দুর্লভ সব শোভায় অবধি।
চাহিতে নিতাইচাঁদে কেবা থির পায়। পাষাণ সমান হিয়া সেহ গলি যায়॥
পাতকী পতিতে করুণার নাহি পার। হেন পহুঁ না ভজিল নরহরি ছার॥

৬৭ পদ। গান্ধার।

আহা মরি কি নিতাইর শোভা।
কত না ভঙ্গীতে নাচে ভুজ তুলি, অখিল ভুবনলোভা॥
ঘন ঘন গোরা বলে।
হেম-ধরাধর, তনু অনুখন, ভাসয়ে আনন্দ-জলে॥
করুণায় উমড়য়ে হিয়া।
দীনহীন জনে, করে মহাধ্বনি, প্রেমচিন্তামণি দিয়া॥
কিবা ভাবে মন্দ মন্দ হাসে।
নরহরি কহে কুলবতী সতী, ধৈরজ ধরম নাশে॥

৬৮ পদ। ধানশী।

কিবা নাচই নিতাইচাঁদ।
ঝলমল তনু, অনুপম-শোভা, অখিল লোচনফাঁদ॥ধ্রু॥
কি নব ভঙ্গীতে, চাহে চারি ভিতে, না জানি কি রঙ্গে ভোরা।
আজানুলম্বিত, ভুজযুগ তুলি, সঘনে ঘোলয়ে গোরা॥
কীর্ত্তনবিলাস, রসে ভাসে সদা, প্রিয় পারিষদ লৈয়া।
দীন হীন জন, ধায় চারিপাশে, করুণাবাতাস পাইয়া॥
মাতিল সকলে, ভাসে প্রেমজলে, কলির দরপ দূরে।
নরহরি পহুঁ গুণ গণি গণি, কেবা না জগতে ঝুরে॥

৬৯ পদ। আশাবরী।

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া, কেহ না ধৈরজ বাধে॥ধ্রু॥

সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল, দামোদর হরষিত হৈয়া॥
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশাঞা, সুরগণে শোভা, নিরখে নয়ান ভরি॥
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে।
পাইয়া শুক্লবাস নরহরি, চন্দন দেই সে অঙ্গে।

৭০ পদ। বেলাবলী বা মঙ্গল।

আজু শুভক্ষণে, নিতাইচাঁদের, অধিবাসে কিবা শোভার ঘটা।
নিরুপম-বেশে, বিলাসয়ে ভালে, ঝলমল করে অঙ্গের ছটা॥
কত শত মনমথ-মদহরে হাসি নিশামুখ চন্দ্রমা চারু।
কঞ্জদলদলি ললিত-লোচন, চাহনি না রাখে ধৈরজ কারু॥
চারিপাশে বিপ্র, বেদ উচ্চারয়ে, চারু-ভঙ্গী হেরি হরষ হিয়া।
নারীগণ-মন উথলে উলসে, ঘন ঘন উলু লুলু দিয়া॥
নানা বাদ্যধ্বনি, ভেদয়ে গগন, নাচে নর্ত্তক কি মধুর গতি।
জয় জয় রবে ভরয়ে ভুবন, ভণে ঘনশ্যাম কৌতুক অতি॥

৭১ পদ। ভূপালী।

বসুধা জাহ্নবা দেবী শোভাবধি, অধিবাস-ভূষা-ভূষিত তনু।
ঝলমল করে চারু রুচি ছটা, তড়িত কুঙ্কুম কেতকী জনু॥
চারিপাশে বিপ্রগণ ধন্য মানে, চাহি কন্যাপানে হরষহিয়া।
বেদধ্বনি করি করে আশীর্ব্বাদ, ধান্য দূর্ব্বা দুঁহু মস্তকে দিয়া॥
পণ্ডিতঘরণী ধরণীতে পদ, না ধরয় হিয়া ধৈরজ বাঁধে।
বিবিধ মঙ্গল করু সখীকুল, উলু লুলু দেই কত না সাধে॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য বাজে বহু, কোলাহল নাহি তুলনা দিতে।
ভণে নরহরি সুরনারী অলখিত দেখে কত কৌতুক চিতে॥

৭২ পদ। দেশপাল।

কোটি মনমথ-গরবভর-হর পরম সুন্দর নিতাই হলধর,
করত গমন চড়ি নব চৌদোলে ছবি ছল ছলকয়ে।
বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত,
ললিত লোচন-কঞ্জ মুখ মৃদুহাস মঞ্জুল ঝলকয়ে॥

রূপ পীবইতে মত্ত অতিশয়, করত ভূসুরবৃন্দ জয় জয়,
বন্দীগণ-মন-মোদিত ঘন ঘন বিমল যশ পরকাশয়ে।
তেজি নিজ নিজ গেহ ধায়ত, নারীপুরুখ নমেহ পায়ত,
নিরখি রহুঁ চহু ওর নিমিখন-দরশরসসুখে ভাসয়ে॥
গান করু গুণী তালশ্রুতি স্বর, রাগ মূরছন গ্রাম-সুমধুর,
নটত নর্ত্তক উঘটিত কতক থৈতা থৈ থৈ নিনি নি না।
বাদ্য বাদক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট না হোত পটতর,
থোঙ্ক, না না না না খুঙ্গ খুঙ্কট ধোধিলঙ্গ ধিকি ধিকি নিনা॥
দীপদমকে অসংখ্য ক্ষিতিপর, দিবস সব ভেল রজনী উজোর,
বিপুল কলকলধ্বনি-নিরত সব লোক গতি-পথ শোহয়ে।
গগনগত লখি দেব অলখিত, সরস বরষত কুসুম পুলকিত,
দাস নরহরি পহুক অতুল বিলাস জনমনমোহয়ে॥

৭৩ পদ। ধানশী।

ভুবনপাবন নিতাই মোর। না জানি কি ভাবে সদাই ভোর॥
গোরা গোরা বলি দুবাহু তুলি। মত্তগজ যেন চলয়ে ঢুলি॥
কণ্ঠে ঝলমল মালতীমালা। পরিসর বুকে করয়ে খেলা॥
সুললিত-মুখে মধুর হাসি। চাঁদে ঢালে যেন অমিঞারাশি॥
টলমল জল অরুণ আঁখি। সে চাহনি চারু করুণা মাখি॥
বারেক সে আঁখে দেখয়ে যারে। প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে॥
দীনহীন দুঃখী কিছু না বাছে। হেন প্রেমদাতা কে আর আছে॥
নরহরি হেন প্রভু না ভজি। বিষয়বিশেষে রহিল মজি॥

৭৪ পদ। ধানশী।

নিতাই গুণনিধি, শোভার অবধি, কি সুধায় বিধি গড়িল সাধে।
প্রভাতের ভানু, জিনি তনুছটা, হেরিয়া কেমন ধৈরজ বাঁধে॥
আজানুলম্বিত, ভুজ ভুজঙ্গম, ভঙ্গী নিরুপম রঙ্গেতে ভাসি।
বদন শরদবিধু-ঘটা ঘন, বরিষয়ে সুধা ঈষৎ হাসি॥
গোরা গোরা বলি, গর গর হিয়া, হেলি দুলি চলে কুঞ্জর পারা।
টলমল জলজারুণ-লোচনে, ঝর ঝর ঝরে আনন্দধারা॥

সুর-নরগণ ধায় চারিপাশে, সে দুলহ পদ পরশ-আশে।
দাস নরহরি, পহুঁ পরতাপে, বলী কলিকাল কাঁপয়ে ত্রাসে॥

৭৫ পদ। কামোদ।

নিতাই করুণানিধি। আনি মিলাইল বিধি॥
দীনহীন দুখী জনে। ধনী কৈল প্রেমধনে॥
প্রিয় পরিকর সঙ্গে। নাচিয়া বুলয় রঙ্গে॥
না জানি কি প্রেমে মাতি। না জানে দিবস রাতি॥
গোরা গোরা বলি কাঁদে। তিলে না ধৈরজ বাঁধে॥
ধূলি ধূসরিত দেহা। তা হেরি কে ধরে থেহা॥
গুণে কেবা নাহি ঝুরে। একা নরহরি দূরে॥

৭৬ পদ। ধানশী।

গোরাপ্রেমে মাতিয়া নিতাই। জগত মাতায় সকরুণ দিঠে চাই॥
নাচয়ে আজানু বাহু তুলি। পতিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলি ঢুলি॥
কত সুখে হিয়া না উথলে। মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে॥
প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা। মদন মুরছি পড়ে দেখি রূপছটা॥
সুচাঁদবদনে মৃদু হাসি। কহিতে মধুর কথা ঢালে সুধারাশি॥
কি নব ভঙ্গিমা রাঙ্গা পায়। নরহরি-পরাণ মজিল মেনে তায়।

৭৭ পদ। গুজরি।

ভুবনে জয় জয়, নিতাই দয়াময়, হরয়ে ভবভয়, নিজগুণে।
অধম দুরগত, তাহারে উনমত, করই অবিরত, প্রেমদানে॥
গৌরহরি বলি, নাচয়ে বাহু তুলি, পড়য়ে ঢুলি ঢুলি, ক্ষিতিতলে।
কোমল কলেবর, কি হেম-ধরাধর, সে ধূলি ধূসর শোহে ভালে॥
জিনি কমলদল, নয়ন টলমল, সঘনে ছল ছল, জলধারা।
বদনে মৃদু হাসি, ঢালয়ে সুধারাশি, কলুষ-তমনাশী শশী পারা॥
কি ভাবে গর গর, কাঁপয়ে থর থর, রঙ্গ কি কব নরহরি দাসে।
অখিল চরাচর, নিরখি পহুঁ বর, ভুলল দুঃখভর, সুখে ভাসে॥

৭৮ পদ। বেলাবলী।

নিত্যানন্দ হরষ হিয়া মাহ।
অনুজ নিহারি বিথারি সকল উহ শোভা-সায়রে করু অবগাহ। ধ্রু

মনহি বিচার করত হাম পুরুবহি পেখনু অপরূপ শ্যামর দেহ।
তদধিক চিত হরিলেত গৌরতনু কি বুঝব অতএ গূঢ় রস এহ॥
এ অতি দুলহ অবহুঁ কোই ভাতিক করি প্রসন্ন বরণে অব মাগি।
কবহু ন ইহ বিচ্ছেদ সতত মম লোচনযুগে জনু রহে ইহ লাগি॥
ঐছে আশ কত উপজত অন্তরে প্রেমক-গতি অতুল অপার।
চাহত বিহিক নয়নময় তনু পুন আতুর নরহরি পহুঁ অনিবার॥

৭৯ পদ। বেলোয়ার।

ভাইক ভাবে মত্তগতি বিরহিত পদ্মাবতীসুত অতিশয় ধীর।
ঘন ঘন কম্পত জনু মর্ম্মাবলী লসত পুলকাকুল ললিত শরীর॥
ছুটি পড়ত উর হার চারু কচভূষণ বসন নসম্বরু তায়।
গৌরবরণ বর তাকর অলখিত বুঝি তুরিতহি সব লৈত চুরায়॥
উপজত কত আনন্দ চিত্ত মধি ঝর ঝর ঝরত সুলোচন-লোর।
ও মুখচন্দসুধাতি পান করি বমন করত বুঝি লুব্ধ চকোর॥
অঙ্গুরি-পর ভর করি রহু ঠাটহি উদ্ধ করত কর-যুগ অনুপাম।
কনক-ধরাধর ধরণী ত্যজি বুঝি গগন গমন করু ভণ ঘনশ্যাম॥

৮০ পদ। বেলোয়ার।

অপরূপ পহুঁক প্রেম বলিহারি।
গর গর অন্তর তরল অঙ্গ-গতি অথির চরণ ধৃতি ধরণ না পারি॥ ধ্রু।
দূরহি দূর অবলকি তুরিত গতি আওল নিয়ড়ে সুঘড় অভিরাম।
অধিক অবশ বশ নাহি বসন পবিতাকর কন্ধে ধরল কর বাম॥
গৌরক মুখচন্দ নিরখি ঘন হাসত মৃদু মৃদু অধর উজোর।
অনুপম ভঙ্গী ভূরী শোভা শুভ শারদবরণ শকত নাহি থোর॥
ইহ নিতাই বিনু গৌর-বিমলপাদপদ্ম পাওব বলি যো করু আশ।
সো ত্রিজগত মাধ মুরুখ এক সব বিফল নিচয় ভণ নরহরি দাস॥

৮১ পদ। বেলোয়ার।

বিলসে নিতাইচাঁদ রসভূপ।
অরুণ মিলিত কল-কাচন কুঙ্কুমপুঞ্জ-গঞ্জি জগবঞ্চন রূপ॥ ধ্রু॥
ঝলমল অঙ্গ-বলনি অতি অদভুত কোমল শিরীষ-কুসুম বহুদূর।
কুলবতী যুবতী ধরমভয়-ভঞ্জন তনু-সৌরভ দশ দিশ ভরি পূর॥

মধুরিম অধরে, মধুর মৃদুহাসি, বরিষে সুধা বিধুবদন উজোর।
মোতিমদাম দমন দ্যুতি দশনক বসন সুরুচির চিবুক চিতচোর॥
বিমল বিশাল কমলদললোচন ডগমগ রঙ্গে ভঙ্গী কত ভাঁতি।
বঙ্কুর ভুরুবর বক্র অতনু ধনু নিন্দই ভুজগ ভৃঙ্গকুল পাঁতি॥
তিলকিত ভাল চপল শ্রুতিকুণ্ডল নাসা গরুড় চঞ্চু রুচিকারী।
সুগঠন গণ্ড গীম গরবিত গুরু ভুজযুগ দ্বিরদ শুণ্ড মদহারী॥
ত্রিভুবনবিজয় বক্ষ বর পরিসর কঠিন কপাট কি পটতর হোয়।
নাভি সরসি শৈবাল লোম লস ত্রিবলি ত্রিবেণী কোধরু ধৃতি জোয়॥
ধৈরজ ধরি কো সিরজিল সুন্দর কেশরী গরব খরব কটি ক্ষীণ।
জন-মননয়ন লোভায়ত অপরূপ পহিরণ নীলবসন অতি চীন॥
পীন জঙ্ঘযুগ মৃদুল সুশোভিত গুরু উরু পর্ব্ব সুখদ পরকাশ।
রাতুল চরণ চারু নখকিরণ এ নরহরি হৃদয়ক তম করু নাশ॥

—•—

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

—০—

অদ্বৈতাচার্য্য।

১পদ। ধানশী।

জয় জয় অদভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত, সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে, উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনীতীরে, আইলা নাগররাজ।
তাহার পিরীতে, আইলা তুরিতে, উদয় নদীয়া মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত, নন্দের নন্দন হরি॥
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈতচরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি॥

২ পদ। তুড়ী।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়। যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর। যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়। প্রেমরসে সেজন চৈতন্যগুণ গায়॥

তাহার পদেতে যেবা লইল শরণ। সেজন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ। লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ ॥

৩ পদ। আশাবরী।

জয় অদ্বৈত দয়িত, করুণাময়, রসময় গৌরাঙ্গরায়।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, কন্দ যছু মানস, মাহুষ সো করুণায় ॥
অজভব দেব, দেবগণ-বন্দিত, যছু সহ এক পরাণ।
সুরমুনিগণ, নারদ শুক সুরসুত, যাক মরম নাহি জান ॥
দেখ দেখ, দীন দয়াময় রূপ।
দরশনে দুরিত দূর করু দুরজনে, দেয়ত প্রেম অনুপ ॥ধ্রু॥
অখিল জীবন জন, নিমগন অনুখন, বিষয় বিষানল মাহ।
যাক কৃপায়ে সোই অব জনে জনে, প্রেম করুণা অবগাহ ॥
ঐছন পরম, দয়াময় পহুঁ মোর, সীতাপতি আচার্য্য।
কহ শ্যামদাস, আশ পদপঙ্কজ, অনুখন হউ শিরোধার্য্য ॥

৪ পদ। ভূপালী ছুটা।

অদ্বৈত আচার্য্যগুণ কে কহিতে পারে। যে আনিল গৌরচন্দ্র জগত মাঝারে ॥
হুঙ্কার করি তুলসী দেয় বারে বারে। নবদ্বীপে গৌর আনি তারিল সংসারে ॥
নিত্যানন্দ আসি মিলে প্রভুর আগারে। তিনজন এক ভাবে নাচয়ে অপারে ॥
হরিবোল হরিবোল ভাবেতে উচ্চারে। আবেশে পড়িলে ভূমে একে ধারে আরে ॥
আনন্দ উৎসব করে ভক্তে ঘরে ঘরে। সঙ্কর্ষণ পহুঁ পাছে ফিরে দ্বারে দ্বারে ॥

৫ পদ। বেলোয়ার।

রজনী প্রভাত প্রভাকর সম অদ্বৈত মহাশয় পরম উলাস।
করত কক্ষযুগ বাদ্য নিরন্তর গৌর মুখচন্দ্র প্রকাশ ॥
তুন্দিল দেহ দিশা জয়কৃত অতি শোভিত তহি নব পুলক বিরাজ।
ইতি উতি করত গতাগতি অদভুত অধিক মত্ত জিতি কুঞ্জররাজ ॥
লহু বহু হসত লসত দশনাবলী শ্বেত কিরণ নিকসত অনিবার।
অপরূপ কুন্দকুসুম চহু দিশ বুঝি বরখত সুঘর লোভ রিঝআর ॥
টলমল নয়নযুগল জল ছল ছল চরত চারু বারণ নাহি মানি।
মুকুতাদাম সদৃশ করু ঝলমল নরহরি পহুঁক পরাভব জানি ॥

৬ পদ। যথারাগ।

সীতাপতি অতিশয় সুখে ভোর।
মনহি বিচা করত মৃদু হসি হসি ঐছে মদন-মদ ন রহল থোর ॥ধ্রু॥
অতি অপরূপ ইহ গৌরবরণ বর মাদক অমৃত অলপ করি পান।
মাতল ত্রিজগত সকল বিসারল সার করল শচীতনয় পরাণ ॥
জনমন-প্রবল তাপ তমহারণ করুণালয় সুপারিষদ চন্দ।
দুঃখ শবদ মহি হোত শ্রবণগত ভবন ভুবন মধি অধিক আনন্দ ॥
মিটল হরষ বিপরীত ভেল অব পরিকর সহ কুণ্ঠিত কলিপাপ।
হরি হরি কো অধিকার হীন করু নরহরি ভণ পহুঁ তব পরতাপ ॥

৭ পদ। যথারাগ।

অচ্যুত-জনক জনাশ্রয় জগমধি বিদিত উদার দীন-দুঃখহারী।
করতহি কত কত মনহি মনোরথ অধীর হোত পুন রহত সম্ভারী ॥
প্রবল লোভ বক্ষ সম নিঃশঙ্কহি রজনী করেণ সহিত দ্বিজরাজ।
লোচন পন্থে লেই বহু যতনহি বৈঠায়ল হিয়-আসন মাঝ ॥
ভাব কদমব কুসুম দেই পূজত তনু মন নিরমঞ্ছন করু তায়।
জয় জয় শবদ উচরি অলগিত মৃদু নাচত জন মন লেত চোরায় ॥
খণে খণে জিতলু জিতলু বলি প্রফুলিত আপহি আপ দরশরস ভোর।
অনুপম ভঙ্গী নিরখি নরহরি হরিদাস আদি সুখ কো করু ওর ॥

৮ পদ। যথারাগ।

পেখনু পহু অদ্বৈত মূরতিবর কো সিরজল কছু বুঝন ন গেল।
চম্পক শোণ কুসুমচয় কি এ প্রতি অঙ্গে অনঙ্গশরণ বুঝি নেল ॥
বিকশিত কুঞ্জ বিপিন মদভঞ্জন মঞ্জু বদন মৃদু মধুরিম হাস।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গকর নিরুপম কনকজ্যোতি অতুল পরকাশ ॥
লোচন বিমল বিশাল সুরসময় ভঙ্গী ভুবন জয় ভরু রুচিকারী।
নাসা সরস ভাল ললিত শ্রুতিগণ্ড কনক মুকুর দরপহারী ॥
সুগঠন কণ্ঠ কম্বু সম সুন্দর ভুজযুগ আজানুবিলম্বিত চারু।
ঝলমল পীন বক্ষ পরিসর হেরি ধৈরজ ধরইতে শকতি ন কারু ॥
অপরূপ নাভি গভীর সুতনুরুহ কপূরবল্লী জনু শোহত অশেষ।

চীন বসন পহিরণ সুরীতি অতি বিলসিত সিংহদমন কটিদেশ ॥
উলট কদলি উরু পরম মনোহর সুখদ সুগুলফযুগল অনুপাম।
পদতল অরুণ কমল কুল দল লয়ে নখমণি কিরণ নিছনি ঘনশ্যাম ॥

৯ পদ। কামোদ বা বেলাবলী।

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ভূপ মোর।
গৌরপ্রেমভরে গর গর অন্তর, অবিরত অরুণ-নয়ানে ঝরে লোর ॥ ধ্রু ॥
পুলকিত ললিত অঙ্গ ঝল মল কত দিনকর-নিকর নিন্দি বর জ্যোতি।
কুঞ্জরগমন দমন মনোরঞ্জন হসত সুলসত দশন জনু মোতি ॥
সিংহগরবহর, গরজত ঘন ঘন, কম্পিত কলি দূরে দুরজন গেল।
প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠিত জগজন পরম হরিষহিয়া ভেল ॥
করুণা-জলধি উমড়ি চহুঁদিশ, পামর পতিত ভকতিরসে ভাসি।
নরহরি কুমতি কি বুঝব রঙ্গ, নব গৌরচরিত গুণ ভুবনে প্রকাশি ॥

১০ পদ। কামোদ।

শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি, সকল রসের খনি, নাভাগর্ভে জনম লভিলা।
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলাসিয়া রঙ্গে, কিছু দিনে শান্তিপুরে আইলা ॥
পিতা মাতা অদর্শনে, গিয়া তীর্থপর্য্যটনে, আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে।
হৈয়া শ্রীসীতার পতি, কত তপ করি নিতি, আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে ॥
নদীয়া বিহার দেখি, সদা জুড়াইলা আঁখি নাচিলা কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে।
আপনার ঘরে পাঞা, সেবিলা আনন্দ হৈয়া, ন্যাসী শিরোমণি গোরাচাঁদে ॥
নীলাচলে পহুঁ স্থিতি, তথা কৈলা গতাগতি, সবে মাতাইলা গোরা গুণে ॥
দাস নরহরি কয়, শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়, এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে ॥

১১ পদ। কামোদ।

শান্তিপুরপতি, পরম সুন্দর, চরিত বর লীলা যাত।
ভাবভরে অতি মত্ত অনুখন, বিপুল পুলকিত গাত ॥
প্রবল কলিমদ দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর।
গৌরহরি হরি ভণত কম্পই, গিরত সহচর কোর ॥
অবনী ঘন গড়ি যাত নিরুপম ধূলিধূসর দেহ।
কুঞ্জ লোচন ঝরই ঝর ঝর জনু স শাঙন মেহ ॥
দীন দুখিত নেহারি করু করুণা ভুবনে পরচার।
দাস নরহরি পহুঁক বলি বলিহারি পরম উদার ॥

১২ পদ। কর্ণাট।

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদসদন গুণভূপ। কনক-ভূধর-গরবহারী বররূপ॥
ঝলকত সুললিত অবিরল পুলক পাঁতি। সঘনে গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি॥
বিদিত ব্রহ্মাণ্ড মধি বিক্রম অপার। প্রবল পাষণ্ড কুল দলই অনিবার॥
ভবভয়বিভঞ্জন মহাকরুণ-ধাম। পতিতপাবন পহুঁক নিছনি ঘনশ্যাম॥

১৩ পদ। ধানশী।

জয় দেব দেব মহেশ্বর রূপ। অদ্বৈত আচার্য্য লীলারস ভূপ॥
যার হুহুঙ্কারে গৌরাঙ্গপ্রকাশ। যার লাগি গৌর-লীলাবিকাশ॥
শুক্লা সপ্তমীতে শুভ মাঘ মাসে। জনমিলা যেহ কুবের ঔরসে॥
নাভানন্দন শ্রীমদ্বৈত পহুঁ। দাস নরহরি পদে মতি রহু॥

১৪ পদ। ভূপালী।

জয় জয় সীতাপতি পহুঁ মোর। কনকাচল জিনি মুরতি উজোর॥
অবিরত গৌর প্রেমরসে মাতি। ঝলমল অবিরল পুলক পাঁতি॥
গর গর অঙ্গ অথির অনিবার। ঝরই নয়ন জনু সুরধুনীধার॥
হসই মধুর মৃদু গদ গদ বাণী। জপই কি কোউ মরম নাহি জানি॥
দীন হীন পামর পতিত নেহারি। করই কোরে ভুজযুগল পসারি॥
বিরত সেই রতন অনুপাম। বঞ্চিত করমদোষে ঘনশ্যাম॥

১৫ পদ। গুজ্জরী।

কি ভাবে বিভোর মোর অদ্বৈত গোসাঞী রে, ও দুটী নয়ানে বহে লোরা।
মধুর মধুর হাসি ও চাঁদবদনে রে, সঘনে বলয়ে গোরা গোরা॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অনুপাম রে, বিপুল পুলক তাহে শোহে।
কি ছার কুঞ্জরগতি অতিশয় শোভা রে, ভঙ্গীতে ভুবনমন মোহে॥
শিরেতে সুন্দর শিখা পবনে উড়ায় রে, মালতীর মালা গলে দোলে।
আজানুলম্বিত দুটী বাহু পসারিয়া রে, পতিতে ধরিয়া করে কোলে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম ভকতি রতন রে, জনে জনে যাচে কত রূপে।
নরহরি হেন কৃপাময় প্রভু পাঞা রে, না ভজি মজিল ভবকূপে॥

১৬ পদ। ধানশী।

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি। গোরাগুণগরবে না জানে দিবানিশি॥
গোরা গোরা বলিতে কি সুখ। বিহরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ॥
গোরা বলি মারে মালসাট। ভয়ে কাঁপে কলি পলাইতে নাহি বাট॥

গোরা নামে কি ভাব হিয়ায়। পুলক-বলিত তনু সঘন দোলায়॥
পরিকর সে না রসে মাতি। গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাতি॥
কিবা খোল করতাল ধ্বনি। কুলের বৌহারি কাঁদে সে শবদ শুনি॥
ভুবন ভরিল ওনা যশে। দীনহীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে॥
নরহরি জীবন কি সুখ। হেন দয়াময় পহুঁ চরণে বিমুখ॥

১৭ পদ। কামোদ।

দেখ মোর অদ্বৈত গুণনিধি।
না জানিয়ে কত সাধে সুধা দিয়া এ তনু গঠিল বিধি॥ ধ্রু॥
কনক কেতকী কুম্‌কুম্ জিনি, সুচারু রূপের ছটা।
গর গর গোরা প্রেমে অতিশয় শোভয়ে পুলক ঘটা॥
নিরুপম বিধুবদন ঝলকে ঘন গোরা গোরা গোরা বুলি॥
দুনয়নে ধারা বহে অবিরত, নাচয়ে দুবাহু তুলি॥
পতিত পামরে ধরি করে কোরে অমূল রতন যাচে।
নরহরি পহুঁ বিনে কি এমন দয়ালু ভুবনে আছে॥

১৮ পদ। আশাবরী।

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি।
ভকতি রতন করি বিতরণ জগতে করয়ে ধনি॥
কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া।
গোরা গোরা বুলি নাচে ভুজ তুলি ঘন কাঁখতালি দিয়া॥
দুটী নয়নে আনন্দধারা।
পুলক বলিত তনু সুললিত ঝলকে কনক পারা॥
মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি।
কি নব ভঙ্গীতে চাহে চারি ভিতে, মধুর মধুর হাসি॥
পহুঁ বেড়ি পরিকর সাজে।
মধুর সুস্বরে গায় ধীরে ধীরে, খোল করতাল বাজে॥
তাহা শুনি কে ধৈরজ বাঁধে।
দীন হীন যত তাঁরা উনমত্ত নরহরি পড়ু ধাঁদে॥

১৯ পদ। সুহই।

কি ভাবে অদ্বৈতচাঁদ অদভুত লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে ঘন ঘন ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে॥

অট্ট অট্ট হাসে কি রস প্রকাশে, কেহ না পায় রে থা।
অরুণ-নয়ানে চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা॥
ভুবনমোহন গোরা গুণগণ, শুনয়ে যাহার মুখে॥
দুবাহু পসারি তারে কোরে করি, নাচয়ে পরম সুখে॥
পদতল তালে, মহীতল হালে, ভঙ্গী কি উপমা তায়।
নিজ বাহু বলে, বলী কলিকালে, ঘনশ্যাম যশ গায়॥

২০ পদ। টোরি।

অদ্বৈত গুণমণি, অবনী করু ধনি, ভকতিধন ঘন বিতরণে।
সঙ্গেতে প্রিয়গণ, আনন্দে নিমগন, নাচয়ে গোরাগুণ কীরতনে॥
কি নব ভঙ্গিভরে, মদন-মদহরে, ঝলকে নিরুপম রুচি ছটা।
শিরীষ ফুল জিনি, মৃদুল তনুখানি, তাহে বিপুল পুলকের ঘটা॥
তিলক শোভে ভালে, মালতীমালা গলে, দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্রলোভা।
অতুল ভুজ তুলি, ফিরয়ে হেলি দুলি, চরণ চারু চালনি কি শোভা॥
সঘনে গৌরহরি, বোলয়ে উচ্চ করি, ঝরয়ে সুধা জানি মুখচাঁদে।
করুণ চাহনিতে, কে পারে থির হৈতে, পতিত নরহরি হেরি কাঁদে॥

২১ পদ। ধানশী।

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ। প্রেমময় মহা মোহনফাঁদ॥
যাহার হুঙ্কারে প্রকট গোরা। নিত্যানন্দ সহ আনন্দে ভোরা॥
অনুপম গুণ করুণা-সিন্ধু। পতিত অধম জনার বন্ধু॥
ত্রিজগত মাঝে দ্বিতীয় ধাতা। সংকীর্ত্তন ধন দুলহ দাতা॥
ব্রজলীলারসে ভাসিবে যে। অচ্যুতজনকে ভজুক সে।
নরহরি পহুঁ যে নাহি ভজে। সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে॥

২২ পদ। আশাবরী।

আজু সীতাপতি অদ্বৈত নাচয়ে গোপী ভাবে অতি মধুর ছাঁদে।
বিপুল পুলকময় হেমতনু শোভা হেরি কেবা ধৈরজ বাঁধে॥
বারিজ-নয়নে বহে বারিধারা, নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি।
লহু লহু হাসিমাখা মুখখানি ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি॥
ভুজ ভঙ্গী করু ধরু পদুতল তালে টলমল করয়ে মহী।
মন্দ মন্দ কিবা মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি॥

মনের উল্লাসে প্রিয়গণ গায় সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু।
ভণে ঘনশ্যাম-গুণে কেবা ঝুরে, জয় জয় রবে ভুবন ভরু॥

২৩ পদ। মায়ূর।

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি, উথলয়ে মহা আনন্দ-সিন্ধু।
নাভা গর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত, নানা দান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকামন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধাঞা আসি, পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যকালে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্ররতন যেন॥
পুষ্পবরিষণ, করে সুরগণ, অলখিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী, ভণে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু॥

২৪ পদ। ভূপালী।

মাঘ সপ্তমী শুক্লপক্ষ শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরী।
প্রকট প্রভু অদ্বৈত সুন্দর কয়ল কলিমদ দূরি॥
ধাই চলু সব লোক পৈঠি কুবেরভবন মাঝার।
বিপুল পুলক নিরখি বালক দেত জয় জয় কার॥
ভাটগণ ঘন ভণত যশ গায়ত গুণী মুদমাতি।
সুঘড় বাদকবৃন্দ বায়ত বাদ্য কত কত ভাঁতি॥
করত নর্ত্তক নৃত্য উঘটত, থৈতা তক তক থোন।
দাস নরহরি পহুঁক জনম বিলস বরণব কোন॥

২৫ পদ। সিন্ধুড়া।

এ তিন ভুবন মাঝে, অবনীমণ্ডল সাজে, তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্ত হয়, হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধসত্ত্ব দ্বিজরায়, নাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি, কৃষ্ণপূজা করে নিতি, ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলিহত জীব দেখি, মনোদুঃখ পায় অতি, ভক্তে আরাধিয়া ভগবান্।
সেই আরাধন কাজে, নাভা দেবী গর্ভমাজে, মহাবিষ্ণু কৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘমাস শুভক্ষণে, শুক্লা সপ্তমী দিনে, অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়॥
দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিতমতি, নয়নে আনন্দধারা বয়

আচম্বিতে জগজ্জনে আনন্দ পাইল মনে, কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাস বলে, উদ্ধার হইয়া হেলে, পতিত পাষণ্ডী দীনহীনে॥

২৬ পদ। কল্যাণ।

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, কনক-কমলশোভা।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত, জগজন-মনোলোভা॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর, নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নাম দরপণ, জিনি কত বিধুমণি॥
মহাপুরুষের চিহ্ন মনোহর দেখিয়া বিস্মিত সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে॥
যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি, আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুন পুন গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্যসীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার॥
এতেক বচন, সব নারীগণ, কহে গদ গদ ভাষা।
জগততারণ, বুঝল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা॥

২৭ পদ। আশাবড়ী।

জয় অদ্বৈত করুণাময় রসময় গৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ যছু মানস মানুষ সো করুণায়॥
অজ-ভব-দেব-দেবগণ-বন্দিত যছু সহ এক পরাণ।
সুর মুনিগণ নারদ শুক সুরসুত যাঁক মরম নাহি জান॥
দেখ দেখ দীন দয়াময়রূপ।
দরশনে ছুরিত দূর করু, দুই জনে দেয়ত প্রেম-অনুপ॥ ধ্রু॥
অখিল জীবন জন নিমগন অনুক্ষণ বিষয়-বিষানল মাহ।
যাক কৃপায় সোই অব জনে জনে প্রেমকরুণা অবগাহ॥
ঐছন পরম দয়াময় পহুঁ মোর সীতাপতি আচার্য্য।
কহ শ্যামদাস, আশ পদপঙ্কজ, অনখণ হও শিরোধার্য্য॥

২৮ পদ। সুহই।

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণনাম তত্ত্ব, ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্পবিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে, না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, মাতিয়া আছয়ে সবে, নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্যমাংসে, নানারূপ জীব হিংসে, এই মত হৈল সর্ব্বদেশ ॥
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি, অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজকুমার, সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার, করাইব এই অভিলাষে ॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিয়া ত্রাণ, শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণনাম পাবে, কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥

২৯ পদ। ভাটিয়ারি।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়। অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয় ॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী দিবসে। শান্তিপুর আসি প্রভু হইলা প্রকাশে ॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান। শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম ॥
কলিকাল-সাপে জীবে করিল গরাস। দেখি বিষ বৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ ॥
যাহার হুঙ্কারে গোরা আইলা অবনী। বৈষ্ণব মরিবে তার লইয়া নিছনি ॥

৩০ পদ। তুড়ী।

নাস্তিকতা অপধর্ম্ম জুড়িল সংসার। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কোথা আর ॥
দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু বিষাদিত হৈলা। কেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিলা ॥
নেত্র বুজি তুলসী প্রদানি বিষ্ণুপদে। হুঙ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্য্য আহ্লাদে ॥
জিতিলু জিতিলু মুখে বলে বার বার। জীব নিস্তারিতে হবে গৌর অবতার ॥
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস। লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ ॥

৩১ পদ। তুড়ী।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়। যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর। যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদৃষ্টে চায়। প্রেমবশে সেজন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাহার পদেতে যেবা লইলা শরণ। সেজন পাইলা গৌরপ্রেম-মহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেন না ভজিনু। লোচন বলে নিজমাথে বজর পাড়িনু ॥

৩২ পদ। শ্রীরাগ।

একদিন কমলাক্ষ কন হরিদাসে। আইলাম অবনীতে যেই অভিলাষে ॥

বহু বর্ষ গত হৈল না পূরিল আশ। সাধনা বিফল ভেল হইনু নৈরাশ ॥
বৈকুণ্ঠবিহারী মোরে কৈলা নিজ মুখে। পাপভারাক্রান্ত মহী জীব কাঁদে দুখে ॥
জীবদুখ নাশিবারে যাইব অবনী। অগ্রে পদার্পণ তথা করহ আপনি ॥
প্রভুর সে অঙ্গীকার বুঝি ব্যর্থ হৈল। মোর দ্বারে জীবদুঃখ বুঝি না ঘুচিল ॥
কানু কহে মিথ্যাবাদী পহুঁ কভু নয়। অবশ্য জীবের ভাগ্যে হইবা উদয় ॥

৩৩ পদ। ধানশী।

চৌদ্দশত সাত শাকে পূর্ণিমা দিবসে। চন্দ্রগ্রহণের কালে ফাল্গুনের মাসে ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্তিযুক্তমনে। গঙ্গাতে তুলসী পত্র করিছে প্রদানে ॥
অকস্মাৎ উঠে নাড়া করিয়া হুঙ্কার। হরিদাস সচকিত দেখি ভঙ্গী তার ॥
আনিলু আনিলু গৌর আনিলু নদীয়া। ইহা বলি নৃত্য করে আনন্দে মাতিয়া ॥
জানিলেন হরিদাস গৌরাঙ্গজনম। আনন্দে উন্মত্ত কানু বুঝিয়া মরম ॥

৩৪ পদ। ধানশী।

সীতানাথ, সীতাসাথ, আনন্দে বিভোর। দুজনার, অনিবার, ঝরে নেত্রলোর ॥
দুজনেতে, বদনেতে, বলে দুঃখ দূর। জীবতরে, নদীয়াপুরে, আসিবেন গৌর ॥
ব দিকে, একে একে, দেখে সুমঙ্গল। স্ত্রীপুরুষে, হেসে হেসে, সুখেতে বিহ্বল ॥
ত্রিলোচন, হৃষ্টমন, বলে ভালে ভাল। অবতীর্ণ, শ্রীচৈতন্য, ঘুচিবে জঞ্জাল ॥

৩৫ পদ। মঙ্গল।

অদ্বৈত বন্দিব শিরে, যে আনিল ধীরে ধীরে, মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যে, শচীর নন্দন সে, নিত্যানন্দ চাঁদ সখা যার ॥
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞী।
উত্তম অধম জনে, তরাইলা ভক্তিদানে, এমন দয়াল দাতা নাই ॥ ধ্রু
উত্তম অধম মেলি, করাইলা কোলাকুলি, অন্ধ বধির যত আছে।
পঙ্গুরা চলিল ধাঞা, হরি হরি বোলাইয়া, দুবাহু তুলিয়া তারা নাচে ॥
প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে, অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে, চৈতন্য বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিয়ে ঢেউ, স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ, সপ্ত পাতাল* ভেদি গেল ॥
ডুবিল যে নাগলোক, নরলোক সুরলোক, গোলোক ভরিল প্রেমবন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ হাসে কেহ ধায়, বিশেষে ধরণী হৈলা ধন্যা।

---

* সপ্ত পাতাল—অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল, পাতাল।

হেন লীলা করে যেই, অদ্বৈত আচার্য্য সেই, অনন্ত অপার রসধাম।
এমন প্রেমের বন্যা, স্থাবর জঙ্গম ধন্যা, বঞ্চিত হইল বলরাম ॥

৩৬ পদ। সুহই।

ভাবের আবেশে বহু, সীতাপতি মোর পহুঁ, যোগাসনে বসিয়া আছিলা।
হঠাৎ কি ভাব মনে, হুহুঙ্কার গরজনে, অকস্মাৎ উঠি দাণ্ডাইলা ॥
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমণ্ডলী।
জগত তারিবে যেই, নদীয়া উদয় সেই, ইহা বলি নাচে বাহু তুলি ॥ধ্রু॥
তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যে, ভূকম্পন হইল মর্ত্তে, ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শান্তিপুরনাথ সঙ্গে, নরনারী নাচে রঙ্গে, যেন ভেল আনন্দ-বাজার ॥
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে, সপ্ত স্বর্গ † ভেদ কৈরে, পরাব্যোমে লাগিল ঝঙ্কার ॥
মহাপ্রভু-আগমন, জানিলেক ত্রিভুবন, বলরামের আনন্দ অপার ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

নাচেরে অদ্বৈত ঘূরি ঘূরি নাচে। গৌর নিতাই আগে রাখি নাচে পাছে পাছে।
ঠমকে ঠমকে নাচে কটি দোলাইয়া। ক্ষণে ক্ষণে নাচে পহুঁ গালে হাত দিয়া ॥
ক্ষণে তালে তালে বুড়া অঙ্গুলি নাচায়। ক্ষণে করতালি দিয়া তাল ধরে পায় ॥
উদ্দণ্ড করয়ে নৃত্য ঊর্দ্ধ বাহু করি। ক্ষণে নাচে দুই করে কটি আটি ধরি ॥
কাঁকালি করিয়া বাঁকা ক্ষণে নাচে বুড়া। বহির্ব্বাস খুসি মাথে ক্ষণে বাঁধে চূড়া ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি ক্ষণেকে দাঁড়ায়। ক্ষণে ভূমিকম্প করি লম্ফে ঝম্পে যায় ॥
কভু চীৎভাবে বুড়া বাঁকা হইয়া পড়ে। কভু নব ভঙ্গী করি হাতে পদ ধরে ॥
নৃত্য দেখি গৌর নিতাই হাসিতে লাগিল। গোকুলানন্দের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

৩৮ পদ। কামোদ।

পরম মঙ্গলকন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য-চন্দ, জয় জয় পহুঁ সীতানাথ।
জয় শান্তিপুর-রায়, অবতরি করুণায়, বিহরহ নিজ বৃন্দ সাথ ॥
গুণ কি কহিব ওরে ভাই।
প্রেমধনবিতরণে, কতশত জীবগণে, ধনি কৈলা কৃপাদিঠে চাই ॥ ধ্রু ॥
প্রতিজ্ঞা করিলা মনে, দীনহীন-অকিঞ্চনে, আচণ্ডাল করিয়া উদ্ধার।
নিরমল কিবা তনু, অরুণ নয়ান দুনু, করুণায় পরিপূর্ণ যার ॥
উথলিল মহানন্দ, অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র, ঘন ঘন পূরে মালসাট।
নিজানন্দ কুতূহলে, হুঙ্কার গর্জ্জন করে, উঘারিল প্রেমের কবাট ॥

---

† সপ্তস্বর্গ—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক।

হেন প্রেম বিলসনে, বঞ্চি এ হেন জনে, করুণায় ভরল সংসার।
দঢ়াইনু মনে মনে, প্রভু শ্রীঅদ্বৈত বিনে, গোকুলানন্দের নাহি আর ॥

৩৯ পদ। ধানশী।

গৌর আনিলু আনিলু বৈলে। নাচে রে অদ্বৈত পহুঁ দুবাহু তুলে ॥
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। নাচে বুড়া মণ্ডলি করিয়া ॥
ক্ষণে ক্ষণে হৈয়া যেন বুড়ী। নাচে বুড়া হাতে লৈয়া নড়ি ॥
ক্ষণে জোড় করি পদ দুটী। লাফে লাফে যায় কাঁপাইয়া মাটি ॥
ক্ষণে বুড়া চায় আড়ে আড়ে। গোরা পানে চাহি আঁখি ঠারে ॥
মুচকি মুচকি ক্ষণে হাসে। হাসায় গোকুলানন্দ দাসে ॥

৪০ পদ। ধানশী।

কেহ কহে পরম ভাগবত কেহ কহে পরম উত্তম দ্বিজরাজ।
সকল ভুবন মঙ্গলময় নাম, এই বৈকুণ্ঠ শান্তিপুর মাঝ ॥
সীতানাথের অবতার বেদের নিগূঢ়।
আনিয়া চৈতন্য ধনে, উদ্ধারিলা ত্রিভুবনে, পরম পাষণ্ডী পাপী মূঢ় ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে ক্ষণে সোঙরি বৃন্দাবন ভুভঙ্কৃত কোই না বুঝে ইহ রঙ্গ।
ক্ষণে নিরবেদ খেদ ক্ষণে হাসই ক্ষণে পূজই নিজ অঙ্গ ॥
কত কোটি চন্দ্র সুশীতল বিগ্রহ সঙ্গহি সীতা রাণী।
কলিভব তাপ-নিবারণ, শ্যামদাস কহ বাণী ॥

৩য় উচ্ছ্বাস।

—*—

(পরিকর)

১ পদ। কল্যাণী।

সপ্ত দ্বীপ দীপ্ত করি, শোভে নবদ্বীপপুরী, যাহে বিশ্বম্ভর দেবরাজ।
তাহে তাঁর ভক্ত যত, তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যার কাজ ॥
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যার কৃপালেশমাত্র, হৈয়া গৌর-প্রেমপাত্র, অনুপম সকল চরিত ॥ ধ্রু ॥

গৌরাঙ্গের সেবা বিনে, দেব দেবী নাহি জানে, চারি ভাই১ দাসদাসী লৈয়া।
সতত কীর্ত্তনরঙ্গে, গৌর গৌর ভক্ত সঙ্গে, অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হৈয়া॥
যার ভার্য্যা শ্রীমালিনী, পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে, পুত্র সম স্নেহ করে, স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী॥
কভু বা ঈশ্বরজ্ঞানে, নতি করে শ্রীচরণে, কভু কোলে করয় লালন।
প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ লাগি, মৃত পুত্রশোক ত্যাগী, শুনি প্রভু করয়ে রোদন॥
ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী, বৈষ্ণবমণ্ডলে ধনি, যার পুত্র বৃন্দাবনদাস।
বর্ণিয়া চৈতন্যলীলা, ত্রিভুবন উদ্ধারিলা, প্রেমদাস করে যার আশ॥*

২ পদ। পাহিড়া।

ধন্য ধন্য বলি মেন, চারি যুগ মধ্যে হেন, কলির ভাগ্যে সীমা নাই।
সুন্দর নদীয়া পুরে, মাধব মিশ্রের ঘরে, কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই॥
বৈশাখের কুহু দিনে, জনমিলা শুভক্ষণে, গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী, পুত্রমুখ দেখি অতি, উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর॥
কিবা গদাধরশোভা, সভার নয়নলোভা, যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝলমল করে বর্ণ, জিনিয়া সে শুদ্ধ স্বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপাম॥
যত নদীয়ার লোক, পাসরিয়া দুঃখ শোক, পরস্পর কহে কুতূহলে।
মাধবের কিবা ভাগ্য, হৈল যেন রত্ন লভ্য, না জানি কতেক পুণ্যফলে॥
বিপ্রপত্নীগণ আসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি, রত্নাবতী মায়ে প্রশংসিয়া।
দেখিয়া সোণার সুতে, ধান দূর্ব্বা দিয়া মাথে, আশীর্ব্বাদ করে হর্ষ হৈয়া।

---

১ চারি ভাই—শ্রীবাস, শ্রীধর, শ্রীরাম ও শ্রীপতি।

* শ্রীল নরহরি সরকার মহাশয়ের একটী পদে আছে;—"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়। নব-দ্বীপে নবদ্বীপবেষ্টিত যে হয়।" এই নয়টী দ্বীপ যথা;—অন্তর্দ্বীপ, বা আতোপুর, ইহার মধ্যস্থলে মায়াপুর ছিল। ভারইডাঙ্গাও ইহার অন্তর্গত ছিল। সীমন্তদ্বীপ—সিমলা, বা সিমুলিয়া; সরডাঙ্গা আদি ইহার অন্তর্গত। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা; সুবর্ণবিহার ইহার অন্তর্গত। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা, ভালুকাদি ইহার অন্তর্গত। কোলদ্বীপ—বা কুলিয়া পাগাড় তেঘরীর দক্ষিণ, সমুদ্রগড় ইহার অন্তর্গত। ঋতুদ্বীপ—রাহতপুর, বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত। মোদ্রুমদ্বীপ—মামগাছি, মহৎপুর ইহার অন্তর্গত। জহ্নুদ্বীপ—জাননগর। রুদ্রদ্বীপ রাজপুর, রুদ্রডাঙ্গা, শঙ্করপুর, ও পূর্ব্বস্থলী ইহার অন্তর্ভূক্ত। বোধ হয় পদকর্ত্তা গোদ্রুম ও মোদ্রুম এই দুইটা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ, সাধারণতঃ ইহারা দ্বীপ নামে খ্যাত ছিল না।

গদাধরপ্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে, বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই।
নরহরি কহে যেন, জনমে জনমে হেন, গদাইচাঁদের গুণ গাই॥

৩ পদ। পঠমঞ্জরি।

জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাই। যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি। গদাধর প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে। ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর। শ্রীরামজানকী যেন এক কলেবর॥
যেন এক প্রাণ রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র। তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহুঁ যার অনুরাগে। শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥

৪ পদ। যথারাগ।

গদাধর পরম সুখর রসধাম।
রুচির গৌর তনুতনু রুচি রুচিকর তছু নিরমঞ্ছন করু কত কাম॥ধ্রু॥
ও মুখকমল কমলবনবিঞ্জিত সুচারু মকরন্দ সদৃশ মৃদুহাস।
ঘন ঘন নয়ন চষক ভরি ভরি পরি পীয়ত হিয় মধি অধিক উলাস॥
ও মৃদু মধুর বচন রচনা নব নিন্দিত জগবশীকরণ-সুমন্ত্র।
শুনত লুব্ধ শ্রুতি শ্রুতিবাঞ্ছিত বহু বিসরিত বেদশ্রবণশ্রুতিতন্ত্র॥
পূরব চরিত চিত চিন্তি অথির ধৃতি গতি বিরহিত অতিশয় সুখে ভাসি।
দূরে রহু হেম প্রেম নিরুপমবর নরহরি গুপত বেকত হেরি হাসি॥

৫ পদ। বেলোয়ার।

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন শকতি গুণনাম, ধন্য সুদুর্গম যছু রস ধাম॥
কিয়ে বিধি জগজন-দুরগতি জানি।
শ্রীবৃন্দাবন, মধুর ভজনধন, সম্পদ সার মিলায়ল আনি॥ধ্রু॥
গর গর গৌরপ্রেমভরে ঝর ঝর, অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি।
ক্ষণেকে স্তবধ, শবদ ক্ষণে গদ গদ, আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি॥
নব অনুরাগী, লাগি রহু অন্তর, উথলয়ে ক্ষণে নব জলধিতরঙ্গ।
দাস শিবাই, আওই ক্ষীণ দীনজন, না পাওল সন্তত অসত পথরঙ্গ॥

৬ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস। যে করিলা হরিনামের মহিমাপ্রকাশ॥

গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য। যার গুণ গাই কান্দে আপনে চৈতন্য ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রেমসীমা। তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা ॥
নিত্যানন্দচাঁদ যারে প্রাণ হেন জানে। চরণ পরয়ে মহী দেহ ধন্য মানে ॥

৭ পদ। যথারাগ।

আজুক সুখ কছু বরণে ন জাত।
রসিক সুধীর সুঘর শ্রীবাস পহুঁ রঙ্গ হেরি মৃদু মৃদু মুসিকাত ॥ধ্রু॥
সুবলিত দেহ নেহভরে টলমল ললিত ভঙ্গী নিরুপম ছবি ভারী।
অবিরল পুলক কদম্ব লসত জনু পহিরল কঞ্চু পরম রুচি কারী ॥
বাতাতুর লতিকা সম কম্প ন শকত সম্ভারি বিবশরসপূর।
বীণ বন্ধু কত বদত নিরন্তর অন্তর তরল রহল ধৃতি দূর ॥
সুন্দর গুণগণ গাওত লঘু লঘু নাচত নয়নে বহত জলধার।
নরহরি ভণ অনুভব ন হোত হিয় উপজত কত কত ভাব বিকার ॥

৮ পদ। যথারাগ।

সুন্দর সুঘর গদাধর দাস।
গুণমণি গৌরসমীপ বিলসত জনু চন্দ নিকট হি চন্দ পরকাশ ॥ধ্রু॥
মৃদুতর দেহ লেহময় মধুরিম মাধুরী করু চম্পক-মদ-খীন।
ধৃতিভর ভঞ্জনকারী ভঙ্গী ভুব রঞ্জন কঞ্জ-চরণ গতিহীন ॥
আলস যুত যুগ নেত্র রুচিরতর তরল কিঞ্চিদপি নিমিখ বিভঙ্গ।
নিরমল গণ্ডযুগল ঝল ঝলকত ললিত হাস সহ অধর সুরঙ্গ ॥
অনুভব ন হোই নিরন্তর অন্তর উপজত পূরব ভাব বহু ভাঁতি।
গুপত করত কত যতন ন গোপন নরহরি হেরি হসত সুখে মাতি ॥

৯ পদ। কামোদ।

বিদ্যানগরাধিপ, অপার সম্পদশালী, রামরায় পুরুষপ্রধান।
গৃহে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, আপনার মনোভৃঙ্গ, তার পদে করিলেক দান ॥
ধন্য ধন্য রায় রামানন্দ।
যাহার পাইয়া সঙ্গ, প্রভু মোর শ্রীগৌরাঙ্গ, ভুঞ্জিলেক অসীম আনন্দ ॥ধ্রু॥
দোঁহে প্রশ্নোত্তরছলে স্বাধ্যায় নির্ণয় কৈলে, জানি জীব-সাধন-সন্ধান।
যাহার রসের পদ, যেন ফুল্ল কোকনদ, রসিক জনের সে পরাণ ॥

রামানন্দ পদরজ, শিরে ধরি সদা ভজ, ভজনের সারাৎসার ধন।
কানুদাস মতিহীন, মধুর রসেতে দীন, রামরায় দেও শ্রীচরণ॥

১০ পদ। শ্রীরাগ।

গূঢ়রূপে রাম, পূরে নিজকাম, অনঙ্গমঞ্জরী হৈয়া।
রাসরস কাজে, বৈসে ব্রজ মাঝে, আনন্দে গোবিন্দ লৈয়া॥
হরি হরি কে বুঝে রামের রীত।
পুরুষ প্রকৃতি, অনন্ত মূরতি, ধরি পহুঁ করে প্রীত॥ ধ্রু॥
রাইয়ের ভগিনী, অনুজা আপনি, পিন্ধন নীলিম বাস।
বসন্ত কেতকী, জাতি যূথি জিতি, মৃদুল মৃদুল ভাষ॥
সখ্য দেহে সখা, দাস্যে দাস লেখা, বাৎসল্যে বালকপ্রায়।
দাস বৃন্দাবন, মানসরতন, বুঝিয়া সোঁপল তায়॥

১১ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় রাম।
বিষয়ে বিষয়ী বড়, ভক্তিতে ভকত দঢ়, মধুর রসেতে রসধাম॥ ধ্রু॥
কি কব রামের গুণ, যারে লভি পুনঃ পুনঃ, মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
করিলা সঙ্গেতে যার, সাধ্যের বস্তু বিচার, যাহাতে মোহিত জগজন॥
রসে ভাসি রাম রায়, রসের সঙ্গীত গায়, বিরচিল রসপদ বহু।
যাহার রসের কথা, যাহার রসের গাথা, শুনি মুখ চাপি ধরে পহুঁ॥
"না হম রমণী", "না সো রমণ"-মণি, ন দূতি "মথত পাঁচবাণ"।
এমন নিগূঢ় ভাব, আনে কি হোয়ব লাভ, রসিকের হরে মনঃপ্রাণ॥
দেবকন্যা সঙ্গে লৈয়া, নিত্য ভাবে মত্ত হৈয়া, যে করিল মধুর সাধন।
কহে দীন কানুদাস, বড় মনে অভিলাষ, ভজি সদা রামের চরণ॥

১২ পদ। ধানশী।

ভূখণ্ডমণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে, মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসয়ে রাত্রি দিনে, নাম ধরে নরহরি দাস॥
শ্রীরাধিকা সহচরী, রূপে গুণে আগোরি, মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবণীতে অবতরী, পুরুষ আকৃতি ধরি, পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম।
মধুমতী মধুদানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে, মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগর।
ছিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ, বেদ বিধি পড়িল ফাঁকর॥

যোগপথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিয়া শিখররায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়, শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥

১৩ পদ। ধানশী।

রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার, পদবী যে সরকার, শ্রীখণ্ডগ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গজন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে, ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ, পাঞা পহু শ্রীগৌরাঙ্গ, বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি, চামর ঢুলায় সখী, মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয়, তার পদে মতি রয়, এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি॥

১৪ পদ। ধানশী।

গৌড়দেশে রাঢ় ভূমে, শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে, মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে, শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে, ভক্তিগ্রন্থ জগতে লওয়ায়॥
শুনি মধুমতী নাম, আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি, নিকটেতে জল হেরি, সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥ ধ্রু॥
আনিয়া ধরিল আগে, জনু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধুদান, সপার্ষদে করি পান, উনমত অবধূত রায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, ভূমে গড়া গড়ি যায়, উদ্ধব দাস রস গায়॥

১৫ পদ। যথারাগ।

শ্রীনরহরি সুচতুর কুলরাজ।
মাধব তনয়ক, নিয়ড়ে বিরাজত, ভঙ্গী সুসদৃশ অদৃশ জগমাঝ॥ ধ্রু॥
গৌরবদনবিধু, মধুর হাসযুত, তহি যুগলনয়ন সপি বহু রঙ্গ।
নাসাতনু সৌরভে, সুকর্ণ বচনামৃত, শ্রবণে চাহ নহ ভঙ্গ॥
পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন নিরখত হিয় মধি অধিক উল্লাস।
প্রেমক গতি অতি চিত্র ন অনুভব, মানি পূরব ব্রজবিপিনবিলাস॥
ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত, রহত ন ধিরজ অথির অবিরাম।
মৃদুতর দেহ নেহ ভরে গর গর নিরুপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম॥

১৬ পদ। সুহই।

শ্রীবৃন্দাবন, অভিনব সুমদন, শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখবর, বিমল সুধাকর, উয়ল অবনী-সমাজে॥
জয় পহু নটন কলারসধীর।
নিখিল মহোৎসব, গৌরগুণার্ণব, প্রেমময় সকল শরীর॥ ধ্রু॥
রুচির তরুণতর, নটবরশেখর, পীতাম্বর-বরধারী।
গাই গাওয়ায়ত, গৌরগুণামৃত, ভবভয়খণ্ডনকারী॥
পদতল রাতুল, পঙ্কজ নহ তুল, পদনখ ইন্দু পরকাশে।
সে পদ রজনী দিনে, শয়ন স্বপন মনে, রায়শেখর করু আশে॥

১৭ পদ। ধানশী।

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দদাস, ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে, শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি॥
ঘরে আছে কৃষ্ণসেবা, যত্ন করি খাওয়াইবা, এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া, গোপীনাথের সম্মুখে আইলা॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশুমতি, খাও ব'লে কাঁদিতে কাঁদিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে, সকল খাইলা অলক্ষিতে॥
আসিয়া মুকুন্দদাস, কহে বালকের পাশ, প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপু শুন, সকলি খাইলে পুন, অবশেষ কিছুই না রাখি॥
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিতহৃদয়ে পুনঃ, আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা-অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া, পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হৈয়া হরষিতমতি, গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন, সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥
যে খাইল রহে তেন, আর না খাইল পুনঃ, দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদ গদ স্বরে বলে, নয়নে বরিখে ঘন লোর॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ নাড়ু আছে করে, দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই, এ উদ্ধবদাস রস ভণে॥

১৮ পদ। ধানশী।

পূরবে শ্রীদাম, এবে হৈল অভিরাম, মহাতেজঃপুঞ্জ রাশি।
বাঁশী বাজাইতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, শ্রীখণ্ডগ্রামেতে আসি॥

দেখিয়া মুকুন্দে, কহয়ে সানন্দে, কোথায় রঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে, আইলাম এথাতে, আনি দেহ দরশন ॥
শুনি ভয় পাঞা, রাখে লুকাইয়া, গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেহো নাহি ঘরে, বলি স্তুতি করে, অভিরাম গেল না দেখিয়া ॥
বড়ডাঙ্গী নামে, স্থান নিরজনে, নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন, শ্রীরঘুনন্দন, অলখিতে মিলে আসি ॥
দেখিয়া তাহারে, দণ্ডবৎ করে, দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দন, করি আলিঙ্গন, আনন্দ-আবেশে মাতে ॥
এবে দুই মিলি, নাচে কুতূহলি, নিজ পহুঁ গুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে, নূপুর পড়িল, আকাইহাটেতে যাইয়া ॥
অভিরাম সনে, শ্রীরঘুনন্দন, মিলন হইল শুনি।
সগণে মুকুন্দ, হই নিরানন্দ, কাঁদে শিরে কর হানি ॥
পত্নীর সহিতে, বিষাদিত চিতে, আইলা দুঁহার পাশ।
দুহুঁ নৃত্য গীত, দেখি হরষিত, ভণয়ে উদ্ধবদাস ॥

১৯ পদ। ভাটিয়ারি।

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণিধাম, তাহে হরি বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল, অম্বিকানগরে যার বাস ॥
নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার, চারি মূর্ত্তে ভোজন করিলা।
পূরবে সুবল জনু, বশ কৈল রাম কানু, পরতেক এখানে রহিলা ॥
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে, কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে, নিতাই চৈতন্য দুই ভাই ॥
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যার, পুলকিত হুহুঙ্কার, ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস।
তার পাদপদ্মরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

২০ পদ। কামোদ।

প্রভুর চর্ব্বিত পাণ, স্নেহবশে কৈলা দান, নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী, সাধ্বী সতী-শিরোমণি, সেবন করিল সে চর্ব্বিতে ॥
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিণী হৈলা, লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশমাস পূর্ণ যবে, মাতৃগর্ভ হৈতে তবে, সুন্দর তনয় এক হৈল ॥
সেই বৃন্দাবনদাস, ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ, চৈতন্যলীলায় ব্যাস যেই।
উদ্ধবদাসেরে দয়া, করি দিবে পদছায়া, প্রভুর মানস পুত্র সেই।

২১ পদ। ধানশী।

ধন্য ধন্য বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যমঙ্গলে যার কবিত্বপ্রকাশ॥
মহাপ্রভু লীলারসামৃত। যার গুণে জগতে বিদিত॥
বাল্য পৌগণ্ড আদি লীলা॥ যা শুনি দরবয়ে শিলা॥
অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব করয়। নাস্তিক পাষণ্ডী নাহি রয়॥
কি মধুর সে লীলাকাহিনী। মো অধম কি কহিতে জানি॥
এমন মধুর ইতিহাস। আছে আর কোথা পরকাশ॥
যার রসময় পদাবলী। শুনিলে পাষাণ যায় গলি॥
দয়া কর বৃন্দাবনদাস। পূরাও এ উদ্ধবের আশ॥

২২ পদ। কামোদ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সম, গোপিকার মনোরম, মুরলী আছিল যেই ব্রজে।
শ্রীচৈতন্য অবতারে, ছকড়িচট্টের ঘরে, অবতীর্ণ হৈলা গৌড় মাঝে॥
ভুবনেতে অনুপাম, শ্রীবংশীবদন নাম, প্রকাশিলা হৈয়া দ্বিজমণি।
কত দিন বিহরিলা, করিলা বিবিধ লীলা, অন্তর্ধান হইলা আপনি॥
তাহার নন্দন দুই, চৈতন্য নিতাই এই, চৈতন্যনন্দন ঘরে আসি।
পুনরপি জনমিলা, দ্বিজে ভক্তি দেখাইলা, রামচন্দ্র নাম পরকাশি॥
দয়ার ঠাকুর মোর, অপার করুণা তোর, তুয়া বিনু আর নাহি গতি।
প্রেমদাস অভাগারে, কৃপা কর এই বারে, তিলেক রহুক তোর খ্যাতি॥

২৩ পদ। কামোদ।

নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্টো নাম, মহাতেজা কুলীনসন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তার, রমণীকুলেতে যার, যশোরাশি সদা করে গান॥
তাহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী, শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥
দশমাস দশ দিনে, রাকা চন্দ্র লগ্নমীনে, চৈত্র মাস সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে, গর্ভ হৈতে হইলা উদয়॥
উলুধ্বনি শঙ্খরব, করেন রমণী সব, গোরাচাঁদ আনন্দে নাচয়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, জয় দেয় ঘন ঘন, নানামত বাজনা বাজায়॥
শ্রীঅদ্বৈত আদি কয়, সরলা বংশী উদয়, গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল।
বংশীর জনম গান, প্রেমদাস অগেয়ান, ভক্তমুখে শুনিয়া গাইল॥

২৪ পদ। যথারাগ।

ছকড়ি চট্টের, আবাস সুন্দর, অতি মনোহর স্থল।
গঙ্গাসন্নিধানে, চন্দ্রের কিরণে, সদা করে ঝলমল॥
দেখি আনন্দে হইল ভোরা।
আপনার মনে. ত্রিভঙ্গিমা ঠামে, নাচিছে শরীর গোরা॥ ধ্রু॥
চট্ট মহাশয়, হৈয়া প্রেমময়, দেখিছে গৌরাঙ্গমুখ।
হেন কালে আসি, কহিলেক আসি, হইল নবীন সুত॥
শুনিয়া নিশ্চয়, চট্ট মহাশয়, গৌরাঙ্গ লইয়া কোলে।
হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে নাচিতে চলে॥
দেখিলা তনয়, অঙ্গ রসময়, মুখানি পূর্ণিমার শশী।
গৌরাঙ্গের রূপে, আপনার সুতে, একই স্বরূপ বাসি॥
তবে নানাধন, করে বিতরণ, কি দিব তাহার লেখা।
বিপ্রনারী যত, আইলা কত শত, কপালে সিন্দুররেখা॥
হরিদ্রাচূর্ণ, কলসি পূর্ণ, অন্যে অন্যে সবে দেয়।
নানাবিধ যন্ত্র, করিয়া সুতন্ত্র, আনন্দে কেহ নাচয়॥
শচীর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয়া কোলে।
পুলকিত অঙ্গ, হইয়া ত্রিভঙ্গ, আমার মুরলী বলে॥
চুম্বন করয়ে, বদনকমলে, কতেক আনন্দ তায়।
পূরুব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবল্লভে গায়॥

২৫ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় করে লোক, পাসরিলা দুঃখ শোক, প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত।
সবে হাসে নাচে গায়, কতেক আনন্দ তায়, হরিধ্বনি শুনি চারিভিত॥
অপরূপ চৈতন্য কুমার ১।
প্রতপ্ত কাঞ্চন জিনি, অঙ্গকান্তি হেমমণি, জগমোহনিয়া রূপ যার॥ ধ্রু॥
শুনিয়া চৈতন্যদাসে, হৈলা আনন্দ প্রকাশে, দেখিল বালক-মুখশোভা।
আপনাকে ধন্য মানে, নানাবিধ করে দানে, আনন্দ দেখিতে মনোলোভা॥
কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণে, নিমন্ত্রণ করি আনে, আইলা সবে হাতে দূর্ব্বাধান।
সবাই আশীষ করে, দ্বিজগণ বেদ পড়ে, নানাবিধ করয়ে কল্যাণ॥

১ বংশীবদনের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাস, তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র।

হরিদ্রা সহিত দধি, ঢালে সবে নিরবধি, গন্ধ তৈল কুঙ্কুমাদি যত।
নানা বেশ ভূষা কত, বিলাইছে শত শত, মহোৎসব করে এই মত ॥
নানা বাদ্য বাজে কত, বাদ্যরোল অপ্রমিত, শুনিতে কর্ণেতে লাগে ভালা।
কত শত জন গায়, নৃত্য করি নাচে তায়, কেহ করতালি দেয় ভালা ॥
দিবা নিশি এই মত, অহাবা কহিব কত, সবে করে আনন্দ উল্লাস।
বিবিধ ক্রিয়া যত, কৈলা মন-অভিমত, অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ ॥
জাহ্নবা গোসঞী শুনি, পরম আনন্দ মানি, আসিলেন চৈতন্যের বাসে।
দেখিল বালকশোভা, কাম জিনি মনোলোভা, দশদিক্ রূপ পরকাশে ॥
নানা স্বর্ণ-অলঙ্কার, চিত্রবাস মুক্তাহার, দিলেন বালকে পরাইতে।
যথাযোগ্য সমাধান, বাড়াঞা সবার মান, ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে ॥
বীরচন্দ্র২ কোলে লৈয়া, বসুধা আইলা ধাঞা, বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুতজননী ॥
বস্ত্রগুপ্ত যানে চড়ি, দাসীগণ সঙ্গে করি, আইলেন সব ঠাকুরাণী ॥
দেখিয়া বালক ঠাম, সবে করে অনুমান, এই বংশীবদন প্রকাশ।
করিতে বিবিধ লীলা, পুন প্রভু প্রকটিলা, এ রাজবল্লভ করে আশ ॥

২৬ পদ। বিহাগড়া।

যও কলি রূপ শরীর না ধরিত।
তও ব্রজপ্রেম মহানিধি কুঠরিক কোন্ কপাট উঘারত ॥ ধ্রু ॥
নীরক্ষীর হংসন পান বিধায়ন, কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি ভজি বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিরচিত ॥
যব পীতু বনফুল, ফলত নানাবিধ মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু পান কোন জানত বিদ্যমান করি বন্ধ ॥
কো জানত মথুরা বৃন্দাবন, কো জানত রাধামাধবরতি।
কো জানত ব্রজভাব সব, কো জানত নিগূঢ় পিরীতি ॥
যাকর চরণপ্রসাদে সব জান গাই গাও যাই সুখ পাওত।
চরণকমলে শরণাগত মাধো, তব মহিমা উর লাগত ॥

২৭ পদ। বিহাগড়া।

জয় জয় রূপ মহারসসাগর।
দরশন পরশন চরণ-রসায়ন আনন্দ হৃকে গাগর ॥ ধ্রু ॥

---

২ ইহার অপর নাম বীরভদ্র।

৩১ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন নাম। সকল ভুবন মাহা যছু গুণগ্রাম ॥
তেজল সকল সুখ সম্পদ পার। শ্রীচৈতন্য-চরণযুগল করু সার ॥
শ্রীবৃন্দাবনভূমে করি বাস। লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ ॥
শ্রীগোবিন্দসেবা পরচারি। করল ভাগবত অর্থ বিচারি ॥
যুগল ভজনলীলা গুণ নাম। করল বিথার গ্রন্থ অনুপাম ॥
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ। ভ্রমই বৃন্দাবনে না পাওই থেহ ॥
বিপুল পুলক ভর নয়ন নীর। রাই কানু বলি পড়ই অথির ॥
ভাব বিভূষণ সকল শরীর। অনুখন বিহরই যমুনাতীর ॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই। ভাবই মনোহর সোই গোসাঞী ॥

৩২ পদ। সারঙ্গ।

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। যো দুহুঁ প্রেম ভকতি রসকূপ ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজনক লাগি। শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। মিলন সকল ভকতগণ সাথ ॥
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি। যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি ॥
অনুখণ গৌরচন্দ্র গুণ গায়। ভরল প্রেমে ওর নাহি পায় ॥
কতিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস। মনোহর সতত চরণে করু আশ ॥

৩৩ পদ। বিভাস।

জয় মোর প্রাণ সনাতন রূপ।
বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী, প্রেমসুধাকি কূপ ॥
অগতিন কো গতি দোভায়া, যোগ যজ্ঞকি যূপ।
করুণাসিন্ধু অনাথন বন্ধু, ভক্তসভাকি ভূপ ॥
ভক্তি ভাগবত মতহি আচরণ, কুশল সুচতুর চমুপ।
ভুবন চতুর্দ্দশ বিদিত বিমল, যশ রসনাকো রসভূপ ॥
চরণকমল কোমল রজ ছায়া, মিটত কলি বরিধুপ।
ব্যাস উপাসক, সদা উপাসে, রাধাচরণ অনুপ ॥

৩৪ পদ। বিভাস।

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন।
জিনকে ভক্তি একরস নিবহী প্রীত কৃষ্ণরাধাতন ॥ধ্রু॥

বৃন্দাবন কি সহজ মাধুরী, রোম রোম সুখ পাতন।
সব তেজি কুঞ্জকেলি ভজি, অহর্নিশি অতি অনুরাগ রাধাতন ॥
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণ চৈতন্যকে, কৃপাকলী দৌভ্রাতন ॥
তিন বিন্দু ব্যাসে অনাথন যে সে, সুখে তরুবর পাতন ॥

৩৫ পদ। বরাড়ী।

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞী।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, দিবা নিশি নাহি জানে, তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ॥ধ্রু
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপনমিশ্রের পুত্র, বারাণসী ছিল যার বাস।
নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ সেবিলা দুই মাস ॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি, করিলেন পিতার সেবনে।
তার অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে ॥
মহাপ্রভু কৃপা করি নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গুণি, আসি বৃন্দাবনভূমি, মিলিলেন রূপ সনাতন ॥
দুই গোসাঞী তারে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ, সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে ॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনাপুলিনে রঙ্গে, একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা, অমৃত সমান গাথা, নিরবধি শুনে যার মুখে ॥
পরম বৈরাগ্যসীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা, সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত, শুনিতে পাষাণ হয় পানী ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন, শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে, পড়িনু বিষম ভোলে, কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥

৩৬ পদ। বরাড়ী।

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস চিতে, পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ, মলপ্রায় সকল ত্যজিল ॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণ নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে, গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথদাস, নয়ানগোচর কবে হবে ॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া, গোবর্দ্ধনে শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে, সমর্পণ করিল তাহারে ॥
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ে করে, বিরহে আকুল ব্রজে গেল।
দেহত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে, দুই গোসাঞী তাহারে দেখিল ॥

ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তার জীবন, দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞীর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ডতটে গিয়া, বাস করি নিয়ম করিলা॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান, অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি, রাধাপদ ভজন যাঁহার॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে, স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, একতিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনভৃঙ্গরাজে, স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে, ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত, তার পদে আশ্রিত, অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি, প্রভুর করুণা কবে হবে॥
হে রাধার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব, রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ দামোদর, কৃপা করি কর আত্ম সাথ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন, অন্ধ হৈল এ দুই নয়ান।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি, এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলা-স্থল, দ্রষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব, সবাকারে করয়ে প্রমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে, শুখরুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গ বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে, ফল গব্য করিল আহার।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে, বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণ(১) কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ, উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা, কৃপাকরি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু, হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥
কাঁদে গোসাঞী রাত্রিদিনে, পুড়ি(২) যায় তনু মানে, ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনার দেহ ভার, বিরহে হইল জর জর॥
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, মুখে বাক্য না হয় স্ফূরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে, মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥

---

(১) হরি। (২) ছাড়ি—পাঠান্তর।

সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ, এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভদাস, মনে বড় অভিলাষ, প্রভু মোরে কর পরসাদ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

ধনি ধনি গোবর্দ্ধন দাস ধনি চাঁদপুর গ্রাম।
ধনি গোবর্দ্ধন কো পুরোহিত আচার্য্য বলরাম॥
যছু গৃহ কয়ল ধনি সাধুত হরিদাস।
সাধন ভজন কয়ল বহু রঘু যছুক পাশ॥
গোবর্দ্ধনক নন্দন রঘুনাথ অতিহু মহৎ।
হরিদাস নিয়ড়ে পড়ল ভাগবত॥
সাধন ভজনক ভেদ বাতাওয়ে ভবাম্বুধিক ভেলা।
যেছাগুরু হরিদান জীউ তেছা রঘুনাথ চেলা॥
ধন দৌলত কোঠা এমারত সবহু সম্পদ ছোড়ি।
ভরা যৌবন মে রঘুনাথ দাস ভৈগেল ভিখারী॥
দেশ দেশান্তর ঘুমি ঘুমি বৃন্দাবন চলে শেষ।
কঠোর সাধন কয়ল কত অস্থিচর্ম্ম: শেষ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজি ভজি দেহ কয়ল পাত।
রাধাবল্লভ সো পদপল্লব সদাই ধরত মাথ॥

৩৮ পদ। সুহই।

অনুপ তনয়, সদয় হৃদয়, শ্রীজীব গোসাঞী পহুঁ।
বিতর প্রসাদ, কর আশীর্ব্বাদ, তব পদে মতি রহুঁ
ভক্তি গ্রন্থ সুধা, বিতরিয়া ক্ষুধা, জগতের কৈলা দূর।
তব সম জ্ঞানী, না জানি না শুনি, পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর॥
আবাল্য বৈরাগী, ভক্তি-অনুরাগী, ভাসি ভগবৎ-প্রেমে।
লইয়া খেলিতা, লইয়া শুইতা, নিজে গড়ি বলরামে॥
তুলসীর মালে, সাজাইতা গলে, পরিতা তিলক ভালে।
রাধাকৃষ্ণ নাম, জপি অবিশ্রাম, ভাসিতা নয়ান জলে॥
দেখি তব দৈন্য, নিতাই চৈতন্য, স্বপনে দিলেন দেখা।
সেই হৈতে গৌর, প্রেমে হৈলা ভোর, ছাড়িলা সংসার একা॥
প্রেমকল্পতরু, অবধূতে গুরু, করিয়া তার আদেশে।
কৈলা ব্রজে বাস, এ উদ্ধবদাস, আছে তুয়া পদ-আশে॥

৩৯ পদ। বেলোয়ার।

রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞী। কত ভক্তিগ্রন্থ লেখে লেখা জোকা নাই।
মনের বাসনা আত্মশুদ্ধির কারণ। কতিপয় গ্রন্থ নাম করিব কীর্ত্তন॥
গোপাল বিরুদাবলী, কৃষ্ণপদচিহ্ন। শ্রীমাধব-মহোৎসব, রাধাপদচিহ্ন॥
শ্রীগোপালচম্পূ, আর রসামৃত শেষ। কৃপাম্বুধি স্তব, সপ্ত*সন্দর্ভ বিশেষ॥
সূত্রমালা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চন †। সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, হরিনাম ব্যাকরণ॥ ‡
নিখিল লিখিলা গ্রন্থ কত কব নাম। খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম॥

৪০ পদ। সুহই।

দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, গৌরাঙ্গ যখন গেলা।
ভট্টমারি গ্রামে, শ্রীগোপাল নামে, বেঙ্কটের পুত্র ছিলা॥
পরম পণ্ডিত, অতি সুচরিত, ভট্টপুত্র শ্রীগোপাল।
রাখিয়া প্রভুরে, আপনার ঘরে, সেবা করে সদা কাল॥
পূর্ণ চারি মাস, তাহা করি বাস, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করে।
গোপালের প্রতি, দয়া করি অতি, শক্তি সঞ্চারিলা তারে॥
সে শক্তিপ্রভাবে, মজি ব্রজভাবে, গোপাল বৈরাগ্য লয়।
লইয়া করঙ্গ, বলিয়া গৌরাঙ্গ, ব্রজেতে উদয় হয়॥
রূপাদির সঙ্গে, মিলি প্রেমরঙ্গে, সাধন কৈল অপার।
তাসবার সনে, করিল যতনে, লুপত তীর্থ উদ্ধার॥
শ্রীরাধারমণ, করিলা স্থাপন, পূজা প্রকাশিলা তার।
এ বল্লভদাস, করি বড় আশ, দিয়াছে তোমারে ভার॥

৪১ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌরপ্রেমরসে নিমগন, ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ॥ধ্রু॥
শ্যামর গৌর চরিত চয় বিলপত, বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ।
নিরুপম পহুঁ পরিকর গুণ শুনইতে, ঝর ঝর ঝরই সুকোমল নয়ান॥

---

* পদকর্ত্তা বলরামদাস সপ্তসন্দর্ভের উল্লেখ করেন, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীর জীবনী আমরা ষট্ সন্দর্ভ দেখিতে পাই। বোধ করি ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকা পদকর্ত্তার লক্ষ্য।

† এই গ্রন্থের পূর্ণ-নাম "কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা"।

‡ ইহার প্রকৃত নাম "হরিনামামৃত ব্যাকরণ"।

ঘুমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন, স্বেদবিন্দু সহ তিলকু উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্ত্তনে, তুলসীমাল উরে চঞ্চল থোর॥
সুমধুর গীম, ধুনত অনুমোদনে, ভুজভঙ্গিম করু তরুণ ললাম।
পদতলে তাল, ধরত কত ভাতিক, মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম॥

৪২ পদ। কামোদ।

ও মোর পরাণ-বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু, সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে, আইলেন প্রভুর ভবনে॥
হৃদয় চৈতন্য দেখি, অঝোরে ঝরয়ে আঁখি, ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া॥
শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্মসমর্পণ, একচিতে রহে দাঁড়াইয়া॥
দেখি শ্যামানন্দ রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত, নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তিরীতি, নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল॥
কতক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে, শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য, যাত্রাকালে আজ্ঞা মালা দিলা॥
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখের জলে, সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কতক দিনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে, বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য, আনন্দে ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে, লোটায় ধরণীতলে, বিপুল পুলকময় দেহা॥
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈল যা আছিল মনে, শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি অনুগ্রহ কৈলা, শ্রীদাস গোসাই গুণরাশি॥
শ্রীজীব নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা, তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল, হৃদয়-চৈতন্য-কৃপা হৈতে॥
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন*, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন, হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া, শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায়॥
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইল গোরা গুণে, কারে বা না কৈলা ভক্তিদান।
অধম আনন্দে ভাষে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে, কেবা না পাইল পরিত্রাণ॥
কে জানিবে তার তত্ত্ব, সদা সংকীর্ত্তনে মত্ত, অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে, উৎকলে সুখের নাহি সীমা॥
যে বারেক দেখে তারে, সে ধৃতি ধরিতে নারে, কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু, হবে কি এ নয়নগোচর॥

---

* ভদ্র, শ্রী, লোহ, ভাণ্ডীর, মহা, তাল খদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু, তমাল।

৪৩ পদ। সুহই।

জয় শ্রীল দুঃখী কৃষ্ণদাস গুণ কহিতে শকতি কার।
হৃদয়চৈতন্য পদাম্বুজে সদা চিত-মধুকর যার॥
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জ রাইর নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ নাম বিদিত তথায় চরিত বুঝিবে কে॥
মহামূঢ়মতি উৎকলেতে যার না ছিল ভকতিলেশ।
গৌরপ্রেমরসে, ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ।
পরমদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা যেহো নরহরি দীনে না ছাড়য়ে কভু॥

৪৪ পদ। কামোদ।

শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম, তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
অকুমার বৈরাগ্যেতে, রত বাল্যকাল হৈতে, দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে, জ্ঞানদাস কবি নামে, পূর্ণিমায় হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব, আসেন মহান্ত সব, হয় তাহাদের লীলাখেলা॥
"মদন মঙ্গল" নাম, রূপে গুণে অনুপাম, আর এক উপাধি "মনোহর"।
খেতুরীর মহোৎসবে, জ্ঞানদাস গেলা যবে, বাবা আউল ছিল সহচর॥
কবিকুলে যেন রবি, চণ্ডীদাস তুল্য কবি, জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধাসার, যেন অমৃতের ধার, নরহরি দাস ইহা ভণে॥

৪৫ পদ। ধানশী।

ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস। এ গৌড়মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ॥
সুধামাখা যার পদাবলী। শ্রবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি॥
কবিত্ব-সরসী মাঝে যার। রসিক-মরাল সদা দেয়ত সাঁতার॥
গাইলা ব্রজের গূঢ় রস। দরবে মানস যার পাইয়া পরশ॥
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য। অনুপম কবিত্ব লভিলা করি পুণ্য॥
কোমল চরণপদ্মে তার। করে রাধাবল্লভ প্রণতি বারেবার॥

৪৬ পদ। কামোদ।

জয় কৃষ্ণদাস জয়, কবিরাজ মহাশয়, সুকবি পণ্ডিত-অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ, অপার অসীম গুণ, সবে যারে করে ধন্য ধন্য॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগণ, বর্ণিলেন বৃন্দাবন, অবশেষ যে সব রহিল।
সে সকল কৃষ্ণদাস, করিলেন সুপ্রকাশ, জগমাঝে ব্যাপিত হইল॥
কবিরাজের পয়ার, ভাবের সমুদ্র সার, অল্প লোকে বুঝিবার পারে।
কাব্য নাটক কত, পুরাণাদি শত শত, পড়িলেন বিবিধ প্রকারে॥
চৈতন্য-চরিতামৃত, শাস্ত্রসিন্ধু মথি কত, লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর, লভয়ে ভক্তি প্রচুর, নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ যার, লোকে মানে চমৎকার, যুক্তিমার্গে সবে হারি মানে।
উদ্ধব মূঢ় কুমতি, কি হবে তাহার গতি, কবিরাজ রাখহ চরণে॥

৪৭ পদ। কামোদ।

জয়সেন পরমানন্দ, কর্ণপুর কবিচন্দ্র, প্রভু যারে কহে পুরিদাস।
শিবানন্দ-ঔরসেতে, জন্মিলা কাচ্না-পাড়াতে, সপ্তবর্ষে কবিত্ববিকাশ॥
মহাপ্রভু দয়া কৈলা, পাদাঙ্গুষ্ঠ মুখে দিলা, সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা
সাত বৎসরের শিশু, আশ্চর্য্য কবিত্ব আশু, সেই শক্তিপ্রভাবে লভিলা॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়, স্তবাবলী গ্রন্থচয়, রচিলেন কবি কর্ণপুর।
যা শুনি ভক্তি উদয়, নাস্তিকতা নষ্ট হয়, অবৈষ্ণব-ভাব হয় দূর॥
কর্ণপুরগুণ যত, এক মুখে কব কত, চৈতন্যের বরপুত্র যেঁহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি, জ্ঞানচক্ষু দান করি, কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ॥

৪৮ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলিকলুষবিভঞ্জন, নিরমল গুণগণ জনমনোহারী॥ধ্রু॥
প্রবল প্রতাপ পূজ্য পরমাদ্ভুত, ভক্তিপ্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম হেম সম উজ্জ্বল, ঝলকত অতিশয় সুখদ শরীর॥
শ্যামানন্দচরণ চিত চিন্তন অনুখন সংকীর্ত্তনরস পান।
যাকর সরবস, গৌরচন্দ্র বিনু, কি হব স্বপনে না জানয়ে আন॥
অপরূপ কীর্ত্তি লসত ত্রিজগত মধি, কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদারচরিত চারু কছু, সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম॥

৪৯ পদ। পূরবি।

জয় জয় হরিরাম আচার্য্যবর্য্য আশ্চর্য্য চরিত চিতহারী।
গুণগণ বিশদ, বিপদমদমর্দ্দন, মধুর মূরতি মুদবর্দ্ধনকারী॥

পহুঁ-পদ-বিমুখ, অসুর-দুর্জ্জয়জয়-কারক কীর্ত্তি জগত প্রচার।
পরম সুধীর, ধীরধৃতিহারক, করুণাময় মতি, অতিহুঁ উদার॥
অনুখন গৌরপ্রেমভরে উনমত, মত্ত করীন্দ্র নিন্দি গতি জোর।
সংকীর্ত্তনরস লম্পট পটু বৈষ্ণব-সেবা-সুখ কো কহুঁ ওর॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থকথন অনুপম বরষত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন, ভণব কি নরহরি মহিমা অপার॥

৫০ পদ। মঙ্গল।

অনুক্ষণ গৌর প্রেমেরসে গর গর, ঢর ঢর লোচনে লোর।
গদগদ ভাষ হাস ক্ষণে রোয়ত আনন্দে, মগন ঘন হরিবোল॥
পহুঁ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রামচন্দ্র পহুঁ বিহরত সঙ্গে নরোত্তম দাস॥ধ্রু॥
ব্রজপুরচরিত, সতত অনুমোদই, রসিক ভকতগণ পাশ।
ভকতিরতন ধন, যাচত জনে জন, পুন কি গৌর-পরকাশ॥
ঐছে দয়াল কবহুঁ না হেরিয়ে, ইহ "ভুবন চতুর্দ্দশে"১।
দীনহীন পতিতে, পরম পদ দেয়ল, "বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে"২॥

৫১ পদ। পাহিড়া।

আরে মোর আচার্য্য ঠাকুর।
দয়ার সাগর বড়, জগভর বিথারল, রাধাকৃষ্ণ-লীলারসপূর॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের হেন, নিরুপম গুণগণ, দ্বিজরাজ গৌড়ভুবনে।
মল্লভূপতি আদি, হরিরসে উনমাদি, ভেল যার করুণা কিরণে॥
যত্ন করিয়া অতি, রসলীলা গ্রন্থ ততি, বৃন্দাবনভূমি সঞে আনি।
রাধাকৃষ্ণ-রাসলীলা, দেশে দেশে প্রচারিলা, আস্বাদন করিয়া আপনি।
এমন দয়াল পহুঁ, চক্ষু ভরি না দেখিলুঁ, হৃদয়ে রহল শেল ফুটি।
এ রাধাবল্লভ দাস, করে মনে অভিলাষ, কবে সে দেখিব পদ দুটী॥

৫২ পদ। পাহিড়া।

জয় প্রেমভক্তিদাতা সদয়হৃদয়। জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময়॥
শ্রীচৈতন্যচাঁদের হেন নিরুপম গুণ। অসীম করুণাসিন্ধু পতিতপাবন॥

(১) চতুর্দ্দশ ভুবন মাঝে। (২) ধরণী বঞ্চিত নিজ কাজে—পাঠান্তর।

দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর। বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা প্রচুর॥
গৌরাঙ্গলীলা যত করে আস্বাদন। গৌর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে। দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরণ করে॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে। শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে॥

৫৩ পদ। ধানশী বা মঙ্গল।

প্রভু দ্বিজরাজ বর, মূরতি মনোহর, রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস, প্রকাশিল "হরিনাম,"১ "স্বরূপ কর তাহা২ গান॥
কনকবরণ তনু, প্রেমরতন জনু, কণ্ঠহি তুলসীক মাল।
গৌর প্রেমভরে, অহর্নিশি আঁখি ঝুরে, হেরি কাঁপয়ে কলিকাল॥
শ্রীমদ্ভাগবত, উজ্জ্বল গ্রন্থ যত, দেশে দেশে করিলা প্রচার।
পাষণ্ড অধম জনে,৩ করু অবলোকনে, সবাকারে করল উদ্ধার॥
ভকত প্রিয়তম, ঠাকুর নরোত্তম, রামচন্দ্র প্রিয় দাস।
অধম নিতান্ত, গোপীকান্ত হৃদয়ে, চরণ পঙ্ক কর পরকাশ॥

৫৪ পদ। সারঙ্গ।

জয় জয় গুণমণি শ্রীশ্রীনিবাস।
ধনি ধনি অবনীভাগ কিয়ে অপরূপ, গৌর প্রেমময় মূরতিপ্রকাশ॥ ধ্রু॥
কুঙ্কুম কনক, কুন্দ জিনি তনুরুচি, রুচির বচন বিধু অধর সুচার।
মধুরিম হাস, ভাষ মৃদু মঞ্জুল, জনু বরিষয়ে নব অমিয় অপার॥
চন্দন তিলক, ভাল ভরু নিরুপম, ডগমগ লোচন-কমল বিশাল।
কোমল ভুজযুগ, জানু বিলম্বিত, কম্বুকণ্ঠ উর মণ্ডিত মাল॥
শোহই পহিরণ, বসন কৃশোদর, ত্রিবলী সুবলিত নাভি অভিরাম।
উরু উরু পর্ব্ব, জঙ্ঘ হ রঞ্জন, পদনখ নিছনি দাস ঘনশ্যাম॥

৫৫ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য, জগতজন-জীবন, পরম রসিক গুণধাম।
পামর অগতি পতিত গতিদায়ক, দীনবন্ধু বর চরিত ললাম॥
সুললিত ভাব ভূষণে অতি ভূষিত, চম্পক শোণ কুসুম সম দেহ।
নিরুপম গৌরচন্দ্র প্রিয় পরিকর, যাহে হেরি হিয় না বাঁধয়ে থেহ॥

(১) স্বরূপ (২) হরিনাম করতহি (৩) খলে—পাঠান্তর।

ভুবন-সুবন্দিত, প্রেমরস বাদর, সুখদ নরোত্তম পহুঁ যছু প্রাণ।
নিরবধি যুগল কেলি অমিঞা পীবি, মাতি বিলসে কি রচব করি আন॥
মরি মরি যাক চরণকিঙ্কর, করুণাময় রামচন্দ্র কবিরাজ।
কহব কি এ নব ভকতিকলপতরু, নরহরি লাগি রোপল মহা মাঝ॥

৫৬ পদ। ধানশী।

কোথা প্রভু দয়াল ঠাকুর শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস॥
অহে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে। কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥
মোর মন অনিবার বেড়িয়া বিষয়। যত পাপে ডুবাইল কহিলে না হয়॥
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচার। কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধার॥
জয় জয় দীনবন্ধু পতিতপাবন। জয় জয় প্রেমদাতা দেহ প্রেমধন॥
এই নিবেদন করোঁ চরণে তোমার। এ রাধামোহনে এবার করহ উদ্ধার॥

৫৭ পদ। কামোদ।

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীনতারণ, প্রেম রসায়ন, ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥
কাঞ্চন-বরণ-হরণ-তনু-সুললিত, কৌশিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি, কহত ভাগবতে, ঐছে বরণ তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি, প্রকট সুচরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
যুগল ভজন গুণ, লীলারস আস্বাদন, গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনু অধমে, শরণ কো দেয়ব, গোবিন্দদাস অনাথে॥

৫৮ পদ। কামোদ।

ও মোর জীবন প্রাণ, পরম করুণাবান, আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চনদেহ, জগতে বিদিত যেহ, শ্রীচৈতন্য প্রেমের প্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত, কহিতে কি জানি গুণগণ।
অলপ বয়স হৈতে, বিদ্যায় নিপুণচিতে, চিন্তে সদা চৈতন্যচরণ॥
একদিন রাত্রশেষে, শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে, নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীনিবাস পাশে আসি, স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাসি, কহে শ্রীনিবাস মুখ চাঞা॥
যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন, রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
[illegible] তোমা দ্বারে, এত কহি বারে বারে, নিত্যানন্দ কৈল সমর্পণ॥

হেন কালে স্বপ্নভঙ্গ, ধরিতে নারয় অঙ্গ, শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।
নীলাচল গৌড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে, বৃন্দাবন গমন করিলা॥
কত অভিলাষ মনে, উলাসে অলপদিনে, মথুরানগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, এ দুঁহার অদর্শন, শুনি তথা মূর্চ্ছিত হইল॥
কাঁদয়ে চেতন পাঞা, কহে ভূমে লোটাইয়া, হাহা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এসব খেলা, কি লাগিয়া রাখিলা জীবন॥
ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন, স্বপ্নচ্ছলে আসি প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া, নেত্রবারি নিবারিয়া, কহে অতি সুমধুর ভাষে॥
শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্মসমর্পণ, শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুখ, পাইবে পরম সুখ, ঐছে দেখা দিব দুই জনে॥
এত কহি অদর্শন, হৈল রূপ সনাতন, শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেমধারা দুনয়নে, বৃন্দাবনশোভা নিরখিয়া॥
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে, গোস্বামিগণেরে মিলাইল।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে, অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে, শ্রীগোপালভট্ট শিষ্য কৈল॥
শ্রীজীব গোসাঞীর যত, স্নেহ কে কহিবে কত, করাইলা শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
শ্রীবাস আনন্দ মনে, প্রিয় নরোত্তম সনে, কিছু দিনে হইলা মিলন॥
নরোত্তমে লৈয়া সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে, গোবিন্দের আজ্ঞা-মালা পাঞা
গোস্বামীর গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ, শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হৈয়া॥
গৌর প্রেমসুধাপানে, সদামত্ত সংকীর্ত্তনে, জগতে ঘোষয়ে যশ যার।
কহে নরহরি দীনে, উদ্ধারে আপন গুণে, এমন দয়াল নাহি আর॥

৫৯ পদ। কামোদ।

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরালে মনের আশ, তুয়া বিনু গতি নাহি[১] আর।
আছিনু বিষয়কীট, বড়ই লাগিত মিঠ, ঘুচাইল রাজ-অহঙ্কার॥
করিতু গরল পান, সে ভেল[২] ডাহিন বাম, দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পীব পীব করে মন, সব ভেল উচাটন, এ সব তোমার ব্যবহার॥
রাধাপদ-সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী, গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধিকাগণ[৩] সহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ, জানাইলা দুহুঁ প্রেমরীত॥

(১) পদে কি বলিব (২) রহিল (৩) শ্রীরাধারমণ পাঠান্তর।

যমুনার১ কূলে যাই, "তীরে সখী"২ ধাওয়া ধাই, রাধা৩ কানু বিলাসয়ে সুখে।
এবীর হাম্বীর হিয়া, ব্রজ "পুর সমাধিয়া"৪, যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥

৬০ পদ। ভাটিয়ারি।

জয় রে জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম, প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাঁকো মন্ত্রী, অভিন্ন-কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ॥
প্রেম-মুকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী, অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতুরি মাহা বৈঠত, সঙ্গহি ভকতসমাজ॥
সনাতনরূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত, অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জ্বল রস, পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয়রস-উনমত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ জ্ঞানব্রত, আদিভয়ে ভাগত, রোয়ত করম-গেয়ান॥
ভাগবত, শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন, তাক গৌরব করু আপ
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত চৌর, দূরহি ভাগি রহু, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীনহীন জনে, দেয়ল ভকতিধনে, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

৬১ পদ। বেলাবলী।

জয় জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার।
জগজনরঞ্জন, কনক কঞ্জরুচি, জনু মকরন্দ বরিষে অনিবার॥ধ্রু॥
ঝলমল বিপুল, পুলক কুল মণ্ডিত, নিরুপম বদনে নিরত মৃদু হাস।
টলমল নয়ন, করুণ রসরঞ্জিত, হরই শ্রবণ মন বচন বিলাস॥
নিরুপম তিলক, ললাট মধুরতর, তুলসী মাল কুলকণ্ঠ উজোর।
সুবলনি বাহু, ললিত কর পল্লব, পরিসর উর উপমা নহ থোর॥
কটিতট ক্ষীণ, নীল নব অম্বর, পীন প্রবর উরু গঢ়ল সুঢ়ার।
কোমল চরণ, যুগল অতি শীতল, বিলসত নরহরি হৃদয় মাঝার॥

৬২ পদ। কামোদ।

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ কুসুম জনু, জিনিয়া কনক দেহজ্যোতি॥
অম বয়স তায়, কোন সুখ নাহি ভায়, গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া, গমন করিলা ব্রজপুরে॥

---

(১) কালিন্দীর (২) সখীগণে (৩) রাই (৪) ভূমি সদা বেঁধ্যা—পাঠান্তর।

প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দমনে, লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাথ, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিল॥
নরোত্তম-চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী, প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে, যে মর্ম্ম তা কেবা জানে, প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ॥
শ্রীরাধা বিনোদ দেখি, সদায় জুড়ায় আঁখি, প্রভু লোকনাথ-সেবারত।
ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে, মহানন্দ বাঢ়ে মনে, পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত॥
প্রভু অনুমতি মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে, ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা॥
কিবা সে মধুর রীতি, খেতুরী গ্রামেতে স্থিতি, সেবে গৌর শ্রীরাধারমণে।
শ্রীবল্লভীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম, রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহনে॥
এ ছয় বিগ্রহ মেন, সাক্ষাত বিহরে হেন, শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে, নরোত্তম মহারঙ্গে, ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে॥
নরোত্তম গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত, প্রেমবৃষ্টি যার সংকীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌরচন্দ্র, নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে॥
গৌরগণ প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি, বৈষ্ণবসেবনে যার ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে দান, নির্ম্মল ভকতি চিন্তামণি॥
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইলা গোরাগুণে, বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে।
অলৌকিক ক্রিয়া যার, হেন কি হইবে আর, সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে॥
কহে নরহরি হীন, হবে কি এমন দিন, নরোত্তম পদে বিকাইব।
সঘনে দুবাহু তুলি, প্রভু নরোত্তম বলি, কাঁদিয়া ধূলায় লোটাইব॥

৩ পদ। দেশপাল।

জয় শুভমণ্ডিত, সুপণ্ডিত, নরোত্তম মহাশয়, মনোজ্ঞ সব রীতবর,
গৌরব গভীর অতি ধীর গুণধাম।
প্রেমময়রূপ, রসকূপ, উপমারহিত মত্ত দিন রাতি ব্রত গান নবতান,
গতিনৃত্য হৃতচিত্ত মৃদু অঙ্গ অভিরাম॥
সেবন সুবিগ্রহ, নিরন্তর, মহা মুদিত গৌর হরিভক্ত প্রিয়পাত্র,
করুণা বিদিত দীন জন বন্ধুকৃত পূর্ণ সব কাম।
মঞ্জুতর কীর্ত্তি, জগভূষণ ন দূষণ অপার গুণ পার নাহি পায়ত,
কবীন্দ্রগণ গায়ত অনুক্ষণ হি দাস ঘনশ্যাম॥

৬৪ পদ। সুহই।

হেন দিন শুভ পরভাতে।
শ্রীনরোত্তম নাম, পহুঁ মোর গুণ১ধাম, বারে একস্মৃতি হয় যাতে ॥ধ্রু॥
যাহার সঙ্গতি কাম, শ্রীল কবিরাজ নাম, ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর।
ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস, খেতুরী করিলা বাস, প্রাণ সমতুল কলেবর ॥
নিত্যানন্দ ঘরণী, জাহ্নবা ঠাকুরাণী, ত্রিভুবনে পূজিতচরণ।
যাহার কীর্ত্তন কালে, রুধির পুলক মূলে, দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ ॥
ভাব দেখি আপনি, জাহ্নবা ঠাকুরাণী, নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিতপাবন নাম ধর, বল্লভে উদ্ধার কর, তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥

৬৫ পদ। মঙ্গল।

ভুবনমঙ্গল গোরা, গুণে লোকনাথ ভোরা, সুখে নরোত্তমে দয়া করি।
রাধাকৃষ্ণলীলা গুণ, নিজ শক্তি আরোপণ, পিয়াইল গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥
অনুক্ষণ গোরা রঙ্গে, বিলসে বৈষ্ণব সঙ্গে, প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়া।
শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি, নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়া ॥
নরোত্তম দীনবন্ধু, জীবেরে করুণাসিন্ধু, রূপে গুণে রসের মূরতি।
রাধাকান্ত না দেখিয়া, সদাই বিদরে হিয়া, কে বুঝিবে ঐছন পিরীতি ॥
মোর ঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম দয়াময়, দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন।
বল্লভ ছাড়িয়া পাকে, আকুল হইয়া ডাকে, অহে নাথ লইনু শরণ ॥

৬৬ পদ। ধানশী।

নরোত্তম আরে মোর বারেক তোমারে পাও।
সে গুণ গাইয়া মুঞি মরিয়া না যাও ॥ধ্রু॥
সে ফোঁটা ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি। ঈষৎ মধুর হাসি বিজুরির কাঁতি ॥
ফুটিয়া রহিল শেল সেহ নহে ব্যথা। মরমে মরম দুখে কি কহিব কথা ॥
মো মেনে মরিয়া যাও সে গুণ ঝুরিয়া। বল্লভদাসের লহ আপন করিয়া ॥

৬৭ পদ। মঙ্গল।

নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য, অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধকশ্রেষ্ঠ, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ, ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার ॥

১ গৌর—পাঠান্তর।

চন্দ্রিকা পঞ্চম* সার, তিন মণি† সারাৎসার, গুরুশিষ্যসংবাদ পটল‡।
ত্রিভুবনে অনুপাম, "প্রার্থনা" গ্রন্থের নাম, "হাটপত্তন" মধুর কেবল॥
রচিলা অসংখ্য পদ, হৈয়া ভাবে গদ গদ, কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে, যেবা পড়ে, যেবা তাহা গান করে, সেই জানে পদের গৌরব॥
সদা সাধু মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্য আসি পুনি, নরোত্তম রূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার, বল্লভে করহ পার, জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা॥

৬৮ পদ। মঙ্গল।

রামচন্দ্র কবিরাজ, বিখ্যাত ধরণী মাঝ, তাহার কনিষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ।
চিরঞ্জীবসেন-সুত, "কবিরাজ" নামে খ্যাত, শ্রীনিবাস শিষ্য কবিচন্দ্র॥
তেলিয়াবুধরি গ্রামে, জন্মিলেন শুভক্ষণে, মহাশাক্তবংশে দুই ভাই।
পরে পিতৃধর্ম্মত্যাগী, ঘোরতর পীড়া লাগি, বৈষ্ণব হইলা দোঁহে তাই॥
হইল আকাশবাণী, কহিলেন কাত্যায়নী, গোবিন্দ গোবিন্দপদ ভজ।১
বিপত্তে মধুসূদন, বিনে নাহি অন্য জন, সার কর তার পদরজ॥
শ্রীখণ্ডের দামোদর, কবিকুলে শ্রেষ্ঠতর, গোবিন্দের হন মাতামহ।২
সুরগুরু সঙ্গে যার, তুলনায় বারে বার, লোকে যশ গায় অহরহ॥
বুঝি মাতামহ হৈতে, কবিকীর্ত্তি বিধিমতে, পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।
কহে দীন নরহরি, তাই ধন্য ধন্য করি, গায় গুণ পণ্ডিতসমাজ॥

৬৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ।
সুললিত রীত, নামরত নিরবধি, মগন আনন্দ মহোদধি মাঝ॥ধ্রু॥
শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যবর্য্য-যুগচরণ কঞ্জরজ ভজন বিভোর।
তছু গুণ চরিত অমৃত নিত পান সুপ্রেম অতুল তুলনা নহ থোর॥

---

* প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, এই পাঁচ।

† সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, এই তিন।

‡ সম্পূর্ণ নাম "উপাসনা-পটল"।

(১) "গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥" (প্রেমবিলাস)
"আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার। গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার॥" (ভক্তমাল)
"হেন কালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারো না ঘুচে দুর্গতি॥" (ভক্তিরত্নাকর)

(২) "পাতালে বাসুকি বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি। গৌড়ে গোবর্দ্ধন ভক্তা, খণ্ডে দামোদর কবি।" (সঙ্গীতমাধব)

রসময় শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থ পঠন অনুভব নহু মর্ম্ম।
শ্রীল নরোত্তম সঙ্গ সতত অতি প্রীতি বিদিত অদভুত সব কর্ম্ম॥
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি ধীর মহামন গৌরচরিত্র।
নির্ম্মল প্রেমপ্রচার চারু গুণ যাক কার্য্য করু ভুবন পবিত্র॥
কর্ণপুর পরিপূর্ণ প্রেমরস রসিক অনন্য হরষ দিন রাতি।
সুঘড় নৃসিংহ সিংহ সম বিক্রম ভাব প্রবল অবিরত বহু মাতি॥
শ্রীভগবান্ ভাব ভর ভূষিত চতুর-শিরোমণি চরিত গভীর।
গুণমণি গোকুল গৌরচন্দ্র-গুণকীর্ত্তনে অনুখন হোত অথির॥
শ্রীবল্লভীকান্ত করুণার্ণব ভক্তিপ্রচারক অধিক উদার।
গোপীরমণ নৃত্যগীতপ্রিয় পূজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ অপার॥
দ্বিজকুল উজ্জ্বলকারী চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্যামাদাসাখ্য কৃপাল।
কো সমুঝব তছু চরিত সুধাময় ত্রিভুবন বিদিত সুকীর্ত্তিবিশাল॥
রামচরণ চিতচোর চতুরবর পণ্ডিত পরম কৃপার্ণব ধীর॥
গৌর নিতাই নাম শুনইতে যছু ঝর ঝর নয়নযুগলে ঝরু নীর॥
শ্রীমদ্ব্যাস বিদিত বিদগধ অতি সঘনে জপতহি সুমধুর হরিনাম।
রোয়ত খনে খনে কম্প পুলক তনু লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাম॥
শ্রীগোবিন্দ গৌরগুণ লম্পট ভাসত প্রেমসমুদ্র মাঝার।
শ্রীশ্রীদাস রসিক-জন-জীবন দীনবন্ধু-যশ বিশদ বিথার॥
গোকুল-চক্রবর্ত্তী গুণসাগর কি কহব জগভরি মহিমা প্রকাশ॥
শ্রীমদ্রূপ ঘটক ঘটনাকৃত নিত্যচিত্ত মতি যুগল বিলাস॥
শ্রীরাধাবল্লভ মণ্ডল মহী মণ্ডিত গুণ আনন্দ স্বরূপ।
পরিকর সহিত গৌর যছু সরবস পরম উদার ভক্তিরসভূপ॥
নৃপতি বীর হাম্বীর বীরবর করি দুঃখ দূর পূরই অভিলাষ।
কাতর উর নরহরি সুপুকারত চরণ নিকট রাখহ করি দাস॥

৭০ পদ। মঙ্গল।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, বন্দিত কবিসমাজ, কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাহার দ্বারে, দাসীভাবে সদা ফিরে, অলৌকিক কবিশিরোমণি॥
ব্রজের মধুর লীলা, যা শুনি দরবে শিলা, গাইলেন কবি বিদ্যাপতি॥
তাহা হৈতে নহে ন্যূন, গোবিন্দের কবিত্ব গুণ, গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

অসম্পূর্ণ পদ বহু, রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ, পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে, শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে, সে সকল করিল পূরণ॥
এমন সুন্দর তাহা, আচার্য্য রত্ন শুনি যাহা, চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে, "কবিরাজ" শ্রীগোবিন্দে, উপাধিটী করিলা প্রদানে॥
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি, সাধন ভজন ভক্তি, অতুলন এ মহীমণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি, কবিকুলে যেন রবি, এ বল্লভ দড় করি বলে॥

৭১ পদ। বেলাবলী বা গৌরী।

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী[১] অতি ধীর গভীর।
ধৈরজহরণ বরণ বর মাধুরী, নিরুপম মৃদুতর রুচির শরীর॥
অবিরত সংকীর্ত্তনরস লম্পট ললিত নৃত্যরত প্রেমবিভোর।
শ্রীল নরোত্তম চরণ-সরোরুহ, ভজনপরায়ণ ভুবন উজোর॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃতপানে, মগন মন সতত উদার॥
শ্রীগোবিন্দ মনোহর বিগ্রহ, যজ্জীবন ধন প্রাণ আধার॥
পরম দয়াল, দীনজন-বান্ধব, প্রবল প্রতাপ তাপতমহারী।
বরণি না শকতি কি রীতি অতি অদভুত বিদিত, দাস নরহরি সুখকারী॥

৭২ পদ। গৌরী।

জয় জয় রামকৃষ্ণ আচার্য্য সুধীর মহাশয় সুখদ উদার॥
ভাবাবেশে নিরন্তর কীর্ত্তন লম্পট, অতিশয় সুঘড় প্রচার॥
সুখময় রসিকজন-মনরঞ্জন, তাপপুঞ্জতম-ভঞ্জনকারী।
দ্বিজকুল মণ্ডল গুণগণমণ্ডিত বড় দুর্ম্মুখ-মদহারী॥
শ্রীমন্মোহন রায়, সুবিগ্রহ সেবা, সতত নিযুক্ত প্রধান।
অদ্ভুতারতি উলসিতা দিবানিশি, গৌরচন্দ্র চরিতামৃতপান॥
পরম দয়াল নরোত্তমপদযুগ, বহু-সর্ব্বস্ব ন জানত অন্য।
কো সমুঝব উহ রীত, রুচির যশ গায়ত, নরহরি মানত ধন্য॥

৭৩ পদ। টোরি।

জয় জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বর। জয় শান্তিপুরনগর-সুধাকর॥
জয় বসু জাহ্নবীদেবী-হৃদয়হর। জয় জয় সীতামোদ-কলেবর॥

---

(১) শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রধান শিষ্য।

বীর তাত জয় জীবপ্রিয়ঙ্কর। জয় জয় অচ্যুত-জনক মহেশ্বর ॥
জয় জয় গৌর অভিন্ন-কলেবর। ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥

৭৪ পদ। যথারাগ।

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়, স্বরূপ রামানন্দ রায়।
সুমধুর নিগূঢ় গৌর-রস জগজনে, জানল যাক কৃপায় ॥
জয় গদাধর নরহরি শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর দাস গদাধর, মুকুন্দ মুরারি হরিদাস ॥ ধ্রু ॥
বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
জয় বৃন্দাবন দাস গৌররসে, জগজনে কয়ল সন্তোষ ॥
জয় জয় অনন্ত দাস নয়নান্দ, জ্ঞানদাস যদুনাথ।
শ্রীরূপ সনাতন, জয় জয় শ্রীজীব, ভট্টযুগল রঘুনাথ ॥
জয় জয় কৃষ্ণদাস কবি ভূপতি, গৌর-ভকতগণ আর।
বৈষ্ণবদাস-আশ পরিপূরহ দেহ চরণরজঃ সার ॥

৭৫ পদ। ধানশী।

গোরাগুণে আছিল ঠাকুর শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস ॥
একই কালে কোথা গেলে দেখিতে না পাই। থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥
যে করিলা জগজ্জনে করুণাপ্রচার। কোথা গেলা দয়াময় আচার্য্য আমার ॥
হৃদয় মাঝারে আমার রহি গেল শেল। জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশ না ভেল ॥
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ। সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বল্লভদাস ॥

৭৬ পদ। ধানশী।

প্রভু আচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়। রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমরসময় ॥
এ সব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ। উজ্জ্বল ভকতি-কথা করিনু শ্রবণ ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান। পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান ॥
এককালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে। দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে ॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুহু আছিনু সেখানে। যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে ॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা। ভিটা লোওরিয়া কাঁদে কুকুর এমতি আছে কোথা
বল্লভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল। এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল ॥

৭৭ পদ। যথারাগ।

কি কহব পরিকর পরম উদার।

নিরুপম গৌরবদন অমৃতাকর তাকর অমিয় পীয়ত অনিবার ॥ ধ্রু ॥

কত কত যতন করত ধৃতি ধরইতে অনুখন অথির বিবশ রসে মাতি।

অপরূপ ভাব ভূরি ভূষণ বর ভূষিত শুভ শোভা বহু ভাঁতি ॥

কাহুক পুলকিত গাত বাত নহি নিকসত গদ গদ কণ্ঠ সুচার।

কাহুক কম্প কাঁপাওত জনম কাহুক নয়নে বহত জলধার ॥

কোউ ফিরত ভুজ ভঙ্গী করু কোউ মধুরিম নাম উচরি বেরি বেরি।

কোউ হসত মৃদু নাচত ঘন ঘন নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি ॥

৭৮ পদ। সুহই।

প্রাণ মোর সনাতন, রঘুনাথ জীবন, ধন মোর শ্রীরূপ গোসাঞী।

শ্রীরঘুনন্দন পতি, তাহা বিনু নাহি গতি, যার গুণে ভবভয় নাই ॥

ঠাকুর মোর রামানন্দ, স্বরূপ জগদানন্দ, শ্রীনিবাস মুরারি গোবিন্দ।

কুল শীল জাতি মোর, নরহরি গদাধর, মুকুন্দ মাধব শুভানন্দ ॥

আচার বিচার মোর, পণ্ডিত শ্রীদামোদর, সুলোচন লোচন আমার।

দান ব্রত তপ ধর্ম্ম, জপ যজ্ঞ জ্ঞান কর্ম্ম, পুণ্য মোর নাম সবাকার ॥

হরিদাস আশ মোর, ঠাকুর শ্রীসুন্দর, বনমালী শ্রীধর মাধাই।

গোপীনাথ বক্রেশ্বর, গৌরীদাস কশীশ্বর, পুরিদাস শিখাই নন্দাই ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র, এ তিন ঠাকুর সর্ব্বেশ্বর।

যাহার করুণা পাঞা, পঙ্গু ধায় মত্ত হৈয়া, আশা করে দুখিয়াশেখর ॥

৭৯ পদ। ধানশী।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপসুধাকর দেব।

জয় পদ্মাবতীনন্দন পহুঁ মঝু শ্রীবসু জাহ্নবী সেব ॥ ধ্রু ॥

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি সুখ শান্তিপুরচন্দ্র।

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, রসময় আনন্দ কন্দ ॥

জয় মালিনীপতি, সদয় হৃদয় অতি, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।

গৌরভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার ॥

ইহ সব ভুবনে, প্রেমরসসিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ।

আপন করমদোষে ভেল বঞ্চিত, মূঢ়মতি বৈষ্ণবদাস ॥

৮০ পদ। বরাড়ী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়। জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর কৃপাময়।
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালু হৃদয়। জয় শ্রীলরূপ রস-সম্পদ-নিলয়॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণাসাগর। জয় রঘুনাথ যুগ কৃপাপূর্ণান্তর॥
জয় শ্রীজীব গোসাই দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলিকালে। উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ। এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥

৮১ পদ। বরাড়ী।

জয় শ্রীনৃসিংহ পুরি পরমানন্দ পুরি। মাধবেন্দ্র পুরি শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরি॥
জয় উদ্ধারণ দত্ত গোবিন্দ মুকুন্দ। জয় কাশী মিশ্র কাশীশ্বর শুভানন্দ॥
জয় বাসুদেব দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম। জয় রায় রামানন্দ ভক্ত সর্ব্বোত্তম॥
গোপীনাথ বাণীনাথ ঈশান সঞ্জয়। হলায়ুধ শুক্লাম্বর ভূগর্ভ বিজয়॥
জয় শ্রীনৃসিংহদাস গুপ্ত নারায়ণ। মিশ্র শ্রীবল্লভ আর মিশ্র সনাতন॥
জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। চিরঞ্জীব জনার্দ্দন জয় শ্রীকংসারি॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য চন্দ্রশিখর দাস। পুরন্দর আচার্য্য শ্রীধর গোপাল দাস॥
কুবের পণ্ডিত জয় শ্রীঅনন্ত দাস। শিখাই নন্দাই পুর মোহনের আশ॥

৮২ পদ। কামোদ।

শ্রীচৈতন্য পরিকর, সবে করুণাসাগর, শক্তিমন্ত সুধীর পণ্ডিত।
এক গুণে এক জনে, অতুলন ত্রিভুবনে, সবার বাসনা লোকহিত॥
বড় সাধ হয় মনে, মিলিয়া তাদের সনে, সদানন্দে দুবাহু বাজাই।
মুখে গৌর গৌর বলি, সদা ফিরি বুলি বুলি, প্রেমেতে গোরার গুণ গাই॥
মধুপুর বৃন্দাবন, ক্ষেত্র গিরি গোবর্দ্ধন, নানাদেশে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
ভাগবতের সার মর্ম্ম, চৈতন্যের সার ধর্ম্ম, দেশে দেশে ফিরি প্রচারিয়া॥
কিন্তু কুকর্ম্মের ফলে, না জন্মিনু সেই কালে, না ভুঞ্জিনু সে সুখ আনন্দ।
প্রভুর প্রিয় পরিকর, সবে অঙ্গীকার কর, কহে বলরাম মতি মন্দ।

৮৩ পদ। কামোদ।

এই অভিলাষ মনে, গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে, মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গ, নদীয়াবিহার রঙ্গ, সে সুখসায়রে যেন ভাসি॥
লক্ষ মুখে ক্ষণে ক্ষণে, বসুধা জাহ্নবী সনে, নিতাইচাঁদের গুণ গাই।

সীতা সহ সীতানাথে, মস্তক বন্দিয়া মাথে, তার যশে জগত ভাসাই ॥
গদাধর নরহরি, স্বরূপ ফুৎকার করি, নাচি সদা কাঁধতালি দিয়া।
শ্রীনিবাস বনমালী, দাস গদাধর বলি, আনন্দে উমরে যেন হিয়া ॥
হরিদাস বক্রেশ্বর, রামানন্দ দামোদর, গৌরীদাস শ্রীরঘুনন্দন।
মুরারি মুকুন্দরাম, লৈয়া এ সভার নাম, নিরন্তর করিয়ে কীর্ত্তন ॥
শচী মিশ্র জগন্নাথ, প্রভুর জননী-তাত, পদ্মাবতী হারাই পণ্ডিত।
জগত বিদিত গুণে, ঐ সভার শ্রীচরণে, জনমে জনমে রহুঁ চিত ॥
শ্রীমাধব রত্নাবতী, মালতী মাধবী অতি, স্নেহবতী দময়ন্তী দেবী।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কন্দ, দয়াময় বীরচন্দ্র, ও পদপঙ্কজ যেন সেবি ॥
শ্রীবল্লভ সনাতন, সদাশিব সুদর্শন, নন্দন বিজয় কাশীশ্বর।
বিশ্বরূপ বুলি বুলি, ফিরি যেন ফুলি ফুলি, দেখিয়া পাষণ্ডী পাউক ডর ॥
প্রিয় সনাতন রূপ, ভট্টযুগ রসকূপ, রঘুনাথ শ্রীজীব গভীর।
এ নাম লইতে যেন, ধূলায় ধূসর যেন, হয় মোর এ পাপশরীর ॥
সুবুদ্ধি রাঘব সাথ, ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ, ব্রজে যারা ফিরে প্রেমরঙ্গে।
এ নামে হউক রতি, দূরে যাউক দুষ্ট মতি, পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে ॥
গোবিন্দ মাধব হরি' শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বাসুঘোষ গৌর যার প্রাণ।
এ সবার পরসাদে, ফিরি যেন সিংহনাদে, অভক্তে করিয়া তৃণজ্ঞান ॥
কীর্ত্তনিয়া ষষ্ঠীবর, হরিদাস দ্বিজবর, খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর।
কংসারি বল্লভ আর, ধনঞ্জয় এ সভার, হই যেন নাছের কুকুর ॥
কবিচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীমধু পণ্ডিত আদি, গৌরপ্রিয় যত পরিবার।
দাস নরহরি ভণে, এ নাম রতনগণে, গলায় পরিয়া করি হার ॥

৮৪ পদ। শ্রীরাগ।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র, প্রভু মোর নিত্যানন্দ, প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞী, শ্রীবাস রামাই, ঠাকুর শ্রীসরকার ॥
মুরারি মুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ, দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ, সদাশিব পুরন্দর ॥
আচার্য্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খান, ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত, জগদীশ আর পাশ ॥
আচার্য্য রতন, গুপ্ত নারায়ণ, বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয়, শ্রীমান সঞ্জয়, চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর ॥

পণ্ডিত গরুড়, শ্রীচন্দ্রশেখর, হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব, বাসুদেব ঘোষ, সুধানিধি আদি সাথ ॥
পণ্ডিত ঠাকুর, দাস গদাধর, উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ, ধনঞ্জয় দাস, বৃন্দাবন অনুপাম ॥
ঠাকুর মুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস, দ্বিজ হরিদাস, গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
গোবিন্দ শঙ্কর, আর কাশীশ্বর, রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ-সুত-রামানন্দ, গোপীনাথ বাণীনাথ ॥
নীলাচলবাসী, সার্ব্বভৌম কাশী, মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখি মাহাতি, রুদ্র গজপতি, ক্ষেত্র সেবা অধিকার ॥
গোসাঞী স্বরূপ, সনাতন রূপ, ভট্টযুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ, গোসাঞী রাঘব, লোকনাথ আদি সাথ ॥
যতেক মহান্ত, কে করিবে অন্ত, গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন, সবে কৃপাবান, প্রেমভক্তি করে দান ॥
ইহা সবাকার, যত পরিবার, সন্তান আছয়ে যার।
গৌরভকত, আর যত যত, সবে কর অঙ্গীকার ॥
অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া, সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া, গুণ সোঙরিয়া, কাঁদয়ে বৈষ্ণব দাস ॥

৮৫ পদ। যথারাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন বিলাসি, প্রেম-সুখরাশি, যুগল রসের ধাম ॥
তাঁহার নন্দন, প্রভু দুই জন, শ্রীদাস গোকুলানন্দ।
প্রেমের মূরতি, যুগল পিরীতি, আরতি রসের কন্দ ॥
গোরা গুণময়, সদয় হৃদয়, প্রেমময় শ্রীনিবাস।
আচার্য্য ঠাকুর, খেয়াতি যাঁহার, দুঁহে রহে তার পাশ ॥
পিতৃ-অনুমতি, জানিয়া এ দুহুঁ হইলা তাহার শাখা।
শাখাগণনাতে, প্রভুর সহিতে, অভেদ করিয়া লেখা ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের, প্রিয় অনুচর, জয় দ্বিজ হরিদাস।
জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥

জয় জয় মোর, শ্রীদাস ঠাকুর, জয় শ্রীগোকুলানন্দ।
করুণা করিয়া, লেহ উদ্ধারিয়া, অধম পতিত মন্দ ॥
ইহা সবাকার, বংশ পরিবার, যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে, রতি মতি মাগে, বৈষ্ণবদাসের মন ॥

৮৬ পদ। যথারাগ।

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় শ্রীগতি গোবিন্দ রসময়, জয় তছু ভকতসমাজ ॥
জয় কবিরাজরাজ রসসায়র, শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে, প্রেমমূরতি পরকাশ ॥
যাকর গীতে, সুধারস বরিখয়ে, কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনইতে গর্ব্ব, খর্ব্ব তব(১) হোয়ত, ঐছন রসময় গীত ॥
জয় জয় যুগল পিরীতিময় শ্রীযুত, চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর-গুণার্ণবে, ডুবত অহর্নিশি, জনু মন্দার গিরীন্দ্র ॥
জয় জয় শ্রীযুত ব্যাস কৃপাময়, শ্যামদাস প্রভু আর।
জয় জয় পহুঁ মোর, রামচরণ শরণাগতে করু আপনার ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ কুমুদানন্দ, দ্বিজ-কুল-তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপ ঘটক ষড়্ রসময় মণ্ডল ঠাকুর ভাল ॥
জয় জয় নৃপবর, মল্লবংশধর, শ্রীবীর হাম্বীর নাম।
জয় জয় শ্রীকবিরাজ, কর্ণপুর গোকুল শ্রীভগবান।
জয় জয় গোপীরমণ রসায়ন, উজ্জ্বল মূরতি নিতান্ত।
জয় জয় শ্রীনরসিংহ কৃপাময় জয় জয় বল্লবীকান্ত ॥
জয় জয় শ্রীবল্লভ পরমাদ্ভুত, প্রেমমূরতি পরকাশ।
প্রভুসুতা চরণ-সরোরুহ মধুকর জয় যদুনন্দন দাস ॥
কবি নৃপবংশজ, ভুবনবিদিত, যশ, ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন, নিরুপম গুণ গণ, গৌর প্রেমময়ধাম ॥
ইহ সব প্রভুগণ, চরণ যাক ধন, তাক চরণে করি আশ।
অতিহুঁ অসতমতি, পামর দুরগতি, রোঅত বৈষ্ণবদাস ॥

---

(১) সব—পাঠান্তর।

৮৭ পদ। সুহই।

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর, নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ, দামোদর পরমানন্দ পুরি॥
যে সব করিল লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ, সে না শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি, যে সব করিলা কেলি, বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সভে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন, অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাও ছার মুখ, আছি যেন মরা পশু পাখী॥
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু তাঁহার পাশ, কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা, দুখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই, ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

৮৮ পদ। পাহিড়া।

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল, হৃদি মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা, শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব, রামচন্দ্রসঙ্গ পাব, এজনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি ডাক, তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ, ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র তাঁর দাস, পুনঃ না কি মিলিবে আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কে না নিল, জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাস বলে, পড়িনু অসদ্ ভোলে, বুঝি মোর কিছু হৈল নাই॥

৮৯ পদ। তথারাগ।

ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণধাম। জগজনে লওয়াইলা রাধাকৃষ্ণ নাম॥ ধ্রু॥
চৌথরি মালতীমালা, হিয়া ভালে শোভে রে, মধুর কথাটী কহে ভালো।
এমন গুণের প্রভু, আর না দেখিব রে, জগত করিয়াছিল আলো॥
যার গুণে পশু পাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে, কুলে কাঁদে কুলের বৌহারি।
যাহার শুনিয়া রীত, সুর নর চমকিত, তাহে আমি কি বলিতে পারি॥
সর্ব্বক্ষণ করিতা দয়া, অতি সকরুণ হৈয়া, মোরে প্রভু আপন বলিল।
মুঞি পাপী দুরমতি, সে পদে নহিল রতি, মিছাই জনম গোঙাইল॥

৯০। পদ। সুহই।

জয় রে জয় রে, শ্রীনিবাস নরোত্তম, রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ দাস।
জয় শ্রীগোবিন্দ গতি, অগতি-জনার গতি, প্রেমমূরতি পরকাশ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি, কর্ণপুর শ্রীবল্লবীদাস॥
শ্রীগোপীরমণ নাম, ভগবান্ গোকুলাখ্যান, ভক্তিগ্রন্থ কৈল পরকাশ।
প্রভুর প্রেয়সী রাম, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম, জাজীগ্রামে সতত বিলাস॥
শ্রীমতী দ্রৌপদী আর, ঈশ্বরী বিখ্যাত যার, গৌরপ্রেমভক্তিরসে ভাস।
প্রভুর কন্যা হেমলতা, সর্ব্বলোকে যশঃখ্যাতা, স্মরণমননরসোল্লাস।
রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা, চট্টরাজ যার ব্যাখ্যা, শুদ্ধ ভক্তি মত বিনির্য্যাস।
রাঢ়দেশে সুধানিধি, মণ্ডল ঠাকুরখ্যাতি, প্রভুপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
ঘটক শ্রীরূপ নাম, রসবতী রাইশ্যাম, লীলার ঘটনারসে ভাস।
শ্রীবীর হাম্বীর নাম, বিষ্ণুপুর যার ধাম, যেহোঁ আদি শাখা প্রভু পাশ॥
চট্টরাজ-কুলোদ্ভব, গোপীজনবল্লভ, সদা প্রেম সেবা অভিলাষ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়, তার যত শাখা হয়, মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যখ্যাতি, গঙ্গানারাণ চক্রবর্ত্তী, ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা-নিবাস।
রূপ রাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান্, ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস॥
শ্রীল রাধাবল্লভ, চাঁদ রায় প্রেমার্ণব, চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস।
শ্রীরাধামোহনপদ, যার ধন সম্পদ্, নাম গায় এ উদ্ধবদাস॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(ভক্তের দৈন্য ও প্রার্থনা)

১ পদ। শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।১ আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ২॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু। শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥
এ কুলে ও কুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি। রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব দেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া। কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

---

(১) ছাড়িবে, রাখিবে। (২) বাসুকে দেও পদছায়া—পাঠান্তর।

২ পদ। শ্রীরাগ।

আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা। পাইয়াছি তোমারে কত করিয়া কামনা॥
আপন বলিয়া মোর নাহি কোন জন। রাখহ চরণতলে করিয়া আপনা॥
তোমার বদনে কিবা চাঁদের তুলনা। দেহ প্রেম-সুধারস রহুক ঘোষণা॥
কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণ। বাসু ঘোষে দেহ ছায়া তাপিত এ জন॥

৩ পদ। কেদার।

গৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়নের কোণে। শরণ লইনু তোমার শীতল চরণে॥
দিয়াছি তোমারে দায় আমার কেহ নাই। তুমি দয়া না করিলে যাব কার ঠাই।
প্রভু নিত্যানন্দ করহ করুণা। কাতর হইয়া ডাকে দীনহীন জনা॥
পূর্ব্বে পাপী তরাইলে এবে না তরাও। পাপিষ্ঠ উদ্ধার এবার জগতে দেখাও॥
তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কাঁদিয়া। পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া॥
সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে। শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে॥
গৌরাঙ্গ নিতাই মোরে না কর নৈরাশ। দন্তে তৃণ ধরি কহে নরহরি দাস॥

৪ পদ। সুহই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু। এই কৃপা কর যেন না পাসর কভু॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে। বঞ্চিত হইনু সেই সুখ দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়। এ সব বিহার মোর রহুক হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রায়। তোমার চরণ ধন রহুক হিয়ায়॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা তথা। কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হই তথা॥
সংসারের সার ইহা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ। দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

৫ পদ। তুড়ী।

এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই। মোর সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর। এই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী। তা সভা হইতে যদি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই। তাসবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুভাই॥
লোচন বলে মুঞি অধমে দয়া নৈল কেনে। তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে

৬ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ পতিতপাবন তুয়া নাম।
কলিজীব যত আছিল কৃতপাতকী, দেওলি সভে নিজঠাম ॥ ধ্রু ॥
আচণ্ডাল অবধি, তোহারি গুণে কাঁদয়ে, প্রেমপুলকে নাহি ওর।
হরিনাম-সুধারসে, জগজন পূরল, দিন রজনী রহু ভোর ॥
বিদ্যা কুল ধন মদ, যত আছিল বিপদ, ছাড়িয়া তোহারি গুণ গায়।
না দেখো পাষণ্ড জন, সভাই উত্তম মন, সংকীর্ত্তনে গড়াগড়ি যায় ॥
যদি বা আছয়ে কেহ, অশেষ পাপের দেহ, না মানে না শুনে গোরাগুণ।
বল্লভদাসের কথা, মরমে মরম ব্যথা, মুখে তার দেও কালি চূণ ॥

৭ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ পাতকী উদ্ধার করুণায়।
সাধু মুখে শুনি আমি, পতিতপাবন তুমি, উদ্ধারিয়া লেহ নিজ পায় ॥ ধ্রু ॥
রোগ-শোকময় হয়, বিষম বিষয়ভয়, পড়িয়া রহিলুঁ মায়াজালে।
কে হেন করুণা জন, তারে করি নিবেদন, উদ্ধার পাইব কত কালে ॥
শরীরের মাঝে যত, সব হৈল বৈরিমত, কেহ কার নিষেধ না মানে।
যাতনা যমের ঘর, শুনিয়া লাগয়ে ডর, হরিকথা না শুনিনু কাণে ॥
সাধুসঙ্গ না করিনু, আপনি আপনা খাইনু, সতত কুমতি-সঙ্গদোষে।
দশনে ধরিয়া তৃণ, কর এই নিবেদন, অকিঞ্চন এ বল্লভদাসে ॥

৮ পদ। সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী। দীনে দয়া তোমা বিনা করে হেন না
এই ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত রেণু প্রায়। কে গণিবে পাপ মোর গণন না যায় ॥
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর। তোমা না ভজিয়া কৈনু ভাঁড়ের আচার ॥
হেন প্রভু না ভজিনু কি গতি আমার। আপনার মুখে দিলাম জলন্ত অঙ্গার
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া। বল্লভ দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া

৯ পদ। ভাটিয়ারি।

গোরাচাঁদ ফিরি চাও নয়নের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা, যদি তুমি কর ঘৃণা, অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে ॥ধ্রু॥
তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু, পতিত জনার বন্ধু, সাধুমুখে শুনিয়ে মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায়, এই মোর উপায়, উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥

মুঞি ছার দুষ্টমতি, তুয়া নামে নাহি রতি, সদাই অসত পথে ভোর।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ, আরো অপরাধ তাপ, সেবক তাহার নাহি ওর ॥
তোমার কৃপা-বলবানে, অপরাধী নাহি মানে, শুনি নিবেদয়ে রাঙ্গা পায়।
পূরাহ আমার আশ, ফুকরে বৈষ্ণব দাস, তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায় ॥

১০ পদ। ধানশী।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী। এই কৃপা কর যেন তোমার গুণ গাই ॥
যে সে কুলে জন্ম হোক যে সে কুল পাঞা।
তোমার ভক্তসঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকাল আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরয়ে আমায় ॥
তোমার নামে সদা রুচি হোক মোর। তোমার গুণগানে যেন সদাই হই ভোর ॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে। সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥
অশ্রুকম্প পুলকে পূরিবে সব তনু। ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু ॥
যে সে কর প্রভু তুমি এক মাত্র গতি। কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমার রহুক মতি ॥

১১ পদ। সুহই।

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মনু। প্রেমরতন ধন হেলায় হারানু ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপনার করমদোষে আপনি ডুবিনু ॥
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসতে বিলাস। তেকারণে করমবন্ধনে লাগে ফাঁস ॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কাঁদিল মন। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম হৈল অকারণ ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া। বল্লভ দাসিয়া কেন না যায় মরিয়া ॥

১২ পদ। সুহই।

দয়ার প্রভু মোর নবদ্বীপচন্দ্র। প্রেমসিন্ধু অবতার আনন্দ কন্দ ॥
অবতরি নিজ প্রেম করি আস্বাদন। সেই প্রেম দিয়া প্রভু তরিলা ভুবন ॥
পতিত দুর্গতি জনে বিলাইলা তাহা। পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুঞি শুনি ইহা ॥
এই ভরসায় পাপী করে নিবেদনে। এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণে ॥

১৩ পদ। শ্রীরাগ।

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ধ্রু॥

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সংকীর্ত্তন, রতি না হইল কেন তায়।
সংসার-দাবানলে, নিরবধি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
নন্দের নন্দন যে, শচীর নন্দন সে, বলরাম আপনে নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুথ, করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়, তোমা বিনে কে আছে আমার॥

১৪ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌরকীর্ত্তনরসে, জগজন মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ধ্রু॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।
পাপী তাপী যত ছিল, হরিনামে নিস্তারিল, সাক্ষী তার জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে, রতি না জন্মিল কেনে, না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়বিষে, সতত মজিয়া রনু, মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার॥
এমন দয়ালু দাতা, আর না পাইবে কোথা, পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দদাসিয়া কয়, অনলে পড়িনু নয়, সহজেই আত্মঘাতী হইনু॥

১৫ পদ। সুহই।

হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল আধ, না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ॥ধ্রু॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সভার পাদপদ্ম, না সেবিলাম তিল আধ, আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যেহোঁ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয় শিলা, তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ, তার সঙ্গে কেনে নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

১৬ পদ। পাহিঁড়া।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীগুরুচরণ বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল॥ধ্রু॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগত ভরিয়া প্রেম দিল॥
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল।

শ্রীবাসভবনে যব, নিজগণ সঙ্গহি, বৈঠব আপন ঠামে।
ডাহিনে নিত্যানন্দ, ছত্র ধরি মস্তকে, পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তব কোই মোহে, লেই তাহা যাওব, হেরব সো মুখচন্দ।
পুলকহি সকল অঙ্গ পরি পূরব, পাওব প্রেম-আনন্দ॥
জননী-সম্বোধনে, যবে ঘরে আয়ব, করবহু ভোজন পান।
রামানন্দ আনন্দে, তবহু নেহারব, সফল করব দুনয়ান॥

২৪ পদ। পাহিড়া।

নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি, গাইতে না জানি তমু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি, নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবী সহ, নিতাইচাঁদেরে ডাকি, নাম সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর, শ্রীবাসাদি সহচর, ইহা সভার নামে যেন মাতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ, ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সভার সহকারে, দীনপ্রায় সদা ফিরে, যেন হয় তাসবার সাথ॥
মহান্তসন্তান কিবা, মহান্তের জন যেবা, ইহা সভার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্গম কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু, এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীবাসপদ, সেবা উক্ত সে সম্পদ, সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্তগ্রাস শেষে, কিবা গৌর ব্রজবাসে, পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়॥

২৫ পদ। ধানশী।

হাহা মোর কি ছার অদৃষ্ট।
যবে গৌর প্রকটিল, আমার জনম নৈল, তেঁই মুঞি অধম পপিষ্ঠ॥ ধ্রু॥
না হেরিনু গৌরচন্দ, না হেরিনু নিত্যানন্দ, না হেরিনু অদ্বৈত গোসাঞী।
ঠাকুর শ্রীসরকার, না হেরিনু পদ তার, না হেরিনু শ্রীবাস গদাই॥
কি মোর কর্ম্মের লেখা, সে সব নহিল দেখা, একা আমি কেন জনমিনু।
সব অবতার সার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার, না দেখিনু কেন না মরিনু॥
প্রভুর প্রিয় স্বগণ, ঠাকুর বংশীবদন, সুত-সুত হঙ মুঞি তার।
অহে গৌর নিত্যানন্দ, তবে কেন মতি মন্দ, রামচন্দ্র অতি দুরাচার॥

২৬ পদ। ধানশী।

প্রভুর লাগিয়া, যাব কোন্ দেশে, কে মোরে সন্ধান কবে।
গৌরাঙ্গচরণ, দরশন পাব, হেন ভাগ্য মোর হবে॥

গোরা মোর পতি, গোরা মোর গতি, গোরা সরবস ধন।
যদ্যপি তাঁহারে, না পাই দেখিতে, তেজিব ছার জীবন ॥
পাখী হৈয়া প্রাণ, যাইবে উড়িয়া, যে দেশে পহুঁর বাস।
সতত পহুঁর নিকটে রহিবে, হইয়া তাঁহার দাস ॥
গৌরাঙ্গচরণ-ধূলিতে মিশিবে, এ ছার শরীর মোর।
কহে রামচন্দ্র, পাদপদ্মমধু, আস্বাদি রহিব ভোর ॥

২৭ পদ। ধানশী।

হরি হরি বিধি মোরে কবে হবে অনুকূল।
বিষয়বাসনা-পাশ, কবে বা হইবে নাশ, কবে পাব গোরাপদমূল ॥ ধ্রু ॥
যে মোরে করিত দয়া, হারানু লাগ পাইয়া, পড়ি রইনু অকূল-পাথারে।
না পাও করুণজন, তারে করি নিবেদন, কিসে মোর হইবে উদ্ধারে ॥
শরীরে করিয়া বাস, সবে কৈল সর্ব্বনাশ, কেহ না ছোয় অধম দেখিয়া।
দাঁতে ঘাস উভরায়, ডাকে পাপী করুণায়, এ বল্লভদাস অভাগিয়া ॥

২৮ পদ। ধানশী।

গৌরাঙ্গ-প্রেমবাদলে, ডোবে সব প্রেমজলে, নদী নালা খাল বিল সকলি।
আমার কপাল ভাঙ্গা, মরুময় শুকনো ডাঙ্গা, মোর হিয়া না ডুবে একলি ॥
হরি হরি কে গৌরাঙ্গ কেন এ অধমে বাম।
কাঙ্গালে করুণা কর, বারেক নয়নে হের, দেও মহামন্ত্র হরিনাম ॥ ধ্রু ॥
অজামিল নিস্তারিলা, জগাই মাধাই উদ্ধারিলা, চাপাল গোপালে কৈলা ত্রাণ ॥
যবন ম্লেচ্ছ চণ্ডালে, নাম-প্রেম সবে দিলে কি দোষে অধমে হৈলা বাম ॥
অধম পতিত আমি, পতিতপাবন তুমি, মোরে প্রভু না করো নৈরাশ।
দাঁতে ঘাস করি এবে, তোমার করুণা মাগে, অভাগিয়া এ বল্লভদাস ॥

২৯ পদ। বিভাগড়া বা সুহিনী।

নীলাচলে যবে মোর নাথ। দেখিব আপনে জগন্নাথ।
রাম রায় স্বরূপ লইয়া। নিজভাব করে উঘারিয়া ॥
মোর কি হইবে হেন দিনে। তাহা কি মুঞি শুনিব শ্রবণে ॥
পুনঃ কিয়ে জগন্নাথদেবে। গুণ্ডিচামন্দিরে চলি যাবে ॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়। করিবে কীর্ত্তন উচ্চরায় ॥

মহানৃত্য কীর্ত্তন বিলাস। সাত ঠাঁই হইবে প্রকাশ॥
মোর কি এমন দশা হব। সে সুখ কি নয়নে হেরব॥
সকত ভকতগণ মেলি। উদ্যানে করিবে নানা কেলি॥
বৈষ্ণবদাসের অভিলাষ। দেখি মোর পূরব আশ॥

৩০ পদ। যথারাগ।

মরি মরি ওগো নদীয়া মাঝে কিবা অপরূপ শোভা।
না জানিয়ে কেবা গঠিল শচীর ভবন ভুবনলোভা॥
ঝলমল করে চারিদিকে নব কনকমন্দির সারি।
কনক-অঙ্গনে বিলসয়ে কত কনক-পুরুষ-নারী॥
আর অপরূপ দেখ কনকের নদীয়ানগর হৈল।
কনকের তরু কদম্ব কনক লতায় সাজিছে ভাল॥
কনকের পশুপক্ষী যত কীট পতঙ্গ কনক পারা।
শ্বেতবর্ণ কেবা হরিল, জাহ্নবী হইলা কনকধারা॥
কনক গগন হৈল ইকি হের জগত কনক মত।
তাহে বুঝি এই নরহরি পহুঁ রূপের প্রতাপ এত॥

৩১ পদ। যথারাগ।

কালিন্দীকর্ণিকা শ্যাম, অভেদ একই ধাম, কেন ইথে ভিন্ন ভেদ কর।
যাহা কৃষ্ণ তাহা ব্রজ, সদা এই ভাবে ভজ, যদি ভাই মোর বোল ধর॥
তিন বাঞ্ছা অভিলাষি, এবে নবদ্বীপে আসি, রাধাভাবকান্তি অঙ্গি করি।
নিজে করি আস্বাদন, শিখাইল ভক্তগণ, নিস্তার করিল জগভরি॥
নবদ্বীপে বৃন্দাবনে, এক কহ তবে কেনে, ছাড়া কি সে মথুরানগর।
প্রেমানন্দ কহে মন, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এক ঠাই শ্রীগৌরসুন্দর॥

৩২ পদ। যথারাগ।

ছাড় মন ছাড় অন্য রাও। গোরানামে নাচ, মুখে গোরাগুণ গাও॥
সকল নামের সার শ্রীগৌরাঙ্গনাম। এ নাম জপিলে ভাই যাবে নিত্যধাম॥
শমনশাসনে হবে রসনা অবশ। স্ববশ থাকিতে পান কর নামরস॥
দারা সুত ভাই বন্ধু সব ইন্দ্রজাল। না ছাড়িলে এ জাল না ঘুচিবে জঞ্জাল॥
শত কথা কও নাম লইতেই কষ্ট। প্রেমদাস কহে তোর বড় দুরদৃষ্ট॥

প্রথম পরিশিষ্ট।

(নানা ভাবের সঙ্গীত)

১ পদ। সুহই।

জয় জয় যদুকুল-জলনিধিচন্দ। ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ কন্দ॥
জয় জয় জলধর শ্যামর অঙ্গ। হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মুরতি মদনধনু ভাঙবিভঙ্গ। বিষম কুসুমশর নয়নতরঙ্গ॥
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড। টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস। জগজনমোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল। মধুকর ঝঙ্করু তর্তহি রসাল॥
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ।

২ পদ। শ্রীরাগ।

জয় জয় জগজন-লোচনফাঁদ। রাধারমণ বৃন্দাবনচাঁদ॥
অভিনব নীলজলদ তনু ঢর ঢর পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ, নূপুর রণরণি বাজনি রে॥
ইন্দীবর যুগ, সুভগ বিলোচন, চঞ্চল অঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচল কুলরমণীগণ-মানস, জর জর অন্তর মদনভরে॥
বনি বনমাল, আজানুবিলম্বিত, পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী, গাঅত গোবিন্দ দাস পহুঁ॥

৩ পদ। মালসী।

জয়তি জয়তি জয়, বৃষভানুনন্দিনী, শ্যামমোহিনী রাধিকে॥
বেণী লম্বিত, যৈছে ফণিমণি, বেঢ়ল মালতী মালিকে॥
শরদ-বিধুবর, ও মুখমণ্ডল, ভালে সিন্দুরবিন্দু যে।
ভাঙ গঞ্জিত, জিনিয়া কামধনু, চিবুকে মৃগমদ বিন্দু যে॥
গরুড়-চঞ্চু জিনি, নাসিকা সুবলনি, তাহে শোহে গজমতি যে।
রাতা উতপল, অধরযুগল, দশন মোতিম পাঁতি যে॥
হৃদয় উপর, শোহে কুচগিরি, লাজে চকোরিণী ভোর রে।
নাভি-সরোবরে, লোম-ভুজগিনী, বিহরে কুচগিরি কোর রে॥

কণ্ঠে শোভিত, হার মণিময়, ঝলকে দামিনী বিজই।
কনকদণ্ড জিনি, সুবলনি, কতহুঁ আভরণ সাজই॥
ক্ষীণ কটিতটে, নীল সাটি শোহে, কনককিঙ্কিণী রোলই।
চরণে নূপুর, শবদ সুন্দর, যৈছে চটকিনী বোলই॥
যাবক রঞ্জিত, ও নখচন্দ্রিকা, কাম রোঅত তাহ রে।
দীন বলরাম, করত পরিহার, দেহ পদযুগছাহ রে॥

৪ পদ। কানড়া।

বন্দে শ্রীবৃষভানুসুতাপদ। কঞ্জনয়ন লোচনসুখসম্পদ॥
কমলান্বিত সৌভগ-রেখাঙ্কিত। ললিতাদিক কর যাবক রঞ্জিত॥
সংসেবয় গিরিধর মতিমণ্ডিত। রাসবিলাস নটনরস-পণ্ডিত॥
নখরমুকুর জিত কোটি সুধাকর। মাধব হৃদয়-চকোর মনোহর॥

৫ পদ। ধানশী।

তুহুঁ জলধর সহজই জলরাজ। হাম চাতক জলবিন্দুক কাজ॥
জল দেই জলদ জীব মোর রাখ। সুসময় দিলে সহস্র হয় লাখ॥
তনুদিত চাঁদ রাহু করু পান। তবু তছু কলা নাহি হোত মৈলান॥
ভণই বিদ্যাপতি জলদ-উদার। জীবন দেই পালই সংসার॥ *

৬ পদ। ধানশী।

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম, কুসুমিত১ রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু, এবে মুঝে হব কোন কাজে॥
মাধব "ময়ু পরিণাম-নিবাসা" ২।
তুহুঁ জগতারণ, দীনদয়াময়, অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥ধ্রু॥
আধ জনম হাম নিদেঁ গোঙায়লু, জরাশিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলু, তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত, সাগর-লহর সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমনভয়ে, তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি, ভব৩ তারণভার তোহারা॥

---

* এই পদটী আদিরসের হইলেও আমরা পরমার্থভাবে গ্রহণ করিলাম। "জলদ" ভগবান্। "চাতক" ভক্ত। "জল" কৃপাকণা এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইল। (১) সুতমিত পাঠান্তর। (২) হাম পরিণাম-নিরাশা, ইতি কাব্যবিশারদের সংস্করণ। (৩) অব—পাঠান্তর।

৭ পদ। ধানশী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়লু, মেরি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, হেরি কোই না পুছত, করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
অবহেলে পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি, পার হব কোন উপায়॥ধ্রু॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পায়লু, সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি, সেহ১ মনে গুণি, কহিলে কি বাঢ়ব২ কাজে।
সাঝব৩ বেরি, সেবক ইহ৪ মাগই, হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥

৮ পদ। বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিলু, দয়া করি না ছোড়িব মোয়॥ধ্রু॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পায়বি, যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি, জগ-বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ, পশু পাখী যে জনমিএ, অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

৯ পদ। সুহই।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥ধ্রু॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমাপিয়া, একমন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
এ কুলে ও কুলে মোর কেবা আছে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ও দুটী কমল পায়॥
তোমা, আঁখির নিমেষে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥ *

---

(১) সেহ (২) আনি হয় (৩) সাঝক (৪) কোই—পাঠান্তর। * এই দুটী পদ (৯ ও ১০) শ্রীমতীর উক্তি, কিন্তু মধুর রসের ভক্তমাত্রেই এরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন।

১০ পদ। সুহই।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানহ তুমি ॥ ধ্রু॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা, আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি ॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি, তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমার বচন, সালঙ্কার মম, ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুন হে সকলে, বিনয়বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে, তুলনা নাহিক তার ॥ *

১১ পদ। মালবগৌড় রাগ—রূপক তাল।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ॥
কেশব ধৃতমীনশরীব, জয় জগদীশ হরে ॥ ধ্রু১ ॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণীধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৩॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৪॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥৫॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥
বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৯॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

১২ পদ। গুর্জ্জরী রাগ—নিশার তাল।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডলকলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে ॥ ধ্রুবম্ ॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতং ॥

১৩ পদ। ধানশী।

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রমরীচিং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিম্ ॥

দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানসমধুকরমর্পয় নিজপদপঙ্কজমকরন্দে ॥ ধ্রুবম্॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতনকলিতাদ্ভুতরসভারং।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দনবিন্দন্মধুরিমসারম্॥

১৪ পদ। বিহাগড়া।

হরে হরে গোবিন্দ হরে।
কালিয়মর্দ্দন কংসনিসূদন, দেবকীনন্দন রাম হরে॥ ধ্রু॥
মৎস্যকচ্ছপবর, শূকর নরহরি, বামন ভৃগুসুত রক্ষকুলারে।
শ্রীবলদেব বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে॥
কেশব মাধব যাদব যদুপতি দৈত্যদলন দুঃখভঞ্জন শৌরে।
গোলকইন্দু গোকুলচন্দ্র গদাধর গরুড়ধ্বজ গজলোচন মুরারে।
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু পরমব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অঘারে।
দুঃখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীসুত, দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে॥

১৫ পদ। বিহাগড়া।

জয় জয় শ্রীজনার্দ্দন হরি।
জয় রাধিকাবল্লভ, ভুবনদুর্ল্লভ, কংসাসুরধ্বংসকারী॥ ধ্রু॥
জয় গোপীবিমোহন, রাধিকারমণ, শ্রীবৃন্দারণ্যবিহারী।
জয় জয় যদুপতি, অগতির গতি, পূতনা-বক-অঘারী॥
জয় পাপবিনাশন, দুষ্কৃতনাশন, গরুড়াসনশোভাকারী।
জয় যশোদানন্দন, আনন্দবর্দ্ধন, আনন্দঘনরূপধারী॥
জয় পাপবিমোচন, তাপনিরাসন, জীবের ত্রিতাপহারী।

১৬ পদ। ধানশী।

জয় শিব সুন্দর, বিশ্ব পরাৎপর পরমানন্দানন্দকারী॥
জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন, জনকসুতারতিকান্ত।
সুর নর বানর, খচর নিশাকর, যছু গুণ গায় অনন্ত॥
দূর্ব্বাদল নব, শ্যামলসুন্দর, কঞ্জনয়ন রণবীর।
বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত শর, জলধি কোটি গম্ভীর॥

শ্রীপদ পাদুক, ধরু ভরতানুজ, চামর ছত্র নিছোড়ি।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন, শতমুখ রহু করজোড়ি ॥
ভকত আনন্দ, মারুত নন্দন, চরণকমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারণ, হরি নারায়ণ দেবা ॥

১৭ পদ। শ্রীরাগ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতং। ব্রজবনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্ ॥
বন্দে গিরিবরধরপদকমলং। কমলাকরকমলাঞ্চিতমমলম্ ॥
মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ং। অচপলকুলরমণীকমনীয়ম্ ॥
অতিলোহিতমতিরোহিতভাষং। মধু মধুপীকৃতগোবিন্দদাসম্ ॥

১৮ পদ। ললিত।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ কৃপাময় কেশিমথনকংসারি।
কেশব কালিয়দমন করুণাময় কালিন্দী-কুলবিহারী ॥
গোপীনাথ গোপপতিনন্দন, গোবিন্দ গিরিবরধারী।
গোকুলচন্দ্র গোপাল গহনচর গোপীগণমনোহারী ॥
ঘনতনু সুন্দর, ঘোরতিমিরহর, ঘোষত যত ঘনশ্যাম।
চম্পক গোরী চিতহর চঞ্চল চতুর চতুর্ভুজ নাম ॥
চক্রোদ্ধারী চক্রী চানুরহর চক্রপাণি চিতচোর।
শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীমুখচন্দ্র চকোর ॥
অসার সংসারে সার করি মানি হরিপদে নাহি অভিলাষ।
ইহ পর জীবন, গেল অকারণ, রোয়ত গোকুল দাস ॥

১৯ পদ। ললিত।

জগজ্জীবন জগন্নাথ জনার্দ্দন যদুপতি জলধর শ্যাম।
যশোদানন্দন, জগতদুর্ল্ভধন, জলদ জলদরুচিধাম ॥
অচ্যুতোপেন্দ্র, অধোক্ষজ অতিবল, অজিতাদ্ভুতরূপ অবতারী।
অমল-কমল-আঁখি অখিলভুবনপতি, অনুপম অতনুবিহারী ॥
ত্রিভুবনতারক, ত্রিতাপবিমোচন, তনু জিনি তরুণ তমাল।
দৈত্যদলন দামোদর দেবকীনন্দন দীনবন্ধু দীনদয়াল ॥
নন্দনন্দন নয়নানন্দ নাগর নিতি নব নীরদ-কাঁতি।
পীতাম্বর পরমানন্দ-প্রমোদ পুরুষোত্তম পদনখবিধুপাঁতি ॥

৪৩

বংশীবদন বনমালী বলানুজ ভুবনমোহন ভৃত্ত-ভবভয়নাশ।
মনোহর মদনমোহন মধুসূদন গাওত গোকুলদাস॥

২০ পদ। মঙ্গল।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানবঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনা-বকনাশন॥
জয় গোপবল্লভ, ভক্তসল্লভ, দেবদুর্লভবন্দন।
জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দক খণ্ডন॥
জয় শান্ত কালীয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্যনিষ্ক্রিয়মোচন।
জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন॥
জয় দেবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয়জীবন॥

২১ পদ। বিভাষ।

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
মধুর গোকুলানন্দ, নন্দ-ছাবাল, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র॥ ধ্রু॥
মুরলীধর, মধুসূদন মাধব গোপীনাথ মুকুন্দ।
কেলি কলানিধি কুঞ্জবিহারী গিরিধর আনন্দকন্দ॥
ব্রজনাগর ব্রজকি নন্দন ব্রজ-জন-নয়নানন্দ।
রাধারমণ রসিক রসশেখর, রসময় হাসন মন্দ॥
গোপগোপাল গোপীজনবল্লভ গোকুল-পরমানন্দ।
কমল-নয়ন করুণাময় কেশব, দাস গোপালে দেহ পদমকরন্দ॥

২২ পদ। ধানশী।

জয় জয় গোপীনাথ মদনমোহন। যুগলকিশোর জয় রসিকরমণ॥
জয় রাধাবল্লভ মুরলী-অধর। জয় ব্রজবিনোদ প্রেমসুধাকর॥
মাধব গিরি-ধর গোপী-চিরহারী। ললিত ত্রিভঙ্গ নাগর বনোয়ারি॥
রতিসুখসাগর ব্রজসুবিলাসী। রূপরসায়ন গোকুলবাসী॥
ব্রজপতি বাল লাল মদনায়ক। রমপ্রবীণ প্রেমসুখদায়ক॥
শ্যামের বামে কি প্যারী শোহে। শ্রীগোপাল দাস কি মন মোহে॥

২৩ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় গুরু গোসাঞী-শ্রীচরণ সার। যাহা হৈতে হব পার এ ভবসংসার॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায় মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করুম চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥
জয় রসনাগরী জয় নন্দলাল। জয় জয় মদনমোহন শ্রীগোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী। যাহার করুণাবলে গোরাগুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর। জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ। জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ দয়া কর মোরে। সবার চরণধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ। মো পাপিরে দয়া করি কর আত্মসাথ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল। নব ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর। পুরী গোসাঞীর লাগি যার নাম ক্ষীরচোর*॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

২৪ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় মদন গোপাল বংশীধারী। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম চরণমাধুরী॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি মনোহর। কোটি চন্দ্র জিনি যার বরণ সুন্দর॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল। তমাল শ্যামল অঙ্গ পীন বক্ষঃস্থল॥
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণধাম। জয় জয় গোকুল যার গোলক আখ্যান॥
জয় জয় দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান। শ্রীবন, লোহ, ভদ্র, ভাণ্ডীর বন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী। যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তালবন খদির বহুলা। জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় মধুবন মধুপানস্থান। যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন। দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥

---

* "রেমুণায় গোপীনাথ পরম মোহন। ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥ মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা। পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাহে কহিয়াছেন কথা॥ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তার নাম। ভক্তগণে কহে প্রভু সেইত আখ্যান॥ পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি। অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা করি॥" চৈ, চ, মধ্যখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড। জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন। জয় জয় দান ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয়বট। জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট॥
জয় জয় কেশিঘাট পরম মোহন। জয় বংশীবট রাধাকৃষ্ণ মনোরম॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন। যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর। জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন সরোবর॥
জয় জয় যাবট গ্রাম অভিমন্যালয়। সখী সঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিরাজয়॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম। জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থান॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

২৫ পদ। গুর্জ্জরী।

জয় জয় ব্রজবাসী শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ। জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপী মাঝ॥
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম॥
জয় জয় রাধা সখী ললিতা সুন্দরী। সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী॥
জয় জয় শ্রীবিশাখা চম্পকলতিকা। রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গমঞ্জরী। ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া। রাধাকৃষ্ণ লীলা করান যিনি আচ্ছাদিয়া॥
জয় জয় বৃন্দাদেবী কৃষ্ণপ্রিয়তমা। জয় জয় বীরা সখী সর্ব্বমনোরমা॥
জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্নসিংহাসন। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥
শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা। ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা করহ ভাবনা॥
ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসৎ আলাপনে। ব্রজে রাধা কৃষ্ণচন্দ্র করহ ভাবনে॥
এই সব লীলাস্থান যে করে স্মরণ। জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

২৬ পদ। ধানশী।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর। কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর॥
জয় গুরু গোবিন্দ গোপেশ গিরিধারী। শ্রীরাধিকার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে। বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন যায় বৃথা কাজে রাত্র যায় নিদে। না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু। মিছা মায়ায় বদ্ধ হৈয়া বৃক্ষ সমান হৈনু॥
কালকলি পাপপ্রপঞ্চ প্রাক্তনবশে। নাহি মজে হায় জীব কৃষ্ণনাম রসে॥

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর। যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর॥
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন। দ্বিজ হরিদাস কহে নাম সংকীর্ত্তন॥

২৭ পদ। শ্রীগান্ধার।

দারুণ সংসারের, চরিত্র দেখিয়া, পরাণে লাগিছে ভয়।
কাল সাপের মুখে, শুতিয়া রহিয়াছি, কখন কি জানি হয়॥ ধ্রু॥
মনের ভরমে, অরিরে সেবিনু, তেজিয়া বান্ধব লোক।
কাচের ভরমে, মাণিক হারাইয়া এখন হইছে শোক॥
সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু, করিনু দুঃখের তরে।
জ্বলন্ত অনল, দেখিয়া পতঙ্গ, ইচ্ছায়ে পুড়িয়া মরে॥
বিষয় গরলে, ভরল এ দেহ, আর কি ঔষধ আছে।
অনন্ত কহয়ে, সাধু ধন্বন্তরি, চরণ স্মরণ পাছে॥

২৮ পদ। গুর্জ্জরী।

কবে প্রভু অনুগ্রহ হব।
বিষয়বাসনাপাশ, কবে মোহ হবে নাশ, কবে আমি বৃন্দাবনে যাব॥ ধ্রু॥
এ সংসারে দুঃখফল, সে আনন্দ মহাবল, জানিয়া যাইব সেই স্থানে।
সব দুঃখ পলাইবে, গড়াগড়ি দিব যবে, রাসস্থলী যমুনাপুলিনে॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি গোবর্দ্ধন, মহাভাগ্যে দরশন, মোর কিয়ে হবে হেন কর্ম্ম।
কৃষ্ণের রাধিকা যৈছে, শ্রীকুণ্ড তাহার তৈছে, কায় মনে কবে হবে মর্ম্ম।
কুণ্ডযুগে স্নান করি, সেই স্থানে যদি মরি, তবে বুঝি মোর হবে গতি।
তুমি প্রভু দয়াময়, এ রাধামোহন কয়, সিদ্ধ কর এই ত কাকুতি॥

২৯ পদ। পাহিড়া।

ওহে নাথ মো বড় পাতকী দুরাচার।
তোমার সে শ্রীচরণ, না করিলুঁ আরাধন, বৃথা বহি ফিরি দেহভার॥ ধ্রু॥
দারুণ বিষয়কীট, হইনু পাইনু মিঠ, বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।
তোমার ভকত সঙ্গে, তব নামামৃতরঙ্গে, হতচিত তাহে না ডুবয়॥
তুমি সে করুণাসিন্ধু, জগতজীবন বন্ধু, নিজ কৃপাবলে যদি লেহ।
পতিতপাবন নাম, জগতে রহিবে শ্যাম, জগতে করিবে এই যেহ॥
এই কৃপা কর প্রভু, তুয়া ভক্ত সঙ্গ কভু, না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে।
তব লীলাগুণগানে, ডুবুক আমার মনে, গোপীকান্ত করে নিবেদনে॥

৩০ পদ। ধানশী।

নিদানের বন্ধু তুমি শুনিয়াছি হরি।

মুঞী পাপী দুরাচার, সাধনভজনহীন, পরিণাম ভাবি এবে মরি ॥ধ্রু॥

ঘোর বৃদ্ধকাল আইল, অন্তদন্ত সব গেল, দুর্ব্বাসনা গেল না কেবল।

ধবল হইল কেশ, তমু অঙ্গের করি বেশ, মুই প্রভু অবুঝ পাগল ॥

জানি এ মাটির দেহ, মাটিতেই ঘুরি ফিরি, অন্তিমেও হৈয়া যাবে মাটি।

কিন্তু কি বিষম ভুল, চন্দন সুগন্ধ তৈলে, তাহার করিয়ে পরিপাটী ॥

জনম আঁধল যেই, সে যদি গর্ত্তেতে পড়ে, ধরি তুলে যে থাকয়ে কাছে।

নয়ান থাকিতে যেই, ভবকুপে ডুবে মরে, তার আর কি সহায় আছে ॥

কিন্তু হরি ভবরোগে, তব নাম-মহৌষধি, শাস্ত্র আর সাধু মুখে শুনি ॥

দিয়াছি তোমাতে ভার, গোপালেরে কর পার, দিয়া হরি চরণতরণী ॥

৩১ পদ। বিভাস।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরমানন্দ কন্দ, গোপীকুলপ্রিয় দেহ মোরে ॥ধ্রু॥

তুয়া প্রিয়া পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা, তুমি প্রভু করুণার নিধি।

পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণ পরশ রস, কার কেবা কাজ নহে সিদ্ধি ॥

দারুণ সংসারে গতি, বিষম বিষয়ে মতি, তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।

জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ, জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥

মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীখণে, দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম, প্রভু মোর গৌরধাম, নরোত্তম লইল শরণে ॥

৩২ পদ। বিভাস।

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এই জন করে।

দুহুঁ অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়, অবধান কর নাথ মোরে ॥ধ্রু॥

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজনবল্লভ, হে কৃষ্ণ প্রেয়সী শিরোমণি।

হেম গোরী শ্যাম গায়ে, শ্রবণে পরশ পায়ে, গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি ॥

অধম দুর্গতজনে কেবল করুণমনে, ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।

শুনিয়া সাধুর মুখে, পরাণ লইনু সুখে, উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।

অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি, দোঁহে পূরাও মোর মন সাধে ॥

৩৩ পদ। বিভাস।

হে গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কামক্রোধ ছয়গুণে, লৈয়া ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥ধ্রু॥
হইয়া আমার দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, মর্কটবৈরাগ্যবেশে, ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লৈয়াছিলা ব্রজপুরে, কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে ভবকূপে দিল ফেলাইয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি, টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল, কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

৩৪ পদ। গান্ধার।

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি, এই জন নিবেদন করে ॥ ধ্রু ॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে অঙ্গ বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদপঙ্কজে, প্রিয় সহচরীগণ সাজে ॥
সুগন্ধি চুয়া চন্দন, মণিময় আভরণ কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার, দাসী যেন হও তার, অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতন-ভৃঙ্গারে ভরি, কর্পূরবাসিত গুয়া পাণ।
এ সব সাজাঞা ডালা, লবঙ্গ মালতীমালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপান ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে, এ সব আনিব কবে, যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই মেনে মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে ॥

৩৫ পদ। কেদার।

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি, এই বড় মনের বাসনা ॥ধ্রু॥
নিজ পদসেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা, দুহুঁ পহুঁ করুণাসাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো, মুঞি বড় পতিত পামর ॥
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব ধাঞা, প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা, দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাস কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, দেহ প্রাণ তবেত সফল ॥

৩৬ পদ। সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসারনিধি, তাহে ডুবাওল বিধি, চুলে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরমজ্ঞান, সদাই করম ফাঁসে বাঁধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ কাতরে তেঁই কাঁদে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান সহ, আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, কিয়ে যেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি মানে॥
না লইনু সত মত অসতে মজিল চিত, তুয়া পায় না করিনু আশ।
নরোত্তমদাস কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়, এইবার লেহ নিজ পাশ॥

৩৭ পদ। ধানশী।

সকল বৈষ্ণব গোঁসাই দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
শ্রীগুরুচরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥
তোমা সবার করুণা বিনা ইহা প্রাপ্তি নয়। বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥
বাঞ্ছাকল্পতরু হও করুণাসাগর। এই ত ভরসা মুঞি ধরি যে অন্তর॥
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা। আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নামসংকীর্ত্তন রুচি আর প্রেমধন। এ রাধামোহনে দেহ হইয়া সকরুণ॥

৩৮ পদ। গুজ্জরী।

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে॥
রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে, নানা ক্রীড়া কুতূহলে, পরিশ্রমে করিবে শয়নে॥ধ্রু॥
সুবাসিত জলে, রাঙ্গাচরণ ধোওয়াইব, পুনঃ দোহে খাওয়াইব জল।
তাম্বুল কর্পূর যত, যোগাইব অভিমত, সম্বাইব ও পদকমল॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে, লেপন করিয়া রঙ্গে, বীজন করিব নানা ভাতি।
দুই জনে নিদ্রা যাব, পরম আনন্দ পাব, পুনঃ জাগরণ হবে নিতি॥
মোর এই অভিলাষ, পুরাইলে পরে আশ, কৃপা করি কর অবধান।
তোমার করুণা বিনে, প্রাপ্ত নহে এই ধনে, এ রাধামোহন যাচে দান॥

৩৯ পদ। গুজ্জরী।

প্রাণনাথ "কৃপা করি শুন দুঃখ"[১] মোর।
আপন অনন্ত গুণে, হেন মহাপাপিজনে, দয়া কৈলা যার নাহি ওর॥ধ্রু॥

(১) শুন কহি যত দুঃখ—পাঠান্তর।

প্রেমসেবা প্রাপ্ত্যুপায়, উপদেশ দিলা তায়, মুক্তি তার না ছুইনু গন্ধ।
আপন করমদোষে, সেবি সে বিষয়বিষে, মোর দেখি পুনঃ ভববন্ধ॥
যত পাপসঞ্চয়, তত অপরাধ হয়, তাহার আলয় রূপ আমি।
মোর মন দুষ্ট যত, তাহা বা কহিব কত, কিবা নাহি জান নাথ তুমি॥
সেই ভাব ভাবিতে মুখ নাহি ক্ষমা চাইতে, কত বা ক্ষমিবা নিজ গুণে।
নিরঙ্কুশ কৃপাময়, অনায়াসে সব হয়, ফুকারয়ে এ রাধামোহনে॥

৪০ পদ গুজ্জরী।

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে।
বুঝাইনু যত যত, না লয় পামর চিত, সদাই বিষয়বিষে মজে॥ধ্রু॥
তোমার করুণা বিনে, মো পাপীর নাহি ত্রাণে, সত্য সত্য এই নিবেদনে।
মোর মন দুরাচার, নিমেষ পরার্দ্ধ কাল, স্থির নহে ভজন স্মরণে॥
অনায়াসে তরি যাইতে, উপদেশ দিলা তাতে, তাহা মুই না শুনিনু কাণে।
তোমার সম্বন্ধ মতে, এই খ্যাত ত্রিজগতে, এ বিচারি কর পরিত্রাণে॥
বৃন্দাবনে বাস দিয়া, নামে রুচি জন্মাইয়া, মোর মন রাখ শ্রীচরণে।
এ রাধামোহন কয়, তবে মোর ত্রাণ হয়, অসম্ভব কৃপা লোকে জানে॥

৪১ পদ গুজ্জরী।

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপাদৃষ্টি কর।
মুই পাপী দুরাচার, মোরে করু অঙ্গীকার, এ ভবসাগর হৈতে তার॥ধ্রু॥
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয়, সেহ মোর স্থায়ী নয়, মনযোগে ও রাঙ্গা চরণে।
সেহ বুদ্ধি মোর নয়, বিচারিলে এই হয়, আকর্ষে সে তোমার নিজগুণে।
তুমি করুণার সিন্ধু, এ দীন জনার বন্ধু, উদ্ধারিয়া দেহ পদসেবা।
এই অধমের ত্রাতা, তোমা বিনা প্রেমদাতা, ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি, পূর্ব্বরূপ দয়া করি, মোরে দেহ সেই প্রেম সেবা।
এ রাধামোহন কয়, মোর পরিত্রাণ হয়, তবে গুণ নাহি গায় কেবা॥

৪২ পদ। সুহই।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তোমার চরণ, স্মরণ না কৈলুঁ আমি।
বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি, খাইছু হইয়া কামী॥
সেই বিষে মোরে জারিয়া মারিল, বড়ই বিষম হৈল।
জনমে জনমে, এমন কতই, আত্মঘাতী পাপ কৈল॥

সেই অপরাধে, এ ভবসাগরে, বাঁধিলে এ মায়াজালে।
তোমা না ভজিয়া, আপনা খাইয়া, আপনি ডুবেছি হেলে॥
আর কত কাল, এ দুঃখ ভুঞ্জিব, ভোগদেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া, নিবেদিছি তুয়া পায়॥
ও রাঙ্গা চরণ, পরশ কেবল, বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লেহ দীনবন্ধু, আপন চরণ-নায়॥
তোমার সেবন, অমৃত ভোজন, করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন, খতে বিকাইল, দাম গগনে লেখ॥

৪৩ পদ। ধানশী।

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি ত আমার বন্ধু, সকলি তোমার। তোমার ধন তোমায় দিব কি আছে আমার॥
এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব। তোমার ধন তোমায় দিয়া দাসী হৈয়া রব॥
নরোত্তম দাসে কহে শুন গুণমণি। তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥

৪৪ পদ। কেদার।

মদীশ্বরী তুমি মোরে করিবে করুণা।
এইত তাপিত জনে, তোমার সে শ্রীচরণে, দাসী করি করিবে আপনা॥ধ্রু॥
দশদণ্ড রাত্রি পরে, হৈয়া তুয়া অভিসারে, ললিতাদি সহচরী সঙ্গে।
যাইয়া নিকুঞ্জবনে, শ্রীনন্দকুমার সনে, মিলিবার বিলাস তরঙ্গে॥
সে কালে সে গুণমণি, মঞ্জরী প্রেমের খনি, চন্দন কোটরি ফুলমালা।
দিবেন আমার করে, সঙ্গে লৈয়া ধীরে ধীরে, নিভৃতে চলিবে সব বালা॥
তুমি সশঙ্কিত হৈয়া, ইতি উতি নিরখিয়া, সখী মাঝে করিবে গমন।
রহিয়া রহিয়া যাবা, পাছে আমা নিরখিবা, মোর হবে সঙ্কুচিত মন॥
হেন মতে কুঞ্জ মাঝে, ভেটিবে নাগররাজে, আগুসরি লৈয়া যাবে কাণ।
দুহুঁ রত্ন সিংহাসনে, বসিবা আনন্দমনে, দেখি মোর জুড়াবে নয়ান॥
হেন দিন মোর হব, ইহা কি দেখিতে পাব, তুয়া দাসীগণ সঙ্গে রৈয়া।
এ বড় বিচিত্র আশ, এ দীন বৈষ্ণবদাস, লেহ কৃপা তরঙ্গে বহাইয়া॥

৪৫ পদ। সুহই।

হাহা বৃষভানুসুতে।
তোমার কিঙ্করী, শ্রীগুণমঞ্জরী, মোরে লবে নিজ যূথে॥ধ্রু॥

নৃত্য অবসানে, তোমরা দুজনে, বসিবার দিব পরে।
ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, রাস-পরিশ্রম ভরে॥
মুঞি তার কৃপা-ইঙ্গিত পাইয়া, শ্রীমণিমঞ্জরী সাতে।
দোঁহার শ্রীঅঙ্গে, বাতাস করিব, চামর লৈয়া হাতে॥
কেহ দুই জন, বদন চরণ, পাখালি মুছিবে সুখে।
শ্রীরূপমঞ্জরী, তাম্বূল বিটিকা, দেয়ব দোঁহার মুখে॥
শ্রম দূরে যাবে, অঙ্গ সুখী হবে, অলসে ভরিবে গা।
বৈষ্ণবদাসের, এ আশা পুরিবে, কবে দিব মন্দ বা॥

৪৬ পদ। কেদার।

হা নাথ গোকুলচন্দ্র, হা কৃষ্ণ পরমানন্দ, হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকে চন্দ্রমুখী, গান্ধর্ব্বা ললিতা সখী, কৃপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ, আমার সর্ব্বস্ব ধন, তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ, মরিতেছি এই দেখ, করুণা কটাক্ষ কর দান॥
দুঁহে সহচরী সঙ্গে, মদনমোহন তঙ্গে, শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়।
আমারে করুণা করি, দেখাইবে সে মাধুরী, তবে হয় জীবন উপায়॥
হাহা শ্রীদামাদি সখা, কৃপা করি দেও দেখা, হাহা বিসখাদি প্রাণসখী।
দোহে সকরুণ হৈয়া, চরণ দর্শন দিয়া, দাসীগণ মাঝে লেহ লিখি॥
তোমার করুণারাশি, তেঁই চিতে অভিলাষি, কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি, ডাকিলাম উচ্চ করি, দীনহীন এ বৈষ্ণব দাস॥

৪৭ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ বড় অপরূপ লীলা। কিশোরা কিশোরী দুই এক মিলে নবদ্বীপে প্রকটিলা॥
রাধানাথ বড় অপরূপ সে। শ্রীচৈতন্য নামে হীনজনে দয়া তপতকাঞ্চন দে॥
রাধানাথ সঙ্গী অপরূপ তার। নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাস স্বরূপ রায় রামানন্দ আর॥
রাধানাথ কি কহিব তব রঙ্গ। সনাতন রূপ রঘুনাথ লোকনাথ ভট্টযুগ সঙ্গ॥
রাধানাথ এ সব ভকত মেলি। না কৈলা কীর্ত্তন আবেশে নর্ত্তন প্রেমদান কুতুহলি॥
রাধানাথ বড় অভাগিয়া মুই।
সেকালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু কেন না করিলা তুই॥
রাধানাথ বড়ই রহিল দুঃখ। জনম হইল তখন নহিল দেখিতে না পাইনু সুখ॥
রাধানাথ কি জানি কহিতে আমি। গৌরসুন্দর দাসের ভরসা উদ্ধার করিবা তুমি॥

৪৮ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া। একলা আইসে একলা যায় পড়িয়া রহে কায়া॥
রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়। ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা কলত্রাদি সঙ্গে কেহ নাহি যায়॥
রাধানাথ সকলি অমনি দেখি। তথাপিহ মনে খেদ নাহি হয় আমার বলিয়া লেখি॥
রাধানাথ সকলি ফেলিয়া যাবে। শরীর লইয়া জলে ফেলাইয়া উলটি ফিরি না চাবে॥
রাধানাথ কেহ কার কিছু নহে।
বিচারিয়া দেখি সব মিছা মায়া এ বোধ স্থির না রহে॥
রাধানাথ শুনি শতবর্ষ আই। সেই স্থির নহে দুই চারি দিনে মরিছে দেখিতে পাই॥
রাধানাথ দেখিয়াও ভ্রম হয়। বহুকাল জীব কতেক করিব ক্ষমা নাহি মনে লয়॥
রাধানাথ ভুবনে ভকতি সার।
কহয়ে গৌর তোমারে না ভজি কে কোথা হৈয়াছে পার॥

৪৯ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ সকলি ভোজের বাজি।
এই আছে এই নাই সব দেখি নাহি বুঝে মন পাজি॥
রাধানাথ সকলি আমের খুয়া।
ঘর বাড়ী আর টাকা কড়ি সবে ভাবে যেন আচাভুয়া॥
রাধানাথ সকলি গোলকধাধাঁ।
পুত্র পরিবার আমার আমার করি লোক পড়ে বাঁধা॥
রাধানাথ জীবন খড়ের আগি।
ধপ্ করি জ্বলি উঠে নিভে যায় না হয় সুখের ভাগী॥
রাধানাথ প্রাণ পদ্মপত্রের জল। সদাই চঞ্চল বাহির হইতে, সদা করে টলমল॥
রাধানাথ কিছু ভাব নহে খাটি।
মাণিক ভাবিয়া যা লই অঞ্চলে, তাহা হৈয়া যায় মাটী॥
রাধানাথ জীবন মনুয়া পাখী।
রাধাকৃষ্ণ নাম পড়ালে না পড়ে শুধু দিতে চায় ফাঁকি॥
রাধানাথ এ গৌরসুন্দর কাণা।
কৃষ্ণনাম বুলি কেমনে শিখিবে না বুঝে পৈরাম টানা॥

৫০ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ দেখিতে লাগিছে ভয়। তনুবল হ্রাস আর বুদ্ধিনাশ কখন কি জানি হয়॥
রাধানাথ সকলি ছাড়িয়া গেল।
দাঁত আঁত গেল বধির হইল নয়নে না দেখি ভাল॥
রাধানাথ তুমি সে করুণাসিন্ধু।
তোমা বিনা আর কেবা উদ্ধারিবে তুমি সকলের বন্ধু॥
রাধানাথ আগে সব নিবেদয়। মরণসময় ব্যাধিগ্রস্ত হয় স্মরণ নাহিক রয়॥
রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয়। বৃষভানুসুতাচরণ-সেবনে পাছে কৃপা নাহি হয়॥
রাধানাথ এই নিবেদয়ি আমি। বৃষভানুসুতাপদে দাসী করি অঙ্গীকার কর তুমি॥
রাধানাথ এই মোর অভিলাষ। নিভৃত নিকুঞ্জে নিজ পদে লেহ এ গৌরসুন্দর দাস॥

৫১ পদ। শ্রীরাগ।

রাধানাথ করুণা করহ আমা। সাধন ভজন কিছু না করিনু ব্রজে বা না পাই তোমা॥
রাধানাথ এ বড় আঁধল চিত। রহি রহি মোর সংশয় হইছে ভাবিতে না হই ভীত॥
রাধানাথ সময় হইল শেষ। তব দয়া মোরে নিশ্চয় হইবে কিছু না দেখিয়ে লেশ॥
রাধানাথ তোমারে সঁপিত কায়। রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে পতিনামে সে বিকায়॥
রাধানাথ লোকেরা হাসয়ে তোমা।
যে কহে তোমার তারে না তারিলে অযশ রবে ঘোষণা॥
রাধানাথ এড়াতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে রতি না থাকিলে তমু সবে জানে তব আমি॥
রাধানাথ এ কথার করিব কি।
পতিতপাবন তুয়া এক নাম সাধু মুখে শুনিয়াছি॥
রাধানাথ অতএ কৈরাছি আশ।
ব্রজে তোমা দোহা পদে দাসী কর এ গৌরসুন্দর দাস॥

৫২ পদ। বিভাস।

প্রভু মোর মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ, দয়া কর মুই অধমেরে॥
সংসারসাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ, কৃপা-ডোরে বাঁধি লেহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় আশা মনে, লৈয়া বৃন্দাবনে, বংশীবট যেন দেখি সুখে॥
কৃপা করি মধুপুরী, লেহ মোরে কেশে ধরি, যমুনাজী দেহ পদছায়া।
অনেক দিবসের আশ, নহে যেন নৈরাশ, দয়া কর না করহ মায়া॥

অনিত্য যে দেহ ধরি, আপন আপন করি, পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস মনে, প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে, পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয় ॥

৫৩ পদ। ধানশী।

ভজহুঁ রে মন, নন্দনন্দন, অভয়াচরণবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে, তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ, বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদলজল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিত রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাসী রে।
পূজন সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষী রে ॥

৫৪ পদ। ভাটিয়ারি।

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি, মুখে বোল তার নাম।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপী-প্রাণধন, ভুবনমোহন শ্যাম ॥
কখন মরিবে, কেমনে তরিবে, বিষম শমন ডাকে।
যাঁহার প্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে, না জানি মরে বিপাকে ॥
কুলধন পাইয়া, উনমত হৈয়া, আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে, ধরি পায় হাতে, বাঁধিয়া করিবে জড় ॥
কিবা যতি সতী, কিবা নিজ জাতি, সেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, রৌরব নরকে মজে ॥
এ দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ, মিছাই জীবন গেল।
হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু, হৃদয়ে রহল শেল ॥

৫৫ পদ। কামোদ।

কি কর নরহরি ভজ রে। ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে ॥
তরিবার পরিণাম, হর জপে হরিনাম, হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে ॥
ভব ঘোর পারাবার, হরিনাম তরী তার, হরিনাম লৈয়া পার, হৈল গজ রে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারিবর্গের ধাম, বেদে বলে হরিনাম, সুখে জপ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি, ভারতের ভূষা হরি-পদরজ রে ॥

৫৬ পদ। সারঙ্গ।

তেজ মন হরি বিমুখনকি সঙ্গ।
যাক সঙ্গহি, কুমতি উপজতহি, ভজনকি পড়ত বিভঙ্গ ॥ধ্রু॥
সতত অসত পথ, লেই যো যায়ত, উপজত১ কামিনী সঙ্গ।
শমন-দূত, পরমায়ু পরখত, দূর সঞে২ নেহারই৩ রঙ্গ ॥
অতএ সে হরিনাম, সার পরম মধু, পান করহ ছোড়ি ভঙ্গ ৪।
"হরিচরণ-সরোরুহে, মাতি রহুঁ গোপাল দাস-মন ভৃঙ্গ ॥"৫

৫৭ পদ। আশাবরী।

ভজ মন নন্দকুমার। ভাবিয়া দেখহ ভাই গতি নাহি আর ॥ধ্রু॥
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার। অতএ করহ মন হরিপদ সার ॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক। পরম নিপুণ ইহ নাম বলি ডাক ॥
তার নামলীলাগানে সদা হও মত্ত। সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ ॥
রাধামোহন বলে মন কি বলিব তোরে। সংসার যাতনা আর নাহি দেহ মোরে ॥

৫৮ পদ। ধানশী।

ভজ মন সতত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব।
রাধাকৃষ্ণ পরমসুখদায়ক রসময় পরমানন্দ ॥ধ্রু॥
চঞ্চল বিষয়-বিষ, সুখ মানি খাওসি, না জানসি ইহ মতি মন্দ।
পরকালে বিকট মরণ দুঃখ দেয়ব, বুঝহ অবহুঁ করু অন্ধ ॥
মোহে দুঃখভাগী, করণ নহ সমুচিত, তো হাম জনমবন্ধু।
নিজ দুঃখ জানি, অবহুঁ স্মরণ করু, যো তুহুঁ করুণাক সিন্ধু ॥
ও পদপঙ্কজ-প্রেমসুধা পিবি পিবি, দূর কর নিজ দুঃখকন্দ।
এ রাধামোহন কহ, তেজহ বিছুই মোহ, যৈছন হত নিজ বন্ধ ॥

৫৯ পদ। কামোদ।

ভাই রে সাধুসঙ্গ কর সাধু হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দসুখ পাবে, নিনাই চৈতন্য গুণ গাইয়া ॥ধ্রু॥
চৌরাশী লক্ষ জনম, ভ্রমণ করিয়া শ্রম, ভালই দুর্লভ দেহ পাইয়া।
মহতের দায় দিয়া, ভক্তিপথে না চলিয়া, জন্ম যায় অকারণ বৈয়া ॥

---

(১) উপরত (২) দূরহি (৩) নেহারত (৪) দন্দ (৫) কহ মাধো হরিচরণসরোরুহে মাতি রহুঁ নিতি ভৃঙ্গ।—পাঠান্তর।

মালা মুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ, ফিরি আমি লোক দেখাইয়া॥
মাকালের ফল লাল, দেখিতে সুন্দর ভাল, ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥
চন্দন তরুর কাছে, যত বৃক্ষ লতা আছে, আত্ম সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধুসঙ্গ সার, নাহি বলরাম ছার ভবকূপে রহিল পড়িয়া॥

৬০ পদ। সুহই।

বুড়া কি আর গৌরবধর।
এ ভবসংসার, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর॥ধ্রু॥
পাকিল কুন্তল, গায় নাহি বল, কাঁকালি হৈয়াছে বঙ্কা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, মুড়ি পড়িবার শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন, সঘনে ডাকয়ে গলা।
মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হৈয়াছে বেলা॥
শ্বাস যে রোধন, লম্বি ঘন ঘন, সঘনে পীবহি পানী।
অতএ বদন ভরি বলহরি, দাস বলরাম বাণী।

৬১ পদ। যথা রাগ।

এ মন বল রে গোবিন্দ নাম।
আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবেক কাম॥ধ্রু॥
কালি যা করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা কর না ভাই।
আজি যা করিবা তা কর এখনি, কি জানি কখন যাই॥
এ হেন কলিতে, মানুষ-জনম, এমন আর বা কাতে।
হরিনাম দিয়া, জগতে তারিলা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে।
সে তিন যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া, গৌর হরি বল, যুগের ধরম দেখ॥
রসনা বদন, বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়।
আলিস করিয়া, নরকে যাইতে, কার বা এ অপচয়॥
শমন-কিঙ্কর, অঙ্গুলি গণিছে, জান না কখন পাড়ে।
কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে॥

৬২ পদ। কেদার।

হরি হরি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন।
কাঁহা সে সম্পদসার, কাঁহা এই মুক্তি ছার, কিয়ে চিত্র বাউলের মন।ধ্রু।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ পার, বৃন্দাবন নাম যার, তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র।
তার প্রিয় শিরোমণি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, বিলসয়ে সঙ্গে সখীবৃন্দ॥
তার অনুচরি সঙ্গে, প্রেমসেবা পরসঙ্গে, ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাঁহা এ পাপিষ্ঠ জন, পাপালয় মূর্ত্তিমান, আশা করো কর তা অকাম্য॥
যথা বামনের ইন্দু, পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু, মূকের যেমন বেদধ্বনি।
পশ্চিমে উদয় সূর, জলযজ সুকর্পূর, পথের কিঙ্কর চিন্তামণি॥
ঠাএ সব যদি হয়, কৃপা কভু বিনে নয়, শ্রীরাধামাধবদরশন।
বৈষ্ণবদাসের মনে, দরিদ্র বিজয়া পানে, শুতি যেন দেখয়ে স্বপন॥

৬৩ পদ। তুড়ি।

কপট চাতুরী চিতে, জন মন ভুলাইতে, বাহে সদা জপি নাম খানি।
দাঁড়াইয়া সত্যপথে, অসত্যে মজিয়া তাতে, পরিণাম কি হবে না জানি॥
ওহে নাথ মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, না মানিনু মুক্তি ধিক্‌, অতত্র সে না দেখি উদ্ধার॥ ধ্রু॥
লোকে করে সত্যবুদ্ধি, মোর নাহি নিজ শুদ্ধি, উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেমভরে মোরে করে, নিজগুণে তার তরে, আপনি হইনু ছোঁচ হাঁড়ি।
ভণে চন্দ্রশেখর দাস, এই মনে অভিলাষ, আর কি এমন দশা হব।
গোরা পারিষদ সঙ্গে, সংকীর্ত্তন রসরঙ্গে, আনন্দে দিবস গোঙাইব॥

৬৪ পদ। ধানশী।

মন তুমি যেন বহুরূপী। লোক ভুলাইতে সাজ ধর চুপি চুপি॥
কভু ভস্ম জটাজূট ধরি। সন্ন্যাসীর সাজে ফির করিয়া চাতুরী।
কভু সাজ সাধু মহাজন। সেরেতে ছটাক চুরি করহ ওজন॥
কভু কবিরাজ সাজ সাজি। ঔষধ না দিয়া লোকে দেও তিজি পিজি॥
কভু বা সাজিয়া পুরোহিত। যজমানে নষ্ট কর করিয়া অহিত॥
কভু সাজ গুরুমন্ত্রদাতা। শিষ্যের সর্ব্বস্ব বিত্ত হর যথাতথা॥
লোচন বলে যে ঠকায় লোকে। পড়িলে শমন হাতে সেই আগে ঠকে॥

৬৫ পদ। সুহই।

বদ বদ হরি ছন্দ না করিহ বিপদে বেড়ল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া আগে পলাওল শ্রবণ দশন কেশ॥
তার পাছে পাছে লোচন বচন তারা দুই দিল ভঙ্গ।
ঘোর ঘোর করি রাত্রি দিন মরি যমদূতে দেখে রঙ্গ॥

সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস বৎসর গণিছে কোন্ দিন দিবে হানা॥
এই পুত্রবধূ যতন করিছে সকলি নিমের তিতা।
মরণ সময় হাতে গলে বাঁধি মুখে জ্বালি দিবে চিতা।
বদন ভরিয়া হরি না বলিলা, শমন তরিবা কিসে॥
দাস লোচন কহিয়া ফারাক মরিছ আপন দোষে॥

৬৬ পদ। ভাটিয়ারি।

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তার।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা, ত্রিভুবনে নাহি আর॥
এমন মাধব, না ভজে মানব, কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধম, প্রহারিয়া যম, রৌরবে কৃমিতে খাবে॥
তারপর আর, পাপী নাহি ছার, সংসার জগত মাঝে।
কোন কালে তার, গতি নাহি আর, মিছাই ভ্রমিছ কাজে॥
লোচন দাস, ভকতি আশ, হরি গুণ কহি লিখি।
হেন রস সার, মতি নাহি যার, তার মুখ নাহি দেখি॥

৬৭ পদ। শ্রীরাগ।

শ্রীকৃষ্ণভজন লাগি সংসারে আইনু। মায়া-জালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষ সমান হৈনু।
স্নেহলতা বেড়ি বেড়ি তনু কৈল শেষ। কীড়া রূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশে॥
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে। কালরূপী বিহঙ্গ উপরে বাস করে॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুখাইয়া গেল। সংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল॥
দুরাশা দুর্ব্বাসনা দুই উঠে ধূমাইয়া। ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুরিয়া॥
এগাও এগাও মোর বৈষ্ণব গোঁসাই। করুণার জল সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই॥

৬৮ পদ। সুহই।

নিকুঞ্জনিবাসে, মহারাসরসে, রসিকশেখর যে।
সো রাধাবল্লভ, জগতদুর্লভ, আমার বল্লভ সে॥
যার বাঁকা আঁখি, গোপী হিয়া দেখি, হানয়ে তিখিনী শর।
সো গোপিকেশ্বর, বিশ্বের ঈশ্বর, সেই মোর প্রাণেশ্বর॥
গোপীকুচকুম্ভে, যো কর পল্লবে, হোয়ত পরম শোভা
কাটে ভববন্ধ, তছু পদদ্বন্দ্ব, মুনির মানসলোভা॥

যো পহুঁ গোকুলে, গোপীর দুকূলে, চোরাওল হাসি হাসি।
এ গোকুল দাসে, তার পদ আশে, ধ্যায়য়ে দিবস নিশি ॥

৬৯ পদ। ধানশী।

হরি হরি আমার এমন দশা হবে। বিষম দারুণ বিষ জঞ্জাল টুটিবে ॥
দারা সুখভোগে মুই হব বিরকত। শরণ লইব গুরু বৈষ্ণব ভাগবত ॥
করঙ্গ কোথালি হাতে গলায় কাঁথা দিয়া। মাধুকুরি মাগি খাব ব্রজবাসী হৈয়া ॥
সংসারসুখের মুখে অনল জ্বালিয়া। থুথু করিয়া কবে যাইবে ছাড়িয়া ॥
জাতি কুল অভিমান সকল ছাড়িব। গোপালের আশা কত দিবসে ফলিব ॥

৭০ পদ। ধানশী।

বন্ধুগণ শুন মোর নিবেদন সবে।
ধরাধরি করি মোরে, তুলসীতলায় নিয়, যবে মোর উর্দ্ধশ্বাস হবে ॥ ধ্রু॥
আপাদ মস্তক যবে, নড়িয়া উঠিবে শ্বাস, হইবেক হিম কলেবর।
শ্রুতি দৃষ্টি নাহি রবে, রসনা অবশ হবে, নেত্রে বারি ঝরিবে নির্ঝর ॥
লইয়া তুলসীপত্র, ঢাকিয় যুগল নেত্র, লেপিয় তুলসীমাটি গায়।
তুলসীমঞ্জরী দিয়া, হরের্নাম রাম নাম, লিখিয় লিখিয় ভাই তায় ॥
হরিনামের নামাবলী, দিয় মোর অঙ্গে তুলি, নামমালা দিয় মোর গলে।
অতি উচ্চৈস্বরে সবে, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, নাম মোর দিয় কর্ণমূলে ॥
গোপাল দাসীয়া কয়, সাধ যেন সিদ্ধ হয়, সবার চরণে নিবেদন।
গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, এ নাম শুনিতে যেন, প্রাণপাখী করে পলায়ন ॥

৭১ পদ। সুহই।

বড় দয়ার ঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোঁসাই। কলিভয় তরাইতে আর কেহ নাই ॥
গুরু গোঁসাই বৈষ্ণব গোসাঞী ভাল অবতার। এমন করুণানিধি না হইবে আর ॥
বৈষ্ণব গোসাঞীর ভাই অপার মহিমা। আপনেই প্রভু তার দিতে নারে সীমা ॥
বৈষ্ণব দুয়ারে যদি হইতাম কুকুর। পাতের এঁঠো দিয়া তরাইত বৈষ্ণব ঠাকুর ॥
জাতি কুল অভিমানে হারাইলাম নিধি। হেন অবতারে মো বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
গোপাল দাসের প্রভু দুকূল পাথার। চুলে ধরি লাথি মারি মোরে কর পার ॥

৭২ পদ। বেলোয়ার।

হরি হরি হেন দিন হোয়ব হামার।
শ্রীগুরুদেব চরিত গুণ অদ্‌ভুত নিরবধি চিন্তিব হৃদয় মাঝার ॥ ধ্রু॥

মৃদু মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত শ্রবণ চসক ভরি করবহি পান।
নিরুপম মঞ্জুল, মূরতি-জনরঞ্জন, নিরখি করব কত তৃপত নয়ান ॥
ললিত অঙ্গোপরি, মনোনীত নব নব, নাসাপুট ভরি রাখব তায়।
ইহ বদনে উহ মধুর নাম, শুভ রটব নিরন্তর, হরষি হিয়ায় ॥
কি কহব অব, অতিশয় সব, দুর্লভ করি পরিচর্য্যা সফল হব হাত।
ধরণী পতিত হোই, পতিত এ নরহরি, চরণ কঞ্জ তব ধরব কি সাথ ॥

৭৩ পদ। বিভাস।

যজ্ঞদান তীর্থস্থান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান, সব অকারণ ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বসনহীন আভরণ দেহে ॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমলচিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসত সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইল শমনে ॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে, না করিলাম সেরূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা ॥

৭৪ পদ। বিভাস।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি, তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥ ধ্রু।
ভকতের ভেক ধরে, সাধুপথ নিন্দা করে, গুরুদ্রোহী সে বড় পাপীষ্ঠ।
গুরুপদে যার মতি, খাট করায় তার রতি, অপরাধী নহে গুরুনিষ্ঠ ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহে দোষে অবিরত, করে দুষ্ট করায় সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কূপজল যেন বন্দে, সেই পাপী অধম সভার ॥
যার মন নির্ম্মল, তারে করে টলমল, অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃদু মতি[১] করে অঙ্গ[২], তার মুণ্ডে পড়ে যমদণ্ড[৩] ॥
কালক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পরতেক গেল, অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে, এ জনার ভাল নহে, এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥

(১) স্তুতি (২) রঙ্গ (৩) যেন—পাঠান্তর।

৭৫ পদ। গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।

এ ভবসংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥ধ্রু॥

সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন, সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

প্রেমে গদ গদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা, কাঁদিয়া বেড়াব উচ্চরায় ॥

নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণত হৈয়া, ডাকিব হা রাধানাথ বলি।

কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পীব করপুটে তুলি ॥

আর কি এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়।

বংশীবটছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈঞা, পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ান ভরি, রাধাকুণ্ডতীরে হবে বাস।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহপতন হবে, আশা করে নরোত্তম দাস ॥

৭৬ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।

এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে, এই মনে করিয়াছি আশা ॥ধ্রু॥

ধন জন পুত্র দারে, এসব করিয়া দূরে, একান্ত করিয়া কবে যাব ॥

সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি, মাধুকরি মাগিয়া খাইব ॥

যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে খাব উদর পূরিয়া।

রাধাকুণ্ডজলে স্নান, করি কুতূহলে নাম, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাসকেলি যেই স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।

সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া ॥

ভোজনের স্থান যবে, নয়নে দর্শন হবে, আর যত আছে উপবন।

তার মাঝে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন, আশা করে যুগলচরণ ॥

৭৭পদ। পাহিড়া।

হরি হরি কবে মোর হবে শুভদিন।

ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ধ্রু॥

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়।

হরি অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥

শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।

বাহু ঊপরেতে তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া।

দেখিব সত্তে কত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবরধারী, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥
মাধবী কুঞ্জ উপরি, সুখে বসি শুকসারী, গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।
তরুমূলে বসি ইহা, শুনি জুড়াইব হিয়া, কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এমতি হইবে কত দিনে॥

৭৮ পদ। ধানশী।

হরি হরি কবে হবে বৃন্দাবনবাসী। নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি॥
তেজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্গ। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি। কবে যমুনার জল খাব করে পূরি॥
পরিক্রমণ করিয়া বেড়াব বনে বনে। বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে।
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার। কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

৭৯ পদ। সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব॥
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস লীলা। যেখানে যেখানে যে করিলা॥
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়ানযুগ ভরি॥
আর কবে নয়নে দেখিব। বনে বনে ভ্রমণ করিব॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াইব প্রাণ॥
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তম দাস মনে আশ॥

৮০ পদ। কামোদ।

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব, সেবন করিব দোঁহাকার॥ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, মালা গাঁথি দিব নানাফুলে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পূরি, যোগাইব অধরযুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন, সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন, তোমা বিনা অন্যে নাহি ভায়॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ॥

৮১পদ। ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর। জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন। রতন বেদীর পর বসাব দুজন॥
শ্যাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব সে হেরব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস*॥

৮২ পদ। সুহই।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলি কৌতুক রঙ্গে, সকল পাখীর সঙ্গে, রাধাকৃষ্ণ করিব সেবন॥ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে, মণ্ডলি করিব দুহুঁ মিলি।
রাই কানু দুহুঁ ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, নিরখি গোঙাব কুতূহলি॥
অলস[1] বিশ্রামঘর, গোবর্দ্ধন গিরিবর, রাই কানু করাব শয়নে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়, অনুক্ষণ চরণসেবনে॥

৮৩ পদ। সুহই।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নির্জ্জন স্থল, রাই কানু করাব বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল চরণে॥
কনক সম্পুট ভরি, কর্পূর তাম্বুল পূরি, যোগাইব চরণকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি, পরাইব চরণযুগলে॥
কনক কটোরা ভরি, সুগন্ধি চন্দন পূরি, দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে, চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি, দুহুঁ পদ পরশিব করে।
চৈতন্য দাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ; নরোত্তম দাসে সদা স্ফুরে॥

৮৪ পদ। পাহিড়া।

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন॥

* গ্রন্থান্তরে শেষ পদ এইরূপ—নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ। (১) আলস—পাঠান্তর।

সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম।
সেই মোর ব্রত জপ, সেই মোর যোগ তপ, সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি, নিরখিব এ দুই নয়নে।
সেরূপ মাধুরী শশী, প্রাণকুবলয়বাসী, প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন।
আহা ১ প্রভু ২ কর দয়া, দেহ মোরে ৩ পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ॥

৮৫ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব॥ ধ্রু॥
যাবটে আমার কবে, এ পাণিগ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে ঘর।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ, সেবন করিব তার পর॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈয়া, রাতুল চরণে লৈয়া, আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা, সম্বাইব যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে, দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে প্রেমধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাসের মনে, প্রিয় নর্ম্মসখীগণে, আমারে গণিয়া লবে তায়॥

৮৬ পদ। পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ত্যাজ্য করি মায়া মোহ, ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে হাম প্রকৃতি হইব॥ ধ্রু॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া, নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীত বসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে, বদনে তাম্বূল দিব আর॥
দুই রূপ মনোহারি, দেখিব নয়ান ভরি, নীলাম্বরে রাইকে সাজাঞা।
নবরত্ন যাদ আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী, তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥
সেনা রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ান ভরি, এই করি মনে অভিলাষ।
জয়রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥

---

(১) হাহা। ২ মোরে। ৩ তুয়া—পাঠান্তর।

৮৭ পদ। কেদার।

অরুণ কমলদলে, শেজ বিছায়ব, বসাইব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত মুখ, পঙ্কজ মনোহর, মরকত শ্যাম হেম গৌরী ॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোর হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে, কুসুম ফুলবর, শুনব বচন আর মিঠি ॥ ধ্রু ॥
মৃগমদ তিলক, সুসিন্দুর বনায়ব, লেপন চন্দনগন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল, হার পহিরায়ব, ধায়ব মধুকরবৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর, হেরব পরম আনন্দে ॥
নরোত্তম দাস, আশ পদপঙ্কজ, সেবন মাধুরী পানে।
হোয়ব হেন দিন, না দেখিএ কিছু চিন, দুহুঁজন হেরব নয়ানে ॥

৮৮ পদ। বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নিভৃত ঘর, রাধা-কানু করাব শয়নে ॥ ধ্রু ॥
ভৃঙ্গারের জলে, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব, মুছাইব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল পূরি, যোগাইব দুহুঁক অধরে ॥
প্রিয়সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব দুহুঁ, দুহুঁ অঙ্গ পুলকনিকরে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কোটরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
কবে এমন হব, দুহুঁমুখ নিরখিব, লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে, নরোত্তম শুনিবে শ্রবণে ॥

৮৯ পদ। কেদার।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥
হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুক হেরব অতি, অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥ ধ্রু ॥
চৌদিকে সখীর মধ্যে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আচরিব, বনাইব বিচিত্র কবরী ॥

মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ-সুধাকর॥
নীল পটাম্বর, যতনে পরাইব, পায় দিব রতনমঞ্জীরে।
ধবল চামর অনিল মৃদু মৃদু, বীজন ছরমিত দুহুঁ শরীরে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান॥

৯০ পদ। কেদার।

বিপরীত অম্বর, পালটি পিন্ধায়ব, বাঁধব কুন্তল ভার।
গাঁথি দুহুঁক হিয়ে, পুনঃ পহিরায়ব, টুটল মোতিমহার॥
হরি হরি কব নবপল্লবশয়নে।
রতিরস-ছরমে, ঘরমে দুহুঁ বৈঠব, কিশলয় বীজনে॥ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন, কাঁজরে রঞ্জব, নবকুবলয় দুই কাণে।
সিন্দুর চন্দনে, তিলক বনায়ব, অলকা করব নিরমাণে॥
দুহুঁ মুখজ্যোতি, মুকুরে দরশায়ব, দেয়ব রসকর্পূর পানে।
বলরাম দাসক, চিরদুঃখ মিটায়ব, দুহুঁক হেরব নয়ানে॥

৯১ পদ। সুহই।

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সম্পদ, শুন ভাই হৈয়া একমন।
আশ্রয় হইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণভক্তি লভে, আর ভবে মরে অকারণ॥
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নাহি বলমন্ত।
বৈষ্ণবচরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সেহ সব ভক্তি প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে সেই সব, যাতে ভক্তবাঞ্ছিতপূরণ॥
নরোত্তম দাস কয়, শুন শুন মহাশয়, দারুণ সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ পথ, অসতে মজিল চিত, তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥

৯২ পদ। গুর্জ্জরী।

লীলা শুনইতে, শিলা দরবই, গুণ শুনি মুনিমন ভোর।
ও সুখসাগরে, জগজন নিমগন, শ্রবণে পরশ নহ মোর॥
হরি হরি কি শেল রহল চিতে।
না শুনিনু শ্রুতি ভরি, নাগর-নাগরী, দুহুঁজন মধুর চরিতে॥ধ্রু॥

সেই গোবর্দ্ধন, সেই বৃন্দাবন, সো নব রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনাজল, কেলি কুতূহল, হত চিত তাহে নাহি রঙ্গে॥
প্রিয়সহচরীগণ, সঙ্গে আলাপন, খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই, বিফলে সে জীবই, ধিক্ ধিক্ বলরামদাস॥

৯৩ পদ। তুড়ী।

প্রথম জননী-কোলে, স্তনপান কুতূহলে, অজ্ঞান আছিনু মতিহীন।
তবে ত বালক সঙ্গে, খেলাইনু নানা রঙ্গে, এমতি গোঙানু কত দিন॥
দ্বিতীয় সময় কাল, বিকার ইন্দ্রিয়জাল, পাপপুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি, তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে, পুত্রকলত্র গৃহবাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে, হরিপদে না করিনু আশ॥
চারি হৈল গেল যদি, হরিল চক্ষের জ্যোতি, শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরামদাসে কয়, এইবার রাখ মহাশয়, ভক্তিদান দেহ রাঙ্গা পায়॥

৯৪ পদ। তুড়ী।

ছিলা জীব বালকালে, আচ্ছন্ন অজ্ঞানজালে, না জানিতা উত্তর দক্ষিণ।
পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি, বিদ্যা লাগি দৌড়াদড়ি, হরি না ভজিলা একদিন॥
কিশোর বয়স কালে, বিদ্যামদে মত্ত ছিলে, তর্কশাস্ত্রে হইলা পণ্ডিত।
তর্করূপ মায়াজালে, বাঁধা পৈলা হাতে গলে, চরম না ভাবিলা কিঞ্চিত॥
যৌবনে কামের বশে, মজিলা কামিনী-রসে, নষ্ট কৈল কামিনী-কাঞ্চনে।
উপজিল দুরমতি, কামে ধনে গেল মতি, সুমতি না লভিলা কখনে॥
হারে রে অধম মূঢ়, শেষকালে দর্প চূর, কৃষ্ণ-ভজনের কাল অন্ত।
বলরাম কাঁদি বলে, জনম গেল বিফলে, এবে কেশে ধরিল কৃতান্ত॥

৯৫ পদ। তুড়ী।

কর মন ভারি ভুরি, যত কিছু চাতুরী, কিছুতেই না হবে সুসার।
বড়াই করিবে যত, সকলি হইবে হত, কিছুতেই নাহিক নিস্তার॥
ধনজন যৌবন, সব হবে অকারণ, বিদ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল।
যদ্যপি মঙ্গল চাও, শুন মোর মাথা খাও, ভজ হরিচরণকমল॥
হরির চরণ বিনে, নাহি গতি দীনহীনে, হরিপদ দীনের সম্পদ।
বদনে বলরে হরি, অনায়াসে যাবে তরি, তরণী করিয়া হরিপদ॥

বলরাম পড়ি দায়, খেদে করে হায় হায়, এ কুল ও কুল তার নাই।
আর না করিও দেরি, চাঁদবদনে বল হরি, হরিবে শমনভয় ভাই॥

৯৬ পদ। ধানশী।

আত্মা শুদ্ধা কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা। পুনঃ পুনঃ পায় জীব গর্ভের যাতনা॥
একবার জন্মে জীব আরবার মরে। তথাপিও হরিপদ ভজন না করে।
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা। তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা॥
ঊর্দ্ধপদে হেটমুখে রহয়ে বন্ধনে। বিপদ্ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে। বিপদ্ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
শতেক বৎসরমাত্র নরে আয়ু ধরে। নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসরের বাল পৌগণ্ড কৈশোরে। নানা মত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন। চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস। সেইক্ষণে হয় তার সর্ব্ববন্ধ নাশ॥
কৃষ্ণের ভজনতত্ত্ব করে উপদেশ। ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণবচরণ। বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

৯৭ পদ। ধানশী।

ভোলা মন একবার ভাব পরিণাম। ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ ভজিবার সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে। সংসারে আসিবামাত্র সকল ভুলিলে॥
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্য্যা বেটী বেটা। কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা॥
শত জিহ্বা পরনিন্দা পরতোষামোদে। কৃষ্ণনাম কহিতেই রসনায় বাধে॥
পরপদ ধরি সদা করিছ লেহনে। নিযুক্ত না কর কর সে পদসেবনে॥
আরে মন ভবরোগে ঘিরিল তোমারে। হাসফাস করিতেছ বিষম বিকারে॥
কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপসর্গে। কৃষ্ণপদ ভজ লাভ হবে চতুর্ব্বর্গে॥
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর। কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাঁফর॥
কহে দাস বলরাম ঘুচিবে বিকার। নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার॥

৯৮ পদ। পঠমঞ্জরী।

প্রেমক পঞ্জরি, শুন গুণমঞ্জরী, তুঁহ সে সকল সুখদায়ী।
তোহারি গুণাগুণ, চিন্তই অনুখন, মঝু মন রহল বিকাই॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরা-কিশোরীপাদ, সেবকের সম্পদ, তুয়া গুণে মিলব কি মোয়॥ ধ্রু॥

হেরই কাতর জন, কর কৃপা নিরিখণ; নিজ গুণে পূরবি আশে।
তুয়া নব ঘন, বিন্দু বিন্দু বরিষণ, কো পূরব পিয়া পিয়াসে ॥
তুয়া সেবি ধন গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি, মঝু মনে হই পরমাণে।
কহই কাতর-ভাষে, পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে, করুণায় করু অবধানে ॥

৯৯ পদ। পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ গুণমঞ্জরী, রূপে গুণে আগোরি, মধুর মধুর গুণধামা।
ব্রজে নবযুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা পরবন্ধ, বরণ উজ্জ্বল তনুশ্যামা ॥
কি কহব তুয়া যশ, তুহুঁ সে তোঁহার বশ, হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপন অনুগা করি, করুণাকটাক্ষে হেরি, সেবাসম্পদ করু দানে ॥
ইহ বামন তনু, চাঁদ ধরিতে জনু, মঝু মন হেন অভিলাষে।
এজন কপট অতি, তুহুঁ সে কেবল গতি, নিজ গুণে পূরাব আশে ॥
অৰ্দ্ধ অঙ্গুলি করি, দশনেতে তৃণ ধরি, নিবেদহুঁ বারহি বার।
শ্রীনিবাস দাস কামে, প্রেমসেবা ব্রজধামে, প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার ॥

১০০ পদ। পাহিড়া।

শ্রীগুণমঞ্জরীপদ, মোর প্রাণ সম্পদ, শ্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে।
হেন দশা মোর হব, সে পদ দেখিতে পাব, সখী সহ প্রেমের তরঙ্গে ॥
মদনসুখদা নাম, কুঞ্জশোভা অনুপাম, তাহে রত্ন-সিংহাসনোপরি।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ, বসিবেন দুই জন, রসাবেশে কিশোর কিশোরী ॥
সেই সিংহাসন বামে, দাঁড়াইব সাবধানে, গুণমণি মঞ্জরীর পাছে।
মালতী মঞ্জরী নাম, রূপে গুণে অনুপাম, আমারে ডাকিবে নিজ কাছে ॥
মুই তাঁর কাছে যাঞা, দুহুঁ রূপ নিরখিয়া, নয়নে বহিবে প্রেমধারা।
দোহার দর্শনামৃতে, মোর নেত্র-চাতকেতে, সে আনন্দে হইবে বিভোরা ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সুখে, তাম্বূল দিবেন মুখে, রাই কানু করিবে ভক্ষণ।
পিক ফেলিবার বেরি, আলবাটি আন বলি, আমারে ডাকিবে দুইজন ॥
সখীর ইঙ্গিত পাঞা, আলবাটি করে লঞা, ধরিব সে চন্দ্রমুখ পাশে।
তাহাতে ফেলিবে পিক, মুঞি যাঞা এক ভিত, দাঁড়াইব মনের হরিষে ॥
কত বা কৌতুক কাজে, হইবে সে কুঞ্জ মাঝে, তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে।
পূরিবে মনের আশা, পালটিবে মোর দশা, নিবেদয়ে বৈষ্ণবচরণে ॥

১০১ পদ। বরাড়ী।

কুঞ্জভবনে নব কিশলয় আনি। শেজ বিছাইব ইঙ্গিত জানি॥
শ্যাম গৌরী আলসে শুতব তায়। সখীগণ শুতব আনহি ঠায়॥
দুহুঁ জন পীরিতে দুহুঁ ভঁই ভোর। করব বিবিধ কেলি যুগল কিশোর॥
শ্রমজলে যব দুহুঁ পূরব গা। সখী সঙ্গে করব মৃদু মৃদু বা॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দিবে সুবাসিত জল। হেরি হোয়ব মঝু নয়ন সফল॥
পূরব চিরদিনে ইহ মনে আশ। নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষ্ণবদাস॥

১০২ পদ। কেদার।

রূপ গুণ রতি রস, মঞ্জরী লবঙ্গ পাশ, বিলাসাদি একত্র হইয়া।
শ্রীলীলামঞ্জরী আর, কহিবেন পরস্পর, রাই কানু দোঁহার নিছিয়া॥
হরি হরি মোর হেন হবে শুভ দিনে।
মালতী দেবীর পাছে, বসিয়া সভার কাছে, মুঞি তাহা করিব শ্রবণে॥ ধ্রু॥
রাই-কানু রূপ-গুণে, রতি রস প্রশংসনে, শ্রীঅঙ্গ সৌরভ সুবিলাসে।
বিভোর হইয়া লভে, অনুক্রমে প্রশংসিবে, নিভৃত নিকুঞ্জগৃহ পাশে॥
নানা ভাবে অলঙ্কৃত, হইবে বিভোর চিত, সব প্রিয় নর্ম্মসখীগণে।
কেবল বৈষ্ণবের আশা, পালটিবে মোর দশা, সে সব করিব দরশনে॥

১০৩ পদ। কেদার।

নিদের আলসে, শুতিবে দুজন, রতন-পালঙ্কোপরে।
সহচরীগণ, শুতিবে তখন, কলপ নিকুঞ্জ ঘরে॥
রূপ রতি গুণ, মঞ্জরী তখন, করিবে বিবিধ সেবা।
পাদ সংবাহন, চামর বীজন, তাহার কবণ যেবা॥
শ্রীগুণ মঞ্জরী, বহু কৃপা করি, ঠারিয়া কহিবে মোরে।
ললিতা বিশাখা, চম্পক-কলিকা, চরণ সেবিবার তরে॥
মুঞি সে আজ্ঞাতে, বসিব তুরিতে, ললিতা চরণতলে।
গুল্‌ফ অঙ্গুলি, চরণ সকলি, সমবাহিব মনোবলে॥
কটি পীঠ আদি, মৃদু মৃদু চাপি, যতেক বন্ধান আছে।
তাঁহা নিদ যাবে, উঠি যাব তবে, বিশাখা দেবীর কাছে॥
গায়ের ওড়নী, কাঁচুলি খুলিয়া, দুজানু চাপিয়া বসি।
চরণযুগল, হৃদয়ে ধরিয়া, হেরব নখরশশী॥

পরম নিপুণে, সংবাহি চরণে, যাইব চিত্রার পাশে।
হেন অনুক্রমে, করিবে শয়ন, কেবল বৈষ্ণবদাসে॥

১০৪ পদ। ধানশী।

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। বার বার এই বার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ। নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগত-তারণ তুমি জগতজীবন। তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি। তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে। তোমা বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে॥

১০৫ পদ। ধানশী।

রাধাকৃষ্ণপদ মন ভজ অনিবার। জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর॥
কর্ম্মজ্ঞান যোগ তপ দূরে পরিহরি। নৈষ্ঠিক হইয়া ভজ কিশোর-কিশোরী॥
সখী-পদাশ্রয় হৈয়া ভজ রাধাকৃষ্ণ। রাস রসাস্বাদে সদা হইবা সতৃষ্ণ॥
অন্যের পরশ নাহি কর কদাচন। রহিবে রসিক সঙ্গে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এই তত্ত্ব মন তুমি জান সারাৎসার। ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অসার॥
অনঙ্গমঞ্জরী পদ করিয়া শরণ। ভজন উদ্দেশ গায় চৈতন্যনন্দন॥

১০৬ পদ। ধানশী।

হাহা প্রভু দয়া কর করুণাসাগর। মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব। বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব। অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব। সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে। চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে॥

১০৭ পদ। ধানশী।

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি। হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি॥
এবারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণগুয়া। শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার। বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ। নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

১০৮ পদ। ধানশী।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞী। পতিত তারিতে তোমা বিনা কেহ না॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাত পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরি নাম। তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমা সবা হৃদয়তে গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তমে কর দয়া আপনারো বলি॥

১০৯ পদ। ধানশী।

কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি। গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়ার পিচাশী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায়॥
অদোষ দরশি প্রভু পতিত উদ্ধার। এই বার নরোত্তম করহ নিস্তার॥

১১০ পদ। কামোদ।

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব এ পাপপরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইয়া প্রাণপিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনা-পুলিন॥ ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট, তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ, ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

১১১ পদ। যথারাগ।*

অ, অশেষ-গুণের নিধি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
আ, আনন্দে বিভোর সদা নদীয়া-নাগর॥

---

* এই পদ ও পরবর্ত্তী চারিটী পদ, বৈষ্ণবেরা কার্ত্তিকমাসে নামসংকীর্ত্তনরূপ দ্বারে দ্বারে খঞ্জরি ও করতাল সহ গান করিয়া থাকেন, অতএব আমরা এই পাঁচটী পদ এই স্থানে গ্রহণ করিলাম।

ই, ইন্দু জিনি বদনের শোভা মনোহর।
ঈ, ঈশ্বর ব্রহ্মাদি যারে ভাবে নিরন্তর॥
উ, উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন।
ঊ, ঊন পাপী তাপী না'হ কৈলা বিচারণ॥
ঋ, ঋণ শুধিবার প্রভু শ্রীমতী রাধার।
ৠ, রীতিমত নদীয়ার হৈলা অবতার॥
ঌ, লিপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-তনু শ্রীহরিচন্দনে।
ৡ, লীলাবতী নারী হেরি হয় অচেতনে॥
এ, এমন দয়ালু প্রভু নাহি হবে আর।
ঐ, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি করিল প্রচার॥
ও, ওড্রদেশ যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল।
ঔ, ঔদার্য্য-গুণেতে সার্ব্বভৌমে নিস্তারিল॥

চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন। অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ॥
শ্রীজাহ্ণবা রামচন্দ্রপদ করি আশ। চতুর্দ্দশ স্বরাবলী গায় প্রেমদাস॥

১১২ পদ। যথারাগ।

ক, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ, গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সংকীর্ত্তনে।
ঘ, ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ, চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া॥
ছ, ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ, জগত পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে॥
ঝ, ঝল ঝল মুখ যেন পূর্ণ শশধর।
ঞ, এমত ত দেখি নাই দয়ার সাগর॥
ট, টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল॥
ঠ, ঠমকে ঠমকে চলে বলে হরিবোল॥
ড, ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কটির উপরে।
ঢ, ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে॥

ণ, আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত, তান মান গান রসে মজাইয়া মনে ॥
থ, থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ, দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল ॥
ধ, ধেয়াঁইয়া পূরব পিরীতি পরসঙ্গ।
ন, না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥
প, প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংসার।
ফ, ফুটল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী ধার ॥
ব, ব্রহ্মা মহেশ্বর যারে করে অন্বেষণ।
ভ, ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রলোচন ॥
ম, মত্ত মাতঙ্গ গতি মধুর মৃদু হাস।
য, যশোমতি মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ ॥
র, রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল, লীলা লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম ॥
ব, বসুদেবসুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ, শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন ॥
ষ, ষড়্‌ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়।
স, সাবধান প্রাণনাথ গোরা রসময় ॥
হ, হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ, ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় অবিজ্ঞ ॥
এ চৌত্রিশ পদাবলী যে করে কীর্ত্তন।
দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ ॥

১১৩ পদ। যথারাগ।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন। শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিতপাবন ॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়। অধমতারণ নাথ ভকত-আশ্রয় ॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর —জগন্নাথমিশ্রসুত গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু। শ্রীগৌর গোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা। সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা ॥
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি। লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব-ধন অগতির গতি ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়। সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয়॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র। অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ সুনাগর। ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজনমুগ্ধকর॥
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসিক সুঠাম। ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন। শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন॥
শ্রীজীববৎসল প্রভু ভকতবৎসল। ভট্ট গোসাঞীর প্রিয় দুর্ব্বলের বল॥
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস। ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত-প্রকাশ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভকতরঞ্জন। শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন॥
অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা। চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখবিমোচন। জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ॥
রসরাজমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ব বিনাশন॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জনদলন। পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জানিবারণ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণবজীবন। সুখদাতা সুখময় ভুবনভাবন॥
বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন। শ্রীগৌর গোবিন্দ ভক্তচিত্ত-সুরঞ্জন॥
নয়নের অভিরাম ভাবুকরমণ। ভক্তচিত্তচোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন॥
নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন। দ্বিজকুলচন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম॥
সুকবি শ্রীনিধিদক্ষ নয়ন-রঞ্জন। বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ॥
ভাবুক সন্ন্যাসী সব জীবনিস্তারক। ভাবুক জনার সুখদাতা সুনায়ক॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ পূর্ণকারী। স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী॥
সর্ব্ব-অবতারসার করুণানিধান। পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা। অনন্তাদি দেবে যারে দিতে নারে সীমা॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম কর মন সার। যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়। নামের সহিত প্রভু সতত আছয়॥
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়। ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয়॥
কর কর ওরে মন নামসংকীর্ত্তন। পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন॥
গৌরনাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর। সদা আস্বাদয়ে যেই সে সব চতুর॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান। সে নামে বঞ্চিত হৈলে কিসে হবে ত্রাণ
এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন॥
শ্রীজাহ্নবা রামপদ করিয়া শরণ। শত অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন॥

১১৪ পদ । ধানশী ।

ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমীতে দেবকী-উদরে । জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমথুরাপুরে ॥
শিশুরূপে আলো করে কারা অন্ধকারে । মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
"বসুদেব থুইলা নিয়া নন্দঘোষের ঘরে ।"১ নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিন দিন বাড়ে ॥
নন্দঘোষ থুইলা নাম শ্রীনন্দনন্দন । যশোদা রাখিলেন নাম যাদু বাছাধন ॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল । ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥
সুবল রাখিলা নাম ঠাকুর কানাই । শ্রীদাম রাখিলা নাম রাখালরাজা ভাই ॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী । কেলেসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥
কুবজা রাখিলা নাম পতিতপাবন হরি । চন্দ্রাবলী থুইলা নাম মোহন বংশীধারী ॥
অনন্ত রাখিলা নাম অন্ত না পাইয়া । কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥
কণ্বমুনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি । বনমালা নাম রাখে বনের হরিণী ॥
গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন । অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥
পুরন্দর নাম রাখেন দেব শ্রীগোবিন্দ । কুন্তীদেবী রাখে নাম পাণ্ডব-আনন্দ ॥
দ্রৌপদী রাখিলা নাম দেব দীনবন্ধু । পাপী তাপী রাখে নাম করুণার সিন্ধু ॥
সুদাম রাখিলা নাম দারিদ্র্যভঞ্জন । ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর । পশুপতি নাম রাখে "খগরাজবীর"২ ॥
যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর । বিদুর রাখিলা নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥
বাসুকি রাখিলা নাম দেব সৃষ্টিস্থিতি । ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথি ॥
নারদ রাখিলা নাম ভক্ত-প্রাণধন । ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি । জাম্বুবতী নাম রাখে দেব যুদ্ধাপতি ॥
বিশ্বামিত্র রাখে নাম সংসারের সার । অহল্যা রাখিলা নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি । পঞ্চমুখে রামনাম জপে ত্রিপুরারি ॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী । প্রহ্লাদ রাখিলা নাম নৃসিংহ মুরারি ॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন । দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ॥
স্বরূপে সভার হয় গোলোকেতে স্থিতি । বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি ॥
রসময় রসিক নাগর অনুপাম । নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর । তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ । পতিতপাবন গুরু জ্ঞানউপদেশ ॥

(১) বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে । (২) গরুড় মহাবীর—পাঠান্তর ।

চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি। দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা। নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
"শতভরি সুবর্ণ[১]" গোকোটি কর[২] দান। তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥*
ব্রহ্মা আদি দেব যারে, ধ্যানে নাহি পায়। সে হরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর উদরবিদারণ। প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন। দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন। অনায়াসে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর নন্দের নন্দন। মথুরায় কংসধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুর বধ আদি কালিয়দমন। দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

১১৫ পদ। যথারাগ।

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম-সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার ॥
কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণশশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥
শচী-গর্ভসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমিরবিনাশ ॥
ভকত-চকোর তায় মধুপান কৈল।
অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল ॥
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধোতরায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈলা অদ্বৈত তাহায় ॥
ঢালিয়া ঢালিয়া পায় আর যত জন।
প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন ॥
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞী।
নদী নালা সব আসি হৈল একঠাঁই ॥

---

(১) শতভার সুবর্ণ। (২) কন্যা—পাঠান্তর। * এই চিহ্নের পর কোন কোন গ্রন্থে এই চারি পংক্তি আছে:—
"শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন। যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥"

পরিপূর্ণ হৈয়া বহে প্রেমামৃত ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা-পারা॥
সংকীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণকপি ভাসে যত পাষণ্ডীর গণ।
ফাঁফরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মন॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি গেল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্মের ঘাটে নৌকা চলিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ড-দলন নাম নিশান গাড়িল॥
চারিদিকে চারিরস কুঠারি পুরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন।
হাট করি বেচে কিনে যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
চৈতন্ম ভাণ্ডারী আর পণ্ডিত গদাই।
অদ্বৈত মুন্সি ভেল দামোদর পরথাই॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্মের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়া ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হইয়া॥
দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর॥

শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এইমত প্রেম-সিন্ধু-হাটের পত্তন॥
সংকীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞামতে বংশী-আদি পান কৈল॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোল।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল।
দীনহীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে॥
এই মত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া॥
তাহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চুর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা ভুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইল ভাণ্ডার পূরিয়া।
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার খউরি রূপ মোহর করিলা॥
মোহর লইয়া রূপ করিলা গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাঞা কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার কৈলা।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিলা॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈলা রস পরশিয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাজা করি শ্রীরূপ গোসাঞী যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঞী তাহা গড়ন গড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর হৈয়া কেহ বেতন লইল॥

নরোত্তম দাস আর শ্রীশ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥
এই রস বশ দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোক অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরুকৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সংক্ষেপে কহিব কিছু এই সব কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলারঙ্গ॥
প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল।
ক্ষীর নীর রত্নমণি পৃথক্ করিল॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতিমন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥
করুণাসাগর মোর গৌর নিত্যানন্দ।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

(পূর্ব্ব-পূর্ব্বপদকর্ত্তাদিগের গুণানুবাদ)

১ পদ। মঙ্গল।

বিদ্যাপতিপদযুগল-সরোরুহ-নিঃস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর, পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিকশিরোমণি, নাগর নাগরী, লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ ধ্রু॥
জনু বাওন, করে ধরব সুধাকর, পঙ্গু চরে গিরিশিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে, দশদিক্ খোজব, মিলব কল্পতরু নিকরে॥
শুনত অন্ধ, করত অনুবন্ধহুঁ, ভকত নখরমণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায়, উদিত ভেল দশদিশ, হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সেই বিন্দু হাম, যেখানে পাওব, তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস, অতএ অবধারণ, ভকত কৃপা বলবান্॥

২ পদ। মায়ূর।

কবি বিদ্যাপতি মতিমানে।
যাক গীতে, জগত চিত চোরায়ল, গোবিন্দ গোরীসরস রসগানে॥ ধ্রু॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সারপদ সঞ্চরি, বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখসম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার, হার সব রসিকহি, কণ্ঠেহি কণ্ঠ পরাওল বনিয়া॥
আনন্দে না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দরস, জগ ভরি বরিখল, বিদ্যাপতি-রস-মেহা॥
যত যত রস-পদ কয়লহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে, শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে॥
সো রস শুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন, রসময় চম্পূ বিসারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এসুখ সম্পদ, রহইতে আনমন, যৈছন বামন ধয়বহি চন্দে॥

৩ পদ। কেদার।

বিদ্যাপতি কবিভূপ।

অগণিত গুণ, জনরঞ্জন, ভণব কি সুখময় কি পীরিতি মূরতি রস-কূপ ॥ধ্রু॥

শিশু-সময়াবধি, অধিক পরাক্রম, বিরচিল দেবচরিত বহু ভাঁতি।

কোই করল উপদেশ, পরম রস উলসিত, তাহে নিরত রহুঁ মাতি ॥

শ্রীশিবসিংহ নৃপতি, লছিমাপ্রিয়, অতুল মিলন যশ বিদিতহি ভেল।

শ্যামর গৌরী, কেলি মণিসম্পুট, যতনে উঘারি ভুবন ধনি কেল ॥

মরি মরি যাক, গীত নব অমিয়, পিবি পিবি জীবই রসিক-চকোর।

নরহরি তাক, পরশ নাহি পাওল, বুঝিব কি ও রস মঝু মতি থোর ॥

৪ পদ। ধানশী।

জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ। রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ ॥

শ্রীশিবসিংহ নৃপতি সহ প্রীত। জগতব্যাপী রহ বিশদ চরিত ॥

লছিমা গুণহি উপজে বহু রঙ্গ। বিলসয়ে রূপ নারায়ণ সঙ্গ ॥

বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস। করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ ॥

শ্রীগোকুল-বিধু গৌরকিশোর। গণ সহ যাক গীতরসে ভোর ॥

নরহরি ভণ অরু কি কহ তায়। অনুখন মন জনু রহে তছু পায় ॥

৫ পদ। ধানশী।

জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ। যাক সরসরস-পদ অপরূপ ॥

লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার। যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শত ধার ॥

পঞ্চ গৌড়েশ্বর শিবসিংহ রায়। রাজ-কবি করি যারে রাখিলা সভায় ॥

সরস সালঙ্কার শবদনিচয়। যাহার রসনা অগ্রে সতত স্ফুরয় ॥

কবিতা-বনিতা যারে করিলেক পতি। নরহরি কহে ধন্য কবি বিদ্যাপতি ॥

৬ পদ। ধানশী।

জয়তি বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ। ধনি যছু রস-পদ অমিয় সুছন্দ ॥

তপনজা-তীরে ধীর ধীর সমীরে। যত লীলা হোয়ল কুঞ্জকুটীরে ॥

রাধা কানুক সো সব লীলা। বিবিধ ছন্দোবন্ধে যো বরণিলা ॥

যো পদ স্বরূপ রামানন্দ সহ। গৌর পহুঁ আস্বাদিল অহরহ ॥

যৈছে কুসুম মাহা পারিজাত ফুল। তৈছে বিদ্যাপতি পদহুঁ অতুল ॥

কাব্যগগনে যোই যৈছন রবি। তছু যশ বরণব কৈছে কানু কবি ॥

৭ পদ। সিন্ধুড়া।

দ্বিজকুলসুত, রসময় চিত, জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর, শবদে গাইলা, যুগল রসের ভাষ ॥
কিবা অপরূপ, কবিতামাধুরী, আখর পিরীতি মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া, অনুপ বচন ভাখা ॥
বরজযুগল, পিরীতির খনি, সে মুখ শরদশশী।
কবিতাপঠনে, হেন লয় মনে, চিত যায় যেন খসি ॥
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি, গাইলা সে কবিচন্দ।
রস কবিকুল মত্ত মধুকর, পীয়ে ঘন মকরন্দ ॥
নিতাই-আদেশে, পরসাদ দাসে, গাইবে ব্রজবিলাস।
চরণসরোজে, শরণ লইনু, সফল করহ আশ ॥

৮ পদ। ভাটিয়ারি।

চণ্ডীদাস চরণ, রজ চিন্তামণিগণ, শিরে করি ভূসা।
শরণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে, করুণা করি পূরব আশা ॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুটমণি, প্রেম ধনেহি ধনী, কৃপা-নিরীখণ যব পাব ॥ ধ্রু ॥
হৃদয় শোধি মোহে, ঐছে প্রবোধবি, যৈছে যুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত, মঝু চিতে করু পরচার ॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব, রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ, কহ দীন গোবিন্দদাস ॥

৯ পদ। ধানশী।

কবিকুলে রবি, চণ্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুকমণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গণি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন ॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনামাত্র আত্মহারা ॥
রামতারা ধনী, রাধা স্বরূপিণী ইষ্ট বস্তু যাঁর হয়।
যাঁহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয় ॥

হয় নাই হেন, না হইবে পুনঃ, হেন রস-পদ ভবে।
দীন কানু দাসে, রাখ পদপাশে, নামের ঘোষণা রবে ॥

১০ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাক, যশ রসায়ন, গাওত জগত জনে ॥
নান্নুর গ্রামেতে, নিশা সময়েতে, বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ, নওল চরিত, কহয়ে নিকটে গিয়া ॥
শুনি ভাবে মনে, জানি পুন দেবী, কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবলীদরশে, ফুরিবে বিবিধ মতে ॥
ইহা শুনি নিশি, প্রভাতে চলিল, প্রণমি বাশুলী পায়।
ধুবলীদরশ রসে ফুরে সব, কি দিব তুলনা তায় ॥
চণ্ডীদাস হিয়া, ধুইল ধুবলী প্রেমেতে পড়িল বাঁধা।
রাই-কানুগুণে, ঝুরে দিবা নিশি, ঘুচিল সকল ধাঁধা ॥
ধুবলী মহিমা, সীমা জানাইল, ধন্য সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে, পাইল দুলহ, প্রেম চণ্ডীদাস কবি ॥

১১ পদ। মঙ্গল।

বিপ্রকুলে ভূপ, ভুবনে পূজিত, যুগল পিরীতিদাতা।
যার তনু মন, রঞ্জন না জানি, কি দিয়া গড়িল ধাতা ॥
সতত ভকতি, রসে ডগমগ, চরিত বুঝিবে কে।
যাহাব চরিতে, ঝুরে পশু-পাখী, পিরীতে মজিল যে ॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ, কেলিবিলাস যে, বর্ণিল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু, নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে ॥
শ্রীনন্দনন্দন, নবদ্বীপপতি, শ্রীগৌড় আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত, আস্বাদে স্বরূপ, রায় রামানন্দ লৈঞা ॥
পরম পণ্ডিত, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব, জিনিয়া যাহার গান।
অনুখন কীর্ত্তনানন্দে মগন, পরম করুণাবান্ ॥
বৃন্দাবনে রতি, যার তার সঙ্গে, সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনের প্রাণধন, গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর ॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই পিরীতি মরম জানে।
পিরীতিবিহীন জনে ধিক্ রহু দাস নরহরি ভণে ॥

১২ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় চণ্ডীদাস গুণভূপ।

দ্বিজকুল কমলবন্ধু, কবিমণ্ডলমণ্ডিত, মহী মাধুরী অপরূপ ॥ ধ্রু ॥

পরম সরল হিয়, প্রবল প্রেমময়, বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ।

নিরুপম গোরী শ্যামরস পিবইতে, বাঢ়ল নিশি দিশি উলাস অশেষ ॥

মরি মরি কি রীতি, পিরীতিরস শশধর, তারা সহ রস কো করু ওর ॥

বিরচয়ে ললিত গীত, শুনইতে ইহ, অখিল ভুবন-নরনারী বিভোর ॥

রসিক সকল সহ, সংকীর্ত্তনরত, রাধামোহন চিত উমতায়।

বিদিত চরিত, চিত্র ভণ নরহরি, পামর মন কি রহব তছু পায় ॥

১৩ পদ। সুহই।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দুহুঁ জন পিরীতি, প্রেমমূরতিময় কাঁতি।

যে করিল দুই জন, লীলাগুণবর্ণন, নিতি নিতি নব নব ভাতি ॥

দুহুঁ গুণ শুনি চিত, দুহুঁ উৎকণ্ঠিত, দুহুঁ দোঁহা দরশন লাগি।

দোঁহার রসিক পণ, শুনি শুনি দুই জন, দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি ॥

নিজ নিজ গীত, লিখি বহু ভেজল, তাহে অতি আরতি ভেল।

রাধা-কানুক, প্রেমরসকৌতুক, তাহে মগন ভৈগেল ॥

নিজ নিজ সহচর, রসিক ভকতবর, তাসঞে করত বিচার ॥

তাহে নিতি নবীন, পরম সুখ পায়ত, আনন্দ প্রেম অপার ॥

রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ, বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।

মিলন ভাবি দুহুক করু বর্ণন, তছু পদ-কমল-ভৃঙ্গ ॥

১৪ পদ। যথারাগ।

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতিগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।

বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাসগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ ॥

দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।

সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল, বিদ্যাপতি চলি গেল ॥ ধ্রু ॥

চণ্ডীদাস তব, রহই না পারিয়ে, চলল দরশন লাগি।

পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গাওত, দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি ॥

দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল, লখই না পারই কোই।

দুহুঁ দোঁহা নাম, শ্রবণে তহি জানল, রূপনারায়ণ গোই ॥

১৫ পদ। যথারাগ।

বিত্তাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ ॥
শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্তধন্তাস্তে বর্ণ্যন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥

১৬ পদ। মঙ্গল।

জয় জয় দেবকবি, নৃপতি-শিরোমণি, বিত্তাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর, অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত ॥
যবহুঁ যে ভাব, উদয় দুহুঁ অন্তরে, তব গায়ই দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত, ঐছন সুমধুর কেলি ॥
আছিল গোপতে, যতন করি পহুঁ মোর, জগতে করল পরচার।
সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥

১৭ পদ। সুহই।

জয় জয়দেব দয়াময়, পিরীতি রতনখানি।
পরম পণ্ডিত, পূজ্যগুণগণ-মণ্ডিত চতুরমণি ॥
মধুর মূরতি, অতি অনুপম, বিদিত চরিত রীতি।
রসিকশেখর, সুখময় পদ্মাবতীর পরাণপতি ॥
বিপ্রবংশ-অবতংস কবিভূষণ ভুবনে কে সম তার।
প্রেমরসে মহামত্ত সদা কেন্দুবিল্লীতে বসতি যাঁর ॥
শ্রীরাধামাধব, সেবা সুবিগ্রহ, কেবা না হেরিয়া ভুলে।
যে রস অমিঞা, পিয়া দিবা নিশি, ভাসয়ে আনন্দজলে ॥
পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষী ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব্ব কিন্নর মরু লাজে ॥
যাহার রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুকোমল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে "দেহি পদপল্লবমুদারং" বর্ণিলেন যাতে ॥

প্রেমে মাখি রাখিলেন যেন সব এ সব অদ্ভুত ভাতি।
নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ যাহা শুনয়ে আনন্দে মাতি ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে অবতরি রঙ্গে।
যার কাব্যরস আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ সঙ্গে ॥
পর দুঃখে দুঃখী পদ্মাবতী-নাথ-পদ যে করয়ে আশ।
যুগল পিরীতি, রসে সে ভাসয়ে, ভণে নরহরি দাস ॥

১৮ পদ। টোরি।

শ্রীজয়দেব কবি, কবি-কুল-ভূষণ, পদ্মাবতী-হৃদয়-বিলাসী।
যছুক ইচ্ছাক্রমে, নৃত্যতি সতত, বাগ্‌বাণী জনু দাসী ॥
"মধুর কোমল কান্ত পদাবলী" যছুক লেখনি মুখে স্ফুরে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, স্বরূপ রাম সনে, আস্বাদি বাসনা পূরে ॥
সাজ সজ্জা করি, রাই সঙ্গিনী কো, যোই ভেজল অভিসারে।
যছু আদেশে কানু, বৃকভানু সুতাকো, ভেটত কুঞ্জ মাঝারে ॥
কভু কমলিনী, মানভরে অধোমুখী, কাল বয়ান নাহি হেরে।
লাঞ্ছিত নীলমণি, সাজি বিদেশিনী, রাইক মান মাগি ফিরে ॥
ভুবনে অতুলন, যছু পদমির্ণীগণ, অমিয় সদৃশ যছু ভাষ।
তছু পদসরোজে, মঝু মন মাতুক, চাহে ইহ গোবিন্দ দাস ॥

১৯ পদ। টোরি।

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু যছু পদপল্লব-ছাহে।
তাপ তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল, জুড়াইতে করু অবগাহে ॥
জয় জয় পদ্মাবতী রতি সেব।
রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে, কবিকুলগুরু দ্বিজ দেব ॥ ধ্রু ॥
যত্মপি সুনীচ, কদাচারবাসিত চিতে৹অনু করে যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত, সুহীন অধিকৃত, মহত করু বলে হোই ॥
তৃণ ধরু দশনে, চরণ পর নিবেদিয়ে, মঝু মানস করু পূর।
গোবিন্দদাস, কোই অধমাধম, রাই-কানু জনু ফুর ॥

২০ পদ। টোরি।

জয় জয় শ্রীজয়দেব দয়াময়, পদ্মাবতী রতিকান্ত।
রাধামাধব-প্রেম ভকতি রস, উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত ॥

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময়, বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধাগোবিন্দ-নিগূঢ়লীলাগুণ, পদ্মাবলী পদবৃন্দ ॥
কেন্দুবিল্লবর ধাম মনোহর, অনুখন করয়ে বিলাস।
রসিক ভকতগণ, সো সরবস ধন, অহর্নিশে রহু তছু পাশ ॥
যুগল বিলাস গণ, করু আচ্ছাদন, অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ, ইহ তছু গুণবর্ণন, কিয়ে করব নওর ॥

সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

[অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অর্থ]

অ।

অকুর—অক্রূর, মুনিবিশেষ।
অগাধে—অগাধ, যথেষ্ট।
অঙ্গদ—কেয়ূর, বাজু।
অছু—অছি, ঐরূপ।
অটমিক—অষ্টমীর।
অতনু—অনঙ্গ, মদন।
অদোষদরশি—দোষদৃষ্টিশূন্য।
অনহি—অন্যত্র।
অনিমিখ—নিমেষশূন্য।
অনুবন্ধ—আরম্ভ, উপক্রম।
অন্তর্যামিনী—অন্তর্যামী।
অন্তরায়—অন্তরে, ব্যবধানে।
অবহি, অবহু, অবকে—এখন, অধুনা।
অবধারনু—অবধারণ করিলাম।
অবগাহে—অবগাহন।
অবতংস—অলঙ্কার।
অবজ্ঞান—অবজ্ঞা।
অবসানা—শেষ।
অবকেত—অব্যক্ত, গোপনীয়।
অম্‌ব—গমন, সম্বোধন।
অযতনে—বিনা যত্নে।
অলপ—অল্প।
অলসল—অলস ভাবাপন্ন হইল।

অগন—অঙ্গন, আঙ্গিনা।
অগেয়ান—আগেয়ানী, অজ্ঞান।
অঙ্গিয়া—অঙ্গে।
অঝোরে—অজস্রধারায়।
অতএ—আঁতে, অন্তরে. ও অতএব।
অদরশ—অদর্শন।
অধর—অধীর।
অনাথন—অনাথ, ও অনাথের।
অনুপ—অনুপম।
অনুবাদ—পুনঃ পুনঃ কথন, অনুকরণ নিন্দ
অপরস—অস্পর্শ।
অবঘাত—অপঘাত।
অবগাই—অবগাহন করিতেছে।
অবধান—মনোযোগ।
অবধি—শেষ।
অবুশেষ—ভুক্তাবশেষ, প্রসাদ।
অবুধ—অবোধ।
অভঙ্গ—ভগ্ন নহে, অপরাজিত।
অম্বর—আকাশ, বস্ত্র।
অরু, ওর—আর, অরুণ, রক্তাভ।
অলখিত—অলক্ষ্য, গোপনে।

আ।

আই—মাতা, আর্য্যা ও আসিয়া।

আইহো—আইয় ; আয়তী।

আউদড়—আলুলায়িত।

আওল—আসিল।

আকটি—আবদার।

আখে—আঁখিতে।

আগনি—অগ্রণী।

আগরি, আগোরি—আগ্লা করিয়া ধারণ করিয়া ; গৃহস্বরূপ। ইহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ। যথা,—"রসের আগরি, যতেক নাগরী"।

আগুয়ান—অগ্রবর্ত্তী।

আগোনি—অগ্রে।

আগোরল—প্রকাশ করিল ও লইল।

আঁচরে—অঞ্চলে।

আজানে—স্থাপিত করিয়া।

আজুলী—অবোধিনী, নেকী।

আটকি—আবদ্ধ হইয়া।

আতোপিতে—তাড়াতাড়ি।

আর্দ্রব—দ্রবীভূত।

আন—অন্য ও আনিয়া।

আনদ্ধ—মৃদঙ্গ, খোল, ঢোলক, তবেলা, ঢাক, কাড়া ইত্যাদি। যে সকল যন্ত্রের উভয়দিকে চর্ম্মাবরণ।

আভিরী—আহিরিণী; গোয়ালিনী।

আরতি—আনুরক্তি।

আইলাঁও—আগমন করিলাম।

আইবে, আওবে—আসিবে।

আওত—আইসে।

আওবরে—আসিবে গো।

আকুতি, আকূত—আশা, ইচ্ছা।

আঁগ—অঙ্গ।

আগর—অগ্রগণ্য, গৃহস্বরূপ। ইহা পুংলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ হয়। যথা "গুণ সাগর আগর নাগর হে।"

আগি—অগ্নি।

আগু—অগ্রে।

আগুসরে—অগ্রসর হয়।

আগেয়ানি—অজ্ঞান, অজ্ঞানী।

আঘন—অগ্রহায়ণ।

আচাভুয়া—অদ্ভুত পদার্থ।

আজু—অদ্য।

আজে—আজি, অদ্য।

আড়ে—পানে, দিকে।

আদান—দানশূন্য, যাহাতে মাসুল নাই,

আধি—পীড়া।

আন্চান—ছট্‌ফট্।

আনে—অন্য, অপর।

আন্ধল—অন্ধ।

আপ—আপনি।

আপে, আপহি—স্বয়ং।

আসেরখুয়া—আম্র-মুকুলোদ্গমকালীন কুয়াসা, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী পদার্থ।

আয়া—আর।
আলয়—(অর্থ বুঝা গেল না)।
আলবাটী—পিকদানী।
আব, আবে, আওবে—আইসে, আগমন করে।
আর্ত্তি—ক্লেশ।
আলগ—স্বতন্ত্র।
আলিয়ে—হে সখি।
আশিন—আশ্বিন।
আশোয়াস—আশ্বাস।

ই

ইতিউতি—এখানে সেখানে।
ইন্দুয়া—ইন্দু, চন্দ্র।
ইহা, ইহ—এই, এখানে।
ইথি—ইহাতে
ইবে—এখন।

উ

উকাশ—নিশ্বাস।
উঘার—উঘারিত, উদ্ঘাটিত।
উছল, উছাল—উচ্ছলিত, উচ্ছলিত হইল।
উজোরই—উজ্জ্বল করে।
উড়ুগণ—তারা সকল।
উতপত—তাপ উত্তপ্ত।
উতরত—নামে।
উতরোল—উচ্চ শব্দ করা।
উতাপই—সন্তপ্ত করে।
উদাসল, উদাশল—খুলিল।
উদেশ—উদাস, খোলা।
উদ্দণ্ড—উদাস, লাফালাফি।
উনমুখ—উৎসুক, ব্যগ্র, তৎপর।
উনমতই—উন্মত্ত করে।
উপচার—উপ[illegible]।
উপরাগ—গ্রহণ।
উপস্করি—পরিষ্কার করিয়া।
উপাস—উপমেয়; উপমা।
উগার—বসন করা।
উচরত—উচ্চারণ করে।
উছাহ—উৎসাহ।
উজালা, উজোর, উজিয়ার—উজ্জ্বল।
উঝালি—সংস্কৃত "উচ্ছলিত" শব্দ হইতে উছলা, উগলা, শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই উছালী শব্দের নিজস্ব উছালি বা উঝালি হইয়াছে। অর্থ উচ্ছলিত করিয়া দেওয়া, উড়াইয়া দেওয়া, উৎক্ষেপণ।
উদেশে—উদ্দেশে।
উধাউ হইয়া—উড্ডীন হইয়া, উর্দ্ধগামী হইয়া; তাড়াতাড়ি।
উনমতি, উমতি—উন্মত্তা।
উপচারি—উপচার, চিকিৎসা।
উপসন্ন—উপস্থিত।
উপাঙ্গ—তিলক প্রভৃতি; প্রত্যঙ্গ; বেদাঙ্গ বিশেষ।

উপেখি—উপেক্ষা বা অবহেলা করিয়া। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।

উমঙ্গ—উন্মত্ত। মতান্তরে এই শব্দটি হিন্দী ইহার অর্থ উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ, ঢেউ।

উমড়ি—উথলিয়া।

উমতায়ল—উন্মত্ত করিল।

উমতাএ—উন্মত্ত হয়।

উয়ল—উদিত হইল।

উরহি—উরসি, বক্ষস্থল।

উরখিতে—বরণ করিতে।

উর—বক্ষ, হৃদয়।

উরধ—উর্দ্ধ।

উরমাগত—উরঃ বক্ষ বা হৃদয়, মা বা মাহা সপ্তমী বিভক্তি। সুতরাং অর্থ হৃদয়ে গত।

উলসে—উল্লাস।

উহি—তিনিই।

এ

এগাও—অগ্রসর হও।

এতনি—এই।

এতহি—এখানে, এদিকে।

এহ—এই।

ঐ

ঐছে, ঐছিয়া, ঐছন—ঐরূপ।

ও

ওক—বলরামদাসের একটী পদে আছে, "ওক শোকময়, বিষম বিষয়-ভয়" ইত্যাদি। এই শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় দেখা যায় না। তবে এখানে পদকর্ত্তা অনুপ্রাসের খাতিরে শোক শব্দের পূর্ব্বে ওক শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন। এই পদের টীকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর "ওকোহত্র গৃহং" এইরূপ লিখিয়াছেন। অতএব ইহার অর্থ গৃহ, ঘর। অমরকোষেও এই অর্থ দেখা যায়। ওকস্ শব্দটী সংস্কৃত-ভাষায় বাস-অর্থে বহুলব্যবহৃত, যথা শকুন্তলায় "বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ"। শ্রীভাগবতের দশমে ১৩ অধ্যায় ২৩ শ্লোকে "ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু" ২০ অধ্যায় ২৪ শ্লোকে "বনৌকসায় প্রমুদিতা।" ৩১ শ্লোকে "ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে।"

ওর—শেষ।

ঔ

ঔখদ—ঔষধ।

ক

কঙ্কণ—কাঁকন, করভূষণ।

কছু—কিছু।

কঞ্চুক—বস্ত্র।

কটাখ—কটাক্ষ।

কতিহুঁ—কোথাও, কেন।

কদলক—কদলি, কলা।

কহুক—কাহার।

কন্দ—মূল।

কবু—কখনও।

কয়লুঁ—করিলাম।

করঙ্ক—করোঁয়া, জলপাত্রবিশেষ।

করটক—কাক।

করু—করে।

করো—করি, করিতেছি।

কলধৃত, কলধৌত—রোপ্য।

কলিত—শব্দিত।

কষিলবাণ—কষিত ও দগ্ধ।

কহসি, কহতহি—কহিতেছে।

কহিলাঙ—কহিলাম।

কাচ—সাজ, সজ্জিত হওয়া।

কাচে—সাজে, ধারণ করে।

কাজোর—কজ্জল।

কাতি, কাঁতিয়া, কান্তিয়া—কান্তি।

কামন—কামনা, ইচ্ছা।

কায়বার—রায়বার; বংশের গুণকীর্ত্তন।

কাহাল—বৃহৎঢক্কা, কাড়া।

কাহে—কেনি, কাহাকে।

কচ—মেঘ ও কেশ।

কঞ্জ—কমল।

কঞ্জ—পদ্ম, কেশ, অমৃত।

কতি—কোথায়।

কদনা—ধর্ষকারী।

কনয়—কনক।

কনে—বিবাহের পাত্রী; কোথা হইতে।

কব, কবহু—কখন, কোন সময়ে।

কমনিয়া—কমনীয়, কোমল।

কয়ল—করিল।

করম্বিত—খচিত, মিশ্রিত।

করিতু—করিতাম।

করুণা—রোদন, দয়া, কোমলা।

কলমষ—কল্মষ, পাপ।

কলহু—শব্দ করে, বাজে।

কলেশ—ক্লেশ।

কহব—বলিবে।

কহিবাঙ—কহিবে।

কাখতালি—বগলবাজ।

কাছনি—বন্ধন; আটাআটি।

কাজর—কাজল, কজ্জল।

কাতিক—কার্ত্তিক।

কাতুরী—ইক্ষুপেষণযন্ত্রের যে অংশে ইক্ষু পিষ্ট হয়।

কাহা—কোথা, কিসের সহিত।

কাহুক—কাহার।

কিঞ্চন—কিঞ্চিৎ বস্তু; অল্প।

কিঙ্কর—(কিংচর) কোন দিকে চালিত ? লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টি। Vacant looks !

কিয়ে—কিবা, কি, কেন, কেমন।

কীড়া—কীট।

কীর—শুকপক্ষী।

কীরতন—কীর্ত্তন।

কুণ্ডলি—কাংস্যনির্ম্মিত গোলাকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

কুন—কোন।

কুন্দন—উল্লম্ফন, কুঁদন।

কুলি—গলি, সংকীর্ণ পথ। অন্বেষণ করিতে করিতে; তন্নতন্ন করিয়া।

কুহু—অমাবস্যা।

কেউ—কে।

কেট, কেঠ—কাষ্ঠময় পাত্র।

কেন—কি প্রকার।

কেনি—কি নিমিত্ত।

কেরোয়াল—কেরোবাল, নৌকার হাইল।

কেশর—নাগেশ্বর বৃক্ষ তুল্য সুবাসিত দ্রব্য।

কেশববারি—সুবাসিত দ্রব ফাগু।

কো—কে, কোন্।

কোই, কোঙ্—কে, কেহ।

কোঙর—কুমার, পুত্র।

কোঢ়া, কোড়া—কশা, চাবুক।

কোয়—কাহাকে।

কোর—ক্রোড়, কোল।

কৌউন—কোন কোন জন।

কৌনক—কাহার।

কৌনে—কেহ, কে।

কৌষিক—রেশমী।

কংসারি—কাঁসি, কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

খ।

খনমিক—ক্ষণকাল।

খরব—খর্ব্ব।

খরা—রৌদ্র, উত্তাপ।

খাঁকারি—হাঁকারি ও খাঁকারি দুইটী শব্দই প্রায় তুল্যার্থক। হাঁকারি (হুঙ্কার) করিয়া অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে, খাঁকারিও তাই। গলায় উচ্চ-শব্দ করাকে রাঢ়দেশে "গলা খাঁকারা" বলে ; থু থু কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের সময় গলায় যে শব্দ হয়, তাহাকেও বলে। তুলসী-দাস হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন ;—

"হ"কার কহরিতে খাঁকার সমেত অন্তর মল বহিরায়।
"রি"কার কহরিতে কবাট পড়ে সকল অনঘ হোই যায়।"

শ্রীহট্ট অঞ্চলে খাঁকারি শব্দে লজ্জা বুঝায়।

খিনি—ক্ষীণ।

খেদাড়িয়া—তাড়া করিয়া।

খেয়াতি—খ্যাতি।

খোর—খুলিলাম।

খুরি—ছোট বাড়ী।

খেপু—ক্ষেপণ করে।

খেলাম—খেলা, ক্রীড়া।

গ।

গঙ্গ—গঙ্গা।

গরাসল—গ্রাস করিল।

গহি—গ্রহণ করিয়া।

গা, গাত—গাত্র, শরীর।

গাগর, গাগরি—ছোট কলসি।

গাছ—ইক্ষুপেষণ-যন্ত্রের নিম্নভাগ, যাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত।

গাহুয়া—গান।

গাম—গ্রাম, সমূহ।

গীম—গম্বা, গীম্বা, গ্রীবা।

গুণতহি—গণনা করে।

গুণিয়া—গণিয়া।

গুমরি—মনে মনে।

গুল্‌ফ—পাদমূল, গোড়ালি।

গেহি—গৃহী।

গোঙাও—যাপন করে।

গোয়ারি—ক্রোধিতা, একগুঁয়ে।

গোপত—গুপ্ত।

গরগর—ব্যাকুল, উচ্ছ্বাসপূর্ণ।

গহন—দুর্ব্বোধ। ভীড়। দ্বিতীয় অর্থে গহলও ব্যবহৃত হয়। যথা—"লোকের গহল দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।"

গাঢ়িয়া, গারিয়া—গঠন করিয়া।

গাওন—গান করে।

গাব—গাইবে।

গিড়ত, গিরত—পড়ে, পতিত হয়।

গুটিগুটি—একটী একটী, আস্তে আস্তে।

গুণ বাঁধা গায়েন বায়ন—অর্থ বুঝা গেলনা।

গুরুয়া—গুরু, ভারী।

গেও—গেল।

গোই—গোপন করিয়া, লুকাইয়া, সঙ্কুচিত করিয়া।

গোরি—গৌরবর্ণ, সুন্দর, সুন্দরী।

ঘ।

ঘরমিত—ঘর্ম্মাক্ত।

ঘুঙট—ঘোমটা।

ঘরমে—ঘর্ম্মে, ঘর্ম্মাক্ত দেহে।

ঘুমি—ঘুমিয়া।

চ।

[illegible]—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

চঙ্গড়ক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

চঞ্চরি—ভ্রমর বা ভ্রমরী।

চড়ে—আরোহণ করে।

চতুঃসম—হরিভক্তি-বিলাসে গরুড়-পুরাণ হইতে চতুঃসমের প্রস্তুতীকরণ সম্বন্ধে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে; "কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈতে শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্॥" অর্থাৎ দুইভাগ মৃগনাভি, চারি ভাগ চন্দন, তিনভাগ জাফ্‌রান এবং কর্পূর একভাগ একত্র করিয়া চতুঃসম প্রস্তুত হয়।

চমক—ঝলক।

চরচত—চর্চ্চা করে।

চলিয়ে—চলি।

চষক—মদ্য, মদ্যপাত্র।

চহুদিশ—চতুর্দ্দিক্।

চাখে—চুষে, তার লয়।

চাতুরিণী—চাতুরালি।

চাহ—চাহে।

চড়ায়ল—চড়াইল।

চতুনা, চত্‌না, চত্‌নী—পাগ বা টুপি-বিশেষ। থোপ বা জাতও হইতে পারে। শীতকালে "গণ্‌সিক্রুকের মত বুননীযুক্ত যে এক প্রকার লম্বা সাদা টুপি ব্যবহার হয়; রাঢ় অঞ্চলে গ্রাম্যভাষায় সেই টুপিকে চত্‌নী বা চতুনা বলে। ঐ চত্‌নীর মধ্যস্থলে শিখার মত একটী ছোট থোপ থাকে, উহাকে শিখার মত দেখায় বলিয়া রাঢ়অঞ্চলে শিখাকে "চৈতন" বলে।

চন্দ—চাঁদ, চন্দ্র।

চন্দিমা—চন্দ্রিমা, জ্যোৎস্না।

চমূপ—চম্পু, গদ্য পদ্যময় কাব্য।

চলই—চলে, চলিতেছে।

চলু—চলিল।

চহুওর—চতুর্দ্দিক।

চাই—চাহে, চাহিয়া।

চাঙ—চাহি।

চারণ—দেবযোনিবিশেষ।

চিত্—চিক্, টু, চিত্র, তিলক বা টিপ। মেয়েলী ছড়ায় যথা, "আয় আয় চাঁদ আয়। মণির কপালে টু দিয়া যায়।" পদ্যপাঠে "আয় আয় আয় আয় আয় আয় আরে। মণির কপালে মোর চিক্ দিয়া যা রে॥"

চীনজ—চীনদেশীয়, পট্টবস্ত্রবিশেষ।

চূত—আম্র।

চোর—চুরি।

চোরায়—চুরি করে, লোপ করে।

চীনভবপট—চীনদেশজাত পট্টবস্ত্র।

চেড়ী, চেটী—দাসী।

চোরাহ—হরণ করিল, চুরি করিল।

চৌর—চোর, তস্কর।

ছ

ছটক—ছটা, দীপ্তি, রেখা।

ছদন—ওষ্ঠ।

ছন্দ—প্রকার।

ছরমিত—শ্রমযুক্ত।

ছবি ছলকয়ে—চিত্রবৎ দৃষ্ট হয়।

ছসি—ছক, সারি, পাটি।

ছাতি, ছাতিয়া—বক্ষ, হৃদয়।

ছাদন ডুরি—গাভী বাঁধিবার দড়ী

ছাঁদে—ছন্দে, প্রকারে।

ছান্দুয়া—ছন্দ, প্রকার।

ছাপি—ঢাকিয়া।

ছাবাল—ছাওয়াল, পুত্র, শিশু।

ছাহে—ছায়ায়।

ছাওনা—ছাল্‌নাতলা।

ছিন—ছিন্ন।

ছিরকত—ছিটায়।

ছে—প্রকার, যথা, কৈছে, তৈছে, ঐছে ইত্যাদি।

ছোঁছ—ছুঁছ; ঠক।

ছোড়লায়—ছাল্‌না তলায়।

ছোড়বি—ছাড়িবে, পরিত্যাগ করিবে।

জ

জগ—জগত।

জঞ্জির—জিঞ্জির, হার।

জটা—হস্তলিখিত অবস্থায় হয় ত ইহা "ছটা" (দীপ্তি), বা, "ঘটা" (আড়ম্বর) ছিল। "বরিখল হরিনাম জটা" হইলে অর্থ হইবে "হরিনামরূপ দীপ্তি প্রকাশ করিল।" আর ঘটা হইলে অর্থ হইবে "অজস্র হরিনাম বর্ষণ করিল।" জটা শব্দের অর্থ "সমূহ" সুতরাং ইহাতে অর্থ হইল "হরিনাম সমূহ বিগুণ বাঁধিল।" হরিনাম সমূহ অর্থে হরে, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি। অথবা যাদব, মাধব, কেশব, গোপাল, গোবিন্দ, রাম, মধুসূদন ইত্যাদি।

জটিত—জড়িত।

জননীতবিদ—মনুষ্যসমাজের নীতি-তত্ত্বজ্ঞ

জনু, জনা, জনি,—যেন, পাছে।

জয়তু—জয়োঽস্তু, জয় হউক।

জরি—জারিত হইয়া।

জরিজাতি—মলিন হয়।

জলজারুণ—পদ্মাভ, রক্তাভ।

জাক, যাক—যাহার।

জাগত—জাগর জাগ্র।

জাগু—জাগ্রত হয়, প্রকাশ পায়।

জাটি—এস্থলে অর্থগ্রহ হইল না।

জাত—জাতি, সমূহ।

জানিতু—জানিতাম।

জম্বু—জাম্বুনদ (স্বর্ণ) কি?

জাবু—জাত, যায়।

জারল—দগ্ধ করিল।

জারি—জালাইয়া।

জীউ—জীবন।

জীঙ—জীবনধারণ করি, বা করিব।

জীতে—বাঁচিতে।

জিতলি—জয় করিয়াছে।

জুড়া—জুড়াইবার বস্তু।

জেঠ—জ্যেষ্ঠ ও জ্যৈষ্ঠ মাস।

জোড়—জোড়া, দুটী।

জোনা—জোনাক, জ্যোৎস্না।

জোড়ি নহভঙ্গ—এরূপভাবে আশারূপ পাশযুক্ত কর, যেন প্রাণরূপ অশ্ব তাহা ভগ্ন (ছিন্ন) করিতে না পারে।

ঝ

ঝাকত ঝিকয়ে—"ঝাকত" (ঝঙ্কৃত অর্থাৎ নূপুর) হইলে এবং "ঝিকয়ে" ঝাকে বা বাস্ত করে হইলে অর্থ হইবে, নূপুর বাস্ত করে, কিন্তু এক মহাত্মা বলেন "মারত, খেলত," ইত্যাদির ন্যায় "ঝাকত" শব্দটী মৈথিল প্রাকৃতের বা ব্রজবুলীর সমাপিকা ক্রিয়া; এবং "ঝিকয়ে" অসমাপিকা ক্রিয়া। দুইটাই প্রায় তুল্যার্থে ব্যবহৃত। "ঝাকত" হস্ত দ্বারা কোন কিছু ছিনিয়া ফেলিতে লাগিল; "ঝিকয়ে" ঝিকিয়া ঝিকিয়া অর্থাৎ ছিনিয়া ছিনিয়া। গাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম হইলে রাঢ় অঞ্চলের লোকে বলে "তোমার গায়ের ঘাম ঝিকে ফেল।" সুতরাং অর্থ নিছিয়া বা মুছিয়া ফেলা।

ঝাপন—ঢাকন।

ঝামর—কৃষ্ণবর্ণ।

ঝিয়ারি—কন্যা।

ঝুটা, ঝুটি—খোপনা, স্তবক, ও কৃত্রিম।

ঝুমিরহু—মৌন হইয়া থাকিল।

ঝুরয়ে—অশ্রুমোচন করে।

ঝুরিয়া—রোদন করিয়া।

ট

টঙ্কে—টঙ্কার করে।

টুটল—ছিন্ন, ছিঁড়িল।

ঠ

ঠাম, ঠান, ঠামুয়া—ভঙ্গী ; স্থান।

ঠায়—স্থানে।

ঠারি—খাড়ি, দণ্ডায়মান হইয়া।

ঠোর—স্থান, ঠাহর, ঠিক।

ড

ডাকিনী—পিশাচী।

ডারলি—সমর্পণ করিলি, ফেলাইলি।

ডারত—ঢালে, ফেলায়।

ডুকরি—উচ্চৈঃস্বরে।

ডাড়্যা—দাঁড়ীধারী; দোকানী।

ডারই—ফেলাইতেছে।

ডিণ্ডিম—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ডুম্বক, ডমরু—ডুবডুবি বাদ্যযন্ত্র, এই য
ভল্লূক ও বানর ক্রীড়কেরা বাজায়

ঢ

ঢরঢর—ঢল ঢল।

ঢরকত—ঢলকে।

ঢরকি—ঢলকি।

ঢারত—ঢালিতেছে।

ত

তগর—অর্থগ্রহ হইল না।

তছু, তসু—তাহার।

তথি—তাহাতে।

তপসী—তপস্বী

তমু—তবু, তথাপি।

তলপিত—সজ্জিত, ভূষিত।

তাপাতি—তাড়াতাড়ি।

তালুয়া—তাল।

তিতল—আর্দ্র, ভিজা।

তিত্তিরি—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

তিয়াস—তৃষ্ণা।

তুপ—তৃপ্তি।

তুরন্ত—ত্বরিত, শীঘ্র।

তুহুঁ, তুঁহি—তুমি।

তেজই—ত্যাগ করে।

তৈ—তাহাতে, তাই।

তৈখনে—সে সময়ে।

তঙ—তবে।

ততহি—তাহাতে।

তন্তুক—সূতার।

তব—তবে, তা হইলে।

তরখিত—তৃষিত।

তহি—তাহাতে, সে স্থানে।

তারুণ—তারুণ্য, যৌবন।

তাহি—তাহা, সেখানে।

তিতিয়া—ভিজিয়া।

তিথরি—তিনস্তবক বা স্তূপ বিশিষ্ট;
তিন সারি।

তীখিণ—তীক্ষ্ণ।

তুয়া—তোমার।

তুরিতহি—শীঘ্র।

ত্রিসরী—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

তেঞি, তেঁহ, তৈ—তাই, সেই, সেই
জন্য, সুতরাং।

তোড়ে—তোলে, ছিঁড়ে।

চায়—দিকে।

চাসভার—তোমাদের।

চাহে—তোমাকে।

তোরি—তোমায়।

তোহর—তোর।

ত্যাগলা—অর্থগ্রহ হইল না।

থ

থকিত—স্থগিত।

থলে—স্থলে।

থারি—থালি।

থুঞা—রাখিয়া।

থোরি—অল্প।

থরমাহি—স্থল মধ্যে।

থা—স্থিরতা, স্থৈর্য্য।

থির—স্থির।

থেহ—স্থিরতা।

দ

দগদগি—পোড়ানি; দাহ।

দঢ়াব—দৃঢ় করিব; স্থির বা শান্ত করিব।

দরপ—দর্প।

দরবিত—দ্রবীভূত, দ্রবময়।

দাহুরী—ভেক।

দানী—যে মাসুল আদায় করে।

দান্ত—জিতেন্দ্রিয়; ভোগবিলাসশূন্য।

দানঘাটী—যে তোলা উঠায়; যে খাজানা আদায় করে।

দিশা—দিক্।

দীপি—দ্বীপী, ব্যাঘ্র।

দীশই—দেখা যায়।

দুতি—দ্যুতি।

দুন্দভি—নাগরা।

দুরগম—দুর্গম ; দুরধিগম্য।

দুরনল—দুর্ব্বল।

দুলহ—দুর্ল্লভ।

দে—দেহ।

দঢ়ায়লু—দৃঢ় করিলাম।

দরশ—দর্শন।

দরবিবে—দ্রব হইবে।

দশবাণ—দশবার গন্ধ; দশগুণ বর্ণবিশিষ্ট "বাণ" বর্ণ শব্দ জাত।

দানিয়া—দান।

দাপ—দর্প।

দিঠি—দিঠ, দৃষ্টি, দৃষ্টিতে, বুদ্ধি।

দিবি—ত্রিদিব, স্বর্গ।

দীপক—প্রদীপ ও রংমশাল বাজি।

দীরঘ—দীর্ঘ।

দোন—দুনু, দুই।

দুরদিন—দুর্দ্দিন।

দুরগহ—দুরবগাহ।

দুরিত—পাপ, পাপিষ্ঠ।

দুবর—দুর্ব্বল।

দেওল—দিল।

দেখাও—দেখাই, দেখাইতে পারি।

দেয়ই—দেয়।

দোখ—দোষ।

দোনায়—দনায়, দমনক পুষ্পের। এই ফুল জটার ন্যায়।

দোহে, দুহে—দুইজনে।

দৌভ্রাতন্—দুই ভ্রাতা।

দেত—দেয়।

দৈবত—দেবতা।

দোপজা—দোবজা, উড়নী।

দোল—দোলে, ঝুলে।

দোসর—(এখানে) সদৃশ।

দোহার—উভয়ের।

ধ

ধটী—কটি-বস্ত্রবিশেষ।

ধনি—ধন্য।

ধরম—ধর্ম্ম।

ধরু—ধরিল, ধারণ করিল।

ধাঁধিয়া—ধন্দ হইয়া।

ধায়ব—ধাবিত হইবে; পলাইবে।

ধাব, ধাবই—ধাবিত হয়।

ধিরজ—ধৈর্য।

ধুনত—কম্পন করে।

ধড়ে—দেহে।

ধয়ল, ধরল—ধরিল, রাখিল।

ধরই, ধরইতে—ধরিতে।

ধাধস—অন্তরে ভয় বা নৈরাশ্য, বাহিরে ধৈর্য্য বা সাহস; সাহস।

ধার—ধারা।

ধিয়া—ধ্যান, ধ্যান করে।

ধুনি—নদী, ধ্বনি।

ধুপ—রৌদ্র।

ন

নখই, লখই—দেখিতে।

নটন—নৃত্য।

নথেহ—অস্থিরতা।

নরহ—না রহে।

নহু, নহুক—না হউক, নাই, নহে।

নাআলয়—বাদ যায় না।

নাখবাণ, লাখবাণ—লক্ষবার দগ্ধ; লক্ষ গুণ বর্ণবিশিষ্ট।

নাটুয়া—নর্ত্তক।

না দরবে—দ্রবীভূত হয় না।

নায়—নায়ক, নেতা, সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ।

নাহ—নাথ।

নখত নখতর—নক্ষত্র।

নতু—নতুবা।

নয়ল, নওল—নূতন।

নলপাত—নলকে, চমকে।

না—নৌকা।

নাগালি, লাগলি—সামীপ্য।

নাচাকোচা—অর্থগ্রহ হয় না।

নাছ—পশ্চাদ্দ্বার, খিড়কী।

নাটে—নৃত্যাতে; নৃত্য করে।

নাভায়—ভাল লাগে না।

নায়র—নায়ক।

নিকসে—বাহির হয়।

নিকসল—বাহির হইল। নিকলঙ্ক—অকলঙ্ক।

নিকুন্দ—অর্থশূন্য। নিকেতে—নিকেতনে।

নিগদত—কথিত। সংস্কৃত "নিগদিত"। নিচল—নিশ্চল, স্থির।

নিচুপে—নীরবে। নিছনি—বালাই, আরতি, বরণ করা "নির্মঞ্ছন" শব্দজাত।

নিছিয়া—ছাকিয়া, ভেদ করিয়া, বরণ করিয়া।

নিঝোরে—অঝোরে, অজস্র।

নিঠুরাই—নির্দ্দয়তা। নিত—নিত্য, প্রতিদিন।

নিতি—প্রতিদিন। নিদঁ—নিদ্রা।

নিধনিয়া—নির্ধন। নিধুবন—রতি।

নিমিখ—নিমেষ। নিয়ড়ে, নিয়রে—নিকটে।

নিরমল—নির্ম্মল। নিরবেদ—নির্ব্বেদ, স্বাবমাননা, ঔদাসিন্য, বৈরাগ্য, অনুতাপ।

নিরখত—নিরীক্ষণ করে।

নিরমাণ—নির্ম্মাণ। নিরসত—পরাস্ত করে।

নিরদ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বহীন, দ্বিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক।

নির্মঞ্ছন—আরতি, পূজা, বরণ। নিরাজন—নীরাজনা, আরতি।

নিশিত—শাণিত, তীক্ষ্ণ। নিলজি, নিলজিয়া—নির্লজ্জ।

নিহারি, নেহারি, নেহালি—দেখিয়া। নিশাণ, নিশান—শব্দ, সঙ্কেত, ধ্বজা ও চিহ্ন।

নুড়ি পড়িবার—ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে হুচট খাইয়া পড়িবার।

নেত, লেয়—লয় গ্রহণ করে।

নেহালে—দেখে। নেল—লইল, অবলম্বন করিল।

প

পগ—পদ, পাগ। পঙরব—পার হইব।

পখী—পক্ষী, পাখী। পটতর—শীঘ্র।

পটহ—ঢাক। পড়পড়—পড়িল।

পদমক—পদ্মের। পদুম, পদুমিনী—পদ্ম।

পনু, পুন—অর্থগ্রহ হইল না। পয়ান—প্রস্থান।

পরতীত—প্রতীতি, বিশ্বাস। পরতেক—প্রত্যেক।

পরতেখ—প্রত্যক্ষ। পরলাপ—প্রলাপ, অসম্বদ্ধ বাক্য।

পরচুর—প্রচুর। পরকার—প্রকার।

পরচণ্ড—প্রচণ্ড। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

পরবাস—প্রবাস। পরবন্ধ—প্রবন্ধ।

পরবেশ, পশ, পৈঠন—প্রবেশ। পরবেশে—প্রবেশ করে।

পরমাণে—প্রমাণে। পরতাপে—প্রতাপে।

পরব—পর্ব্ব, পাব। পরশ—স্পর্শ।

পরবাহে—প্রবাহে। পরসন্ন—প্রসন্ন।

পরসপর—পরস্পর। পরিবাদ—অপবাদ, কলঙ্ক।

পরিহার—মোচন, উপেক্ষা, অবজ্ঞা। পরিবেশয়ে—পরিবেশন করে।

পরিখত—পরীক্ষা করে। পরিপঞ্চ—প্রপঞ্চ।

পরিতু—পরিতাম। পর্ণ—পাতা, দল।

পলঙ্কন, পলগন—পালঙ্ক, পর্য্যঙ্ক। পশি—প্রবেশ করিয়া।

পশিল—প্রবেশ করিয়া। পশুপ—পশুপালক, গোপ।

পসার—প্রসার, বিস্তার, দোকান। পসারিয়া—প্রসারিয়া।

পহুপ্—পুষ্প, ফুল। পহিরব পরিধান করিব।

পহিরে—পরিধান। পহিরণ—পরিধেয়।

পহিরাবব—পরাইব। পহুঁ—প্রভু, বন্ধু।

পাওল—পাইল, প্রাপ্ত হইল। পাকল—পক্ক।

পাকল—পঙ্কিল, সজল। পাঙ, পাঁউ—পাই, প্রাপ্ত হই।

পাঁজর—পঞ্জর। পাটল—শ্বেত ও রক্তবর্ণমিশ্রিত বর্ণ, পাট্‌কিলে রঙ্।

পাটুয়ার—পাটের।

পাতন—পতন। পাতর—প্রাতঃকালীন।

পাঁতি—পঙ্ক্তি, শ্রেণী, পত্র, ব্যবস্থা। পাতিয়ায়—প্রত্যয় বা বিশ্বাস করে।

পানিসাইতে—জল ভরিতে। বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে আইয়গণ নদী বা পুষ্করিণীতে কলসী-কক্ষে যাইয়া, গঙ্গাপূজা মানস করিয়া, অনেক সধবা স্ত্রীলোক ছুরি দ্বারা জল দ্বিভাগ করিয়া, সেই স্থান হইতে কলসী বা হাঁড়ীতে জল ভরিয়া আনে। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যোদ্যম ও হুলু-ধ্বনি হয়। বিবাহে ঐ জল দ্বারা বর-পাত্রী যো খেলে এবং গ্রন্থিমোচনের দিন ঐ জলদ্বারা বরপাত্রীকে আইয়গণ স্নান করায়। এই ব্যাপারের নাম "পানিসাওয়া" বা "জলভরা"। যথা গানে—"আয় আয় মকর গঙ্গাজল। কাল্ কামিনীর বিয়া হবে সাইতে যাব জল॥ জলের ঝারি নেলো হাতে

রুণুঝুনু নে সোঁ যাণে, ঘোমটার ভিতর খেমটা ভাজে—
ঝুমঝুমরে বাজবে মল॥" কলিকাতা অঞ্চলে হাঁড়ীতে রা
আনিয়া ঝারিতে জল ভরিয়া আনে।

পাপিয়া—পাপী, কোকিল।

পায়া—যেন, প্রায়।

পিঙ, পিয়, পিয়ে, পিয়া—প্রিয়।

পাব—পাইবে।

পাশুলি—পদাঙ্গুলি-ভূষণ।

পিন্ধায়ে—পরাইয়া।

পিনাক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার ধনুকের ন্যায়। একটী স্থিতি-স্থাপক গুণোপেত যষ্টি, তাহার দুই সীমা তন্ত দ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। ইহা মহাদেব যুদ্ধকালে শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে বাদন জন্য ব্যবহার করিতেন।

পিয়াস—প্রয়াস ও পিপাসা

পিয়ারা—প্রিয়, পতি।

পিবি—পান করিবে।

পীব—পান করিল।

পুছি—জিজ্ঞাসা করিয়া।

পুঞ্জরি—পুঞ্জ, রাশি।

পুণবতী—পুণ্যবতী।

পিয়ারী—প্যারী, রাধিকা।

পিবইতে, পীতে—পান করিতে।

পীঠচ্ছেদ—পৃষ্ঠ দেখাইয়া।

পীবর—স্থূল।

পুছেন—জিজ্ঞাসা করেন।

পুণিম—পূর্ণিমার।

পুরট—স্বর্ণ।

পুরশ্চর্য্য—পুরশ্চরণ। স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধ হইবার জন্য তাঁহাকে পূজা করিয়া, তাঁহার মন্ত্র, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন দ্বারা পূজা।

পুরুখ—পুরুষ।

পুরুল—শ্রেষ্ঠ, অধিক, পরিপূর্ণ, পরিমাণ-পাত্র বিশেষ।

পুর—পূর্ণ হয়।

পেখল—দেখা।

পুলকাইত—পুলকিত।

পুরুবে—পূর্ব্বে।

পেখনু—পেখনু, দেখিলাম।

পেচকা—পিচকারী।

পেখি—দেখি।

পেলা—ইহার নানার্থ আছে। যথা, (১) ঝড়ে পর্ণকুটীর পড়িয়া না যায় এই জন্য উহার চারিদিকে যে বাঁশের ঠেস, বা ঠিকা দেওয়া যায়, তাহা (Prop) সুতরাং "আশ্রয়" এস্থলের বোধ হয়, ইহাই অর্থ। (২) উপহার, নৃত্য-গীতাদির সময় নর্ত্তকী বা গায়ককে যে উপহার দেওয়া যায়। কালিদাস নাথ মহাশয়ের মতে এই অর্থই এখানে প্রযুজ্য।

আমরা কিন্তু প্রথম অর্থ মনে করি। (৩) ...

(৪) ফেলাও হইতে পারে, যথা, "পেলাইল" "পেলারাম" ফেলাইল, ফেলারাম।

পেলায়—ছিটায় বা ফেলায়।

পেলি—ছিটাইয়া, ফেলাইয়া ...গেল।

পোছে—মুছে, মোছে।

প্রেমায়—প্রেমে।

ফ

ফণ্ড—ফাণ্ড, ঘাঁবীর।

ফন্দ—ফাঁদ।

ফালি—বস্ত্রখণ্ড, চীর।

ফুকরই—স্পষ্ট শব্দ করিয়া।

ফুরই—স্পন্দন করিতেছে, ... করিতেছে।

ফুয়লু—আলুলায়িত।

ব

বন্ধুক—বান্ধুলীফুল, সুন্দর।

বলাৎকারে—বলবান্ জন্তু।

বহুত—অনেক।

বাধাই—বাধা, প্রতিবন্ধক।

বালা—বালক, শিশুপুত্র।

বোধায়ত—বুঝায়ত।

ভ

ভই—হইয়া।

ভউন—ভবন।

ভঙ্গ—ভঙ্গী, ভঙ্গীতে।

ভণে—বলে।

ভণি—বর্ণন করিয়া।

ভরহি—ভরে, যথা বলহি বলে, জলহি জলে।

ভরম—ভ্রম।

ভরমি—ভ্রমি।

ভরমাইত—ভ্রমযুক্ত।

ভসম—ভস্ম।

ভাখন—বলিল, বাক্য।

ভাখব—বলিব।

ভাগি—ভাগে, পালায়।

ভাগউ—ভাগুক, দূর হউক্।

ভাগলহু—পলাইল।

ভাগে—ভাগ্যে।

ভাও, ভাওনী—ভঙ্গী, ভাব, অঙ্গুরা ও ভ্রূ।

ভাজন—পাত্র।

ভাজি—ভাগি, পালায়।

ভাগবরে—পলায়ন করিব গো।

ভাতি—প্রকার।

ভাত্যা—তাড়াইয়া।

ভাতিয়া—ভঙ্গী করিয়া।

ভাতি—ভ্রান্তি।

ভাতি—ভ্রান্তি।

ভানে—সমান, সদৃশ।

ভায়, ভায়ত—ভাল লাগে।

ভালি—ভাল।

ভালে—উত্তম, কপালে।

ভিগি—ভিজিয়া।

ভীত—ভয়।

ভীর, ভীড়—লোকসংঘট্ট।

ভুখিল—বুভুক্ষিত।

ভুধি—সমুদ্র।

ভুয়া—প্রচুর।

ভেজব—পাঠাইবে।

ভেজাওা—বন্ধ করিয়া; জ্বালিয়া।

ভেদ—বিভিন্নতা।

ভেরী—ভেউর। শ্বাসদ্বারা বাদিত বাদ্যযন্ত্র।

ভোর, ভোল—অজ্ঞ, বিহ্বল।

ভোরি—ভুলিয়া।

ভ্রমতহি—ভ্রমে।

ভাণ—ভাব।

ভামুয়া—ভানু।

ভায়ব, ভাওব—ভাল লাগিবে, শোভা করিবে।

ভাসাওল—ভাসাইল।

ভীতে—দিকে।

ভীগল—ভিজিল।

ভুখলি—ক্ষুধিত, কৃশ।

ভুলি—শাটী।

ভূখণ—ভূষণ।

ভূসুর—ব্রাহ্মণ।

ভেজল—পাঠাইল।

ভেট—সাক্ষাৎ।

ভেল, ভেলু—হইল।

ভৈগেল—হইয়া গেল।

ভোখ—ক্ষুধা।

ভোরা, ভোলা—পরিপূর্ণ।

ভোরহি—ভোর হইয়া, বিহ্বল হইয়া।

ভ্রাজত, ভ্রাজয়ে—দীপ্তি পায়।

ম

মধত—মধ্যস্থ।

মনা—মন।

মণিয়া—মণি।

মঞ্জু—সুন্দর মধুর।

মঞু, মৈনু, মৈইনু—মরিলাম।

মনোহিত—মনোমত।

মযঙ্ক—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র।

মরকত—হরিদ্বর্ণ মণিবিশেষ, নীলকান্ত মণি।

মধি—মধ্যে।

মমুয়া—মন ও ময়নাপাখী।

মনহু—মনে।

মন্দুয়া—মন্দ, মৃদু।

মমুরী—মণিহারী।

ময়—মদ।

ময়দন—মর্দ্দন।

মরিয়ান—মর্য্যাদা।

মহু—মধু।

[illegible]রি—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মাজন—মার্জ্জিত।

মাদক—মাদকতাপূর্ণ।

মাধুকরী—মাধুকরী ভিক্ষোপজীবীর পঞ্চ স্থান হইতে ভিক্ষাহরণ। প্রতিবৈষ্ণবের কণিকামাত্র উচ্ছিষ্টান্ন।

মানি, মানই—মানে এবং ধারণ করে।

মার—কন্দর্প।

মিট, মিঠ—মিষ্ট।

মু, মুই—আমি।

মুগধ—মুগ্ধ, অবোধ।

মুদ—হর্ষ, প্রীতি।

মুদির—লম্পট ও মেঘ।

মুরছা—মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত।

মেন, মেনো—প্রায়।

মেলে—মলে।

মৌলান—মলিন।

মোচঙ্গ—বাদ্যযন্ত্র।

মোড়ি—ফিরাইয়া।

মোদ—আমোদ।

মাই—মাতা।

মাতোয়ারা—মাতাল, মত্ত।

মাদন—উন্মত্তকারী।

মাধ্বিক, মাধ্বীক—মধুজাত সুরা, মহুয়ার মদ্য।

মাহা, মাহি—মধ্যে ও মাস।

মিলাঞা—মিলাইয়া, মিশিয়া, গলিয়া।

মুগ—মৃগ।

মুড়ায়—মণ্ডন করে।

মুদিত—হর্ষিত, আমোদিত।

মুহে—মুখে।

মুল—মূল্য।

মেরে—আমার।

মেহ—মেঘ।

মো—আমি।

মোচা—কদলীফুল।

মোতি—মোতিম, মুক্তা।

মোসবার—আমাদিগকে।

মোহর, মোহোর—মোহের আমার।

মোহে—আমার, আমাকে।

য

যও—যদি।

[illegible]জকার—জোকার, হলুধ্বনি।

যহি—যেখানে।

যাওব—যাইব।

যাও—যাই।

যাবহ—যাইয়া।

যাবক—অলক্তক, আলতা।

যছু—যাহাতে।

যতি—যত ও যখন।

যাউ—গমন করুক।

যাওই—যাইতেছে।

যাতি—যায়। "পাওত তানরস যাতি" এই "যাতি" স্থলে সম্ভব "মাতি" হইবে।

যাহা—যেখানে, যেদিকে।

যোই—যে।

যৈছে, যৈসে—যেরূপ, যেমন ও যেন।

র

রঙ্গণ—রঞ্জন ও রমণ (গৌরচন্দ্র)

রবাব—রুদ্রবীণা। সেতারাদির ন্যায় বাদ্যযন্ত্র। ইহার রচয়িতা আব্‌দুল্লা ইহার "রুবের" নাম প্রদান করেন।

রভস—বিহার, বিবরণ, হর্ষ ও রহস্য।

রসায়ন—যে বা যাতে সরস করে, সুরস।

রহল—রহিল, থাকিল।

রা, রাব—রব।

রাজবরে—প্রকাশ করিবে; প্রকাশ পাইবে।

রাতিয়া—রাত্রি।

রুখলি—রুক্ষ।

রেখ—রেহা, রেখা।

রোকি—রোধিয়া।

রোখবরে—রোষ করিব গো।

রোই—রোদন করে।

রটব—রটনা করিব, প্রচার করিব।

রভসে—ঔৎসুক্যে।

রসন—আস্বাদনের শব্দ; রজ্জু; কাঞ্চি।

রসের বাড়ৈ—গুড় যাহারা প্রস্তুত করে।

রহু, রহি—থাকে।

রাকা—পূর্ণিমা তিথি।

রাজত—বিরাজ করে, প্রকাশ করে।

রাজে—বিরাজ করে।

রাতা—রক্ত বর্ণ।

রাহে—রাখে, পথে।

রুচই—রুচি।

রোকই—রোধ করে।

রোখ—রোষ।

রোয়ত, রোয়ই—রোদন করে।

রোহিত—তিরোহিত।

রোয়ল—রোপণ করিল; স্থাপন করিল।

রোম—রম্য।

ল

লখই—দেখিতে, স্থির করিতে।

লঘি—প্রস্রাব।

লপন—বাক্য ও ওষ্ঠ।

লব—বিন্দু।

লস—বিলাস, উল্লাস।

লহু—লঘু, ক্ষুদ্র।

লাগি, লাগে—লাগিয়া থাকে।

লগে—নিকটে, সঙ্গে।

লছিমী, লখিমী—লক্ষ্মী।

লপটে—অন্যের সহিত লপ্টালপ্টি করে

লয়ত—গড়াইয়া, গ্রহণ করে।

লসত—বিহার করে।

লাখবাণ—লক্ষ পোড়; লক্ষগুণ বর্ণ-বিশিষ্ট; বাণ বর্ণ শব্দজাত।

লাসহ—সংলগ্ন হইল। লাগাইল পাইলে—লগ পাইলে, পারিলে।

লাবণ, লাবণি—লাবণ্য।

লাস—স্ত্রীলোকের নৃত্য। মতান্তরে নিদ্রাদেবী। যথা—নিদ্রাদেবী ঠাকুরাণ মোদের বাড়ী আয়।

লায় লোটাইয়া—ভূমিতে লুটিয়া।

লুও, লুও, লুও—হলুধ্বনি, উলুউলু।

লেই—লইয়া।

লুবধ—লুব্ধ।

লেত—লয়, নেয়।

লেখি—গণনা করি।

লেহ, নেহ, 'সনেহ—স্নেহ, গ্রহণ কর।

লেয়ব—লইবে; গ্রহণ করিবে।

লোফত—লোফালুফি করে।

লোর, লোরা—অশ্রু।

লোভায়—প্রলুব্ধ করে।

লোলী—লোলা, লক্ষ্মী।

লোলিয়া, লুলিয়া—গড়াইয়া; দোলায়মান বা দোলায়মান হইয়া।

লোলত—দুলে।

লোহে—অশ্রুতে।

ব

বজর—বজ্র।

বনিয়া—প্রস্তুত করিয়া।

বনায়লু—বানাইলাম, বিন্যাস করিলাম।

বনায়ত—বানায়, বিন্যাস করে।

বনোয়ারী—বনমালী।

বন্দ্যো—বন্দনা করি।

বছল—বহুল, বক্র, বৎসল।

বসইক—বসন করে।

বয়্যা—বসিয়া।

বয়না—বদন।

বয়—বয়স ; প্রবাহিত হয়।

বরজরঞ্জন—ব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ।

বরখি—বসিয়া।

বরসত—বরিষে, বর্ষে।

বরখা—বরিখ, বরিখা, বর্ষা।

বরণব—বর্ণন করিব।

বরিখ—বর্ষা ; বৎসর।

বরিখল—বর্ষণ করিল।

বর্ণ্য—বরণীয়।

বলনি—গঠন।

বহ—বহে।

বহরি—সংস্কৃত "ভূরি" শব্দজাত। বিভূরি, বভূরি, বহুরি বা পুনর্ব্বার, যথেষ্ট।

বাউরী—বাউলিনি, বাতুলা।

বাওন—বাদন।

বাওব—বাজায়, বাজাইবে।

বাওয়ে—বাজায়।

বা—বাতাস।

বাওন—বামন, খর্ব্বাকৃতি।

বাজ—বজ্র।

বাট—পথ।

...র—যে পথে ডাকাতি করে। বাটায়লুঁ—বাটন করিলাম।
—বাড়িয়াছে। বাঢ়ায়—বাড়ায়।
ঢ়ি, বাঢ়ই—বাড়ে। বাঢ়িলে—পূরিলে; পূর্ণ হইলে।

...ণ, বান—শ্রীহট্ট অঞ্চলে বাণ শব্দ পোড় বা দগ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। "লাখ বাণ কাঞ্চন" অর্থ লক্ষ পোড়ের স্বর্ণ, অর্থাৎ লক্ষগুণ উজ্জ্বল স্বর্ণ। আষাঢ় মাসের শেষে বান্ধব-সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্গবাসীতে একজন লেখক পোড় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাবু কালিদাস নাথ বলেন "বাণ শব্দ বর্ণ-শব্দজাত। যেমন কর্ণ হইতে কাণ। লাথবাণ কাঞ্চনের অর্থ স্বাভাবিক স্বর্ণ হইতে লক্ষগুণ বর্ণবিশিষ্ট।" গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর—

লাথবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে চর চর অঙ্গ মুয়াঙ নিছনি॥"

পদের টীকায় রাধামোহনঠাকুর লিখিয়াছেন,—"দৃশ্যঃ স্বর্ণাল্লক্ষগুণোজ্জ্বলজাম্বুনদাখ্য-স্বর্ণজেতৃবর্ণস্য মৎপ্রাণনির্ম্মঞ্ছনসামগ্রী। ননু তৎ সাদৃশ্যে কিং তস্য কাঠিন্যে দায়াতং।" অতএব ইঁহার মতেও বাণ বর্ণ শব্দজাত। একজন অনুমান করেন, সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ বাণ পুষ্প হইতে ও বাণ বা বান শব্দ গৃহীত হওয়া অসম্ভব নয়।

...—কথা। বাতাওএ—দর্শায়।
...াদি আড়াআড়ি। একদল অপর দলকে পরাস্ত করিবার আশায়।
...া, বাণা,—ধ্বজা। বায়, বায়ত—বাদ্য করে।
...হ—বারণ কর। বারা, বারি—জল।
...—বারি বারণ করে। বারুণা—জলতরঙ্গের ন্যায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।
...া—মনে করি।
...য়ে—বোধ হইতেছে; বোধ করে। বাহুড়িয়া—ফিরিয়া।
...য়—ফিরে। বাহে—বাহুতে করিয়া।
...াই—বিকাইয়া। বিখাদ—বিষাদ।
...খ—বিষে। বিঘটন—বিঘট্টন, আঘাত।
...ছুয়ারি—বিস্মৃত হইল; বিস্মৃত করাইয়া দেয়। বিছুরিয়ে—বিস্মৃত হই।
বিছুরল—বিস্মৃত হইল।
...—বাত্রা, মৃত্যু। বিজরী—বিজলী, বিদ্যুৎ।

বিচাল—বিথা। বিতানিত—বিতারিত।
বিথারল—বিস্তার করিয়া দিল। বিথারি—বিস্তার করিয়া।
বিথোর—বিস্তারিত। বিনু—বিনা।
বিনোদিয়া—বিনোদনকারী। বিভঙ্গী—ভঙ্গী, তরঙ্গ।
বিভঙ্গ—বাদ, বাধা। বিভাব—বিবিধ ভাব; যথা উদ্দীপ
বিভূখণ—বিভূষণ, অলঙ্কার। বিমরিষ—বিমর্ষ। আ
বিয়াপ, ব্যায়াপ—ব্যাপ্ত হইল। বিয়াপত—ব্যাপ্ত।
বিরকত—বিরক্ত। বিরচর—বিশেষরূপে রচনা করি
বিরামি—বিশ্রাম করিয়া। বিরিখ—বৃক্ষ।
বিলাওল—বিলাইল। বিলাস—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
বিররণ—বিবর্ণ। বিশারি, বিসরি, বিসরি—বিস্মৃত।
বিশান—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিহাসি—হাসিয়া।
বিহনি—বিহান, প্রভাত। বিহরণ—বিহার, ভ্রমণ, বিচ্ছেদ।
বিহরয়ে—বিহার করে। বিহি—বিধি।
বীজু—বীজ। বীটিকা—খিলি।
বীণ—সপ্ততার ও দ্বিতুম্বীবিশিষ্ট প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র।
বীথিরত—পন্থাগত; গমনশীল। (বুঝা গেল না)।
বুট, বুড়া—বৃদ্ধ। বুধি—বুদ্ধি।
বুনিবে—বুনন বা বয়ন করিবে। বুর—ডুবিয়া।
বুলে—ভ্রমণ করে। বেজ, বেজা—বৈদ্য।
বেঢ়ল—বেড়িল ও বাহির হইল। বেদা ক্লেশ।
বেদনী—ব্যথিত, মর্ম্মী। বেধই—ভেদ করে।
বেপথ—কম্প। বিয়াকুল—ব্যাকুল।
বেরিবেরি—বারবার। বৈবে—বহিবে।
বৈরাগে—বৈরাগ্য। বৈরাগর—বৈরাগী।
বোল—কথা। বোলনা—বেলন, গঠন।
বোলি—বলয়, বালা। বৌহারি—বধূ।
ব্যাজ সুদ, বাধা, ছল, কপট।

শ।

শকত—সমর্থ, শক্ত। শতবাণ—লাখবাণ দ্রষ্টব্য।

শিঙল—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। | শাকিনী—স্ত্রীভূত; শাকচুন্নী।
ঙন—শ্রাবণ। | শাল—ইক্ষু ভাঙ্গিবার খোলা বা স্থান (খলট)।
ঙ্গার, সিঙ্গার—বেশভূষা। শৃঙ্গার শব্দজাত। | শীরিবাস শ্রীবাস।
ত্ত—শয়ন করিয়া। | শুনত—শুনিতে।
ঙ্গ—বংশী, শঙ্খ ইত্যাদি শ্বাস দ্বারা বাদিত যন্ত্রবিশেষ। | শুহই; শই. সই—সখী।
জ, সেজে—শয্যায়। | শূন—শূন্য।
হন—শোভন। | শোহত, শোহে—শোভা পায়।
শ্রাণি—শ্রবণ, কর্ণ। | শোরহীন—সংজ্ঞাহীন, নিস্তেজ, অচৈতন্য।

স

য়—সকল। | সগরি—সকলি।
য়—যুদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রশ্ন, নিয়ম, জ্ঞান, বিষ, গোদাহন সময়। | সঞ্চরু—সঞ্চয় করিতে লাগিল, এবং সঞ্চরণ করিতে লাগিল।
এ—সঙ্গে। | সতন্তরী—স্বতন্ত্র, স্বাধীনা।
তি—সত্য। | সতিবাদ—সত্যকথন; স্তুতিবাদ।
ন—আবাস, গৃহ। | সদনা—সদন, গৃহ।
েশ—সংবাদ। | সমতি—সম্মতি।
িত—চেতনা। | সমুঝব—বুঝিবে।
পিনু—সমর্পণ করিলাম। | সমাওত—সমাহিত হয়, বিলীন হয়।
াহল—সমাহিত করিল, স্থাপিত করিল। | সমরিতে, সোঙরিতে—স্মরণ করিতে
ারল—সম্ভূত হইল, উদ্ভূত হইল, রহিল। | সম্বাইব—মর্দ্দন করিব, টিপিব।
ে—মাত্র, কেবল। | সম্ভালিতে—সামলাইতে, বুঝিতে।
ণি—পথ। | সবুহুঁ—সমস্তই।
বস—সর্ব্বস্ব। | সভে—সকলে।
ী—সখী। | সুরমিত—লজ্জিত।
খী—সাক্ষী। | সরসয়ে, সরসায়এ—সরস হয়
ঙরি, সোঙরি—স্মরণ করিয়া। | সহ—সহিতে
| সাঙন, শাঙন—শ্রাবণ।
| সাঙর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।

…চেন—সাঁচা, সাঁচা, অন্নবস্ত্র, যথায়া সাঁচামোচা—অর্থগ্রহ হইল না।

…ধি পাতে।

…ভান,—ভয়।

…নন্দুয়া—আনন্দিত হইল।

…মাইয়া—প্রবেশ করিয়া।

সেচনিয়া—সেচন করে।

সিধি—সিদ্ধে।

সিনান, আস্নান—স্নান।

সুঘড়, সুঘর—"সুগড়" শব্দের রূপান্তর শ্রীহট্টে সুগড় বা সুগঠ অর্থ সুগঠন, সুন্দর। পশ্চিমবাড়ে সুনড়ী ও সুগড়, আনাড়ী, বা অনাড়ীর বিপরীতার্থক শব্দ। সুগড় অর্থ সুবিজ্ঞ সুরসজ্ঞ।

সুরেহ—স্নেহ ও সুন্দর রেখা।

সুহায়ত—সুন্দর দেখায়।

সেব—সেবা করি।

সোঁপল, সঁপিল—সমর্পণ করিল।

সোসর—সদৃশ।

সাঁঝক, সাঁঝক—সন্ধ্যাকালে, শেষকালে।

সায়রে—সাগরে।

সিধায়ল—প্রবেশ করিল।

সিধু—মধু, মদ্য।

সুগোর—সুন্দর, গৌরবর্ণ।

সুচার—সুচারু।

সুছন্দ—মনোহর, প্রভাবিত।

সুচার—ক্রমানিয় এবং সুচন্দের, সু…

সুবরণ—সুবর্ণ, স্বর্ণ।

সুমেলি—সুন্দররূপে মিল, in conc… harmonious.

সুরজ, সুরয—সূর্য্য।

সুরঙ্গ—হিঙ্গুল।

সুষম—সুষমা, সৌন্দর্য্য।

সেহ—তাহাও, উহাও।

সোঙরই, সঙরই, সুরই—স্মরণ করে…

সোর—গোল।

স্রোতবিথার—বিস্তীর্ণ স্রোতোবিশি…

সংবলাক—ক্ষুদ্রবক শ্রেণী।

হ

হউ—হউক।

…নে—হইতে।

হরত—হরণ করে।

হরখিত—হর্ষিত।

হাকাল—আকাল, দুর্ভিক্ষ।

হাড়ি—ডোম, চণ্ডালাদি।

হও—হই।

হব—হইবে।

হরখি—হর্ষিত হইয়া।

হসিত—হাস্য, হাস্যযুক্ত।

হাটক—স্বর্ণ।

হাকান্দ, কাঁদনে—হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে লাগিলে…

হ—হাইন, মুখব্যাদন। বালকেরা ঘুম

আসিবার পূর্ব্বে বারংবার

হাই তোলে।

ামার—আমার।

রণ—হিরণ্য।

ডোর—হিন্দোল, দোলনা।

ডাঁর—হিন্দোল, দোলনা।

ঙ্কি—হুঙ্কার।

—গোল।

রিনু—দেখিলাম।

ত্তি—হইতেছে

ইব—হইবে।

ত—ক্ষয় পায়।

হানই—হানি, হানে।

হামু—আমি।

হালে—কম্পিত হয়। কাঁপে।

হিয়া—হৃদয়।

হিলন—হেলন।

হীর, হার—হীরক।

হুলাস—উল্লাস।

হেরইতে—দেখিতে।

হোত—হয়।

হোয়ল—হইল।

হোর—অন্তর, দূর, মতান্তরে "ঐ"

ক্ষ।

ক্ষেম—মঙ্গল।